নারায়ণ দেবনাথ

নান্টে ফান্টে সমগ্র



নারায়ণ দেবনাথ

নন্টে ফন্টে সমগ্র

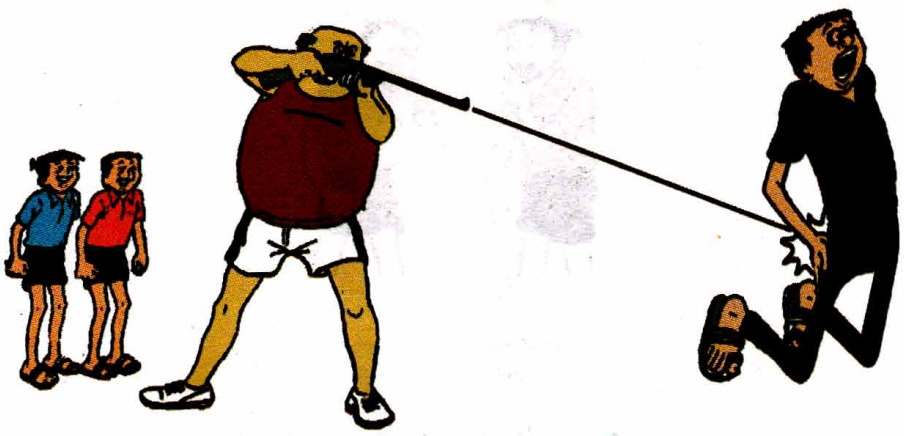

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

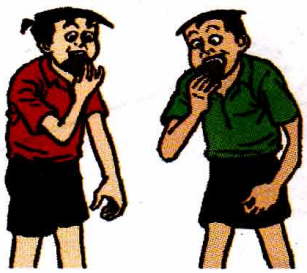

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৫

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ দেবাশিস সাহা

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

NANTE FANTE SAMAGRA
by Narayan Debnath
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

ISBN 978-81-8374-144-6

এই নন্টে ফন্টে সমগ্রটি
আমার অত্যন্ত আদরের নাতনি অলিভিয়া (ময়ূরী)
অ্যালিসিয়া (পায়েল) নাতি অর্কপ্রিয় (বিল্লু)
ও স্বর্ণভকে (মুন্না) উৎসর্গ করলাম।

পত্রভারতী প্রকাশিত অন্যান্য কমিকস

নারায়ণ দেবনাথ

নন্টে ফন্টে কী আনন্দ **নন্টে ফন্টে ফাটাফাটি** **নন্টে ফন্টে লা জবাব** **নন্টে ফন্টে বেস্টঅফ**
নন্টে ফন্টে বিন্দাস **নন্টে ফন্টে দ্য গ্রেট** **নন্টে ফন্টে ধুন্ধুমার** **নন্টে ফন্টে ধামাকা**
নন্টে ফন্টে মেগা হিট **নন্টে ফন্টে হইচই** **নন্টে ফন্টে হুলুস্থুল** **নন্টে ফন্টে বনাম কেল্টুদা**

নারায়ণ দেবনাথ। দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রজিৎ রায় বনাম ব্ল্যাক ডায়মন্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

হর্ষবর্ধনের বাঘশিকার **হর্ষবর্ধন হতভম্ব**
হর্ষবর্ধনের হজম **হর্ষবর্ধনের ভূত-ভোজন** **হর্ষবর্ধনের বিড়ম্বনা**

শৈল চক্রবর্তী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ডমরু চরিত

ময়ূখ চৌধুরী

রুদ্ধশ্বাস কমিকস

চণ্ডী লাহিড়ী

মিচকে। নেংটি

BEE Edition

Nante Fante Vs Keltuda **Nante Fante Unmatched** **Nante Fante Unbeatable**
Nante Fante The Great **Nante Fante The Best** **Nante Fante Rock The World**
Nante Fante Megahit **Nante Fante Hurrah** **Nante Fante Brouhaha**
Nante Fante Big Bang **Nante Fante Dhamaka** **Nante Fante Bindas**

আমার কথা

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নন্টে আর ফন্টে আমার যে চিত্রকাহিনি কিশোর ভারতীতে বের হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আর সেই কাহিনি পড়ে যারা আনন্দ আর মজা পেয়েছো, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সেই চিত্রকাহিনি এবার নন্টে আর ফন্টে সমগ্র হয়ে বের হচ্ছে।

এতে আমি খুশি। আর যারা আমার এই চিত্রকাহিনি পড়তে ভালোবাসো, তারাও খুশি হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর তাহলেই আমি আরও, আরও বেশি খুশি হব।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ—

১.১.২০১২
শিবপুর, হাওড়া


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আসল্ল পরীক্ষার ব্যাপারে স্যার একটা বিষয়ে আলোচনা করবেন বলেছিলেন কিন্তু এখনো উনি অফিস ঘরে আসেন নি। ঘরে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার!
একি! স্যার আপনি এখনো শুয়ে, শরীর খারাপ নাকি?
পেটে বড়ো বেদনা রে কেলটু!
মরেচে! পেটে বেদনা!
উঃ! আঃ!
এখুন সুপারিটেনবাবুর চায়ের টেইম হোয়েছে, দেরী হোলে বাবু বহোত গোঁসা করবে।
বাবু, আপনার জন্যে চা লিয়ে এসেছি!
হোয়াট! স্যার পেটের ব্যাথায় কাতরাচ্ছেন-
-আরে তুমি ওঁকে এখন চা খাওয়াতে চাইছো! ওটা আমাকে দাও।
জিনিস নষ্ট করে লাভ নেই আমিই খেয়ে নিই।


আমার জন্যে আনা চা তুই খেয়ে ফেললি, কেলটু ?
ওই চা তো আপনার কাছে এখন বিষতুল্য, স্যার ! তাই বিষটা আমিই খেয়ে নিলুম, স্যার !
একটু পরেই
ওরে বাবা ! তোরা কেউ গাড়িটা এনে দে, প্রকৃতি আমাকে ডাক দিয়েছে !
অ্যাই নবেচে ! অ্যাই নন্টে আর ফন্টে, তোরা কেউ গাড়িটা নিয়ে আয় শিগগির !
গেলুম, আর ওয়েট করা যাচ্ছে না ! তোরা কেউ ওটা রেখে আসিস !
হায় রাম ! ইটা বাবুর কি হইলো !
স্যারকে গাড়িটা দিয়ে আয়, ফন্টে !
কেন তুমি দিয়ে আসতে পারো না !
কি-ই ! আমার কথার ওপর কথা ! জানিস এর ফল কি হবে ?
ছেড়ে দে, ফন্টে ! স্যার এখন অসুস্থ আমরা দিলেই বা ক্ষতি কি !
একটু পরে-
ওরে কেলটু, আমাকে ধরে নিয়ে যা !
কেলটু, শিগগির ডাক্তার ঢেকুলাল ঢেঁকিকে ডেকে নিয়ে আয় !
নন্টে আর ফন্টে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ঢেকুলালকে ডেকে নিয়ে আয় !


ভালো করে ধরে বসা। মনে হচ্ছে স্যারের লুজ মোশান হয়েছে রে, নন্টে আর ফন্টে!
মরেচে! তাহলে তো এখুনি ডাক্তার ডাকতে হয়।
ওরে বাবা রে! মরে গেলুম রে!
এখুনি ডাক্তার টেঁকিকে ডেকে নিয়ে আয়।
ঠিক আছে যাবো আর ধরে নিয়ে আসবো।
বেড়া ডিঙোলে সর্টকাটে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যাবে!
এসে গেছি।
তোমার কি হয়েছে?
আজ্ঞে এই আঁ-আঁ-দাঁতে বড়োই ব্যাথা!
এই-ই দেখছি শেষ রুগী।
দাঁতের ব্যাথা তো দাঁতটা তুলে ফ্যালো।
দাঁত না তুলে আপনি দাঁতের ব্যাথা কমানোর ব্যবস্থা করুন না।
বেশ, ব্যবস্থা করছি। টেবিলে হাতটা উপুড় করে রাখো।
বেশ রাখছি।
হাত রেখেছো তো বেশ-এবার দাঁতের ব্যাথা কমিয়ে দিচ্ছি-
হাত দিয়ে দাঁতের ব্যাথা -ই-ই-ই-ওরে বাবা গেছি রে!
ব্যাথার ট্যাবলেটের চেয়ে এটা সঙ্গে সঙ্গে কাজে দেবে!

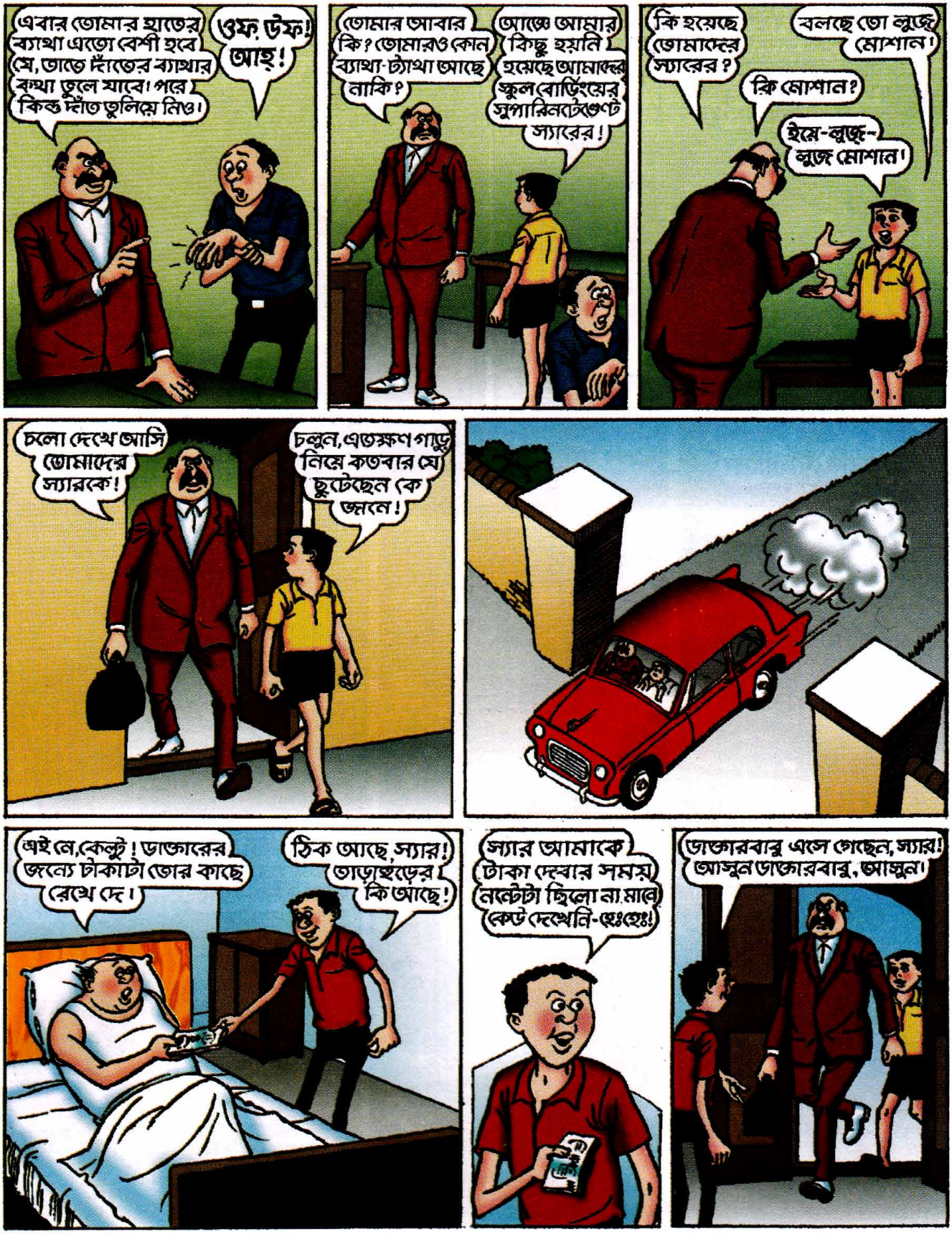
এবার তোমার হাতের ব্যাথা এতো বেশী হবে যে, তাতে দাঁতের ব্যাথার কথা ভুলে যাবে। পরে কিন্তু দাঁত তুলিয়ে নিও।
ওফ্ উফ্! আহ্!
তোমার আবার কি? তোমারও কোন ব্যাথা-ট্যাথা আছে নাকি?
আজ্ঞে আমার কিছু হয়নি। হয়েছে আমাদের স্কুল বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের!
কি হয়েছে তোমাদের স্যারের?
বলছে তো লুজ্ মোশান।
কি মোশান?
ইয়ে-লুজ্-লুজ্ মোশান।
চলো দেখে আসি তোমাদের স্যারকে!
চলুন, এতক্ষণ গাড়ু নিয়ে কতবার যে ছুটেছেন কে জানে!
অই নে, কেল্টু! ডাক্তারের জন্যে টাকাটা তোর কাছে রেখে দে।
ঠিক আছে, স্যার! তাড়াহুড়োর কি আছে!
স্যার আমাকে টাকা দেবার সময় নটেটা ছিলো না মাথে কেউ দেখেনি-হেঃহেঃ!
ডাক্তারবাবু এসে গেছেন, স্যার! আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন।


আসুন, ডাক্তারবাবু! দেখুন আমাদের স্যারের কি অবস্থা! একেবারে এলিয়ে পড়েছেন। হাতের গাড়ু আর নামাতে পারছেন না।
দেখি একবার হাতটা দেখি।
হয়েছে পেটের গণ্ডগোল হাত দেখে কি হবে?
গাড়ু হাতে দৌড় ঝাঁপ কতবার হয়েছে?
উনবিংশবার!
ঢরিব্বাস্!
কাল রাত্রে কি আহার করেছিলেন বলুনতো?
গতকাল রাত্রে খুব একটা খাবার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু একেবারে খালি পেটে থাকা স্বাস্থ্যসম্মত নয়, তাই খান পোনেরো বাসি—
লুচি আর মাংসের বাসি তরকারি—
অ্যাঃ! পোনেরো খানা বাসি লুচি আর তার সঙ্গে বাসি মাংসের তর—
দেখি, দেখি! আগে আপনার চোখটা দেখি!
আরে! আরে! এটা কি হচ্ছে?

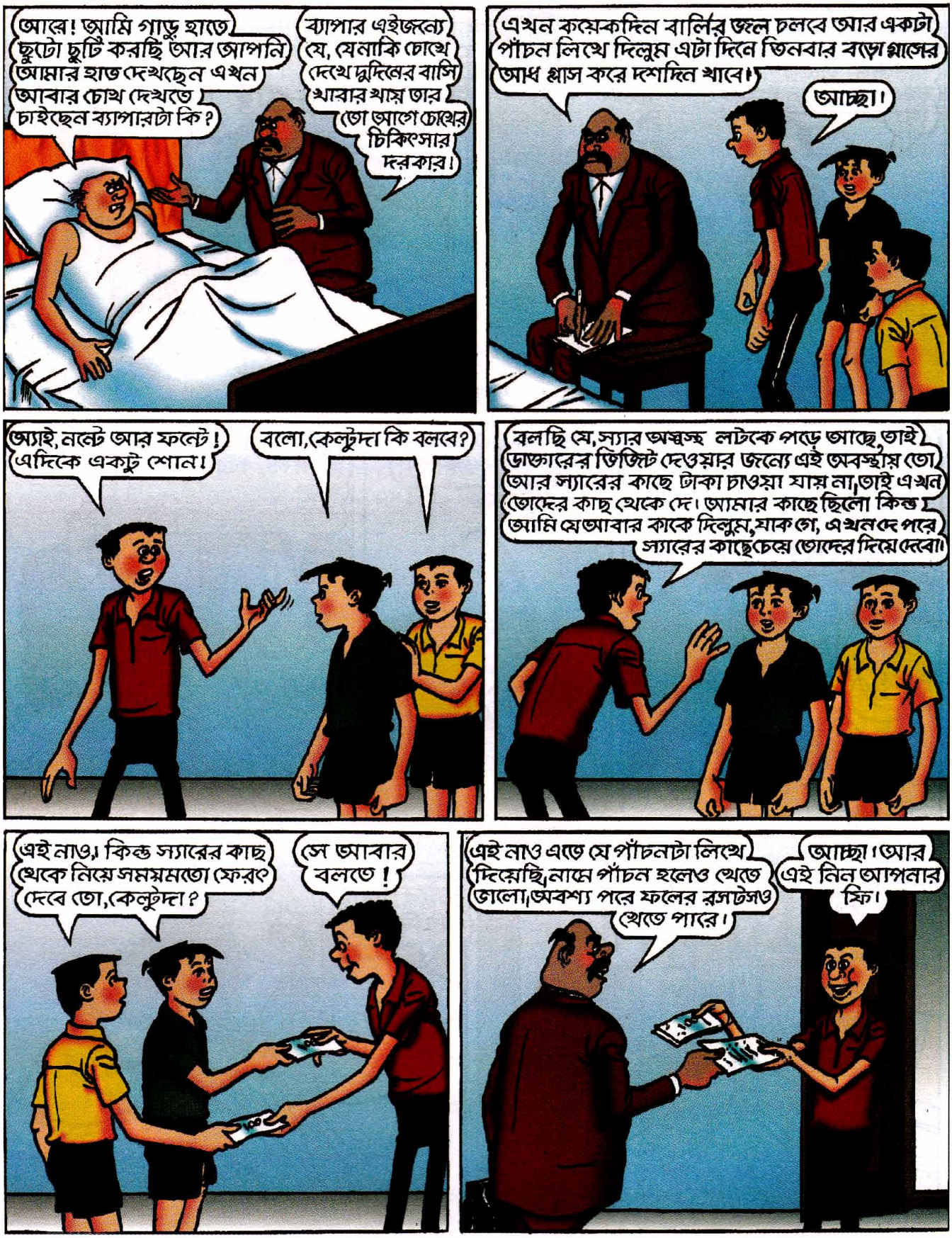
আরে! আমি গাড়ু হাতে ছুটো ছুটি করছি আর আপনি আমার হাত দেখছেন এখন আবার চোখ দেখতে চাইছেন ব্যাপারটা কি?
ব্যাপার এইজন্যে যে, যেনাকি চোখে দেখে দুদিনের বাসি খাবার খায় তার তো আগে চোখের চিকিৎসার দরকার।
এখন কয়েকদিন বালির জল চলবে আর একটা পাঁচন লিখে দিলুম এটা দিনে তিনবার বড়ো গ্লাসের আধ গ্লাস করে দশদিন খাবে।
আচ্ছা।
অ্যাই, নন্টে আর ফন্টে! এদিকে একটু শোন।
বলো, কেলুদা কি বলবে?
বলছি যে, স্যার অসুস্থ লটকে পড়ে আছে, তাই ডাক্তারের ভিজিট দেওয়ার জন্যে এই অবস্থায় তো আর স্যারের কাছে টাকা চাওয়া যায় না, তাই এখন তোদের কাছ থেকে দে। আমার কাছে ছিলো কিন্তু আমি যে আবার কাকে দিলুম, যাক গে, এখন দে পরে স্যারের কাছেচেয়ে তোদের দিয়ে দেবো।
এই নাও, কিন্তু স্যারের কাছ থেকে নিয়ে সময়মতো ফেরৎ দেবে তো, কেলুদা?
সে আবার বলতে!
এই নাও এতে যে পাঁচনটা লিখে দিয়েছি, নামে পাঁচন হলেও খেতে ভালো, অবশ্য পরে ফলের রসটসও খেতে পারে।
আচ্ছা। আর এই নিন আপনার ফি।

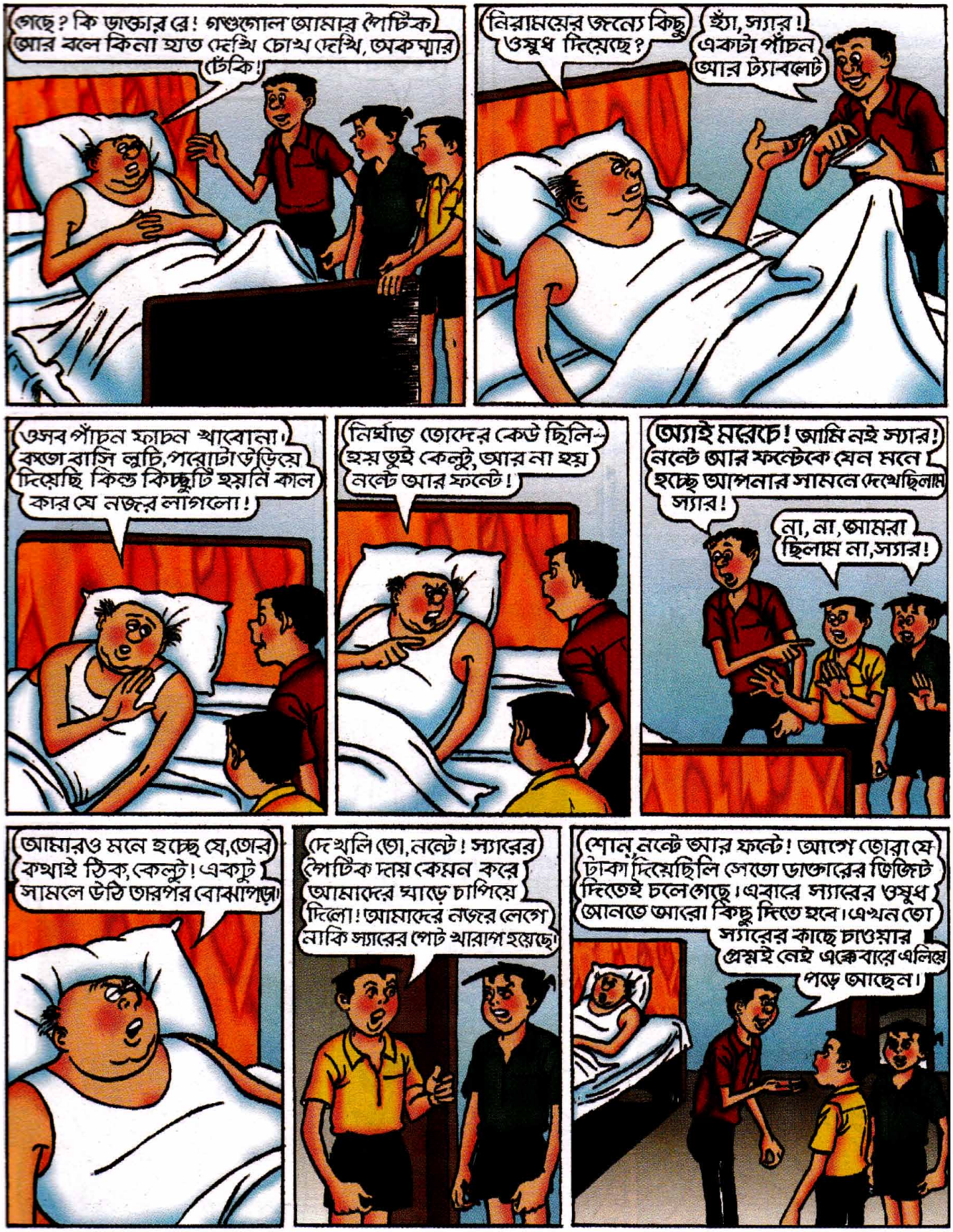
গেছে? কি ডাক্তার রে! গণ্ডগোল আমার পৈটিক আর বলে কিনা হাত দেখি চোখ দেখি, অকম্মার ঢেঁকি!
নিরাময়ের জন্যে কিছু ওষুধ দিয়েছে?
হ্যাঁ, স্যার! একটা পাঁচন আর ট্যাবলেট
ওসব পাঁচন ফাচন খাবোনা। কতো বাসি লুচি, পরোটা উড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু কিচ্ছুটি হয়নি কাল কার যে নজর লাগলো!
নির্ঘাত তোদের কেউ ছিলি- হয় ভুই কেলটু, আর না হয় নল্টে আর ফল্টে!
অ্যাই মরেচে! আমি নই স্যার! নল্টে আর ফল্টেকে যেন মনে হচ্ছে আপনার সামনে দেখেছিলাম স্যার!
না, না, আমরা ছিলাম না, স্যার!
আমারও মনে হচ্ছে যে, তোর কথাই ঠিক, কেলটু! একটু সামলে উঠি তারপর বোঝাপড়া।
দেখলি তো, নল্টে! স্যারের পৈটিক দায় কেমন করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো! আমাদের নজর লেগে নাকি স্যারের পেট খারাপ হয়েছে!
শোন্, নল্টে আর ফল্টে! আগে তোরা যে টাকা দিয়েছিলি সেতো ডাক্তারের ডিজিট দিতেই চলে গেছে। এবারে স্যারের ওষুধ আনতে আরো কিছু দিতে হবে। এখন তো স্যারের কাছে চাওয়ার প্রশ্নই নেই একেবারে এলিয়ে পড়ে আছেন।


অ্যাই, কেলটু! আমি তোর কাছে যে টাকা—
হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আপনার কোন চিন্তা নেই এসব নিয়ে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।
স্যার, টাকার কথা কি যেন বলছিলেন, কেলটুদা?
না, না—স্যার উঠে টাকা দিতে পারছেন না তাই বলে দুঃখু করছিলেন আর কি আর আমি ও ব্যাপারে চিন্তা করতে মানা করলুম। হেঃ হেঃ!
আর আমার টাকার কথা তো আগেই বলেছি একজনকে দিয়ে আর ফেরত পাচ্ছিনা তাই তোদের কাছ থেকেই নিতে হচ্ছে। যদিও স্যার পরে হয়তো ফেরত দিয়ে দেবে।
তখন দুশো দিয়েছিস আর এখন দুশো এনে দে তাতেই হয়ে যাবে।
এই কিন্তু শেষ, কেলটুদা! আর কিন্তু কিছু নেই।
আমি স্যারের ওষুধ কিনতে যাচ্ছি তোরা স্যারের কাছে থাক, নন্টে আর ফন্টে!
কেলটু ওষুধ আনতে চলে গেলো! আশ্চর্য! টাকার কথা কিছু বললো না! আগে ডাক্তারের জন্যে ওকে টাকা দিয়েছিলাম তার কি আছে—
—না আছে তার কিছুই জানালো না।
! !
কি সাংঘাতিক ফেরেববাজ দেখেছিস? স্যারও ওকে টাকা দিয়েছে!
এখন থেকেই তাহলে ওর ওপর নজর রাখতে হয়, ফন্টে!

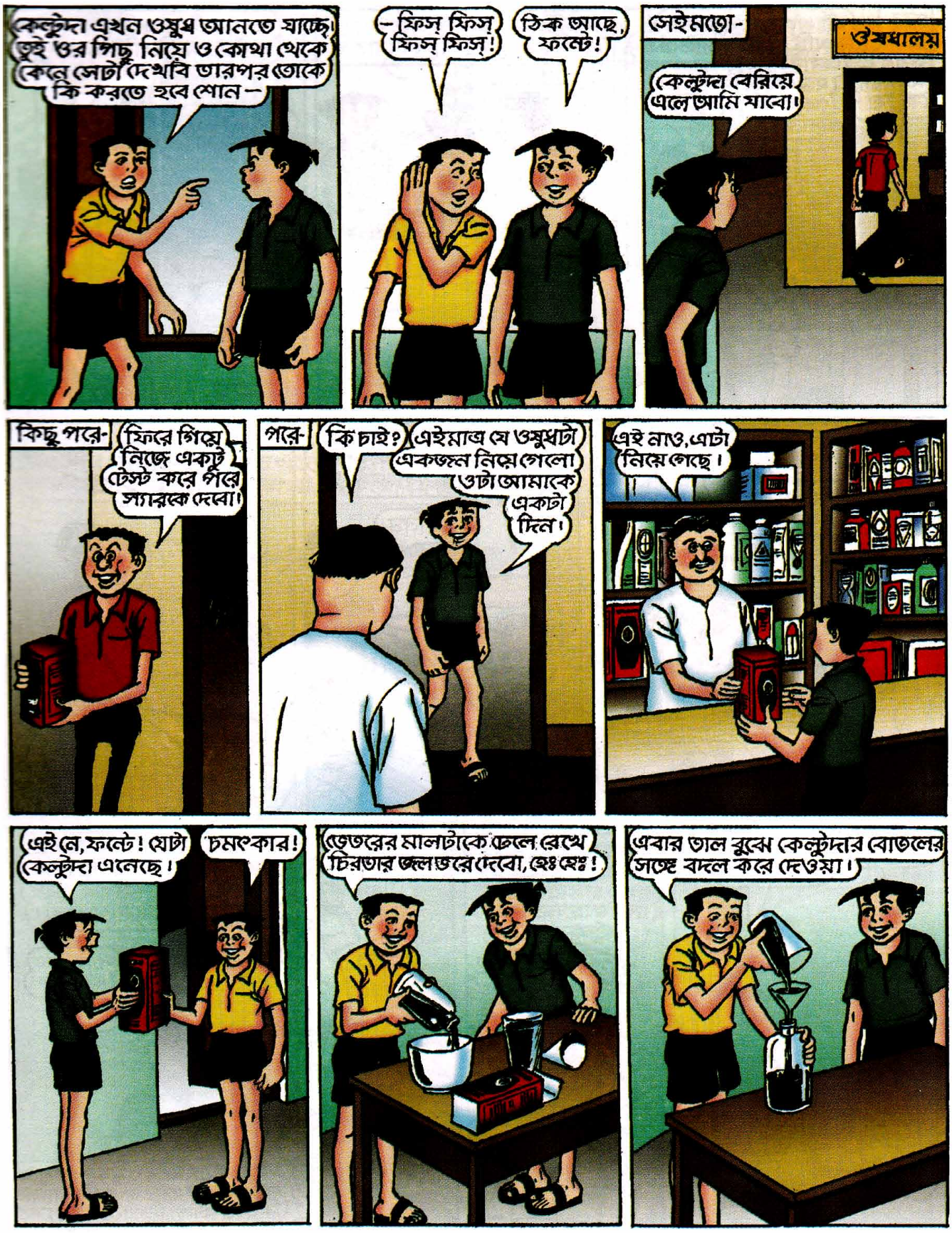
কেলুদা এখন ওষুধ আনতে যাচ্ছে, তুই ওর পিছু নিয়ে ও কোথা থেকে কেনে সেটা দেখবি তারপর তোকে কি করতে হবে শোন—
—ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্!
ঠিক আছে, ফন্টে!
সেইমতো-
ঔষধালয়
কেলুদা বেরিয়ে এলে আমি যাবো।
কিছু পরে-
ফিরে গিয়ে নিজে একটু টেস্ট করে পরে স্যারকে দেবো।
পরে-
কি চাই?
এইমাত্র যে ওষুধটা একজন নিয়ে গেলো ওটা আমাকে একটা দিন।
এই নাও, এটা নিয়ে গেছে।
এই নে, ফন্টে! যেটা কেলুদা এনেছে।
চমৎকার!
ভেতরের মালটাকে ঢেলে রেখে চিরতার জল ভরে দেবো, হেঃ হেঃ!
এবার ভাল বুঝে কেলুদার বোতলের সঙ্গে বদল করে দেওয়া।

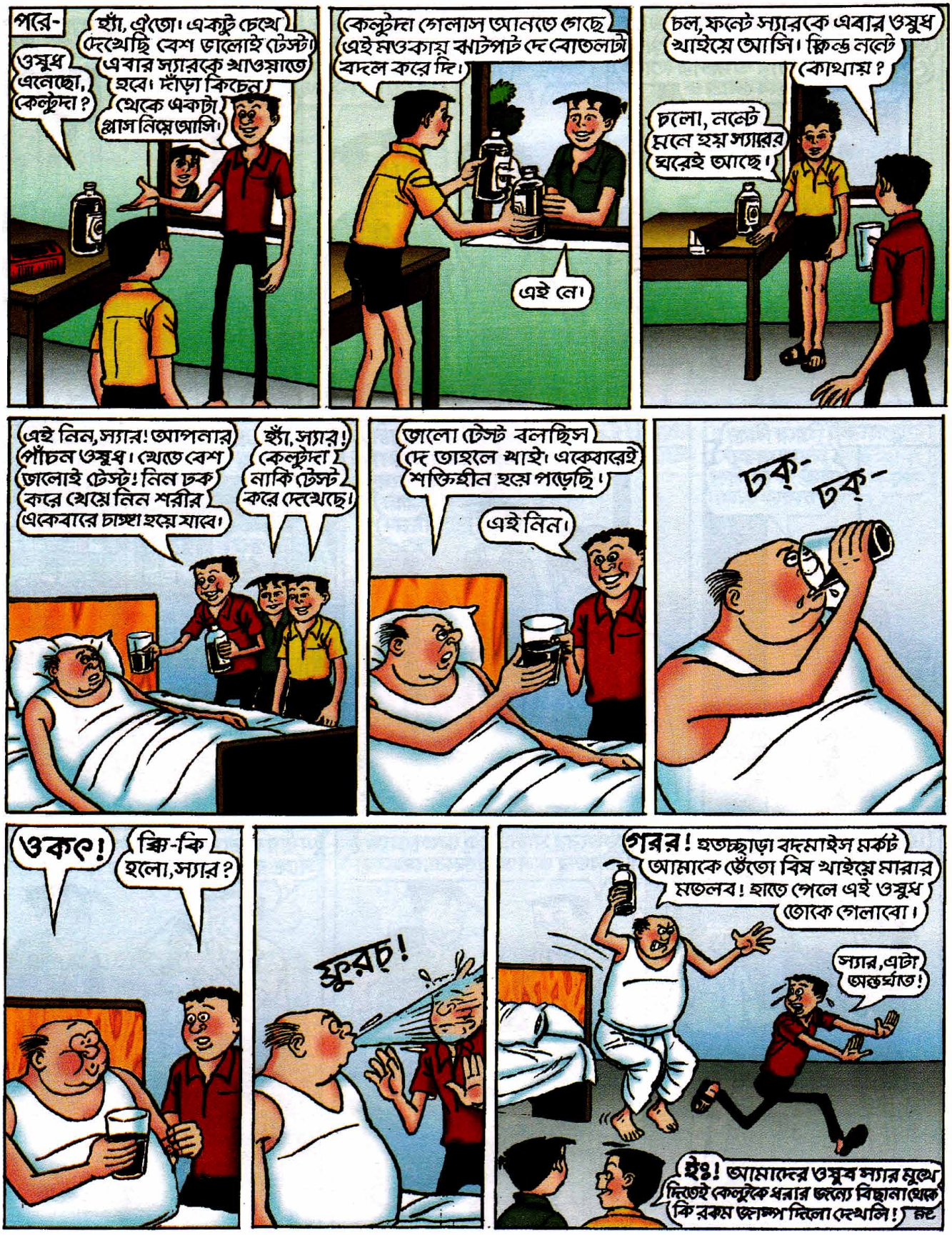
পরে-
হ্যাঁ, ঐতো। একটু চেখে দেখেছি বেশ ভালোই টেস্ট। এবার স্যারকে খাওয়াতে হবে। দাঁড়া কিচেন থেকে একটা গ্লাস নিয়ে আসি।
ওষুধ এনেছো, কেলুদা?
কেলুদা গেলাস আনতে গেছে এই মওকায় ঝটপট দে বোতলটা বদল করে দি।
এই নে।
চল, ফন্টে স্যারকে এবার ওষুধ খাইয়ে আসি। ক্লিন্ড নন্টে কোথায়?
চলো, নন্টে মনে হয় স্যারের ঘরেই আছে।
এই নিন, স্যার! আপনার পাঁচন ওষুধ। খেতে বেশ ভালোই টেস্ট! নিন ঢক করে খেয়ে নিন শরীর একেবারে চাঙ্গা হয়ে যাবে।
হ্যাঁ, স্যার! কেলুদা নাকি টেস্ট করে দেখেছে!
ভালো টেস্ট বলছিস দে তাহলে খাই। একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছি।
এই নিন।
ঢক্- ঢক্-
ওকৎ!
কি-কি হলো, স্যার?
ফুরচ!
গরর! হতচ্ছাড়া বদমাইস মর্কট আমাকে তেঁতো বিষ খাইয়ে মারার মতলব! হাতে পেলে এই ওষুধ তোকে গেলাবো।
স্যার, এটা অন্তর্ঘাত!
ইঃ! আমাদের ওষুধ স্যার মুখে দিতেই কেলুকে ধরার জন্যে বিছানা থেকে কি রকম জাম্প দিলো দেখলি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















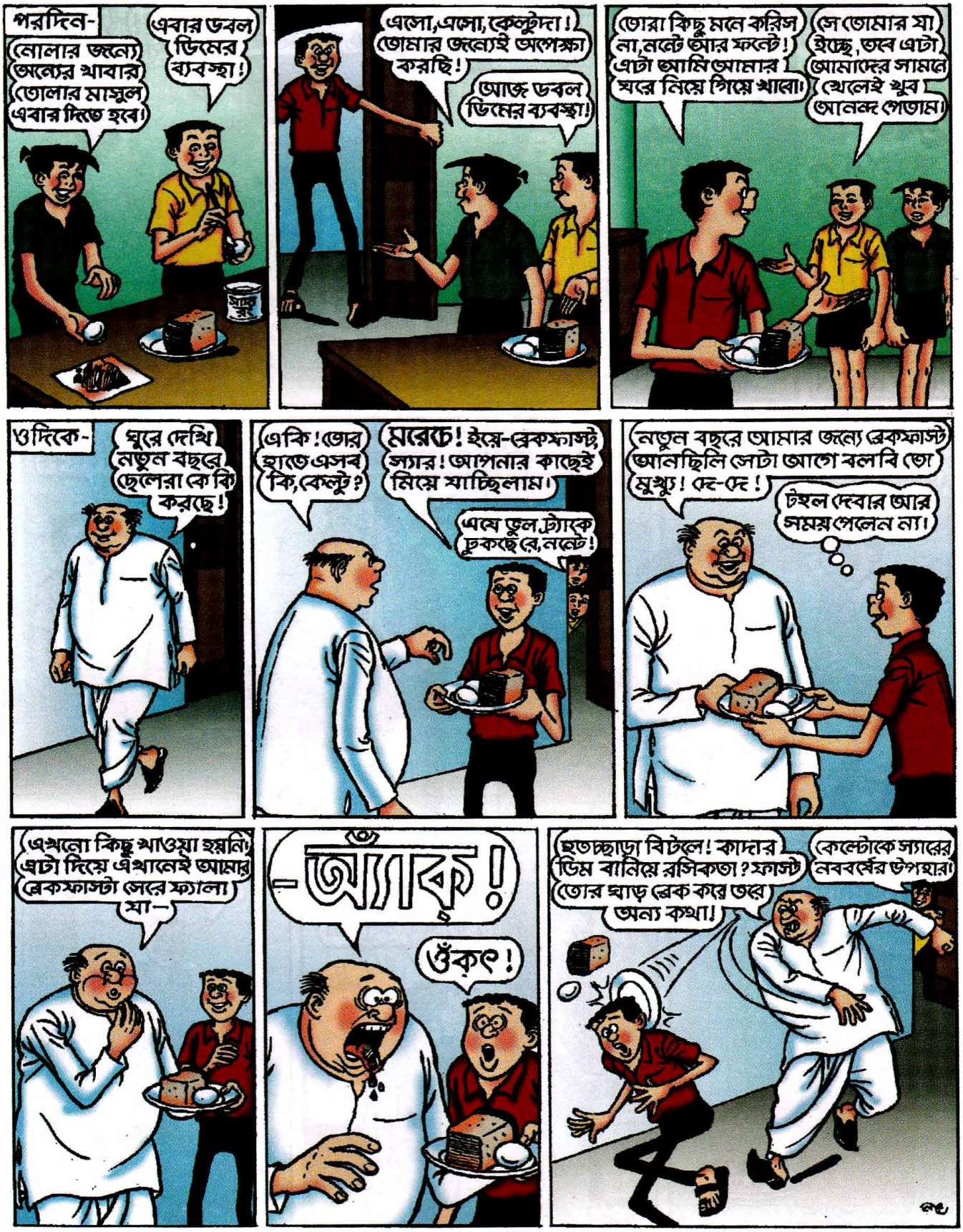
পরদিন-
এবার ডবল ডিমের ব্যবস্থা!
তোলার জন্যে অন্যের খাবার তোলার মাসুল এবার দিতে হবে।
এসো, এসো, কেলুদা! তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি!
আজ ডবল ডিমের ব্যবস্থা!
তোরা কিছু মনে করিস না, নন্টে আর ফন্টে! এটা আমি আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাবো।
সে তোমার যা ইচ্ছে, তবে এটা আমাদের সামনে খেলেই খুব আনন্দ পেতাম।
ওদিকে-
ঘুরে দেখি নতুন বছরে ছেলেরা কে কি করছে!
একি! তোর হাতে এসব কি, কেলু?
মরেচে! ইয়ে-ব্রেকফাস্ট, স্যার! আপনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছিলাম।
এযে ভুল ট্র্যাকে ঢুকছে রে, নন্টে!
নতুন বছরে আমার জন্যে ব্রেকফাস্ট আনছিলি সেটা আগে বলবি তো মুখ্যু! দে-দে!
টহল দেবার আর সময় পেলেন না।
এখনো কিছু খাওয়া হয়নি! এটা দিয়ে এখানেই আমার ব্রেকফাস্টা সেরে ফ্যালা যা—
-অ্যাক্!
ওঁক্!
হতচ্ছাড়া বিটলে! কাদার ডিম বানিয়ে রসিকতা? ফাস্ট তোর ঘাড় ব্রেক করে তবে অন্য কথা!
কেলোকে স্যারের নববর্ষের উপহার!

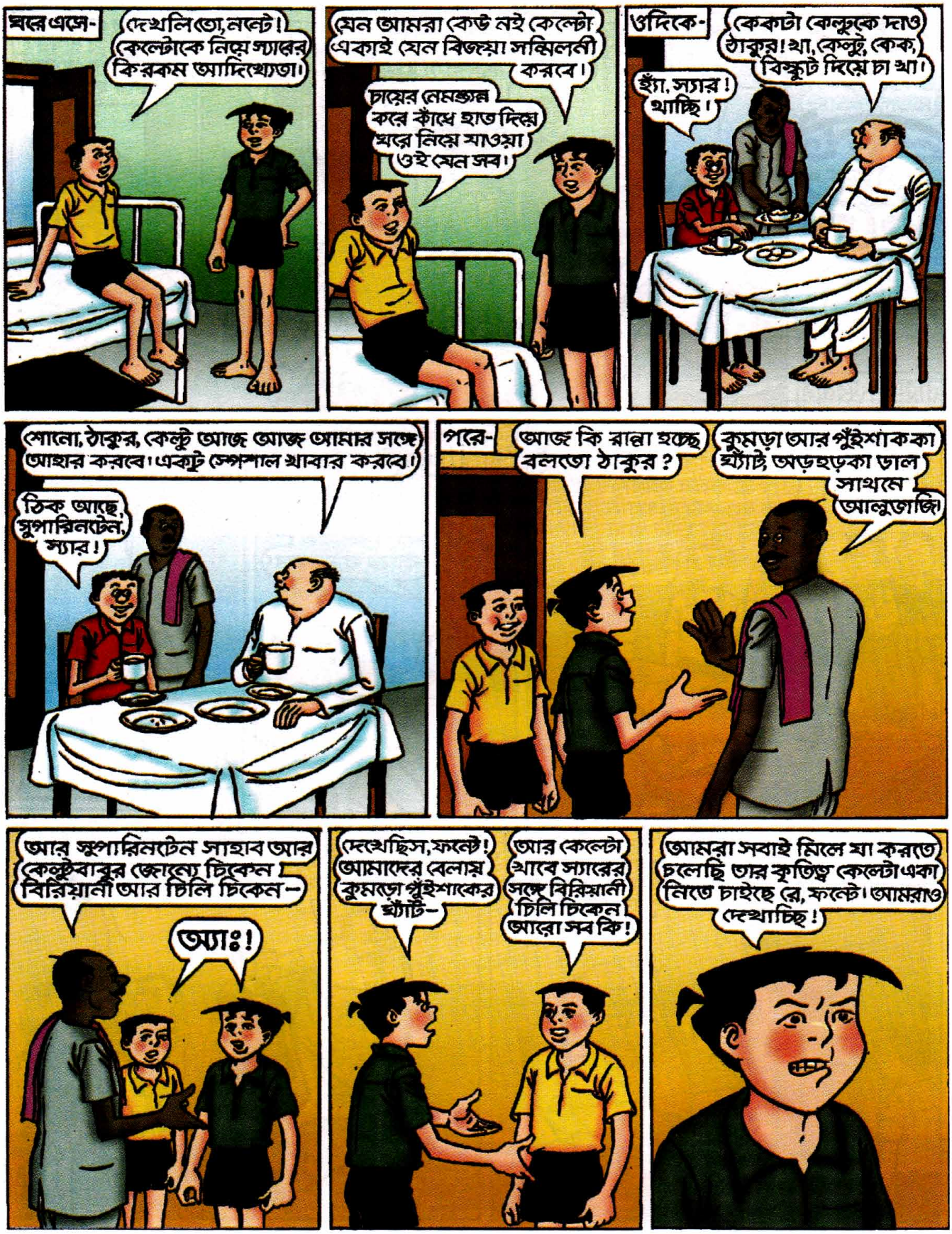
ঘরে এসে-
দেখলি তো, নন্টে! কেল্টোকে নিয়ে স্যারের কি রকম আদিখ্যেতা।
যেন আমরা কেউ নই কেল্টো একাই যেন বিজয়া সম্মিলনী করবে।
চায়ের নেমন্তন্ন করে কাঁধে হাত দিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া ওই যেন সব।
ওদিকে-
কেকটা কেলুকে দাও ঠাকুর! খা, কেলু, কেক, বিস্কুট দিয়ে চা খা।
হ্যাঁ, স্যার! খাচ্ছি।
শোনো, ঠাকুর, কেলু আজ আজ আমার সঙ্গে আহার করবে। একটু স্পেশাল খাবার করবে।
ঠিক আছে, সুপারিনটেন্ডেন্ট, স্যার!
পরে-
আজ কি রান্না হচ্ছে বলতো ঠাকুর?
কুমড়া আর পুঁইশাক কা ঘ্যাঁট, অড়হড়কা ডাল সাথমে আলুভাজি।
আর সুপারিনটেন সাহাব আর কেলুবাবুর জোন্যে চিকেন বিরিয়ানী আর চিলি চিকেন—
অ্যাঃ!
দেখেছিস, ফন্টে! আমাদের বেলায় কুমড়ো পুঁইশাকের ঘ্যাঁট—
আর কেল্টো খাবে স্যারের সঙ্গে বিরিয়ানী চিলি চিকেন আরো সব কি!
আমরা সবাই মিলে যা করতে চলেছি তার কৃতিত্ব কেল্টো একা নিতে চাইছে রে, ফন্টে। আমরাও দেখাচ্ছি!

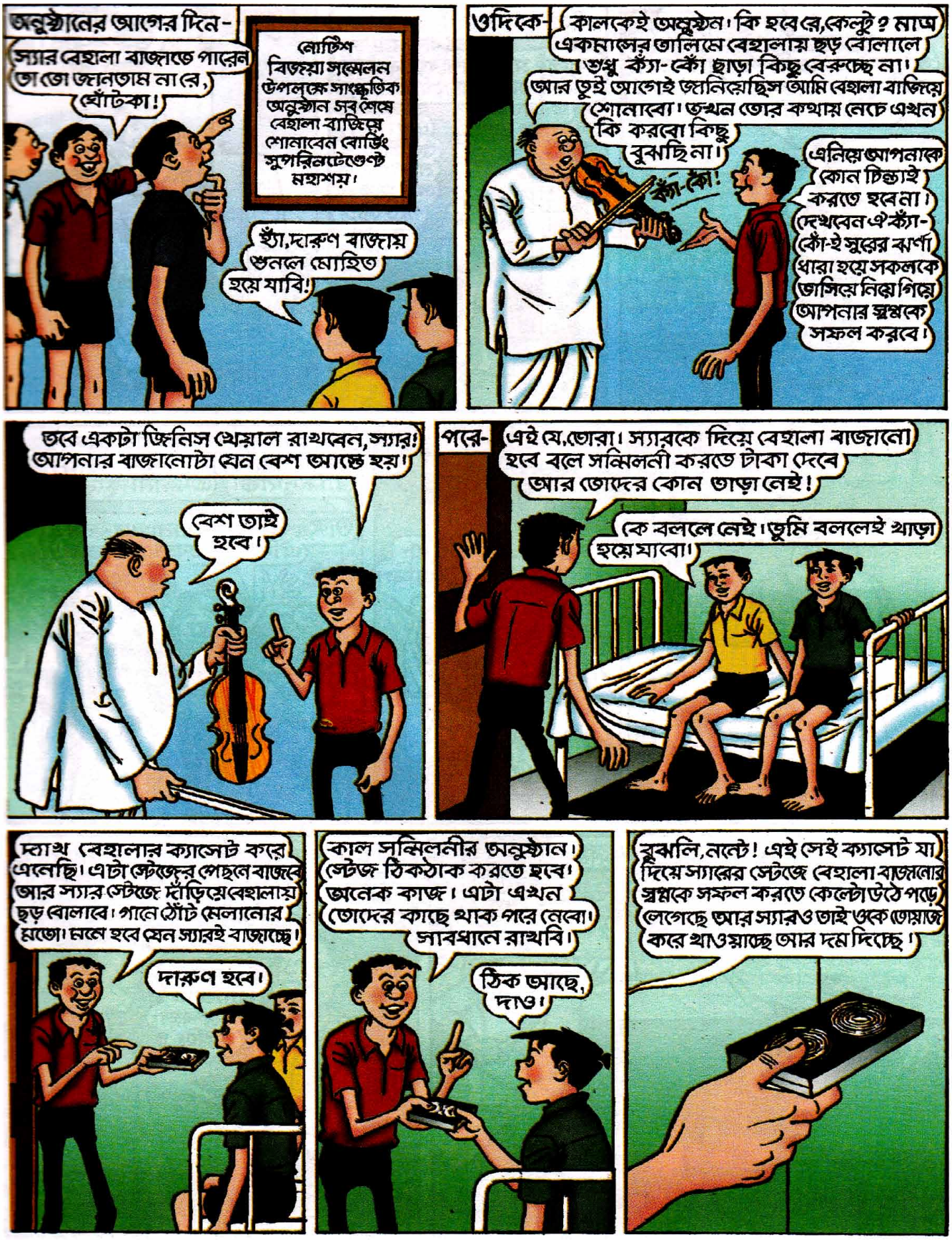
অনুষ্ঠানের আগের দিন-
স্যার বেহালা বাজাতে পারেন তা তো জানতাম না রে, ঘোঁটকা!
নোটিশ
বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব শেষে বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন বোর্ডিং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহাশয়।
হ্যাঁ,দারুণ বাজায় শুনলে মোহিত হয়ে যাবি!
ওদিকে-
কালকেই অনুষ্ঠান। কি হবে রে,কেলু? মাত্র একমাসের তালিমে বেহালায় ছড় বোলালে শুধু ক্যাঁ-কোঁ ছাড়া কিছু বেরুচ্ছে না।
আর তুই আগেই জানিয়েছিস আমি বেহালা বাজিয়ে শোনাবো। তখন তোর কথায় নেচে এখন কি করবো কিছু বুঝছি না।
ক্যাঁ-কোঁ!
এনিয়ে আপনাকে কোন চিন্তাই করতে হবেনা। দেখবেন ঐ ক্যাঁ-কোঁ-ই সুরের ঝর্ণা ধারা হয়ে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনার স্বপ্নকে সফল করবে।
তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন,স্যার! আপনার বাজানোটা যেন বেশ আস্তে হয়।
বেশ তাই হবে।
পরে-
এই যে,তোরা। স্যারকে দিয়ে বেহালা বাজানো হবে বলে সম্মিলনী করতে টাকা দেবে আর তোদের কোন তাড়া নেই!
কে বললে নেই। তুমি বললেই খাড়া হয়ে যাবো।
দ্যাখ বেহালার ক্যাসেট করে এনেছি। এটা স্টেজের পেছনে বাজবে আর স্যার স্টেজে দাঁড়িয়ে বেহালায় ছড় বোলাবে। গানে ঠোঁট মেলানোর মতো। মনে হবে যেন স্যারই বাজাচ্ছে।
দারুণ হবে।
কাল সম্মিলনীর অনুষ্ঠান। স্টেজ ঠিকঠাক করতে হবে। অনেক কাজ। এটা এখন তোদের কাছে থাক পরে নেবো। সাবধানে রাখবি।
ঠিক আছে, দাও।
বুঝলি,নন্টে! এই সেই ক্যাসেট যা দিয়ে স্যারের স্টেজে বেহালা বাজানোর স্বপ্নকে সফল করতে কেলো উঠে পড়ে লেগেছে আর স্যারও তাই ওকে তোয়াজ করে খাওয়াচ্ছে আর দম দিচ্ছে।

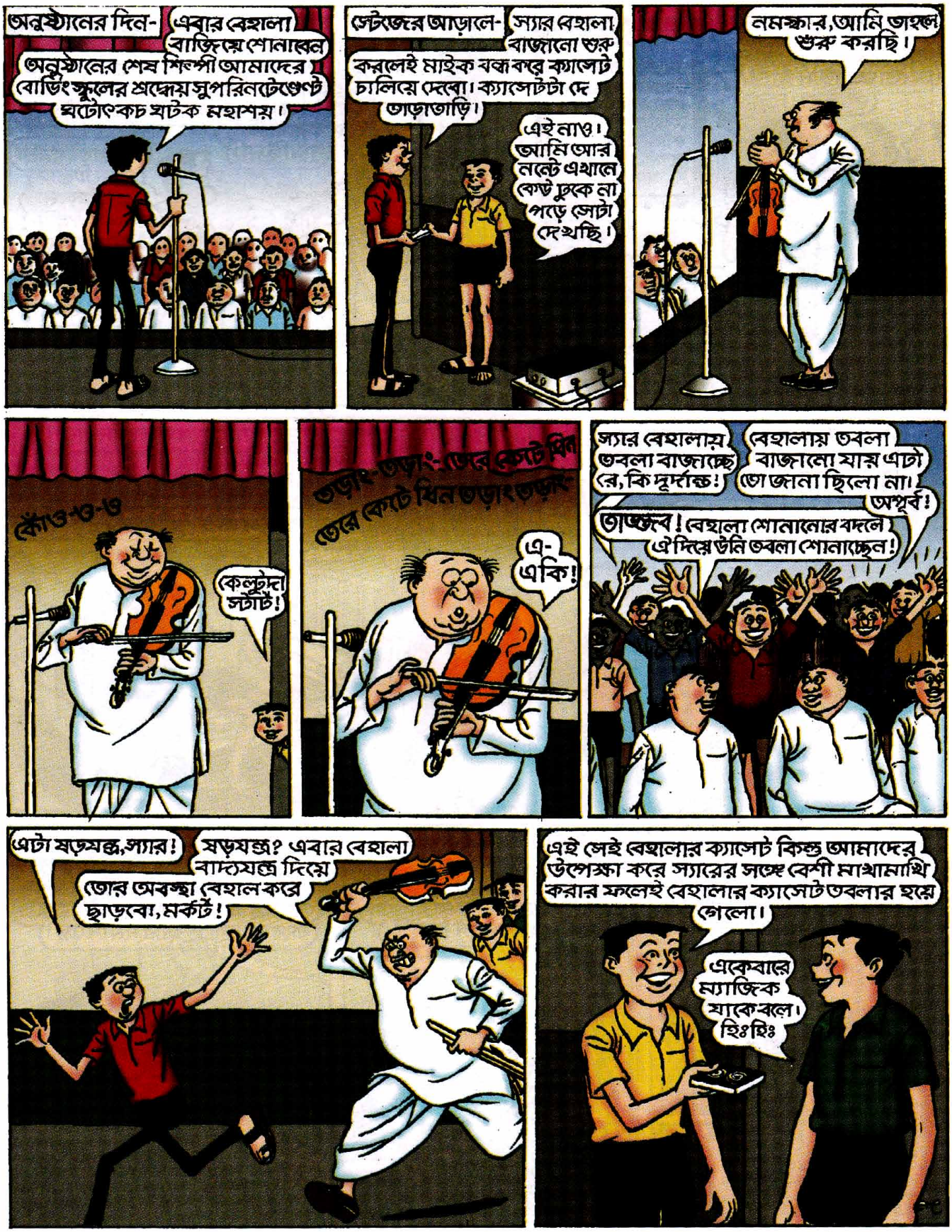
অনুষ্ঠানের দিন-
এবার বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী আমাদের বোর্ডিং স্কুলের শ্রদ্ধেয় সুপরিনটেণ্ডেণ্ট ঘটোৎকচ ঘটক মহাশয়।
স্টেজের আড়ালে-
স্যার বেহালা বাজানো শুরু করলেই মাইক বন্ধ করে ক্যাসেট চালিয়ে দেবো। ক্যাসেটটা দে তাড়াতাড়ি।
এই নাও। আমি আর নন্টে এখানে কেউ ঢুকে না পড়ে সেটা দেখছি।
নমস্কার, আমি বাহল শুরু করছি।
কোঁও-ও-ও
কেলুদা সটার্ট!
তড়াং-তড়াং-তের কেটে ধিন তের কেটে ধিন তড়াং তড়াং-
এ-একি!
স্যার বেহালায় তবলা বাজাচ্ছে রে, কি দুর্দান্ত!
বেহালায় তবলা বাজানো যায় এটা তো জানা ছিলো না।
অপূর্ব!
তাজ্জব! বেহালা শোনানোর বদলে ঐ দিয়ে উনি তবলা শোনাচ্ছেন!
এটা ষড়যন্ত্র, স্যার!
ষড়যন্ত্র? এবার বেহালা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে তোর অবস্থা বেহাল করে ছাড়বো, মর্কট!
এই সেই বেহালার ক্যাসেট কিন্তু আমাদের উপেক্ষা করে স্যারের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করার ফলেই বেহালার ক্যাসেট তবলার হয়ে গেলো।
একেবারে ম্যাজিক যাকে বলে। হিঃহিঃ

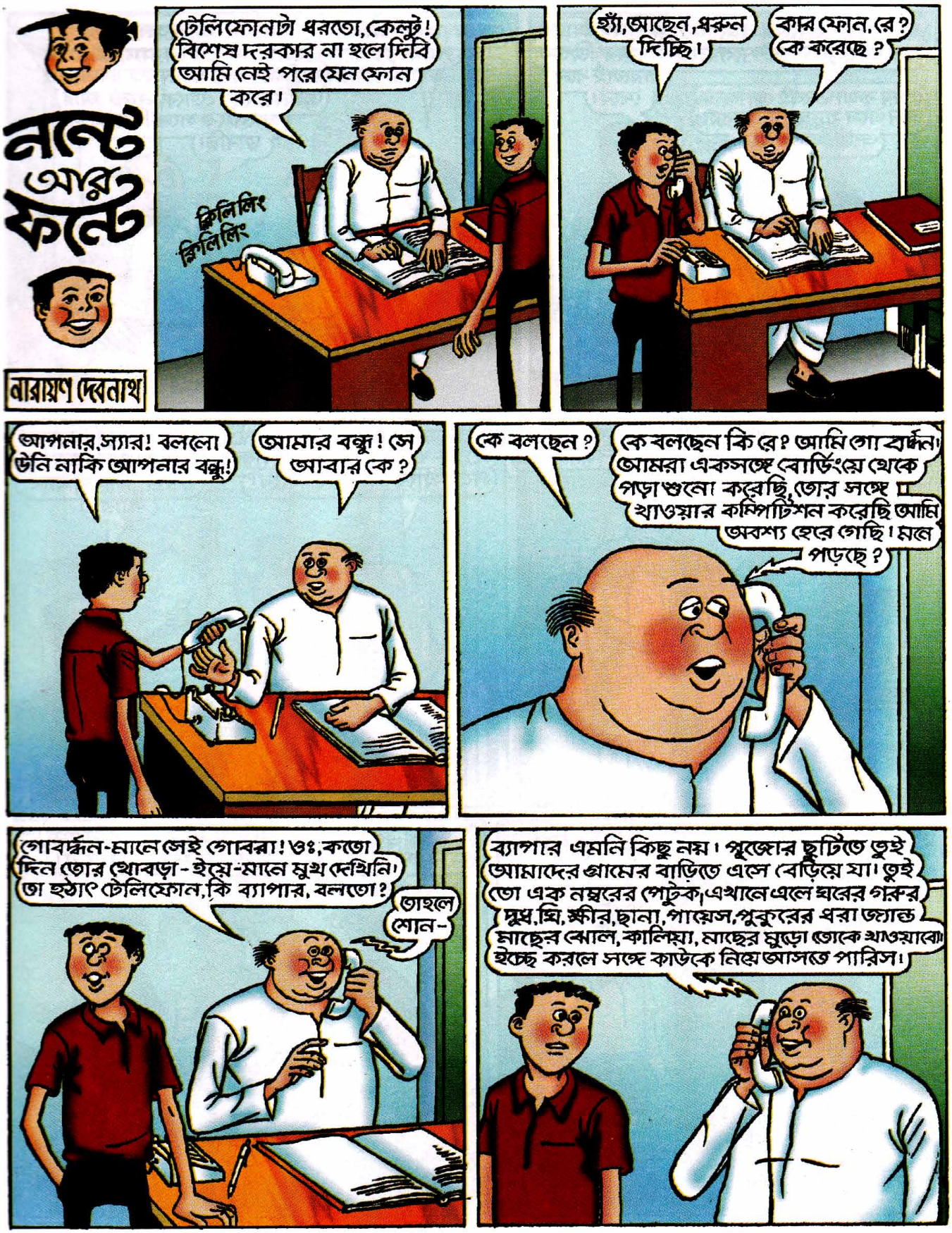
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
টেলিফোনটা ধরতো, কেলু! বিশেষ দরকার না হলে দিবি আমি নেই পরে যেন ফোন করে।
ক্রিলিলিং ক্রিলিলিং
হ্যাঁ, আছেন, ধরুন দিচ্ছি।
কার ফোন, রে? কে করেছে?
আপনার, স্যার! বললো উনি নাকি আপনার বন্ধু!
আমার বন্ধু! সে আবার কে?
কে বলছেন?
কে বলছেন কি রে? আমি গো বর্দ্ধন! আমরা একসঙ্গে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনো করেছি, তোর সঙ্গে খাওয়ার কম্পিটিশন করেছি আমি অবশ্য হেরে গেছি! মনে পড়ছে?
গোবর্দ্ধন-মানে সেই গোবরা! ওঃ, কতো দিন তোর খোবড়া-ইয়ে-মানে মুখ দেখিনি! তা হঠাৎ টেলিফোন, কি ব্যাপার, বলতো?
তাহলে শোন-
ব্যাপার এমনি কিছু নয়। পুজোর ছুটিতে তুই আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসে বেড়িয়ে যা। তুই তো এক নম্বরের পেটুক, এখানে এলে ঘরের গরুর দুধ, ঘি, ক্ষীর, ছানা, পায়েস, পুকুরের ধরা জ্যান্ত মাছের ঝোল, কালিয়া, মাছের মুড়ো তোকে খাওয়াবো। ইচ্ছে করলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসতে পারিস।

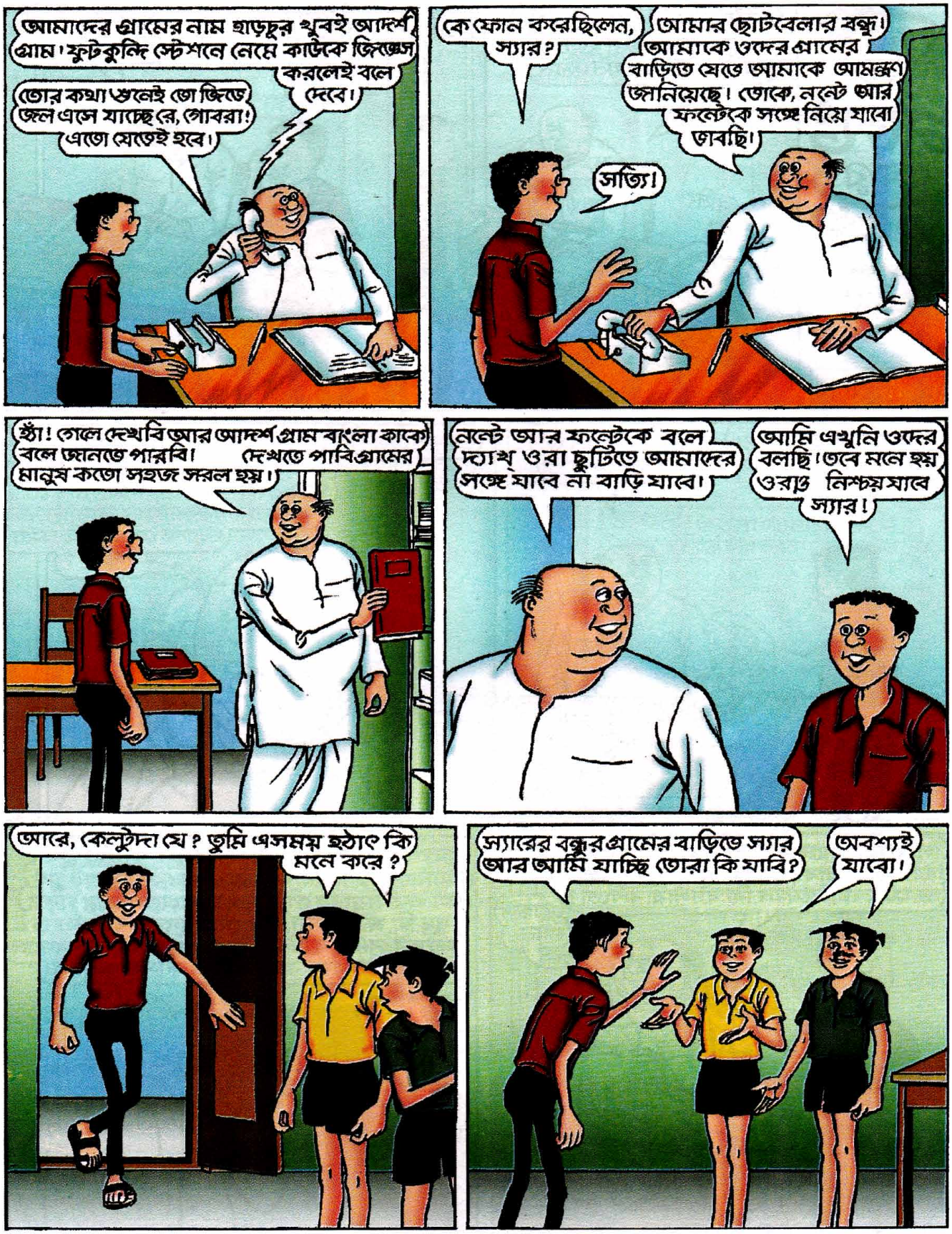
আমাদের গ্রামের নাম হাড়চুর খুবই আদর্শ গ্রাম। ফুটকুন্দি স্টেশনে নেমে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।
তোর কথা শুনেই তো জিভে জল এসে যাচ্ছে রে, গোবরা! এতো যেতেই হবে।
কে ফোন করেছিলেন, স্যার?
আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমাকে ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তোকে, নন্টে আর ফন্টেকে সঙ্গে নিয়ে যাবো ভাবছি।
সত্যি!
হ্যাঁ! গেলে দেখবি আর আদর্শ গ্রাম বাংলা কাকে বলে জানতে পারবি। দেখতে পাবি গ্রামের মানুষ কতো সহজ সরল হয়।
নন্টে আর ফন্টেকে বলে দ্যাখ্ ওরা ছুটিতে আমাদের সঙ্গে যাবে না বাড়ি যাবে।
আমি এখুনি ওদের বলছি। তবে মনে হয় ওরাও নিশ্চয় যাবে স্যার!
আরে, কেলুদা যে? তুমি এসময় হঠাৎ কি মনে করে?
স্যারের বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে স্যার আর আমি যাচ্ছি তোরা কি যাবি?
অবশ্যই যাবো।

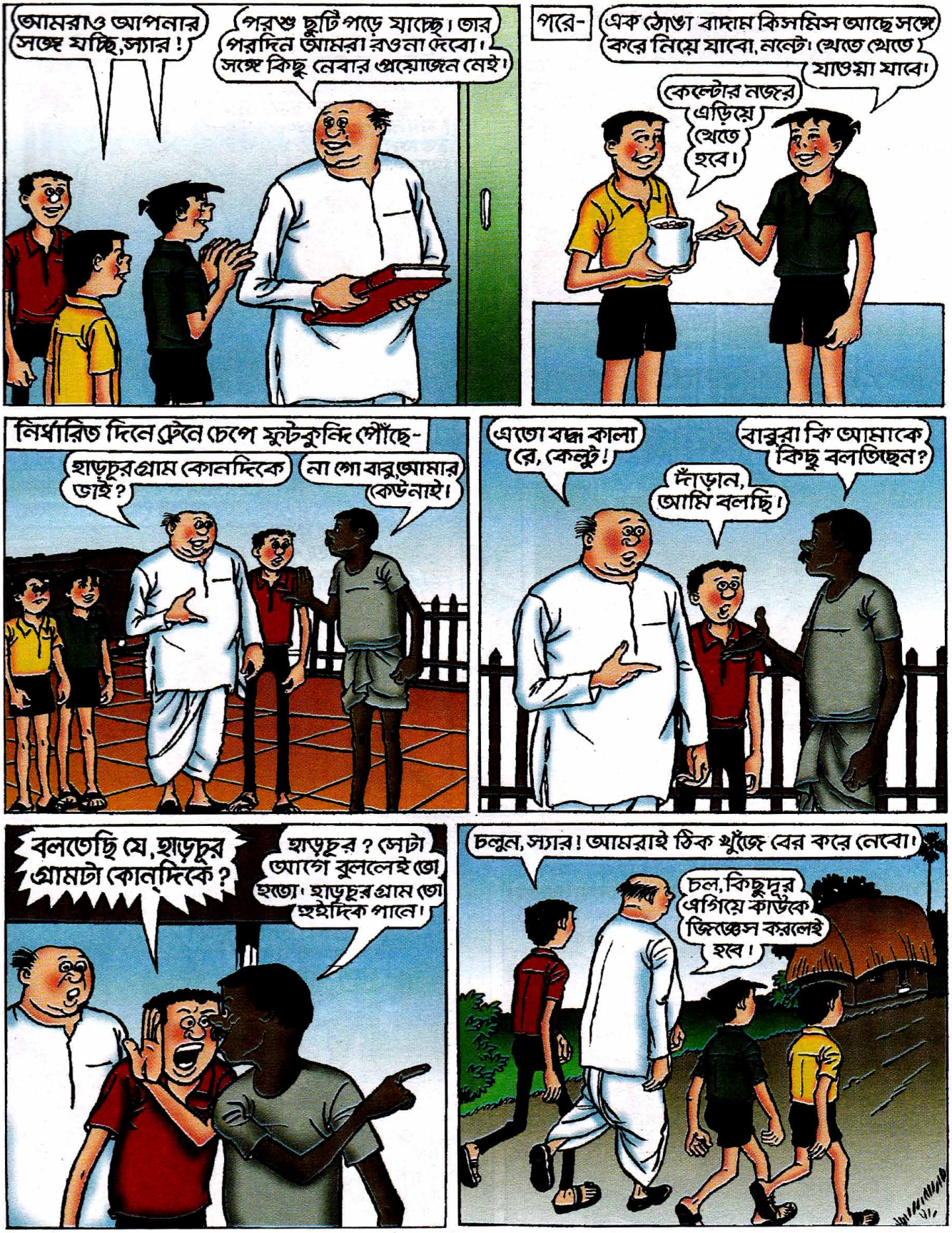
আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,স্যার!
পরশু ছুটি পড়ে যাচ্ছে। তার পরদিন আমরা রওনা দেবো। সঙ্গে কিছু নেবার প্রয়োজন নেই।
পরে-
এক ঠোঙা বাদাম কিসমিস আছে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, নন্টে। খেতে খেতে যাওয়া যাবে।
কেল্টোর নজর এড়িয়ে খেতে হবে।
নির্ধারিত দিনে ট্রেনে চেপে ফুটকুন্দি পৌঁছে-
হাড়চুরগ্রাম কোনদিকে ভাই?
না গো বাবু,আমার কেউনাই।
এতো বদ্ধ কালা রে, কেল্টু!
বাবুরা কি আমাকে কিছু বলতিছেন?
দাঁড়ান, আমি বলছি।
বলতেছি যে,হাড়চুর গ্রামটা কোনদিকে?
হাড়চুর? সেটা আগে বললেই তো হতো। হাড়চুর গ্রাম তো হুইদিক পানে।
চলুন, স্যার! আমরাই ঠিক খুঁজে বের করে নেবো!
চল, কিছুদূর এগিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

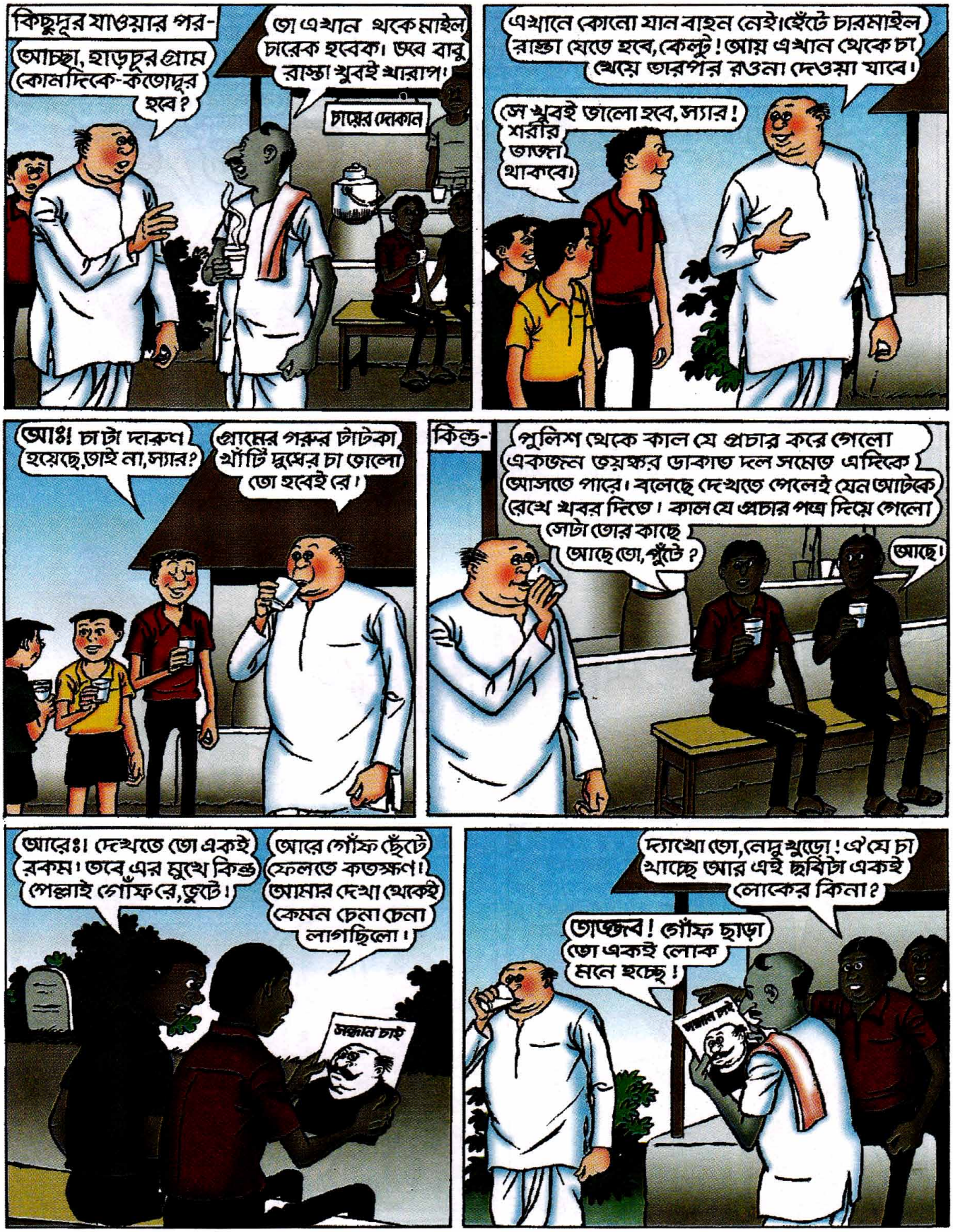
কিছুদূর যাওয়ার পর-
আচ্ছা, হাড়চুর গ্রাম কোনদিকে-কতোদূর হবে?
তা এখান থেকে মাইল চারেক হবেক। তবে বাবু রাস্তা খুবই খারাপ।
চায়ের দোকান
এখানে কোনো যান বাহন নেই।হেঁটে চারমাইল রাস্তা যেতে হবে,কেলটু! আয় এখান থেকে চা খেয়ে তারপর রওনা দেওয়া যাবে।
সে খুবই ভালো হবে,স্যার! শরীর তাজা থাকবে।
আঃ! চা টা দারুণ হয়েছে,তাই না,স্যার?
গ্রামের গরুর টাটকা খাঁটি দুধের চা ভালো তো হবেই রে!
কিন্তু-
পুলিশ থেকে কাল যে প্রচার করে গেলো একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত দল সমেত এদিকে আসতে পারে। বলেছে দেখতে পেলেই যেন আটকে রেখে খবর দিতে। কাল যে প্রচার পত্র দিয়ে গেলো সেটা তোর কাছে আছে তো,পুঁটে?
আছে।
আরেঃ। দেখতে তো একই রকম। তবে এর মুখে কিন্তু পেল্লাই গোঁফ রে,ভুটে।
আরে গোঁফ ছেঁটে ফেলতে কতক্ষণ। আমার দেখা থেকেই কেমন চেনা চেনা লাগছিলো।
সন্ধান চাই
দ্যাখো তো,নেদু খুড়ো! ঐ যে চা খাচ্ছে আর এই ছবিটা একই লোকের কিনা?
তাজ্জব! গোঁফ ছাড়া তো একই লোক মনে হচ্ছে!
সন্ধান চাই

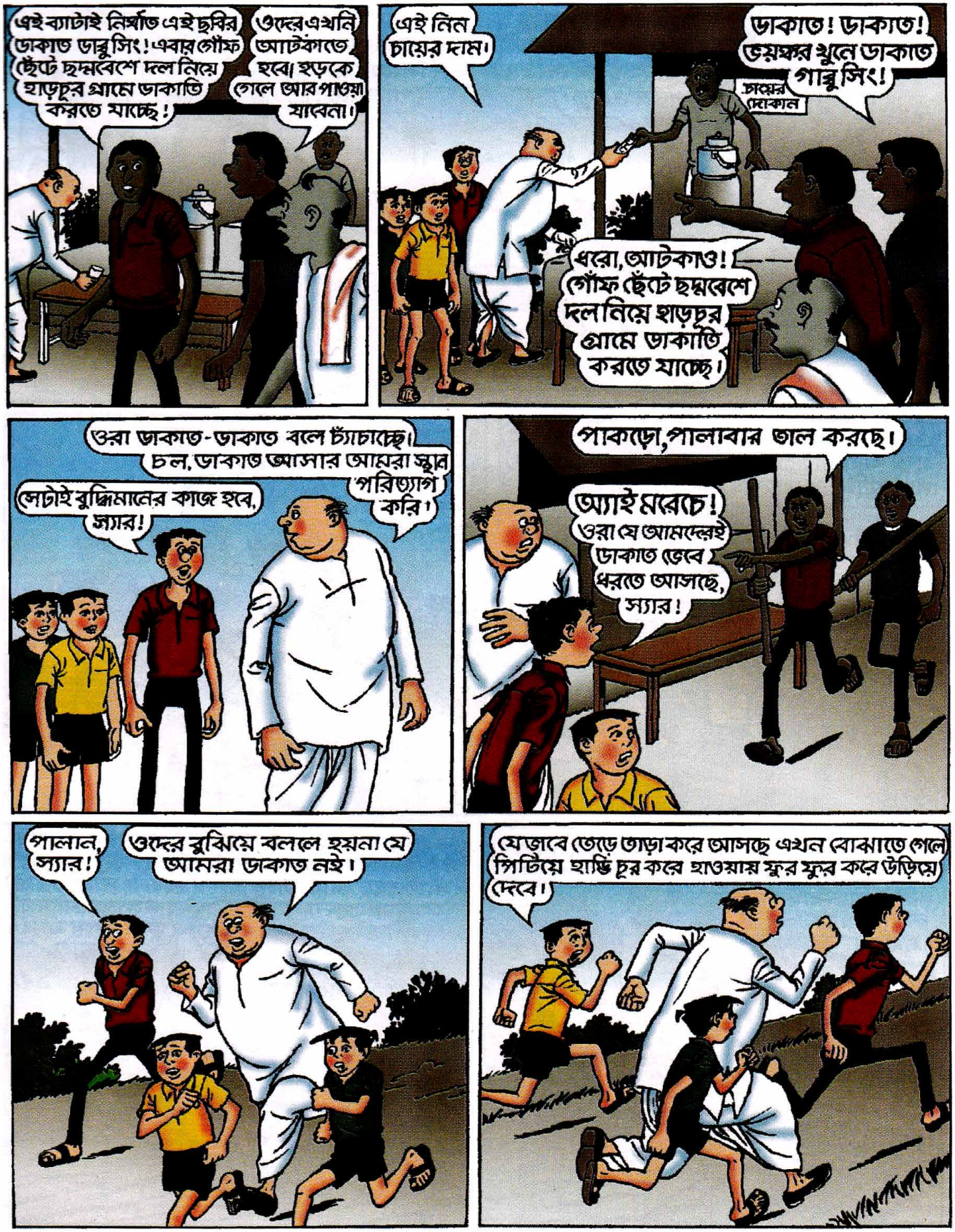
এই ব্যাটাই নির্ঘাত এই ছবির ডাকাত ডাবু সিং! এবার গোঁফ ছেঁটে ছদ্মবেশে দল নিয়ে হাড়চুর গ্রামে ডাকাতি করতে যাচ্ছে!
ওদের এখনি আটকাতে হবে। হাতকে গেলে আর পাওয়া যাবেনা।
এই নিন চায়ের দাম।
ডাকাত! ডাকাত! ভয়ঙ্কর খুনে ডাকাত ডাবু সিং!
চায়ের দোকান
ধরো, আটকাও! গোঁফ ছেঁটে ছদ্মবেশে দল নিয়ে হাড়চুর গ্রামে ডাকাতি করতে যাচ্ছে।
ওরা ডাকাত-ডাকাত বলে চ্যাঁচাচ্ছে। চল, ডাকাত আসার আগেই আমরা স্থান পরিত্যাগ করি!
সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, স্যার!
পাকড়ো, পালাবার তাল করছে।
অ্যাই মরেচে! ওরা যে আমাদেরই ডাকাত ভেবে ধরতে আসছে, স্যার!
পালান, স্যার!
ওদের বুঝিয়ে বললে হয়না যে আমরা ডাকাত নই।
যেভাবে তেড়ে তাড়া করে আসছে এখন বোঝাতে গেলে পিটিয়ে হাড্ডি চুর করে হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়িয়ে দেবে।

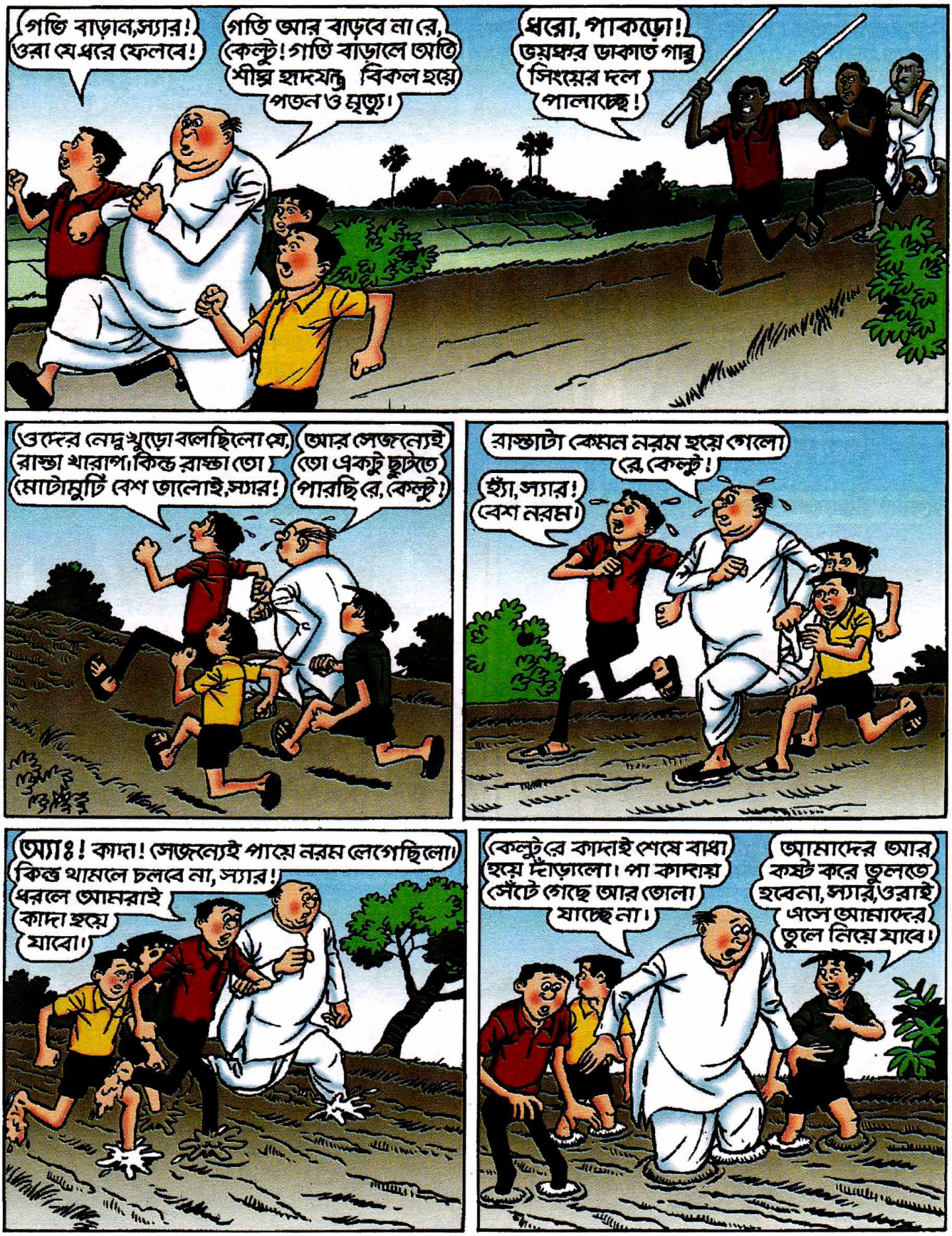
গতি বাড়ান,স্যার! ওরা যে ধরে ফেলবে!
গতি আর বাড়বে না রে, কেলু! গতি বাড়ালে অতি শীঘ্র হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পতন ও মৃত্যু।
ধরো, পাকড়ো! ভয়ঙ্কর ডাকাত গারু সিংয়ের দল পালাচ্ছে!
ওদের নেদু খুড়ো বলেছিলো যে, রাস্তা খারাপ। কিন্তু রাস্তা তো মোটামুটি বেশ ভালোই,স্যার!
আর সেজন্যেই তো একটু ছুটতে পারছি রে, কেলু!
রাস্তাটা কেমন নরম হয়ে গেলো রে, কেলু!
হ্যাঁ,স্যার! বেশ নরম।
অ্যাঃ! কাদা! সেজন্যেই পায়ে নরম লেগেছিলো। কিন্তু থামলে চলবে না, স্যার! ধরলে আমরাই কাদা হয়ে যাবো।
কেলুরে কাদাই শেষে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। পা কাদায় সেঁটে গেছে আর তোলা যাচ্ছে না।
আমাদের আর কষ্ট করে তুলতে হবেনা, স্যার,ওরাই এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

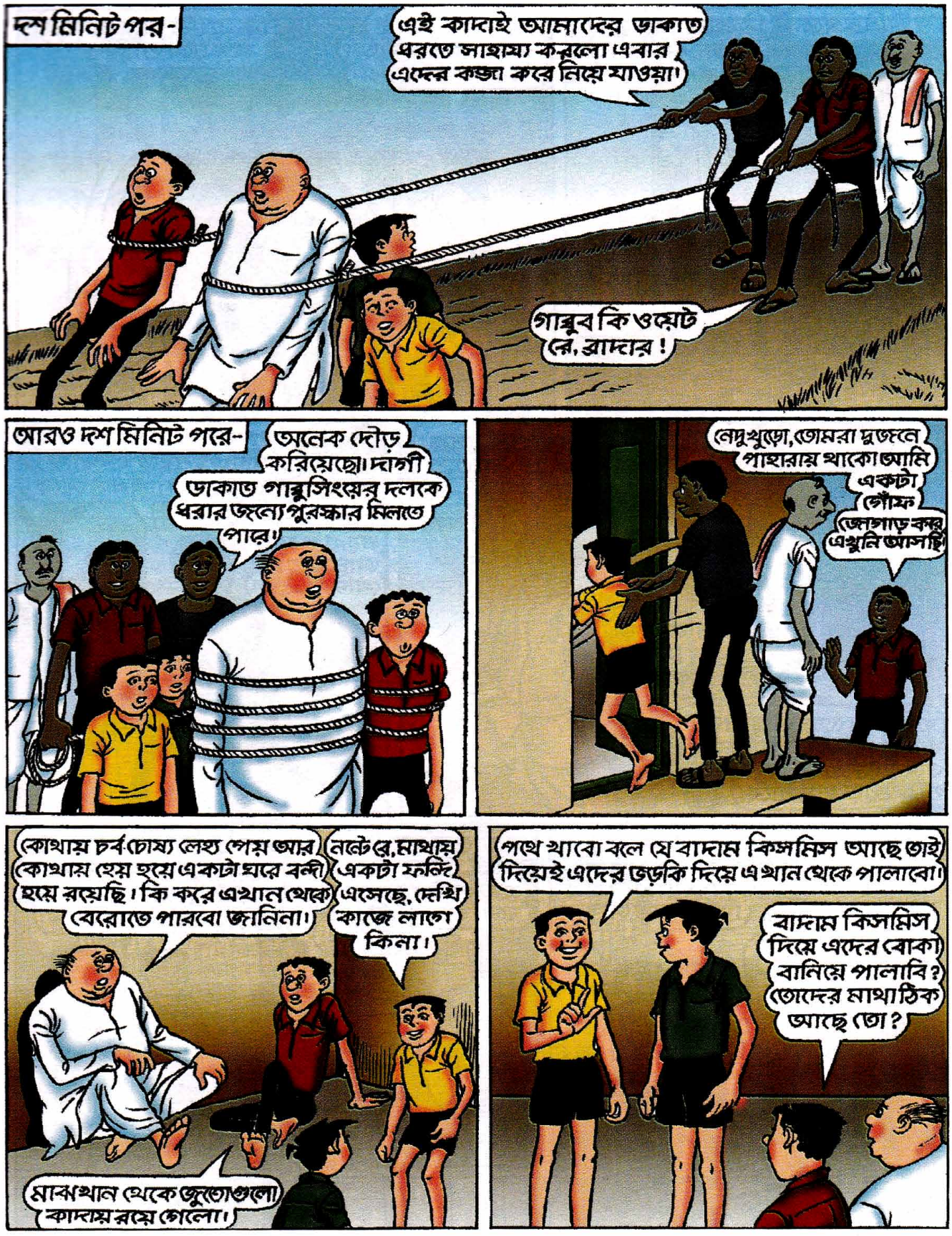
দশ মিনিট পর-
এই কাদাই আমাদের ডাকাত ধরতে সাহায্য করলো এবার এদের কব্জা করে নিয়ে যাওয়া।
গাব্বুর কি ওয়েট রে, ব্রাদার!
আরও দশ মিনিট পরে-
অনেক দৌড় করিয়েছো। দাগী ডাকাত গাব্বুসিংয়ের দলকে ধরার জন্যে পুরস্কার মিলতে পারে।
নেদুখুড়ো, তোমরা দুজনে পাহারায় থাকো। আমি একটা গোঁফ জোগাড় করে এখুনি আসছি
কোথায় চর্ব-চোষ্য লেহ্য পেয়ে আর কোথায় হেয়ে হয়ে একটা ঘরে বন্দী হয়ে রয়েছি। কি করে এখান থেকে বেরোতে পারবো জানিনা।
নন্টে রে, মাথায় একটা ফন্দি এসেছে, দেখি কাজে লাগে কিনা।
মাঝখান থেকে জুতোগুলো কাদায় রয়ে গেলো।
পথে খাবো বলে যে বাদাম কিসমিস আছে তাই দিয়েই এদের জড়কি দিয়ে এখান থেকে পালাবো।
বাদাম কিসমিস দিয়ে এদের বোকা বানিয়ে পালাবি? তোদের মাথা ঠিক আছে তো?

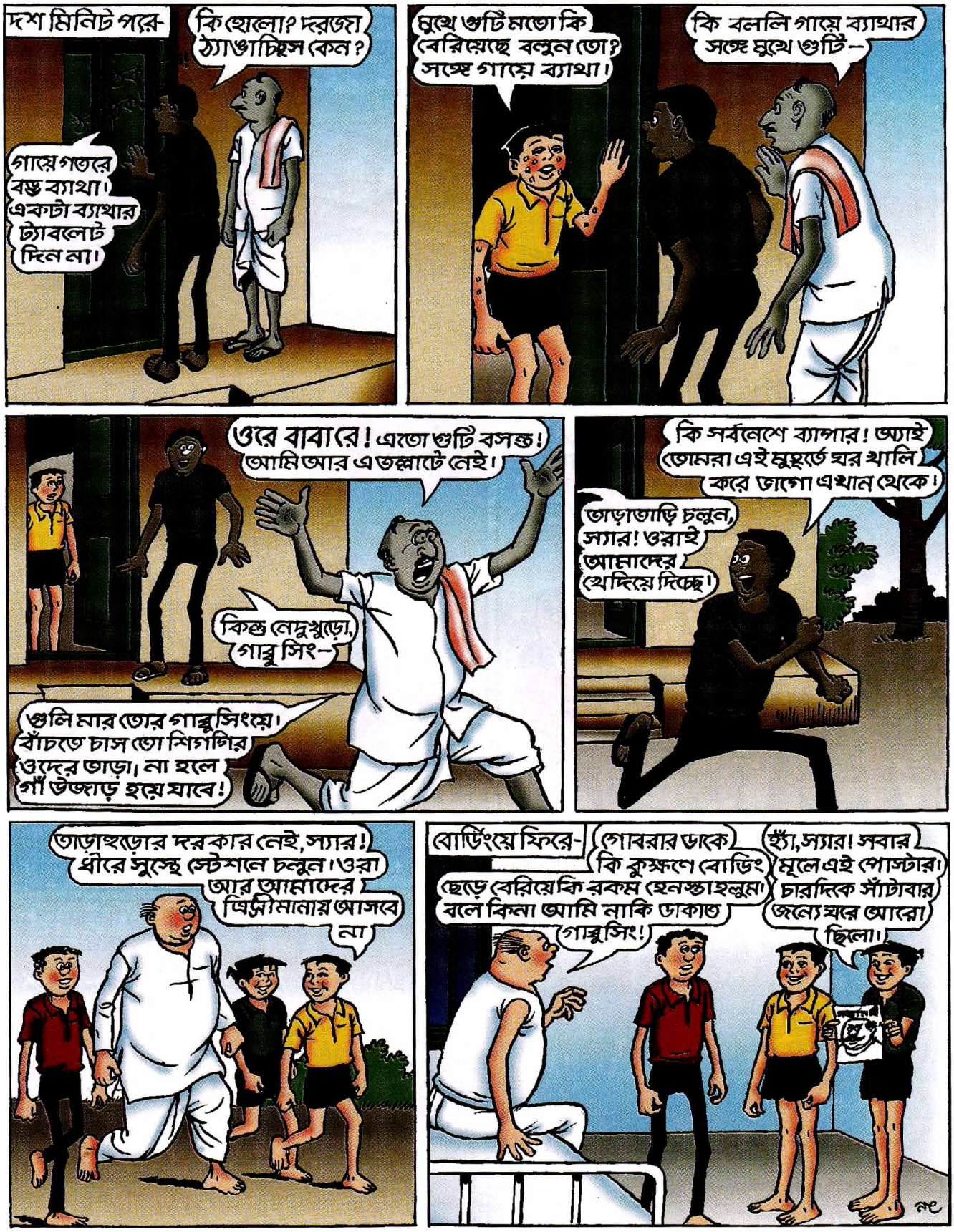
দশ মিনিট পরে-
কি হোলো? দরজা ঠ্যাঙাচ্ছিস কেন?
গায়ে গতরে বড্ড ব্যাথা। একটা ব্যাথার ট্যাবলেট দিন না।
মুখে গুটি মতো কি বেরিয়েছে বলুন তো? সঙ্গে গায়ে ব্যাথা।
কি বললি গায়ে ব্যাথার সঙ্গে মুখে গুটি—
ওরে বাবারে! এতো গুটি বসন্ত! আমি আর এ তল্লাটে নেই।
কিন্তু নেদুখুড়ো, গাব্বু সিং—
গুলি মার তোর গাব্বু সিংয়ে। বাঁচতে চাস তো শিগগির ওদের তাড়া, না হলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে!
কি সর্বনেশে ব্যাপার! অ্যাই তোমরা এই মুহূর্তে ঘর খালি করে ভাগো এখান থেকে।
তাড়াতাড়ি চলুন, স্যার! ওরাই আমাদের খেদিয়ে দিচ্ছে।
তাড়াহুড়োর দরকার নেই, স্যার! ধীরে সুস্থে স্টেশনে চলুন। ওরা আর আমাদের ত্রিসীমানায় আসবে না
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
গোবরার ডাকে কি কুক্ষণে বোর্ডিং ছেড়ে বেরিয়েছি কি রকম হেনস্তা হলুম! বলে কিনা আমি নাকি ডাকাত গাব্বু সিং!
হ্যাঁ, স্যার! সবার মূলে এই পোস্টার। চারদিকে সাঁটাবার জন্যে ঘরে আরো ছিলো।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমাদের ডেকেছেন স্যার?
হ্যাঁ! সাতদিন পরে তোদের সঙ্গে পূবপাড়ার নিষ্কর্মা সমিতি ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচে তোদের হারিয়ে কাপ জিতেছিলো এবার কি হবে?
এবারে আমরা জেতার চেষ্টা করবো। দল মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি তবে গতবারে দুজনকে বাদ দিয়েছি।
গতবারের দুজনকে বাদ দিয়েছিস, তারা কারা?
নন্টে আর ফন্টে! ওরা অফ ফর্মে তাই ওদের দলে রাখিনি। ওদের বদলে ল্যাটা আর খ্যাঁটা খেলবে!
কিন্তু খ্যাঁটার তো পা মচকেছে, কেলুদা!
আমরা তো ভালোই খেলছিলাম। স্যার। আমাদের দুজনকে বাদ কেন, স্যার?
ও ক্যাপ্টেন ও যা ভালো বুঝেছে করেছে।
পরে -
আমাদের ছাঁটাই করলে কেন গো কেলুদা?
দুদিন আগে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খ্যাঁটাচ্ছিলি-
- ভেবেছিস সেকি আমি ভুলে গেছি! তাইতো আমার এই সিদ্ধান্ত। হেঃ হেঃ!
সত্যি, কেলুদা! ওটা আমাদের খুবই গর্হিত কাজ হয়েছিলো! তুমি নিজগুণে ক্ষমা করে দিও!
ঠিক আছে ক্ষমা করে দিলুম তবে লেলোটা বলছিলো খ্যাঁটার পা নাকি মচকেছে। ও যদি খেলতে না পারে তাহলে তোদের একজনকে চান্স দেওয়া যেতে পারে।
একজনের হলেই যথেষ্ট।
একজনের হলেই আর একজনেরও হয়ে যাবে।
কি বললি? আর একজন মানে?

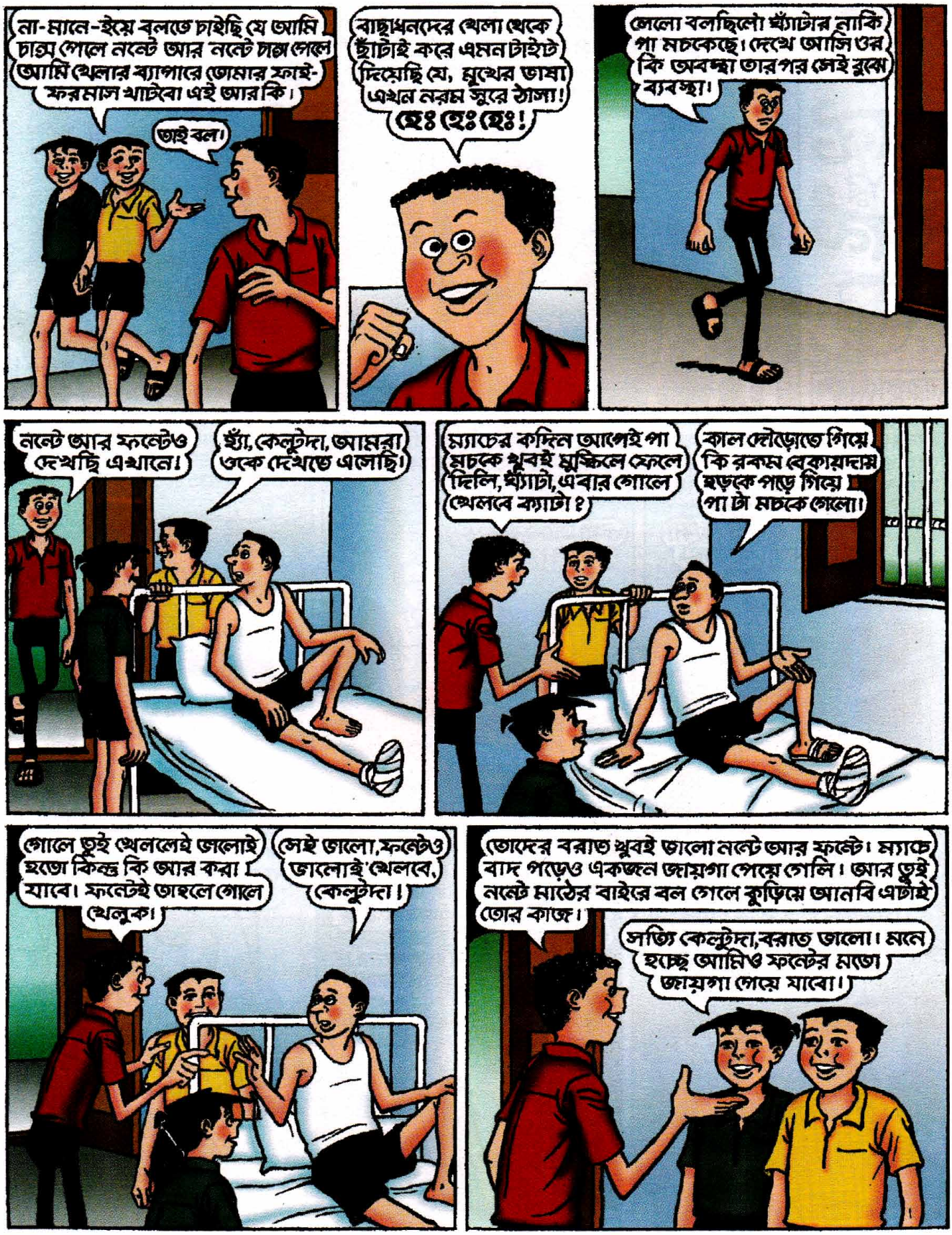
না-মানে-ইয়ে বলতে চাইছি যে আমি চান্স পেলে নন্টে আর নন্টে চান্স পেলে আমি খেলার ব্যাপারে তোমার ফাই-ফরমাস খাটবো এই আর কি।
তাই বল।
বাছাধনদের খেলা থেকে ছাঁটাই করে এমন টাইট দিয়েছি যে, মুখের ভাষা এখন নরম সুরে ঠাসা!
হেঃ হেঃ হেঃ!
জেলো বলছিলো খ্যাঁটার নাকি পা মচকেছে। দেখে আসি ওর কি অবস্থা তারপর সেই বুঝে ব্যবস্থা।
নন্টে আর ফন্টেও দেখছি এখানে!
হ্যাঁ, কেলুদা, আমরা ওকে দেখতে এসেছি।
ম্যাচের কদিন আগেই পা মচকে খুবই মুস্কিলে ফেলে দিলি, খ্যাঁটা, এবার গোলে খেলবে ক্যাটা?
কাল দৌড়োতে গিয়ে কি রকম বেকায়দায় হুড়কে পড়ে গিয়ে পা টা মচকে গেলো।
গোলে তুই খেললেই ভালোই হতো কিন্তু কি আর করা যাবে। ফন্টেই তাহলে গোলে খেলুক।
সেই ভালো, ফন্টেও ভালোই খেলবে, কেলুদা।
তোদের বরাত খুবই ভালো নন্টে আর ফন্টে। ম্যাচে বাদ পড়েও একজন জায়গা পেয়ে গেলি। আর তুই নন্টে মাঠের বাইরে বল গোলে কুড়িয়ে আনবি এটাই তোর কাজ।
সত্যি কেলুদা, বরাত ভালো। মনে হচ্ছে আমিও ফন্টের মতো জায়গা পেয়ে যাবো।

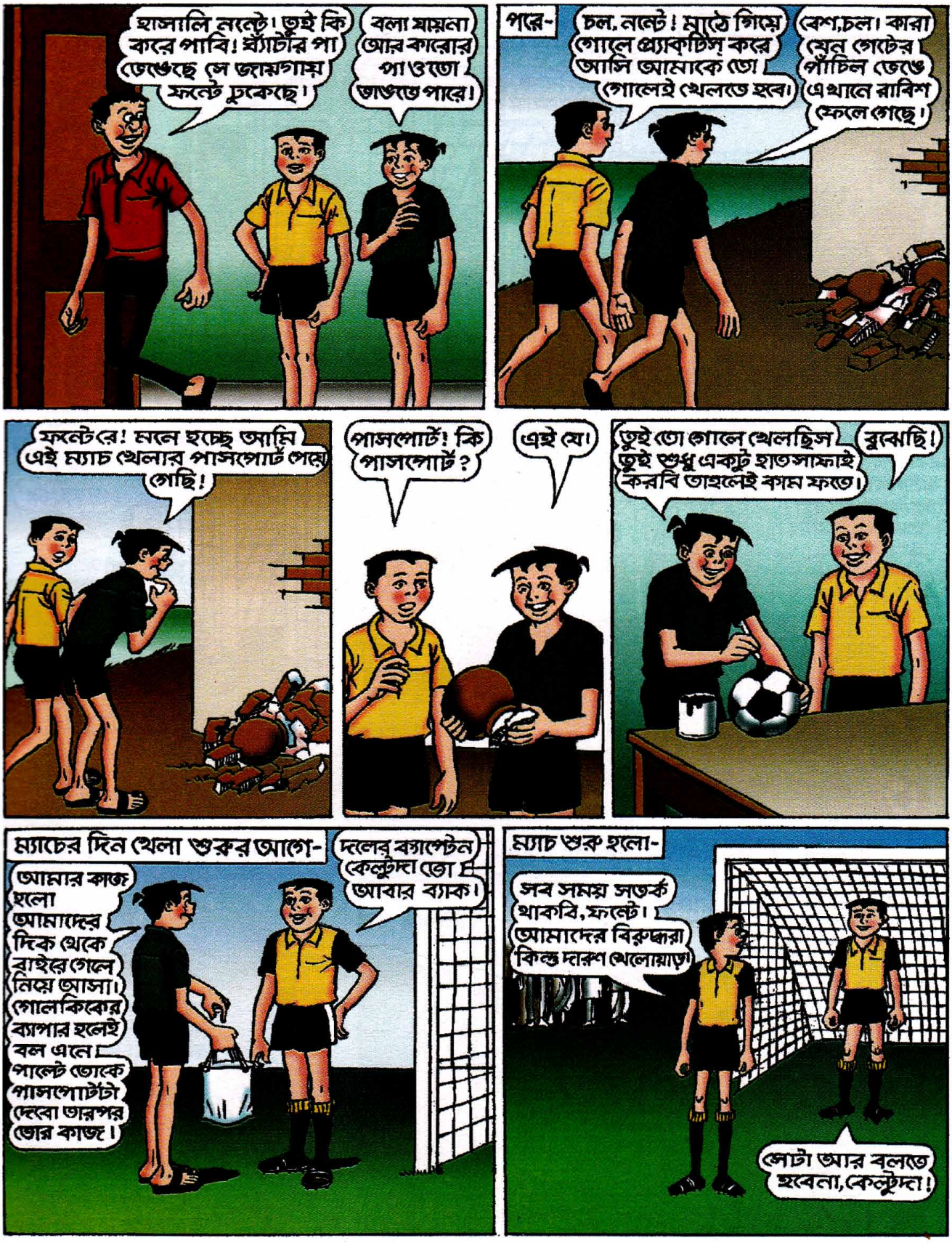
হাসালি নন্টে। তুই কি করে পাবি! র‍্যাটার পা ভেঙেছে সে জায়গায় ফন্টে ঢুকেছে।
বলা যায়না আর কারোর পা ও তো ভাঙতে পারে!
পরে-
চল, নন্টে! মাঠে গিয়ে গোলে প্র্যাকটিস্ করে আসি আমাকে তো গোলেই খেলতে হবে।
বেশ,চল। কারা যেন গেটের পাঁচিল ভেঙে এখানে রাবিশ ফেলে গেছে।
ফন্টে রে! মনে হচ্ছে আমি এই ম্যাচ খেলার পাসপোর্ট পেয়ে গেছি!
পাসপোর্ট! কি পাসপোর্ট?
এই যে!
তুই তো গোলে খেলছিস তুই শুধু একটু হাতসাফাই করবি তাহলেই কাম ফতে।
বুঝেছি!
ম্যাচের দিন খেলা শুরুর আগে-
দলের ব্যাপ্টেন কেল্টুদা তো আবার ব্যাক।
আমার কাজ হলো আমাদের দিক থেকে বাইরে গেলে নিয়ে আসা। গোলকিকের ব্যাপার হলেই বল এনে পাল্টে তোকে পাসপোর্টটা দেবো তারপর তোর কাজ।
ম্যাচ শুরু হলো-
সব সময় সতর্ক থাকবি, ফন্টে। আমাদের বিরুদ্ধারা কিন্তু দারুণ খেলোয়াড়।
সেটা আর বলতে হবেনা, কেল্টুদা!


খেলার দশমিনিটের মধ্যেই-
ইস্! আর একটু নীচু করে মারতে পারলেই গোল পেয়ে যেতাম!
গোল কিক, বলটা নিয়ে আয় নন্টে!
এখুনি আনছি, কেলুদা!
যে আমার দলে ঢোকার পাসপোর্টটা নিয়ে গিয়ে বসা, ফল্টে!
ভালো করে বসা। এমন একখানা গোলকিক ঝাড়বো যে ওদের গোলমুখে নিয়ে ফেলবো। হিঃহিঃ!
উরফুস্!
ওরে বাবা রে! গেছি রে! পা-টা বুঝি গেলো রে!
তাড়াতাড়ি জার্সি পরে নে, নন্টে! বল কিক করতে গিয়ে কেলুটা কি করে পা ভাঙলো কে জানে!
এখুনি পরে নিচ্ছি, স্যার!
নন্টে আর ফল্টের দল জেতার পর-
হিপ্ হিপ্ হুররা!
থ্রি চিয়ার্স ফর-
বলেছিলুম, কেলুদা, যে আমিও হয়তো দলে জায়গা পেতে পারি তবে তুমি আমাকে দলে ঢুকতে সাহায্য-
-করার জন্যে ধন্যবাদ!

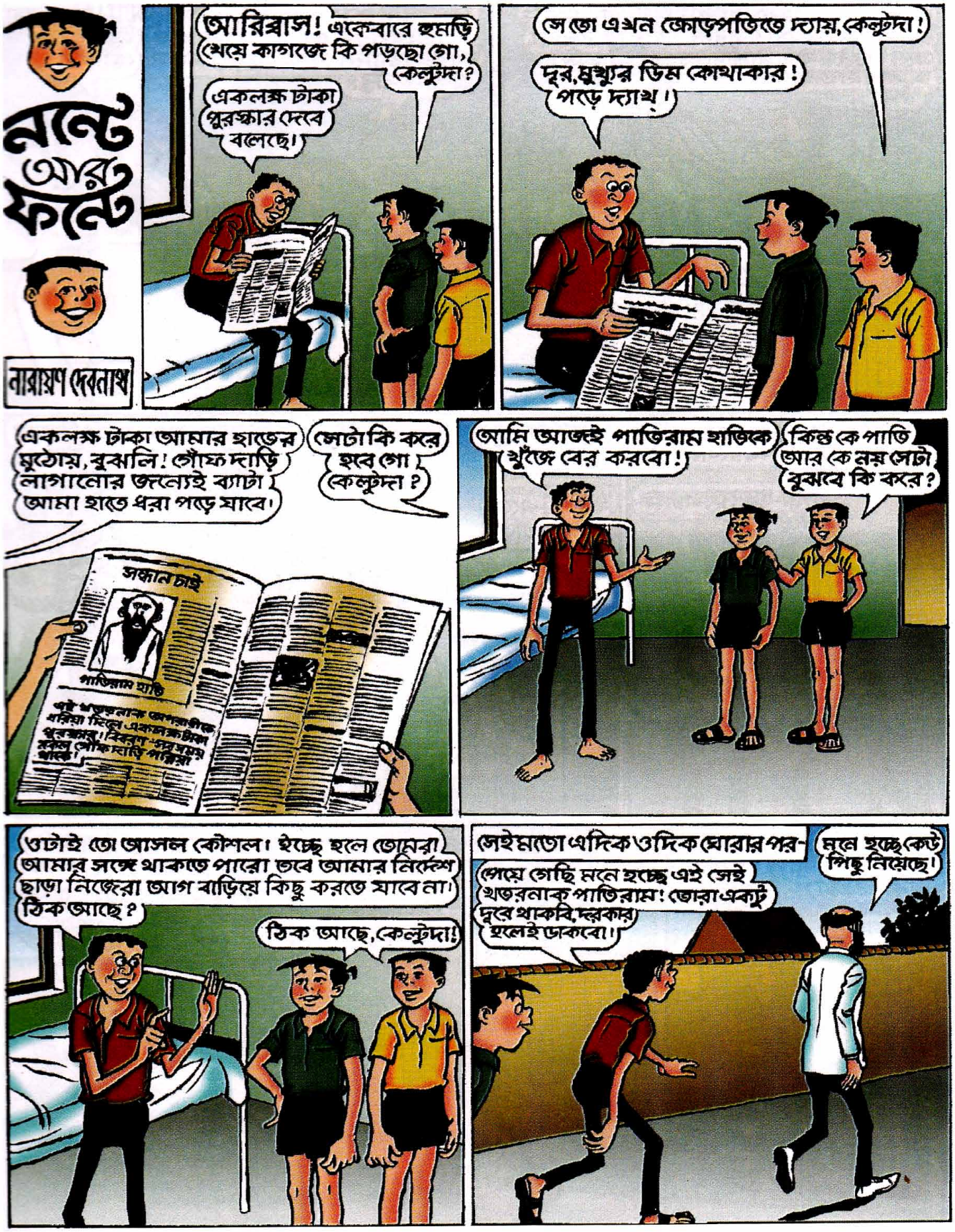
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আরিব্বাস! একেবারে হুমড়ি খেয়ে কাগজে কি পড়ছো গো, কেলুদা?
একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে বলেছে!
সে তো এখন ক্রোড়পতিতে দ্যায়, কেলুদা!
দূর, ঘুষ্যুর ডিম কোথাকার! পড়ে দ্যাখ!
একলক্ষ টাকা আমার হাতের মুঠোয়, বুঝলি! গোঁফ দাড়ি লাগানোর জন্যেই ব্যাটা আমা হাতে ধরা পড়ে যাবে।
সেটা কি করে হবে গো কেলুদা?
সন্ধান চাই
পাতিরাম হাতি
আমি আজই পাতিরাম হাতিকে খুঁজে বের করবো!
কিন্তু কে পাতি আর কে নয় সেটা বুঝবে কি করে?
ওটাই তো আসল কৌশল। ইচ্ছে হলে তোমরা আমার সঙ্গে থাকতে পারো তবে আমার নির্দেশ ছাড়া নিজেরা আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাবে না। ঠিক আছে?
ঠিক আছে, কেলুদা!
সেইমতো এদিক ওদিক ঘোরার পর-
মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে!
পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে এই সেই খতরনাক পাতিরাম! তোরা একটু দূরে থাকবি, দরকার হলেই ডাকবো!


এই যে,স্যার,পাতিরাম হাতি!
আপনার খেল শেষ। এবার আপনি জেল হাজতে বসে থাকবেন আর আমার হাতে আসবে একলক্ষ টাকা!
তার মানে? কি বলছো, তুমি?
কি বলছি বুঝতে পারছেন না? বলি মুখে নকল গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে আর কতোদিন ধোঁকা দিয়ে চলবেন, পাতিবাবু?
অ্যাঃ! কি বলছো হে তুমি ছোকরা?
কিচ্ছু বলছি না,শুধু আপনার দাড়ি ধরে একবার টান মারবো!
!
আরে-আরে! এটা কি করছো?
ওরে গেছি রে! আমার দাড়ি খুবলে নিচ্ছে! হেল্প! পুলিশ!
ইরক্! এতো আসল দাড়ি!
আরে ক্যায়া হুয়া? চিল্লাতা কিউ?
দেখতা নেই আমার দাড়ি ওপড়াকে পালাতা হায়।
গতিক সুবিধের নয় রে, নন্টে! গা ঢাকা দেওয়া যাক
ঠিকই বলেছিস রে, ফন্টে!
অ্যাই, নন্টে আর ফন্টে! দরকার হলে ডাকবো বলেছিলুম। কোথায় গেলি রে,তোরা?
পাকড়ো শয়তানকো!
ব্যাটা নির্ঘাত ডাকাত!

মন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

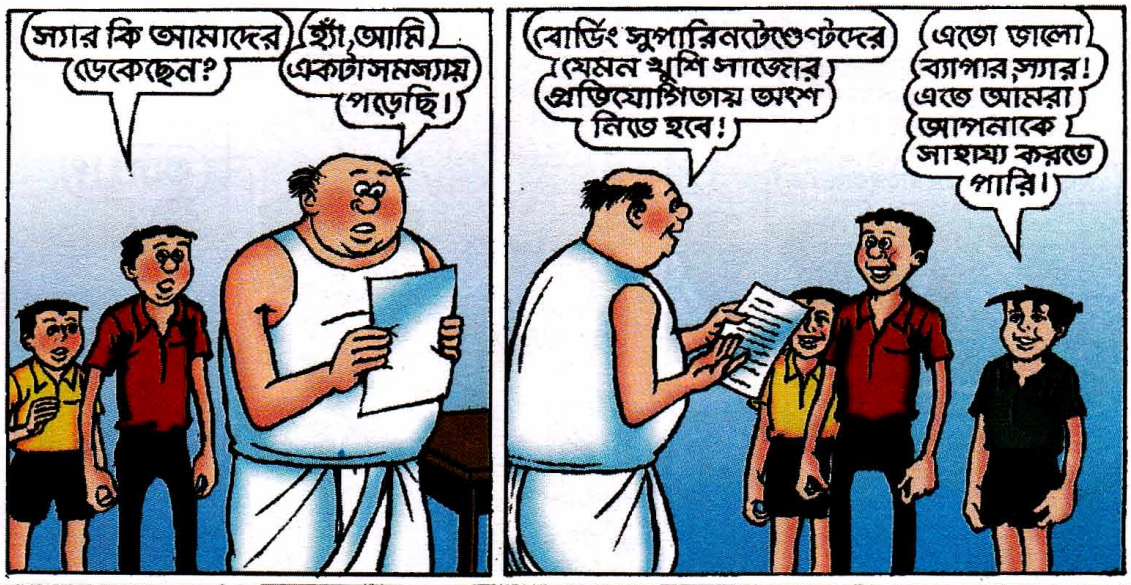

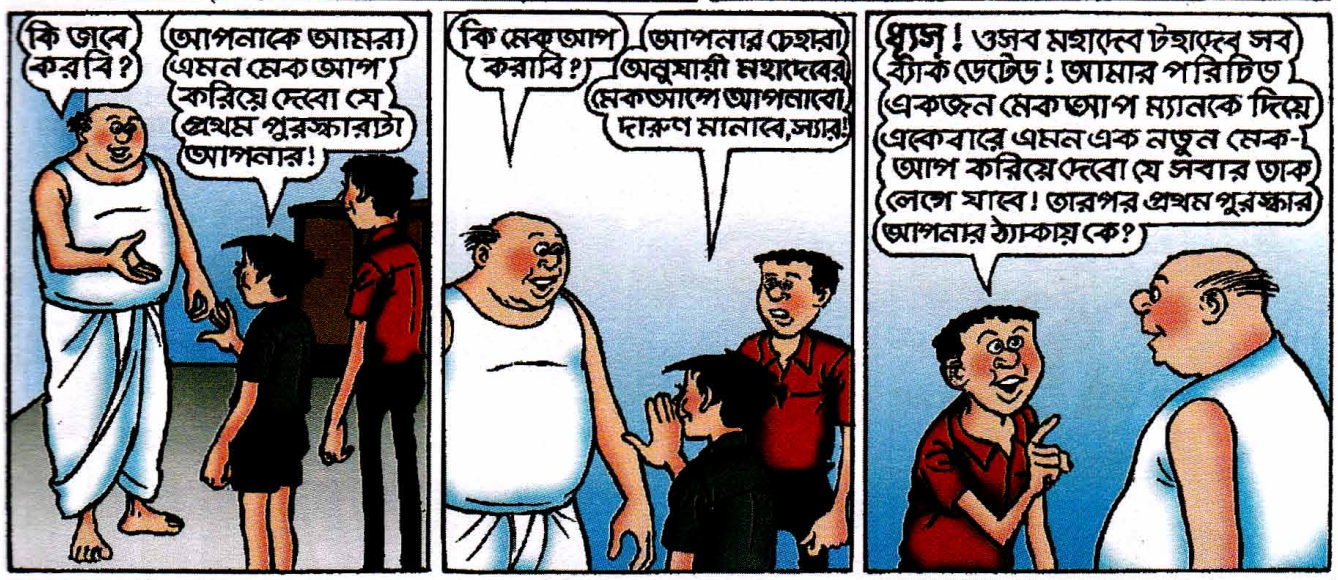

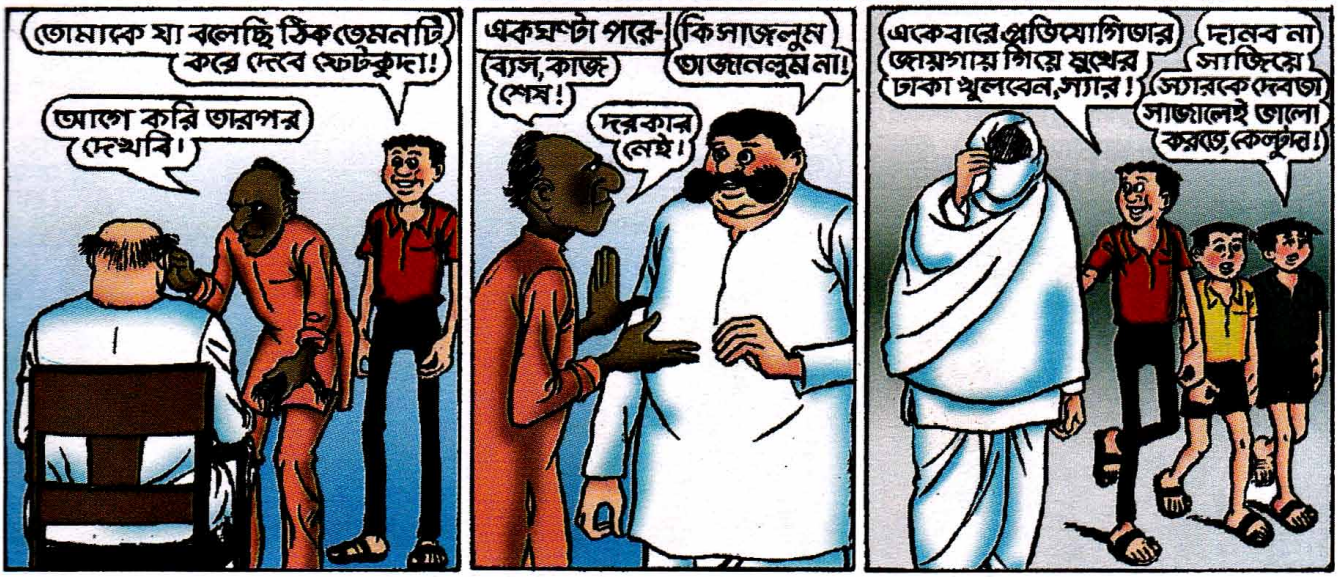

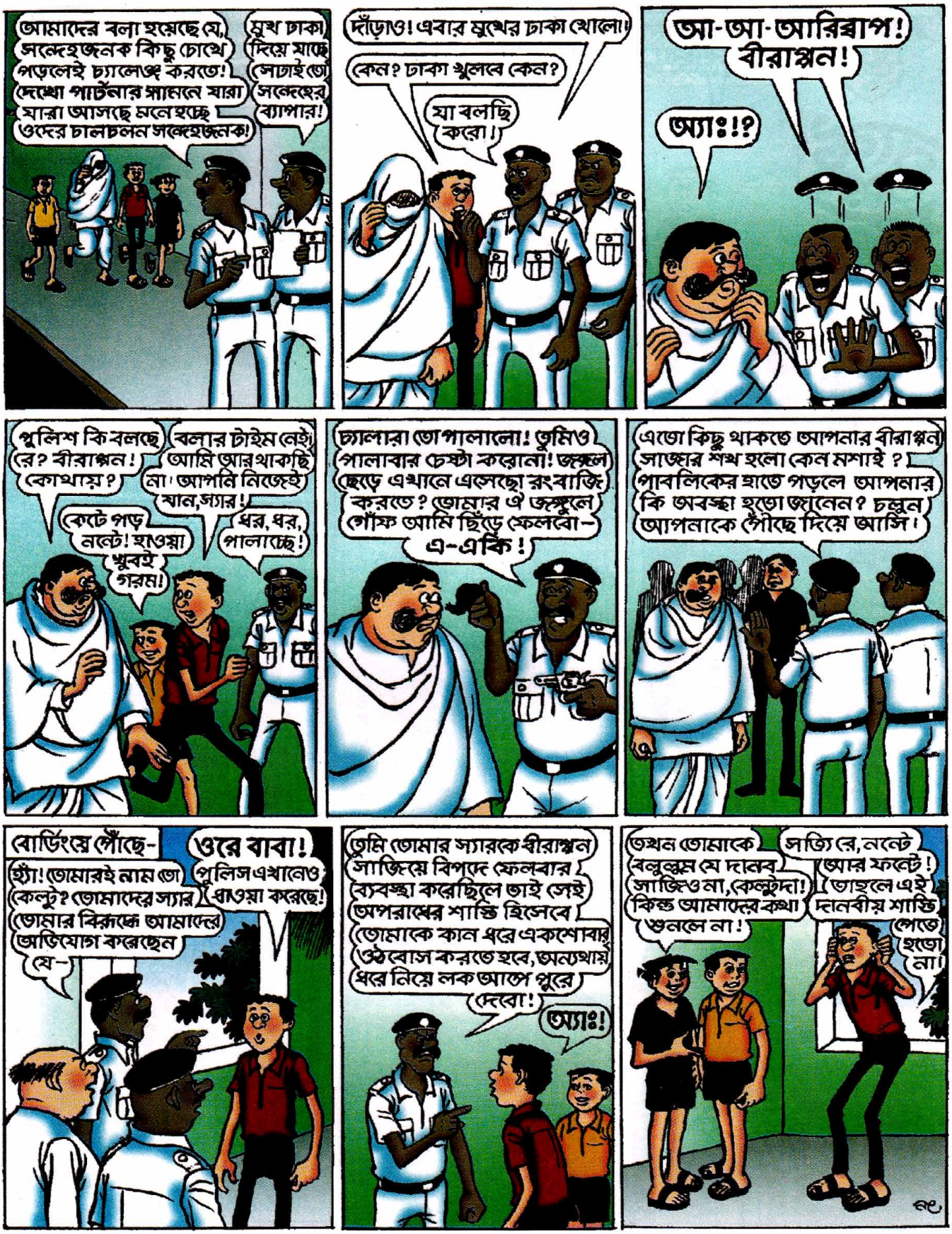
আমাদের বলা হয়েছে যে, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই চ্যালেঞ্জ করতে! দেখো পার্টনার সামনে যারা যারা আসছে মনে হচ্ছে ওদের চালচলন সন্দেহজনক!
মুখ ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে সেটাই তো সন্দেহের ব্যাপার!
দাঁড়াও! এবার মুখের ঢাকা খোলো!
কেন? ঢাকা খুলবে কেন?
যা বলছি করো!
আ-আ-আরিব্বাপ! বীরাঞ্জন!
অ্যাঃ!?
পুলিশ কি বলছে রে? বীরাঞ্জন! কোথায়?
বলার টাইম নেই, আমি আর থাকছি না। আপনি নিজেই যান, স্যার!
কেটে পড় নন্টে! হাওয়া খুবই গরম!
ধর, ধর, পালাচ্ছে!
চ্যালারা তো পালালো! তুমিও পালাবার চেষ্টা করোনা! জঙ্গলে ছেড়ে এখানে এসেছো রংবাজি করতে? তোমার ঐ জঙ্গুলে গোঁফ আমি ছিঁড়ে ফেলবো–
এ-একি!
এতো কিছু থাকতে আপনার বীরাঞ্জন সাজার শখ হলো কেন মশাই? পাবলিকের হাতে পড়লে আপনার কি অবস্থা হতো জানেন? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।
বোর্ডিংয়ে পৌঁছে-
ওরে বাবা! পুলিস এখানেও ধাওয়া করেছে!
হ্যাঁ! তোমারই নাম তা কেল্টু? তোমাদের স্যার তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ করেছেন যে–
তুমি তোমার স্যারকে বীরাঞ্জন সাজিয়ে বিপদে ফেলবার ব্যবস্থা করেছিলে তাই সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে তোমাকে কান ধরে একশোবার ওঠবোস করতে হবে, অন্যথায় ধরে নিয়ে লক আপে পুরে দেবো!
অ্যাঃ!
তখন তোমাকে বলুলুম যে দাদব সাজিও না, কেল্টুদা! কিন্তু আমাদের কথা শুনলে না!
সত্যি রে, নন্টে আর ফল্টে! তাহলে এই দানবীয় শাস্তি পেতে হতো না!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ





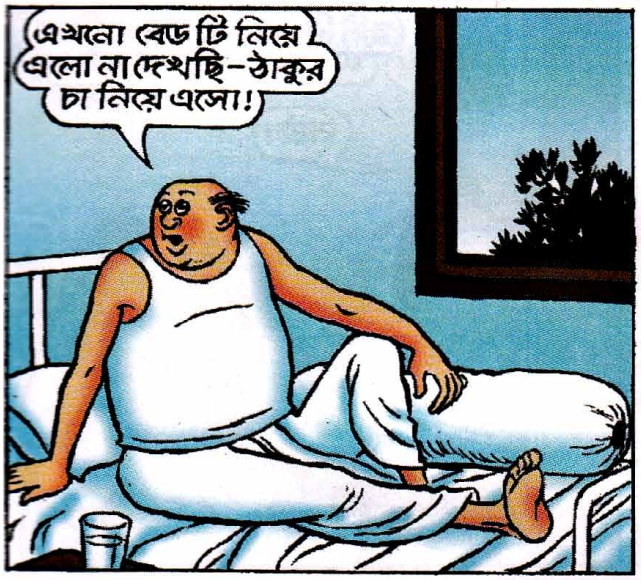







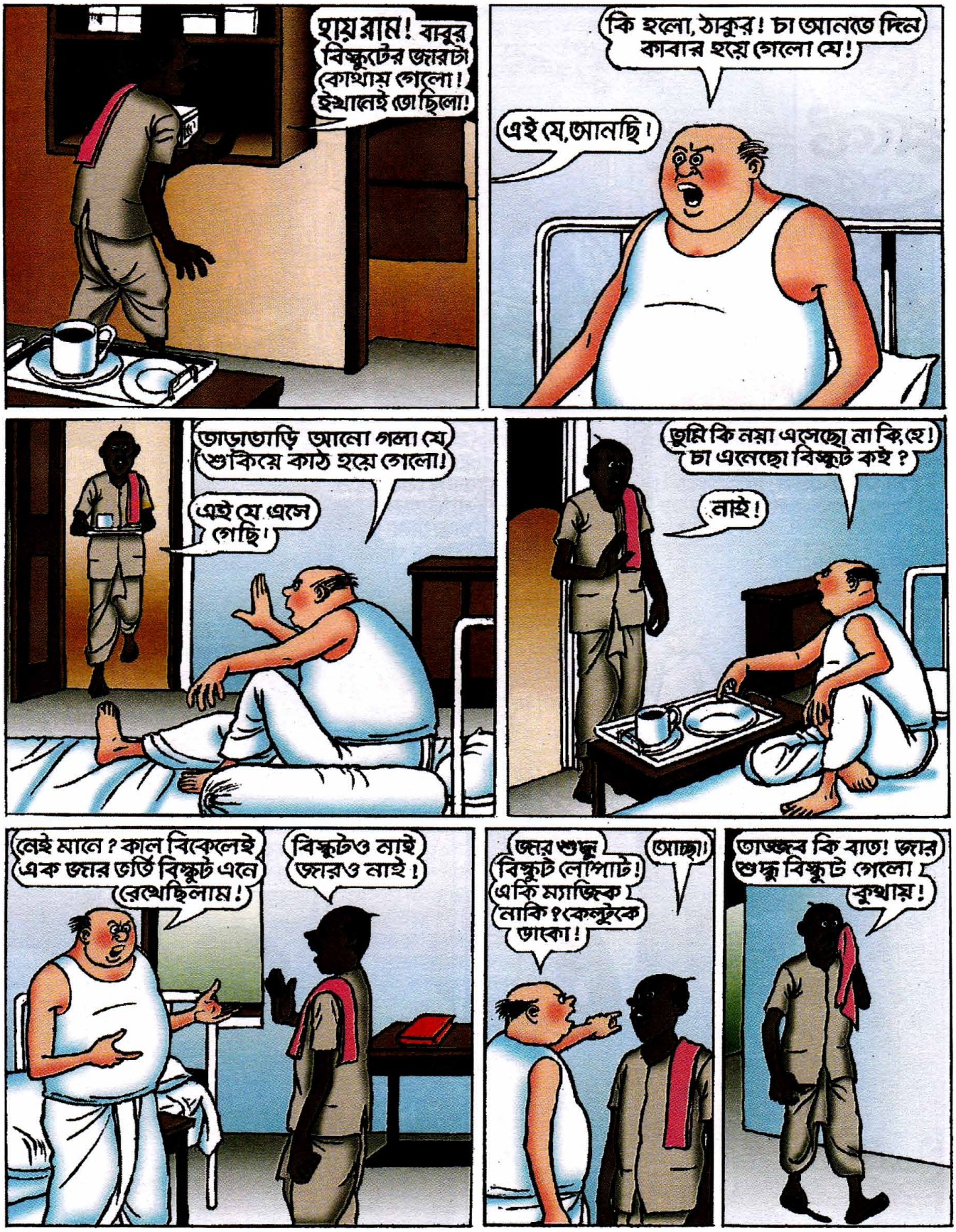
হায় রাম! বাবুর বিস্কুটের জারটা কোথায় গেলো! ইখানেই তো ছিলো!
কি হলো, ঠাকুর! চা আনতে দিনে কাবার হয়ে গেলো যে!
এই যে, আনছি!
তাড়াতাড়ি আনো গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো!
এই যে এসে গেছি!
তুমি কি নয়া এসেছো না কি, হে! চা এনেছো বিস্কুট কই?
নাই!
নেই মানে? কাল বিকেলেই এক জার ভর্তি বিস্কুট এনে রেখেছিলাম!
বিস্কুটও নাই জারও নাই!
জার শুদ্ধু বিস্কুট লোপাট! একি ম্যাজিক নাকি? কেলুটুকে ডাকো!
আচ্ছা!
তাজ্জব কি বাত! জার শুদ্ধু বিস্কুট গেলো কুথায়!

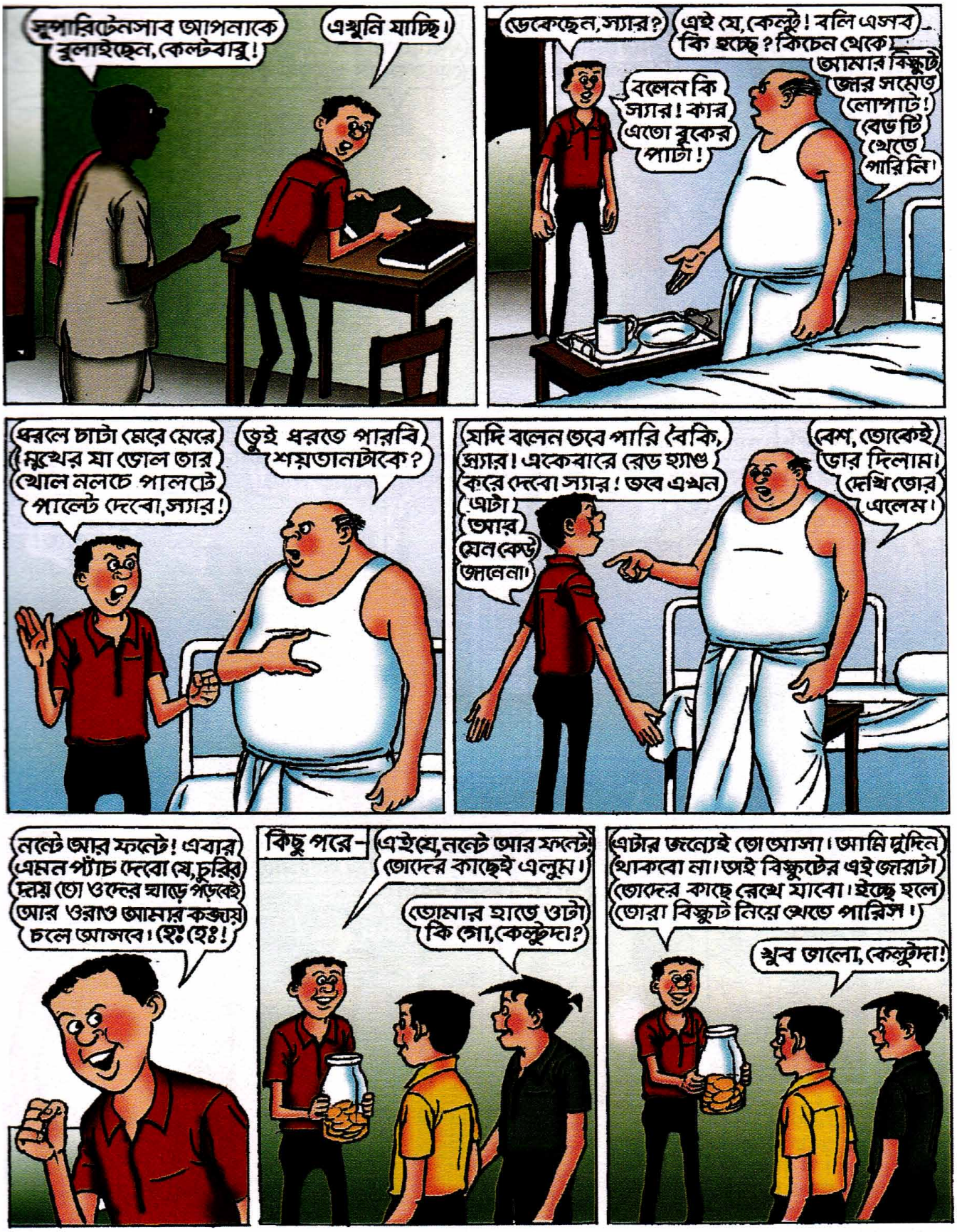
সুপারিটেনসাব আপনাকে ডেকেছেন, কেলটুবাবু!
এখুনি যাচ্ছি!
ডেকেছেন, স্যার?
এই যে, কেলটু! বলি এসব কি হচ্ছে? কিচেন থেকে!
বলেন কি স্যার! কার এতো বুকের পাটা!
আমার বিস্কুট জার সমেত লোপাট! বেড টি খেতে পারি নি!
ধরলে চাটা মেরে মেরে মুখের যা ডোল তার খোল নলচে পালটে পালটে দেবো, স্যার!
তুই ধরতে পারবি শয়তানটাকে?
যদি বলেন তবে পারি বৈকি, স্যার! একেবারে রেড হ্যাণ্ড করে দেবো স্যার! তবে এখন এটা আর মেন কেউ জানেনা।
বেশ, তোকেই ভার দিলাম। দেখি তোর এলেম!
নন্টে আর ফন্টে! এবার এমন প্যাঁচ দেবো যে, চুরির দায় তো ওদের ঘাড়ে পড়বেই আর ওরাও আমার কব্জায় চলে আসবে! হুঃ হুঃ!
কিছু পরে-
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! তোদের কাছেই এলুম!
তোমার হাতে ওটা কি গো, কেলুদা?
এটার জন্যেই তো আসা। আমি দুদিন থাকবো না। তাই বিস্কুটের এই জারটা তোদের কাছে রেখে যাবো। ইচ্ছে হলে তোরা বিস্কুট নিয়ে খেতে পারিস!
খুব ভালো, কেলুদা!

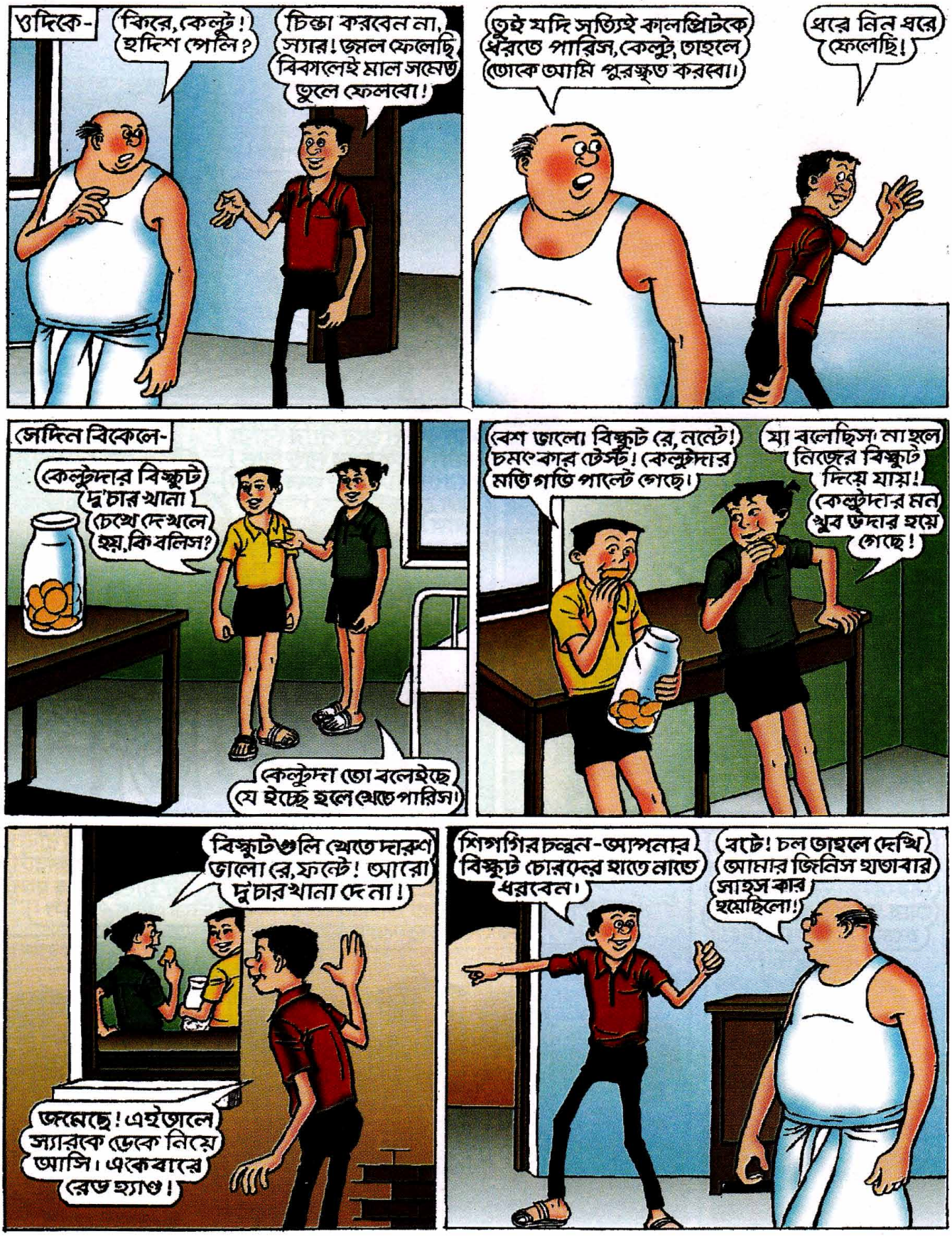
ওদিকে-
কিরে, কেলুটু! হদিশ পেলি?
চিন্তা করবেন না, স্যার! জাল ফেলেছি বিকালেই মাল সমেত তুলে ফেলবো!
তুই যদি সত্যিই কালপ্রিটকে ধরতে পারিস, কেলুটু, তাহলে তোকে আমি পুরস্কৃত করবো।
ধরে নিন ধরে ফেলেছি!
সেদিন বিকেলে-
কেলুদার বিস্কুট দু'চার খানা চেখে দেখলে হয়, কি বলিস?
কেলুদা তো বলেইছে যে ইচ্ছে হলে খেতে পারিস।
বেশ ভালো বিস্কুট রে, নন্টে! চমৎকার টেস্ট! কেলুদার মতিগতি পাল্টে গেছে।
যা বলেছিস! না হলে নিজের বিস্কুট দিয়ে যায়! কেলুদার মন খুব উদার হয়ে গেছে!
বিস্কুটগুলি খেতে দারুণ ভালো রে, ফন্টে! আরো দু'চারখানা দে না!
জব্দ হয়েছে! এইবেলা স্যারকে ডেকে নিয়ে আসি। একেবারে রেড হ্যান্ড!
শিগগির চলুন-আপনার বিস্কুট চোরদের হাতে নাতে ধরবেন।
বটে! চল তাহলে দেখি আমার জিনিস খাওয়ার সাহস কার হয়েছিলো!

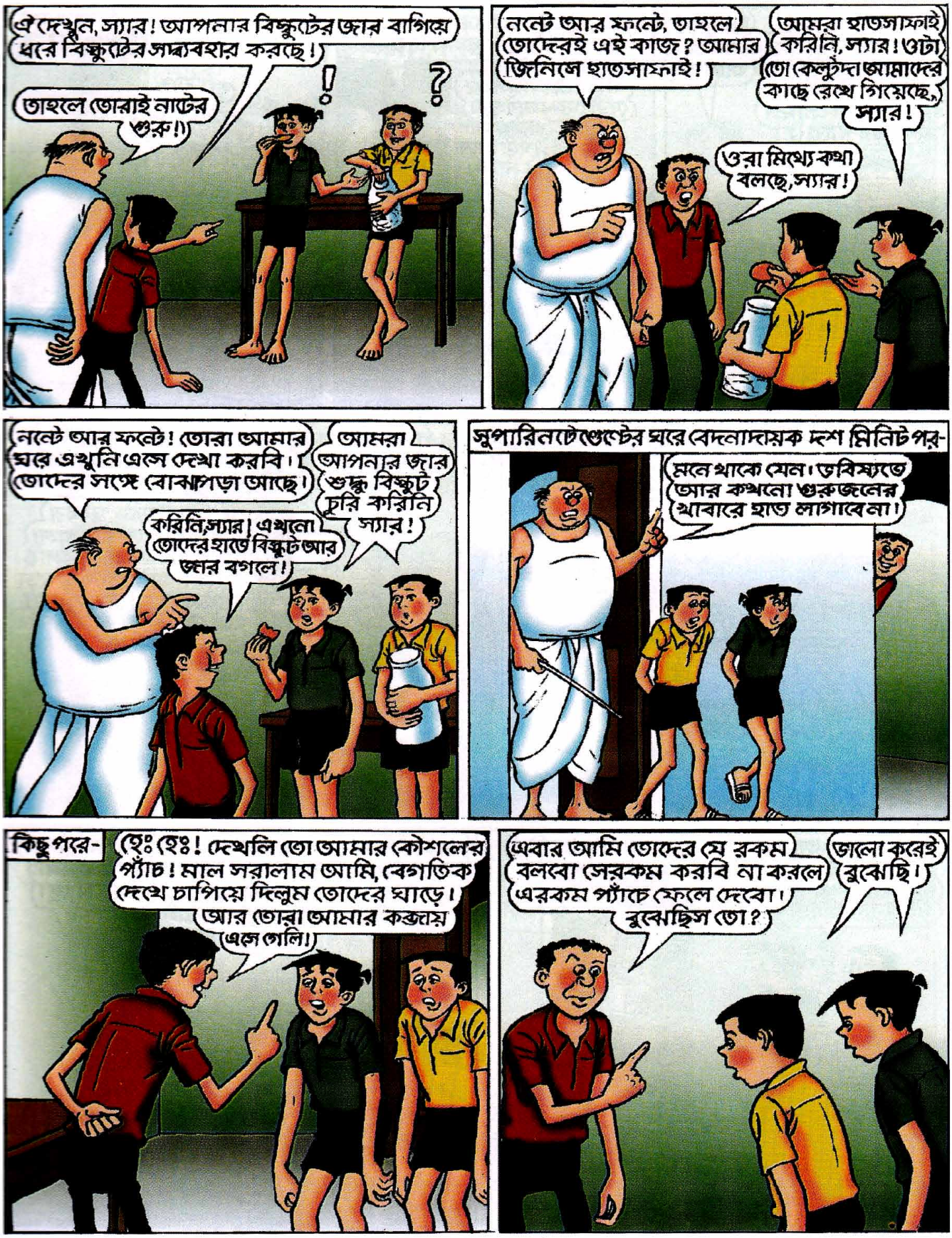
ঐ দেখুন, স্যার! আপনার বিস্কুটের জার বাগিয়ে ধরে বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করছে!
!
?
তাহলে তোরাই নাটের গুরু!
নন্টে আর ফন্টে, তাহলে তোদেরই এই কাজ? আমার জিনিসে হাতসাফাই!
আমরা হাতসাফাই করিনি, স্যার! ওটা তো কেলুদা আমাদের কাছে রেখে গিয়েছে, স্যার!
ওরা মিথ্যে কথা বলছে, স্যার!
নন্টে আর ফন্টে! তোরা আমার ঘরে এখুনি এসে দেখা করবি। তোদের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে!
আমরা আপনার জার শুদ্ধু বিস্কুট চুরি করিনি স্যার!
করিনি,স্যার! এখনো তোদের হাতে বিস্কুট আর জার বগলে!
সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ঘরে বেদনাদায়ক দশ মিনিট পর-
মনে থাকে যেন। ভবিষ্যতে আর কখনো গুরুজনের খাবারে হাত লাগাবে না!
কিছু পরে-
হেঃ হেঃ! দেখলি তো আমার কৌশলের প্যাঁচ! মাল সরালাম আমি, বেগতিক দেখে চাপিয়ে দিলুম তোদের ঘাড়ে। আর তোরা আমার কব্জায় এসে গেলি!
এবার আমি তোদের যে রকম বলবো সেরকম করবি না করলে এরকম প্যাঁচে ফেলে দেবো। বুঝেছিস তো?
ভালো করেই বুঝেছি।

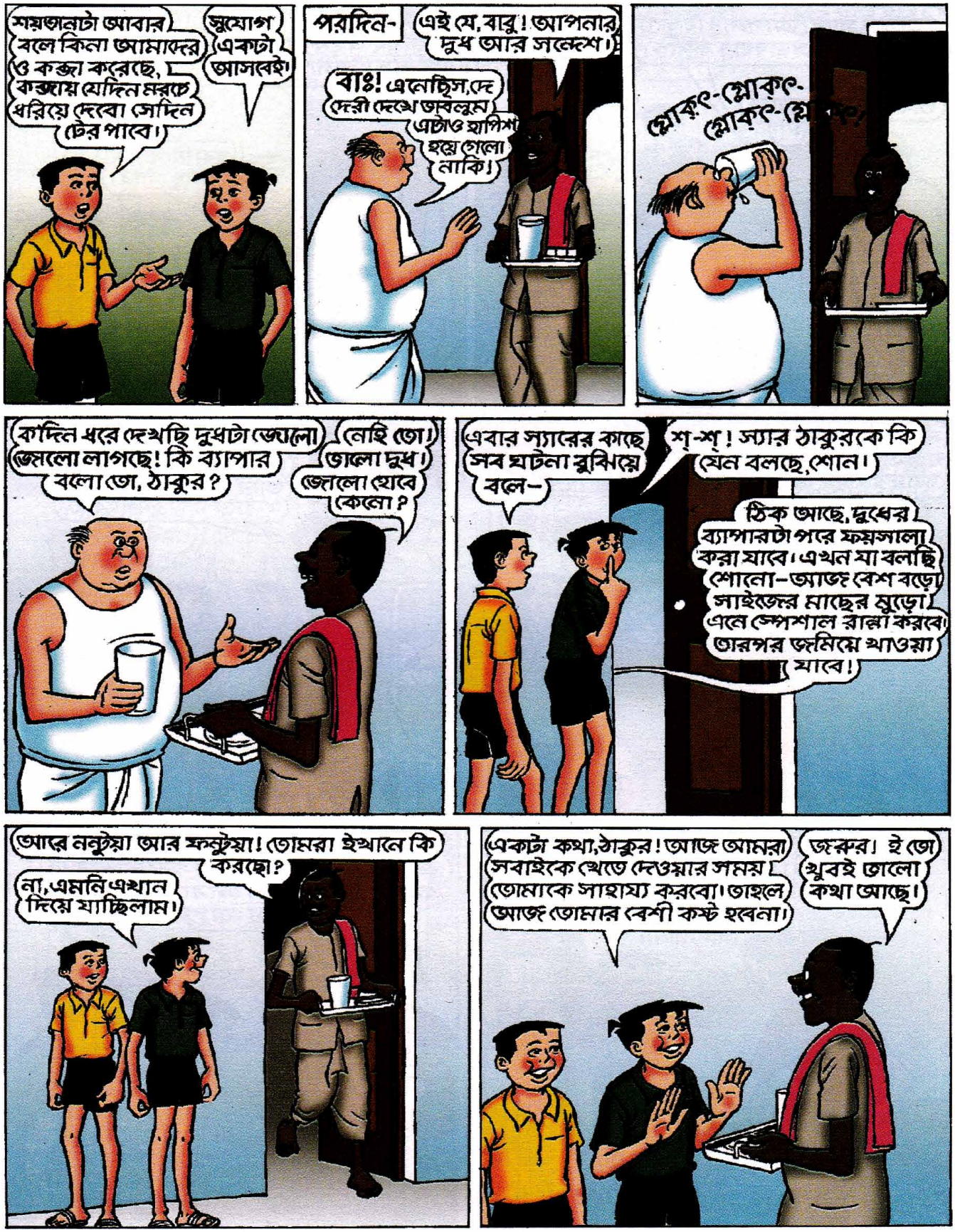
শয়তানটা আবার বলে কিনা আমাদের ও কব্জা করেছে, কব্জায় যেদিন মরচে ধরিয়ে দেবো সেদিন টের পাবে।
সুযোগ একটা আসবেই।
পরদিন-
এই যে, বাবু! আপনার দুধ আর সন্দেশ।
বাঃ! এনেছিস,দে দেরী দেখে ভাবলুম এটাও হাপিশ হয়ে গেলো নাকি!
গোক্‌ৎ-গোক্‌ৎ-গোক্‌ৎ-গোক্‌ৎ-
কদ্দিন ধরে দেখছি দুধটা জোলো জোলো লাগছে! কি ব্যাপার বলো তো, ঠাকুর?
নেহি তো! ভালো দুধ। জোলো খেবে কেনো?
এবার স্যারের কাছে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলে-
শ্‌-শ্‌! স্যার ঠাকুরকে কি যেন বলছে,শোন।
ঠিক আছে, দুধের ব্যাপারটা পরে ফয়সালা করা যাবে। এখন যা বলছি শোনো-আজ বেশ বড়ো সাইজের মাছের মুড়ো এনে স্পেশাল রান্না করবে। তারপর জমিয়ে খাওয়া যাবে!
আরে নন্টুয়া আর ফন্টুয়া! তোমরা ইখানে কি করছো?
না,এমনি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।
একটা কথা,ঠাকুর! আজ আমরা সবাইকে খেতে দেওয়ার সময় তোমাকে সাহায্য করবো। তাহলে আজ তোমার বেশী কষ্ট হবেনা।
জরুর। ই তো খুবই ভালো কথা আছে।

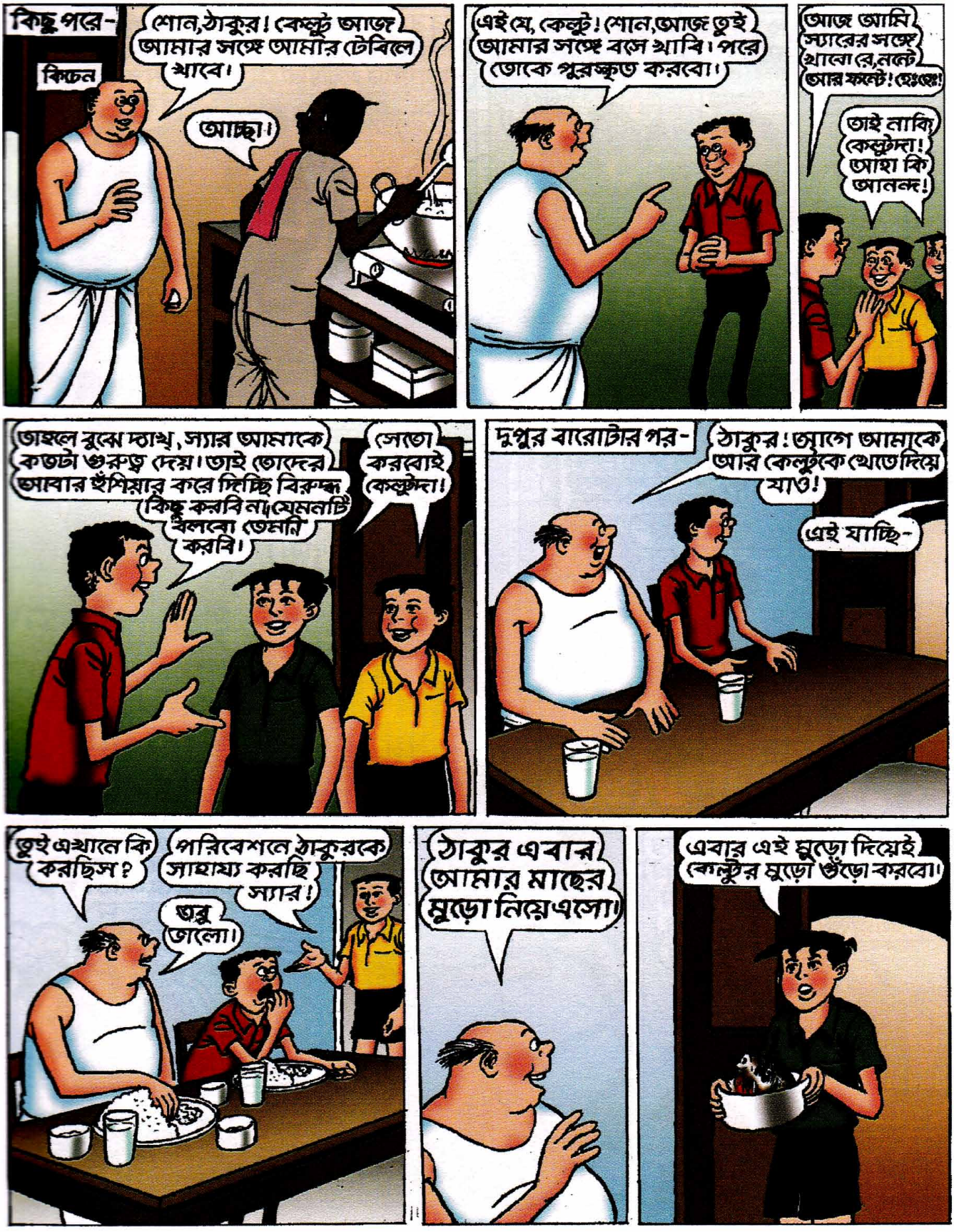
কিছু পরে-
কিচেন
শোন,ঠাকুর! কেল্টু আজ আমার সঙ্গে আমার টেবিলে খাবে।
আচ্ছা।
এই যে, কেল্টু! শোন,আজ তুই আমার সঙ্গে বসে খাবি। পরে তোকে পুরস্কৃত করবো।
আজ আমি স্যারের সঙ্গে খাবো রে,নন্টে আর ফল্টে! হেঃহেঃ!
তাই নাকি কেল্টুদা! আহা কি আনন্দ!
তাহলে বুঝে দ্যাখ্, স্যার আমাকে কতটা গুরুত্ব দেয়। তাই তোদের আবার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি বিরুদ্ধে কিছু করবি না,যেমনটি বলবো তেমনি করবি।
সেতো করবোই কেল্টুদা!
দুপুর বারোটার পর-
ঠাকুর! আগে আমাকে আর কেল্টুকে খেতে দিয়ে যাও!
এই যাচ্ছি-
তুই এখানে কি করছিস?
পরিবেশনে ঠাকুরকে সাহায্য করছি স্যার!
তবু ভালো।
ঠাকুর এবার আমার মাছের মুড়ো নিয়ে এসো।
এবার এই মুড়ো দিয়েই কেল্টুর মুড়ো গুঁড়ো করবো।


একি, একি! এতুই কি করলি? আমার সাধের মাছের মুড়ো তুই কেলুকে দিয়ে দিলি! তোর তো সাহস কম নয় দেখছি!
দেখো, কেলুদা! তুমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি করেছি!
হুঁক!
গরু! কি বললি? কেলু তোকে ওকে মুড়ো দিতে বলেছিলো?
হ্যাঁ, স্যার! একটু আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে- ও যেরকম বলবে সেরকম না করলে-
-বিস্কুট চুরির মতো মিথ্যে কথা বলে আপনাকে দিয়ে আমাদের শাস্তি দেওয়াবে!
বটে! ও যা বলছে, সে কথা কি ঠিক, কেলু?
না-ন্-না, স্যার-
-আমি সে ভাবে বলি নি- আ-আমি-
সে ভাবে না বলে তবে কোন ভাবে বলেছিলি যে মাছের মুড়োটা আমাকে দিবি!
ভেবেছিস কায়দা করে মুড়োর ফায়দা তুই তুলবি? অ্যাঁঃ! এই মুড়ো দিয়ে তোর মুড়ো আমি আজ গুঁড়ো করবো কুচক্রী, বেল্লিক, ছুঁচো!
ওরে বাবা রে!
পালাবি কোথায় রে, হতচ্ছাড়া! এই নে, মুড়ো।
উফ্! হাতের কি টিপ রে! স্যার বড়ো বোলার হতে পারতো রে, নন্টে!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বোর্ডিংয়ের কাছেই এক সুইমিংপুলে-
চল, নন্টে! আমরা স্প্রিংবোর্ডের ওপর লাফাই!
সেই ভালো, ফন্টে!
রাস্তা থেকে হট, গুবরে পোকারা!
ওফ!
গ্লুবুল!
এই যে চ্যাম্পিয়ান! এই স্প্রিংবোর্ড এবার তোমার দখলে!
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে!
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
আমরা, আমাদের জন্যে স্প্রিংবোর্ড বানিয়ে নেবো, নন্টে!
দারুণ হবে রে, ফন্টে!
আবার সুইমিংপুলের পথে -
অ্যাই মরেচে! লরি থেকে একটা পিপে হড়কে পড়েছে!
ঝটপট কিছু করতে হবে, নন্টে! সেই জন্যে এটা সোজা লরির দিকে করে দিই আয়!
উফ্! একেবারে সঠিক সময়ে!
লরির চালক এসে দাঁড়ালো-
তোমরা দারুণ কাজ করেছো, ছেলেরা! যদি তোমাদের কিছু কাজে লাগি আমায় ডেকো!

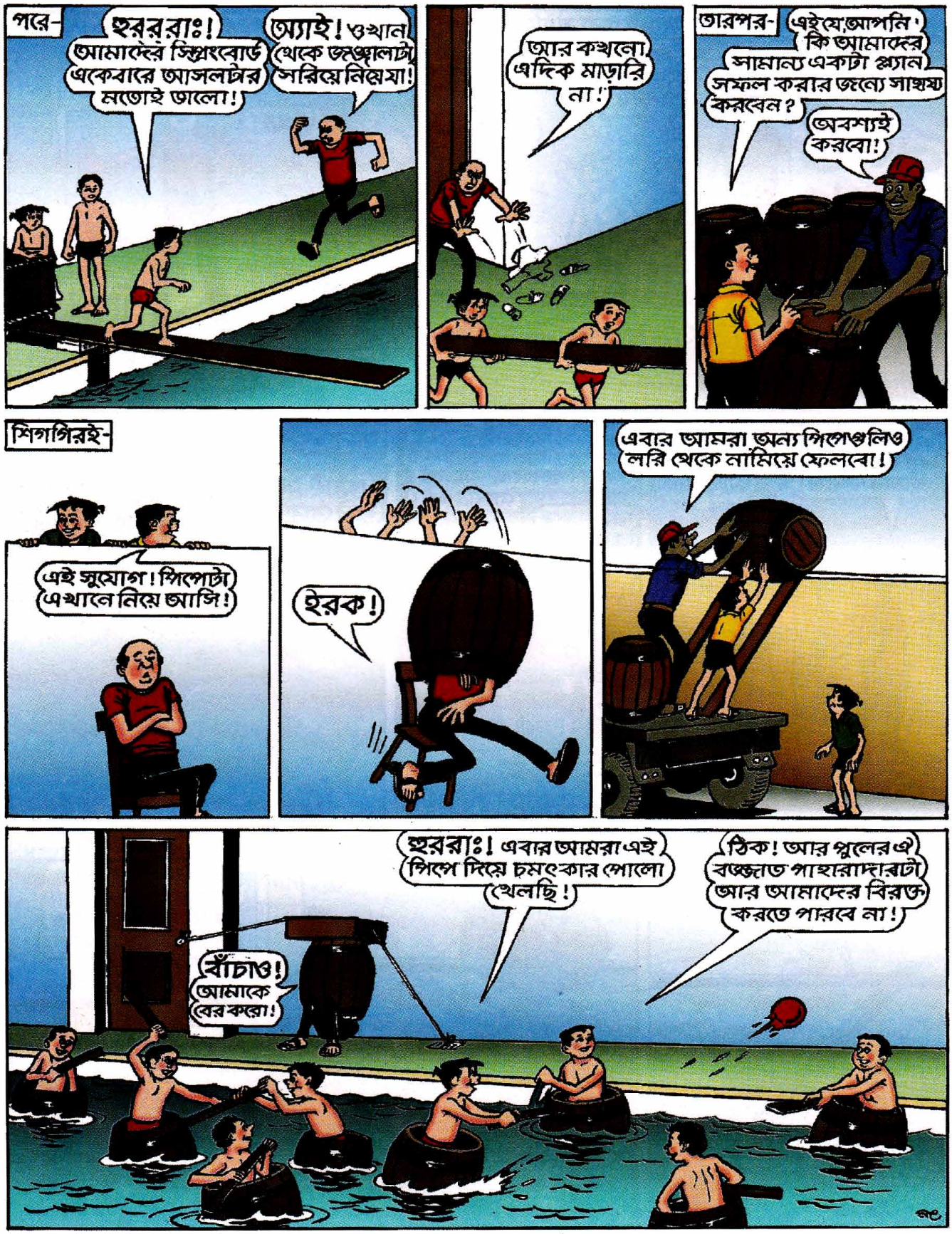
পরে-
হররাঃ! আমাদের স্প্রিংবোর্ড একেবারে আসলটার মতোই ভালো!
অ্যাই! ওখান থেকে জঞ্জালটা সরিয়ে নিয়ে যা!
আর কখনো এদিক মাড়ারি না!
তারপর-
এইযে,আপনি কি আমাদের সামান্য একটা প্ল্যান সফল করার জন্যে সাহায্য করবেন?
অবশ্যই করবো!
শিগগিরই-
এই সুযোগ! পিপেটা এখানে নিয়ে আসি!
হরক!
এবার আমরা অন্য পিপেগুলিও লরি থেকে নামিয়ে ফেলবো!
হররাঃ! এবার আমরা এই পিপে দিয়ে চমৎকার খেলা খেলছি!
ঠিক! আর পুলের ঐ বজ্জাত পাহারাদারটা আর আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না!
বাঁচাও! আমাকে বের করো!

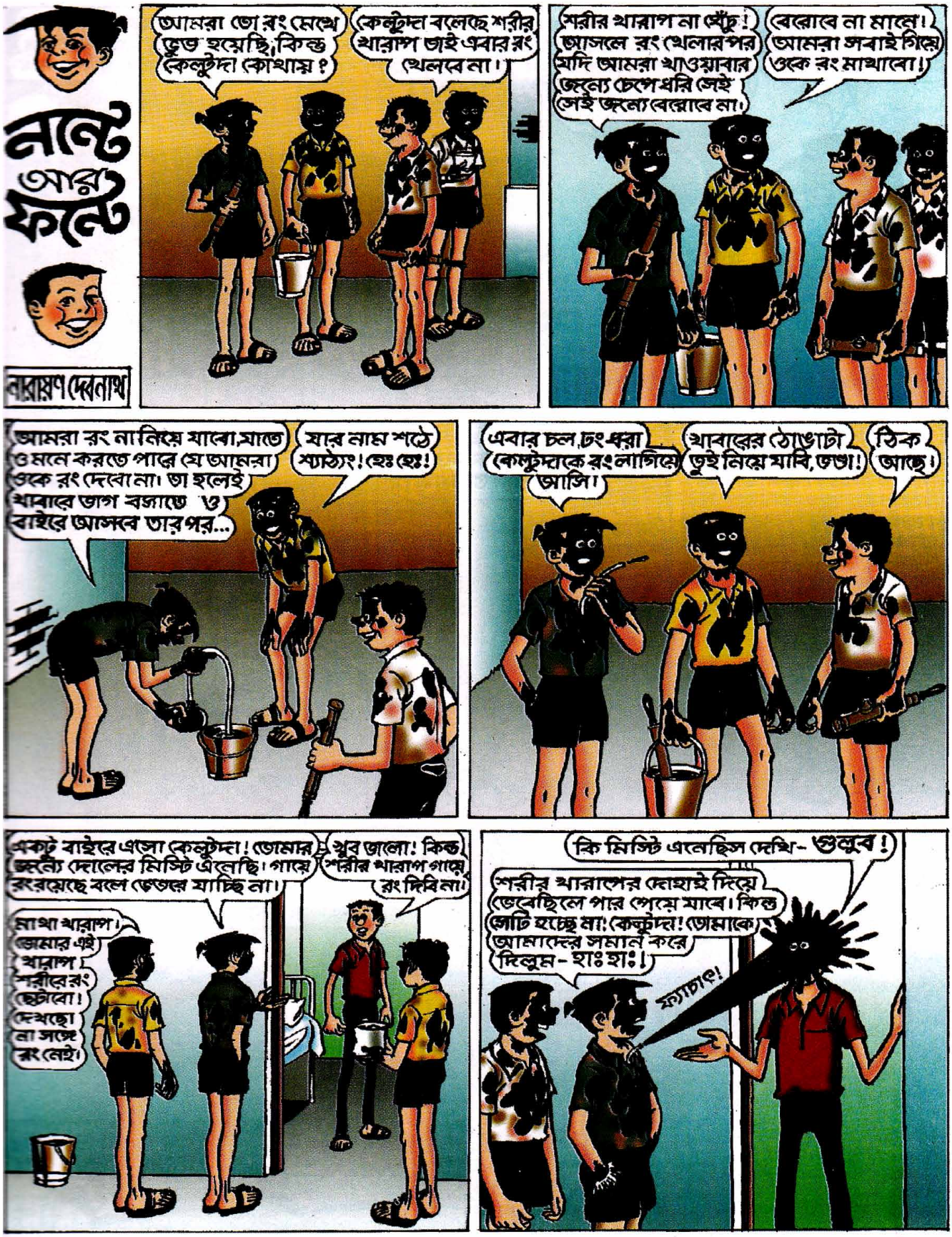
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমরা তো রং মেখে ভূত হয়েছি, কিন্তু কেলুদা কোথায়?
কেলুদা বলেছে শরীর খারাপ তাই এবার রং খেলবে না।
শরীর খারাপ না ছাঁচু! আসলে রং খেলার পর যদি আমরা খাওয়ার জন্যে চেপে ধরি সেই জন্যে বেরোবে না।
বেরোবে না মানে! আমরা সবাই গিয়ে ওকে রং মাখাবো!
আমরা রং না নিয়ে যাবো, যাতে ও মনে করতে পারে যে আমরা ওকে রং দেবো না। তা হলেই খাবারে ভাগ বসাতে ও বাইরে আসবে তারপর...
যার নাম শঠে শাঠ্যং! হেঃ হেঃ!
এবার চল, ঢং ধরা কেলুদাকে রং লাগিয়ে আসি।
খাবারের ঠোঙাটা তুই নিয়ে যাবি, তাও!
ঠিক আছে!
একটু বাইরে এসো কেলুদা! তোমার জন্যে দোলের মিস্টি এনেছি। গায়ে রং রয়েছে বলে ভেতরে যাচ্ছি না।
খুব ভালো! কিন্তু শরীর খারাপ গায়ে রং দিবি না।
মাথা খারাপ! তোমার এই খারাপ শরীরে রং ছোঁবো! দেখছো না সঙ্গে রং নেই।
কি মিস্টি এনেছিস দেখি- গুলুব!
শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ভেবেছিলে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে না! কেলুদা! তোমাকে আমাদের সমান করে দিলুম- হাঃ হাঃ!
ফ্যাচাং!

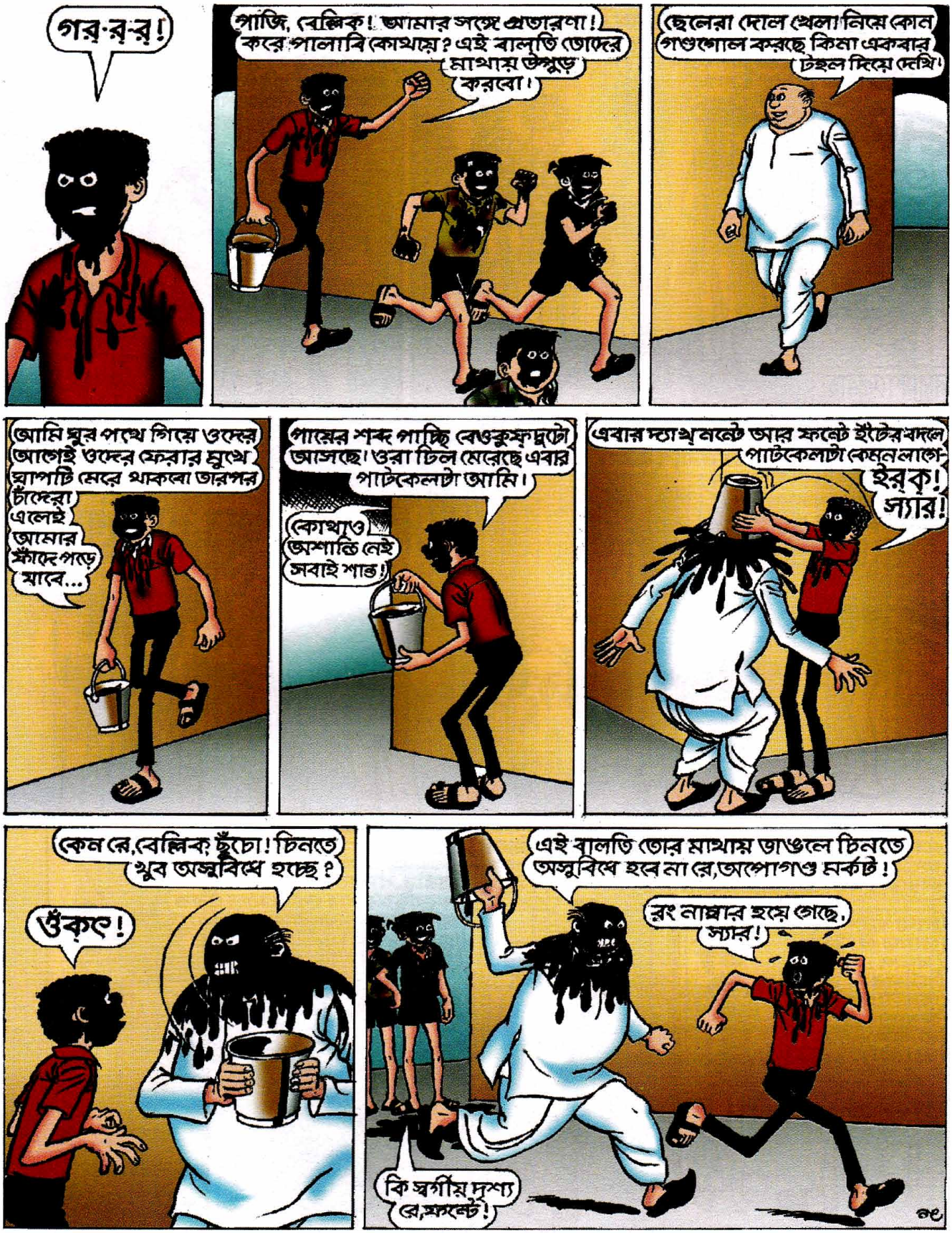
গর-র-র!
পাজি, বেল্লিক! আমার সঙ্গে প্রতারণা! করে পালাবি কোথায়? এই বালতি তোদের মাথায় উপুড় করবো!
ছেলেরা দোল খেলা নিয়ে কোন গণ্ডগোল করছে কিনা একবার টহল দিয়ে দেখি।
আমি ঘুর পথে গিয়ে ওদের আগেই ওদের ফেরার মুখে ঘাপটি মেরে থাকবো তারপর চাঁদেরা এলেই আমার ফাঁদে পড়ে যাবে...
পায়ের শব্দ পাচ্ছি বেওকুফ দুটো আসছে। ওরা টিল মেরেছে এবার পাটকেলটা আমি।
কোথাও অশান্তি নেই সবাই শান্ত!
এবার দ্যাখ নল্টে আর ফল্টে ইঁটের বদলে পাটকেলটা কেমন লাগে
ইরক! স্যার!
কেন রে,বেল্লিক ছুঁচো! চিনতে খুব অসুবিধে হচ্ছে?
ওঁক্‌ৎ!
এই বালতি তোর মাথায় ভাঙলে চিনতে অসুবিধে হবে না রে,অপোগণ্ড মর্কট!
রং নাম্বার হয়ে গেছে, স্যার!
কি স্বর্গীয় দৃশ্য রে,ফল্টে!

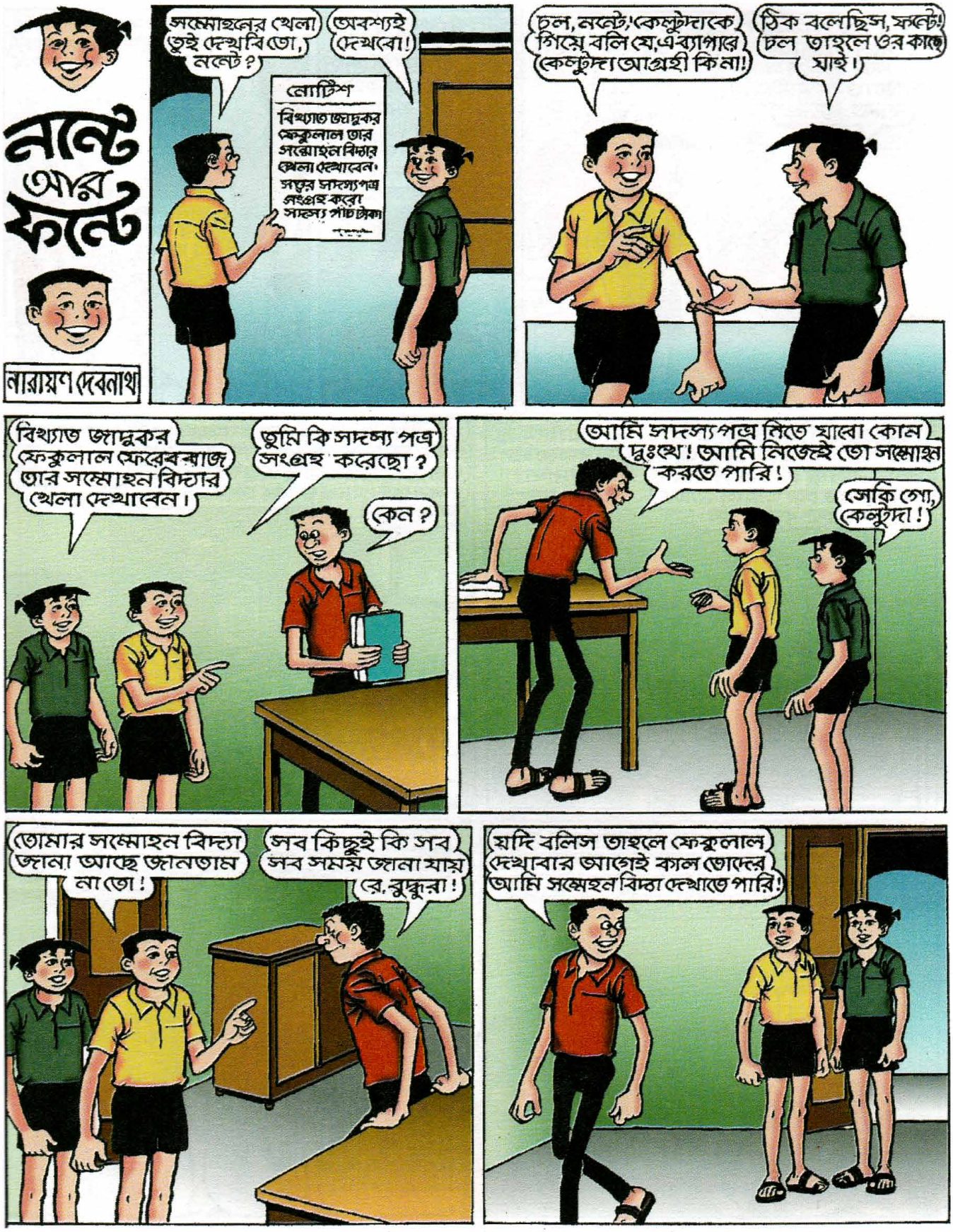
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সম্মোহনের খেলা তুই দেখেছিস তো, নন্টে?
অবশ্যই দেখবো!
নোটিশ
বিখ্যাত জাদুকর ফেকুলাল তার সম্মোহন বিদ্যার খেলা দেখাবেন। সভ্যের সদস্যপত্র সংগ্রহ করো। সদস্য পাঁচ টাকা।
চল, নন্টে, কেলুদাকে গিয়ে বলি যে, এ ব্যাপারে কেলুদা আগ্রহী কি না!
ঠিক বলেছিস, ফন্টে! চল তাহলে ওর কাছে যাই।
বিখ্যাত জাদুকর ফেকুলাল ফেরেববাজ তার সম্মোহন বিদ্যার খেলা দেখাবেন।
তুমি কি সদস্য পত্র সংগ্রহ করেছো?
কেন?
আমি সদস্যপত্র বিতে যাবো কোন দুঃখে! আমি নিজেই তো সম্মোহন করতে পারি!
সেকি গো, কেলুদা!
তোমার সম্মোহন বিদ্যা জানা আছে জানতাম না তো!
সব কিছুই কি সব সব সময় জানা যায় রে, বুদ্ধুরা!
যদি বলিস তাহলে ফেকুলাল দেখাবার আগেই কাল তোদের আমি সম্মোহন বিদ্যা দেখাতে পারি!

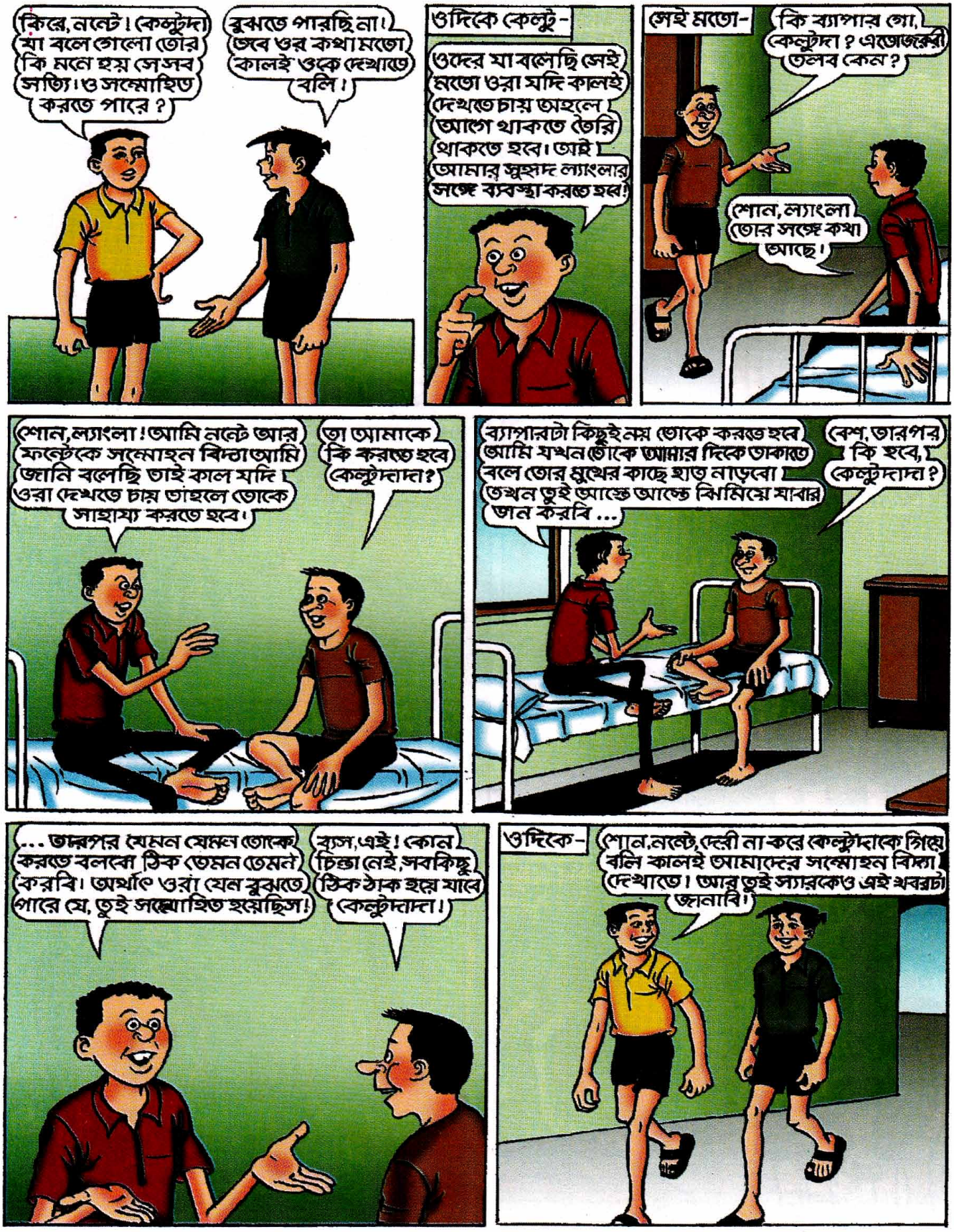
কিরে, নন্টে! কেলুদা যা বলে গেলো তোর কি মনে হয় সেসব সত্যি। ও সম্মোহিত করতে পারে?
বুঝতে পারছি না। তবে ওর কথা মতো কালই ওকে দেখাতে বলি!
ওদিকে কেলু -
ওদের যা বলেছি সেই মতো ওরা যদি কালই দেখতে চায় তাহলে আগে থাকতে তৈরি থাকতে হবে। তাই আমার সুহৃদ ল্যাংলার সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে!
সেই মতো -
কি ব্যাপার গো, কেলুদা? এজেন্সির তলব কেন?
শোন, ল্যাংলা তোর সঙ্গে কথা আছে।
শোন, ল্যাংলা! আমি নন্টে আর ফন্টেকে সম্মোহন বিদ্যা আমি জানি বলেছি তাই কাল যদি ওরা দেখতে চায় তাহলে তোকে সাহায্য করতে হবে।
তা আমাকে কি করতে হবে কেলুদাদা?
ব্যাপারটা কিছুই নয় তোকে করতে হবে আমি যখন তোকে আমার দিকে তাকাতে বলে তোর মুখের কাছে হাত নাড়বো। তখন তুই আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে যাবার ভান করবি ...
বেশ, তারপর কি হবে, কেলুদাদা?
... তারপর যেমন যেমন তোকে করতে বলবো ঠিক তেমন তেমন করবি। অর্থাৎ ওরা যেন বুঝতে পারে যে, তুই সম্মোহিত হয়েছিস!
ব্যস, এই! কোন চিন্তা নেই, সবকিছু ঠিক ঠাক হয়ে যাবে কেলুদাদা!
ওদিকে -
শোন, নন্টে, দেরী না করে কেলুদাকে গিয়ে বলি কালই আমাদের সম্মোহন বিদ্যা দেখাতে। আর তুই স্যারকেও এই খবরটা জানাবি!

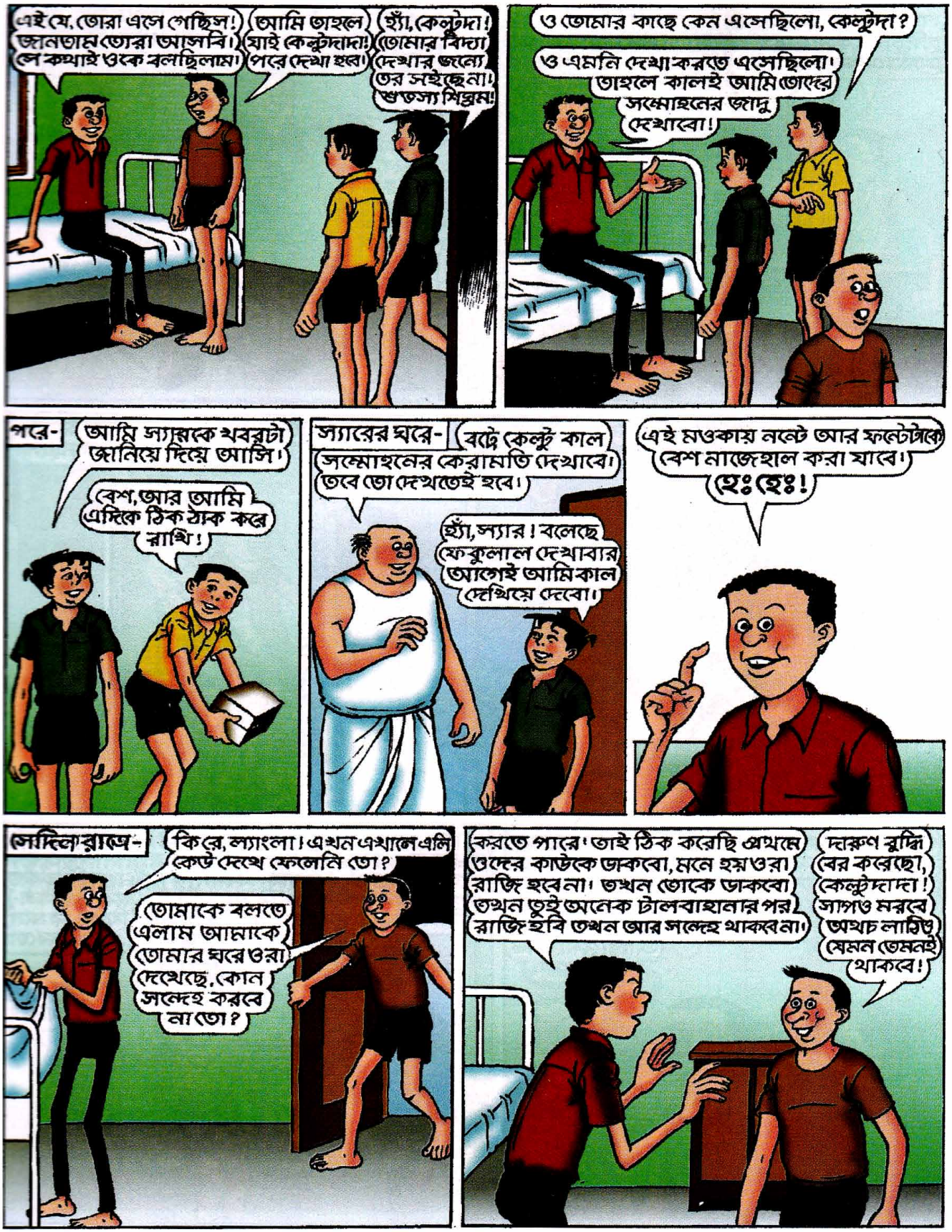
এই যে, তোরা এসে গেছিস! জানতাম তোরা আসবি। সে কথাই ওকে বলছিলাম।
আমি তাহলে যাই কেলুদাদা! পরে দেখা হবে।
হ্যাঁ, কেলুদা! তোমার বিদ্যা দেখার জন্যে তর সইছেনা। শুভস্য শিঘ্রম!
ও তোমার কাছে কেন এসেছিলো, কেলুদা?
ও এমনি দেখা করতে এসেছিলো। তাহলে কালই আমি তোদের সম্মোহনের জাদু দেখাবো!
পরে-
আমি স্যারকে খবরটা জানিয়ে দিয়ে আসি।
বেশ, আর আমি এদিকে ঠিক ঠাক করে রাখি!
স্যারের ঘরে-
বটে কেলু কাল সম্মোহনের কেরামতি দেখাবে। তবে তো দেখতেই হবে।
হ্যাঁ, স্যার! বলেছে ফকুলাল দেখাবার আগেই আমি কাল দেখিয়ে দেবো।
এই মওকায় নন্টে আর ফন্টেটাকে বেশ নাজেহাল করা যাবে। হেঃ হেঃ!
সেদিন রাত্রে-
কিরে, ল্যাংলা! এখন এখানে এলি কেউ দেখে ফেলেনি তো?
তোমাকে বলতে এলাম আমাকে তোমার ঘরে ওরা দেখেছে, কোন সন্দেহ করবে না তো?
করতে পারে। তাই ঠিক করেছি প্রথমে ওদের কাউকে ডাকবো, মনে হয় ওরা রাজি হবে না। তখন তোকে ডাকবো তখন তুই অনেক টালবাহানার পর রাজি হবি তখন আর সন্দেহ থাকবে না।
দারুণ বুদ্ধি বের করেছো, কেলুদাদা! সাপও মরবে অথচ লাঠিও যেমন তেমনই থাকবে!

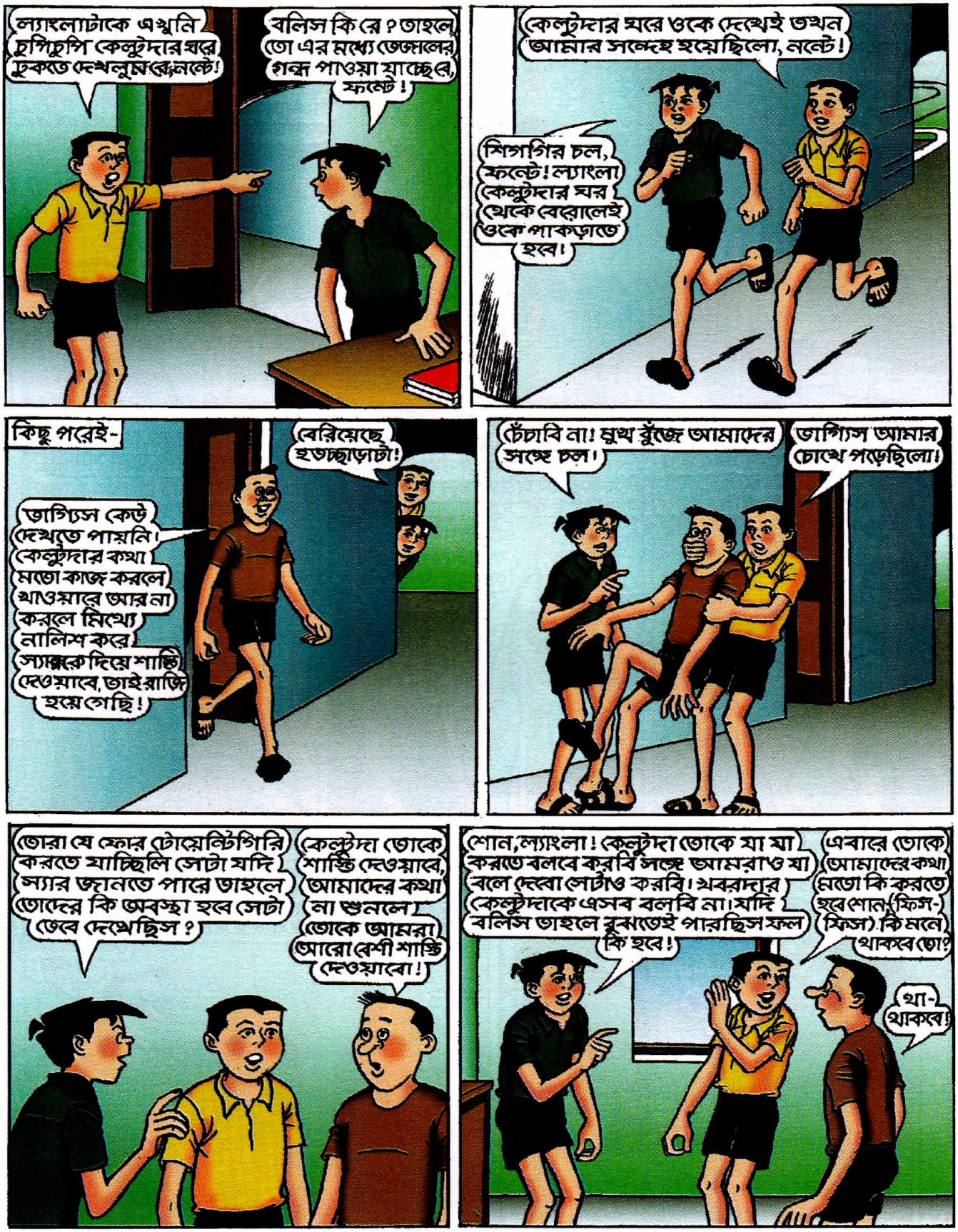
ল্যাংলাটাকে এখুনি চুপিচুপি কেলুদার ঘরে ঢুকতে দেখলুম রে, নন্টে!
বলিস কি রে? তাহলে তো এর মধ্যে ভেজালের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে রে, ফন্টে!
কেলুদার ঘরে ওকে দেখেই তখন আমার সন্দেহ হয়েছিলো, নন্টে!
শিগগির চল, ফন্টে! ল্যাংলা কেলুদার ঘর থেকে বেরোলেই ওকে পাকড়াতে হবে।
কিছু পরেই-
বেরিয়েছে হতচ্ছাড়াটা!
ভাগ্যিস কেউ দেখতে পায়নি। কেলুদার কথা মতো কাজ করলে খাওয়ার আর না করলে মিথ্যে নালিশ করে স্যারকে দিয়ে শাস্তি দেওয়াবে, তাই রাজি হয়ে গেছি!
চেঁচাবি না! মুখ বুঁজে আমাদের সঙ্গে চল।
ভাগ্যিস আমার চোখে পড়েছিলো।
তোরা যে ফোর টোয়েন্টিগিরি করতে যাচ্ছিলি সেটা যদি স্যার জানতে পারে তাহলে তোদের কি অবস্থা হবে সেটা ভেবে দেখেছিস?
কেলুদা তোকে শাস্তি দেওয়াবে, আমাদের কথা না শুনলে তোকে আমরা আরো বেশী শাস্তি দেওয়াবো!
শোন, ল্যাংলা! কেলুদা তোকে যা যা করতে বলবে করবি সঙ্গে আমরাও যা বলে দেবো সেটাও করবি। খবরদার কেলুদাকে এসব বলবি না। যদি বলিস তাহলে বুঝতেই পারছিস ফল কি হবে!
এবারে তোকে আমাদের কথা মতো কি করতে হবে শোন, (ফিস-ফিস) কি মনে থাকবে তো?
থা-থাকবে!


পরদিন-
তোর সব কর্ম কাণ্ড দেখতে এলুমরে,কেলু!
আপনিও এসে গেছেন স্যার! খুব ভালো হয়েছে বলুন,স্যার!
এবারে সম্মোহন শুরু করবো। স্যার আপনি যখন আছেন তখন আপনিই বলুন এদের মধ্যে আমি কাকে সম্মোহিত করবো?
যাকেই হোক করনা। এইতো নন্টে আর ফন্টে, পোতনা,ল্যাটকা, ল্যাংলারা রয়েছে এদেরই কাউকে কর না।
কি রে, নন্টে আর ফন্টে! তোদের মধ্যে কে সম্মোহিত হবি।
আমি না।
আমিও না।
তুই ল্যাটকা,তুই সম্মোহিত হবি? আর তুই পোতনা?
আমরা কেউ না,আমরা দেখতে এসেছি।
কেউ তো সম্মোহিত হতে রাজি নয়,স্যার! কি করি বলুন তো?
কেন, ল্যাংলা তো আছে,ওকে বলে দেখনা।
সত্যি তোকে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলুম রে,ল্যাংলা। তুই রাজি হয়ে যা।
ওরে বাবা! না-না, কেলুদাদা! শেষে যদি আবার ঠিক না হই!
অ্যাকটিংটা বেশ ভালোই করছিস ল্যাংলা। তবে বেশী রগড়াসনা। এবার বললে রাজি হয়ে যাবি।
আচ্ছা।
তুই-ই রাজি হয়ে যা,ল্যাংলা!
স্যার যখন বলছেন তখন আর টালবাহানা করিসনা।
বেশ।

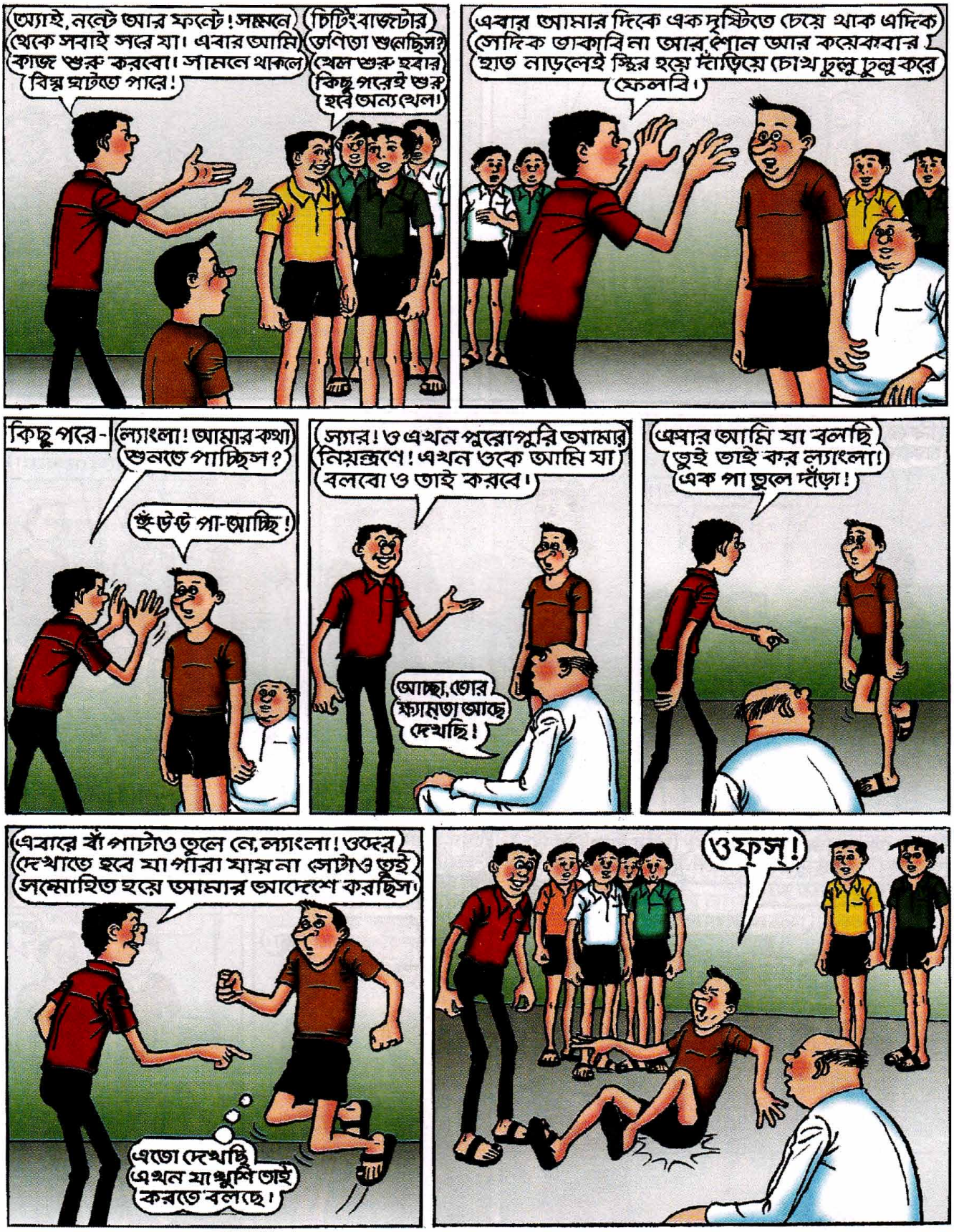
অ্যাই, নন্টে আর ফন্টে! সামনে থেকে সবাই সরে যা। এবার আমি কাজ শুরু করবো। সামনে থাকলে বিঘ্ন ঘটতে পারে!
চিটিংবাজটার তণিতা শুনেছিস? খেল শুরু হবার কিছু পরেই শুরু হবে অন্য খেল।
এবার আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাক এদিক সেদিক তাকাবি না আর শোন আর কয়েকবার হাত নাড়লেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ঢুলু ঢুলু করে ফেলবি।
কিছু পরে -
ল্যাংলা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?
হুঁ উঁউ পা-আচ্ছি!
স্যার! ও এখন পুরোপুরি আমার নিয়ন্ত্রণে! এখন ওকে আমি যা বলবো ও তাই করবে।
আচ্ছা, তোর ক্ষমতা আছে দেখছি!
এবার আমি যা বলছি তুই তাই কর ল্যাংলা! এক পা ভুলে দাঁড়া!
এবারে বাঁ পাটাও তুলে নে, ল্যাংলা! ওদের দেখাতে হবে যা পারা যায় না সেটাও তুই সম্মোহিত হয়ে আমার আদেশে করছিস।
এতো দেখছি এখন যা খুশি তাই করতে বলছে।
ওফস্!

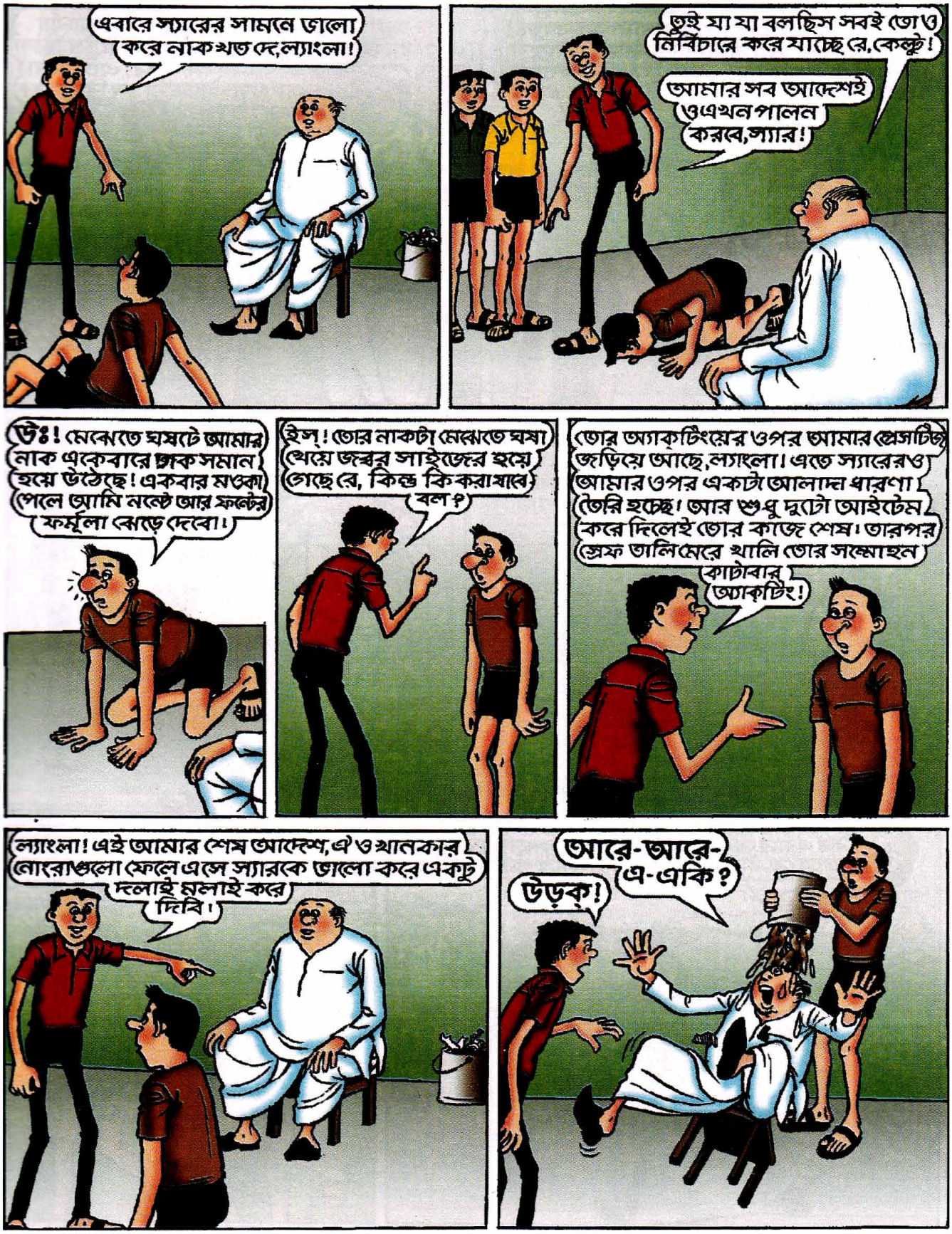
এবারে স্যারের সামনে ভালো করে নাক খত দে,ল্যাংলা!
তুই যা যা বলছিস সবই তো ও নির্বিচারে করে যাচ্ছে রে,কেল্টু!
আমার সব আদেশই ওএখন পালন করবে,স্যার!
উঃ! মেঝেতে ঘষটে আমার নাক একেবারে ঢাক সমান হয়ে উঠেছে! একবার যওকা পেলে আমি নন্টে আর ফন্টের ফর্মূলা ঝেড়ে দেবো!
ইস্! তোর নাকটা মেঝেতে ঘষা খেয়ে জব্বর সাইজের হয়ে গেছে রে, কিন্তু কি করা যাবে বল?
তোর অ্যাক্টিংয়ের ওপর আমার প্রেসটিজ জড়িয়ে আছে,ল্যাংলা! এতে স্যারেরও আমার ওপর একটা আলাদা ধারণা তৈরি হচ্ছে! আর শুধু দুটো আইটেম করে দিলেই তোর কাজে শেষ। তারপর স্রেফ তালি মেরে খালি তোর সম্মোহন কাটাবার অ্যাক্টিং!
ল্যাংলা! এই আমার শেষ আদেশ,ঐ ওখানকার নোংরাগুলো ফেলে এসে স্যারকে ভালো করে একটু দলাই মলাই করে দিবি!
আরে-আরে-এ-একি?
উড়ক!

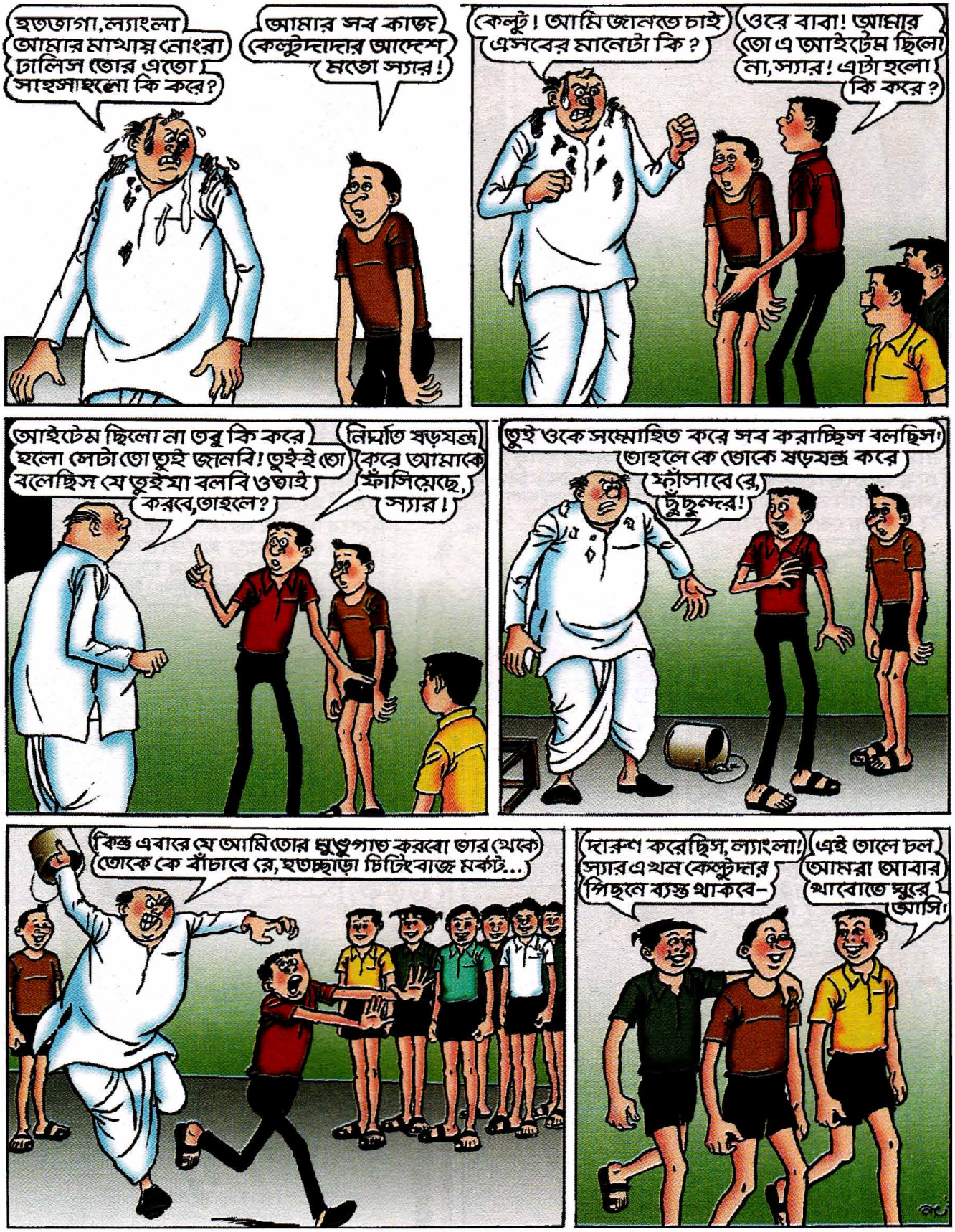
হতভাগা,ল্যাংলা আমার মাথায় নোংরা ঢালিস তোর এতো সাহসাহলো কি করে?
আমার সব কাজ কেলুদাদার আদেশ মতো স্যার!
কেলু! আমি জানতে চাই এসবের মানেটা কি?
ওরে বাবা! আমার তো এ আইটেম ছিলো না,স্যার! এটা হলো কি করে?
আইটেম ছিলো না তবু কি করে হলো সেটা তো তুই জানবি! তুই-ই তো বলেছিস যে তুই যা বলবি ওতাই করবে,তাহলে?
নির্ঘাত ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসিয়েছে, স্যার!
তুই ওকে সম্মোহিত করে সব করাচ্ছিস বলছিস!
তাহলে কে তোকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসাবে রে, চুঁচুন্দর!
কিন্তু এবারে যে আমি তোর ঘুষুপাত করবো তার থেকে তোকে কে বাঁচাবে রে, হতচ্ছাড়া চিটিংবাজ মর্কট...
দারুণ করেছিস, ল্যাংলা! স্যার এখন কেলুদার পিছনে ব্যস্ত থাকবে-
এই তালে চল আমরা আবার খাবোতে ঘুরে আসি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ
















আরে,কেলুদা! ঘরের মধ্যে বাঁশ রেখেছো কেন?
ও বাঁশ নয় রে,মুখ্যু ও হচ্ছে পোলভল্টের পোল। আসছে স্কুল স্পোর্টসে আমি সেগেই বুবকার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করবো বুঝলি?
পোলভল্টে ও সেগেই বুবকার কাছাকাছি যাবে। কিন্তু ওকে তো কোনদিন প্র্যাকটিস্ করতে দেখিনি। কেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ওর ঘরে একবার ঢুকতে হবে রে,ফন্টে!
একটু পরেই-
কেলুদা বেরোচ্ছে রে, ফন্টে! আমি ওর ঘরে ঢুকবো,তুই দরজায় দাঁড়িয়ে ও ফিরছে কিনা নজর রাখবি।
ঠিক আছে,নন্টে! তুই তোর অপারেশান চালিয়ে আয়!
যা সন্দেহ করেছি ঠিক তাই। এবার কি করবো সেটা জানা আছে।
অনুমান ভুল না হলে এতেই কাজ হবে! হেঃ হেঃ!
সেদিন রাত্রে-
আর আলখাল্লার দরকার নেই সবাই জানে ভূতে আম খাচ্ছে অই ভয়ে কেউ এদিক মাড়াবে না। হিঃহিঃ!
কেলুদা বলে মনে হচ্ছে!
ইরক!
আমাকে নামা!
অতো তাড়া কিসের? আগে স্যার আসুক!
আরে আরে! কেলুদা! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলে ইয়ের মতো গাছের? ভালো ঝুলছো?
কেলুদা আজকাল আমগাছে পোলভল্ট প্র্যাকটিস্ করছে,স্যার!
ভূতের ভয় দেখিয়ে আমার গাছের আম খেয়ে পোলভল্ট? গাছ থেকে নামলে তোর নলচে আর খোল পালটে দেবো হতচ্ছাড়া বিটলে,ছুঁচো!

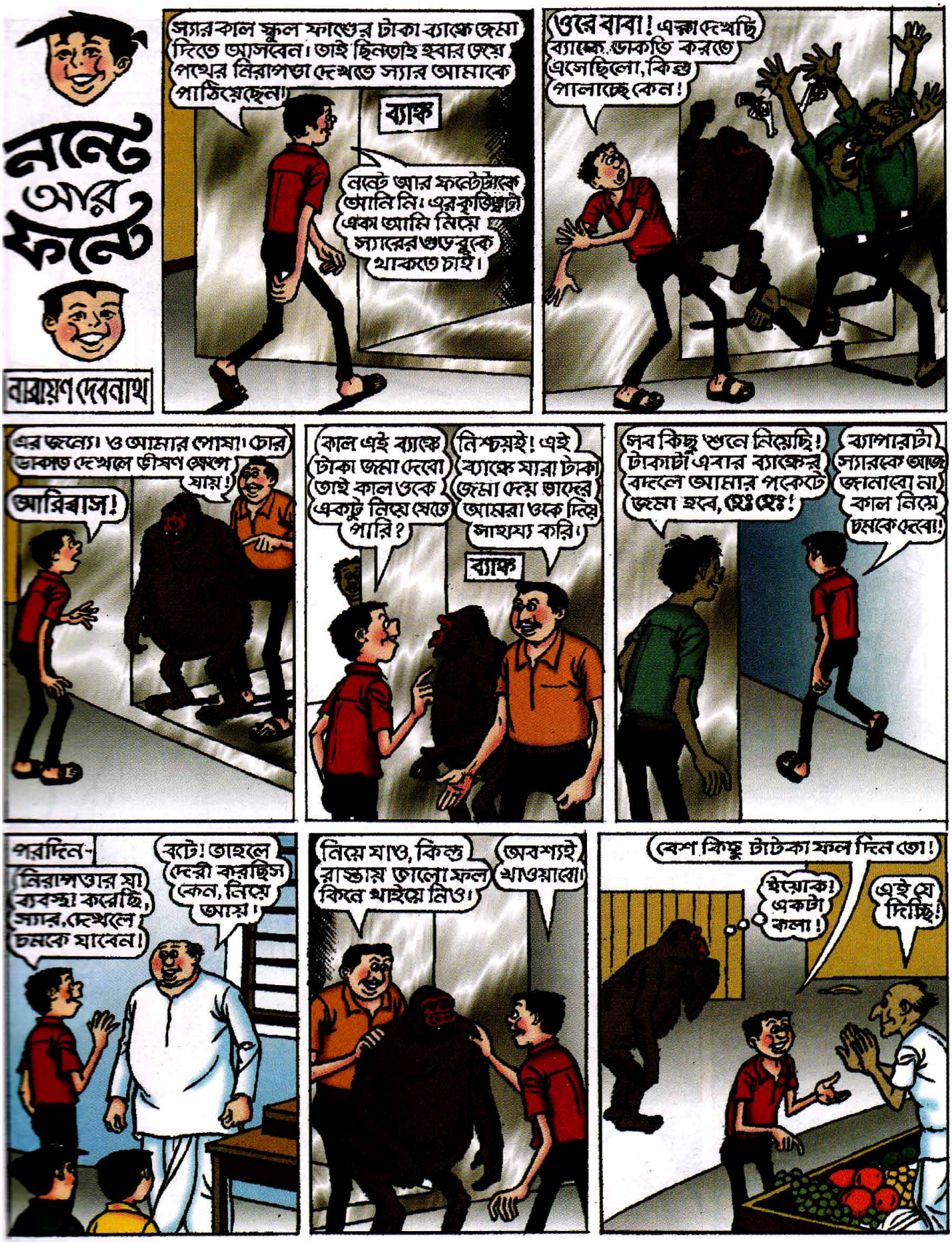
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্যার কাল স্কুল ফাণ্ডের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসবেন। তাই ছিনতাই হবার জন্যে পথের নিরাপত্তা দেখতে স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন।
ব্যাঙ্ক
নন্টে আর ফন্টেটাকে আনি নি। এর কৃতিত্বটা একা আমি নিয়ে স্যারের গুড বুকে থাকতে চাই।
ওরে বাবা! একা দেখছি ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে এসেছিলো, কিন্তু পালাচ্ছে কেন!
এর জন্যে। ও আমার পোষা। চোর ডাকাত দেখলে ভীষণ খেপে যায়!
আরিব্বাস!
কাল এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবো তাই কাল ওকে একটু নিয়ে ঘেতে পারি?
নিশ্চয়ই! এই ব্যাঙ্কে যারা টাকা জমা দেয় তাদের আমরা ওকে দিয়ে সাহায্য করি।
ব্যাঙ্ক
সব কিছু শুনে নিয়েছি! টাকাটা এবার ব্যাঙ্কের বদলে আমার পকেটে জমা হবে, হেঃ হেঃ!
ব্যাপারটা স্যারকে আজ জানাবো না। কাল নিয়ে চমকে দেবো!
পরদিন-
নিরাপত্তার যা ব্যবস্থা করেছি, স্যার, দেখলে চমকে যাবেন!
বটে! তাহলে দেরী করছিস কেন, নিয়ে আয়!
নিয়ে যাও, কিন্তু রাস্তায় ভালো ফল কিনে খাইয়ে নিও।
অবশ্যই খাওয়াবো।
বেশ কিছু টাটকা ফল দিন তো!
ইয়োক! একটা কলা!
এই যে দিচ্ছি!


ইয়ুক-ইয়ুক! কতো কলা! মচর-মচ্-মচর-মচ্! ক্লোৎ!
ব্যাটাকে কলা দিয়ে ভাগাবার ব্যবস্থা করেছি। এবার ঐ মহাকপির ছদ্মবেশ ধরে ফেলি।
কেল্টু যখন ফল কিনে ফিরলো-
চলো, বজরংবলী! দ্যাখো তোমার জন্যে কি সুন্দর ফল কিনেছি!
দেখুন, স্যার! নিরাপত্তার জন্যে কাকে এনেছি!
আরিব্বাস! সত্যি চমকাবার মতোই ব্যাপার রে, কেল্টু!
কিন্তু ওটা স্যারের মুগুর ভাঁজার মুগুরটা দিয়েকি করবে রে, নন্টে?
কিচ্ছু করবেনা রে, নন্টে আর ফন্টে-এ-এ ইরক!
অ্যাল্‌ক্!
মহাকপি সেজে আমার স্কুল ফাণ্ডের টাকা ছিনতাই! আওতায় এলে মুণ্ডু ছাতু করে দেবো, ব্যাটা চোর!
জলদি, স্যার! ব্যাটা ঐ মোড় ঘুরে পালাচ্ছে!
হেঃ হেঃ! গর্দভটা কিছু কুড়োবার জন্যে থেমেছে, এই আমার সুযোগ!
মুগুরটা কশে হাঁকান, স্যার!
গদাম!
ড্রুল্‌ক্!
মচাৎ!
পেয়েছি ব্যাটাকে!
ঘ্যায়াও-ও-ও!
ওরে বাবা! এটা আসল স্যার!
আমরা ওর মালিককে খুঁজতে যাচ্ছি। না ফেরা পর্যন্ত দুজনে আত্মরক্ষা করে যান, স্যার!
একবার উদ্ধার পাই তারপর আমার আর একটা মুগুর তোর মাথায় ভাঙবো!

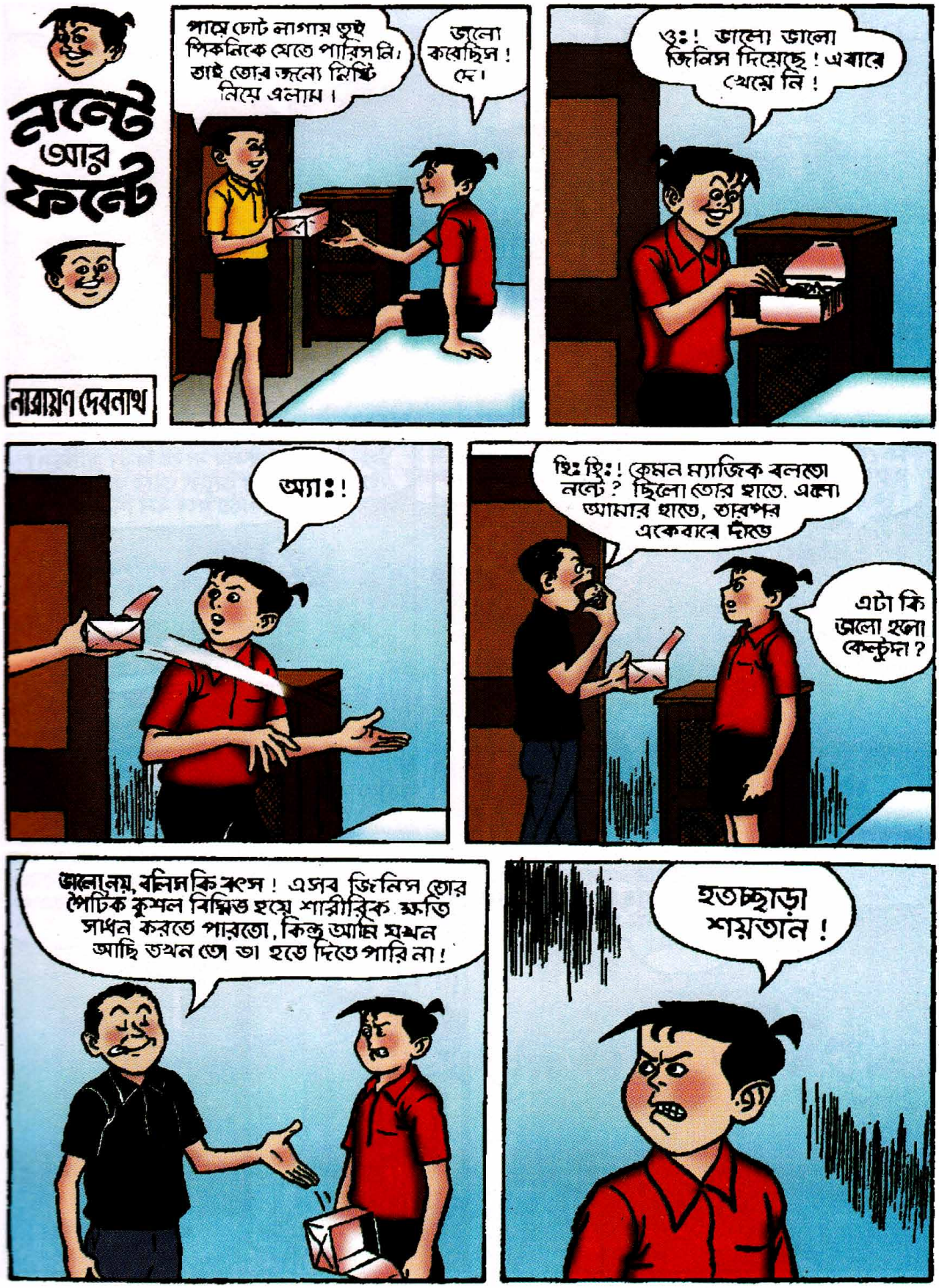
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পায়ে চোট লাগায় তুই পিকনিকে যেতে পারিস নি। তাই তোর জন্যে মিষ্টি নিয়ে এলাম।
ভালো করেছিস! হে।
ওঃ! ভালো ভালো জিনিস দিয়েছে! এবারে খেয়ে নি!
অ্যাঃ!
হিঃ হিঃ! কেমন ম্যাজিক বলতো নন্টে? ছিলো তোর হাতে, এলো আমার হাতে, তারপর একেবারে দাঁতে
এটা কি ভালো হলো বেল্টুদা?
ভালো নয়, বলিস কি রুৎস! এসব জিনিস তোর পৈটিক কুশল বিঘ্নিত হয়ে শারীরিক ক্ষতি সাধন করতে পারতো, কিন্তু আমি যখন আছি তখন তো তা হতে দিতে পারি না!
হতচ্ছাড়া শয়তান!


পরদিন
কোথায় যাচ্ছিস রে নন্টে ?
স্যারের বন্ধুরা আসবেন, তাই স্যার রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন কবিরাজী কিনে আনতে বললেন। চল্ না !
আঃ! কি সুয়ান রে মাইরি! নাকে গেলেই জিভে জল এসে যায়!
যা বলেছিস! একদিন টেস্ট করতে হবে!
কি টেস্ট করবি রে ফন্টে ? আরে আরে, তোওায় করে ও আবার কি নিয়ে যাচ্ছিস রে নন্টে ?
এদিকে নজর দিও না কেন্টুদা!
ইস ! আবার এই সব যা তা কিনে খাচ্ছিস ? তোদের ভালোর জন্যে আর কতো অখাদ্য খেতে হবে বল দিকিনি?
পনেরো মিনিট পরে
কে তোমাকে এসব অখাদ্য খেতে বলেছে? ওরে বাবা! এখন আমি স্যারকে কি বলবো!
একঘন্টা পরে
এই যে স্যার! জলযোগ সেরে মানিকজোড় এবার ডেরায় ফিরছেন!


কেল্টু, কান পাকড়ে দুটোকে আমার কাছে নিয়ে আয়!
কি রে কর্ণাকর্ষণ করবো না কি ?
কানে হাত দিওনা বলছি কেলুদা!
তোদের সাহসের বৃদ্ধি ঘটেছে বুঝতে পারছি। না হলে আমার আনতে দেওয়া জিনিস পেটস্থ করিস কি করে!
না না স্যার— আমরা—
চোপ! কেল্টু নিজের চোখে তোদের কীর্তি দেখেছে! নেহাৎ কেমনের বাচ্চের ব্যাথাটা চাগাড় দেওয়াতে তোদের পিঠে ডুগডুগি বাজাতে পারলুম না—কিন্তু আজ তোদের খাওয়া বন্ধ!
অ্যাঁ!
কেল্টু! ঠাকুরকে বলে দে ওদের যেন আজ খেতে না দেয়। আর তুই নজর রাখবি ওরা চুরি করে না খায়!
সে আর বলতে হবে না স্যার! আমি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবো।
ইস, স্যার তোদের খাওয়া বন্ধ করে দিলেন অথচ আজ খাওয়ার কি দারুন মেনু!
শয়তান!

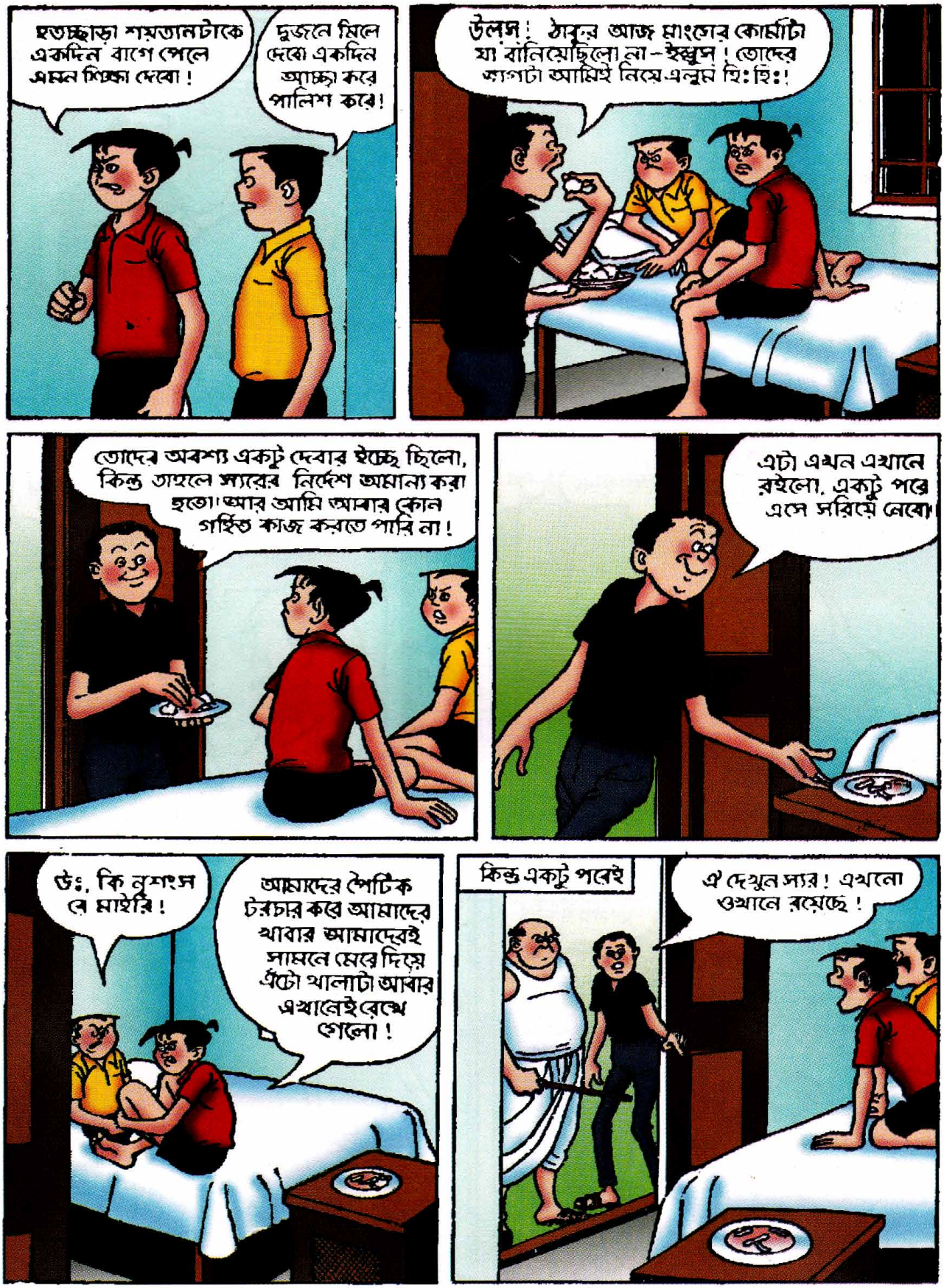
হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে একদিন বাগে পেলে এমন শিক্ষা দেবো!
দুজনে মিলে দেবো একদিন আচ্ছা করে পালিশ করে!
উলস! ঠাকুর আজ মাংসের কোর্মাটা যা বানিয়েছিলো না – ইস্স্স! তোদের ভাগটা আমিই নিয়ে এলুম হি: হি:!
তোদের অবশ্য একটু দেবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তাহলে স্যারের নির্দেশ অমান্য করা হতো। আর আমি আবার কোন গর্হিত কাজ করতে পারি না!
এটা এখন এখানে রইলো, একটু পরে এসে সরিয়ে নেবো।
উঃ, কি নৃশংস রে মাইরি!
আমাদের পৈটিক টরচার করে আমাদেরই খাবার আমাদেরই সামনে মেরে দিয়ে এঁটো থালাটা আবার এখানেই রেখে গেলো!
কিন্তু একটু পরেই
ঐ দেখুন স্যার! এখনো ওখানে রয়েছে!


দেখলি নন্টে! স্যার আমাদের কোন কথা কানেই তুললো না
শয়তান কেল্টোটার কথা বিশ্বাস করে আমাদের একেবারে গো-বেড়েন করে ছেড়ে দিলে মাইরি!
পেটে খেলেই পিঠে সয়। কিন্তু আমাদের খালি পেটেই পিঠে সইতে হলো!
ইচ্ছে হচ্ছে হতচ্ছাড়াটাকেই এখন চিবিয়ে খাই!
কয়েকদিন পরে
নন্টে, চটপট! কেল্টো আসছে!
আরে স্কাউন্ড্রেলটা ওরকম উঁকি ঝুঁকি মারছে কেন? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।
কিরে, তোরা লুকিয়ে চুপি চুপি কি করছিস?
কিছু না কেল্টুদা! ও এমনি দাঁড়িয়েছিলুম!
এমনি দাঁড়িয়েছিলুম। কি দেখছিনি শীগগির দেখা!
কি দেখাবি না? ঠিক আছে, স্যারের সঙ্গে একবার দেখা করে—
না না, নিশ্চয়ই দেখাবো। তবে কাউকে বলবে না বলো?

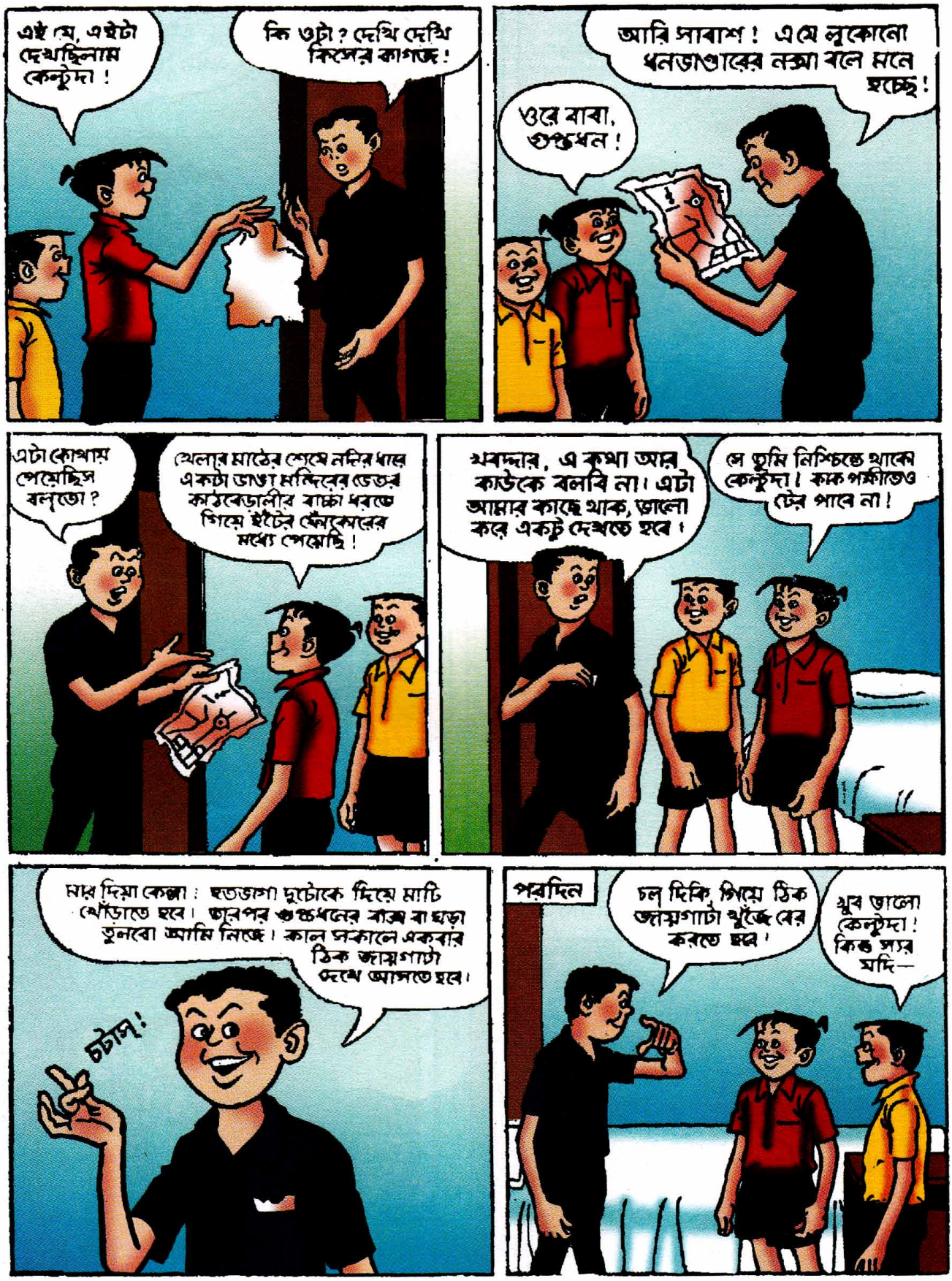
এই যে, এইটা দেখছিলাম কেল্টুদা !
কি ওটা ? দেখি দেখি কিসের কাগজ !
আরি সাবাশ ! এযে লুকোনো ধনভাণ্ডারের নক্সা বলে মনে হচ্ছে !
ওরে বাবা, গুপ্তধন !
এটা কোথায় পেয়েছিস বলতো ?
খেলার মাঠের শেষে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরের ভেতর কাঠবেড়ালীর বাচ্চা ধরতে গিয়ে ইঁটের ফোকরের মধ্যে পেয়েছি !
খবদ্দার, এ কথা আর কাউকে বলবি না। এটা আমার কাছে থাক, ভালো করে একটু দেখতে হবে।
সে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো কেল্টুদা। কাক পক্ষীতেও টের পাবে না !
মার দিয়া কেল্লা ! হতভাগা দুটোকে দিয়ে মাটি খোঁড়াতে হবে। তারপর গুপ্তধনের বাক্স বা ঘড়া তুলবো আমি নিজে। কাল সকালে একবার ঠিক জায়গাটা দেখে আসতে হবে।
চটাস্ !
পরদিন
চল দিকি, গিয়ে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।
খুব ভালো কেল্টুদা ! কিন্তু স্যর যদি—


আরে স্যারের ভাবনা তোদের ভাবতে হবে না, সে রকম কিছু হলে আমি ম্যানেজ করে নেবো।
না কেলুদা! তুমিই যাও। আমরা আর ঠ্যাঙানি খেতে রাজী নই।
সত্যি কেলুদা! আগের অ্যাকশানের ব্যাথা এখনো গা থেকে যায় নি।
আর তা ছাড়া ওটা যে গুপ্তধনের নক্সা তারই বা ঠিক কি! তোমার ভুল তো হতে পারে?
ঠিকই কেলুদা! তুমি বরঞ্চ ভালো করে কাগজটা আর একবার দেখো।
তা তোরা যখন বলছিস তখন না হয় ভালো করে আর একবার দেখবো।
মনে হচ্ছে হতভাগারা আমার হাতে ধরা পড়ে গিয়ে এখন আলতু ফালতু বলে নিরস্ত করতে চাইছে।
এ নির্ঘাত কোন গুপ্তধনেরই নক্সা! এই ধনরত্ন আমি উদ্ধার করবোই। ছোঁড়াদুটোর ওপরও একটু নজর রাখতে হবে।

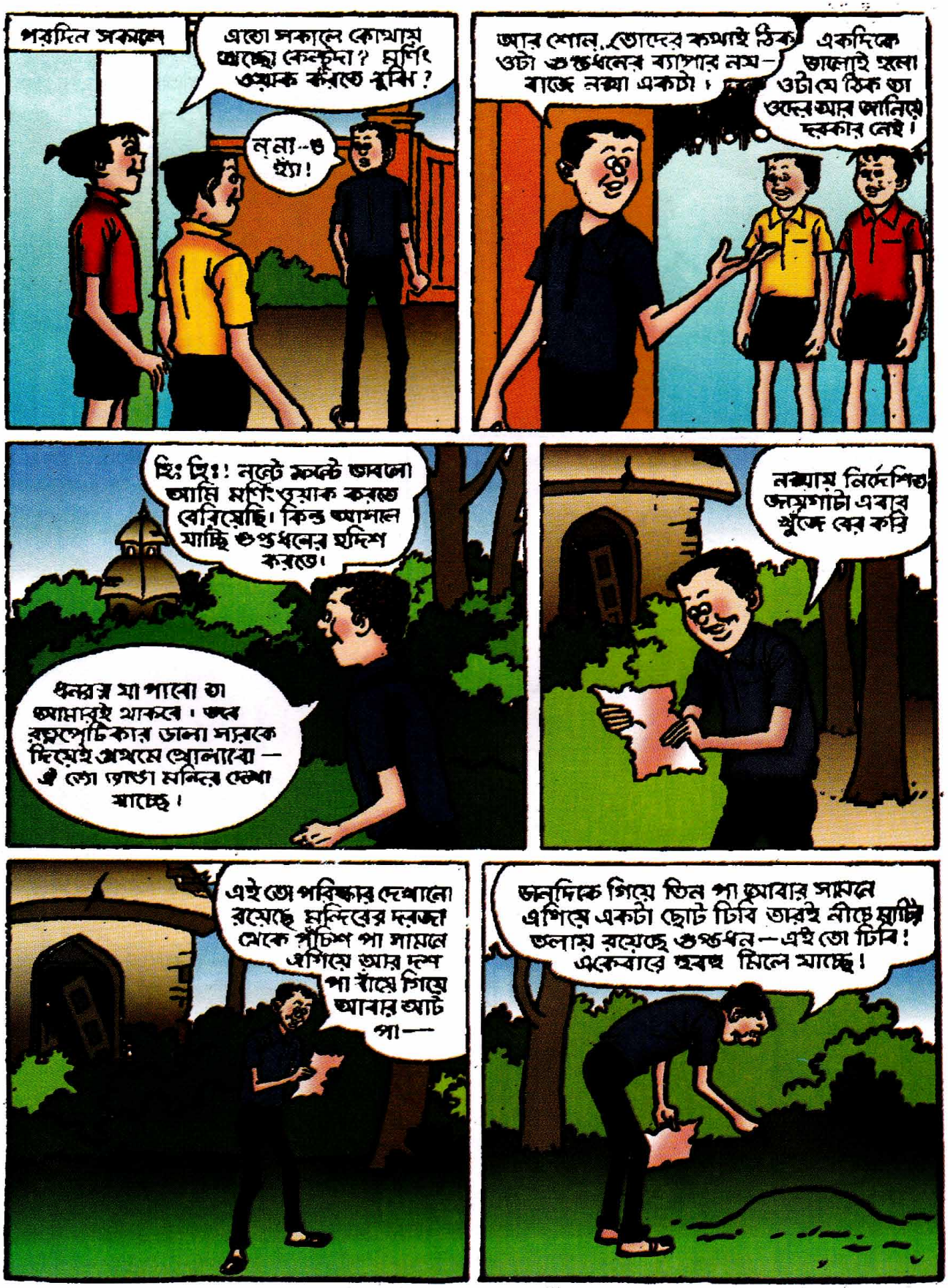
পরদিন সকালে
এতো সকালে কোথায় যাচ্ছো কেষ্টদা? মর্ণিং ওয়াক করতে বুঝি?
নানা—ও হ্যাঁ!
আর শোন, তোদের কথাই ঠিক ওটা গুপ্তধনের ব্যাপার নয়— বাজে নক্সা একটা।
একদিকে ভালোই হলো ওটাযে ঠিক তা ওদের আর জানিয়ে দরকার নেই।
হিঃ হিঃ! নন্টে ফন্টে ভাবলো আমি মর্ণিংওয়াক করতে বেরিয়েছি। কিন্তু আসলে যাচ্ছি গুপ্তধনের উদ্দিশ করতে।
ধনরত্ন যা পাবো তা আমারই থাকবে। তবে রঙ্গপেটিকার ডালা সরাবে দিয়েই প্রথমে খোলাবো— ঐ তো ভাঙা মন্দির দেখা যাচ্ছে।
নক্সায় নির্দেশিত জায়গাটা এবার খুঁজে বের করি
এই তো পরিষ্কার দেখানো রয়েছে মন্দিরের দরজা থেকে পঁচিশ পা সামনে এগিয়ে আর দশ পা বাঁয়ে গিয়ে আবার আট পা—
ডানদিকে গিয়ে তিন পা আবার সামনে এগিয়ে একটা ছোট টিবি তারই নীচে মাটির তলায় রয়েছে গুপ্তধন—এই তো টিবি! একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে!


মার্ দিয়া কেল্লা! গুপ্তধন আমার হাতের মুঠোয়। রাতে কোদাল নিয়ে এসে তুলে নেবো!
মর্ণিংওয়াক করতে কোথায় গিয়েছিলে? কেষ্টুদা? নদীর দিকে?
না মাঠে। সকালে মাঠের নির্মল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ!
সেদিন রাত্রে
কেল্টো সকালে যখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, তখন আজ রাতেও হাওয়া খেতে বেরোবে। একটু নজর রাখবি।
ঠিক আছে।
সকলে শোবার পর
যাক, বেরোতে কেউ দেখেনি। আঃ! এবারে শুধু ধনরত্ন তুলে নেওয়ার ওয়াস্তা!
কেল্টো বেরিয়েছে রে নন্টে!
এবারে কাজ শুরু করি। ওঃ, কি বেরোবে — মোহরের ঘড়া না জহরতের পেটিকা!
এর নির্দেশ মতো টিবি থেকে গুণে গুণে ঠিক দশ পা সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
তাহলে শুরু করি—এক-দুই ....চার.....


--ছয়--আট--
নয়--দশ--
ওরে বাবারে!
পাতাল গহ্বর
নাকি?
না পাতাল গহ্বর
নয়--কিন্তু এখানেই
তো--এই তো পায়ে
বাক্সের মতো কি
ঠেকছে যেন!
এই তো পেয়েছি!
মোহরের ঘড়া নয়
রত্নপেটিকা! ভালো
দেখছি তালা বন্ধ।
এবারে ফিরে গিয়ে
স্যারকে দিয়ে এই
রত্নপেটিকার তালা
খোলাবো। স্যর
দারুন খুশী হবে!
আরে!
কেলুদা যে!
আমি জানতাম তোরা আসবি। নক্সাটাকে
ভুয়ো বলে বুঝিয়ে নিজেরা গুপ্তধন হাতাবার
তালে ছিলি। কিন্তু বন্ধু নন্টে আর ফন্টে,
বড় লেট করে
ফেলেছিস।
কিন্তু তোমার গায়ে
এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ কেন
কেলুদা?
গুলি মার দুর্গন্ধে--দ্যাখ্ কি পেয়েছি!
রত্নপেটিকা! যার নক্সা তোরা পেয়েছিলি।
নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরের পূজারীরা চুরি যাবার
ভয়ে বিগ্রহের এই রত্নরাজি মাটিতে পুঁতে
সেই জায়গার একটা নক্সা এঁকে মন্দিরে
রেখে দিয়েছিলো।
দেখলি নন্টে! আমাদের
বোকা বানিয়ে কেলুদা
কেমন গুপ্তধন বাগিয়ে
নিলো!
হিঃ হিঃ!
তোরা নিজেদের
খুব চালাক ভাবিস
কি না!
কি তখন থেকে
নাক চাপা দিয়ে
আছিস! চল
এবার ফিরি।
বস্তু পচা
গোময়ের দুর্গন্ধ
বেরোচ্ছে কেলুদা!
আমি
কেলুদার
সৌজন্যের
খবর দিতে
আগে যাচ্ছি


জড়াজড়ি পা চালা নন্টে! রত্নপেটিকাটা মাথায় করে নি, কি বলিস?
তাই নাও কেল্টুদা! একলব্য দেবব্রত ছিলো, এখন অবশ্য তোমার।
যাক, তাহোক ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছি – কি বলো কেল্টুদা?
হুঁ, এবার স্যারকে দিয়ে এটা উদ্ঘাটন করাতে হবে। খবর দিতে যাচ্ছি বলে ফল্টেটা গেলো কোথায়!
এই যে আমি কেল্টুদা! কুম্ভকর্ণ গুলোকে তুলতেই দেরী হয়ে গেলো। ওরা বিশ্বাসিই করছিলো না। এবার স্বচক্ষে দেখুক সত্যি কি না।
সত্যিই তোরে মাইরি!
তোরা এখানে থাক। আমি স্যারকে ডেকে আনি। কেউ যেন ঘুম না ভেঙে!
তুমি নির্ভয়ে যাও কেল্টুদা! আমরা তোমার মাল পাহারা দিচ্ছি।
স্যার, আপনাকে একটু কষ্ট করে গাত্রোত্থান করে বাইরে আসতে হবে।
কেরে? এঃ! একেবারে গন্ধমাদন গন্ধর্ব হয়ে এসেছিস দেখছি, এতো সকালে কি ব্যাপার?
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন করতে হবে স্যার!
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন! বিশেষ মাদক দ্রব্যের প্রস্তাব ঘটিত কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে।
না স্যার সেসব কিছু নয়। বাইরে এলেই বুঝতে পারবেন।

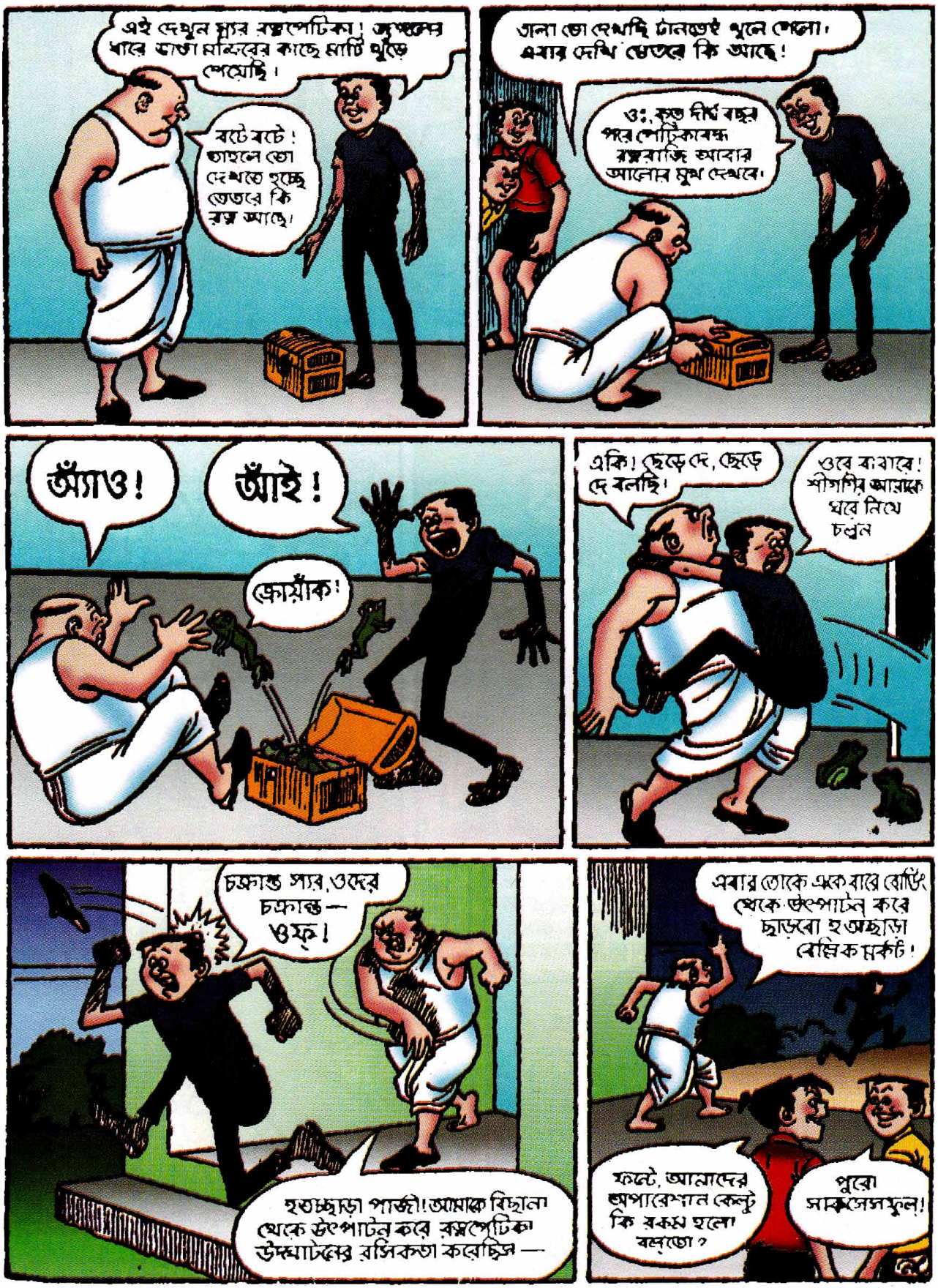
এই দেখুন স্যার বক্সপেটিকা! জঙ্গলের ধারে ভাঙা মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়ে পেয়েছি।
বটে বটে! তাহলে তো দেখতে হচ্ছে ভেতরে কি রত্ন আছে!
তালা তো দেখছি টানতেই খুলে গেলো। এবার দেখি ভেতরে কি আছে!
ওঃ, কত দীর্ঘ বছর পরে পেটিকাবদ্ধ রত্নরাজি আবার আলোর মুখ দেখবে।
অ্যাঁও!
আঁই!
ক্রোয়াঁক!
একি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি।
ওরে বাবারে! শীগগির আমাকে ঘরে নিয়ে চলুন
চক্রান্ত স্যার, ওদের চক্রান্ত— ওফ্!
হতচ্ছাড়া পার্জী! আমাকে বিছানা থেকে উৎপাটন করে রত্নপেটিকা উদ্ঘাটনের রসিকতা করেছিস—
এবার লোকে একবারে বেডিং থেকে উৎপাটন করে ছাড়বো হতচ্ছাড়া বোম্বিক মার্কট!
ফন্টে, আমাদের অপারেশান কেলটু কি রকম হলো বলতো?
পুরো সাকসেসফুল!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

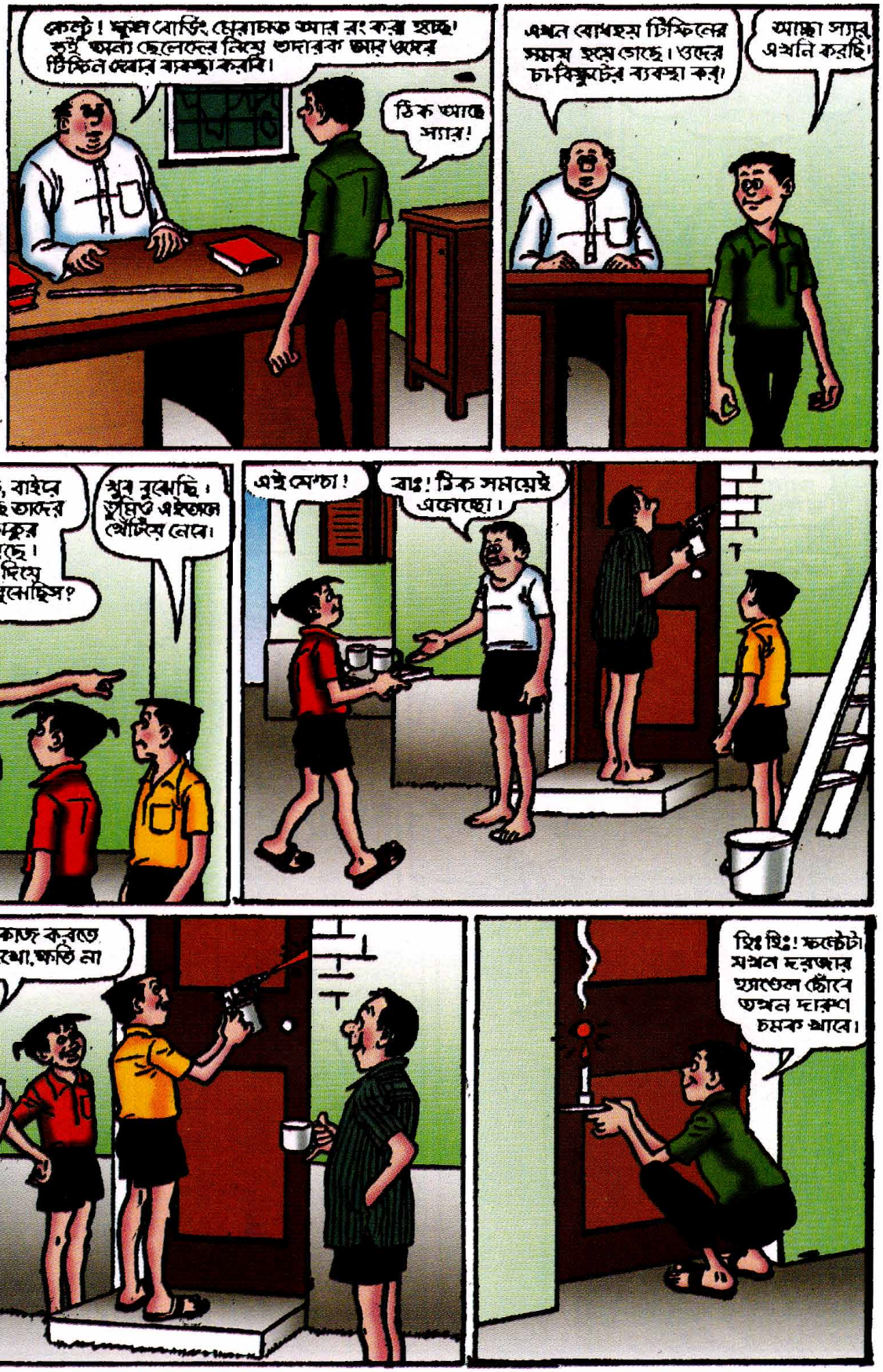

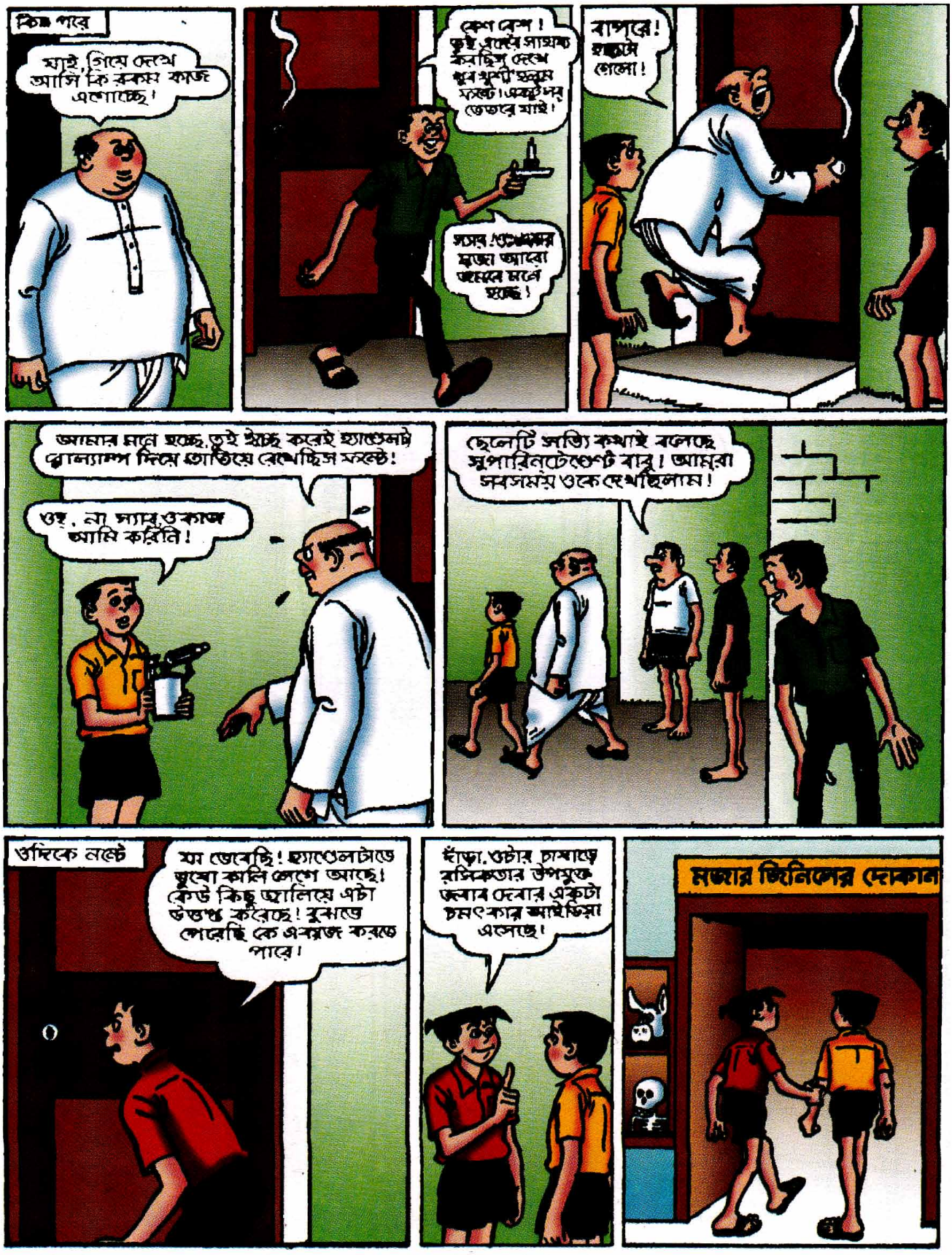
কিছু পরে
যাই, গিয়ে দেখে আসি কি রকম কাজ এগোচ্ছে!
বেশ বেশ! তুই এদের সাহায্য করছিস দেখে খুব খুশী হলুম ফন্টে। একটু পর ভেতরে যাই!
স্যার! ওখানকার মজা আরো জমবে মনে হচ্ছে!
বাপরে! হাতটা গেলো!
আমার মনে হচ্ছে, তুই ইচ্ছে করেই হ্যাণ্ডেলটা বোল্যাম্প দিয়ে তাতিয়ে রেখেছিস ফন্টে!
ওহ্, না স্যার, ও কাজ আমি করিনি!
ছেলেটি সত্যি কথাই বলেছে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাবু! আমরা সবসময় ওকে দেখছিলাম!
ওদিকে নন্টে
যা ভেবেছি! হ্যাণ্ডেলটাতে ভুষো কালি লেগে আছে! কেউ কিছু জ্বালিয়ে এটা উত্তপ্ত করেছে! বুঝতে পেরেছি কে এ কাজ করতে পারে!
দাঁড়া, ওটার চাষাড়ে রসিকতার উপযুক্ত জবাব দেবার একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে!
মজার জিনিসের দোকান

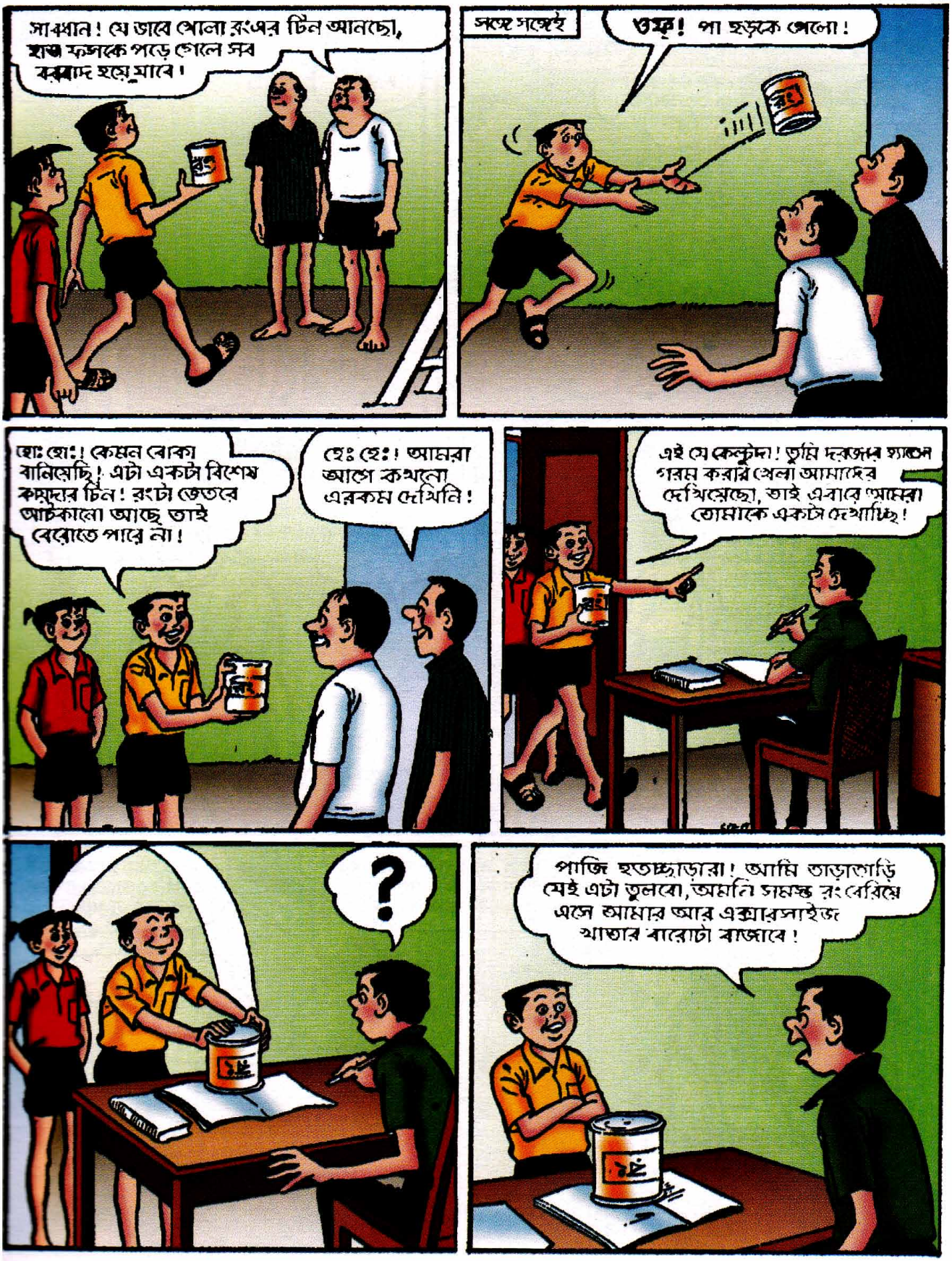
সাবধান! যে ভাবে খোলা রংএর টিন আনছো, হাত ফসকে পড়ে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে!
সঙ্গে সঙ্গেই
ওফ্! পা ছড়কে গেলো!
হোঃ হোঃ! কেমন বোকা বানিয়েছি! এটা একটা বিশেষ কায়দার টিন! রংটা ভেতরে আটকানো আছে, তাই বেরোতে পারে না!
হেঃ হেঃ! আমরা আগে কখনো এরকম দেখিনি!
এই যে কেলুদা! তুমি দরজার হ্যান্ডেল গরম করার খেলা আমাদের দেখিয়েছো, তাই এবারে আমরা তোমাকে একটা দেখাচ্ছি!
?
পাজি হতচ্ছাড়ারা! আমি তাড়াতাড়ি যেই এটা তুলবো, অমনি সমস্ত রং বেরিয়ে এসে আমার আর এক্সারসাইজ খাতার বারোটা বাজাবে!


টিন ভুলে যাতা শুদ্ধু আমি স্যারের কাছে—
হইও।
হিঃ হিঃ! এটা একটা কৌশল করা টিন কেষ্টুদা। একিন্তু তোমাকে চমক দেবার জন্যে!
কিছু পরে
নন্টে আর ফন্টে! কে তোদের এসব করতে বলেছে? আর রংই বা পেলি কোথায়? সারা কাজ করছে আশা করি তাদের কাছ থেকে চুরি করিস নি?
সেই সময়
ওদের আপনাকে বোকা বানাতে দেবেন না, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, স্যার। এটাতে আসলে রং নেই— এটা একটা ভেল্কি দেখাবার ডিবে —
— এই দেখুন!
কি-কিন্তু, স্যার, ওরা যখন আগে এটা আমাকে দেখালো, তখন এরকম হয় নি!
মর্কট! কি হয়েছে আর হয় নি তোকে নাগালে পেলেই দেখাচ্ছি!
হাঃ হাঃ হাঃ! বুদ্ধুটা জানেনা যে, ওটা ওকে দেখালো সেই টিনই নয়!

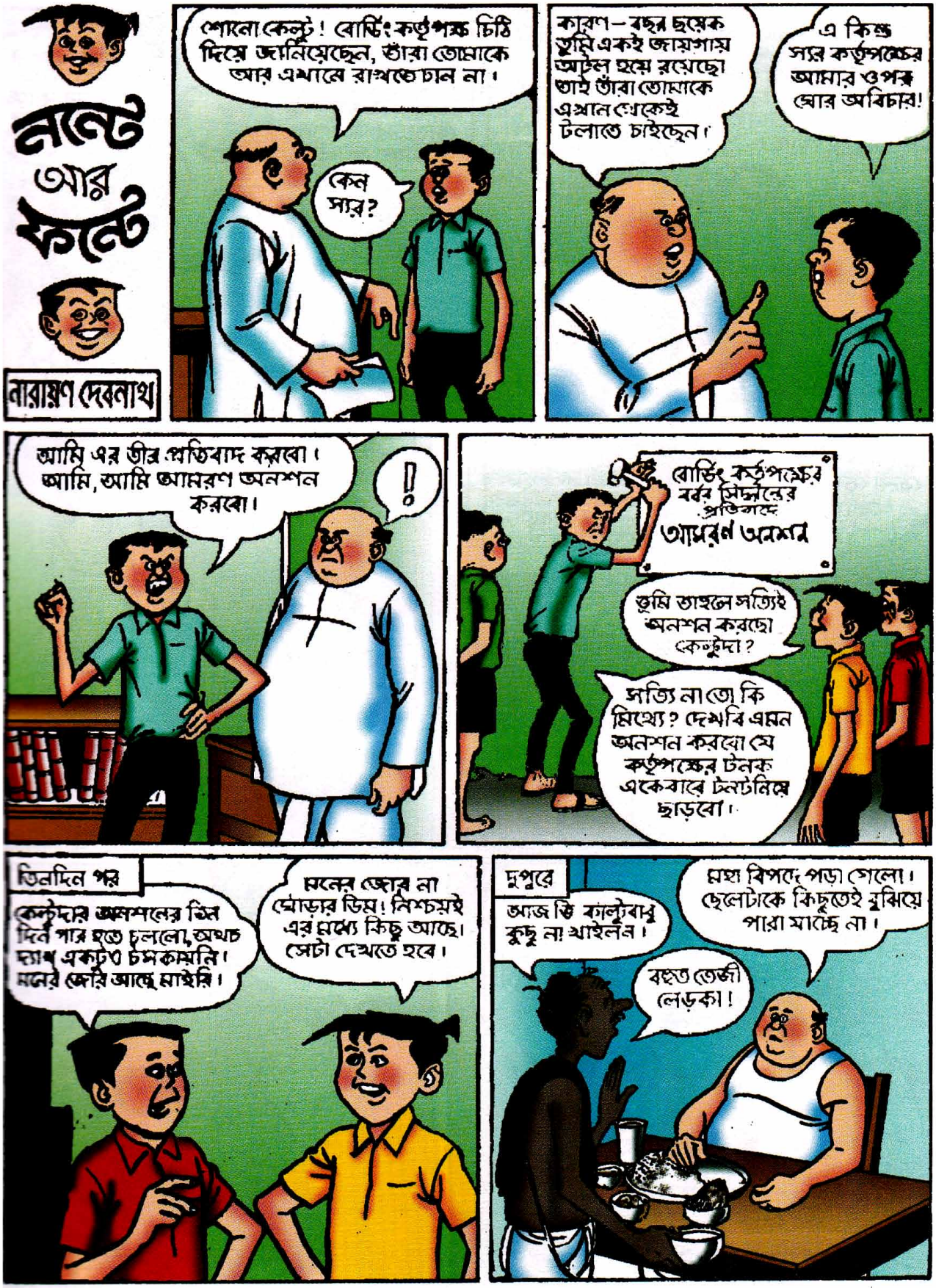
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শোনো কেল্টু! বোর্ডিং কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা তোমাকে আর এখানে রাখতে চান না।
কেন স্যর?
কারণ—বছর ছয়েক তুমি একই জায়গায় আটকে হয়ে রয়েছো। তাই তাঁরা তোমাকে এখান থেকেই টলাতে চাইছেন।
এ কিন্তু স্যর কর্তৃপক্ষের আমার ওপর ঘোর অবিচার!
আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করবো। আমি, আমি আমরণ অনশন করবো।
!
বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের বর্বর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরণ অনশন
তুমি তাহলে সত্যিই অনশন করছো কেল্টুদা?
সত্যি না তো কি মিথ্যে? দেখবি এমন অনশন করবো যে কর্তৃপক্ষের টনক একেবারে টলটলিয়ে ছাড়বো।
তিনদিন পর
কেল্টুদার অনশনের তিন দিন পার হতে চললো, অথচ ব্যাপারটা একটুও চমকালনি। মনের জোরি আছে মাইরি।
মনের জোর না ঘোড়ার ডিম! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে। সেটা দেখতে হবে।
দুপুরে
আজ তি কাল্টুবাবু কুছু না খাইলন।
মহা বিপদে পড়া গেলো। ছেলেটাকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারা যাচ্ছে না।
বহুত তেজী লেড়কা!


সেদিন রাত্রে সকলে শোবার পর
এতোক্ষণে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার শুরু করা যাক। সবাই জানে আমি না খেয়েই আছি। হিঃ হিঃ!
এইবার ধরা যায় উপোস করেও এতো জেল্লা কেন।
আজ প্রথমে সন্দেশ দিয়ে শুরু করি।
খানিক পরে
আজ একলা গিয়ে দেখি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছোঁড়াটার অনশন ভাঙানো যায় কিনা
মরেচে! স্যর সন্দেশ নিয়ে কেলেটার কাছে যাচ্ছে। জোরে জমবে মাইরি।
ঠিক তালে আমরা হাজির হবো।
অবাক কাণ্ড! রাতের বেলা ছোকরা গেলো কোথায়?
বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের বর্বর শিক্ষাদের প্রতিবাদে আমরণ অনশন
পর্দার অন্তরালে স্যর!
সন্দেশের পর এবার রসমালাই — আঁ-আঁউ!
রসমালাই? তোর আগা-পাশতলা ঝালাই করে তবে অন্য কাজ হতভাগা বিটকেল উদখুল!
হতচ্ছাড়া! পালাচ্ছিস কোথায়? এবার কাল থেকে আমিই তোকে অনশন করাবো স্টুপিড!
ওরে বাবারে! ছেড়ে দিন স্যর কেঁদে বাঁচি।
এবার আমি প্রস্তাব করছি যে ওয়াবিশ পরিত্যক্ত মিষ্টান্নাদি আমাদের সেবায় ব্যবহৃত হোক।
আমি সন্দেশ-পরিপূর্ণ মুখে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

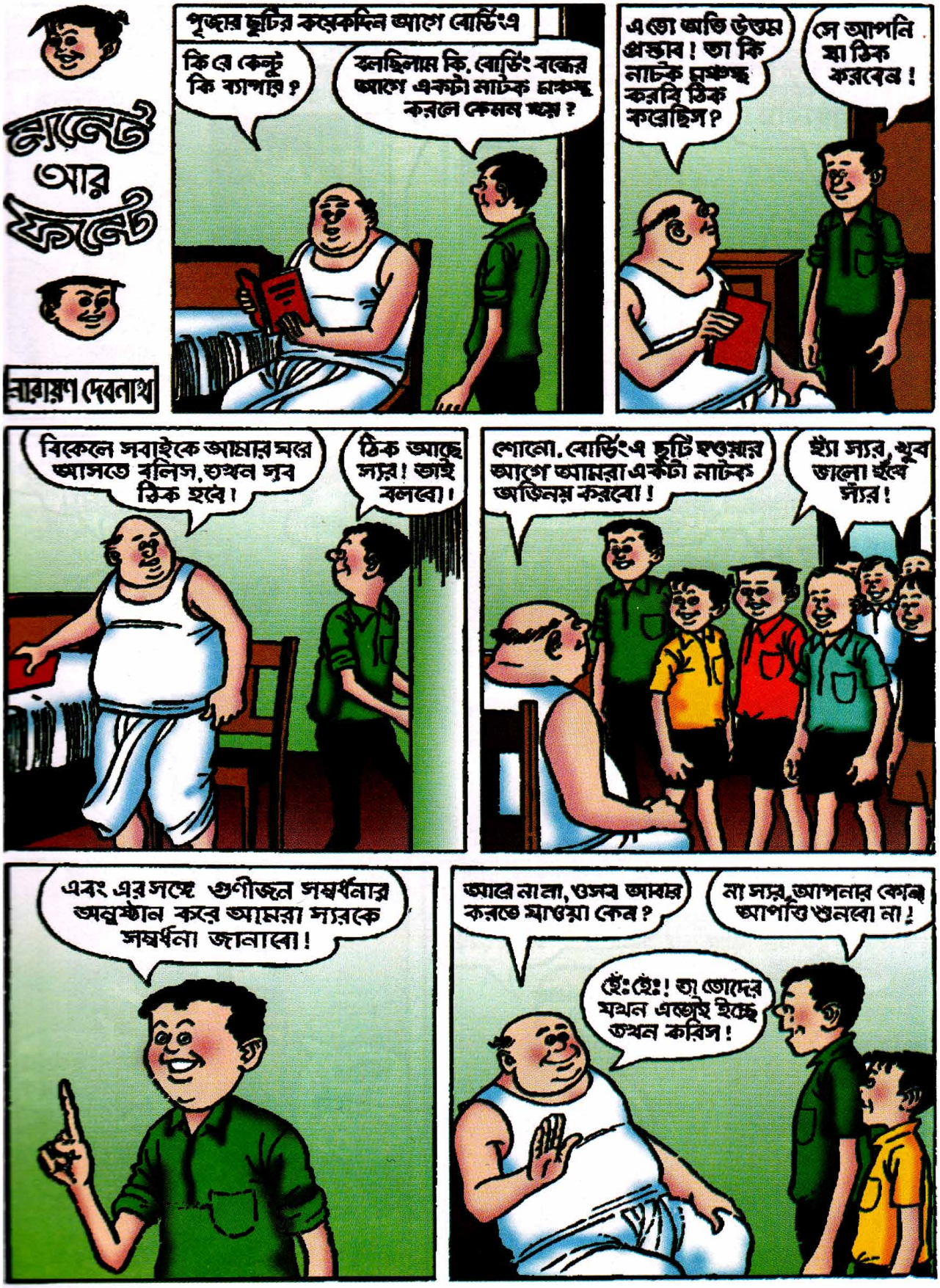
নারায়ণ দেবনাথ
পূজার ছুটির কয়েকদিন আগে বোর্ডিংএ
কি রে কেল্টু কি ব্যাপার?
বলছিলাম কি, বোর্ডিং বন্ধের আগে একটা নাটক মঞ্চস্থ করলে কেমন হয়?
এতো অতি উত্তম প্রস্তাব! তা কি নাটক মঞ্চস্থ করবি ঠিক করেছিস?
সে আপনি যা ঠিক করবেন!
বিকেলে সবাইকে আমার ঘরে আসতে বলিস, তখন সব ঠিক হবে।
ঠিক আছে স্যার! তাই বলবো।
শোনো, বোর্ডিংএ ছুটি হওয়ার আগে আমরা একটা নাটক অভিনয় করবো!
হ্যাঁ স্যার, খুব ভালো হবে স্যার!
এবং এর সঙ্গে গুণীজন সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান করে আমরা স্যারকে সম্বর্ধনা জানাবো!
আরে না না, ওসব আবার করতে যাওয়া কেন?
না স্যার, আপনার কোনো আপত্তি শুনবো না!
হেঁ:হেঃ! তা তোদের যখন এতোই ইচ্ছে তখন করিস!


এখন শোন, এবার যে নাটক আমরা অভিনয় করবো ঠিক করেছি তা হলো রামায়ণের অনবদ্য কাহিনী লঙ্কাকাণ্ড!
কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা আমি পরে জানিয়ে দেবো। এখন তোমরা সব ঘরে যাও।
হতচ্ছাড়া কেক্টোটা সুযোগ পেলেই খালি স্যারকে তোয়াজ করে হাতে রাখবে!
যা বলেছিস মাইরি নাটকের সঙ্গে আবার কায়দা করে সম্পর্কও জুড়ে দিয়েছে!
পরদিন
শোন, কে কি করবে ঠিক করেছি। আমি করছি রাবন, কেষ্টু রাম আর পবননন্দনের ভূমিকা ফক্টন, আর সবাই অন্যান্য চরিত্র করবে।
পরে
আরে এ নাটকে হনুমানেরই তো আসল ভূমিকা! বলতে গেলে হিরো।
শেষে আমি হনুমান সাজবো স্যার!
মামাবাড়িতে একটা ভালো হনুমানের মুখোশ আছে। যদি এখুনি আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে গিয়ে ওটা নিয়ে আসি
যাঃ! তাহলেই হয়েছে! তবে দেরী করবি না, রিহার্সালে বসতে হবে আর বেশী সময় নেই।
মামাবাড়িতে
দিদিমা! দিদিমা
কোন অলক্ষুণে র‍্যা এসময়ে আবার জ্বালাতে এসেছিস!


খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে — ওমা! ফল্টুযে! আগে বলবি তো দাদা!
বলবার চান্স দিলে কই! তা এতো খেপেছো কেন?
আর বলিস কেন ভাই! পাড়ার ছেলেগুলো বড়ো উৎপাত করে। তা হঠাৎ কি মনে করে এলেছো গো দাদা।
একটা জিনিস নিতে এলুম গো দিদিমা! আচ্ছা হনুমানের একটা মুখোস ছিলো সেটা আছে?
তেতে পুড়ে এয়েছিস আগে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর, তারপর খুঁজে দেখিস! আছে হয় তো কোথাও!
সেই ভালো দিদিমা! আগে খাওয়া দাওয়াটাই হোক। যে গুরুভার আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—
কী! তোর ওপরে ভারী জিনিস চাপিয়ে দিয়েছিলো কোন অলক্ষেয়ে মুখপোড়া! খ্যাংরা মেরে তার বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসবো না!
আরে দূর, সে ভার নয় এ অন্য ভার, হনুমানের ভার—ওসব তুমি ঠিক বুঝবে না দিদিমা!
ন্যালা বকিস নি তো দাদা! বদমাইসি করে কারা তোর ঘাড়ে একটা গোদা হনুমান চাপিয়েছিলো. এটা বুঝবো না আমাকে এতোই বোকা ঠাউরেছিস নাকি? কি ভাগ্যি আঁচড়ে কামড়ে দেয়নি! চারুর রক্ষে করেছেন! এবার রান্নার জোগাড় দেখি রে ভাই!
খুব হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি দেখো!
একটু পরে
গুলুটা আবার গেলো কোথায়! একটা কিছু করাবার উপায় নেই। গুলু অ গুলু, আরে অ্যাই হতচ্ছাড়া গুলে!
এজ্ঞে মাই গো মা ঠাকরেণ!


এই যে হতচ্ছাড়া! ফন্টু এয়েচে, তাকে রান্না করে খেতে দিতে হবে তো রে পোড়ারমুখো!
দিতে হবে নি! লিচ্চয় দিতে হবে।
কি দিতে হবে, তোর মাথা! শীগগির বাজার করে নিয়ে আয়, খুব তাড়াতাড়ি আসবি।
লিচ্চয়! ডোঁক কইরে যাবো আর কোঁক কইরে চইলে আসবো!
ওভার লোডেড হয়ে গেছি গো দিদিমা! টেনে তোলবার অবস্থা হয়েছে!
কি যে বলিস বুঝি না! এবারে একটু শো। আমি আচারগুলো রোদে দিয়ে আসি।
গল্প এখন আর ঘুমটুম আসবে না। এই তালে বরং অ্যাকটিং প্র্যাকটিস করি। অ্যাকটিংএর মুডও এসে গেছে।
আরে আরে দুরাচার পাপিষ্ঠ রাবন, লেজের আগুনে তোর পোড়াবো বদন!
নখদন্তে উপাড়িয়া দশমুণ্ড তোর—
এদিকে
আচার রোদে দেওয়ার ঝামেলা মিটলো, এবারে ফন্টুর সঙ্গে একটু গল্প করি।
হ্যারে ফন্—
এখনি সবংশে আজ করিব নিধন! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

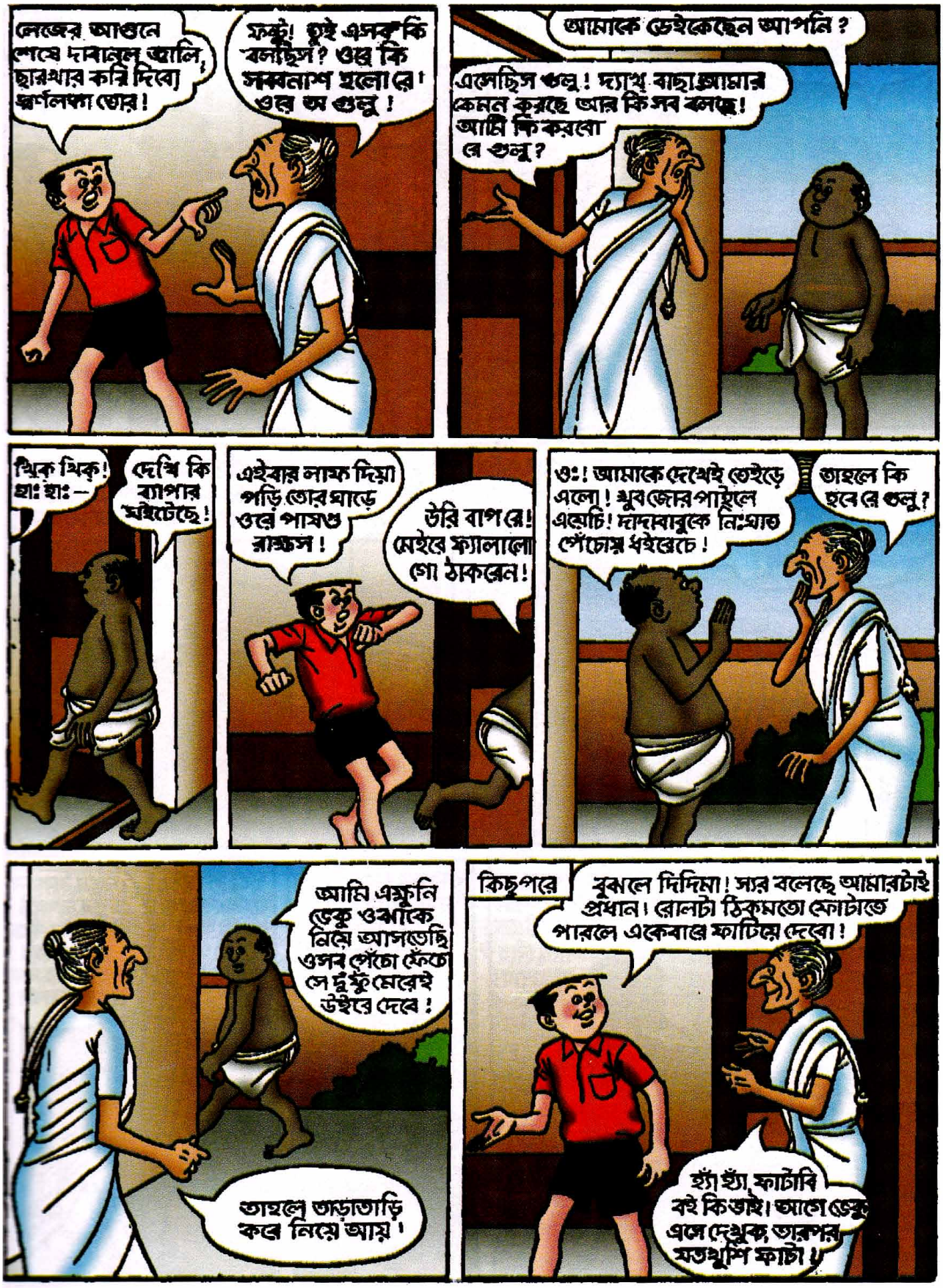
লেজের আগুনে শেষে দাবানল জ্বালি, ছারখার করি দিবো স্বর্ণলঙ্কা তোর!
ফক্কু! তুই এসব কি বলছিস? ওরে কি সর্বনাশ হলো রে! ওরে অ গুলু!
আমাকে ডেইকেছেন আপনি?
এসেছিস গুলু! দ্যাখ্ বাছা আমার কেমন করছে আর কি সব বলছে! আমি কি করবো রে গুলু?
খিক্ খিক্! হাঃ হাঃ —
দেখি কি ব্যাপার ঘইটেছে!
এইবার লাফ দিয়া পড়ি তোর ঘাড়ে ওরে পাষণ্ড রাক্ষস!
উরি বাপ রে! মেইরে ফ্যালালো গো ঠাকরেন!
ওঃ! আমাকে দেখেই তেইড়ে এলো! খুব জোর পাইলে এয়েচি! দাদাবাবুকে নিঃঘাত পেঁচোয় ধইরেচে!
তাহলে কি হবে রে গুলু?
আমি এক্ষুনি ডেকু ওঝাকে নিয়ে আসতেছি ওসব পেঁচো ফেঁচে সে দুঁফুঁ মেরেই উইরে দেবে!
তাহলে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে আয়!
কিছুপরে
বুঝলে দিদিমা! স্যর বলেছে আমারটাই প্রধান। রোলটা ঠিকমতো ফোটাতে পারলে একেবারে ফাটিয়ে দেবো!
হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাটাবি বই কিভাই। আগে ডেকু এসে দেখুক, তারপর যতখুশি ফাটা!


ডেকু ওঝাকে নিয়ে এইটি গো ঠাকরুণ!
কই, রুগী কোথায়?
হুঁ, ঠিক পেঁচোই বটে, কিন্তু আমি যখন এয়েচি তখন ব্যাটা পেঁচোকে আমি গাঁ ছাড়া কইরে ছাড়বো!
তাই কর বাবা ডেকু!
আমি পেঁচো ফেঁচো নই, কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন ব্লক আপ করা রাবন! শোর ওরে দশানন, দেখি তোর নিকটে শমন্!
ওরে পেঁচো, তোর লপচপানি এখুনি দমন কইরে দিচ্ছি!
ঠাকরুন, এ ব্যাটা দেখছি বড় প্যাঁচোয়া পেঁচো! কিন্তু আমিও ডেকু ওঝা– এমন প্যাঁচ কষবো, যে বাপ বাপ বলে পাইলে যাবার পথ পাবে না!
মত্তেচে! ওঝা কেন? ওঝা আমার কি করবে?
কি কইরবো দেখাচ্চি! শুলু, একটা শিক উনুনে দিয়ে গরম কর। আমি ততক্ষণ ব্যাটাকে গাছে বেঁধে ফ্যালাই!
তারপর গরম শিকের ছ্যাঁকা আর এই লাঠির বিশ ঘা! তারপর দেখি তুই কি কইরে থাকিস!
ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লে রে! আমি আর মোটেই থাকতে চাই না!
দেখুন ঠাকরুন, ডেকুর দাপটে পেঁচো কেমন কেঁচো হয়ে পাইলে যাচ্চে! মোর সাথে মায়দোবাজী!

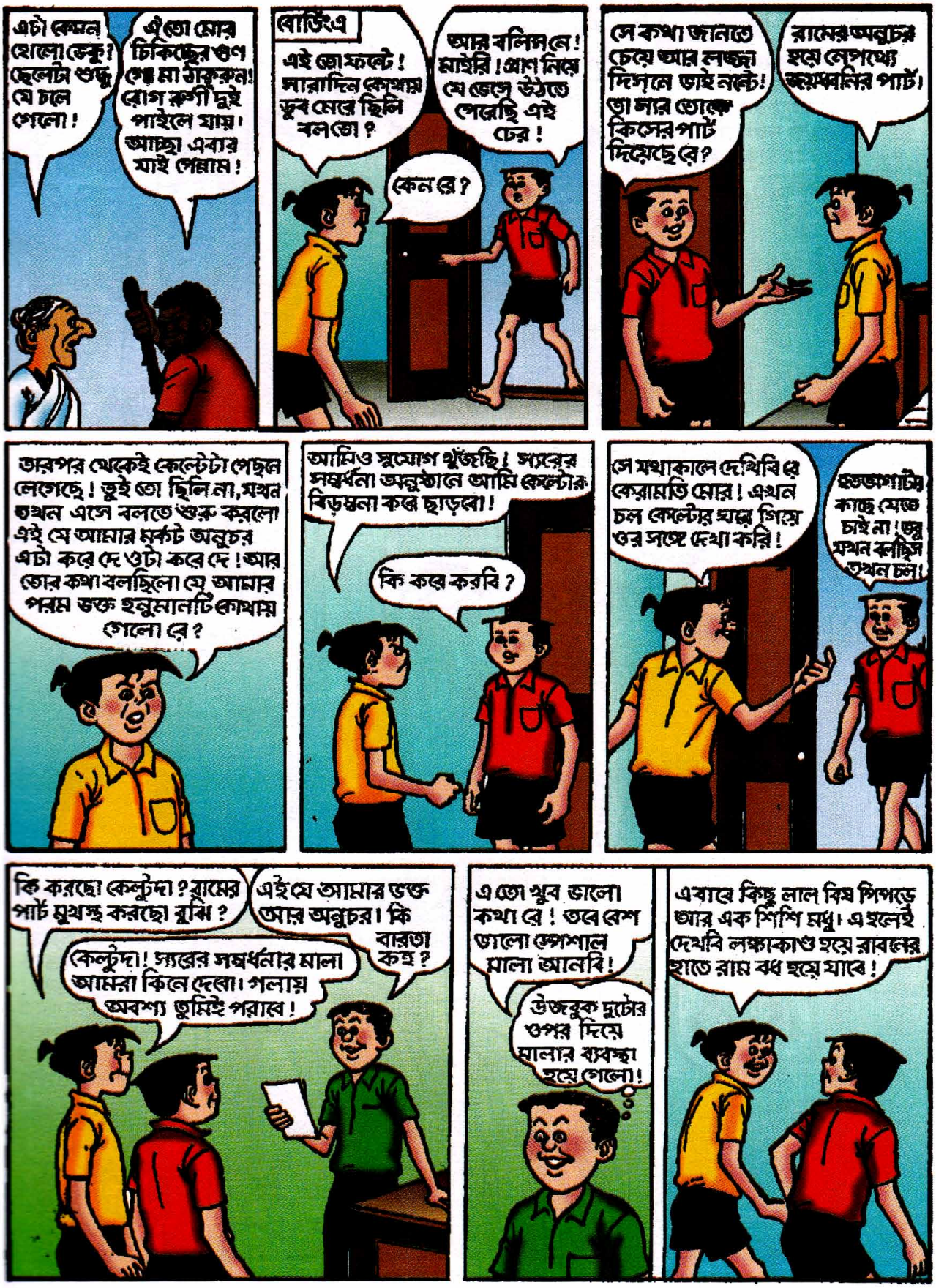
এটা কেমন হলো ভেকু? ছেলেটা শুদ্ধু যে চলে গেলো!
ঐতো মোর চিকিচ্ছের গুণ গেল মা ঠাকুরুন! রোগ রুগী দুই পাইলে যায়। আচ্ছা এবার যাই পেন্নাম!
বাড্ডিংএ
এই তো ফন্টে! সারাদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলি বলতো?
আর বলিস নে! মাইরি! প্রাণ নিয়ে যে ভেসে উঠতে পেরেছি এই ঢের!
কেন রে?
সে কথা জানতে চেয়ে আর লজ্জা দিস নে ভাই নল্টে! তা লার তোকে কিসের পার্ট দিয়েছে রে?
রামের অনুচর হয়ে নেপথ্যে জয়ধ্বনির পার্ট।
তারপর থেকেই কেল্টেটা পেছনে লেগেছে! তুই তো ছিলি না, যখন তখন এসে বলতে শুরু করলো এই যে আমার মর্কট অনুচর এটা করে দে ওটা করে দে! আর তোর কথা বলছিলো যে আমার পরম ভক্ত হনুমানটি কোথায় গেলো রে?
আমিও সুযোগ খুঁজছি! স্যারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি কেল্টার বিড়ম্বনা করে ছাড়বো!
কি করে করবি?
সে যথাকালে দেখিবি রে কেরামতি মোর! এখন চল কেল্টার ঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি!
হতভাগাটা কাছে যেতে চাই না! তবু যখন বলছিস তখন চল।
কি করছো কেল্টুদা? রামের পার্ট মুখস্থ করছো বুঝি?
এই যে আমার ভক্ত আর অনুচর। কি বারতা কহ?
কেল্টুদা! স্যারের সম্বর্ধনার মালা আমরা কিনে দেবো। গলায় অবশ্য তুমিই পরাবে!
এ তো খুব ভালো কথা রে! তবে বেশ ভালো স্পেশাল মালা আনবি!
উজবুক দুটোর ওপর দিয়ে মালার ব্যবস্থা হয়ে গেলো!
এবারে কিছু লাল বিষ পিপড়ে আর এক শিশি মধু। এ হলেই দেখবি লঙ্কাকাণ্ড হয়ে রাবণের হাতে রাম বধ হয়ে যাবে!

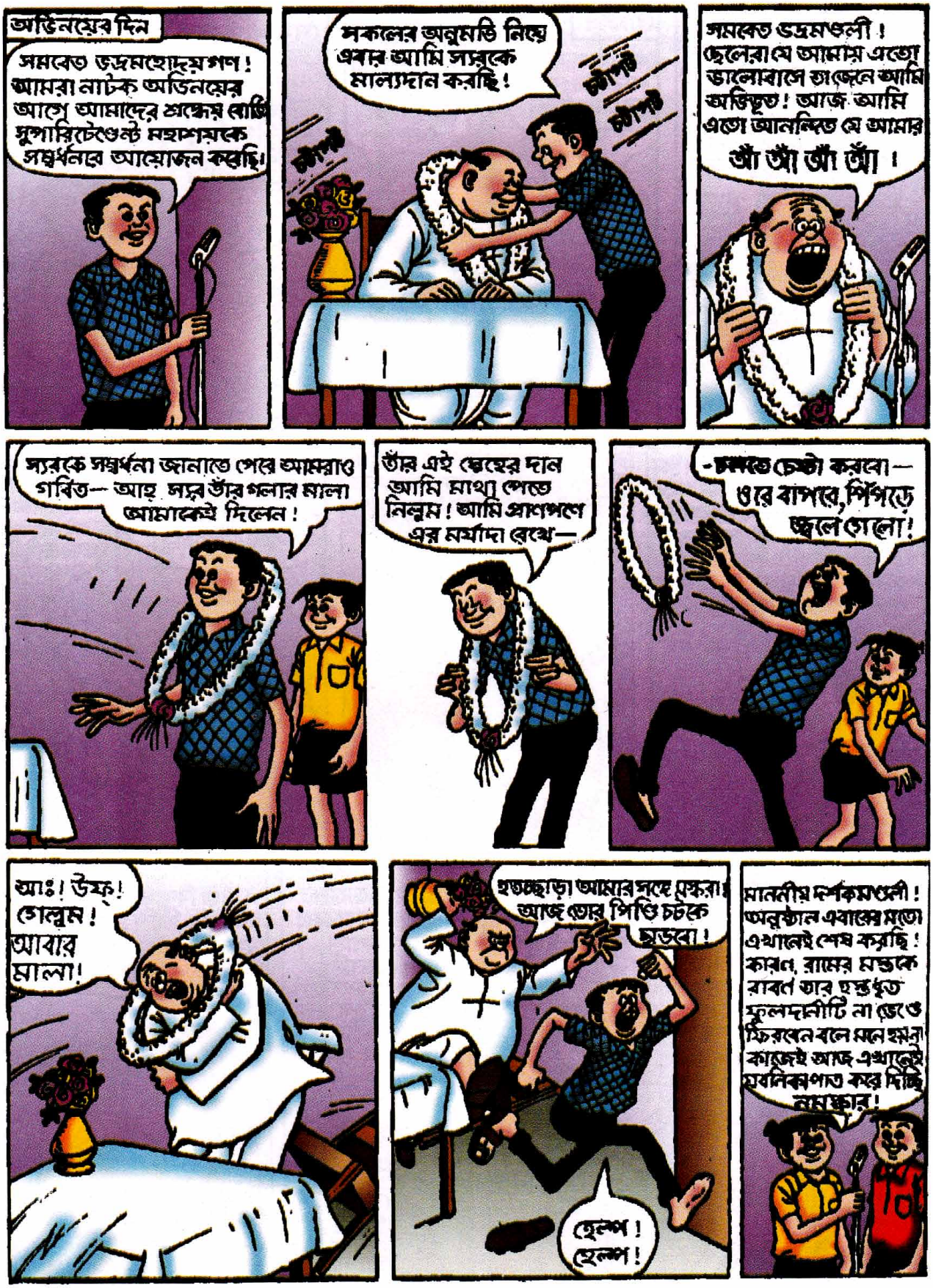
অভিনয়ের দিন
সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা নাটক অভিনয়ের আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় বোর্ড সুপারিটেণ্ডেন্ট মহাশয়কে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি!
সকলের অনুমতি নিয়ে এবার আমি স্যারকে মাল্যদান করছি!
চটাপট
চটাপট
সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! ছেলেরা যে আমায় এতো ভালোবাসে তা জেনে আমি অভিভূত! আজ আমি এতো আনন্দিত যে আমার
আঁ আঁ আঁ আঁ!
স্যারকে সম্বর্ধনা জানাতে পেরে আমরাও গর্বিত— আহ্ স্যর তাঁর গলার মালা আমাকেই দিলেন!
তাঁর এই স্নেহের দান আমি মাথা পেতে নিলুম! আমি প্রাণপণে এর মর্যাদা রেখে—
-চলতে চেষ্টা করবো— ওরে বাপরে, পিঁপড়ে জ্বলে গেলো!
আঃ! উফ্! গেলুম! আবার মালা!
হতচ্ছাড়া আমার সঙ্গে মস্করা! আজ তোর পিণ্ডি চটকে ছাড়বো!
হেল্প! হেল্প!
মাননীয় দর্শকমণ্ডলী! অনুষ্ঠান এবারের মতো এখানেই শেষ করছি! কারণ, রামের মস্তকে রাবণ তার হস্তধৃত ফুলদানীটি না ভেঙে ফিরবেন বলে মনে হয়! কাজেই আজ এখানেই যবনিকাপাত করে দিচ্ছি! নমস্কার!


মন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ওতে কি আছে রে মন্টে আর ফন্টে? দেখা না।
এখন নয়, পরে দেখাবো।
ঘরটা কেমন অন্ধকার লাগছে। আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও কেলটুদা!
ক্লিক!
বলে কিনা পরে দেখাবো। আমিই তবে মজা দেখাচ্ছি। বারান্দার সব আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি।
ক্লিক!
হিঃ হিঃ! এবার বাচ্চাধনরা মজা টের পাবে।
দরজায় যে ই শব্দ করুক সে নির্ঘাত পালিয়েছে অথচ একি — এই ভর দিনদুপুরে সমস্ত আলো জ্বালানো রয়েছে!
বাচ্চু! এ বদমাইশ ছেলেগুলো ওদের ঘরেও আলো জ্বালিয়ে নিয়েছে!


নন্টে আর ফন্টে ! তোরা কোন্ সাহসে এই দিনের বেলায় ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিস ?
কিন্তু স্যার, এমনি আমরা কিছুই ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না !
ঘরে তাহলে আলো আসছে না। তার কারণ তোদের লাশির কাঁচে ময়লা জমেছে। যা করছিলি তা বন্ধ করে এখুনি বোর্ডিং-কুকুরের জানালা সাফাই শুরু কর।
ভালো করে পরিষ্কার কর্ নন্টে আর ফন্টে। দেখিস, কোথাও যেন এতোটুকু ময়লাও না থাকে। হেঃ হেঃ !
এই নাও, কেল্টুদা। তোমাকেও সাফ করে দিলুম।
ছপাস !
গ্লুপস্ !
আমি তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো নন্টে। আয় লড়ে যা !
মাথা গরম করো কেন কেল্টুদা। এই নাও মাথা ঠাণ্ডা করো।
ছাপাত !
ওফ !


আয়তো ফন্টে. ওকে ধরে দু'জনে বেশ করে দলাই মলাই করে দি।
ওরে বাবা! ওরা সত্যি সত্যি তেড়ে আসছে যে
বাঁচাও, বাঁচাও! মেরে ফেললে!
ঝনাৎ! ঝন্‌ন্‌!
তথ্যই মরেচে! আ-আমি কি এসব করলুম?
বাঁচাও বাঁচাও! এবার কে তোকে বাঁচায় একবার দেখি মর্কট!
কি-কিন্তু স্যার— উফ্‌স! উ উঃ!
বাবু সবাইকেই একথা বলে দিয়েচেন।
কেলেটা বোধহয় এখন পিঠে মলম লাগাচ্ছে। এই তাদে আমরাও এই মডেল খেলনাগুলোকে জুড়ে ফেলি।

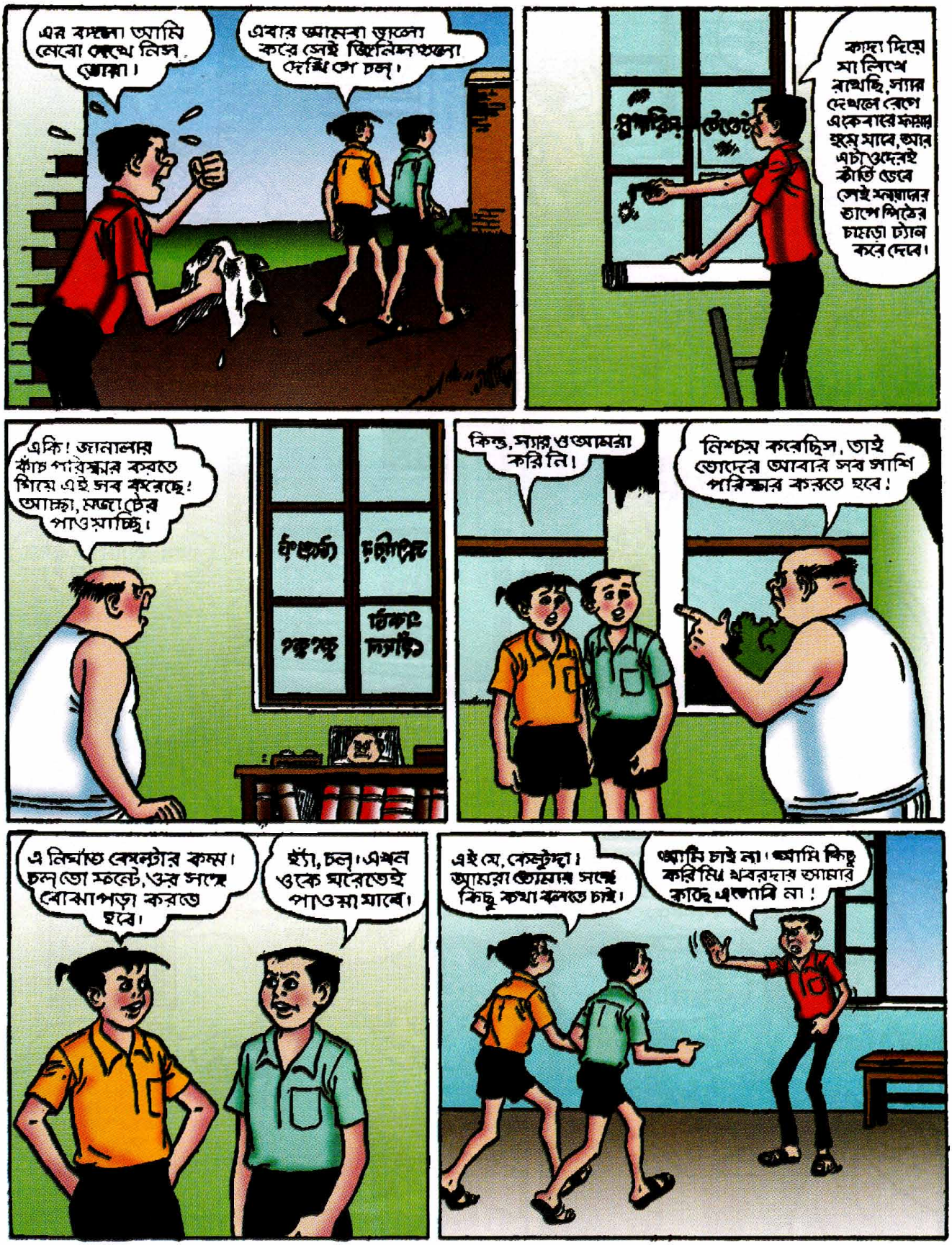
এর বদলা আমি মেরো কেটে নিজ ছোরা।
এবার আমরা ভালো করে সেই জিনিসগুলো দেখি তো চল্।
কাদা দিয়ে মা লিখে রাখছি, স্যার দেখলে রেগে একেবারে ফায়ার হয়ে যাবে, আর এটা ওদেরই কীর্তি ভেবে সেই সন্ধ্যাদের তাপে পিঠের চামড়া ট্যান করে দেবে।
একি! জানালার কাঁচ পরিষ্কার করতে গিয়ে এই সব করেছে! আচ্ছা, মজা টের পাওয়াচ্ছি।
কিন্তু, স্যার ও আমরা করি নি।
নিশ্চয় করেছিস, তাই তোদের আবার সব সাফি পরিষ্কার করতে হবে!
এ নির্ঘাত বেল্টার কম্ম। চল্ তো ফ্রন্টে, ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।
হ্যাঁ, চল্। এখন ওকে ঘরেতেই পাওয়া যাবে।
এই যে, বেল্টুদা। আমরা তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।
আমি চাই না। আমি কিছু করিনি। খবরদার আমার কাছে এসো না!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই যে, কেলুদা! তুমি আমার সঙ্গে এই জলে পিস্তলের ডুয়েল লড়তে রাজী আছো? নন্টে লড়তে চাইছে না!
এই পিস্তলের জল ছুঁড়ে যে প্রতিপক্ষের মুখ ভিজিয়ে দিতে পারবে সে জিতবে। কি, লড়বে নাকি?
নিশ্চয়ই
তুই কি ভেবেছিস আমি পিছিয়ে যাবো! দে পিস্তল তোকে নাকানি চোবানি খাইয়ে দি!
তুমি আমারটা নাও কেলুদা!
আমি মধ্যস্থতা করছি। থ্রি বললেই দুজনে একসঙ্গে চালাবে।
রেডি- ওয়ান-টু-থ্রি—
হুরুক!
ঐ যে হতচ্ছাড়ারা পালাচ্ছে, কৌশলে আমার মুখে কালি লেপন! আজ কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে ছাড়বো!

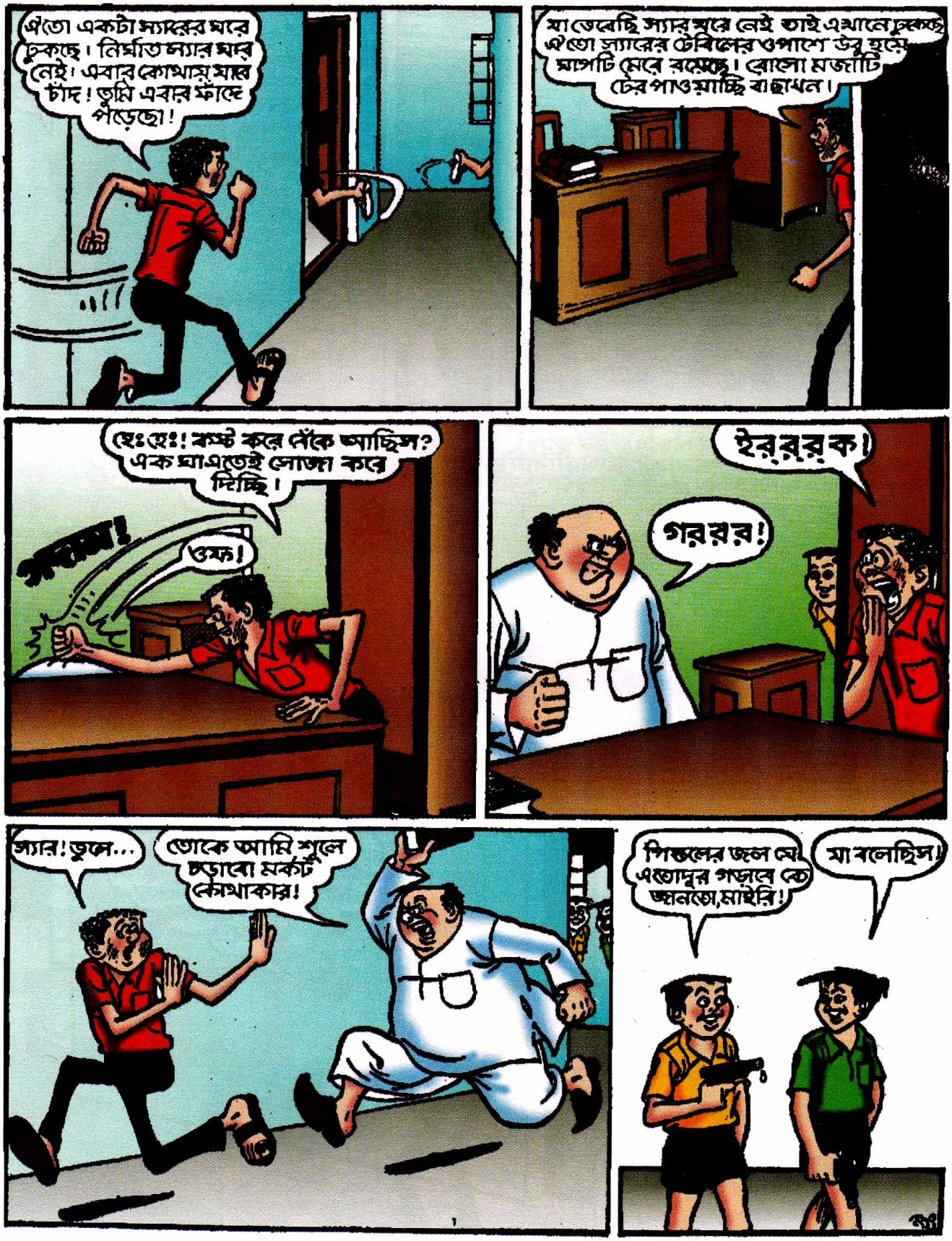
ঐতো একটা স্যারের ঘরে ঢুকছে। নির্ঘাত স্যার ঘরে নেই! এবার কোথায় যাবে চাঁদ! তুমি এবার ফাঁদে পড়েছো!
যা ভেবেছি স্যার ঘরে নেই তাই এখানে ঢুকেছে ঐতো স্যারের টেবিলের ওপাশে উবু হয়ে মাপটি মেরে রয়েছে। বোলো মজাটি টের পাওয়াচ্ছি বাছাধন।
হেঃহেঃ! কষ্ট করে বেঁকে আছিস? এক ঘাএতেই সোজা করে দিচ্ছি!
ওফ!
ইররর্‌ক!
গররর!
স্যার! ভুলে...
তোকে আমি শূলে চড়াবো মর্কট কোথাকার!
পিস্তলের জল যে এতোদূর গড়াবে কে জানতো,মাইরি!
যা বলেছিস!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমাকে আপনি ডেকেছেন স্যার?
হ্যাঁ! তোকে একটা কাজের ভার দেবো বলে।
কি কাজ করতে হবে স্যার?
বলছি, কিন্তু করতে পারবি তো?
এই শর্মা সব কিছুই পারে স্যার! বলুন না কি কাজ।
আমার এক বন্ধু, বেশ সুন্দর দেখে একটা দেশী কুকুর পুষেছিলো। দু'দিন হলো ওটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।
সেই কুকুরটাকে খুঁজে দিতে হবে। যদি এনে দিতে পারিস তবে ভালো নগদ পুরস্কার পাবি।
আপনার বন্ধুর কুকুরের রংটা একটু বলুন স্যার!
সাদা। সারা গায়ে কালো ফুটকি। এই নে একটা ছবিও আছে। আর পুরস্কারের টাকাও আমাকে দেওয়া আছে। নে এবারে দ্যাখ্ যাতে বন্ধুর কাছে মুখ রক্ষা হয়।
নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার! আপনার বন্ধুর কুকুর এই শর্মা খুঁজে বের করবেই।


জানিস, স্যার আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছে। সে কাজে অবশ্য তোদের সহযোগিতা দরকার হবে।
কি ব্যাপার বলোতো কেল্টুদা?
একে খুঁজে বের করতে হবে! এনে দিতে পারলেই নগদ পুরস্কার। তোরা দুজনে অবশ্য আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবি, পুরস্কার পেলে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি শেয়ার।
তোমার সহকারী হয়ে লাভ নেই কেল্টুদা! কেস মিটে গেলে তুমি বেশ সবটাই পকেটস্থ করে ফেলো।
ফল্টে ঠিক কথাই বলেছে।
ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এবারে আর কোন গণ্ডগোল হবে না, একেবারে ডান হাত বাঁ হাত।
একবার কার্যোদ্ধার হোক! তারপর কি করে কদলী প্রদর্শন করাই টের পাবে!
ঠিক আছে, তাইলে কাল থেকে আমাদের অনুসন্ধান অভিযান শুরু হবে। তোরা পেলে আগে আমার কাছে আনবি।
বেশ তাই হবে কেল্টুদা!
পরদিন
ছবিটা সঙ্গে নিয়ে তোরা ঐ দিক থেকে খোঁজা শুরু কর। আমি ঐ দিকটা খুঁজবো।
ছিঃ ছিঃ আমি কোন দিকেই যাচ্ছি না। কোন চায়ের দোকানে গলায় কাটিয়ে দেবো।

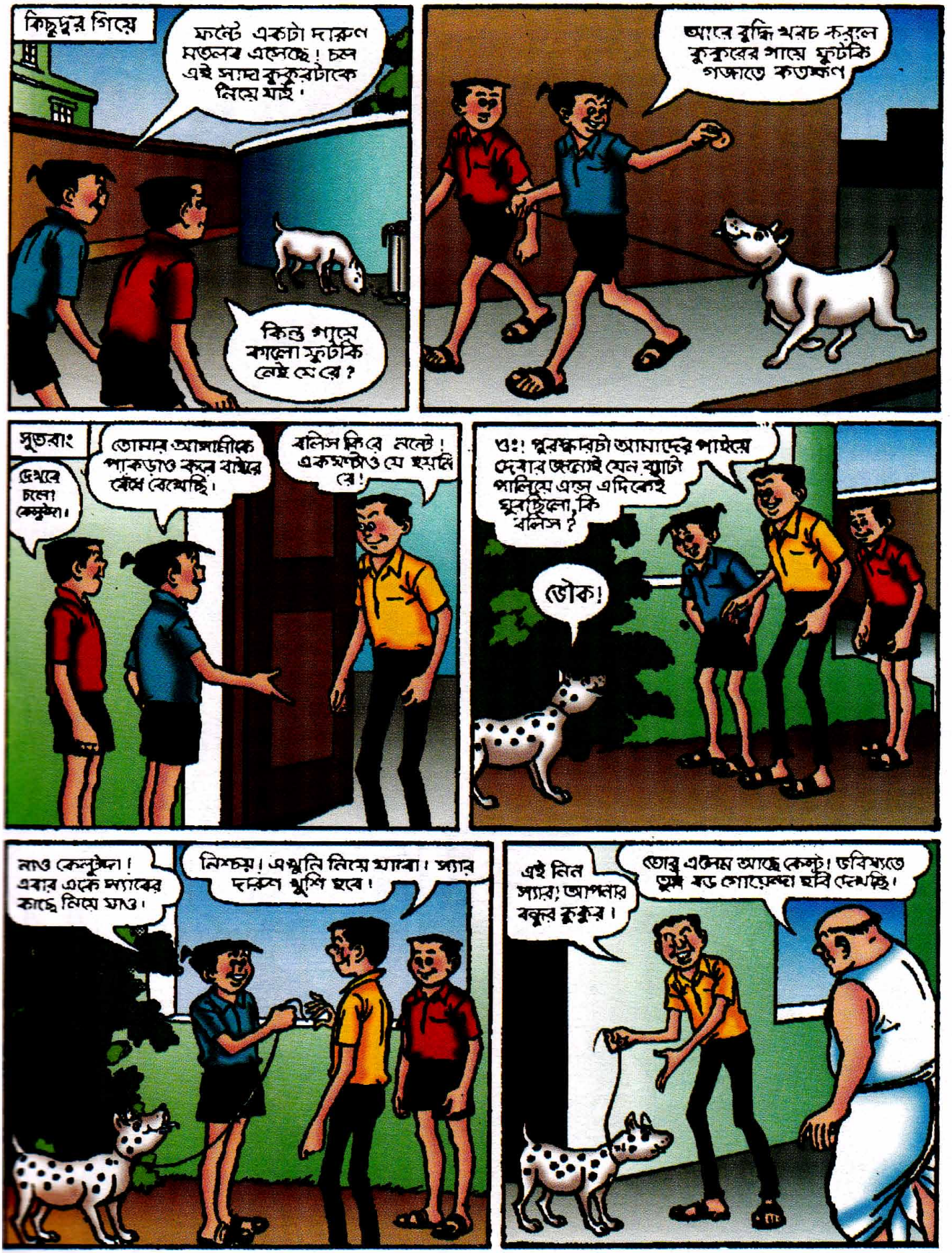
কিছুদূর গিয়ে
ফন্টে একটা দারুণ মতলব এসেছে! চল এই সাদা কুকুরটাকে নিয়ে যাই।
কিন্তু গায়ে কালো ফুটকি নেই যে রে?
আরে বুদ্ধি খরচ করলে কুকুরের গায়ে ফুটকি গজাতে কতক্ষণ
সুতরাং
দেখবে চলো কেলুদা।
তোমার আসামীকে পাকড়াও করে বাইরে বেঁধে রেখেছি।
বলিস কি রে নন্টে! একঘণ্টাও যে হয়নি রে!
ওঃ! পুরস্কারটা আমাদের পাইয়ে দেবার জন্যেই যেন ব্যাটা পালিয়ে এসে এদিকেই ঘুরছিলো, কি বলিস?
ভৌক!
নাও কেলুদা! এবার একে স্যারের কাছে নিয়ে যাও।
নিশ্চয়! এখুনি নিয়ে যাবো। স্যার দারুণ খুশি হবে।
এই নিন স্যার! আপনার বন্ধুর কুকুর।
তোর এসেম আছে কেল্টু! ভবিষ্যতে তুমি বড় গোয়েন্দা হবি দেখছি।

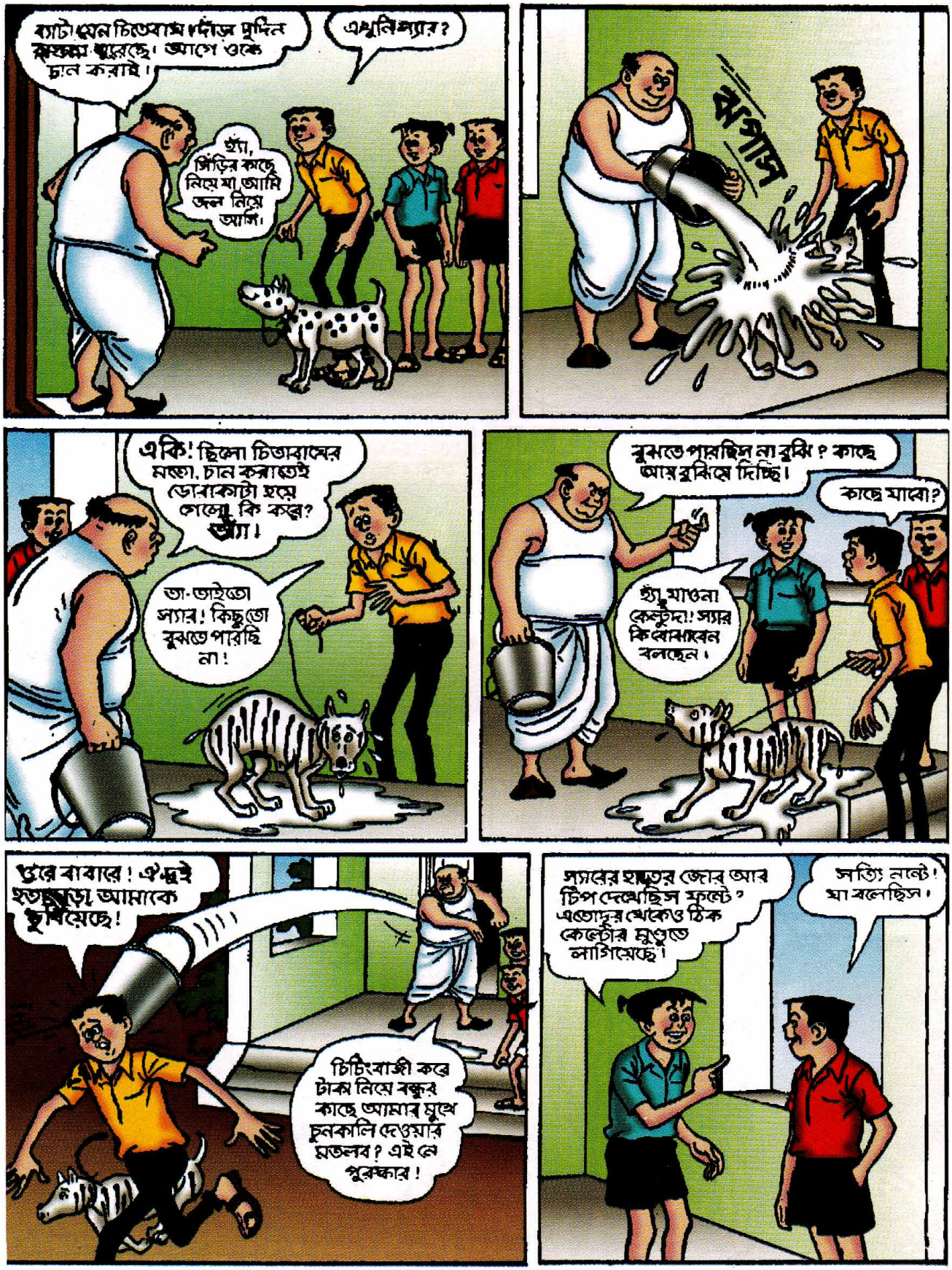
ব্যাটা যেন চিতেবাঘ। দাঁড়া দুদিন
আগে ওকে চান করাই।
এখুনি স্যার?
হ্যাঁ, সিঁড়ির কাছে নিয়ে যা আমি জল নিয়ে আসি।
ঝপাস
একি! ছিলো চিতাবাঘের মতো, চান করাতেই ডোরাকাটা হয়ে গেলো কি করে? অ্যাঁ!
তা-তাইতো স্যার! কিছু তো বুঝতে পারছি না!
বুঝতে পারছিস না বুঝি? কাছে আয় বুঝিয়ে দিচ্ছি।
কাছে যাবো?
হ্যাঁ, যাওনা কেল্টুদা! স্যার কি বোঝাবেন বলছেন।
ওরে বাবারে! ঐ দুই হতচ্ছাড়া আমাকে ছুঁয়েছে!
চিটিংবাজী করে টাকা নিয়ে বন্ধুর কাছে আমার মুখে চুনকালি দেওয়ার মতলব? এই নে পুরস্কার!
স্যারের হাতের জোর আর টিপ দেখেছিস ফুন্টে? এতোদূর থেকেও ঠিক কেল্টার মুণ্ডুতে লাগিয়েছে।
সত্যি নন্টে! যা বলেছিস।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



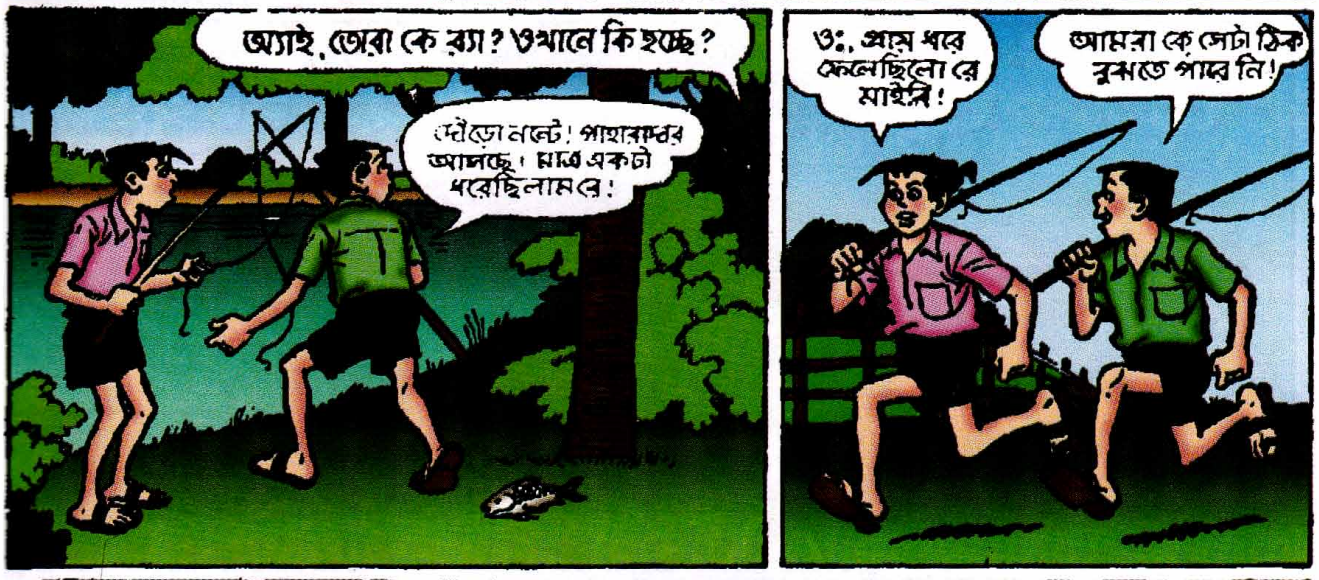

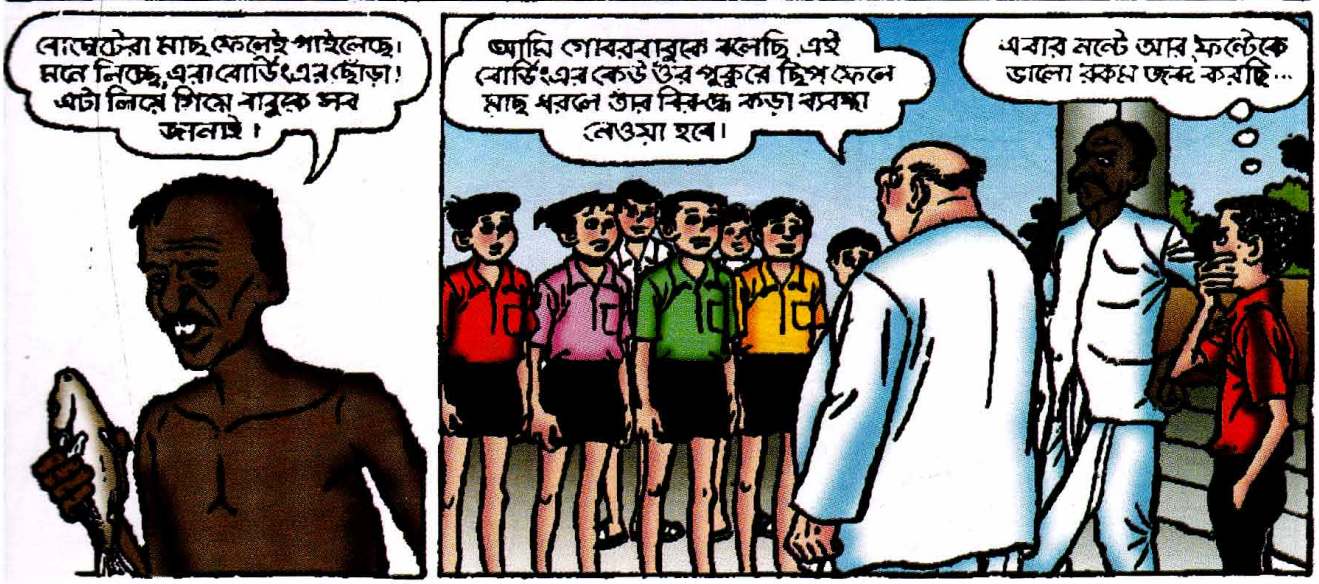

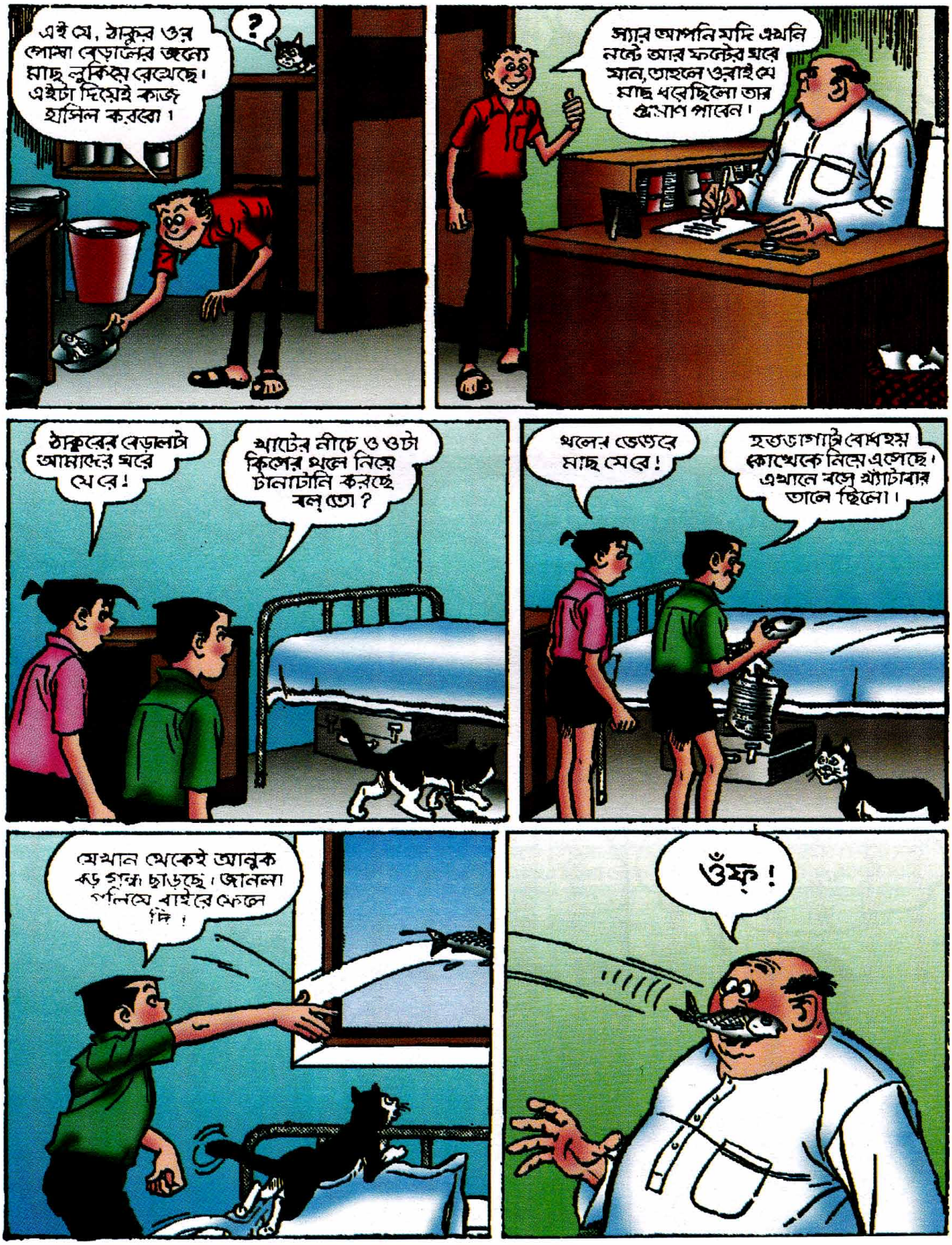
এই যে, ঠাকুর ওর পোষা বেড়ালের জন্যে মাছ লুকিয়ে রেখেছে। এইটা দিয়েই কাজ হাসিল করবো।
?
স্যার আপনি যদি এখনি নন্টে আর ফন্টের ঘরে যান, তাহলে ওরাই যে মাছ ধরেছিলো তার প্রমাণ পাবেন।
ঠাকুরের বেড়ালটা আমাদের ঘরে যে রে!
খাটের নীচে ও ওটা কিসের থলে নিয়ে টানাটানি করছে বল্ তো?
থলের ভেতরে মাছ যে রে!
হতভাগাটা বোধহয় কোত্থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে বসে খ্যাঁটাবার তালে ছিলো।
সেখান থেকেই আনুক বড় গুন্ডা ছাড়ছে। জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দি!
ওঁফ!

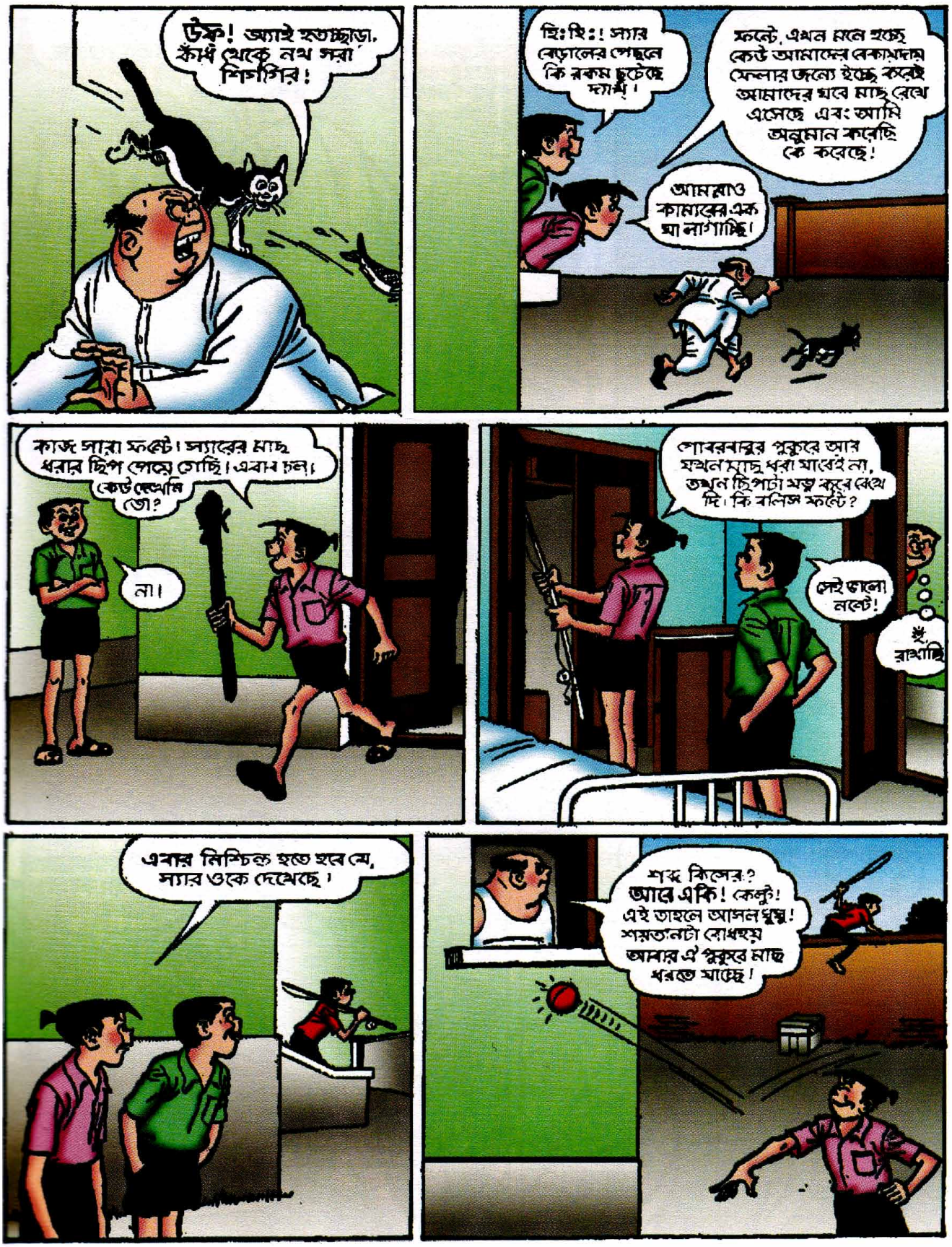
উফ! অ্যাই হতচ্ছাড়া, কাঁধ থেকে নখ সরা শিগগির!
হিঃহিঃ! স্যার বেড়ালের পেছনে কি রকম ছুটেছে দ্যাখ!
ফল্টে, এখন মনে হচ্ছে কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে ইচ্ছে করেই আমাদের ঘরে মাছ রেখে এসেছে এবং আমি অনুমান করেছি কে করেছে!
আমারও কামড়ের এক ঘা লাগাচ্ছি!
কাজ সারা ফল্টে। স্যারের মাছ ধরার ছিপ পেয়ে গেছি। এবার চল।
কেউ দেখেনি তো?
না।
গোবরবাবুর পুকুরে আর যখন মাছ ধরা যাবেই না, তখন ছিপটা ভাঙ্গ করে রেখে দি। কি বলিস ফল্টে?
সেই ভালো নল্টে!
রাখছি
এবার নিশ্চিন্ত হতে হবে মে, স্যার ওকে দেখেছে।
শব্দ কিসের?
আরে একি! কেলু! এই তাহলে আসল ধুম্বু! শয়তানটা বোধহয় আবার এ পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে!

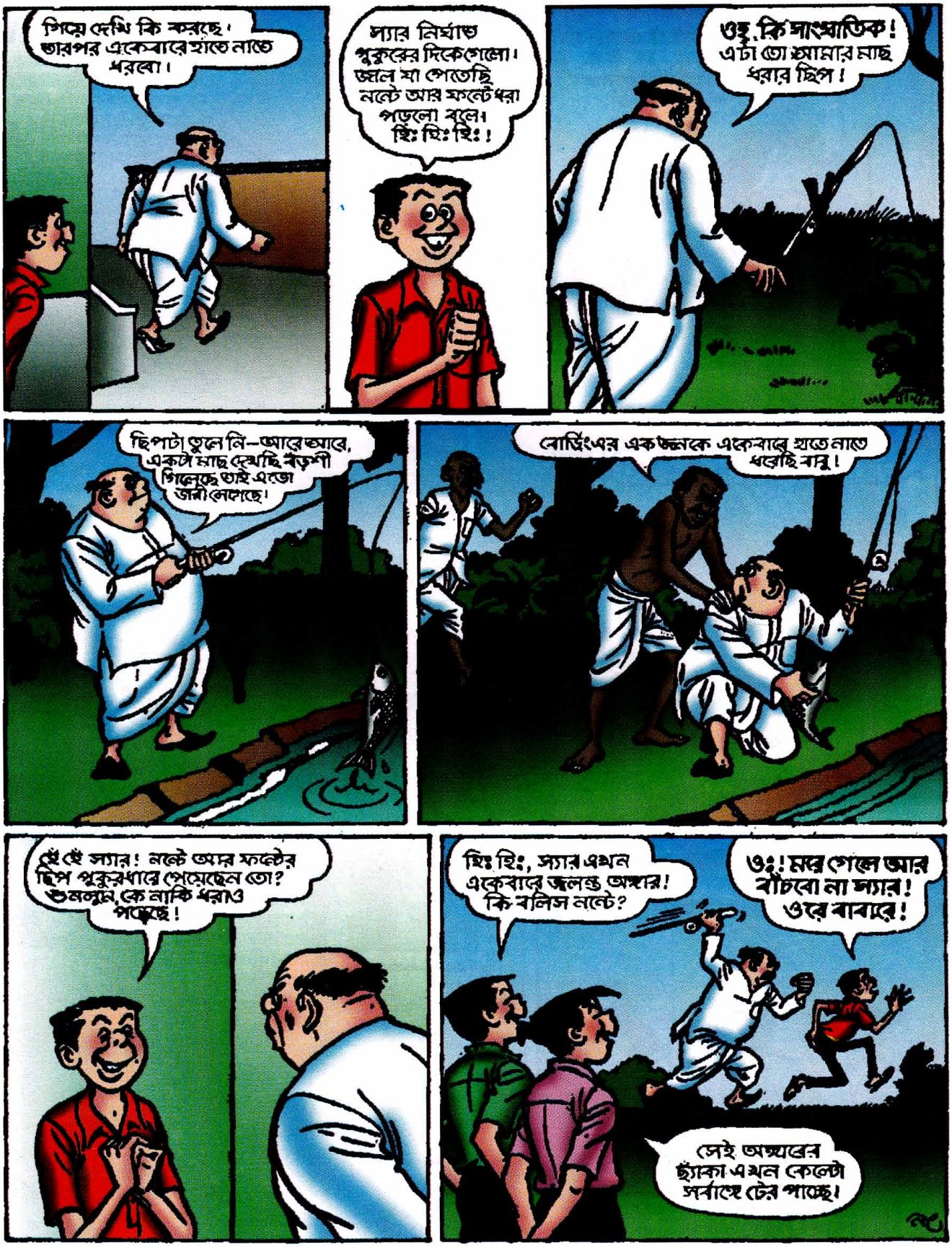
গিয়ে দেখি কি করছে। তারপর একেবারে হাতে নাতে ধরবো।
স্যার নির্ঘাত পুকুরের দিকে গেলো। জাল যা পেতেছি নল্টে আর ফল্টে ধরা পড়লো বলে। হিঃ হিঃ হিঃ!
ওহ্, কি সাংঘাতিক! এটা তো আমার মাছ ধরার ছিপ!
ছিপটা তুলে নি—আরে আরে, একটা মাছ দেখছি বঁড়শী গিলেছে তাই এতো জারী লেগেছে।
বোর্ডিংএর এক জনকে একেবারে হাতে নাতে ধরেছি বাবু!
হেঁ হেঁ স্যার! নল্টে আর ফল্টের ছিপ পুকুরধারে পেয়েছেন তো? শুনলুম, কে নাকি ধরাও পড়েছে!
হিঃ হিঃ, স্যার এখন একেবারে জলন্ত অঙ্গার! কি বলিস নল্টে?
ওঃ! মরে গেলে আর বাঁচবো না স্যার! ওরে বাবারে!
সেই অঙ্গারের ছ্যাঁকা এখন কেলটা সর্বাঙ্গে টের পাচ্ছে।

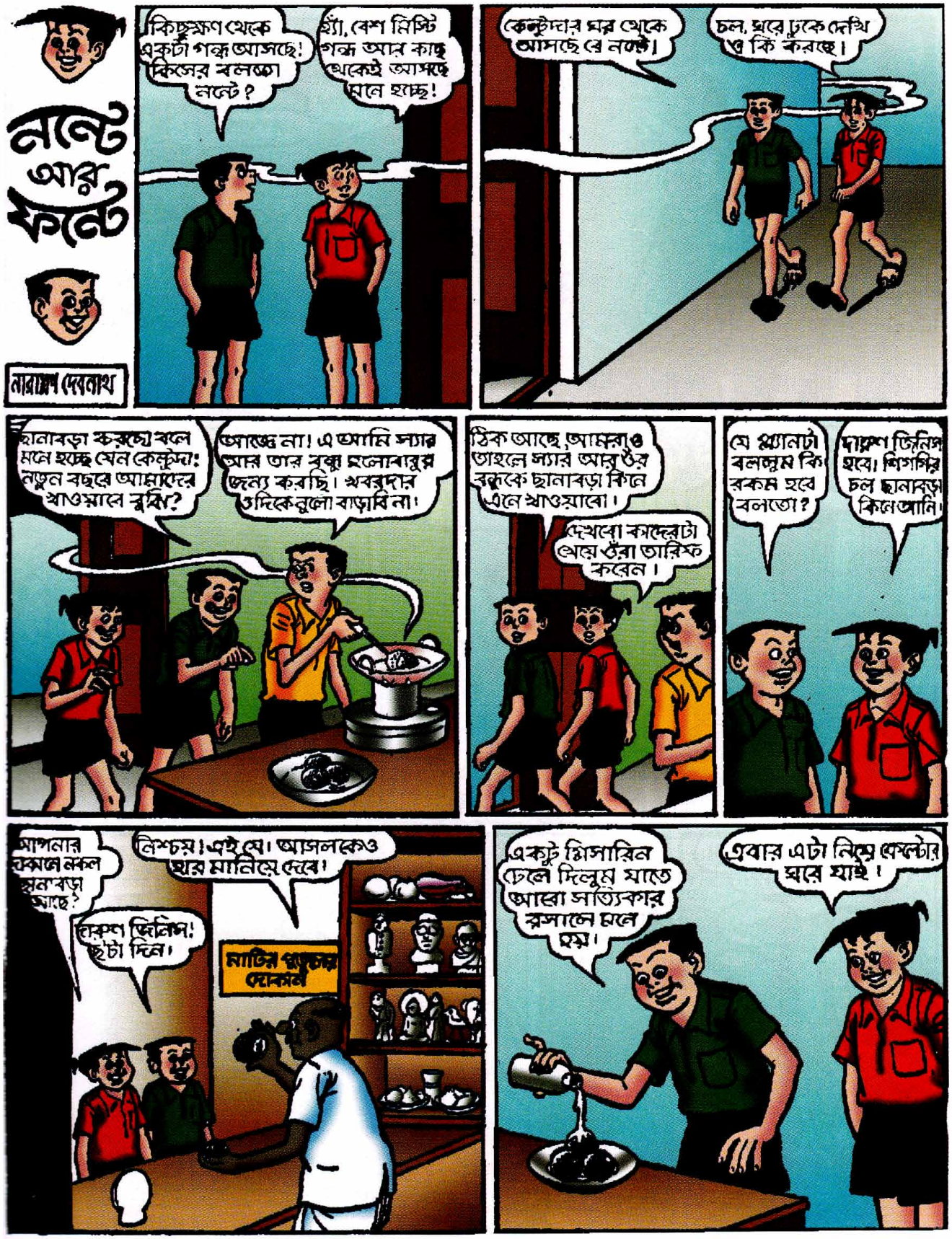
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিছুক্ষণ থেকে একটা গন্ধ আসছে! কিসের বলতো নন্টে?
হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি গন্ধ আর কাছ থেকেই আসছে মনে হচ্ছে!
কেল্টুদার ঘর থেকে আসছে রে নন্টে।
চল, ঘরে ঢুকে দেখি ও কি করছে।
ছানাবড়া করছো বলে মনে হচ্ছে যেন কেল্টুদা: নতুন বছরে আমাদের খাওয়াবে বুঝি?
আজ্ঞে না! এ আমি স্যার আর তার বন্ধু হলোবাবুর জন্য করছি। খবরদার ওদিকে নুলো বাড়াবি না।
ঠিক আছে, আমরাও তাহলে স্যার আর ওঁর বন্ধুকে ছানাবড়া কিনে এনে খাওয়াবো।
দেখবো কাদেরটা খেয়ে ওঁরা তারিফ করেন।
যে প্ল্যানটা বললুম কি রকম হবে বলতো?
দারুণ জিনিস হবে। শিগগির চল ছানাবড়া কিনে আনি।
আপনার দোকানে নকল ছানাবড়া আছে?
নিশ্চয়! এই যে। আসলকেও হার মানিয়ে দেবে।
দারুণ জিনিস! ছ'টা দিন।
মাটির পুতুলের দোকান
একটু মিসারিন ঢেলে দিলুম যাতে আরো সত্যিকার রসালে মনে হয়।
এবার এটা নিয়ে কেল্টার ঘরে যাই।


আমরা তো আর নিজেরা তৈরি করতে পারি নি তাই কিনেই খাওয়াচ্ছি। জিনিসটা কি রকম বলো তো?
কেনা জিনিস তো ভালো হবেই। ওতে আর বাহাদুরির কি আছে।
কেষ্টদা! তুমি তোমারিটা আগে পরিবেশন করবে পরে আমরা।
ওরা আমার ওপর চাল মেরে যাবে তা হতে দেবো না। একটা কিছু মতলব খাটাতে হবে।
বেশ তাই হবে।
ঘুপারিনঠেন বাবুকা বকুলোগ আসিয়েছেন। আপনাকে বোলাইছেন।
এখুনি যাচ্ছি।
হেঃ হেঃ! আমারটা আগে দিতে বলে ভালোই করেছিস। তবে তারিফটা আর তোরা পেলিনা। ওটা আমিই পাবো।
বাঃ! দেখতে চমৎকার হয়েছে! নতুন বছরে আমাদের খাওয়াবার জন্যে ও নিজে এইসব ছানাবড়া করেছে। ভারী কারিৎকর্মা ছেলে!
সাইজেও দেখবার মতো!
বাপরে! ছানার বড়া এতো সাংঘাতিক কড়া!
হিক!
হতচ্ছাড়া ছুঁচো! ছানারবড়া দিয়ে আজ তোর নড়া ভাঙবো!
ওফ্!
স্যারের কি টিপ রে মাইরি!
বেশ ভালোই লাগছে কি ব্লেসিং নন্টে?
চমৎকার!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ











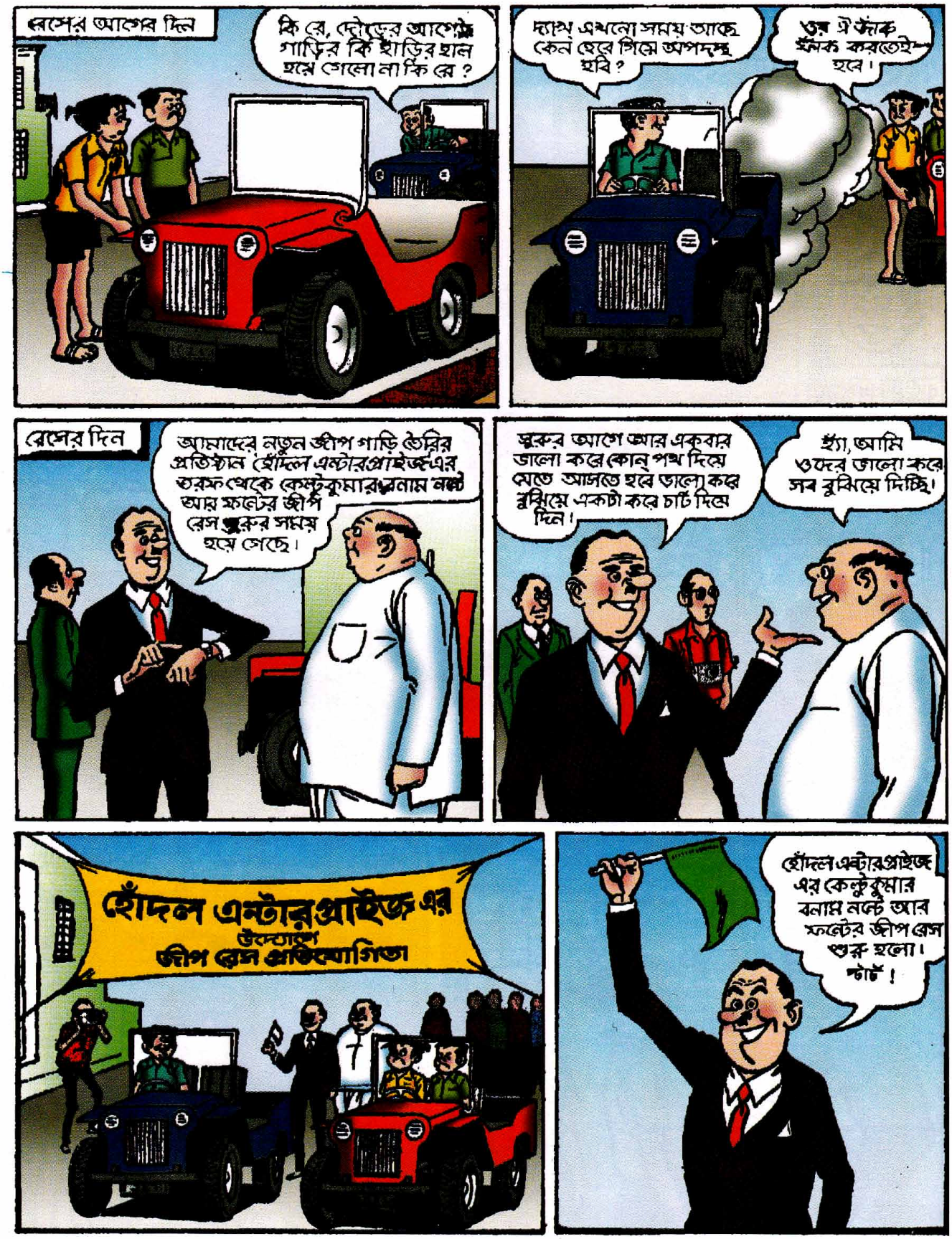
রেসের আগের দিন
কি রে, দৌড়ের আগেই গাড়ির কি হাঁড়ির হাল হয়ে গেলো না কি রে ?
দ্যাখ এখনো সময় আছে, কেন ঘেরে গিয়ে অপদস্থ হবি ?
ওর ঐ ঝঁকি ঝঁকি করতেই হবে।
রেসের দিন
আমাদের নতুন জীপ গাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠান হোঁদল এন্টারপ্রাইজ-এর তরফ থেকে কেলটুকুমার বনাম নন্টে আর ফন্টের জীপ রেস শুরুর সময় হয়ে গেছে।
শুরুর আগে আর একবার ভালো করে কোন্ পথ দিয়ে যেতে আসতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে একটা করে চার্ট দিয়ে দিন।
হ্যাঁ, আমি ওদের ভালো করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।
হোঁদল এন্টারপ্রাইজ এর উদ্যোগে
জীপ রেস প্রতিযোগিতা
হোঁদল এন্টারপ্রাইজ এর কেলটুকুমার বনাম নন্টে আর ফন্টের জীপ রেস শুরু হলো। স্টার্ট !

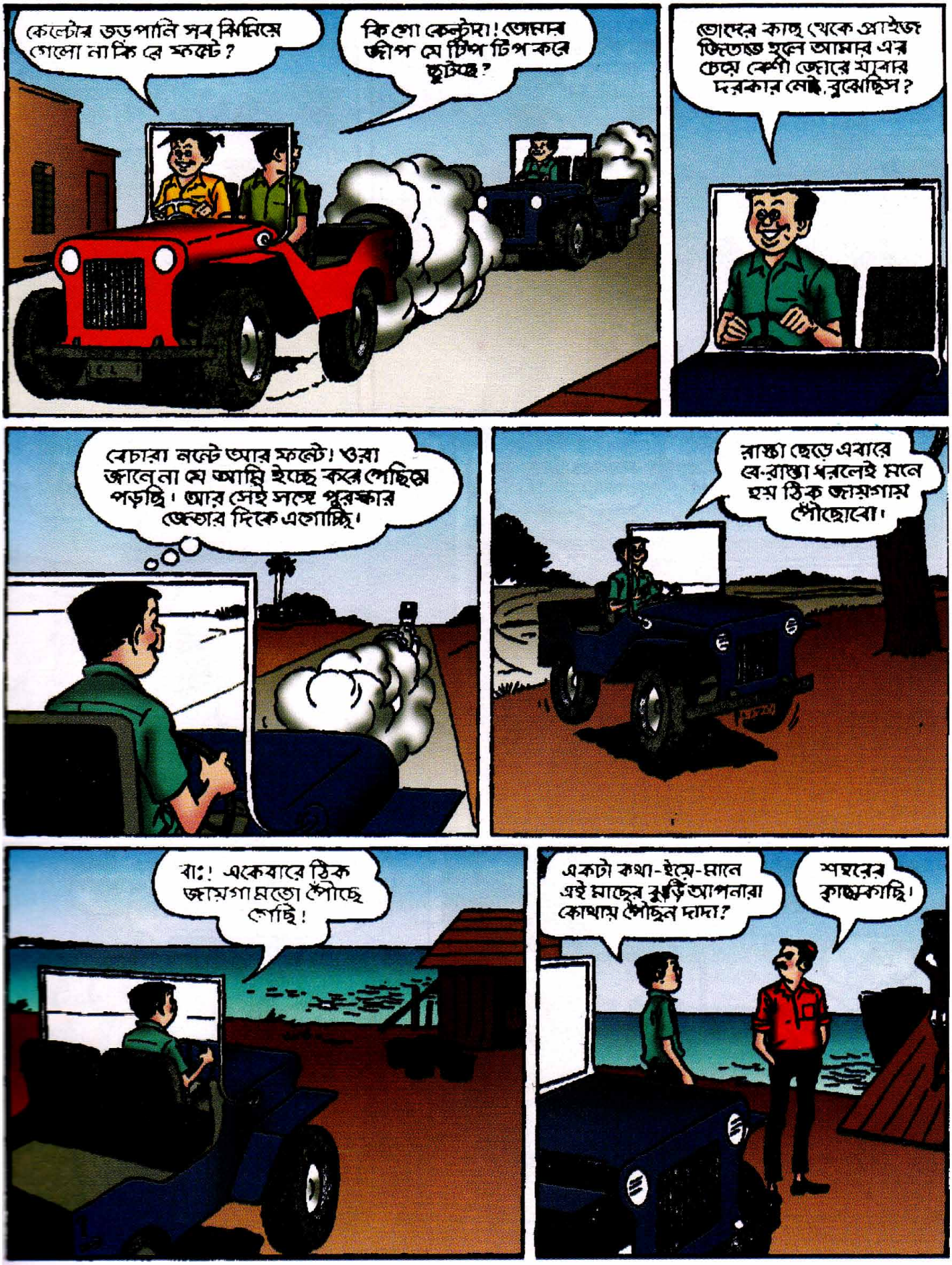
কেল্টোর জড়পানি সব ঝিমিয়ে গেলো না কি রে ফল্টে?
কি গো কেল্টোদা! তোমার জীপ যে টিপ টিপ করে ছুটছে?
তাদের কাছ থেকে প্রাইজ জিতলে আমার এর চেয়ে বেশী জোরে যাবার দরকার নেই, বুঝেছিস?
বেচারা নল্টে আর ফল্টে! ওরা জানে না যে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়ে পড়ছি। আর সেই সঙ্গে পুরস্কার জেতার দিকে এগোচ্ছি।
রাস্তা ছেড়ে এবারে বে-রাস্তা ধরলেই মনে হয় ঠিক জায়গায় পৌঁছোবো।
বাঃ! একেবারে ঠিক জায়গা মতো পৌঁছে গেছি!
একটা কথা-ইয়ে-মানে এই মাছের বুড়ি আপনারা কোথায় পৌঁছুবেন দাদা?
শঙ্করের কাছে যাচ্ছি।

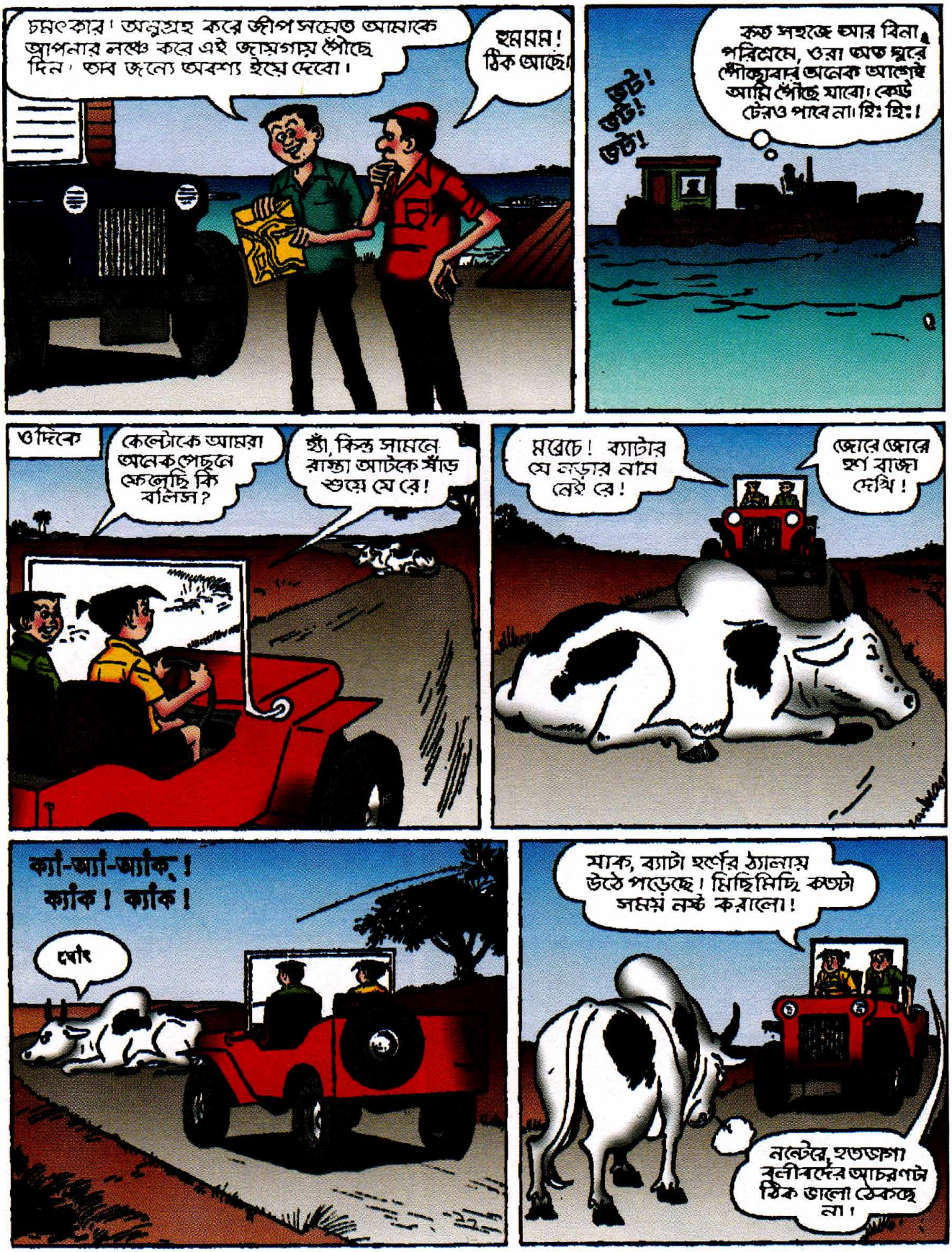
চমৎকার! অনুগ্রহ করে জীপ সমেত আমাকে আপনার লঞ্চে করে এই জায়গায় পৌঁছে দিন। তার জন্যে অবশ্য ইয়ে দেবো।
হুমমম! ঠিক আছে!
ভট! ভট! ভট!
কত সহজে আর বিনা পরিশ্রমে, ওরা অত ঘুরে পৌঁছাবার অনেক আগেই আমি পৌঁছে যাবো। কেউ টেরও পাবে না। হিঃ হিঃ!
ওদিকে
কেল্লাকে আমরা অনেক পেছনে ফেলেছি কি বলিস?
হ্যাঁ, কিন্তু সামনে রাস্তা আটকে ষাঁড় শুয়ে যে রে!
মরেছে! ব্যাটার যে নড়ার নাম নেই রে!
জোরে জোরে হর্ণ বাজা দেখি!
ক্যা-অ্যা-অ্যাক্! ক্যাক! ক্যাক!
হোঁৎ
মাক, ব্যাটা হর্ণের ঠ্যালায় উঠে পড়েছে! মিছিমিছি কতটা সময় নষ্ট করালো!
নন্টেরে, হতভাগা বলীবর্দের আচরণটা ঠিক ভালো ঠেকছে না!


ঘোঁয়াৎ!
গেলুম রে!
ওক্‌ৎ!
উঃ, কেন্টোর সঙ্গে জীপ রেসে শেষে কিনা ষাঁড়ের গুঁতোয় ফেঁসে গেলুম!
একে নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটিয়েছি তারওপর গাড়িটার রং আবার লাল। ব্যাটা ক্ষেপে গিয়েছিলো।
এই মরেচে! হাঁড়াতে গিয়েযে হাঁটু আঁধি ঢুকে গেলো রে!
বেস আমাদের এখানেই বোধ হয় শেষ হয়ে গেলো। কেল্টোটাই শেষ পর্যন্ত প্রাইজ বগলদাবা করবে।
কি হবে রে মন্টে? এই পাঁকেতেই হাঁক পাঁক করতে হবে?
হাঁড়া, একজন আসছে। এইযে দাদা! আমরা কাদায় আটকে বড়ই বিপাকে পড়েছি!
পাঁকে পইরেছ দিব্যি দেখতিছি। কিন্তুক পথ ছাড়বুক উখানে কাদার ভেতর গেঁদুলে ক্যামনে?
এবার আমাদের ভালো দিকি মোড়লদাদু!
ইচ্ছে করে কি আর সেঁদিয়েছি- স্যাঁদানো হয়েছে!


তুলবো তো লিচ্চয়। আমি য্যাখন ইখানে হাজির রইচি ত্যাখন আর ডর নাই। কিন্তুক আপুনাদের কে উখানে কাদাতে স্যাঁদায়ে দিলো ইটা তো বুঝতে লারছি।
ইকি ফ্যাসাদ রে? আগে তোল, তা নয় কাদায় আটকে রেখে জেরা শুরু করেছে।
আগে আমাদের তোলার ব্যবস্থা করো তো মোড়লদাদু পরে সব বুঝিয়ে বলবেখিন।
ঠিক আচে। আমি লোক আর দড়ি লিয়ে এগ্‌তেচি।
কিছুক্ষণ পরে
ভীমে, বাবুদিগে কাদার থিকে তুইলে দে।
দিখো না কেনে, এক হেঁচকায় দুটোকেই তুইলে নে আসচি।
হেঁইও-ওপ্‌শ!
ইটা কি হল ভীমে? ক্ষ্যামতায় বুকুর নি, তবু এক সাতে দুজনকে তুলতে নেপেচে। যতো সব আনাড়ির কম্মো।
আরো কিছু পরে
উঃ, মোড়লদাদু এসে না পড়লে আমাদের কি দুরবস্থাই না হতো! এবারে গাড়িটা একটু ঠেলে তুলে দিলেই উপকারটা পুরোপুরি হয়ে যায়।
এই দ্যাখ্ ভীমে, তুইলে মরিচি। কাদার ভেতর ক্যামনে পুঁইতে গেছলো তা তো জানা হলো নি!
ও লিচ্চয় তেনারা পুঁইতেছেলেন। ভুল কইরে ভাগ্যি পায়ের দিগে পুঁইতেছেলেন মাথার দিগে হলে আর দ্যাখতে হতো নি!


কি ব্যাপার বল্‌তো?
আমাদের কাছ থেকে পুরস্কার জেতার আর আশা নেই বুঝে রাস্তায় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।
এদিকে
আমার যথেষ্ট উপকার করলেন— এই নিন আপনার ইমেটা।
ধন্যবাদ!
ওরা যতক্ষণে ঘুরে এসে পৌঁছোবে তার অনেক আগেই পুরস্কার আমার হস্তগত হয়েগেছে। নিজেই নিজেকে বলতে ইচ্ছে করছে—কেল্টুকুমার যুগ যুগ জীও।
একটা গাড়ি আসছে। একজন যখন, নিশ্চয়ই কেল্টু!
হ্যাঁ, কেল্টুকুমারই বটে। কাপটা তাহলে ওই জিতলো!
ক্লিক
জীপ বেলে পুরস্কার বিজয়ী এবং চ্যাম্পিয়ান!
ক্লিক
এই নাও কেল্টুকুমার, তোমার 'বিজয়ীর পুরস্কার!
ধন্যবাদ স্যার!


একি রে!
আমাদের কাদা মাখাই সার পোচ্চা?
তোরা কি সং সেজে ঢং দেখাতে আসছিস নাকি রে নন্টে আর ফল্টে!
হেঃ, আমার সঙ্গে কেন যে তোরা পাল্লা দিতে আসিস বুঝিনা। আর এখন মন খারাপ করলে কি হবে বল? হেঃ হেঃ!
উফ্, হাঁফ ধরে গেছে! যাক্ তবু আপনাকে খুঁজে পেয়েছি!
লঞ্চওয়ালা এখানে কেন
আপনি আমার লঞ্চে ওঠার পর ঢুল করে এক ঝুড়ি মাছ আপনার গাড়িতে রেখেছিলাম।
হুমম! বটে?
তাই তো ভাবছি, যে এতো মাছের গন্ধ আসে কোত্থেকে। কোথায় সেই চিটিং বাস্ত মর্কটটা!
ওই যে স্যার, আপনার ভয়ে পালাচ্ছে!
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমার বোর্ডিংএর ছাত্র হয়ে কিনা চিটিংবাজী? আগে ধরি, তারপর দেখবি তোকে কি করি!
উপস্
নন্টে, এবারে স্যার আর কেষ্টোর মধ্যে গাড়ি বনাম ঠ্যাং-এর দৌড়ের প্রতিযোগিতা।
চালাকি করে নয়, এবার সত্যিকারের বিজয়ী!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি চমৎকার কাঁচালঙ্কা আর মাইরি ফন্টে!
আমাকে নীচে পাহারায় রেখে, তখন থেকে তুই-ই খালি খেয়ে যাচ্ছিস।
এবার না দিলে আমি কিন্তু চ্যাঁচাবো নন্টে!
আরে! ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছিস্ কেন?
আম গাছে কে র‍্যা? দাঁড়া, আম খাওয়া বের করছি!
ফন্টে! আমাকে ফেলে যাসনে— ও-ও-ও-ও!
ওফ্!
হতচ্ছাড়া বেল্লিক ফন্টেটাকে আজ দেখে নেবো।
ইস্! তোর নাকটা একেবারে ল্যাংড়া আম হয়ে গেছে রে নন্টে, হিঃ-হিঃ!
এই আধলা ঝেড়ে তোর নাক আমি ফজলি আম বানিয়ে ছাড়বো বেল্লিক! তোর জন্যেই তো এরকম হলো।
কী? আমাকে আধলা ইঁট ঝাড়বি? তাহলে আমি তোকে—
সহসা
আগুন! আগুন!
এইরে! ঘরে আগুন লেগে গেছে নাকি?

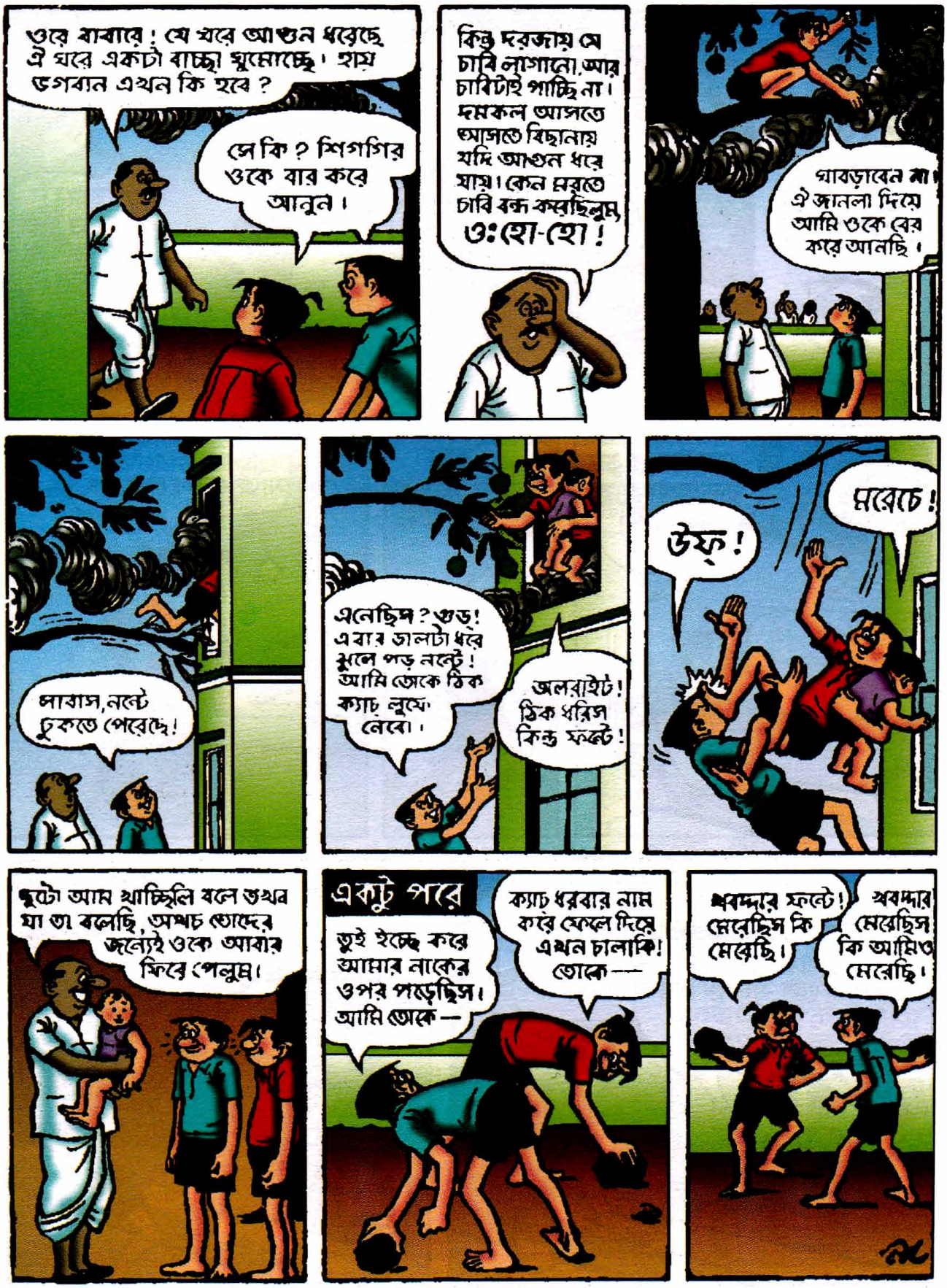
ওরে বাবারে ! যে ঘরে আগুন ধরেছে ঐ ঘরে একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। হায় ভগবান এখন কি হবে ?
সে কি ? শিগগির ওকে বার করে আনুন।
কিন্তু দরজায় যে চাবি লাগানো আর চাবিটাই পাচ্ছি না। দমকল আসতে আসতে বিছানায় যদি আগুন ধরে যায়। কেন মরতে চাবি বন্ধ করেছিলুম ওঃ হো-হো !
ঘাবড়াবেন না ঐ জানলা দিয়ে আমি ওকে বের করে আনছি।
সাবাস, নন্টে ঢুকতে পেরেছে!
এনেছিস ? গুড্! এবার জানলাটা ধরে ঝুলে পড় নন্টে ! আমি তোকে ঠিক ক্যাচ লুফে নেবো।
অলরাইট! ঠিক ধরিস কিন্তু ফল্টে !
উফ্!
পরেচে !
ছুটো আম খাচ্ছিলি বলে তখন যা তা বলেছি, অথচ তোদের জন্যেই ওকে আবার ফিরে পেলুম।
একটু পরে
তুই ইচ্ছে করে আমার নাকের ওপর পড়েছিস। আমি তোকে —
ক্যাচ ধরবার নাম করে ফেলে দিয়ে এখন চালাকি! তোকে —
খবদ্দার ফল্টে! মেরেছিস কি মেরেছি।
খবদ্দার মেরেছিস কি আমিও মেরেছি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ





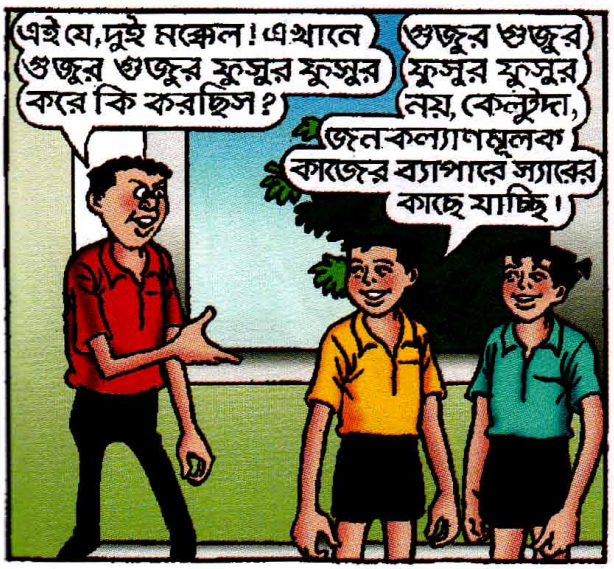







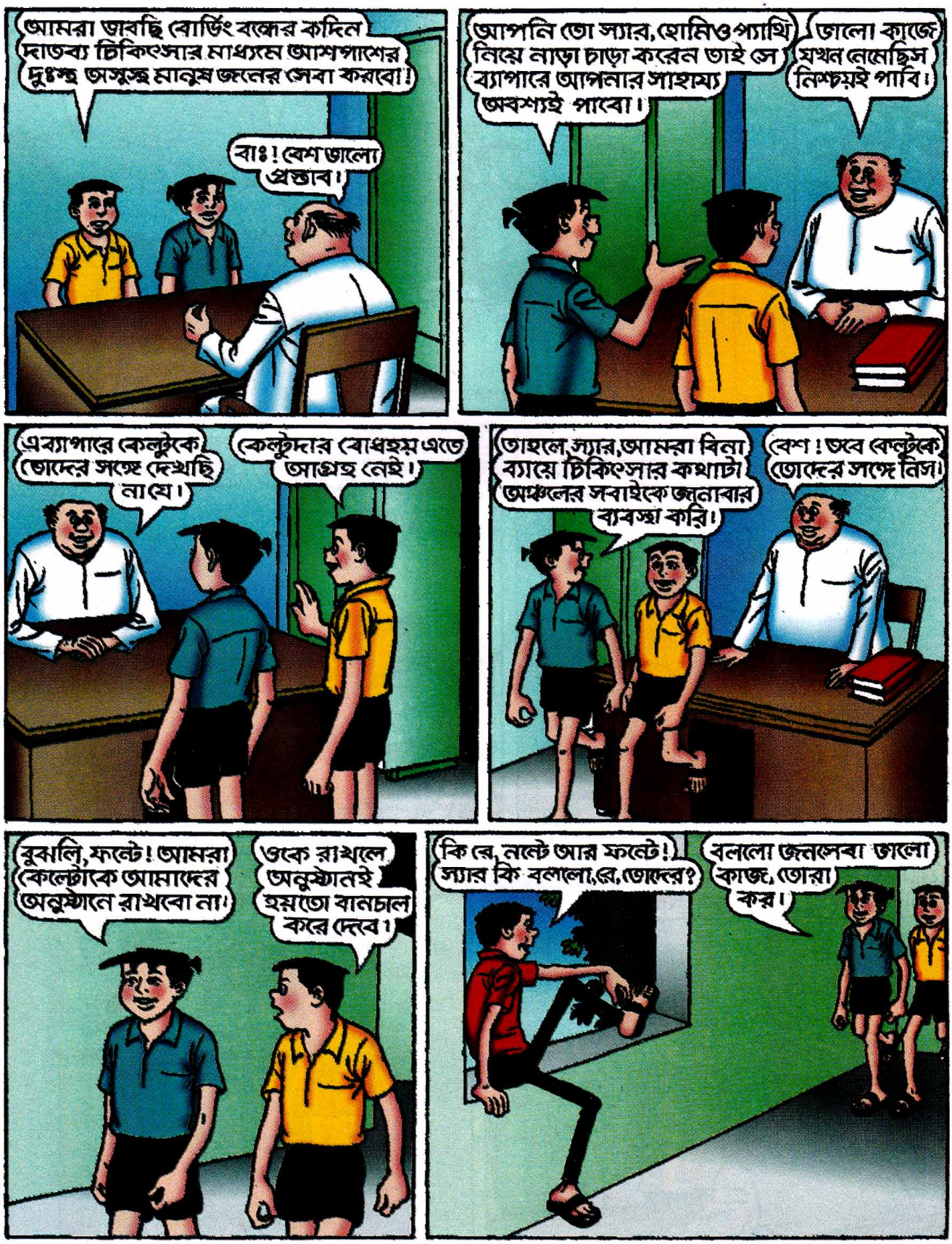
আমরা ভাবছি বোর্ডিং বন্ধের কদিন দাতব্য চিকিৎসার মাধ্যমে আশপাশের দুঃস্থ অসুস্থ মানুষ জনের সেবা করবো!
বাঃ! বেশ ভালো প্রস্তাব।
আপনি তো স্যার, হোমিওপ্যাথি নিয়ে নাড়া চাড়া করেন তাই সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য অবশ্যই পাবো।
ভালো কাজে যখন নেমেছিস নিশ্চয়ই পাবি।
এব্যাপারে কেলুকে তোদের সঙ্গে দেখছি না যে।
কেলুদার বোধহয় এতে আগ্রহ নেই।
তাহলে স্যার, আমরা বিনা ব্যায়ে চিকিৎসার কথাটা আশ্চলের সবাইকে জনাবার ব্যবস্থা করি।
বেশ! তবে কেলুকে তোদের সঙ্গে নিস।
বুঝলি, ফন্টে! আমরা কেলুকে আমাদের অনুষ্ঠানে রাখবো না।
ওকে রাখলে অনুষ্ঠানই হয়তো বানচাল করে দেবে।
কি রে, নন্টে আর ফন্টে! স্যার কি বললো রে, তোদের?
বললো জনসেবা ভালো কাজ, তোরা কর।

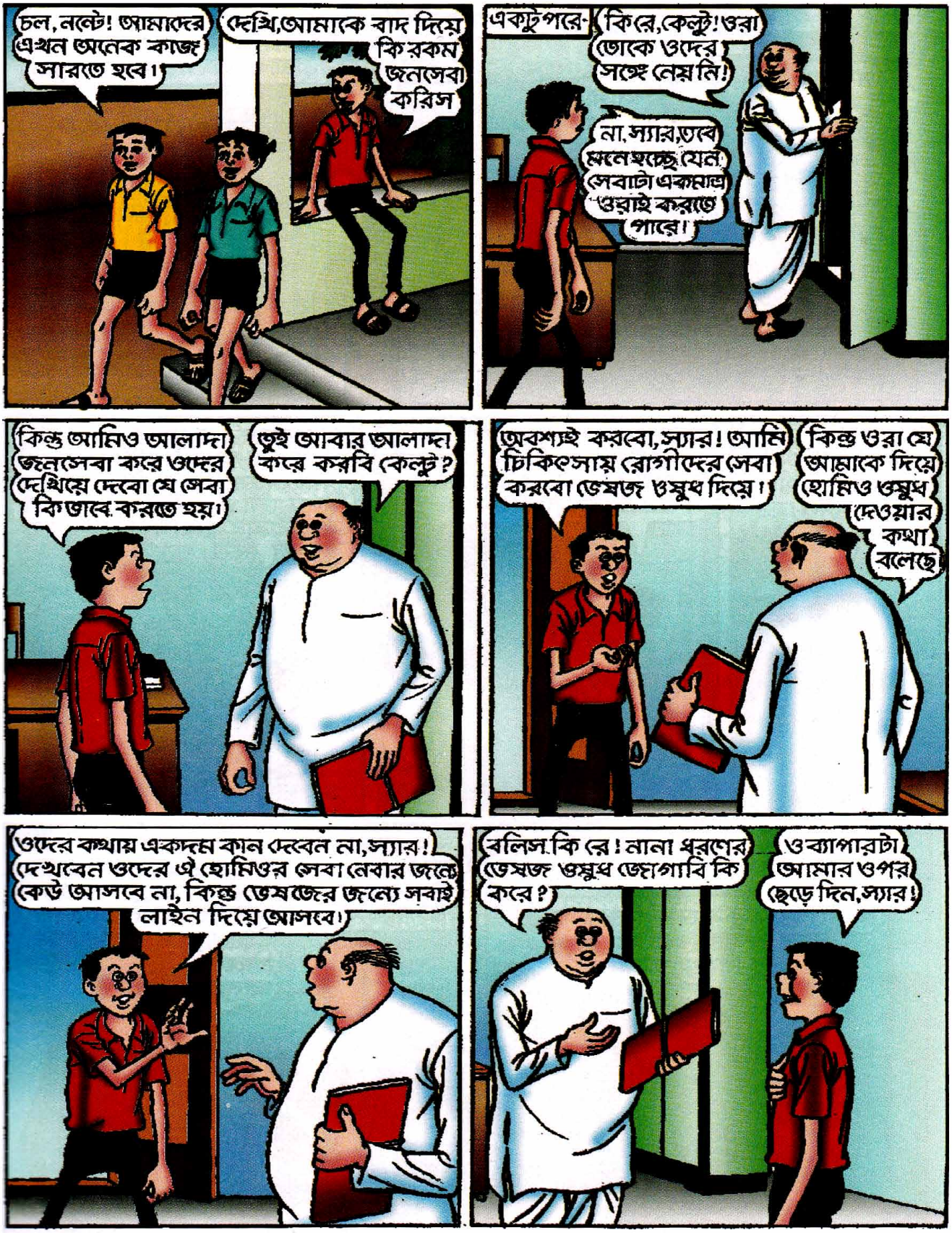
চল, নল্টে! আমাদের এখন অনেক কাজ সারতে হবে।
দেখি, আমাকে বাদ দিয়ে কি রকম জনসেবা করিস
একটু পরে-
কি রে, কেল্টু! ওরা তোকে ওদের সঙ্গে নেয় নি!
না, স্যার, তবে মনে হচ্ছে যেন সেবাটা একমাত্র ওরাই করতে পারে।
কিন্তু আমিও আলাদা জনসেবা করে ওদের দেখিয়ে দেবো যে সেবা কি ভাবে করতে হয়।
তুই আবার আলাদা করে করবি কেল্টু?
অবশ্যই করবো, স্যার! আমি চিকিৎসায় রোগীদের সেবা করবো ভেষজ ওষুধ দিয়ে।
কিন্তু ওরা যে আমাকে দিয়ে হোমিও ওষুধ দেওয়ার কথা বলেছে
ওদের কথায় একদম কান দেবেন না, স্যার! দেখবেন ওদের ঐ হোমিওর সেবা নেবার জন্যে কেউ আসবে না, কিন্তু ভেষজের জন্যে সবাই লাইন দিয়ে আসবে।
বলিস কি রে! নানা ধরণের ভেষজ ওষুধ জোগাবি কি করে?
ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন, স্যার!


পরে-
এই পোস্টারেই কাজ হয়ে যাবে, কি বলিস, নন্টে?
অবশ্যই হবে।
বিনা ব্যয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা
স্থান স্কুল বোর্ডিং চত্বর
এ্যাঃ! বিনা ব্যয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! করাচ্ছি হোমিওপ্যাথি দিয়ে তোদের জনসেবা। সেবা আমি করবো ভেষজ চিকিসা করিয়ে।
বিনা ব্যয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা
স্থান স্কুল বোর্ডিং চত্বর
ওরা পোস্টার মেরে রুগী ডাকছে, আমি স্বয়ং গিয়ে রুগী ডাকবো।
কাল আমরা মানে বোর্ডি স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার আর আমি অসুস্থকে সুস্থ করার ব্রত নিয়ে ভেষজ চিকিৎসার মাধ্যমে –
আপনাদের সেবা করতে চাই। আপনারা যারা অসুস্থ আছেন তারা আমাদের বোর্ডিং চত্বরে এসে বিনামুল্যে ওষুধ নিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।
জ্বর, সর্দি, কাশি, পেটের গণ্ডগোল যার যা হয়েছে সবাইকে নিয়ে আসবেন।
যাবো গো বাবু যাবো বিনিপয়সায় চিকিচ্ছে হবে, যাবু নি, লিচ্চয় যাবো!
আর একটা ব্যাপার। ওখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধও দেবে কিন্তু ভুলেও নেবেন না ওতে অনেক ওষুধ খেতে হয় কিন্তু আমার ওষুধ একবার খেলে হাতে হাতে ফল সেটা সবাইকে জানিয়ে দেবেন।
লিচ্চয় জানাবো।

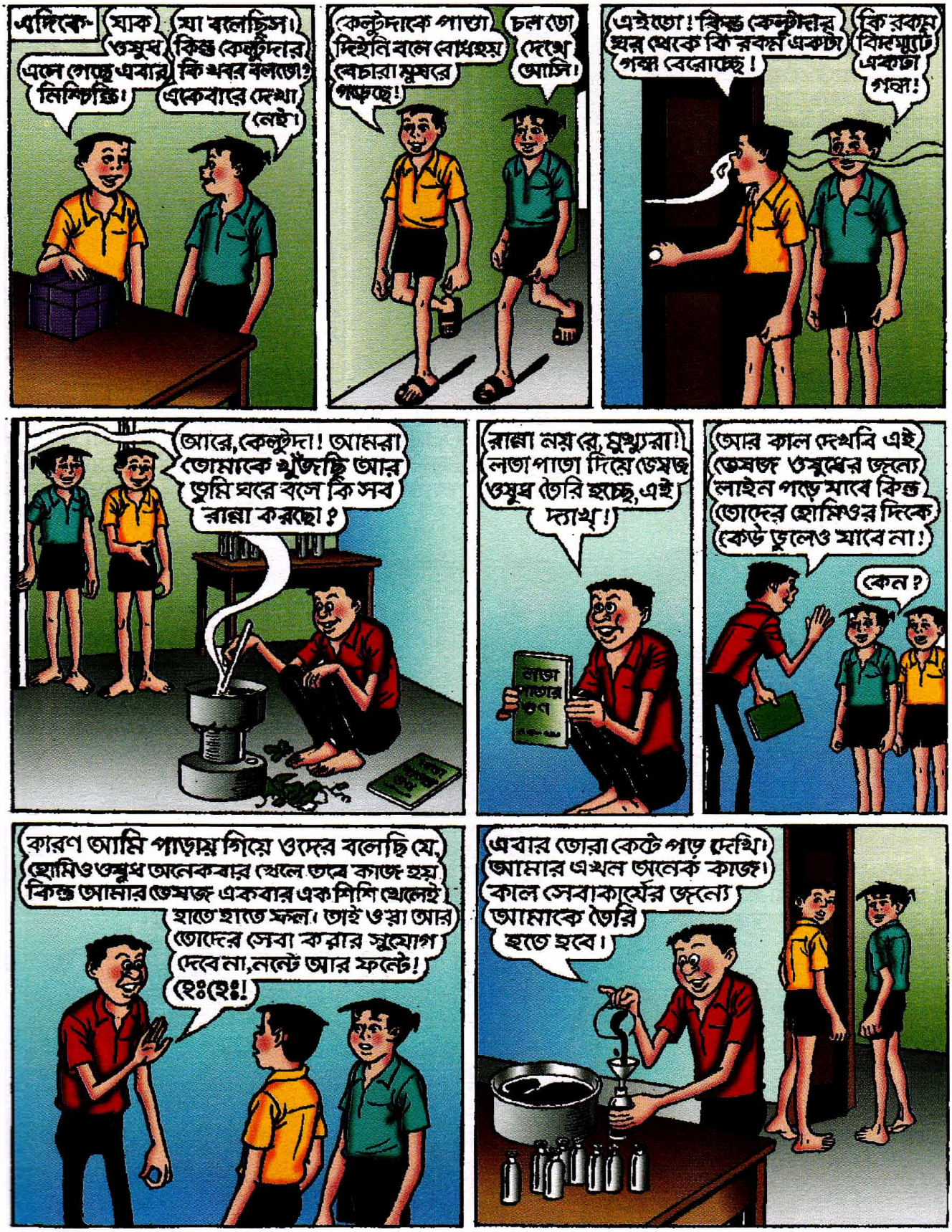
এদিকে-
যাক ওষুধ এসে গেছে এবার নিশ্চিন্তি।
যা বলেছিস। কিন্তু কেলুদার কি খবর বলতো? একেবারে দেখা নেই।
কেলুদাকে পাত্তা দিইনি বলে বোধহয় বেচারা মুষরে পড়ছে!
চল তো দেখে আসি।
এইতো! কিন্তু কেলুদার ঘর থেকে কি রকম একটা গন্ধ বেরোচ্ছে!
কি রকম বিদঘুটে একটা গন্ধ!
আরে, কেলুদা! আমরা তোমাকে খুঁজছি আর তুমি ঘরে বসে কি সব রান্না করছো?
রান্না নয় রে, মুখ্যুরা! লতা পাতা দিয়ে ভেষজ ওষুধ তৈরি হচ্ছে, এই দ্যাখ!
লতা পাতার গুণ
আর কাল দেখবি এই ভেষজ ওষুধের জন্যে লাইন পড়ে যাবে কিন্তু তোদের হোস্টিওর দিকে কেউ ভুলেও যাবে না!
কেন?
কারণ আমি পাড়ায় গিয়ে ওদের বলেছি যে, হোমিওওষুধ অনেকবার খেলে তবে কাজ হয় কিন্তু আমার ভেষজ একবার এক শিশি খেলেই হাতে হাতে ফল। তাই ওষুধ আর তোদের সেবা করার সুযোগ দেবে না, নন্টে আর ফন্টে!
হেঃহেঃ!
এবার তোরা কেট পড় দেখি। আমার এখন অনেক কাজ। কাল সেবাকার্যের জন্যে আমাকে তৈরি হতে হবে।

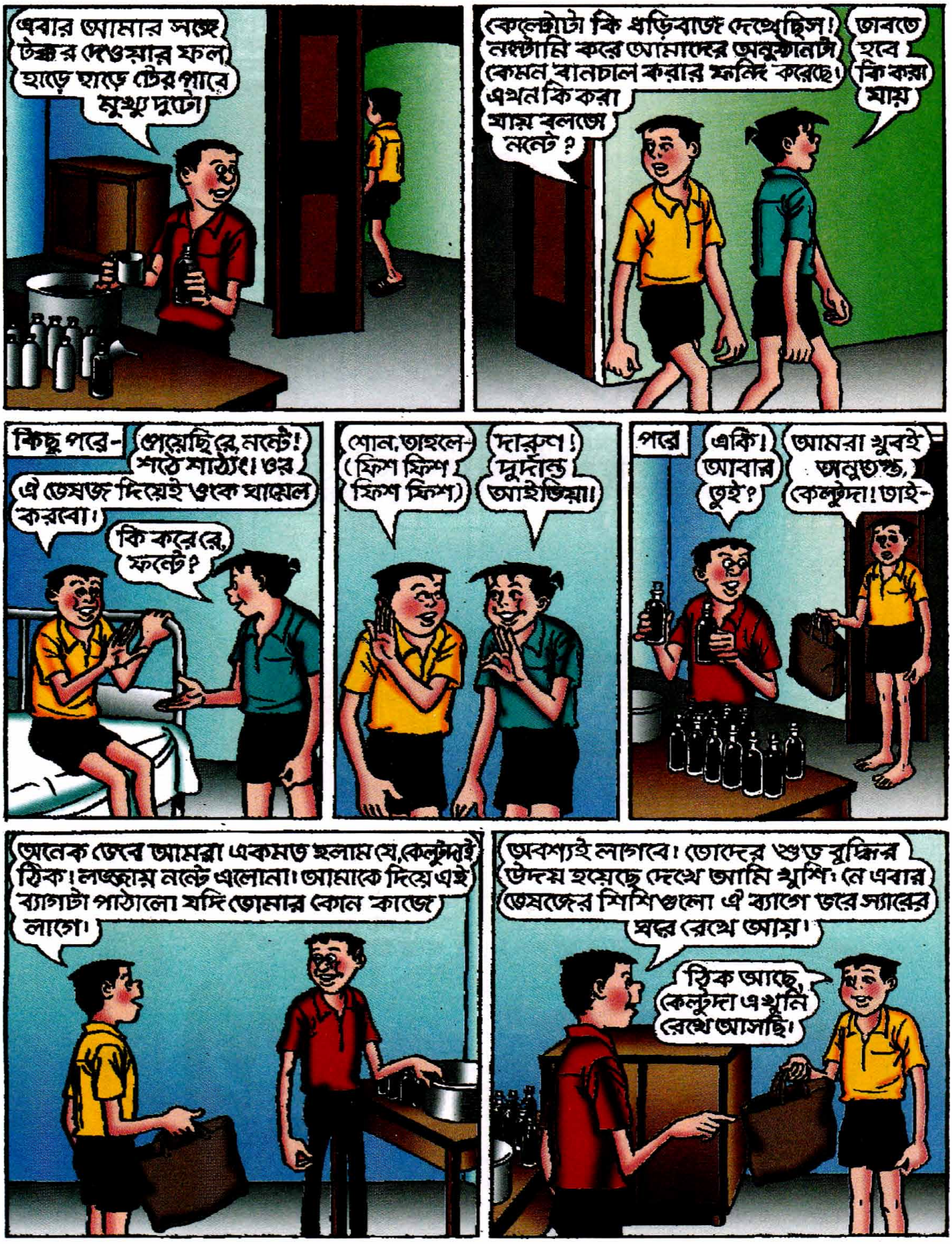
এবার আমার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ফল, হাড়ে হাড়ে টের পাবে মুখ্যু দুটো।
কেলোটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস! নষ্টামি করে আমাদের অনুষ্ঠানটা কেমন বানচাল করার ফন্দি করেছে। এখন কি করা যায় বলতো নন্টে?
ভাবতে হবে কি করা যায়
কিছু পরে-
পেয়েছি রে, নন্টে! শতে শাঠ্যং। ওর ঐ ভেষজ দিয়েই ওকে ঘায়েল করবো।
কি করে রে, ফন্টে?
শোন, তাহলে- (ফিশ ফিশ ফিশ ফিশ)
দারুণ! দুর্দান্ত আইডিয়া।
পরে
একি! আবার তুই?
আমরা খুবই অনুতপ্ত, কেলুদা! তাই-
অনেক ভেবে আমরা একমত হলাম যে, কেলুদাই ঠিক। লজ্জায় নন্টে এলোনা। আমাকে দিয়ে এই ব্যাগটা পাঠালো। যদি তোমার কোন কাজে লাগে।
অবশ্যই লাগবে। তোদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে আমি খুশি। নে এবার ভেষজের শিশিগুলো ঐ ব্যাগে ভরে স্যারের ঘরে রেখে আয়।
ঠিক আছে, কেলুদা এখুনি রেখে আসছি।

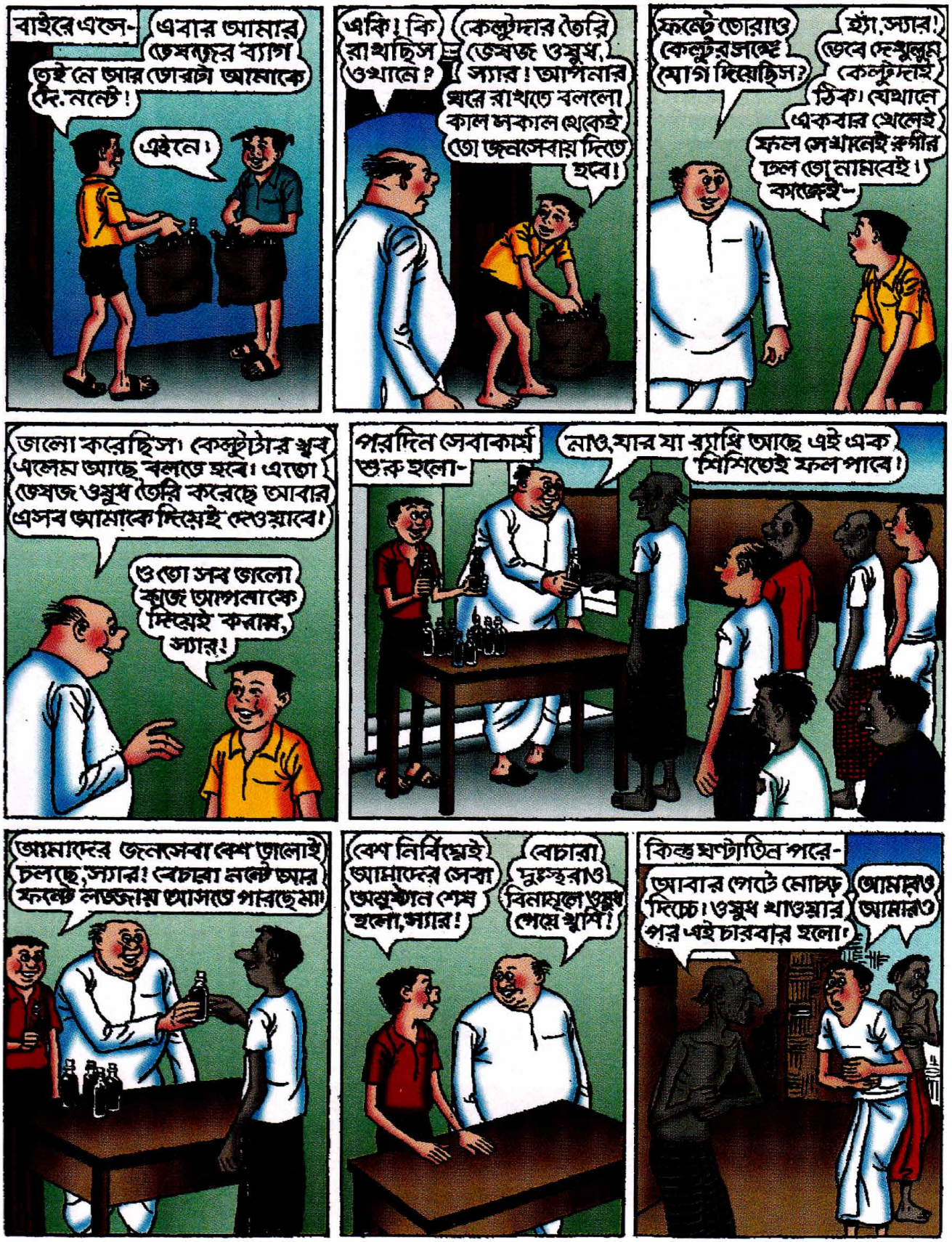
বাইরে এসে-
এবার আমার ভেষজের ব্যাগ দে.ননটে!
তুই নে আর তোরটা আমাকে
এইনে।
একি! কি রাখছিস ওখানে?
কেলুদার তৈরি ভেষজ ওষুধ, স্যার! আপনার ঘরে রাখতে বললো কাল সকাল থেকেই তো জনসেবায় দিতে হবে!
ফন্টে তোরাও কেলুটরসঙ্গে যোগ দিয়েছিস?
হ্যাঁ,স্যার! ভেবে দেখলুম কেলুদাই ঠিক। যেখানে একবার খেলেই ফল সেখানেই রুগীর চল তো নামবেই। কাজেই-
ভালো করেছিস। কেলুটার খুব এলেম আছে বলতে হবে। এতো ভেষজ ওষুধ তৈরি করেছে আবার এসব আমাকে দিয়েই দেওয়াবে!
ও তো সব ভালো কাজে আপনাকে দিয়েই করাব, স্যার!
পরদিন সেবাকার্য শুরু হলো-
নাও,যার যা ব্যাধি আছে এই এক শিশিতেই ফল পাবে!
আমাদের জনসেবা বেশ ভালোই চলছে,স্যার! বেচারা নন্টে আর ফন্টে লজ্জায় আসতে পারছে না!
বেশ নির্বিঘ্নেই আমাদের সেবা অনুষ্ঠান শেষ হলো,স্যার!
বেচারা দুঃস্থরাও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি!
কিন্তু ঘণ্টাতিন পরে-
আবার পেটে মোচড় দিচ্চে। ওষুধ খাওয়ার পর এই চারবার হলো!
আমারও আমারও

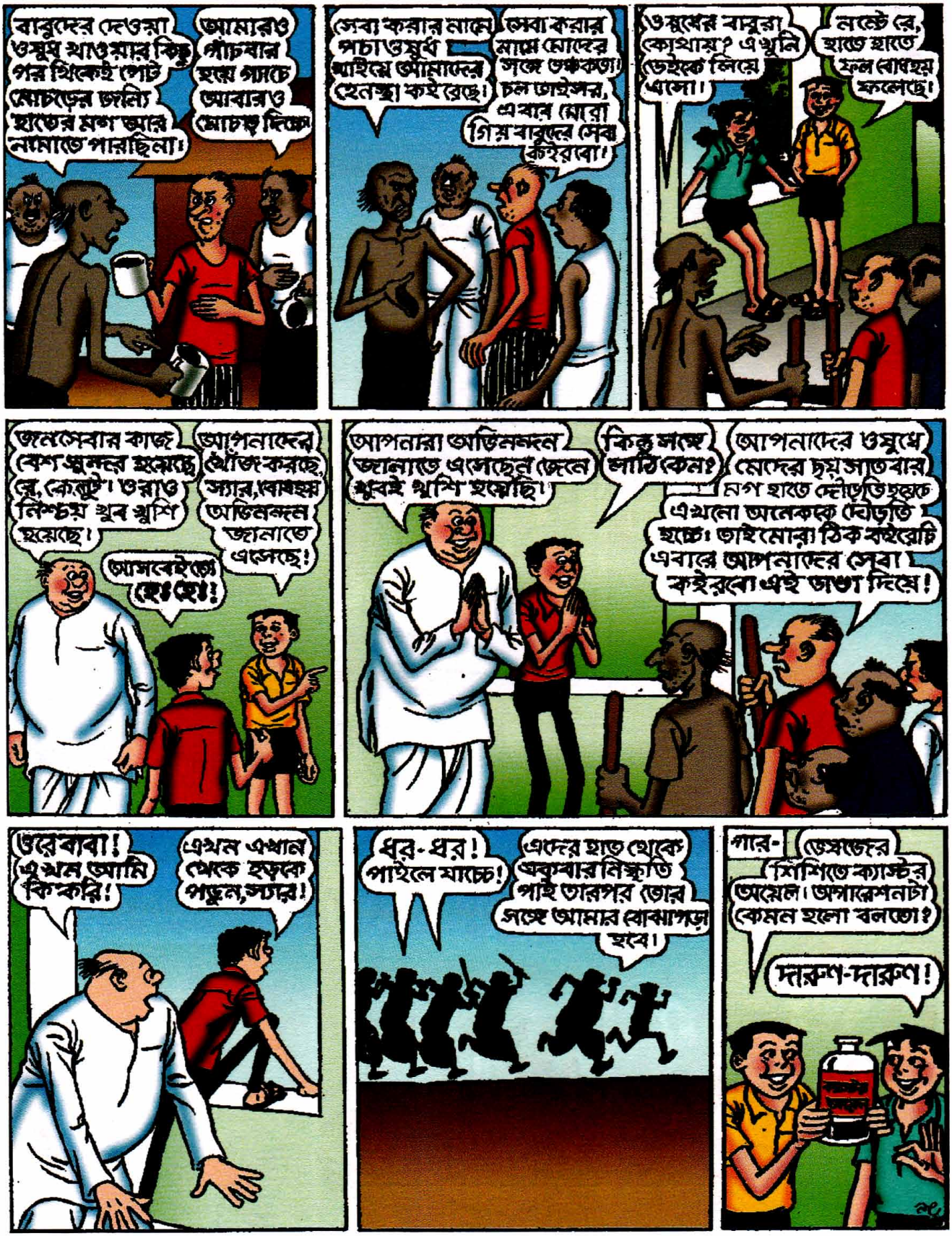
বাবুদের দেওয়া ওষুধ খাওয়ার কিছু পর থিকেই পেট মোচড়ের জন্যি হাতের মগ আর নামাতে পারছিনা।
আমারও পাঁচবার হয়ে গ্যাচে আবারও মোচড় দিচ্চে।
সেবা করার নামে পচা ওষুধ খাইয়ে আমাদের হেনস্থা কইরেছে।
সেবা করার নামে মোদের সঙ্গে তঞ্চকতা। চল ভাইসব, এবার মোরা গিয়ে বাবুদের সেবা কইরবো।
ওষুধের বাবুরা কোথায়? এখুনি ডেইকে নিয়ে এসো।
নষ্টে রে, হাতে হাতে ফল বোধহয় ফলেছে।
জনসেবার কাজ বেশ সুন্দর হয়েছে রে, কেষ্টা। ওরাও নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছে।
আপনাদের খোঁজ করছে স্যার, বোধহয় অভিনন্দন জানাতে এসেছে!
আসবেইতো হেঃ হেঃ!
আপনারা অভিনন্দন জানাতে এসেছেন জেনে খুবই খুশি হয়েছি।
কিন্তু সঙ্গে লাঠি কেন?
আপনাদের ওষুধে মোদের ছয় সাতবার মগ হাতে দৌড়াতে হচ্চে এখনো অনেককে দৌড়াতে হচ্চে। তাই মোরা ঠিক কইরেচি এবারে আপনাদের সেবা কইরবো এই ডাণ্ডা দিয়ে!
ওরেবাবা! এখন আমি কি করি!
এখন এখান থেকে হড়কে পড়ুন, স্যার!
ধর-ধর! পাইলে যাচ্চে!
এদের হাত থেকে একবার নিষ্কৃতি পাই তারপর তোর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে।
পার-
ডেস্কের সিসিতে ক্যাস্টর অয়েল। অপারেশনটা কেমন হলো বলতো?
দারুণ-দারুণ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ













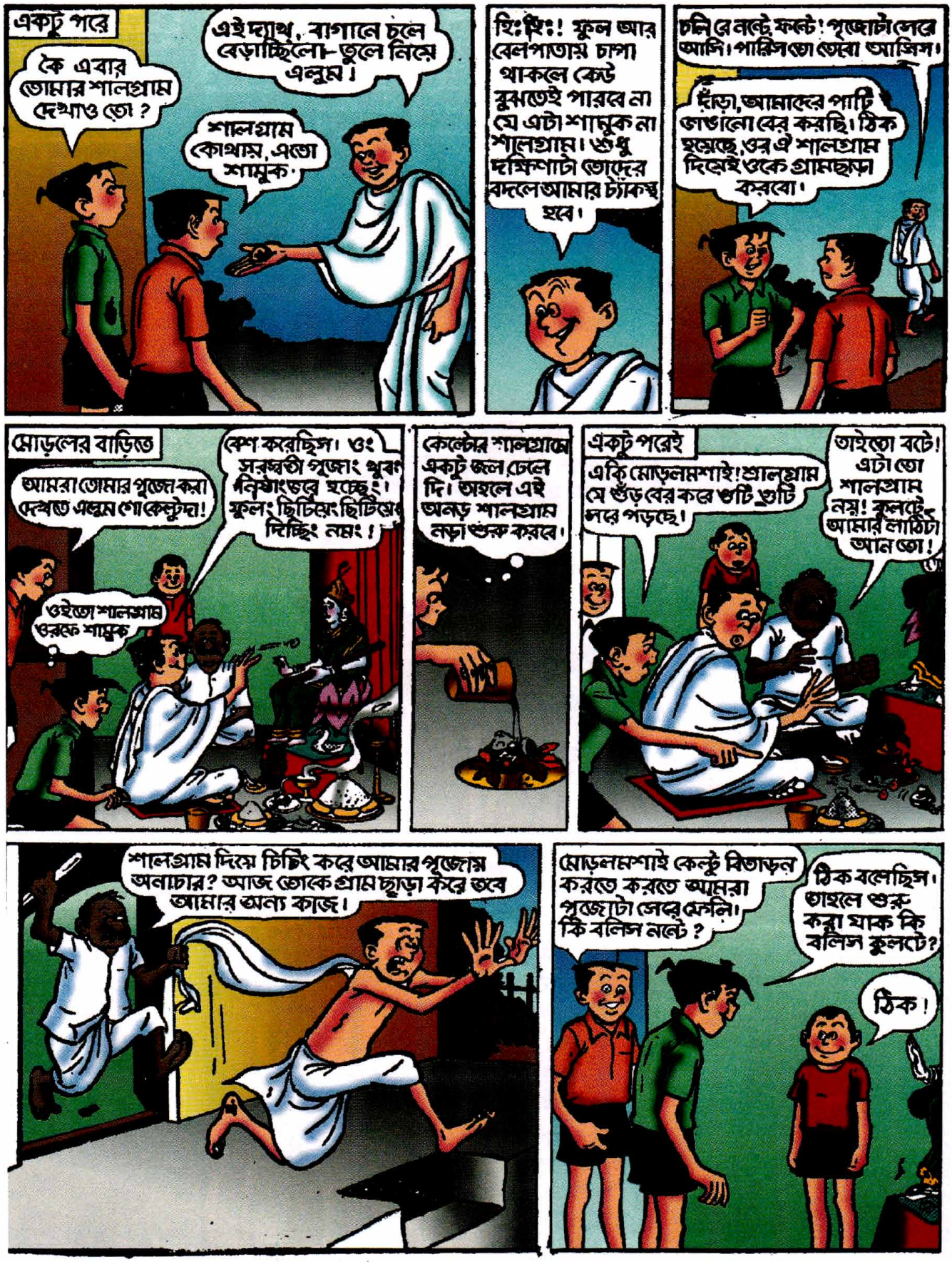
একটু পরে
কৈ এবার তোমার শালগ্রাম দেখাও তো ?
এই দ্যাখ, বাগানে চলে বেড়াচ্ছিলো- তুলে নিয়ে এলুম।
শালগ্রাম কোথায়, এতো শামুক।
হিঃ হিঃ! ফুল আর বেলপাতায় চাপা থাকলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটা শামুক না শালগ্রাম। শুধু দক্ষিণাটা তোদের বদলে আমার ট্যাঁকস্থ হবে।
চলি রে নন্টে, ফন্টে! পূজোটা সেরে আসি। পারিস তো তোরা আসিস।
দাঁড়া, আমাদের পার্টি ভাঙানো বের করছি। ঠিক হয়েছে, ওর ঐ শালগ্রাম দিয়েই ওকে গ্রামছাড়া করবো।
মোড়লের বাড়িতে
আমরা তোমার পূজো করা দেখতে এলুম গো কেল্টুদা!
বেশ করেছিস। ওং সরস্বতী পূজাং খুবং নিষ্ঠাংভরে হচ্ছেং। ফুলং ছিটিয়েং ছিটিয়েং দিচ্ছিং নমং!
ওইতো শালগ্রাম ওরফে শামুক
কেল্টোর শালগ্রামে একটু জল ঢেলে দি। তাহলে এই অনড় শালগ্রাম নড়া শুরু করবে।
একটু পরেই
একি মোড়লমশাই! শালগ্রাম যে শুঁড় বের করে গুটি গুটি সরে পড়ছে।
তাইতো বটে! এটা তো শালগ্রাম নয়! কুলটে, আমার লাঠিটা আন তো!
শালগ্রাম দিয়ে চিচিং করে আমার পূজোয় অনাচার? আজ তোকে গ্রাম ছাড়া করে তবে আমার অন্য কাজ।
মোড়লমশাই কেল্টু বিতাড়ন করতে করতে আমরা পূজোটা সেরে ফেলি। কি বলিস নন্টে ?
ঠিক বলেছিস। তাহলে শুরু করা যাক কি বলিস কুলটে?
ঠিক!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ













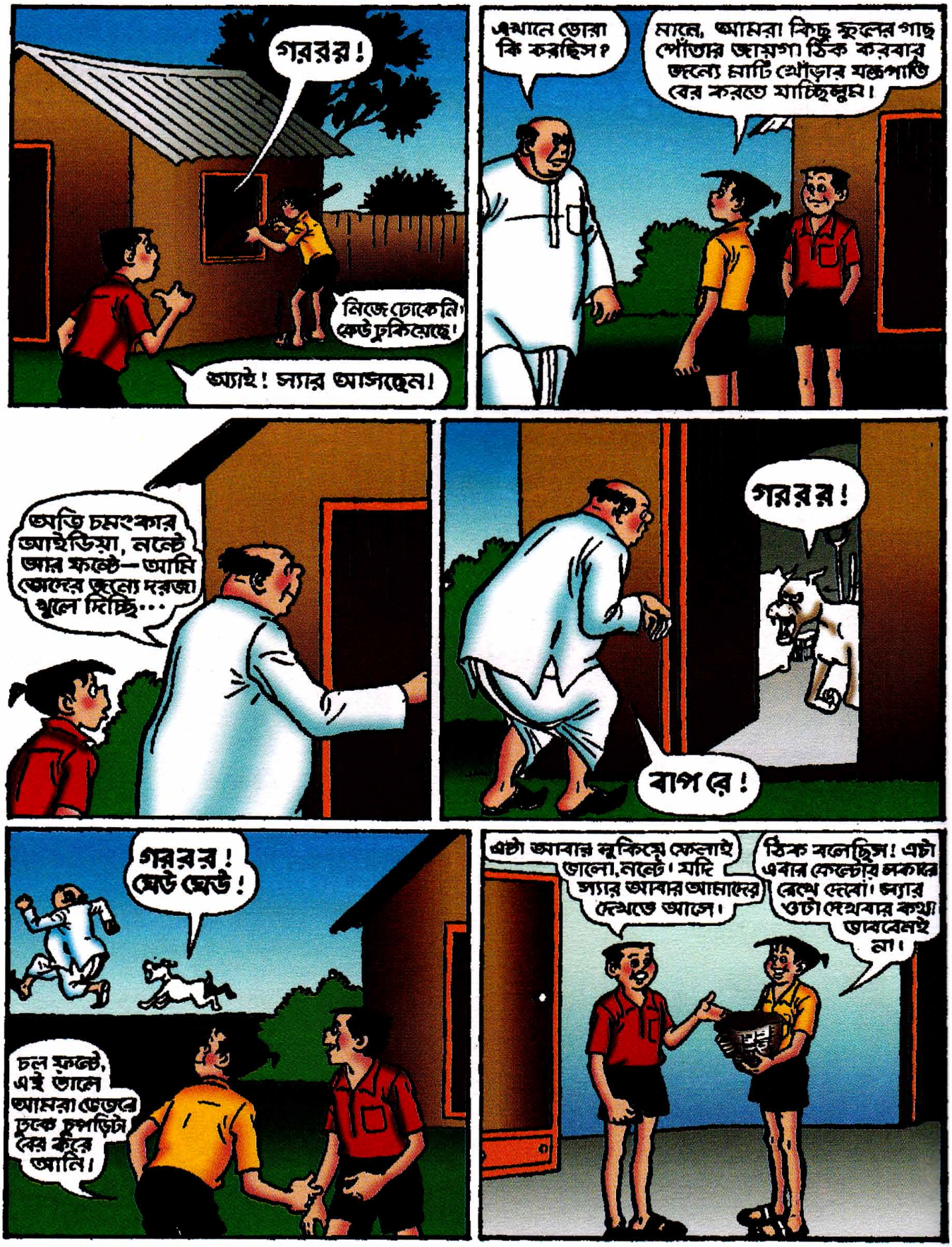
গররর!
নিজে ঢোকেনি, কেউ ঢুকিয়েছে!
অ্যাই! স্যার আসছেন!
এখানে তোরা কি করছিস?
মানে, আমরা কিছু ফুলের গাছ পোঁতার জায়গা ঠিক করবার জন্যে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি বের করতে যাচ্ছিলুম।
অতি চমৎকার আইডিয়া, নন্টে আর ফন্টে—আমি তোদের জন্যে দরজা খুলে দিচ্ছি...
গররর!
বাপ রে!
গররর! ঘেউ ঘেউ!
চল ফন্টে, এই ভাবে আমরা ভেতরে ঢুকে চুপড়িটা বের করে আনি।
এটা আবার লুকিয়ে ফেলাই ভালো, নন্টে। যদি স্যার আবার আমাদের দেখতে আসে।
ঠিক বলেছিস! এটা এবার কেলেটার লকারে রেখে দেবো। স্যার ওটা দেখবার কথা ভাববেনই না।

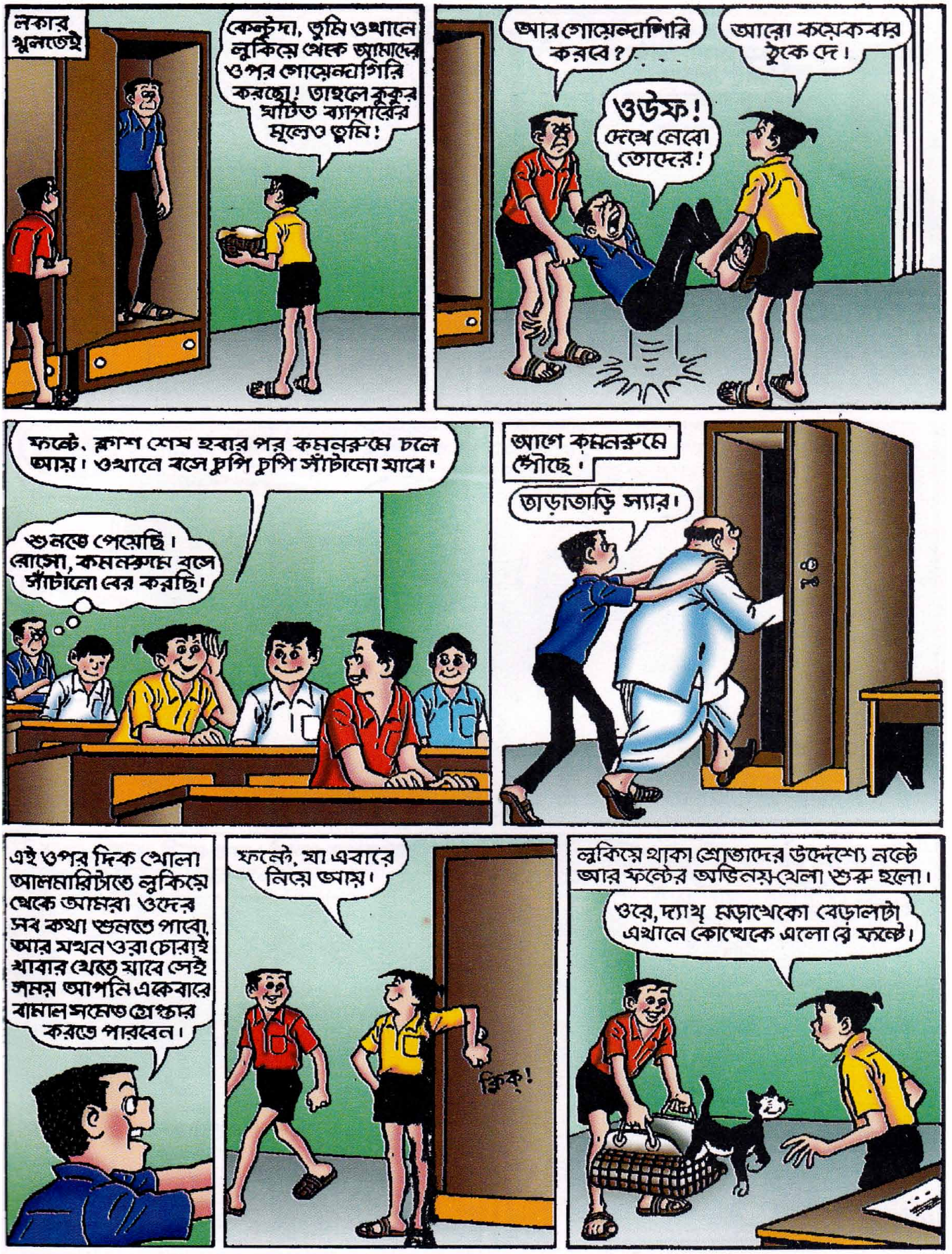
লকার খুলতেই
কেন্টুদা, তুমি ওখানে লুকিয়ে থেকে আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছো! তাহলে কুকুর ঘটিত ব্যাপারের মূলেও তুমি!
আর গোয়েন্দাগিরি করবে?
আরো কয়েকবার টুকে দে।
ওউফ! দেখে নেবো তোদের!
ফন্টে, ক্লাশ শেষ হবার পর কমনরুমে চলে আয়। ওখানে বসে চুপি চুপি সাঁটানো যাবে।
শুনতে পেয়েছি। রোসো, কমনরুমে বসে সাঁটানো বের করছি!
আগে কমনরুমে পৌঁছে।
তাড়াতাড়ি স্যার।
এই ওপর দিক খোলা আলমারিটাতে লুকিয়ে থেকে আমরা ওদের সব কথা শুনতে পাবো, আর যখন ওরা চোরাই খাবার খেতে যাবে সেই সময় আপনি একেবারে বামাল সমেত গ্রেপ্তার করতে পারবেন।
ফন্টে, যা এবারে নিয়ে আয়।
ক্লিক!
লুকিয়ে থাকা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নন্টে আর ফন্টের অভিনয়-খেলা শুরু হলো।
ওরে, দ্যাখ্ মড়াখেকো বেড়ালটা এখানে কোত্থেকে এলো রে ফন্টে।

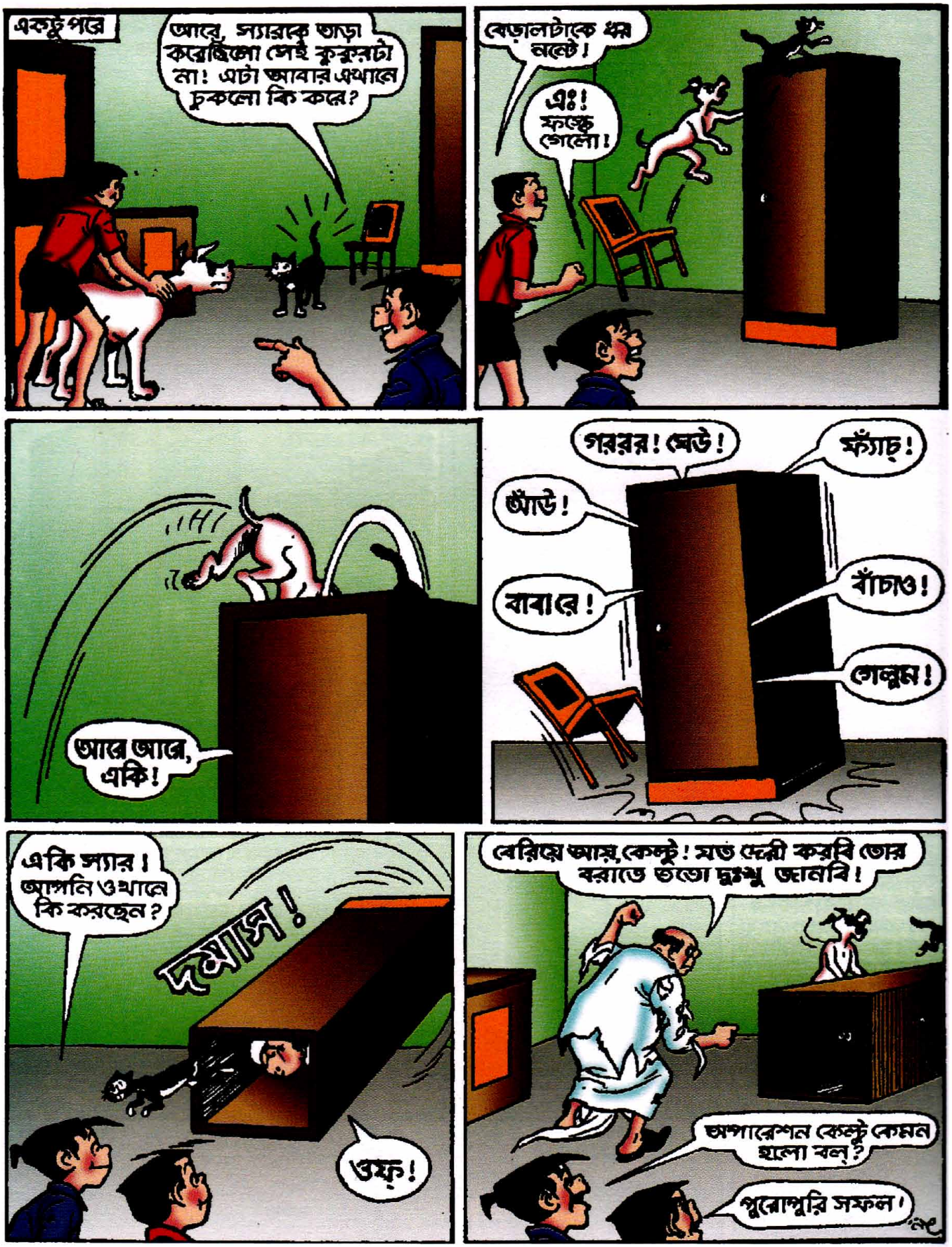
একটু পরে
আরে, স্যারকে তাড়া করেছিলো সেই কুকুরটা না! এটা আবার এখানে ঢুকলো কি করে?
বেড়ালটাকে ধর নল্টে!
এঃ! ফস্কে গেলো!
আরে আরে, একি!
গররর! মেউ!
ফ্যাঁচ্!
আঁউ!
বাবারে!
বাঁচাও!
গেলুম!
একি স্যার! আপনি ওখানে কি করছেন?
দমাস!
ওফ্!
বেরিয়ে আয় কেল্টু! যত দেরী করবি তোর বরাতে ততো দুঃখু জানবি!
অপারেশন কেল্টু কেমন হলো বল?
পুরোপুরি সফল।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সে দিন কেলটা মিথ্যে নালিশ করে স্যারের কাছে আমাকে কি স্যাঙানিই না খাওয়ালে। আজ ওকে হাতে পেয়েছি, সেদিনের শোধ তুলবো।
স্যারের প্রশ্রয়ে ওর বড্ড বাড় বেড়েছে।
ফন্টেটা আমাকে মারবার তালে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।
কারা যেন মারামারি করছে বলে মনে হচ্ছে!
ফন্টে কেলটু! এখুনি এসব থামা। তারপর দুজনে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আয়!
বাইরে দাঁড়া ফন্টে, আমি আগে কেলটুকে শাস্তি দোবো।
আমি কালিশে মারছি তুই খুব চ্যাচা।
সপাং! সপাং!
ওউফ! আউফ!

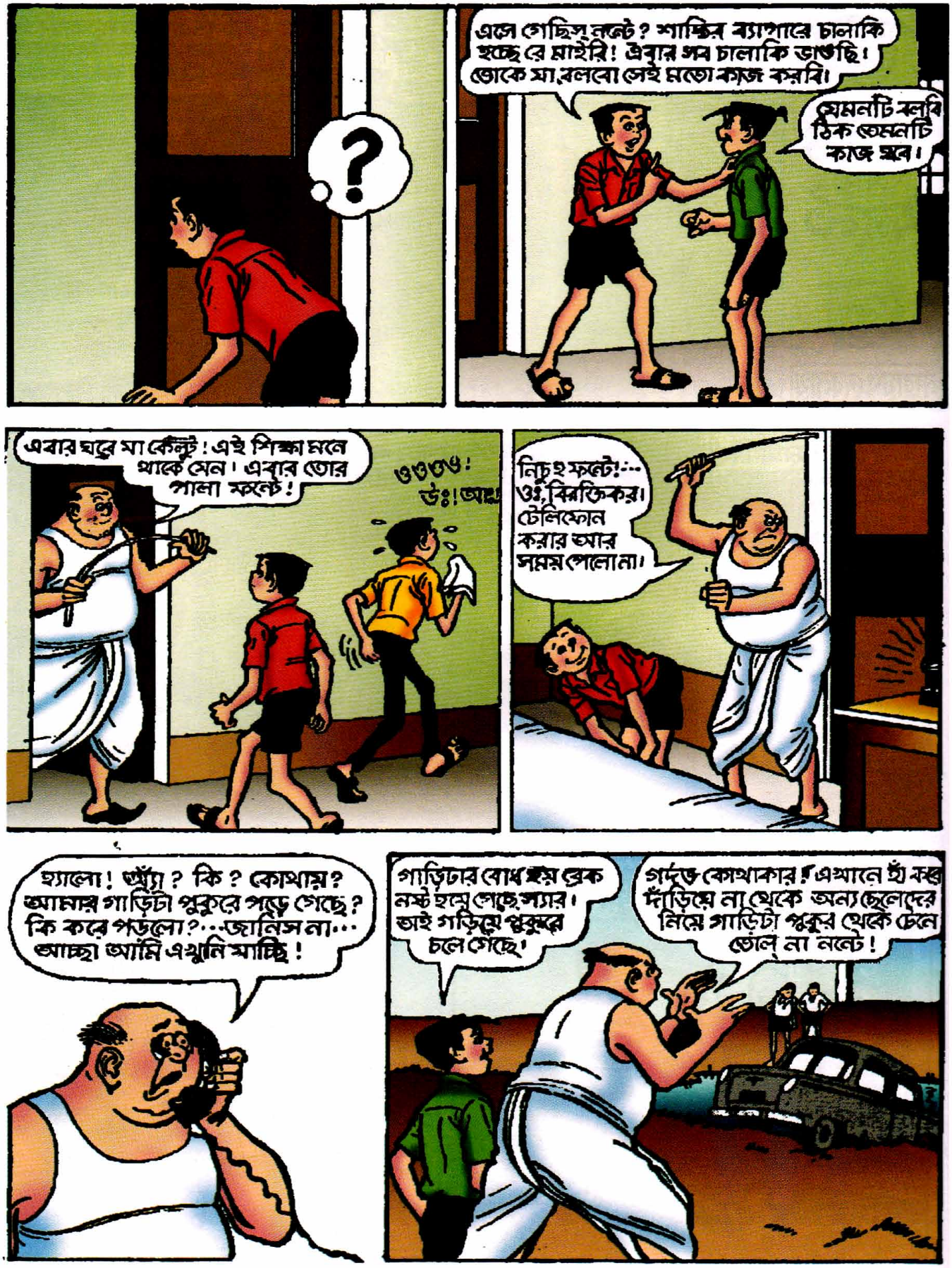
?
এসে গেছিস্ নন্টে? শাস্তির ব্যাপারে চালাকি হচ্ছে রে মাইরি! ঐবার সব চালাকি ভাঙছি। তোকে যা বলবো সেই মতো কাজ করবি।
যেমনটি বলবি ঠিক তেমনটি কাজ হবে।
এবার ঘরে যা কেলটু! এই শিক্ষা মনে থাকে যেন। এবার তোর পালা নন্টে!
ওওওও! উঃ! আঃ!
নিচুহ্ নন্টে!... ওঃ, বিরক্তিকর। টেলিফোন করার আর সময় পেলো না।
হ্যালো! অ্যাঁ? কি? কোথায়? আমার গাড়িটা পুকুরে পড়ে গেছে? কি করে পড়লো?...জানিস না... আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি!
গাড়িটার বোধ হয় ব্রেক নষ্ট হয়ে গেছে স্যার। তাই গড়িয়ে পুকুরে চলে গেছে।
গর্দভ কোথাকার! এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্য ছেলেদের নিয়ে গাড়িটা পুকুর থেকে টেনে তোল্ না নন্টে!

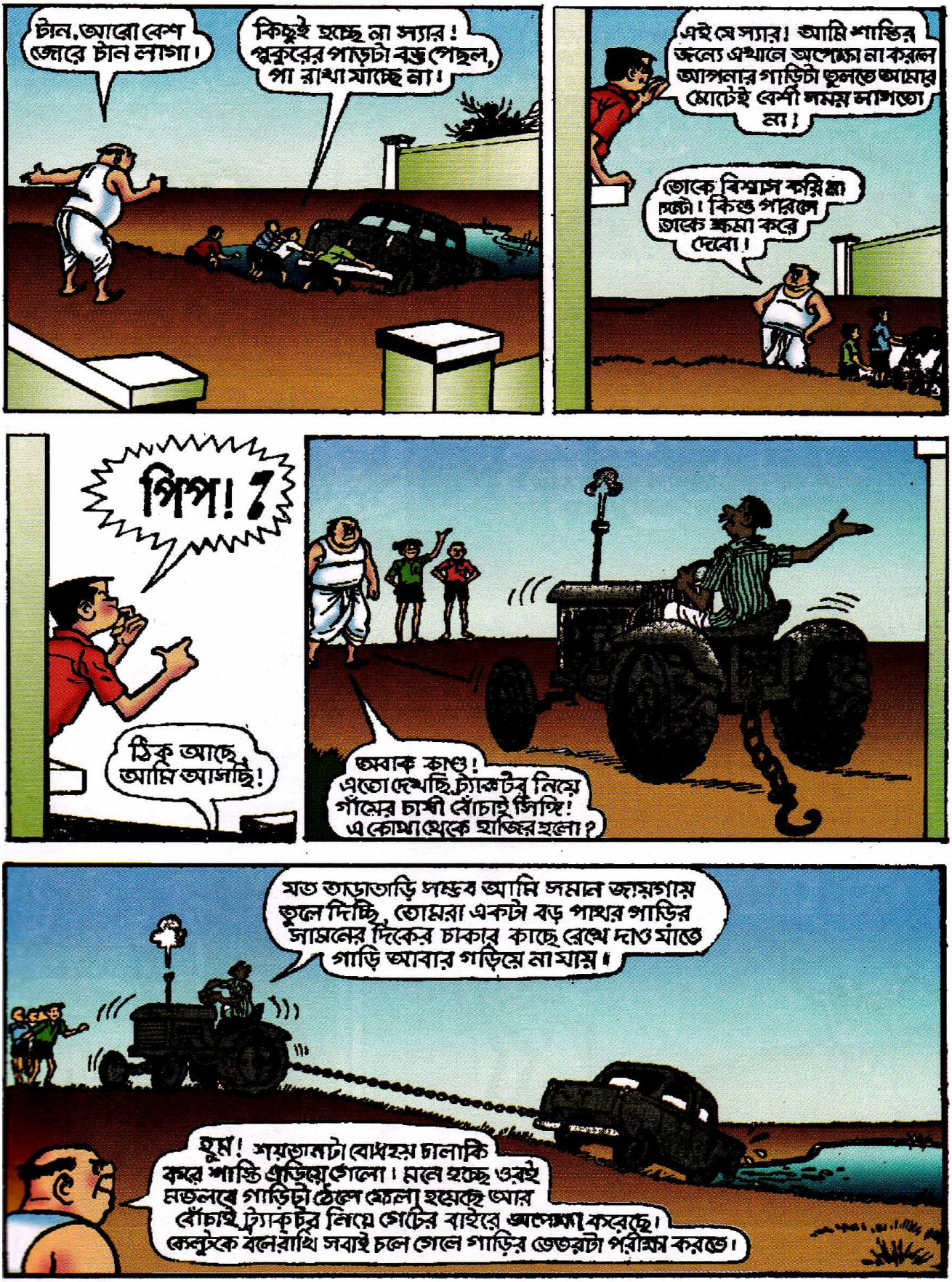
টান, আরো বেশ জোরে টান লাগা।
কিছুই হচ্ছে না স্যার! পুকুরের পাড়টা বড্ড পেছল, পা রাখা যাচ্ছে না।
এই যে স্যার! আমি শান্তির জন্যে এখানে অপেক্ষা না করলে আপনার গাড়িটা তুলতে আমার মোটেই বেশী সময় লাগতো না।
তোকে বিশ্বাস করি না ঘন্টা। কিন্তু পারলে তাকে ক্ষমা করে দেবো।
গিপ!?
ঠিক আছে, আমি আসছি!
অবাক কাণ্ড! এতো দেখছি ট্র্যাক্টর নিয়ে গাঁয়ের চাষী বোঁচাই সিংহি! এ কোথা থেকে হাজির হলো?
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি সমান জায়গায় তুলে দিচ্ছি, তোমরা একটা বড় পাথর গাড়ির সামনের দিকের চাকার কাছে রেখে দাও যাতে গাড়ি আবার গড়িয়ে না যায়।
হুম! শয়তানটা বোধহয় চালাকি করে শাস্তি এড়িয়ে গেলো। মনে হচ্ছে ওরই মতলবে গাড়িটা ঠেলে ফেলা হয়েছে আর বোঁচাই ট্র্যাক্টর নিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষা করছে। কেলুকে বলে রাখি সবাই চলে গেলে গাড়ির ভেতরটা পরীক্ষা করতে।


একটু পরে...
অনেক ধন্যবাদ বাঁচাইদা। চলো তোমাকে একটু চা খাইয়ে দি!
স্যারের নির্দেশ, ওরা চলে গেলেই গাড়ির ভেতরে ঢুকে কি করে এটা ঘাটলো তার হদিশ যদি কিছু পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।
ছিঃ ছিঃ! যা ভেবেছি যে কেলটা হতচ্ছাড়া গাড়ির ভেতরটা দেখতে ঢুকবে। এইবার ইঁদুরটাকে ফাঁদে পেয়েছি। পাথরটা ঠেলে সরিয়ে দি, আর ব্রেকটা তো অকেজো করাই আছে...
ওরেবাবা! আবার কি হলো? গাড়ি যে আবার ঢালুপথে পুকুরের দিকে ছুটছে!
ঝপাস!
আমাকে উ-উদ্ধার করুন স্যার! আমি সাঁতার জানি না!
অতো বয়ে গেলো। তোর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া করবো তখন তোর অবস্থা আরো খারাপ হবে।
আফ্! উফ্! বড্ড লাগছে যে স্যার
লাগবেই তো চাঁদু! এবার বালিশের বদলে গায়ে পড়ছে যে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

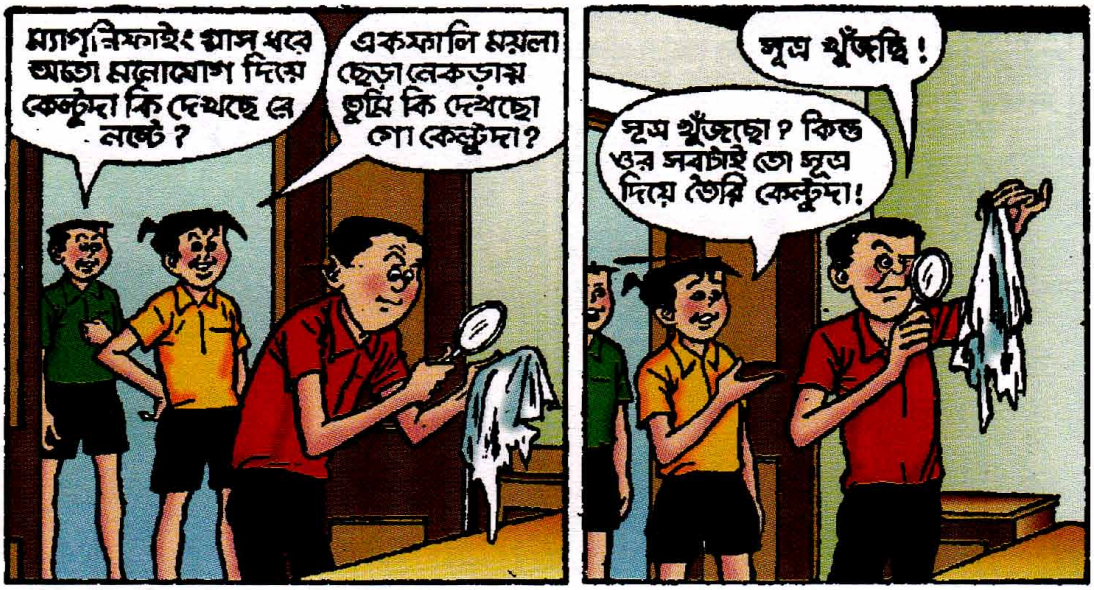





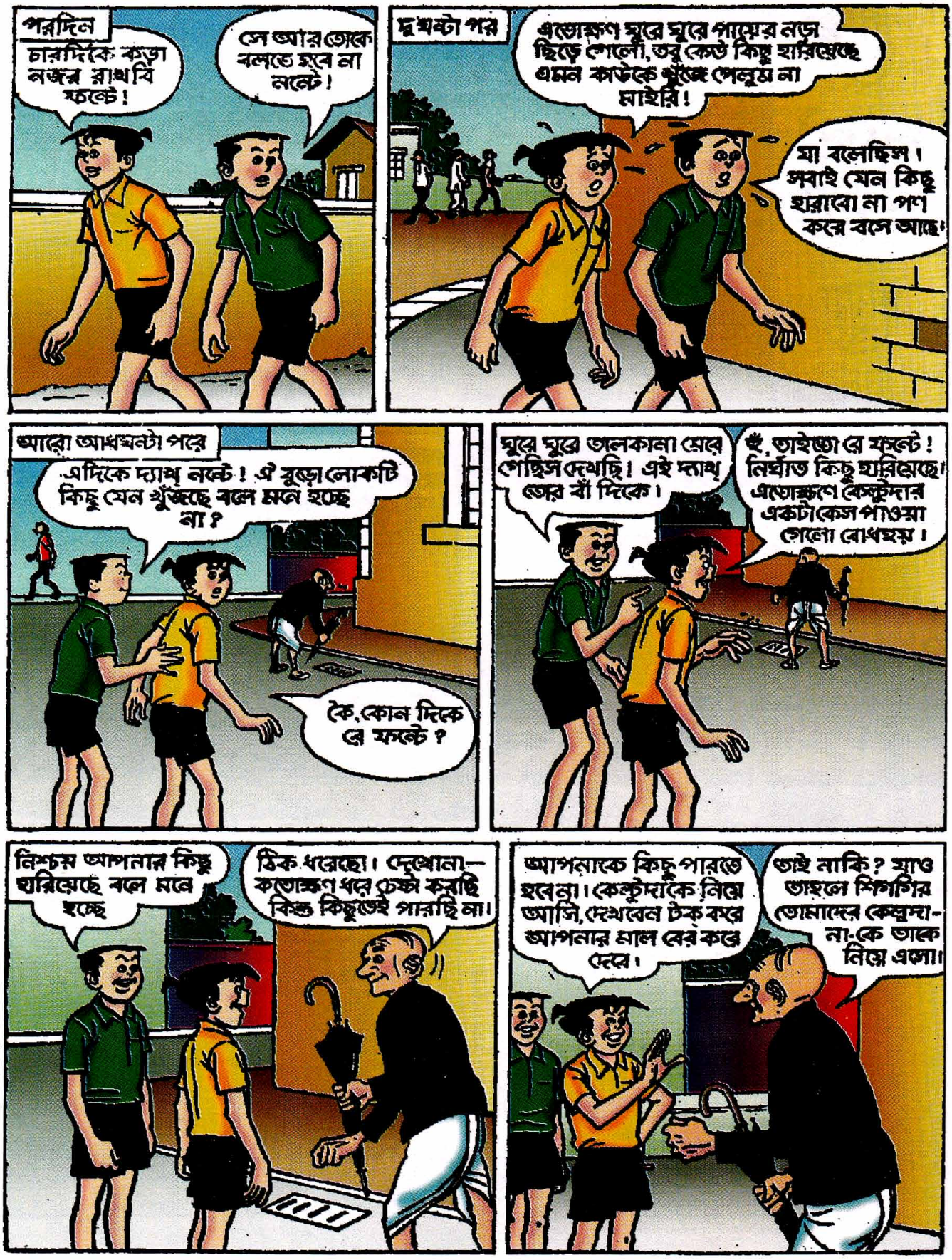
পরদিন
চারদিকে কড়া নজর রাখবি ফল্টে!
সে আর তোকে বলতে হবে না মল্টে!
দু ঘন্টা পর
এতোক্ষণ ঘুরে ঘুরে পায়ের নড়া ছিঁড়ে গেলো, তবু কেউ কিছু হারিয়েছে এমন কাউকে খুঁজে পেলুম না মাইরি!
যা বলেছিস। সবাই যেন কিছু হারাবো না পণ করে বসে আছে।
আরো আধঘন্টা পরে
এদিকে দ্যাখ মল্টে! ঐ বুড়ো লোকটি কিছু যেন খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে না?
কৈ, কোন দিকে রে ফল্টে?
ঘুরে ঘুরে তালকানা মেরে গেছিস দেখছি! এই দ্যাখ্ তোর বাঁ দিকে।
হুঁ, তাইতো রে ফল্টে! নির্ঘাত কিছু হারিয়েছে। এতোক্ষণে বেকুটদার একটা কেস পাওয়া গেলো বোধহয়।
নিশ্চয় আপনার কিছু হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে
ঠিক ধরেছো। দেখোনা— কতোক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না।
আপনাকে কিছু পারতে হবে না। কেকুটদাকে নিয়ে আসি, দেখবেন টক করে আপনার মাল বের করে দেবে।
তাই নাকি? যাও তাহলে শিগগির তোমাদের কেকুদা-না-কে ডাকে নিয়ে এসো।

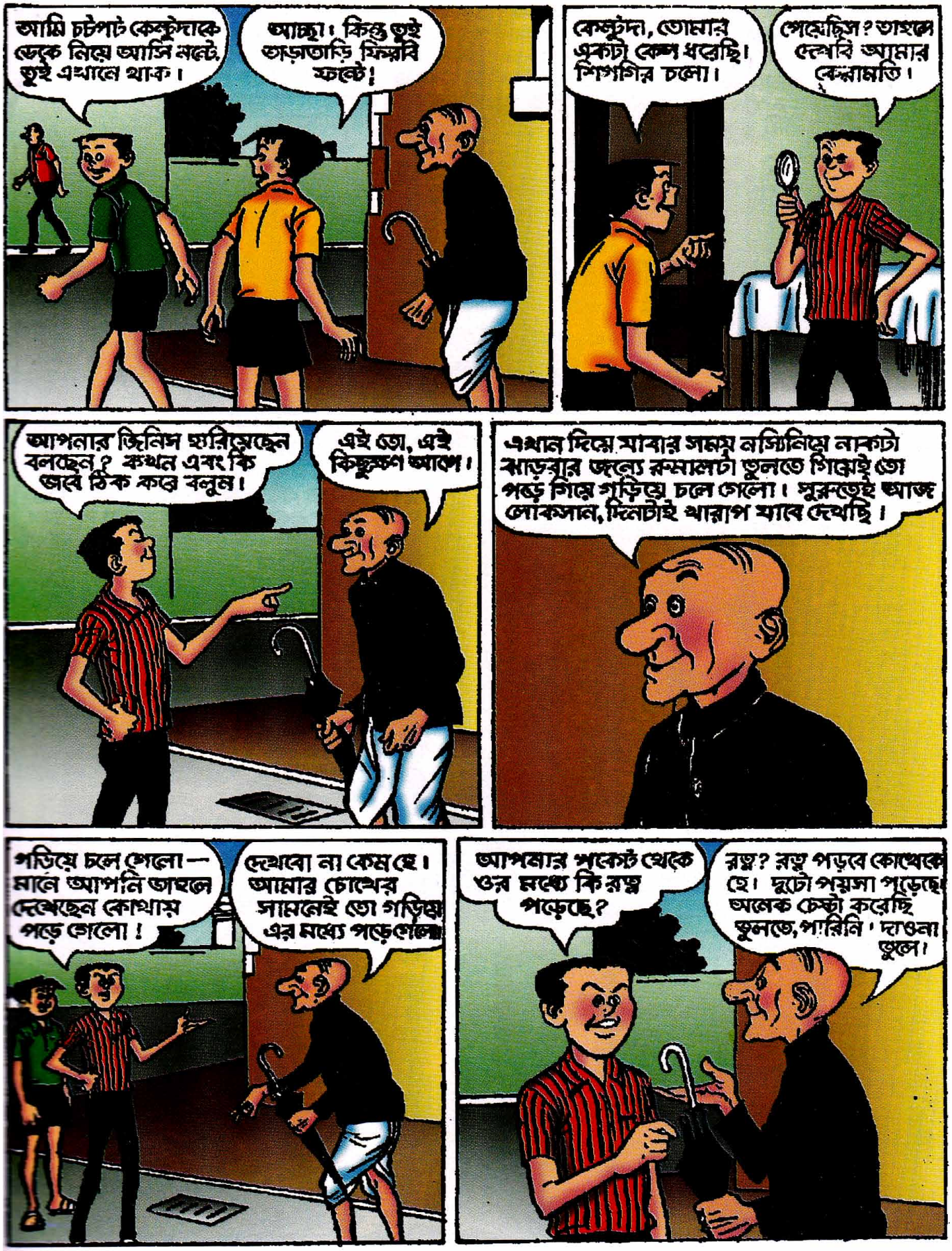
আমি চটপট কেষ্টুদাকে ডেকে নিয়ে আসি নন্টে, তুই এখানে থাক।
আচ্ছা। কিন্তু তুই তাড়াতাড়ি ফিরবি ফল্টে!
কেষ্টুদা, তোমার একটা কেশ ধরেছি। শিগগির চলো।
পেয়েছিস? তাহলে দেখবি আমার কেরামতি।
আপনার জিনিস হারিয়েছেন বলছেন? কখন এবং কি ভাবে ঠিক করে বলুন।
এই তো, এই কিছুক্ষণ আগে।
এখান দিয়ে যাবার সময় নস্যিনিয়ে নাকটা ঝাড়বার জন্যে রুমালটা তুলতে গিয়েই তো পড়ে গিয়ে গড়িয়ে চলে গেলো। সুরুতেই আজ লোকসান, দিনটাই খারাপ যাবে দেখছি।
গড়িয়ে চলে গেলো— মানে আপনি আদৌ দেখেছেন কোথায় পড়ে গেলো!
দেখবো না কেন হে। আমার চোখের সামনেই তো গড়িয়ে এর মধ্যে পড়ে গেলো।
আপনার পকেট থেকে ওর মধ্যে কি রত্ন পড়েছে?
রত্ন? রত্ন পড়বে কোথেকে হে। দুটো পয়সা পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি তুলতে, পারিনি। দাও না তুলে।


রাবিশ! আপনি কি ভেবেছেন ওর ভেতর থেকে পাঁক ঘেঁটে আপনার ঐ দুটো পয়সা তুলবো? পাঁক নয়, আমি রহস্য ঘাঁটি, বুঝলেন?
তোমার চেলারাই তো বললো হে, যে তুমি একেবারে ঝাঁই এসে পড়ে ওটা তুলে দেবে। মুরোদ নেই মুরোদ যতো হম্বাই-তম্বাই! এতোক্ষণ চেষ্টা করলে নিজেই তুলতে পারতুম।
তাহলে চেষ্টা করে তাই আবার পারুন।
এসব ব্যাপারে অনুসন্ধানী চোখ থাকা চাই। আর তার জন্যে দস্তুরমতো গবেষণা দরকার। ওসব ভোদ্দর কম্ম নয় বুঝলি!
এই আমি — আমি একনজর দেখলেই বুঝতে পারি কোনটায় রহস্যের গন্ধ আছে কোনটায় নেই। আমার এই চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। এ চোখে যদি একবার পড়ে তাহলে আর —
দাঁড়া-দাঁড়া। সামনের ব্যাপারটা কেমন যেন ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না!
রহস্যের গন্ধ পেয়েছো নাকি কেস্টুদা?
আমি জোর করে বলতে পারি যে ঐ লোকটা ঐ ছেলেটাকে ওম করবার চেষ্টা করছে!
বলো কি!


একটু পরে
ওদের কথাবার্তাও শোনা দরকার। এতো পেছন থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না। চলো একটু সামনে এগিয়ে যাই।
দ্যাখ্ নন্টে আমার অ্যাসিসটেন্ট হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোর কি রকম বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে। ওদের কথা শুনলে আমার অনুমান যে কিরকম অভ্রান্ত তা বুঝতে পারবি।
কৈ, এখনো তো দিলে না। তখন তো এই দিচ্ছি বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এখন খালি দেবো দেবো বলছো তখন থেকে।
ভয় পাচ্ছিস কেন? দেবো বলেছি যখন তখন দেবোই।
নিজের কানে শুনলি তো? তাহলে বুঝে দ্যাখ্ আমার অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি কতোখানি তীব্র! কি রকম এক নজর দেখেই বুঝে নিয়েছি যে এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।
কেলুদা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনি ওকে উদ্ধার করে আনি।
সত্যি
তোরা অধৈর্য হোসনে। তাড়াহুড়োতে সবকিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে। শুধু জেনে রাখ্, একবার আমার চোখে যখন ও পড়েছে তখন আর পরিত্রাণ নেই।
ওদের অনুসরন করে আমার আরো অনেক তথ্য জানা প্রয়োজন। তবে ছেলেটাকে কোনরকমে যদি কিছুক্ষণ একা পেতাম তাহলে কাজ অনেক সহজ হতো।
তাহলে এক কাজ করলে হয়না কেলুদা?

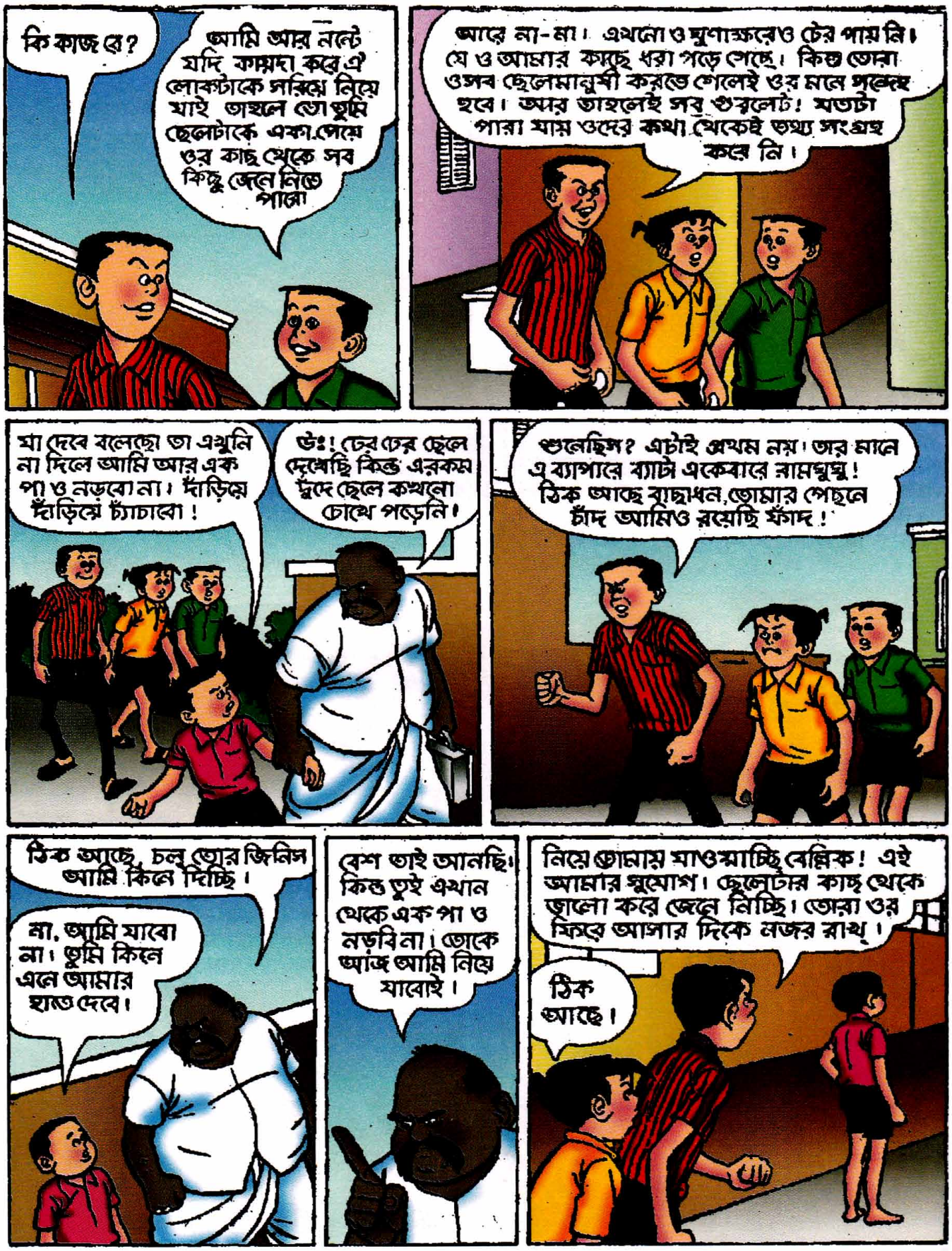
কি কাজ রে?
আমি আর নন্টে যদি কায়দা করে এ লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তো তুমি ছেলেটাকে একা পেয়ে ওর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে পারো
আরে না-না। এখনো ও ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। যে ও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তোরা ওসব ছেলেমানুষী করতে গেলেই ওর মনে সন্দেহ হবে। আর তাহলেই সব গুবলেট! যতটা পারা যায় ওদের কথা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে নি।
যা দেবে বলেছো তা এখুনি না দিলে আমি আর এক পা ও নড়বো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢ্যাঁচাবো!
উঃ! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি কিন্তু এরকম দুঁদে ছেলে কখনো চোখে পড়েনি।
শুলেছিস? এটাই প্রথম নয়। তার মানে এ ব্যাপারে ব্যাটা একেবারে রামঘুঘু! ঠিক আছে বাছাধন, তোমার পেছনে চাঁদ আমিও রয়েছি ফাঁদ!
ঠিক আছে, চল্ তোর জিনিস আমি কিনে দিচ্ছি।
না, আমি যাবো না। তুমি কিনে এনে আমার হাতে দেবে।
বেশ তাই আনছি। কিন্তু তুই এখান থেকে এক পা ও নড়বি না। তোকে আজ আমি নিয়ে যাবোই।
নিয়ে তোমায় যাওয়াচ্ছি বেল্লিক! এই আমার সুযোগ। ছেলেটার কাছ থেকে ভালো করে জেনে নিচ্ছি। তোরা ওর ফিরে আসার দিকে নজর রাখ্।
ঠিক আছে।


তারপর ওর অভিভাবকের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।
ওরে বাবা, এতো ব্যাপার!
তুমি এতো সব খবর জানলে কি করে গো কেলুদা?
ওরে এর নামই হচ্ছে অনুসন্ধানী চোখ। ওর ভাবভঙ্গিতেই আমি সব কিছু ধরে ফেলেছি।
লোকটার কাছ থেকে এ হতভাগ্য ছেলেটাকে জোর করে কেড়ে আনা যায় না কেলুদা?
এসব ব্যাপারে কোন গোঁয়ার্তুমি চলে না, বুঝলি বোকারাম!
কেন কেলুদা? তুমি তো অন্তঃদৃষ্টিতে সব জেনেই ফেলেছো, তবে আর তোমার এতো ভয়টা কিসের?
আরে ভয় নয়, আমি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছি, তারপর দেখবি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির কেরামতি।
অপহরণকারীর মুক্কো চেহারা দেখে কেলুদা বোধহয় ভড়কে গেছে।
ওরে ভড়কাবার পাত্র এই কেলুরাম নয়। যখন ব্যাটাকে আমার কব্জায় আনবো তখন দেখবি ওই মুক্কো কুঁকড়ে একেবারে মুসিক হয়ে গেছে।


এই মে খোকা! যে লোকটার সঙ্গে তুমি যাচ্ছো, সে তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?
হ্যাঁ! দেখোনা, কতো করে বললুম যে যাবোনা। তবু টফি আর এটা ওটা কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি জানলে কি করে।
আমাকে জানতে হয়। তবে তোমার আর ভয় নেই। আমি তোমাকে উদ্ধার করে বাড়িতে তোমার বাড়িতে রেখে আসবো।
সত্যি বাড়িতে নিয়ে যাবে? কি মজা! তাহলে এখুনি চলো
দাঁড়াও, যাবার আগে ওই গুণ্ডা বদমাইসটাকে ছেলেচুরির সাজা দিয়ে যেতে হবে।
গুণ্ডা, বদমাইস, ছেলেচোর আবার কে?
কি হয়েছে রে পোঁচা?
ওই তো! যে মহাপ্রভু এদিকে আসছেন। তবে ওঁর সব জারিজুরি এখানেই শেষ।
এইরে!
এই ছেলেটা এসে আমাকে বলছে তুমি গুণ্ডা বদমাইস ছেলেধরা। সত্যি নাকি বাবা!
বটে!
য়্যাঁ! বাবা!
নন্টে, ওয়েদার খুব খারাপ!
হুঁ, বাবা! আর এই থাবায় তোর মুণ্ডুটা ধরতে পারলে ধড় থেকে উপড়ে নেবো হতচ্ছাড়া মিটলে!
ছেলেটাকে কতো ভুলিয়ে ভালিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যাচ্ছি, আর হতভাগা এসেছে ছেলেধরা ধরতে!
নন্টে, গোয়েন্দা কেলটুর মুণ্ডু উপড়ে নিয়েফেরার আগেই চল আমাদের মুণ্ডু নিয়ে আমরা সরে পড়ি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

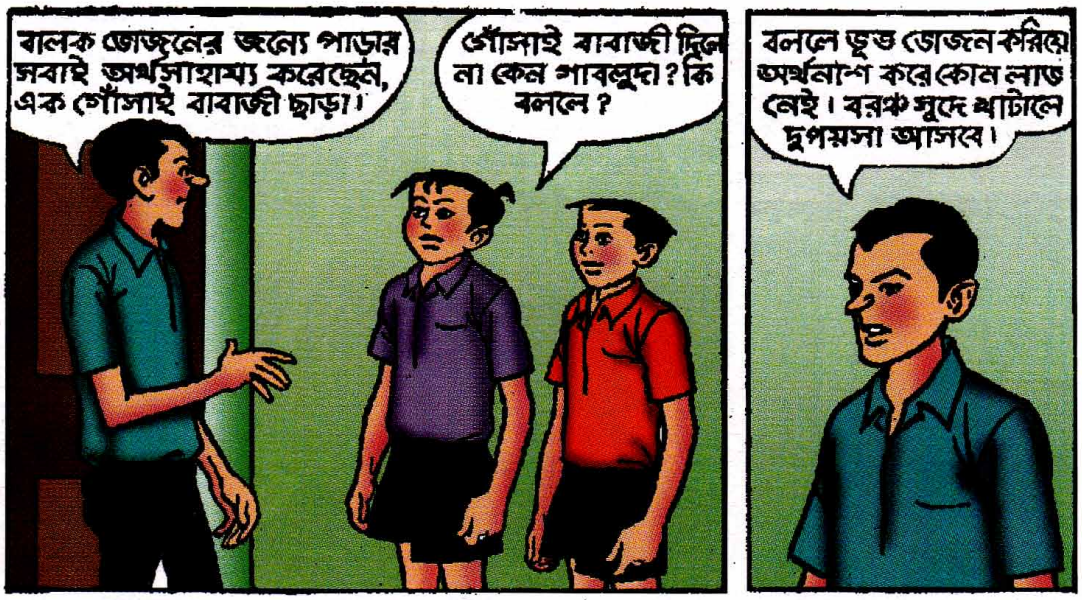

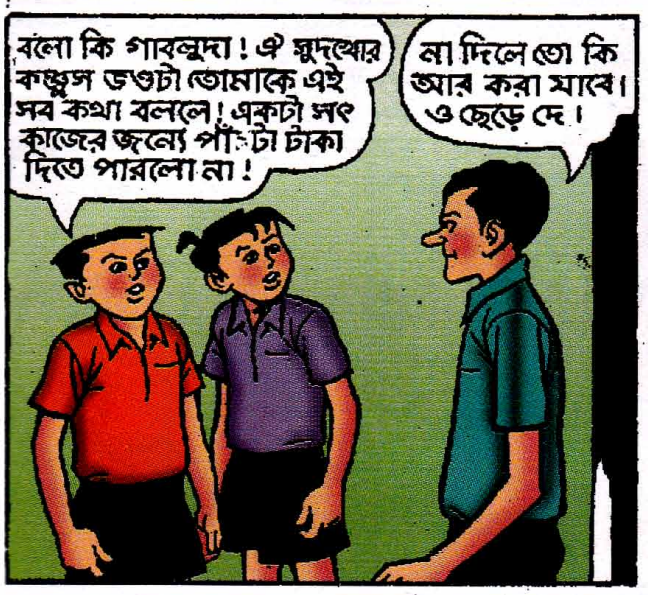



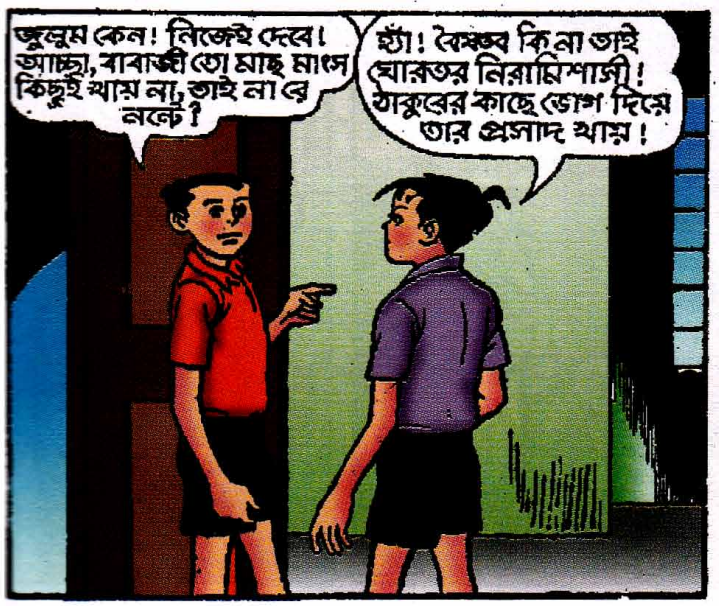



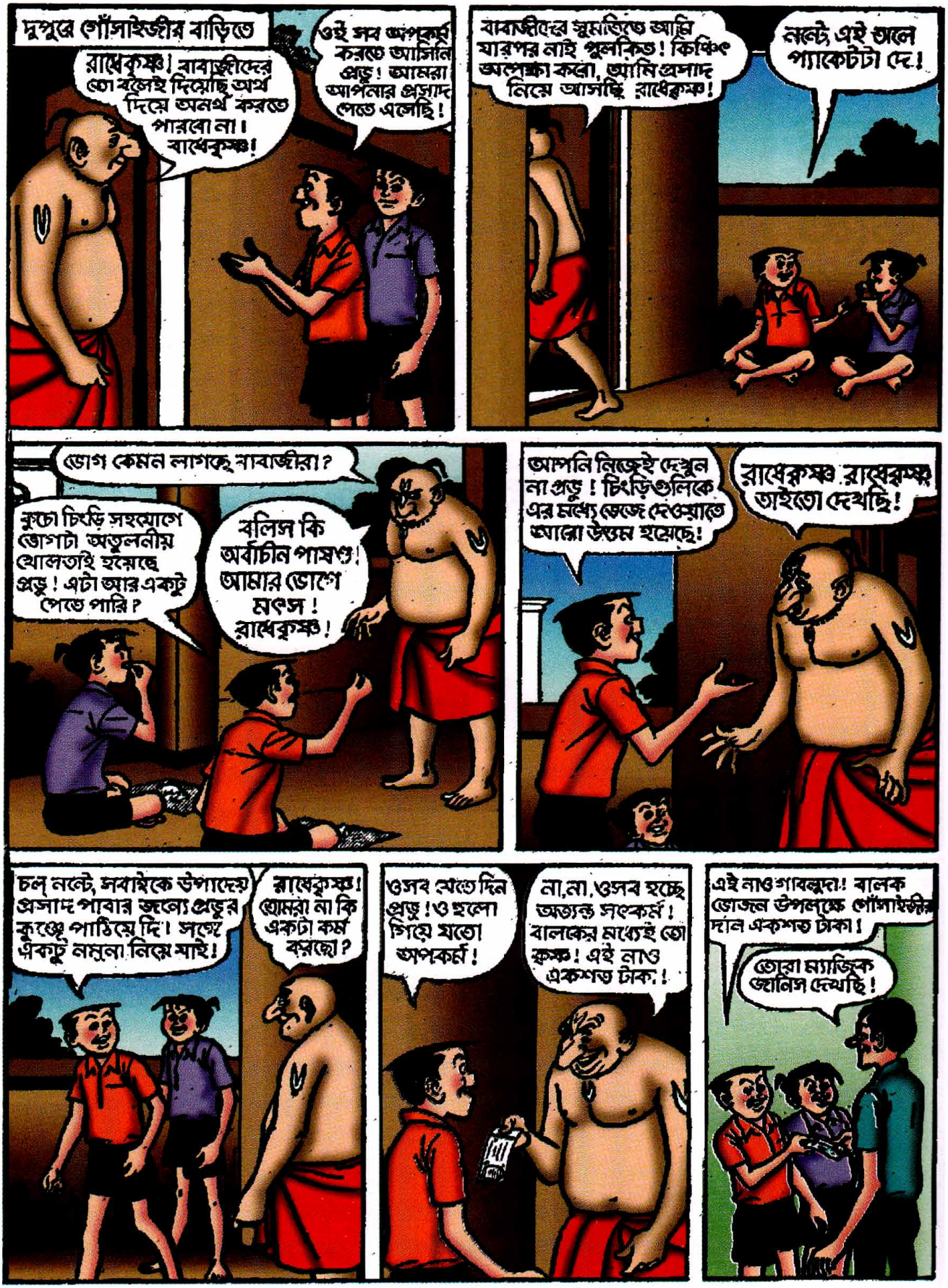
দুপুরে গোঁসাইজীর বাড়িতে
রাধেকৃষ্ণ! বাবাজীদের তো বলেই দিয়েছি অর্থ দিয়ে অনর্থ করতে পারবো না। রাধেকৃষ্ণ!
ওই সব অপকর্ম করতে আসিনি প্রভু! আমরা আপনার প্রসাদ পেতে এসেছি!
বাবাজীদের সুমতিতে আছি যারপর নাই পুলকিত! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করো, আমি প্রসাদ নিয়ে আসছি রাধেকৃষ্ণ!
নল্টে, এই তলে প্যাকেটটা দে।
ভোগ কেমন লাগছে বাবাজীরা?
কুচো চিংড়ি সহযোগে ভোগটা অতুলনীয় খোলতাই হয়েছে প্রভু! এটা আর একটু পেতে পারি?
বলিস কি অর্বাচীন পাষণ্ড! আমার ভোগে মৎস! রাধেকৃষ্ণ!
আপনি নিজেই দেখুন না প্রভু! চিংড়িগুলিকে এর মধ্যে ভেজে দেওয়াতে আরো উত্তম হয়েছে!
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ তাইতো দেখছি!
চল্ নল্টে, সবাইকে উপাদেয় প্রসাদ পাবার জন্যে প্রভুর কুঞ্জে পাঠিয়ে দি। সঙ্গে একটু নমুনা নিয়ে যাই!
রাধেকৃষ্ণ! তোমরা না কি একটা কর্ম করছো?
ওসব যেতে দিন প্রভু! ও হলো গিয়ে যতো অপকর্ম!
না,না, ওসব হচ্ছে অত্যন্ত সৎকর্ম! বালকের মধ্যেই তো কৃষ্ণ! এই নাও একশত টাকা!
এই নাও গাবলুদা! বালক ভোজন উপলক্ষে গোঁসাইজীর দান একশত টাকা!
তোরা ম্যাজিক জানিস দেখছি!

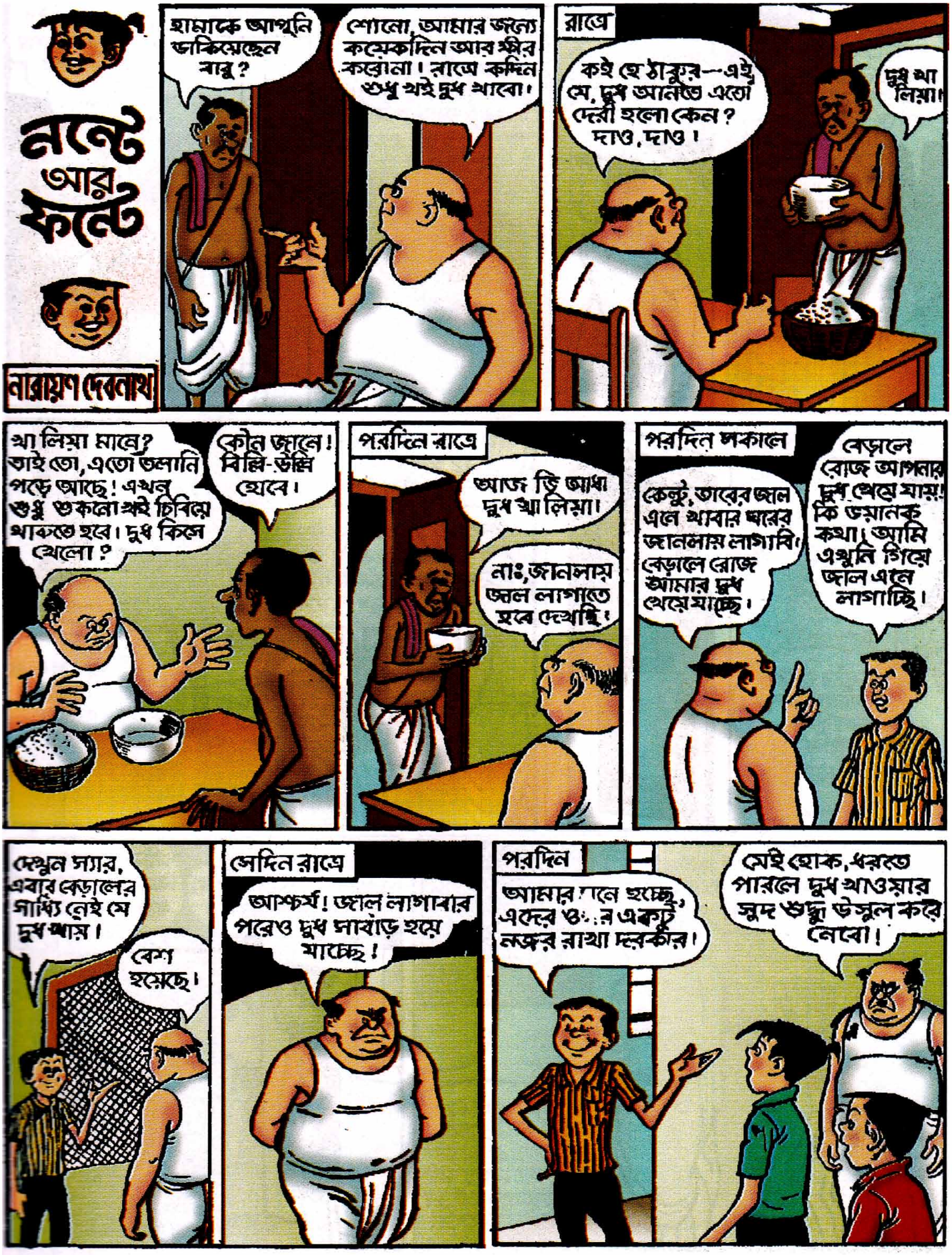
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
হামাকে আপুনি ডাকিয়েছেন বাবু?
শোনো, আমার জন্যে কয়েকদিন আর ক্ষীর করোনা। রাতে কদিন শুধু খই দুধ খাবো।
রাত্রে
কই হে ঠাকুর—এই যে, দুধ আনতে এতো দেরী হলো কেন? দাও, দাও।
দুধ খালিয়া।
খালিয়া মানে? তাই তো, এতো তলানি পড়ে আছে! এখন শুধু শুকনো খই চিবিয়ে থাকতে হবে। দুধ কিসে খেলো?
কোন জালে! বিল্লি-উল্লি হবে।
পরদিন রাত্রে
আজ তি আধা দুধ খালিয়া।
নাঃ, জানলায় জাল লাগাতে হবে দেখছি।
পরদিন সকালে
কেল্টু, তারের জাল এলে খাবার ঘরের জানলায় লাগাবি। কেড়ালে রোজ আমার দুধ খেয়ে যাচ্ছে।
কেড়ালে রোজ আপনার দুধ খেয়ে যায়! কি ভয়ানক কথা! আমি এখুনি গিয়ে জাল এনে লাগাচ্ছি।
দেখুন স্যার, এবার কেড়ালের সাধ্যি নেই যে দুধ খায়।
বেশ হয়েছে।
সেদিন রাত্রে
আশ্চর্য! জাল লাগাবার পরেও দুধ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে!
পরদিন
আমার মনে হচ্ছে, এদের ওপর একটু নজর রাখা দরকার।
যেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধু উসুল করে নেবো!

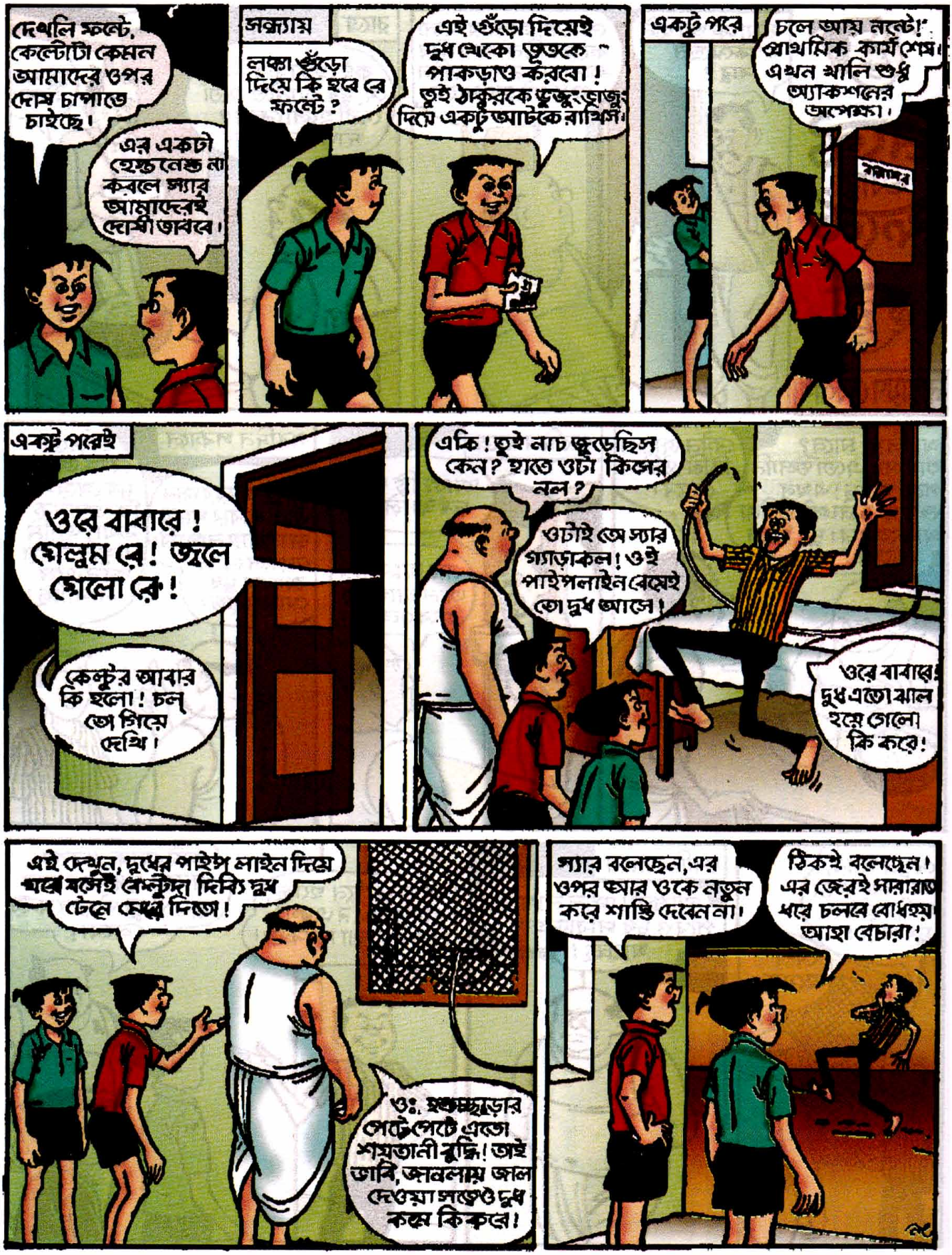
দেখলি ফল্টে, কেল্টোটা কেমন আমাদের ওপর দোষ চাপাতে চাইছে!
এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে স্যার আমাদেরই দোষী ভাববে।
সন্ধ্যায়
লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কি হবে রে ফল্টে?
এই গুঁড়ো দিয়েই দুধ খেকো ভূতকে পাকড়াও করবো! তুই ঠাকুরকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে একটু আটকে রাখিস।
একটু পরে
চলে আয় নন্টে! প্রাথমিক কার্য শেষ। এখন খালি শুধু অ্যাকশনের অপেক্ষা।
একটু পরেই
ওরে বাবারে! গেলুম রে! জ্বলে গেলো রে!
কেল্টুর আবার কি হলো! চল্ তো গিয়ে দেখি।
একি! তুই নাচ জুড়েছিস কেন? হাতে ওটা কিসের নল?
ওটাই তো স্যার গ্যাড়াকল! ওই পাইপলাইন বেয়েই তো দুধ আসে।
ওরে বাবারে! দুধ এতো ঝাল হয়ে গেলো কি করে!
এই দেখুন, দুধের পাইপ লাইন দিয়ে ঘরে বসেই কেল্টুদা দিব্যি দুধ টেনে খেয়ে নিতো!
ওঃ, হতচ্ছাড়ার পেটে পেটে এতো শয়তানী বুদ্ধি! তাই ভাবি, জানলায় জাল দেওয়া সত্ত্বেও দুধ কমে কি করে!
স্যার বলেছেন, এর ওপর আর ওকে নতুন করে শাস্তি দেবেন না।
ঠিকই বলেছেন। এর জেরেই সারারাত ধরে চলবে বোধহয়। আহা বেচারা!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
রাতে খাবার সময়
এবার দইটা নিয়ে এলো ঠাকুর!
দহি— নেহি!
আজও দই লোপাট! কদিন ধরেই এই কাণ্ড হচ্ছে! কে খায় তাকে ধরতে পারো না?
ওহি দো ছোকরা, নন্টুয়া আওর ফন্টুয়াকে দেখলম রসুই ঘরসে বাহর হোতে!
ঠিক, ওদেরেই কম্ম! দেখাচ্ছি মজা!
আশা করি এরপর গুরুজনের ভোজ্যদ্রব্যের দিকে নুলো বাড়াবি না!
স্যারের দই না খেয়েও রাম্নতেঙানি খেলুম মাইরি ফন্টে!
কিন্তু যার জন্যে ঠেঙানি খেলুম, সেই দই খেকেকে ধরতে হবে!
পরদিন সন্ধ্যাবেলা
কোথায় যাচ্ছিস রে ফন্টে?
মাছ ধরবো বলে টোপ কিনতে যাচ্ছি!


খানিক পরে
ভাঁড়ে করে কি টোপ আনলি ?
দারুণ জিনিস ! দেখতে পাবি !
রাত্রে
তোর টোপ খেতে কেউ তো আসছে না রে !
দাঁড়া না, দইয়ের লোভে তাকে আসতেই হবে !
দ্যাখ্ নন্টে ! আমাদের মক্কেল হাজির। এবারে দ্যাখ্ কিরকম অটোমেটিক ক্যাচ হয়ে যায় !
একটু পরেই
আই রে বাপ ! একদম নর গিয়া !
আওয়াজেই মালুম করতে পারছিস প্রডাক্টিকে ! এবারে ঘরের আলোটা জ্বাল
অ্যা !
স্যারকে ডাক নন্টে ! ওঁর পেয়ারের ঠাকুর দহির বদলে আজ চুন খেয়ে ফেলেছে !
হতচ্ছাড়া নেপো ! তুমি শেষে আমারই দই মেরেছো হতভাগা!
টোপটা কিরকম কার্যকরী হয়েছে বলতো নন্টে ?
জবাব নেই !

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ







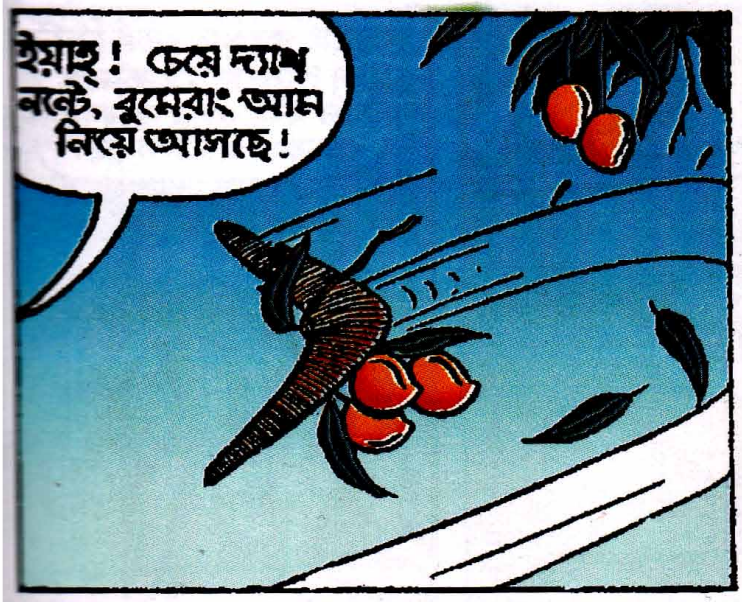




আর একবার মিসাইলটা ছাড়ি কি বলিস?
সে কথা আবার বলতে হয়।
ফররর-ফোঁৎ!
ঐ আমের গোছা এখন গাছে ঝুলছে, আর একটু বাদেই আমাদের পেটে গলবে—এই যাঃ হাত ফসকে গেল!
এদিকে
হায় রামজী ই ক্যায়া!
এ্যাই মরেচে! আমের বদলে এবার মালীর পাগড়ি আসছে রে নন্টে—কেটে পড়—কুইক্!
সসসস!...
উফ্!
আঁউ!
বুমেরাং অত্যন্ত বাজে জিনিস, বুঝলি নন্টে। ওটা কালই পার্শেল করে তোর কাকারকাছে ফেরত পাঠিয়ে দে।

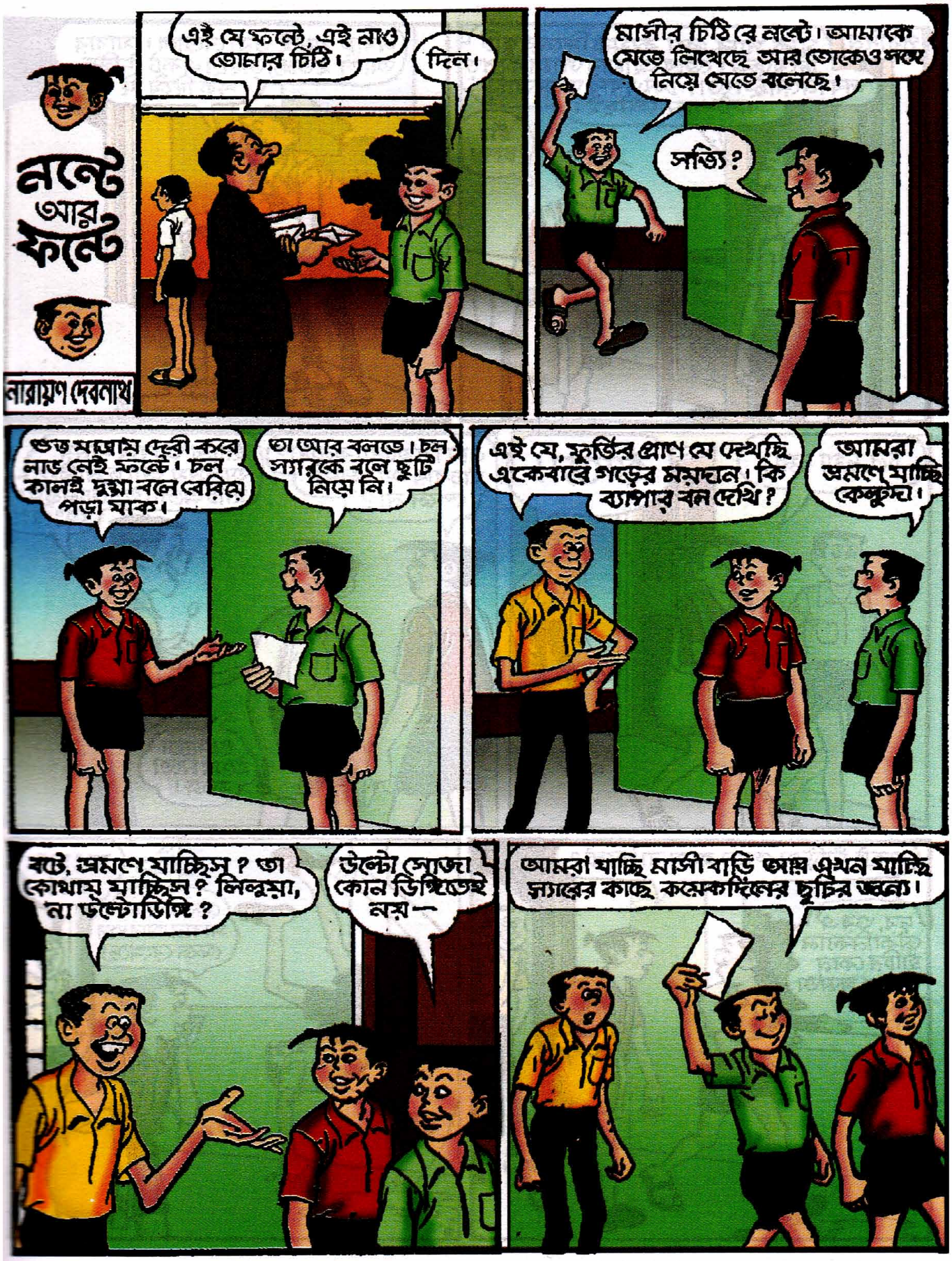
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই যে ফন্টে, এই নাও তোমার চিঠি।
দিন।
মাসীর চিঠি রে নন্টে। আমাকে যেতে লিখেছে আর তোকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।
সত্যি?
শুভ যাত্রায় দেরী করে লাভ নেই ফন্টে। চল কালই দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক।
তা আর বলতে। চল স্যারকে বলে ছুটি নিয়ে নি।
এই যে, ফুর্তির প্রাণ যে দেখছি একেবারে গড়ের ময়দান। কি ব্যাপার বল দেখি?
আমরা ভ্রমণে যাচ্ছি কেলুদা।
বটে, ভ্রমণে যাচ্ছিস? তা কোথায় যাচ্ছিস? লিলুয়া, না উল্টোডিঙ্গি?
উল্টো সোজা কোন ডিঙ্গিতেই নয়—
আমরা যাচ্ছি মাসী বাড়ি আর এখন যাচ্ছি স্যারের কাছে কয়েকদিনের ছুটির জন্য।

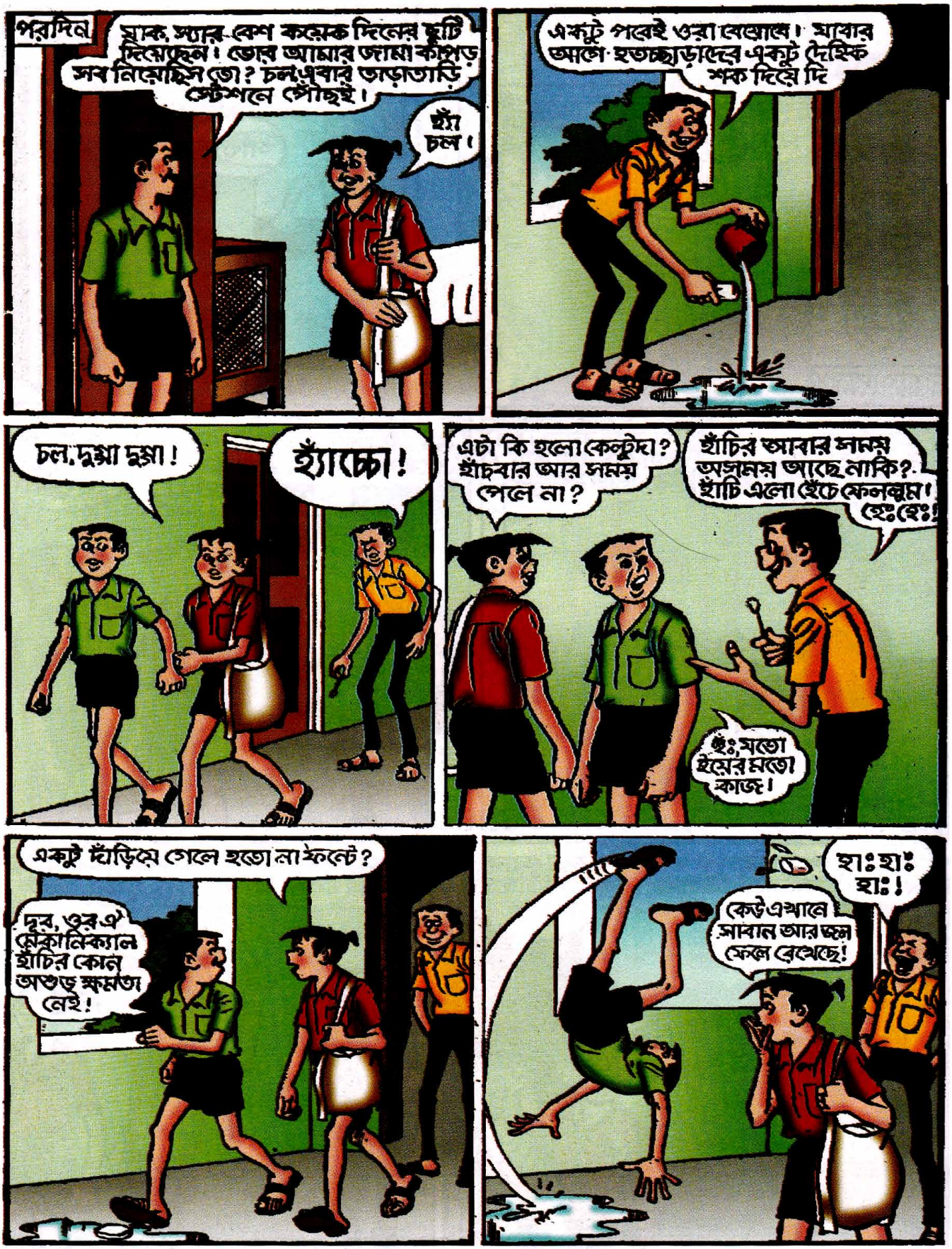
পরদিন
যাক, স্যার কেশ কয়েক দিনের ছুটি দিয়েছেন। তোর আমার জামা কাপড় সব নিয়েছিস তো? চল এবার তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছই।
হ্যাঁ চল।
একটু পরেই ওরা বেরোবে। যাবার আগে হতচ্ছাড়াদের একটু দৈহিক শক দিয়ে দি
চল, দুগ্গা দুগ্গা!
হ্যাচ্চো!
এটা কি হলো কেলুদা? হাঁচবার আর সময় পেলে না?
হাঁচির আবার সময় অসময় আছে নাকি? হাঁচি এলো হেঁচে ফেললুম। হেঃ হেঃ!
ছঃ, যতো ইয়ের মতো কাজ।
একটু দাঁড়িয়ে গেলে হতো না ফকেট?
দূর, ওর ঐ মেকানিক্যাল হাঁচির কোন অশুভ ক্ষমতা নেই!
হাঃ হাঃ হাঃ!
কেউ এখানে সাবান আর জল ফেলে রেখেছে!


হাঃ হাঃ — গুপ্!
ওঃ, পিঠটা গেছে রে মাইরি! কোন বেল্লিক এখানে সাবান রেখেছিলো বলতো?
ঐ যে, আসামী। ওর কৃতকর্মের ফল এখন বল হয়ে বেরোচ্ছে
ওরে বাবারে! আমি যে সাবান গিলে ফেলেছি রে!
হাঃ হাঃ হাঃ!
চলি গো কেলটুদা।
তুমি এবার যতো খুশী বল ছাড়ো আর খেলা করো।
যাক, এ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেলুম। এবার?
এবারে আর কোন মান বাহন নেই, তাই কেবল পদব্রজে মাইল ছয়েক।
কি বললি? ছ-ছ মাইল হাঁটতে হবে— ওওওওও!
কিরে নন্টে, ভিরমি গেলি নাকি?


ভিরমি যাওয়াটা কি অন্যায় হলো? এই বুদ্ধুরে দুমাইল রাস্তা হাঁটা কি সাজা?
হেঃ হেঃ! তাও তো। আরেকটা কথা তোকে বলিনি।
আবার কি কথা রে?
আমি এর আগে কখনো আসিনি মাইরি! শুধু শুনেছি, এই স্টেশনে নেমে নাকি মাসীদের গ্রাম খোঁটুয়াপাড়া যেতে হয়।
তাহলে চলপরের ট্রেনে ফিরে যাই।
সে পথও বন্ধ। আজ আর কোন গাড়ি যাবেও না, আসবেও না।
তার চেয়ে চল না, নতুন জায়গা আবিষ্কারের মতো আমরা মাসীদের বাড়ি খুঁজে বের করি। আর তাতে বেশ অ্যাডভেঞ্চারও হবে।
তবে তাই চল।
আধঘণ্টা পরে
ঐ একটা ছেলে আসছে। ওকে জিজ্ঞেস করা যাক।
হ্যাঁ ভাই! খোঁটুয়াপাড়া কোন্‌দিকে হবে বলতে পারো?
হিঁ, ক্যানো পারবনি? হুই লিলি কোরতিচে, উই উথানে।


আরো একঘণ্টা পরে…
লিলি দেখানো জায়গা যে শালের বন রে ফন্টে! ঘর-বাড়ির কোন চিহ্ন নেই।
তাইতো রে। ছোঁড়াটা ভুল জায়গা দেখিয়ে দিলে না তো?
এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক নন্টে, কি বলিস?
হ্যাঁ, না হলে আর এক পাও হাঁটা যাবে না। মারী-বাড়ি যাওয়া এখন ফাঁসি যাওয়ার মতো লাগছে মাইরি!
সহসা
কে কোথায় আছো, বাঁচাও! ডাকাতেরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!
!
?
নন্টে, নির্ঘাত একলা পেয়ে কারা কোন মেয়ের ওপর অত্যাচার করছে!
আমাদের এখুণি সাহায্য করতে যাওয়া উচিত ফন্টে!
কিন্তু শুধু হাতে যাওয়া ঠিক নয়। আমি একটা রাখি, তুই এটা নে।
ঠিক কথা বলেছিস, দে।
দুজনে দু পাশ দিয়ে যাই, তারপর আচমকা ব্যাটাদের ঘায়েল করবো।


দুজনে মিলে ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো।
কে আছো বাঁচাও! রক্ষা করো!
হাঃ হাঃ হাঃ! এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় কে তোমাকে রক্ষা করবে ললনে!
আমরা রক্ষে করবো! আপনার কোনো ভয় নেই দিদিমনি! দু ব্যাটাকে এখুণি কাত করে দিচ্ছি
ওফ্!
উফ্!
ওরে বাবারে!
আর ঘাবড়াবার কিছু নেই, ব্যাটারা কুপোকাৎ!


ও ট্যাপাবাবু! ও ন্যাপাবাবু! শিগগির বাঁচান! খুন করে ফেললে!
কাট, কাট!
ভয়ানক ব্যাপার রে নন্টে! শুনলি কেমন বললকেটে ফেলতে! বোধহয় ঐ মেয়েটিকেই।
তাই ভয় পেয়ে ওরকম ছুটেছে। শিগগির ওর পেছনে চল। আমরা ওর কোন ক্ষতি হতে দেবো না।
দাঁড়ান দিদিমনি! ছুটবেন না। বুঝতে পারছি আপনার ভীষণ বিপদ! একবার ওদের হাতে পড়লে আর আপনাকে রক্ষা করা যাবে না।
বলি, এসব কি হচ্ছে? অ্যাঁ?
আমাদের দুজন হোঁৎকা ভিলেনকে কোঁৎকা মেরে ঠান্ডা করে নায়িকাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে! এরকম তো হবার কথা নয়, কিন্তু —
শিগগির ওদের আটকাও। ছোকরা দুটোর মতলব ভালো ঠেকছে না। ওরা নির্ঘাত কোন ছিনতাই পার্টির! নায়িকার কিছু এদিক ওদিক হয়ে গেলে আমার ছবি 'আঁধারে মেরা গ্রাম' আঁধারেই থেকে যাবে।
পাকড়াও, পাকড়াও! ডাকাত! ছিনতাই পার্টি! খুন! নায়িকা, মানে হিরোয়িন নিয়ে পালাচ্ছে!
কি হইচে বাবু? ছুটোছুটি করতে লেগেচেন ক্যানো? ঘামিক আগে দেখুন, এক দিদিমনির পেচুনে দুটো ছোঁড়া ছুটতেচে!


সাংঘাতিক ব্যাপার মোড়লমশাই! এ ছোকরা দুটো দুজন জিলনকে প্রায় খুন করে এ আমার ছবির নায়িকাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে!
ছুটলেই হলো। ইখান থিকে নায়িকা ধরে নে যাবে? কার গদ্দানে কটা মাতা আচে দেকি তো!
বাঁচাও! মেরে ফেললো!
ভয় নেই! দাঁড়ান।
খুন করে পালাচ্ছে! ধর ধর, মার মার!
ফল্টে, দাঁড়া। ব্যাপারটা কেমন উল্টো হয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে ওরা খুনে ডাকাত বলে আমাদেরই ধরতে আসছে। দিদিমনিকে বাঁচানোর বদলে এখন নিজেদের বাঁচাতে জঙ্গলে গা ঢাকা দে,—
তারপর সকালে একমাত্র গাড়িতে, বিনা টিকিটে যথাস্থানে ফেরত! এখন মাসীর বাড়ি খোঁজ করার মানেই হলো ফাঁসির দড়ি গলায় পরা।
ঠিক বলেছিস!
পরদিন
কিরে? কাল গিয়ে আজ সকালেই চলে এলি যে? অথচ বলেছিলি যে কিছুদিন থাকবি!
ইয়ে-মানে-একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্যার—
হ্যাঁ স্যার!
কি এমন প্রয়োজন, যে মাসীবাড়ির তোয়াজ ছেড়ে চলে আসতে হলো— আর তোর মাসীও অমনি তোদের চলে আসতে দিলো? তাল্লি লাগাচ্ছিস না তো? একটা খবর দেখ, খোঁটুয়াপাড়ার কাছে সিনেমার শুটিংএর সময় কারা হামলা করেছে!
কোথায়?
এই যে, পড়ে দেখনা!
ইস্!
কি হলো রে?
কিছু না!
দৈনিক জয়ঢাক
খোঁটুয়াপাড়ার কাছে লোমহর্ষক কাণ্ড
চিত্রগ্রহণকালে দুই অভিনেতাকে ডেওর গ্রামে গ্রামেল করিয়া নায়িকা লোপাটের চেষ্টা। পেশে গ্রামবাসীর তাড়ায় দুষ্কৃতদের পলায়ন।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



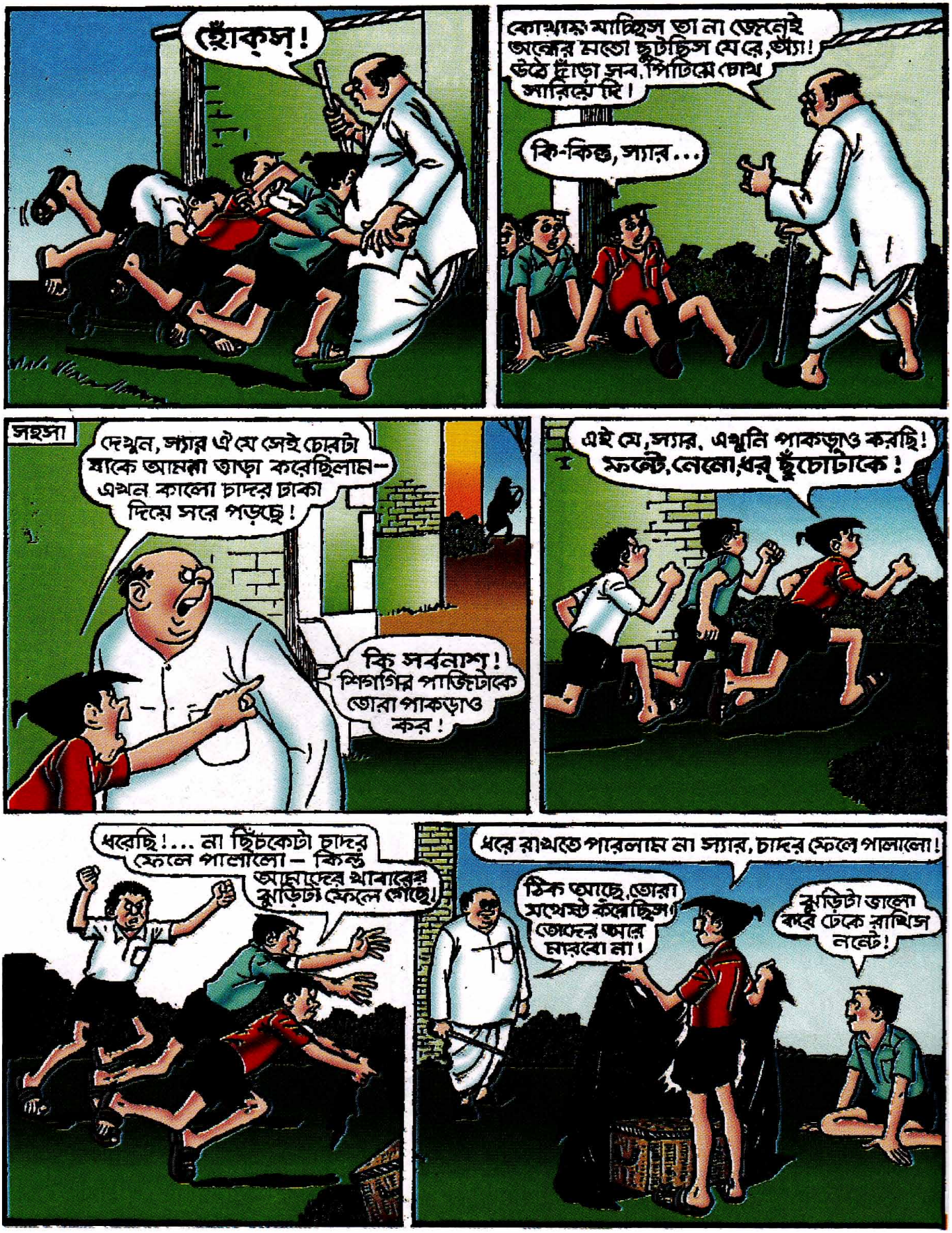
হোঁক্‌স্‌!
কোথায় যাচ্ছিস তা না জেনেই অন্ধের মতো ছুটছিস যে রে, অ্যাঁ! উঠে দাঁড়া সব, পিটিয়ে চোখ সারিয়ে দি!
কি-কিন্তু, স্যার...
সহসা
দেখুন, স্যার ঐ যে সেই চোরটা যাকে আমরা তাড়া করেছিলাম— এখন কালো চাদর ঢাকা দিয়ে সরে পড়ছে!
কি সর্বনাশ! শিগগির পাজিটাকে তোরা পাকড়াও কর!
এই যে, স্যার, এখুনি পাকড়াও করছি! ফন্টে, নেনো, ধর্‌ ছুঁচোটাকে!
ধরেছি!... না ছিঁচকেটা চাদর ফেলে পালালো — কিন্তু আমাদের খাবারের ঝুড়িটা ফেলে গেছে!
ধরে রাখতে পারলাম না স্যার, চাদর ফেলে পালালো!
ঠিক আছে, তোরা যথেষ্ট করেছিস! তোদের আর মারবো না!
ঝুড়িটা ভালো করে ঢেকে রাখিস নন্টে!


ওদিকে কেন্টু
স্যারকে দেখে চাদর খুইয়ে সরে পড়তে হলো না হলে ফাইট দিয়ে ওদের টাইট করে ছেড়ে দিতাম। মাঝখান থেকে খাটুনিটাই মাঠে মারা গেলো।
ঝরাত জ্বরে ঠ্যাঙানির হাত থেকে রেহাই আর এটা ফেরত পেয়েছি মাইরি!
ছিঁচকেটাকে আচ্ছা করে একদিন ঝাড়পোঁছ করতে হবে।
দূর ছাই! খানিকটা চক্কর মেরে বিশুদ্ধ হাওয়া খেয়ে যাই।
কিছুদূর এগোবার পর
কেরে বাবা! পাগল নাকি! ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে! আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে যেতো!
পরমুহূর্তে
ওফ্‌স্!
উফ্!
কানা নাকি? দেখে ছুটতে পারেন না— আরে! আপনি তো শ্রীচন্দ্রকালী—
—দাস সাহিত্যশ্রী। কিন্তু তোমার জন্যে এই বিশ্রী ব্যাপারটা সংঘটিত হওয়ার সুযোগ আঁধার মাণিক ফসকে গেলো!


আঁধার মণি? সে আবার কি জিনিস চাঁদুদা?
অ্যাঃ!
সে কি! স্বনামধন্য এই চীজটিকে চিনতে পারলে না? ইনি হলেন সেই দুর্ধর্ষ কীর্তিমান ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
এই যে ভায়া, তুমিও এসে গেছো!
ভায়া—তার মানে ইন্দ্রজিৎ—মানে বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়—ইঁফ্!
হ্যাঁ, আমিই সেই। কিন্তু ওটা কি হলো?
ওটা উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ! উফ্! এখুনি গিয়ে ওদের এসব বলতে হবে, না হলে পেট ফুলে ঢোল, না না ঢাক হয়ে যাবে!
ঢাকঢোল বাজাবার দরকার নেই। ও একটা ডাকাতির ফন্দি এঁটেছে। তোমাকে তো চালাক চতুর মনে হচ্ছে, একটু নজর রেখো!
নিশ্চয়! রাখবো ইন্দ্রদা!
আরে আমি তো প্রায় কব্জা করে ফেলেছিলাম কিন্তু এই ছোকরার জন্যে সব ভণ্ডুল হয়ে গেলো!
ঠিক আছে চাঁদুদা! আমার জন্যেই যখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ড পালিয়েছে, তখন ওকে আমিই খুঁজে বের করবো!
বেশ, খোঁজ পেলেই থানায় খবর দেবে।
একটু পরে
কেলোটা আবার কি মতলব নিয়ে আসছে রে ফল্টে!
আসুক! এবার শুধু খালি ঝুড়িটা পারে।

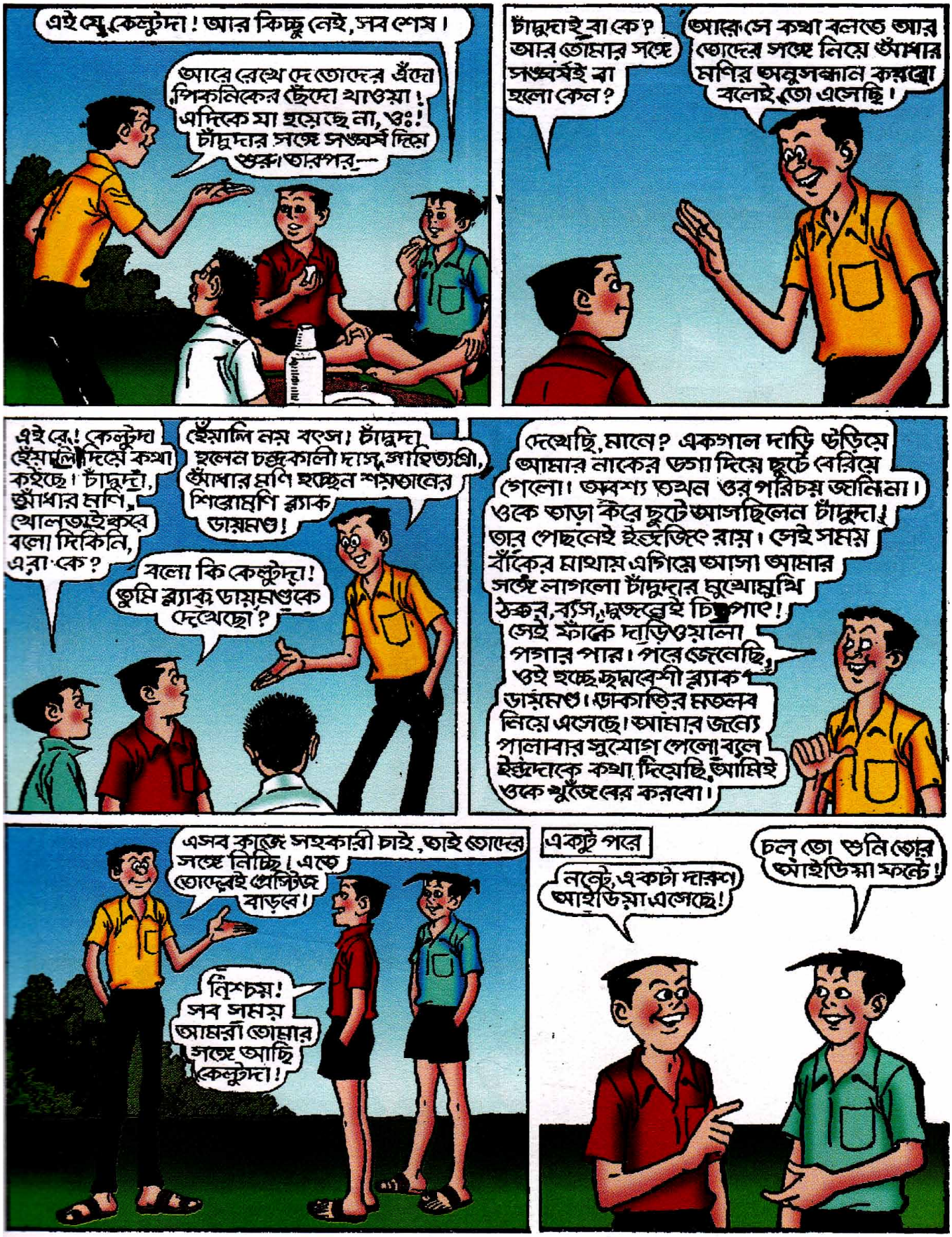
এই যে কেলুদা! আর কিচ্ছু নেই, সব শেষ।
আরে রেখে দে তোদের এঁদো পিকনিকের ছেঁদো খাওয়া! এদিকে যা হয়েছে না, ওঃ! চাঁদুদার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ দিয়ে শুরু। তারপর—
চাঁদুদাই বা কে? আর তোমার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষই বা হলো কেন?
আরে সে কথা বলতে আর তোদের সঙ্গে নিয়ে আঁধার মণির অনুসন্ধান করবো বলেই তো এসেছি!
এই রে! কেলুদা হেঁয়ালি দিয়ে কথা কইছে। চাঁদুদা, আঁধার মণি, খোলতাই করে বলো দিকিনি, এরা কে?
হেঁয়ালি নয় বৎস। চাঁদুদা হলেন চন্দ্রকালী দাস, সাহিত্যশ্রী, আঁধার মণি হচ্ছেন শয়তানের শিরোমণি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
বলো কি কেলুদা! তুমি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে দেখেছো?
দেখেছি, মানে? একগাল দাড়ি উড়িয়ে আমার নাকের ডগা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। অবশ্য তখন ওর পরিচয় জানিনা। ওকে তাড়া করে ছুটে আসছিলেন চাঁদুদা। তার পেছনেই ইন্দ্রজিৎ রায়। সেই সময় বাঁকের মাথায় এগিয়ে আসা আমার সঙ্গে লাগলো চাঁদুদার মুখোমুখি ঠক্কর, ব্যস, দুজনেই চিত্‌পাৎ! সেই ফাঁকে দাড়িওয়ালা পগার পার। পরে জেনেছি, ওই হচ্ছে ছদ্মবেশী ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ডাকাতির মতলব নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে পালাবার সুযোগ পেলো বলে ইন্দ্রদাকে কথা দিয়েছি, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো।
এসব কাজে সহকারী চাই, তাই তোদের সঙ্গে নিচ্ছি। এতে তোদেরই প্রেস্টিজ বাড়বে।
নিশ্চয়! সব সময় আমরা তোমার সঙ্গে আছি কেলুদা!
একটু পরে
নন্টে, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে!
চল্ তো শুনি তোর আইডিয়া ফন্টে!

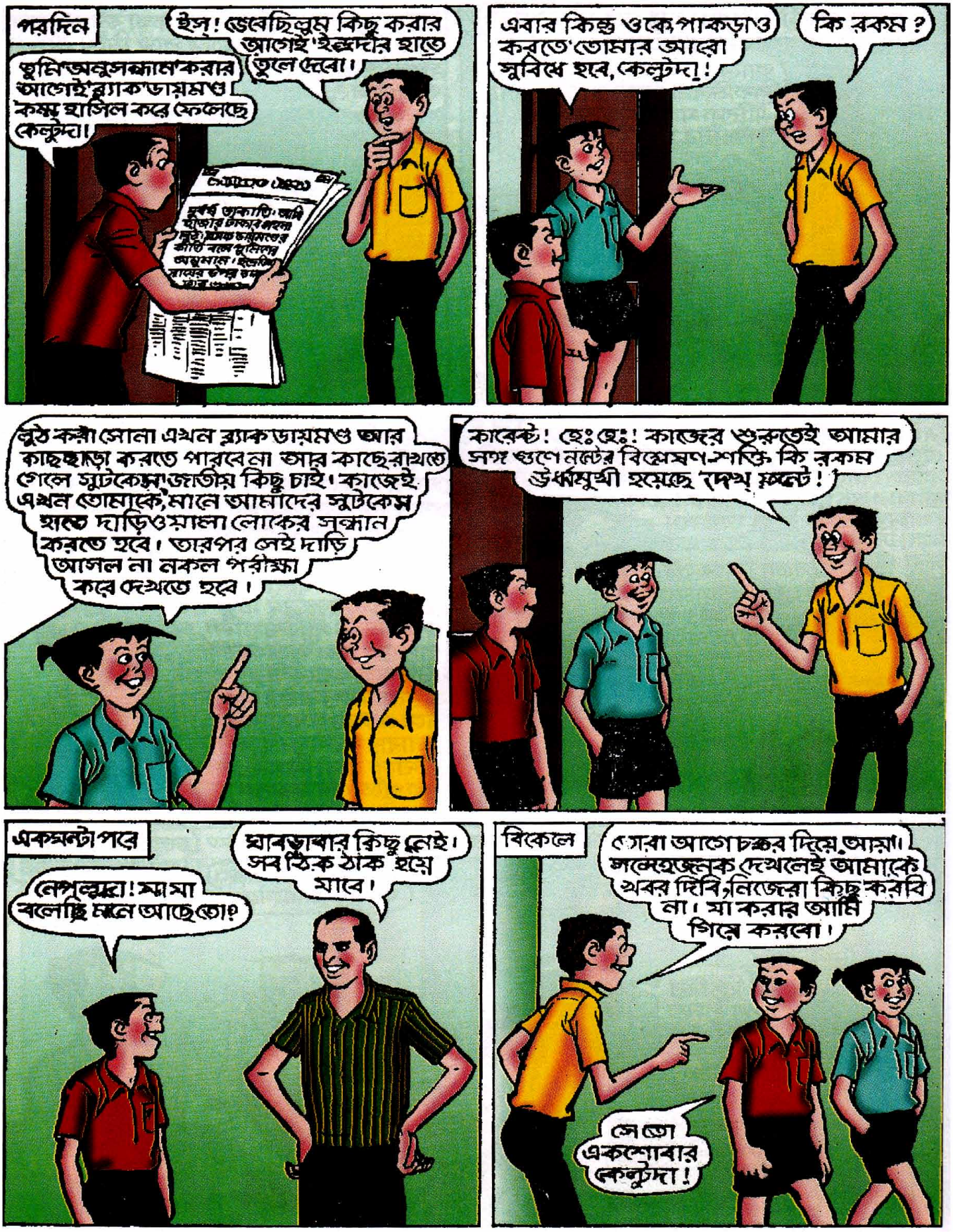
পরদিন
ইস্! ভেবেছিলুম কিছু করার আগেই 'ইন্দ্রদা'র হাতে তুলে দেবো।
তুমি অনুসন্ধান করার আগেই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড কম্মু হাসিল করে ফেলেছে কেলুদা।
এবার কিন্তু ওকে পাকড়াও করতে তোমার আরো সুবিধে হবে, কেলুদা!
কি রকম?
ভুঠ করা সোনা এখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আর কাছছাড়া করতে পারবে না আর কাছে রাখতে গেলে সুটকেস জাতীয় কিছু চাই। কাজেই এখন তোমাকে, মানে আমাদের সুটকেস হাতে দাড়িওয়ালা লোকের সন্ধান করতে হবে। তারপর সেই দাড়ি আসল না নকল পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
কারেক্ট! হেঃ হেঃ! কাজের শুরুতেই আমার সব গুণে নন্টের বিশ্লেষণ-শক্তি কি রকম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে দেখ্ ফল্টে!
একঘন্টা পরে
ঘাবড়াবার কিছু নেই। সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।
নেপল্লদা! মামা বলেছি মনে আছে তো?
বিকেলে
তোরা আগে চক্কর দিয়ে আয়। সন্দেহজনক দেখলেই আমাকে খবর দিবি, নিজেরা কিছু করবি না। যা করার আমি গিয়ে করবো।
সে তো একশোবার কেলুদা!

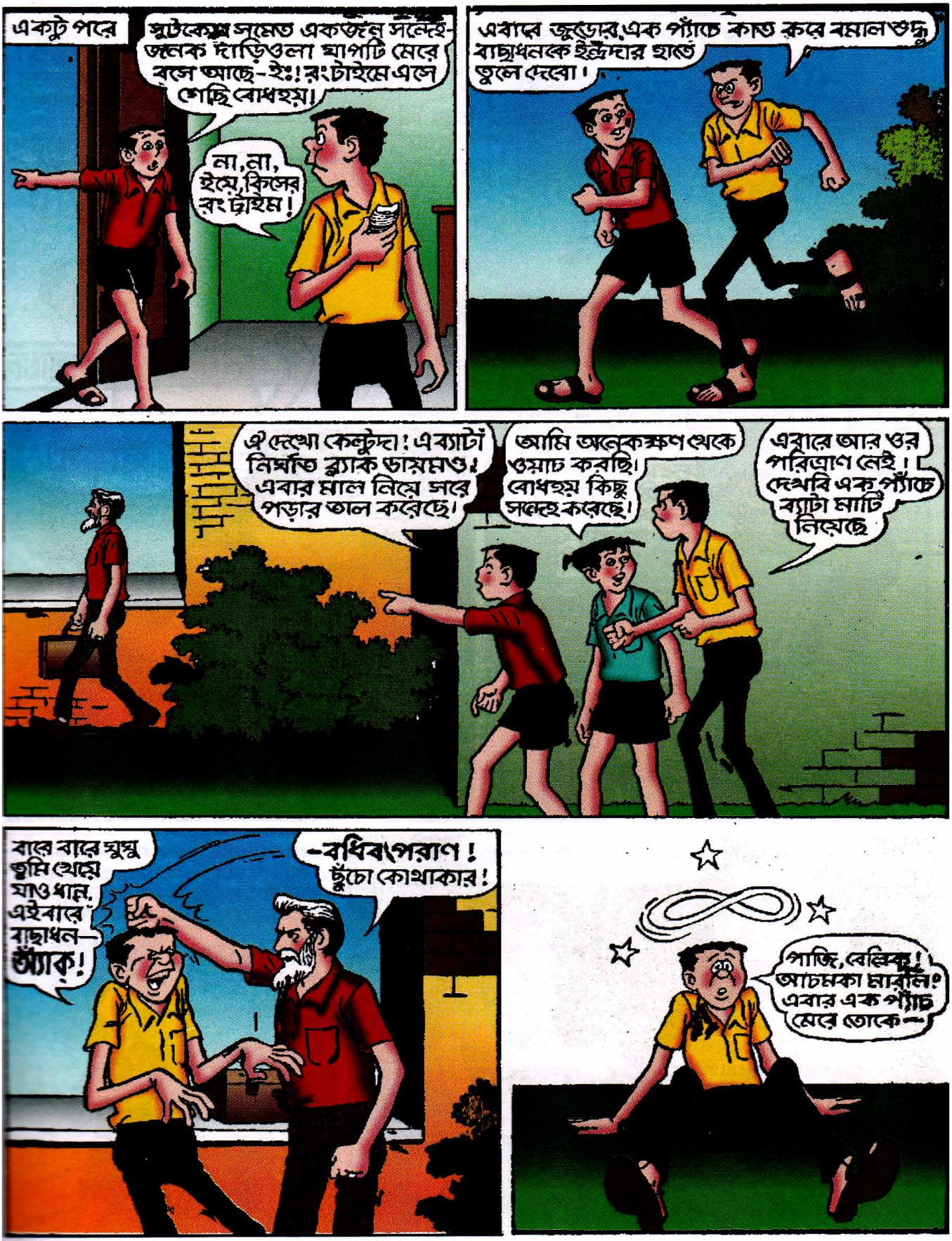
একটু পরে
সুটকেস সমেত একজন সন্দেহজনক দাঁড়িওলা ঘাপটি মেরে বসে আছে—ইঃ! রংটাইমে এসে গেছি বোধহয়!
না, না, ইয়ে, কিসের রংটাইম!
এবারে জুড়োর এক প্যাঁচে কাত করে বগলদাবা বাছাধনকে ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো!
ঐ দেখো কেলুদা! এ ব্যাটা নির্ঘাত ব্ল্যাক ডায়মণ্ড! এবার মাল নিয়ে সরে পড়ার তাল করেছে!
আমি অনেকক্ষণ থেকে ওয়াচ করছি! বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে!
এবারে আর ওর পরিত্রাণ নেই! দেখবি এক প্যাঁচে ব্যাটা মাটি নিয়েছে
বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে বাছাধন— অ্যাঁক!
-বধিরপরাণ! ছুঁচো কোথাকার!
পাজি, বেল্লিক! আচমকা মারলি! এবার এক প্যাঁচ মেরে তোকে—


আর প্যাঁচ মারতে হবে না, কেলুদা! সে পালিয়েছে।
তবে সুটকেসটা নিয়ে যেতে পারে নি।
নিতে পারেনি তো?
জানি পারবে না। ব্যাটা ভীরু কাপুরুষ! প্রাণের ভয়ে বগল ফেলে পালিয়েছে। এখন এই লুটের গয়নাগুলোই ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো। এখন একবার দেখি সুটকেসের মধ্যে কি কি জিনিস আছে!
এই জীতুটার ভয়ে সবাই এতো তটস্থ! ক্রিমিন্যালটা পালিয়ে বাঁচলো, না হলে এক ঘুঁষিতে ওর থুতনিটা—
উড়িয়ে— হ্যাঁক্স্!
কেলুদার সার্টিফিকেট।
ওরে ছুঁচো, কেলু! দ্বিতীয়বার তোর গায়ে হাত দিতে এলে হাওয়ায় মাত্রিক চাঁট মেরে তোর ভাঁট ভেঙে দিবুম।
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড (দু নম্বরী)
ওটা বোধহয় নেপলুদার বাড়তি সংযোজন।
নেপলুদার তৈরি মেকানিকাল কিক্ দারুণ হয়েছে, কি বলিস নন্টে?
অপূর্ব!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ











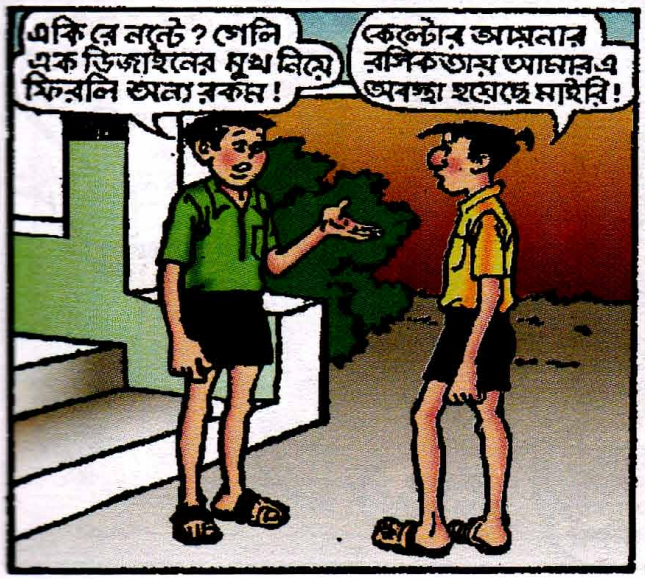




দিলে নে পুরুরা আঁথা মে আ—
আ-আঃ! ওঃ! একী রে বাবা!
এদিকেও! ওরে বাবা রে! আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা রে!
ওঃ হো হো! আমি নির্ঘাত অন্ধ হয়ে গেছি!
আরে, আরে কানা নাকি? কোথায় যাচ্ছো দেখতে পাও না?
ওফ!
উরে দাদারে! আমি বোধ হয় ঠিক অন্ধ হয়ে গেছি!
ধরলে কবন্ধ করে দেবো। শিগগির রংএর টিন দিয়ে দে।
হতচ্ছাড়াকে খুব টাইট দেওয়া গেছে, কি বলিস?
একেবারে এয়ার টাইট!

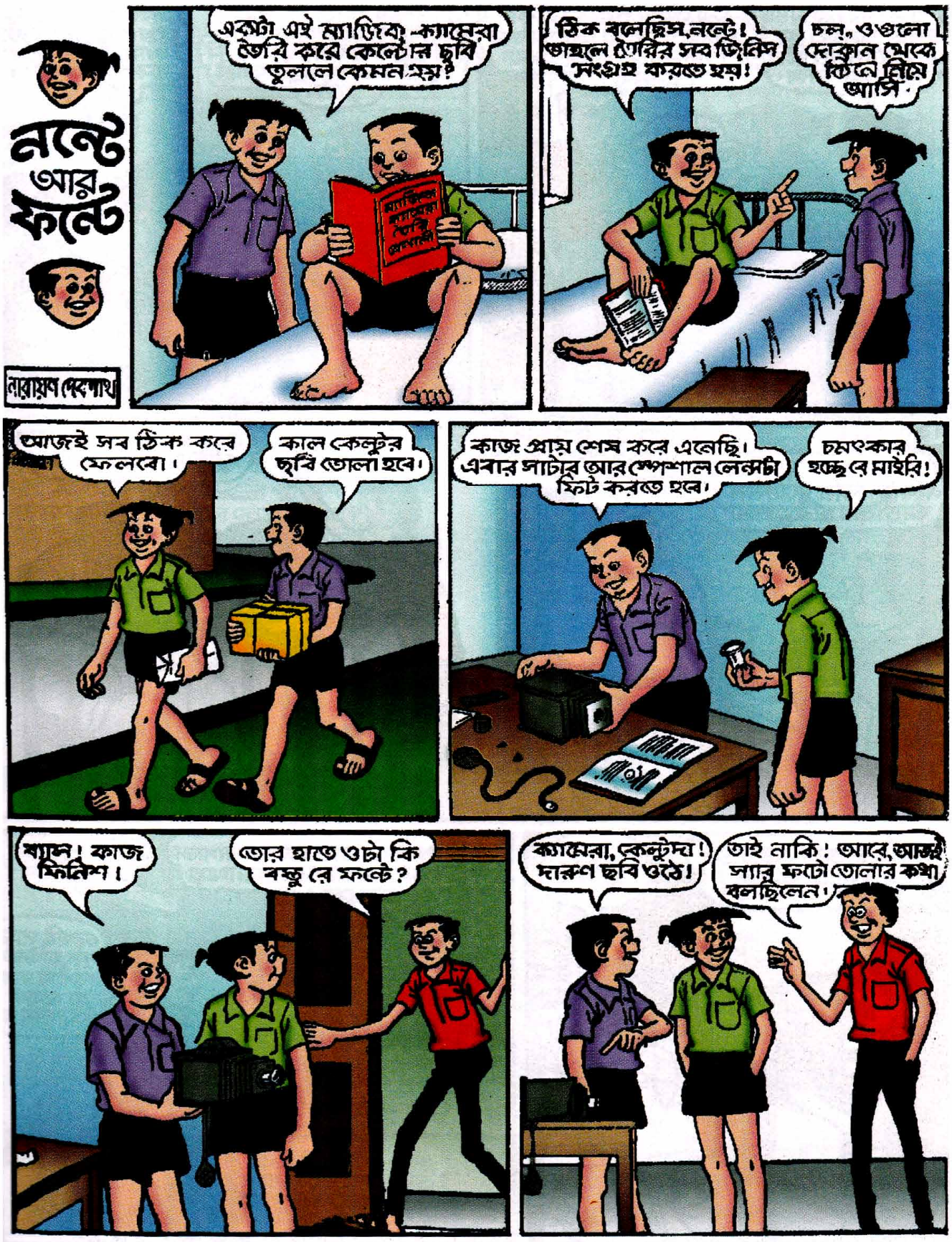
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একটা এই ম্যাজিক্যাল ক্যামেরা তৈরি করে কেলটার ছবি তুললে কেমন হয়?
ম্যাজিক্যাল ক্যামেরা তৈরি প্রণালী
ঠিক বলেছিস নন্টে! তাহলে থিওরির সব ডিটেলস সংগ্রহ করতে হয়!
চল, ওগুলো দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসি
আজই সব ঠিক করে ফেলবো।
কাল কেলটুর ছবি তোলা হবে।
কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। এবার সাটার আর স্পেশাল লেন্সটা ফিট করতে হবে।
চমৎকার হচ্ছে রে মাইরি!
ব্যাস! কাজ ফিনিশ!
তোর হাতে ওটা কি বস্তু রে ফন্টে?
ক্যামেরা, কেলটুদা! দারুণ ছবি ওঠে!
তাই নাকি! আরে, আজই স্যার ফটো তোলার কথা বলছিলেন!

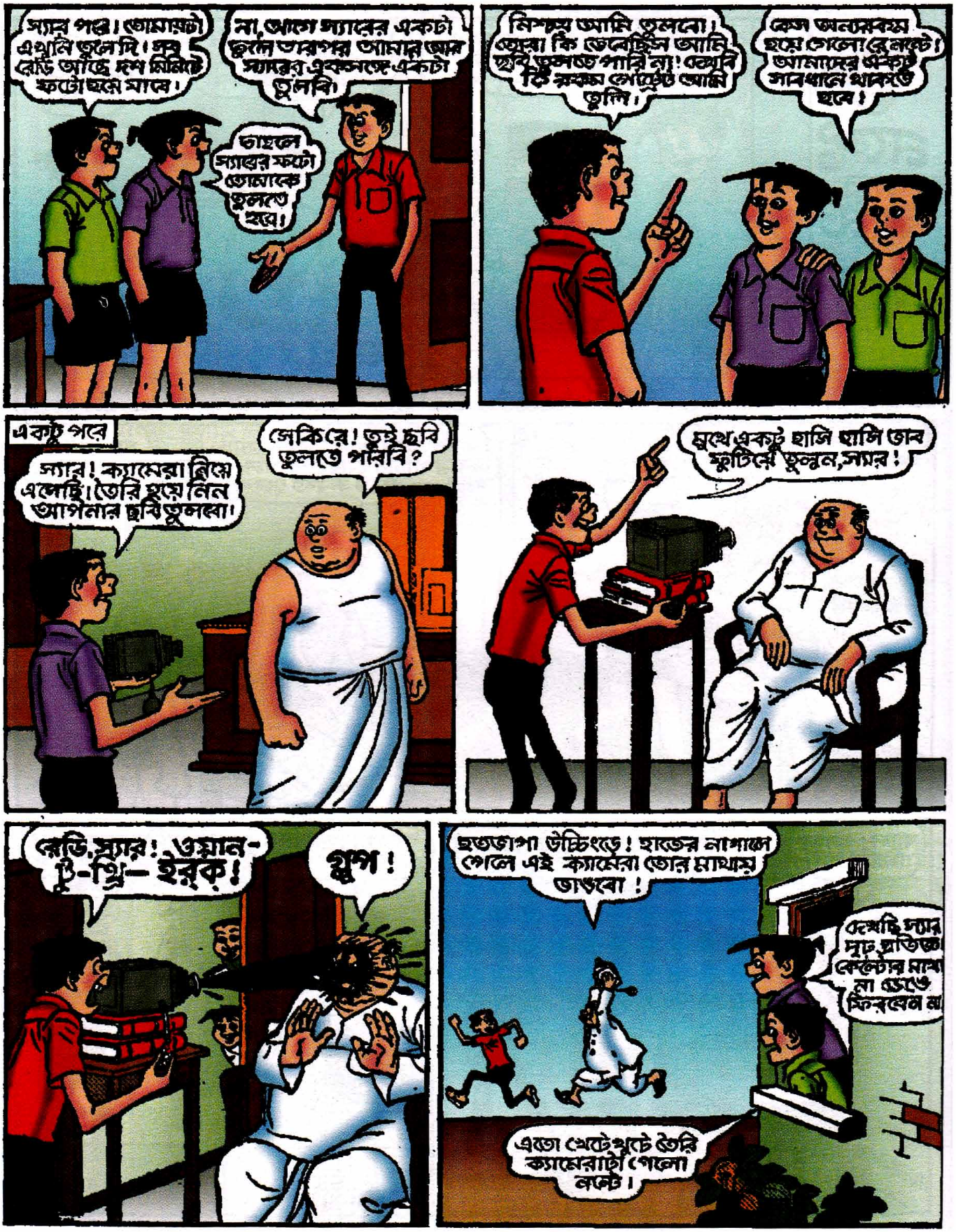
স্যার পরে। তোমায়টা এখুনি তুলে দি। সব রেডি আছে দশ মিনিটে ফটো হয়ে যাবে।
না, আগে স্যারের একটা তুলে তারপর আমার আর স্যারের একসঙ্গে একটা তুলবি।
তাহলে স্যারের ফটো তোমাকে তুলতে হবে।
নিশ্চয় আমি তুলবো। তোরা কি ভেবেছিস আমি ছবি তুলতে পারি না! দেখবি কি রকম পোর্ট্রেট আমি তুলি।
কেস অন্যরকম হয়ে গেলো রে নন্টে! আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে।
একটু পরে
স্যার! ক্যামেরা নিয়ে এসেছি। তৈরি হয়ে নিন আপনার ছবি তুলবো।
সেকি রে! তুই ছবি তুলতে পারবি?
মুখে একটু হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে তুলুন, স্যার!
রেডি, স্যার! ওয়ান-টু-থ্রি— ইর্‌ক্‌!
গ্লুপ!
হতভাগা উচ্চিংড়ে! হাতের নাগালে পেলে এই ক্যামেরা তোর মাথায় ভাঙবো!
দেখছি স্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেল্টার মাথা না ভেঙে ফিরবেন না
এতো খেটেখুটে তৈরি ক্যামেরাটা গেলো নন্টে।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সক্কালবেলা কাগজ থেকে কি এতো গোগ্রাসে গিলছো গো কেলুদা ?
কি সাংঘাতিক ব্যাপার দেখেছিস। বোরখার মধ্যে সন্ত্রাস ঢুকে পড়েছে!
বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু বোঝার উপায় নেই।
কি সর্বনেশে কাণ্ড গো, কেলুদা! এবার কি হবে ?
যে ব্যাটা বোরখা চাপিয়ে মহিলার ছদ্মবেশে নাশকতা ঘটাতে চাইছে সেই বজ্জাতটাকে ওরই কায়দায় পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। দেখবি তোদের কেলুদার কেরামতি!
সেই মতো-
কি রে! কিরকম লাগছে ? আর এটা দেখেছিস! ধরলে বাছাধনকে সন্ত্রাস কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়বো।
তোমার ভুল হবে না তো, কেলুদা ?
ভুল, ভুল কখনো এ শর্মার হয় না। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অতো সহজ নয়- আরো জেনে রাখ, ধরে দেবার পুরস্কারটা এই কেলুর হাতেই আসছে।
আমরাও নজর রাখবো, কেলুদা!
ওদিকে গোয়েন্দা দপ্তরে-
ঢাকনা মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। দেখবেন ব্যাটা বড়ো ধড়িবাজ সন্ত্রাসবাদী। ঘুণক্ষরেও না সন্দেহ করে।
কোন চিন্তা নেই, স্যার! এবার ঠিক পাকড়াবো!


গোপন খবর পেয়েছি যে ব্যাটা এখানে কার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দেখলেই ব্যাটাকে জাপটে ধরবো তারপর ডান্ডা! তোদের সাহায্যের দরকার বোধহয় নাও হতে পারে।
কেল্টুদা! ঐ তো একজন বোরখা পড়া!
খবর পেয়েছি ব্যাটা এখানেই আসবে।
ধরেছি ব্যাটাকে! বোরখার আড়ালে চররৃত্তি?
ওফ্‌স্!
বোরখার আড়ালেতে নাশকতা করো, এইবার বাছাধন গুঁতো খেয়ে মরো!
ওরে গেছি রে! মেরে ফেললো রে! বাঁচাও!
নন্টে আর ফন্টে! এসে গেছিস নে, এবার আবরণ উন্মোচন কর!
ও, কেল্টুদা! এতো পুলিশ! তুমি এতোক্ষণ পুলিশ পিটিয়েছো!
ওরে বাবা! পু-পু-পুলিশ!
মরেচে!
হতচ্ছাড়া, উজবুগ! আমাকে পিটিয়েছিস, আজ তোকেই আলো নাশকতার দায়ে ফাটকে পুরবো!
ওরে, নন্টে আর ফন্টে! ওকে বুঝিয়ে বল না যে এটা রংনাম্বার হয়ে গেছে!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! সাবানের জন্যে চান করতে পারছি না। ঝট করে একটা কিনে আন না।
টাকা দাও এনে দিচ্ছি।
তোরা এখন নিয়ে আয় পরে আমি তোদের দিয়ে দেবো। এবার ঝট্ করে বেশ গন্ধওয়ালা সাবান নিয়ে আয়।
বেশ, তোমার কথা মতো এনে দিচ্ছি কিন্তু এই শেষবার।
মজা করার জন্যে সুগন্ধী ম্যাজিক সাবান নিয়ে যান
চল, ফন্টে, এই সাবানই নিয়ে কেলোটাকে দিই।
ঠিক বলেছিস, নন্টে! সাবানের দাম তো দেবে না কিন্তু জব্দ করা যাবে।
বন্ধুদের মজা দেখাবার জন্যে নিয়ে যাও এই ম্যাজিক সাবান। এই সাবান যেখানে লাগাবে সেখানেই রং লাগবে।
দেখি, দিন একটা।
এবারে কেলো, নিজের হাতেই মুখে রং লাগাবে।
এই নাও তোমার সুগন্ধী সাবান। মাখলেই বুঝবে কি দারুণ জিনিস!
এনেছিস? বাঃ! দে, তাড়াতাড়ি দে।
দাঁড়া, কেলু! আমার তাড়া আছে আমি আগে চান করে নিই।


বাঃ! তোর সাবানের গন্ধটা তো বেশ মিস্টি। দে তো সাবানটা একটু মেখে দেখি।
নিশ্চয়ই স্যার, এই নিন।
মরেচে! এযে রং নাম্বারে চলে গেলো রে!
হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁহুঁ-হুঁউ-উ-
স্নানঘর
দারুণ সাবান এনেছিস, নন্টে আর ফন্টে! গন্ধে মোহিত হয়ে সুর ভাজতে ভাজতে স্যার চান করছে।
দশমিনিট পরেই-
হুঁউ-হুঁউ-হুঁউ-হুঁউ-উ-উ-অ্যাই হতচ্ছাড়া, কেলুট
স্নানঘর
কি হলো বলতো? বেশ তো সুর ভেজে ভেজে চান করছিলেন হঠাৎ অ-সুর হয়ে গর্জন ছাড়লেন কেন!
ক্ক্যা-ক্যানো, স্যার! ক্কি-কি হয়েছে?
স্নানঘর
বেল্লিক, মর্কট! আমার সঙ্গে রসিকতা?
দ্যাখ্ কি হয়েছে!
ইরক্!
পাজি, নচ্ছার! তোর গায়ে এই সাবান পুরোটাই ঘষে দেবো।
এ-এটা একেবারে বিশ্বাসঘাতকতা স্যার!
স্যার কেলুটর ওপর এতোটাই ক্ষিপ্ত যে, ঐ সাবান দিয়ে কেলুটকে কালিমালিপ্ত না করা পর্যন্ত স্যারের হৃদয়তৃপ্ত হবেনা।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

















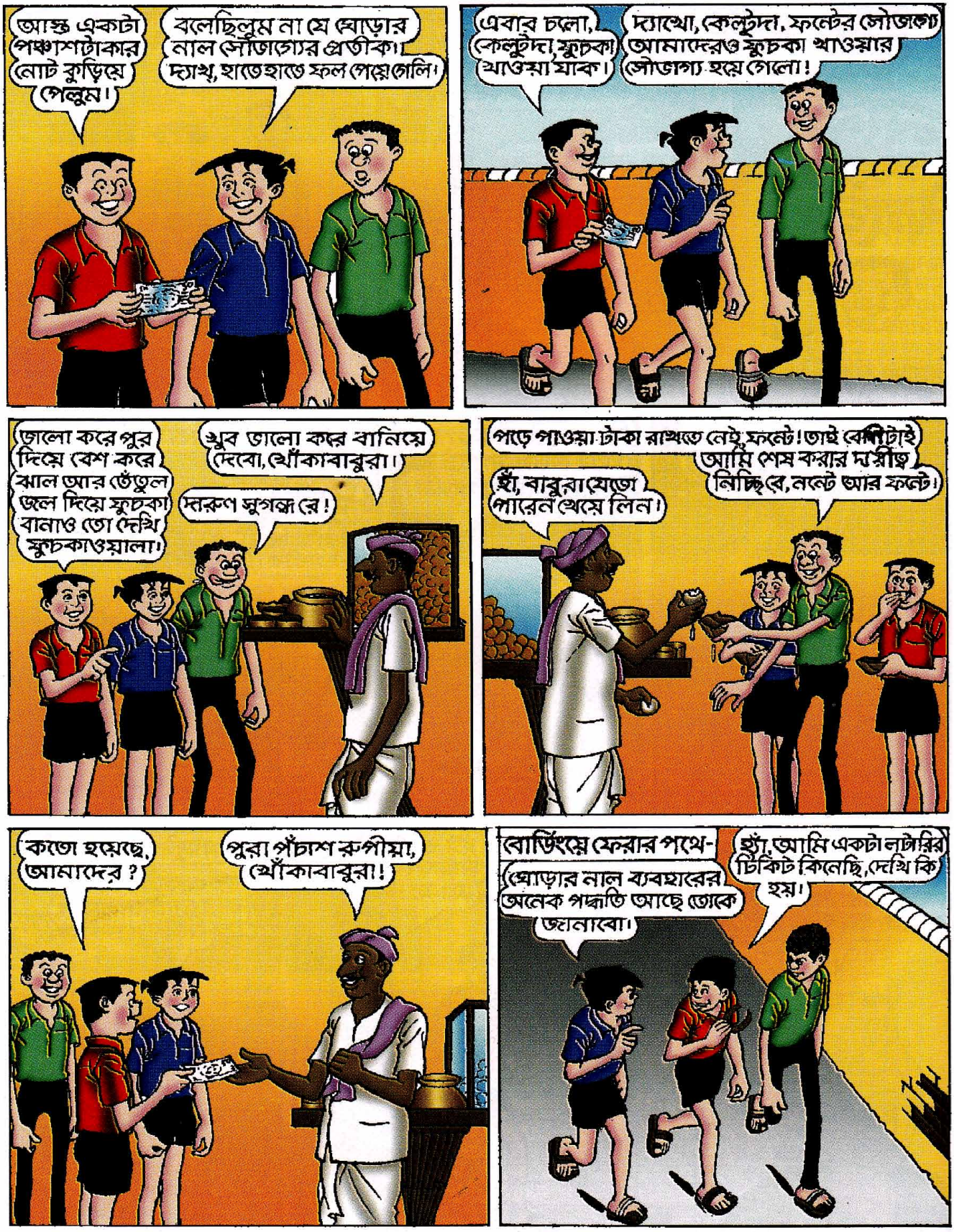
আস্ত একটা পঞ্চাশটাকার নোট কুড়িয়ে পেলুম।
বলেছিলুম না যে ঘোড়ার নাল সৌভাগ্যের প্রতীক। দ্যাখ, হাতেহাতে ফল পেয়ে গেলি।
এবার চলো, কেলুদা, ফুচকা খাওয়া যাক।
দ্যাখো, কেলুদা, ফন্টের সৌজন্যে আমাদেরও ফুচকা খাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে গেলো!
ভালো করে পুর দিয়ে বেশ করে ঝাল আর তেঁতুল জল দিয়ে ফুচকা বানাও তো দেখি ফুচকাওয়ালা।
খুব ভালো করে বানিয়ে দেবো, খোঁকাবাবুরা।
দারুণ সুগন্ধ রে!
পড়ে পাওয়া টাকা রাখতে নেই, ফন্টে! তাই বেশীটাই আমি শেষ করার দায়ীত্ব নিচ্ছি রে, নন্টে আর ফন্টে।
হাঁ, বাবুরা যেতো পারেন খেয়ে লিন।
কতো হয়েছে, আমাদের?
পুরো পঁচাশ রুপীয়া, খোঁকাবাবুরা!
বোর্ডিংয়ে ফেরার পথে-
ঘোড়ার নাল ব্যবহারের অনেক পদ্ধতি আছে তোকে জানাবো।
হ্যাঁ, আমি একটা লটারির টিকিট কিনেছি, দেখি কি হয়।


বোর্ডিংয়ে ফিরে-
ঘোড়ার নালের সৌভাগ্য পাবার নানা পদ্ধতি আছে যেমন তুই যদি ওটা পূব-উত্তর কোনে ছুঁড়ে মারিস। তাহলে তুই নির্ঘাত কোন সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবি।
তাহলে এই আমি ছুঁড়লাম।
কি সব বেচারাকে তালিম দিচ্ছিস। একবার টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে বলে বারে বারে ঘটবে!
একটু পরেই-
কটকেদা বলে পাঠালো ফন্টেদা যে একটা লটারির টিকিট কিনেছিলো। সেটাতে টাকা উঠেছে!
অ্যাঃ!
দেখলি তো, ফন্টে! যেই নালটা ছুঁড়ে ফেললি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যের খবরটা এলো।
পরে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসতে হবে।
নাঃ, এবার আমাকেও একটা ঘোড়ার নাল জোগাড় করতে হবে।
পঁচাশরুপীয়া দিন। আপুনকে সস্তা করিয়ে দিলম।
ঘোড়ার নাল পাওয়া যায়
একটা লটারির টিকিট দাও তো, কটকেদা!
তুই লটারির টিকিট কিনছিস যে, কেলু?
এই নে।
লটারির টিকিট
পরে-
আরেঃ, কেলুদা! তোমার হাতে লটারির টিকিট?
শুধু লটারির টিকিট দেখলি এই এটাও দ্যাখ!
তুমিও ছুঁড়বে নাকি কেলুদা?
অবশ্যই ছুঁড়বো। তুই একাই ছুঁড়ে সৌভাগ্যের অধিকারি হবি নাকি?
তা কেন হবে। আমরাও চাই তোমার সৌভাগ্যের উদয় হোক।

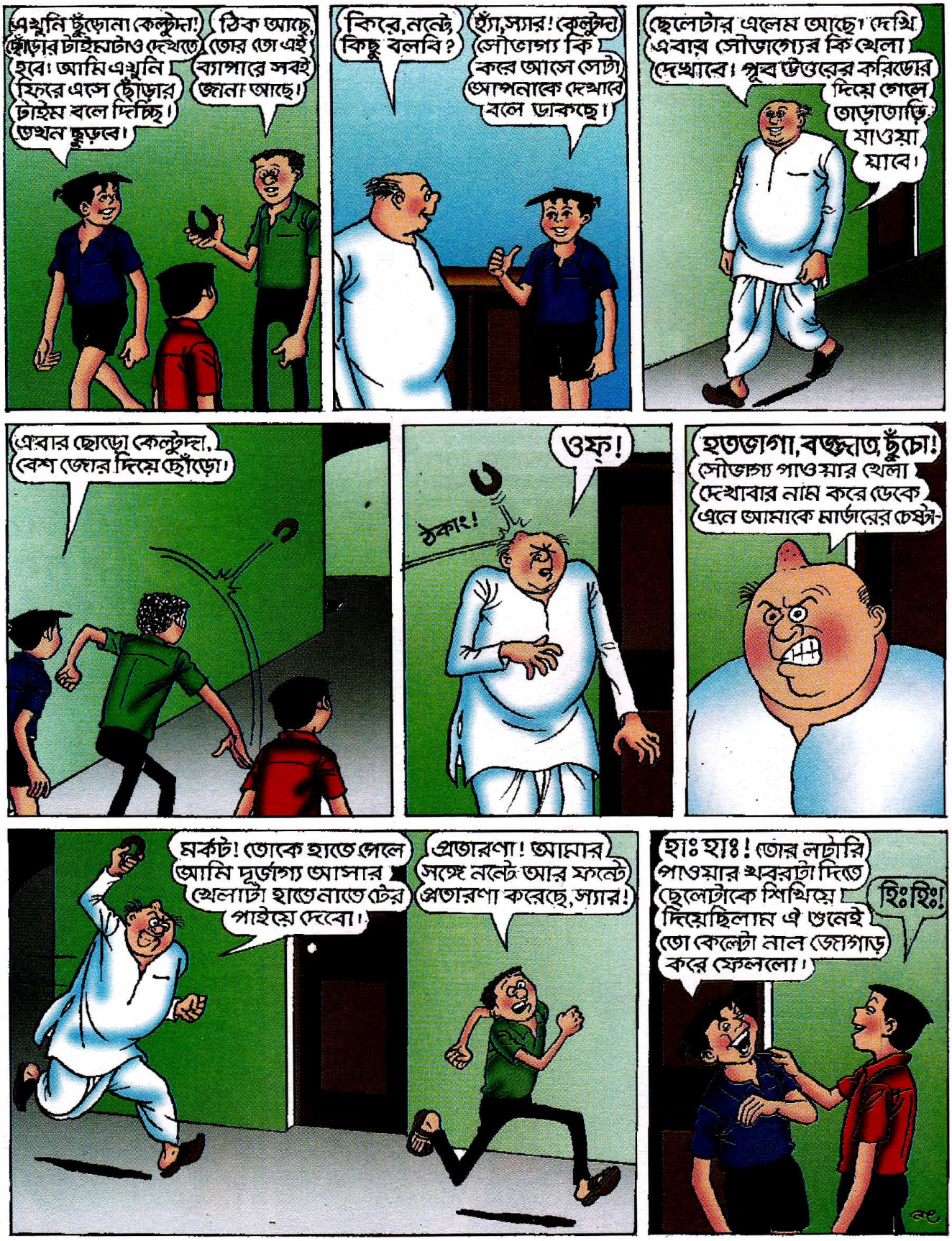
এখুনি ছুঁড়োনা কেলুদা! ছোঁড়ার টাইমটাও দেখতে হবে। আমি এখুনি ফিরে এসে ছোঁড়ার টাইম বলে দিচ্ছি। তখন ছুড়বে।
ঠিক আছে, তোর তো এই ব্যাপারে সবই জানা আছে।
কিরে, নন্টে, কিছু বলবি?
হ্যাঁ, স্যার! কেলুদা সৌভাগ্য কি করে আসে সেটা আপনাকে দেখাবে বলে ডাকছে।
ছেলেটার এলেম আছে। দেখি এবার সৌভাগ্যের কি খেলা দেখাবে। পুব উত্তরের করিডোর দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।
এবার ছোড়ো কেলুদা, বেশ জোর দিয়ে ছোঁড়ো।
ঠকাং!
ওফ্!
হতভাগা, বজ্জাত, ছুঁচো! সৌভাগ্য পাওয়ার খেলা দেখাবার নাম করে ডেকে এনে আমাকে মার্ডারের চেষ্টা-
মর্কট! তোকে হাতে পেলে আমি দুর্ভাগ্য আসার খেলাটা হাতে নাতে টের পাইয়ে দেবো।
প্রতারণা! আমার সঙ্গে নন্টে আর ফন্টে প্রতারণা করেছে, স্যার!
হাঃ হাঃ! তোর লটারি পাওয়ার খবরটা দিতে ছেলেটাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম ঐ শুনেই তো কেলটা নাল জোগাড় করে ফেললো।
হিঃ হিঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল জিমন্যাসিয়ামে-
দুর্দান্ত! দেখেছো কেলুদা! কি ভাবে একের পর এক ওয়েট বাড়িয়ে ঝপাঝপ তুলে ফেলছে! চেষ্টা করলে হয়তো একটা লরিও তুলে ফেলতে পারে!
অতো সোজা নয় রে বুদ্ধু! তবে এভাবে ওয়েট তোলার একটা কায়দা আছে।
দিন কয়েক প্র্যাকটিস করলে আমিও ওই রকম ওয়েট তুলে দেখাতে পারি
বুঝেছিস বুদ্ধুরা!
বলো কি, কেলুদা! তুমি অতো ওয়েট তুলতে পারবে?
পারবো না মানে? শুধুমাত্র তিনদিনে তোদের সবার সামনে দেখিয়ে দেবো যে, কি ভাবে কতোটা ওয়েট আমি তুলে দিতে পারি!
তবে এই কদিন আমি একা নিরিবিলিতে চর্চা করে যাবো। তোরা গিয়ে কোন বিরক্ত করতে পারবি না!
সেই মতো-
ওয়েট তোলার ব্যাপারে যা দরকার সেটা স্কুলবোর্ডিং-
-য়ের এই জাঙ্কাল রাখার ঘরে হয়তো পেয়ে যেতে পারি-এ'তো যা চাইছি সেটা ওখানে রয়েছে!
এবার এই থার্মোকোল শিট থেকে গোলগোল চাক্তি কেটে নেওয়া।
তারপর আঠা দিয়ে জুড়ে--
রং করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওয়েট লিফটিংয়ের লোহার চাকতি।


তিনদিন পরে-
দ্যাখ্ কি বলেছিলাম
আরিব্বাস!
দুর্দান্ত!
এ আর কি দেখছিস, আমি আরো ওজন তুলবো।
দেখলি তো? যা বলেছিলাম, ওয়েট তোলার একটা কায়দা আছে সেটা রপ্ত করতে পারলেই ইচ্ছে মতো ওয়েট তোলা যায়। দ্যাখ্ এবার
!
একহাতে কতো ওয়েট তুলেছি!
এক হাতে এতো ওয়েট! তাজ্জব!
পরে-
হিঃহিঃ! বুদ্ধু দুটোকে বোকা বানিয়েছি! ওরা ব্যাপারটা ধরতেই পারেনি।
কিছু পরে-
ওরে, ফন্টে! কেলোটা আমাদের বোকা বুদ্ধু বানিয়েছে রে, মাইরি! এ লোহা নয় থার্মোকোল কেটে তৈরি একেবারে হাল্কা। তখন ওর তোলা দেখেই সন্দেহ হয়েছিলো!
ওর রাস্তা ধরেই ওকে খাস্তা বানাবো। আমি নকল চাকতি সরিয়ে ফেলছি তুই আসলটা লাগিয়ে দে। তারপর আমি কয়েকজন দর্শক ডেকে আনি, দেখবি মজা কেমন জমবে!
আমাদের কাছে শুনে এরাও তোমার অসাধারণ ওয়েট লিফ্টিং দেখবে বলে ধরেছে।
বেশ! তাদের কথা তো ফেলতে পারি না।
কেউ সামনে আসবি না। ওয়েটের চাকতি ঘাড়ে পড়ে গেলে আমাকে দোষ দিবিনা!
কেউ যাবে না। তুমি তোমার নয়নঘুম্বকর অসাধারণ লিফ্টিং দেখাও, কেলুদা!
বেশ, তবে এটাই শেষ তোলা-
-হিঁক্-হোঁক্!
একি কেলুদা! তুমি এবার কোঁতাচ্ছো কেন?
তুমি চালাকি করে আমাদের ঠকিয়েছো, কেলুদা! কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে- মহাজনেরা বলে গেছেন, চালাকি দিয়ে-
-কোন মহৎকর্ম হয়না ধরা পড়তেই হয়। মোটা তোমার হয়েছে, কেলুদা!
ওক্!

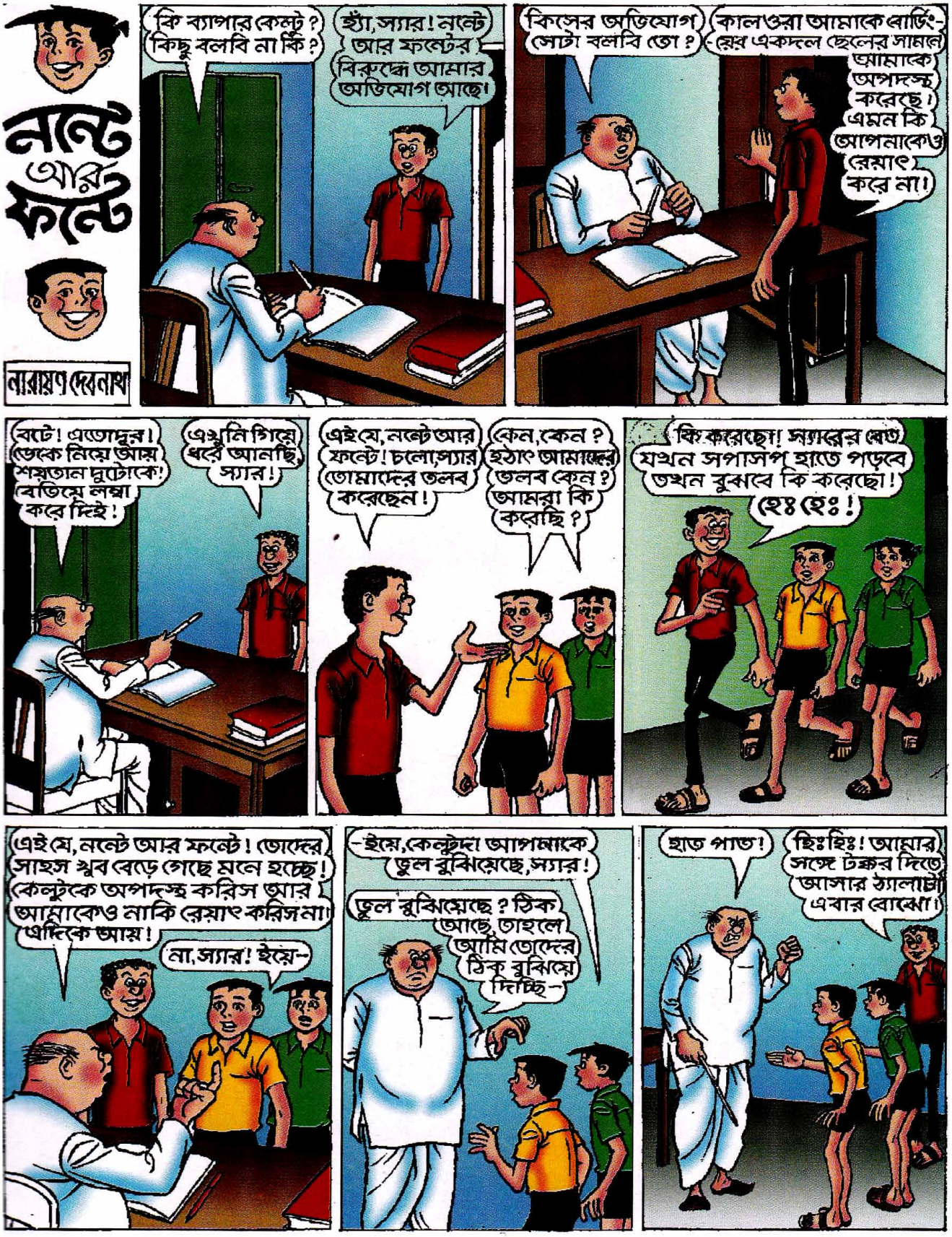
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি ব্যাপার কেলটু? কিছু বলবি না কি?
হ্যাঁ, স্যার! নন্টে আর ফন্টের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে!
কিসের অভিযোগ সেটা বলবি তো?
কালওরা আমাকে বোর্ডিং-য়ের একদল ছেলের সামনে আমাকে অপদস্থ করেছে। এমন কি আপনাকেও রেয়াৎ করে না!
বটে! এতোদূর! ডেকে নিয়ে আয় শয়তান দুটোকে! বেতিয়ে লম্বা করে দিই!
এখুনি গিয়ে ধরে আনছি, স্যার!
এই যে, নন্টে আর ফন্টে! চলো, স্যার তোমাদের তলব করেছেন!
কেন, কেন? হঠাৎ আমাদের তলব কেন? আমরা কি করেছি?
কি করেছো! স্যারের বেত যখন সপাসপ্ হাতে পড়বে তখন বুঝবে কি করেছো! হেঃ হেঃ!
এই যে, নন্টে আর ফন্টে! তোদের সাহস খুব বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে! কেলটুকে অপদস্থ করিস আর আমাকেও নাকি রেয়াৎ করিস না! এদিকে আয়!
না, স্যার! ইয়ে--
-ইয়ে, কেলটুদা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে, স্যার!
ভুল বুঝিয়েছে? ঠিক আছে, তাহলে আমি তোদের ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছি--
হাত পাত!
হিঃ হিঃ! আমার সঙ্গে টক্কর দিতে আসার ঠ্যালাটা এবার বোঝো!


এবার হাতে ঘা কয়েক পড়লেই বুঝতে পারবি!
কিন্তু বেত হাতে পড়ার আগেই-
উর্‌ফ্! এটা আবার এলো কোত্থেকে?
বোঁও-ও!
অ্যাই যাঃ!
স্যার, এটা ভীমরুল! খুব সাংঘাতিক!
বোঁও-ও-ও!
ওরে বাবা! আমাকে অ্যাটাক করেছে!
ব্যাটা এতোক্ষণে আপনার টাকে ইয়ে মাথায় বসেছে। একদম চুপ থাকুন নড়বেন না। নড়লেই হুল ফোটাবে।
একদম নড়বেন না, স্যার!
!
দমাস!
বোঁও-ও!
বোঁও-ও
কি পরোপকারী ভীমরুল রে, মাইরি! সব উলটপুরাণ করে দিয়ে এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলো!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















আঁইই! আমি পুড়ে গেছি!
মরেচে! এযে ফল্টে!
আমি বলতে পারি এটা ওর খাবারের বাক্স!
গররর! কেল্টুদা ফিরে এলো!
কোন চান্স নেই! তুই আমার পাইয়ে বসেছিলি তাই আমি তোর খাবারের বাক্স নিয়েছি, ফল্টে!
তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না, কেল্টুদা!
একটা নৌকো!
তোর ভাগ্যটা খারাপ, ফল্টে! আমি তোর এই খাবার লেকের মধ্যিখানে গিয়ে খাবো যেখানে তুই আমাকে বিরক্ত করতে পারবি না!
হেঃ হেঃ!
এবার দেখি — এর মধ্যে ফল্টে কি সুখাদ্য এনেছে!
আঁইই! আমার নাক!
হাঃ হাঃ! খুব ভালো কাজ হয়েছে, চিক্কু! ও আবার একটা বড় মাছও ধরেছে!
হিঃ হিঃ! নাকে পুরো ব্যাণ্ডেজের জন্যে কেল্টুদা নাকে মাছ ভাজার কোন গন্ধই পাবে না—
আর গন্ধ না পাওয়ার জন্যে খাওয়ার কোন ইচ্ছাই কেল্টুর থাকবে না!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ওসব কি নিয়ে যাচ্ছিস, কেল্টু ?
ওঃ, এ শুধু অঙ্কের কিছু পুরোনো টেক্সট বই স্যার।
হেঃহেঃ! এবার আমি স্যারকে ধোঁকা দিতে পেরেছি! একটা উপাদেয় জ্যাম সংগ্রহ রাখার জন্যে বইগুলিতে গর্ত করা হয়েছে!
যতক্ষণ না খেতে পারছি এটা ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখি
আর আমিও ওপরের ড্রয়ার টেনে বের করি।
হাঃহাঃ!
কেল্টো এখন চোখে সর্ষেফুল দেখছে ভেবে ওর জ্যাম সংগ্রহ হাতিয়ে নিয়েছি!
হেঃ হেঃ!
মরেছে! স্যার! উনি নিশ্চয়ই আমাকে জ্যাম সংগ্রহ শুদ্ধু দেখে ফেলেন নি।
এটা আমি এই ফাঁপা মূর্তিটার ভেতরে লুকিয়ে রাখি।


সব ঝাড় পোঁছ শেষ। এবার এই মুখটাকে একটু সাফাই করা দরকার।
ফল্টেটা যে কোথায় গেলো! আরে! একটা জ্যাম স্পঞ্জ!
ঐ যে যাচ্ছে নচ্ছার ফল্টেটা! ওকে যদি আমি অনুসরণ করি, ও আমাকে আমার জ্যাম স্পঞ্জের কাছে পৌঁছে দেবে।
আঃহা! ও ঐ মুখটার মধ্যে ওটা লুকিয়েছে!
নল্টে জানেই না কেল্টোর কাছ থেকে আমি কি জিনিস হাতিয়েছি!
আমাকে দে, চোর কোথাকার!
এখানে কি হচ্ছে?
ওফ! ফল্টেটা আচমকা ছেড়ে দিয়ে পালালো!
খপাৎ!
কেল্টোদার এলেম আছে বলতে হবে। যে ভাবেই হোক স্যারের মুণ্ডু পালটে দিয়েছে
হিঃহিঃ
স্যারের সাড়া পেয়েই আমি ছেড়ে পালিয়েছিলাম তাই স্যারের ধারণা কেল্টোই মুণ্ডু ছুঁড়েছে! হাঃহাঃ!


নন্টে আর নন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পূজোর ছুটির কয়েকদিন আগে
ডিস্কো দীওয়ানে আহা...
কোথায় বাজছে, বলতো ?
কেল্টোর ঘরে বাজছে বলে মনে হচ্ছে যেন !
আহা...আহা...
সেই রকমই তো মনে হচ্ছেরে ! চল তো গিয়ে দেখি !
দীওয়ানে আহা...
গানের সঙ্গে একটা অন্যরকম শব্দও আসছেরে নন্টে !
আরিব্বাস ! টেপ চালিয়ে কেল্টুদা ডিস্কো নাচছে মে, রে !
নাচছে না হাত পা ছুড়ছে রে নন্টে !
ডিস্কো দীওয়ানে
কে র‍্যা ! কানের কাছে ড্যাজোর ড্যাজোর করে আমার মন: সংযোগ ছিন্ন করে দিচ্ছিস !
এই যে আমরা, কেল্টুদা ! গান শুনে এসে দেখি তুমি হাত পা ছুড়ছো !
কি বললি ! আমি হাত পা ছুড়ছি ? ওরে ঘুঘুরা তোরা নৃত্যকলার কি বুঝিস ? এ নাচে যতো শরীর ঝাঁকাবি তত উৎকর্ষতা বাড়বে। ভালো করে দ্যাখ !

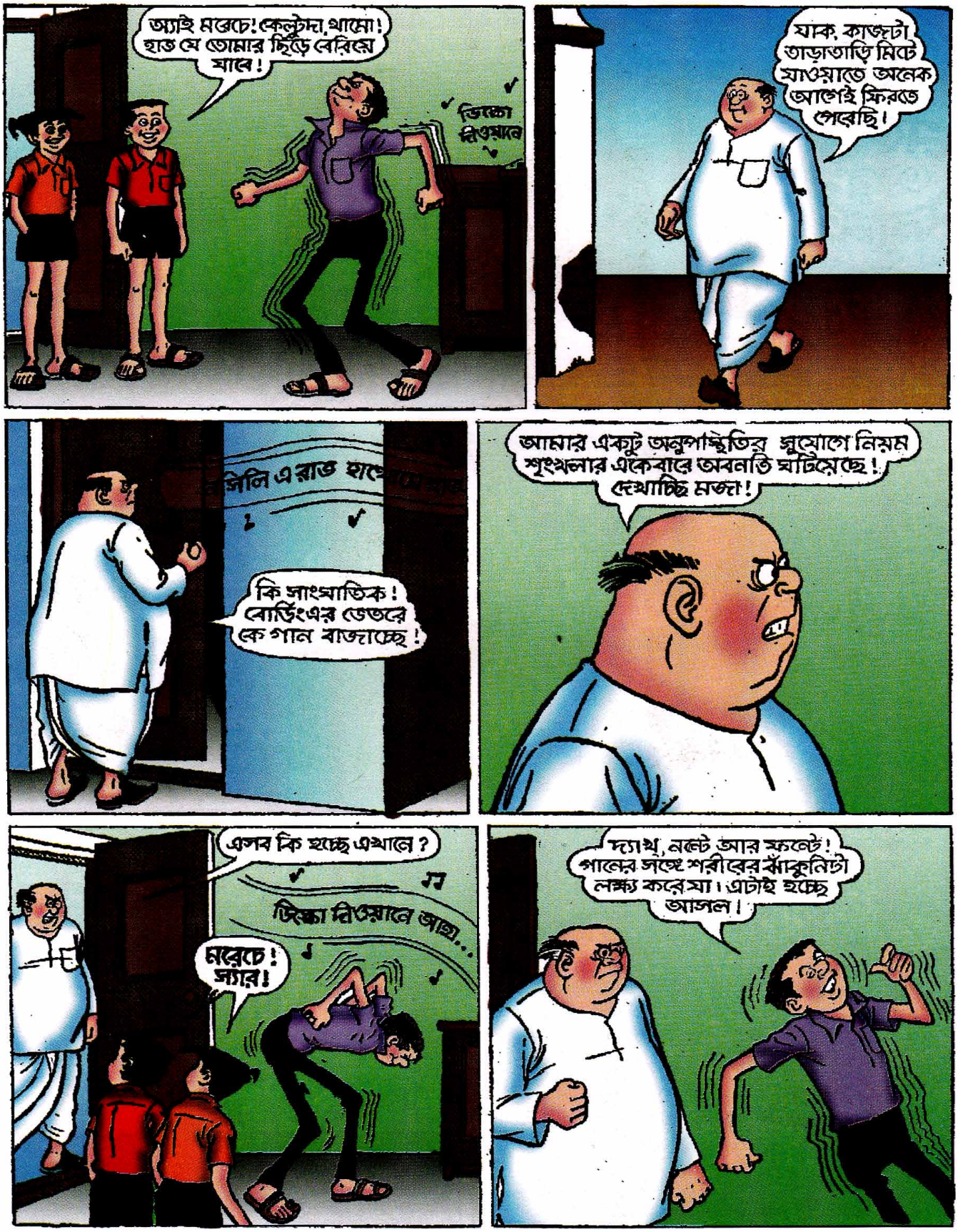
অ্যাই মরেচে! কেলুদা, থামো! হাত যে তোমার ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!
জিঙ্কা দিওয়ানে
যাক, কাজটা তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়াতে অনেক আগেই ফিরতে পেরেছি।
কি সাংঘাতিক! বোর্ডিংএর ভেতরে কে গান বাজাচ্ছে!
আমার একটু অনুপস্থিতির সুযোগে নিয়ম শৃংখলার একেবারে অবনতি ঘটিয়েছে! দেখাচ্ছি মজা!
এসব কি হচ্ছে এখানে?
জিঙ্কা দিওয়ানে আজা...
মরেচে! স্যার!
দ্যাখ, নল্টে আর ফল্টে! গানের সঙ্গে শরীরের ঝাঁকুনিটা লক্ষ্য করে যা। এটাই হচ্ছে আসল!

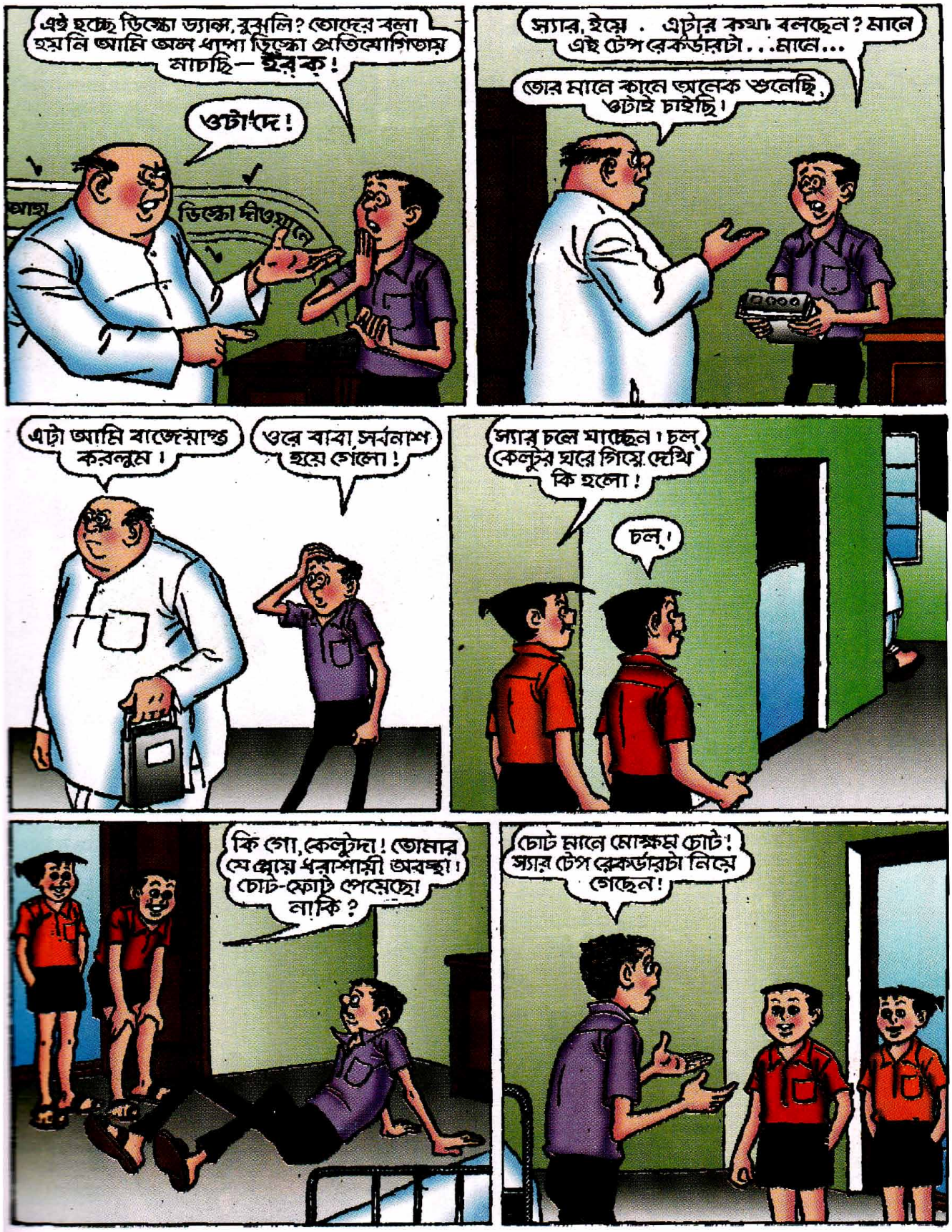
এই হচ্ছে ডিস্কো ড্যান্স, বুঝলি? তোদের বলা হয়নি আমি অল ধাপা ডিস্কো প্রতিযোগিতায় নাচছি— ইর্‌ক্‌!
ওটা'দে!
আহা
ডিস্কো দীওয়ানে
স্যার, ইয়ে . এটার কথা বলছেন? মানে এই টেপ রেকর্ডারটা . . .মানে...
তোর মানে কানে অনেক শুনেছি, ওটাই চাইছি।
এটা আমি বাজেয়াপ্ত করলুম।
ওরে বাবা, সর্বনাশ হয়ে গেলো!
স্যার চলে যাচ্ছেন। চল্‌ কেলুর ঘরে গিয়ে দেখি কি হলো!
চল্‌!
কি গো, কেলুদা! তোমার যে প্রায় ধরাশায়ী অবস্থা! চোট-ফোট পেয়েছো নাকি?
চোট মানে মোক্ষম চোট! স্যার টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে গেছেন!


সব থেকে মুস্কিল হচ্ছে ঐ টেপ রেকর্ডারটা। আমার এক বন্ধু তার চেনা এক দোকান থেকে চেয়ে এনে দিয়েছে, পরশু ফেরত দেবার কথা। দিতে না পারলে আমার যে কি অবস্থা হবে ভাবতেই পারছি না!
এক কাজ করো না, কেলুদা! তক্কে তক্কে থাকো। যখন স্যার একটু এদিক ওদিক যাবেন তখন টুক করে ঘরে ঢুকে ওটা নিয়ে আসবে।
না হয় স্যার যখন কসে ঘুম লাগাবে তখন চুপি চুপি গিয়ে তুলে নিয়ে চলে আসবে।
তোরা যতো ফালতু মতলব বের করছিস! নন্টের মতলব মতো হলে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে যাবে, আর ফন্টের মতলবে করতে গেলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে তবে হবে, কাজেই ওটাও অসম্ভব! অন্য ধান্দা দ্যাখ।
পরে
কেলোটা এবার খুব গাড্ডায় পড়েছে, নন্টে। সব ভাতেই মাতব্বরী করা বেরিয়ে যাবে।
আমার মাথায় অন্য একটা মতলব উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে রে, ফন্টে!
কি মতলব রে নন্টে?
কেলোকে অদৃশ্য করার মতলব! ও বলছিলো শুধু অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে আনা যায় সেই অদৃশ্যই আমরা ওকে করবো তারপর দেখবি কি দারুণ ব্যাপার হবে!
কি করে হবে রে, নন্টে?
শোন তবে— (ফিস ফিস)

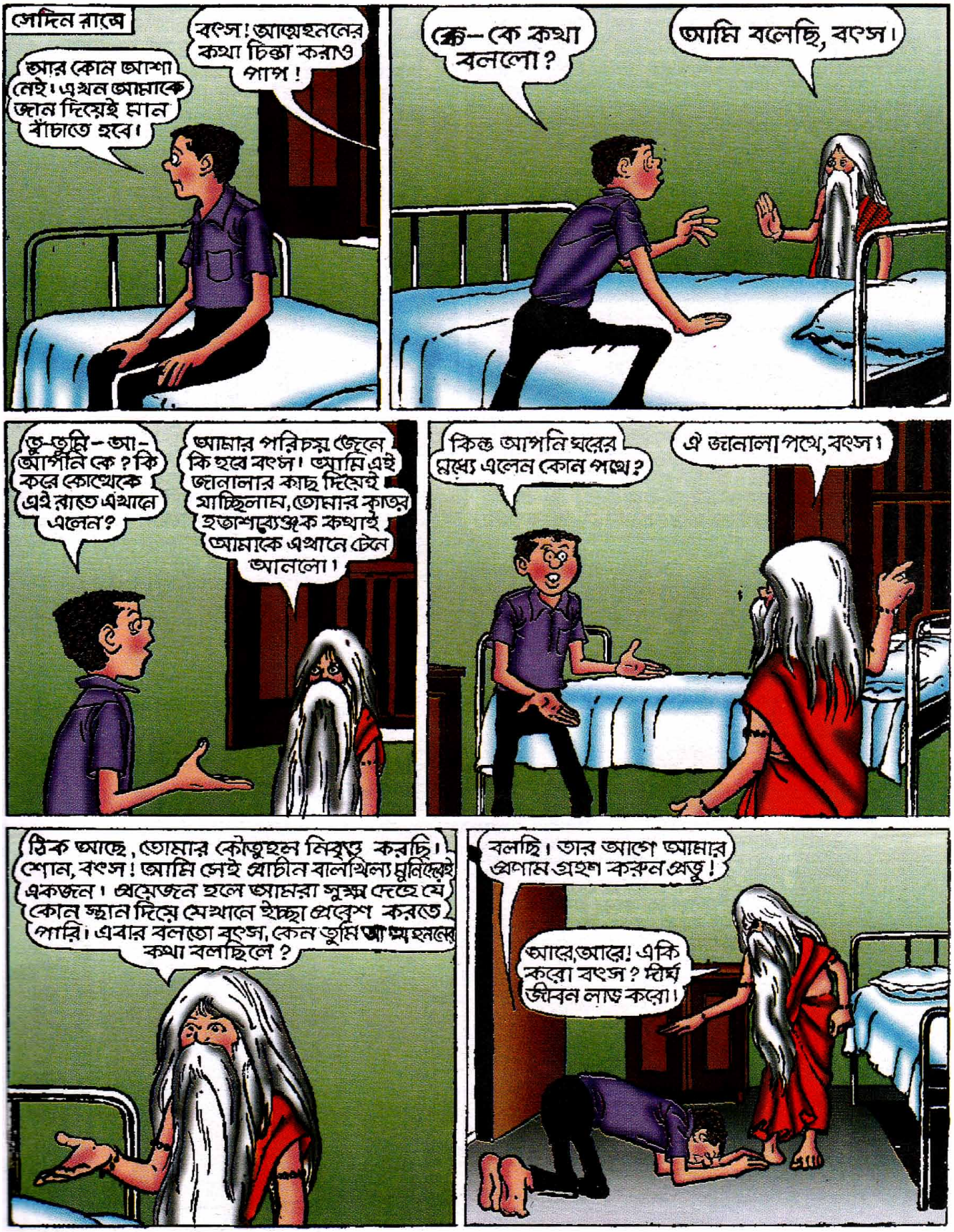
সেদিন রাত্রে
বৎস! আত্মহননের কথা চিন্তা করাও পাপ!
আর কোন আশা নেই। এখন আমাকে জান দিয়েই মান বাঁচাতে হবে।
কে–কে কথা বললো?
আমি বলেছি, বৎস।
তু–তুমি–আ–আপনি কে? কি করে কোত্থেকে এই রাতে এখানে এলেন?
আমার পরিচয় জেনে কি হবে বৎস। আমি এই জানালার কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তোমার কাতর হতাশব্যঞ্জক কথাই আমাকে এখানে টেনে আনলো।
কিন্তু আপনি ঘরের মধ্যে এলেন কোন পথে?
ঐ জানালা পথে, বৎস।
ঠিক আছে, তোমার কৌতুহল নিবৃত্ত করছি। শোন, বৎস! আমি সেই প্রাচীন বালখিল্য মুনিদের একজন। প্রয়োজন হলে আমরা সুক্ষ্ম দেহে যে কোন স্থান দিয়ে সেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারি। এবার বলতো বৎস, কেন তুমি আত্মহননের কথা বলছিলে?
বলছি। তার আগে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু!
আরে,আরে! একি করো বৎস? দীর্ঘ জীবন লাভ করো।

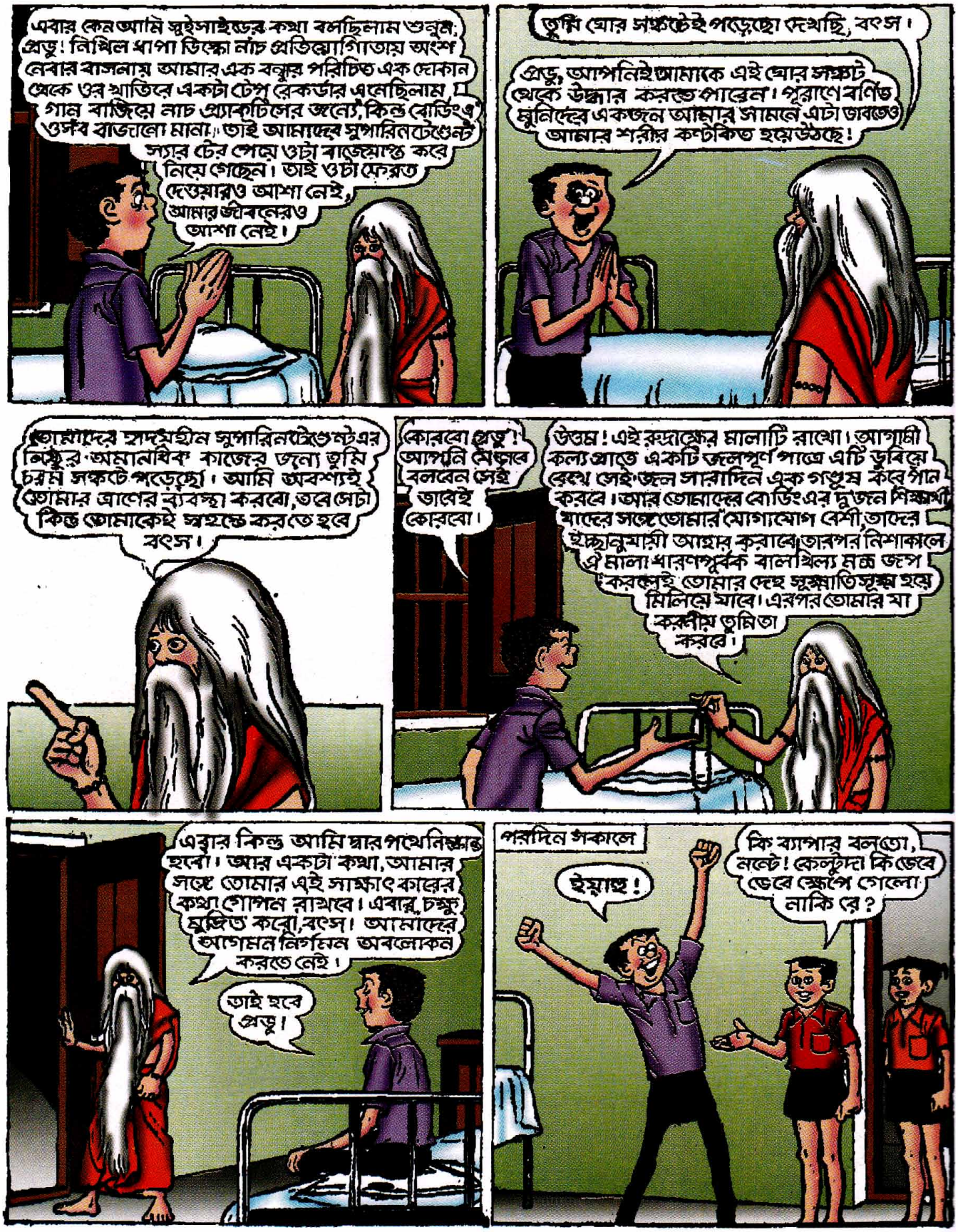
এবার কেন আমি সুইসাইডের কথা বলছিলাম শুনুন; প্রভু! নিখিল ধাপা ডিস্কো নাচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার বাসনায় আমার এক বন্ধুর পরিচিত এক দোকান থেকে ওর খাতিরে একটা টেপ রেকর্ডার এনেছিলাম, গান বাজিয়ে নাচ প্র্যাকটিসের জন্যে, কিন্তু বোর্ডিং ও ওসব বাজানো মানা, তাই আমাদের সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার টের পেয়ে ওটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেছেন। তাই ওটা ফেরত দেওয়ারও আশা নেই, আমার জীবনেরও আশা নেই।
তুমি ঘোর সঙ্কটেই পড়েছো দেখছি, বৎস।
প্রভু, আপনিই আমাকে এই ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারেন। পুরাণে বর্ণিত মুনিদের একজন আমার সামনে এটা ভাবতেও আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠছে!
তোমাদের হৃদয়হীন সুপারিনটেণ্ডেন্টএর নিষ্ঠুর অমানবিক কাজের জন্যে তুমি চরম সঙ্কটে পড়েছো। আমি অবশ্যই তোমার ত্রাণের ব্যবস্থা করবো, তবে সেটা কিন্তু তোমাকেই স্বহস্তে করতে হবে বৎস।
কোরবো প্রভু! আপনি যেভাবে বলবেন সেই ভাবেই কোরবো।
উত্তম! এই রুদ্রাক্ষের মালাটি রাখো। আগামী কল্য প্রাতে একটি জলপূর্ণ পাত্রে এটি ডুবিয়ে রেখে সেই জল সারাদিন এক গণ্ডুষ করে পান করবে। আর তোমাদের বোর্ডিংএর দু'জন শিক্ষার্থী যাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ বেশী, তাদের ইচ্ছানুযায়ী আহার করাবে, তারপর নিশাকালে ঐ মালা ধারণপূর্বক বালখিল্য মন্ত্র জপ করলেই তোমার দেহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে মিলিয়ে যাবে। এরপর তোমার যা করণীয় তুমিতা করবে।
এবার কিন্তু আমি দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হবো। আর একটা কথা, আমার সঙ্গে তোমার এই সাক্ষাৎকারের কথা গোপন রাখবে। এবার চক্ষু মুদ্রিত করো, বৎস। আমাদের আগমন নির্গমন অবলোকন করতে নেই।
তাই হবে প্রভু!
পরদিন সকালে
ইয়াহু!
কি ব্যাপার বলতো, নল্টে! কেলটুদা কি জেবে জেবে ক্ষেপে গেলো নাকি রে?

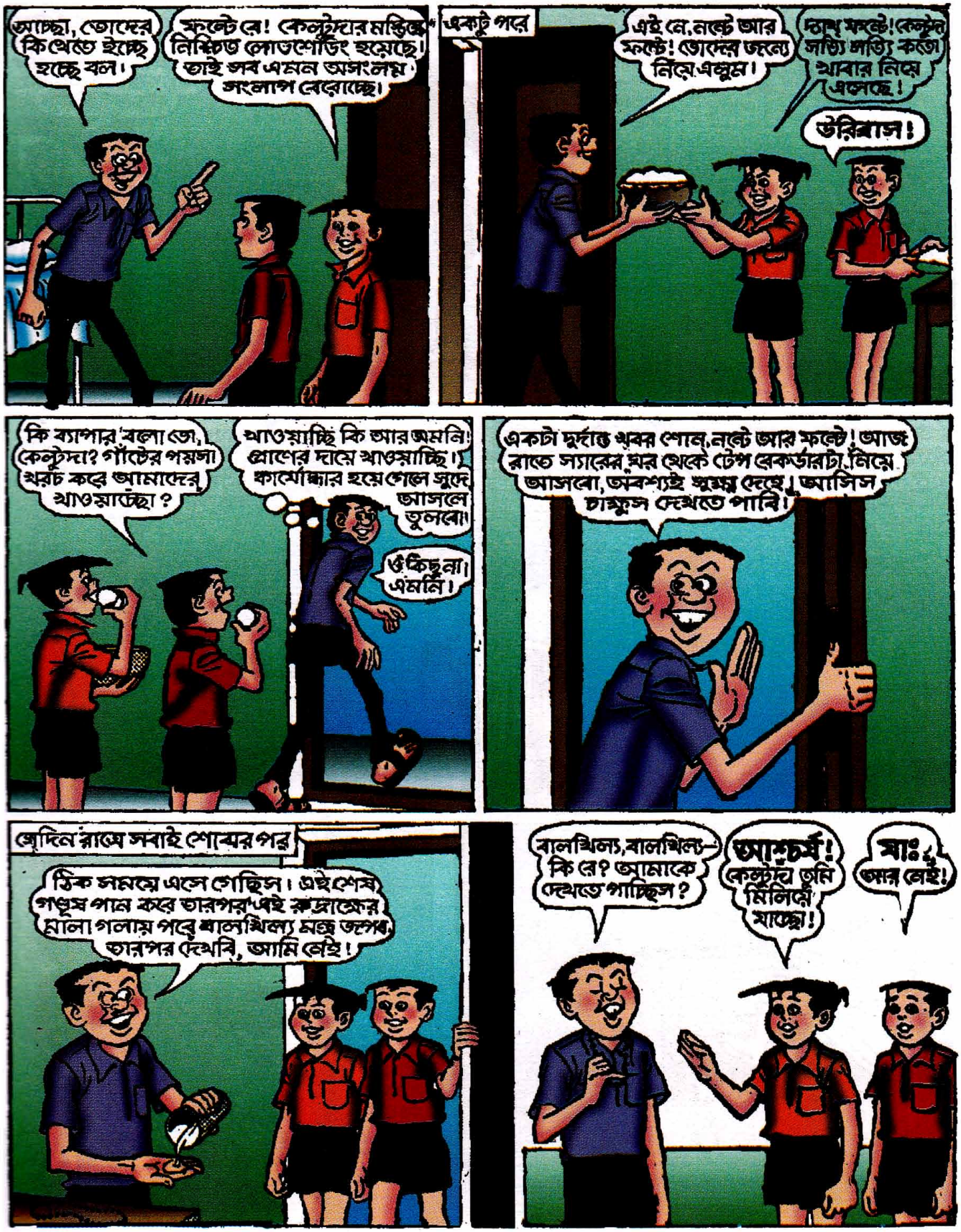
আচ্ছা, তোদের কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বল।
ফন্টে রে! কেলটুদার মস্তিষ্কে নিশ্চিত লোডশেডিং হয়েছে। তাই সব এমন অসংলগ্ন সংলাপ বেরোচ্ছে।
একটু পরে
এই নে,নন্টে আর ফন্টে! তোদের জন্যে নিয়ে এলুম।
দ্যাখ ফন্টে! কেলটুদা সত্যি সত্যি কতো খাবার নিয়ে এসেছে!
ওরিব্বাস!
কি ব্যাপার বলো তো, কেলটুদা? গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াচ্ছো?
খাওয়াচ্ছি কি আর অমনি! প্রাণের দায়ে খাওয়াচ্ছি। ফার্মোন্ধার হয়ে গেলে সুদে আসলে তুলবো।
ওকিছু না। এমনি।
একটা দুর্দান্ত খবর শোন,নন্টে আর ফন্টে! আজ রাতে স্যারের ঘর থেকে টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসবো, অবশ্যই খুব্বা দেখে। আসিস চাক্ষুস দেখতে পাবি।
সেদিন রাতে সবাই শোবার পর
ঠিক সময়ে এসে গেছিস। এই শেষ গণ্ডুষ পান করে তারপর এই রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরে বালখিল্য মন্ত্র জপবো, তারপর দেখবি, আমি নেই!
বালখিল্য,বালখিল্য— কি রে? আমাকে দেখতে পাচ্ছিস?
আশ্চর্য! কেলটুদা তুমি মিলিয়ে যাচ্ছো!
যাঃ, আর নেই!


সত্যি তোরা আর আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না!
হ্যাঁ গো, কেল্টুদা! শুধু তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি!
জয়, বালখিল্য! এবার তাহলে স্যারের ঘর থেকে টেপ রেকর্ডারটা উদ্ধার করে নিয়ে আসি।
ফন্টে! আর একটু বাদেই বিস্ফোরণ ঘটবে!
আঃ! জলতেষ্টার জন্যে ঘুম আসছিলো না, এবার ঘুমোনো যাক—কে?
অ্যাই মঁরেচ্! স্যার জেগে রয়েছে! থাকুক আমাকে তো আর দেখতে পাচ্ছে না। দেখি কোথায় আছে টেপ রেকর্ডারটা।
অ্যাই, কেল্টো! ডাকছি তাতে সাড়া না দিয়ে তুই এদিক ওদিক কি হাতড়াচ্ছিস? মতলবটা কি তোর?
সে কি! আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? কিন্তু আমি তো এখন সূক্ষ্ম দেহে রয়েছি!
তুই সূক্ষ্ম দেহে রয়েছিস কি রকম? এই তো তুই তোর ক্ষয়াটে মার্কা দেহ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে!
এই রে! মন্ত্রটা বোধহয় ঠিক মতো জপ করা হয়নি—বালখিল্য বালখিল্য বা—
কি বললি মর্কট! আমি বালখিল্য? আমার সঙ্গে মস্করা? ধরলে তোকে একেবারে সত্যিকারের সূক্ষ্ম করে ছাড়বো!
কেল্টোর নিখিল ধাপা বোধহয় এখানেই চাপা পড়লো, ফন্টে!
না স্যার—ইঁরক!
এই চুল দাড়িতেই কেল্টো কাত।
শুধু কাত নয় একেবারে চিৎপাত!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















পরদিন বিকেলে-
বন্ধুগণ! এবারে আমাদের বিজয়া সম্মেলন শুরু হচ্ছে। প্রথমেই স্যারকে মাল্যভূষিত করছি।
এবার উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করবে হোঁদলকুমার।
নমস্কার!
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, আমার এই শীর্ণ দেহে শক্তি ভরো..
হাঃহাঃ! হিঃহিঃ! কে তোমাকে তুলবে? তুমি নিজেই নিজেকে তুলে নিয়ে কেটে পড়ো!
দেখলে তো কেলুদা? কতো আবেগ দিয়ে গানটা শুরু করেছিলাম কিন্তু হতচ্ছাড়ারা গাইতে দিলো না!
ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো আছি!
উপস্থিত বন্ধুগণ! স্যারকে সম্বর্দ্ধনা দেবার আগে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজ আমাদের পুরোণো যা কিছু লেন দেন ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে হবে!
সেকি গো, কেলুদা!
শুনুন, স্যার! কেলুদা আমার আর নন্টের কাছ থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্যে টাকা ধার নিয়েছে। আমরা বোর্ডিংয়ে দেবার টাকাও কেলুদাকে দিয়েছি। এখন ও বলছে সব ভুলে যেতে!
সেকি!
মিথ্যে অন্য কথা বলে তো ও আমার থেকেও টাকা নিয়েছে চিটিংবাজটা! আমার টাকায় আমাকেই সম্বর্দ্ধনা! আবার বলছে সবকিছু ভুলে যেতে! নেংটি মার্কট কোথাকার!
ইয়ে, স্যার! না, স্যার!
ভুলে যাবি? এটার একটা ঘা পড়লেই সব মনে পড়ে যাবে রে, ছুঁচো!
কেলুদাই রইলো না আমারও আর গান গাওয়া হবে না!
রাখো আমার গান। এখন ঐ স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করো!

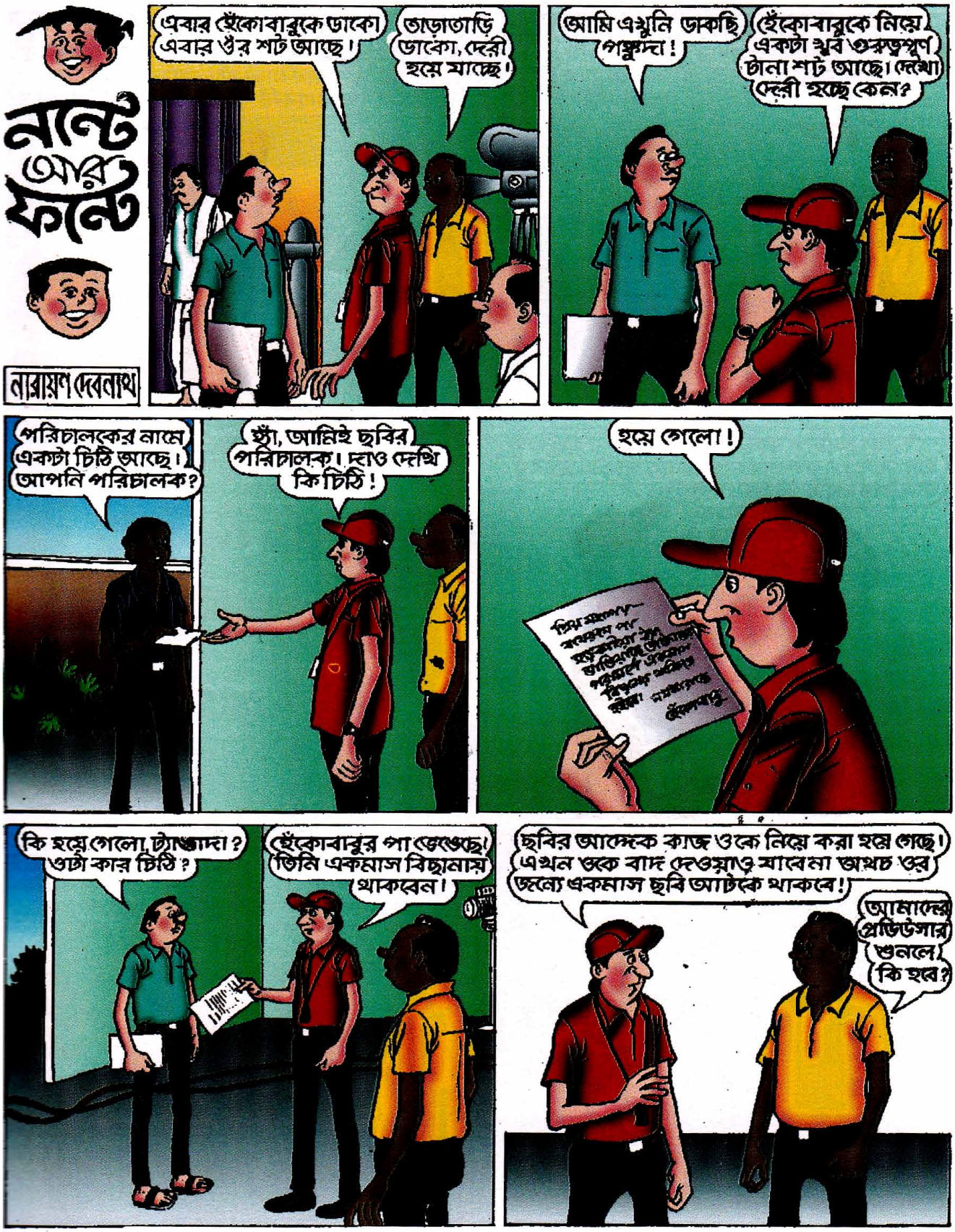
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এবার হেঁকোবাবুকে ডাকো এবার ওঁর শট আছে!
তাড়াতাড়ি ডাকো, দেরী হয়ে যাচ্ছে!
আমি এখুনি ডাকছি পঙ্কুদা!
হেঁকোবাবুকে নিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টানা শট আছে। দেখো দেরী হচ্ছে কেন?
পরিচালকের নামে একটা চিঠি আছে। আপনি পরিচালক?
হ্যাঁ, আমিই ছবির পরিচালক। দাও দেখি কি চিঠি!
হয়ে গেলো!
কি হয়ে গেলো, ট্যাঙাদা? ওটা কার চিঠি?
হেঁকোবাবুর পা ভেঙেছে। তিনি একমাস বিছানায় থাকবেন!
ছবির আদ্ধেক কাজ ওকে নিয়ে করা হয়ে গেছে। এখন ওকে বাদ দেওয়াও যাবেনা অথচ ওর জন্যে একমাস ছবি আটকে থাকবে!
আমাদের প্রডিউসার শুনলে কি হবে?


কি আর হবে, হেঁকোবাবুর পাশে আমাদেরও জায়গার ব্যবস্থা করা হবে।
এডিডিসারকে তাহলে এখন জানিয়ে কাজ নেই।
এবার তাহলে কি হবে, ট্যাঙাদা?
এখন একমাত্র উপায় হলো হেঁকোবাবুর ডুপ্লিকেট খুঁজে বের করা। তবে হেঁকোবাবু যা একখানা বডিওয়ালা মাল, ওরকম আর একটি খুঁজে বের করতে হাল খারাপ হয়ে যাবে।
তাই বলে চুপচাপ বসে থাকলে তো হবেনা, খুঁজতেই হবে। যদিও একজনের মতো দুজন পাওয়া দুষ্কর। তবে কাছাকাছি পাওয়া গেলেও চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
দ্যাখো চেষ্টা করে।
পরদিন-
হেঁকো ছোড়ের ব্যাপারে ট্যাঙাদার সঙ্গে আর একবার কথা বলে নিই তারপর বিকল্প খুঁজবো।
আজ দিনটাই বাজে গেলো, কাজের কাজ কিছুই হলোনা। হাঁটাহাঁটিই সার।
ওফ্‌স্!
এইরে! লোকটা কলার খোসায় পা হড়কে চিৎপাত হয়ে গেলো!
একি হেঁকোবাবু আপনি? আপনি নাকি আছাড় খেয়ে ট্যাং তেঙে বিছানায়? আপনি তো এখন আছাড় খেলেন মশাই!
কি তখন থেকে হেঁকো হেঁকো করছেন আগে টেনে তুলুন।

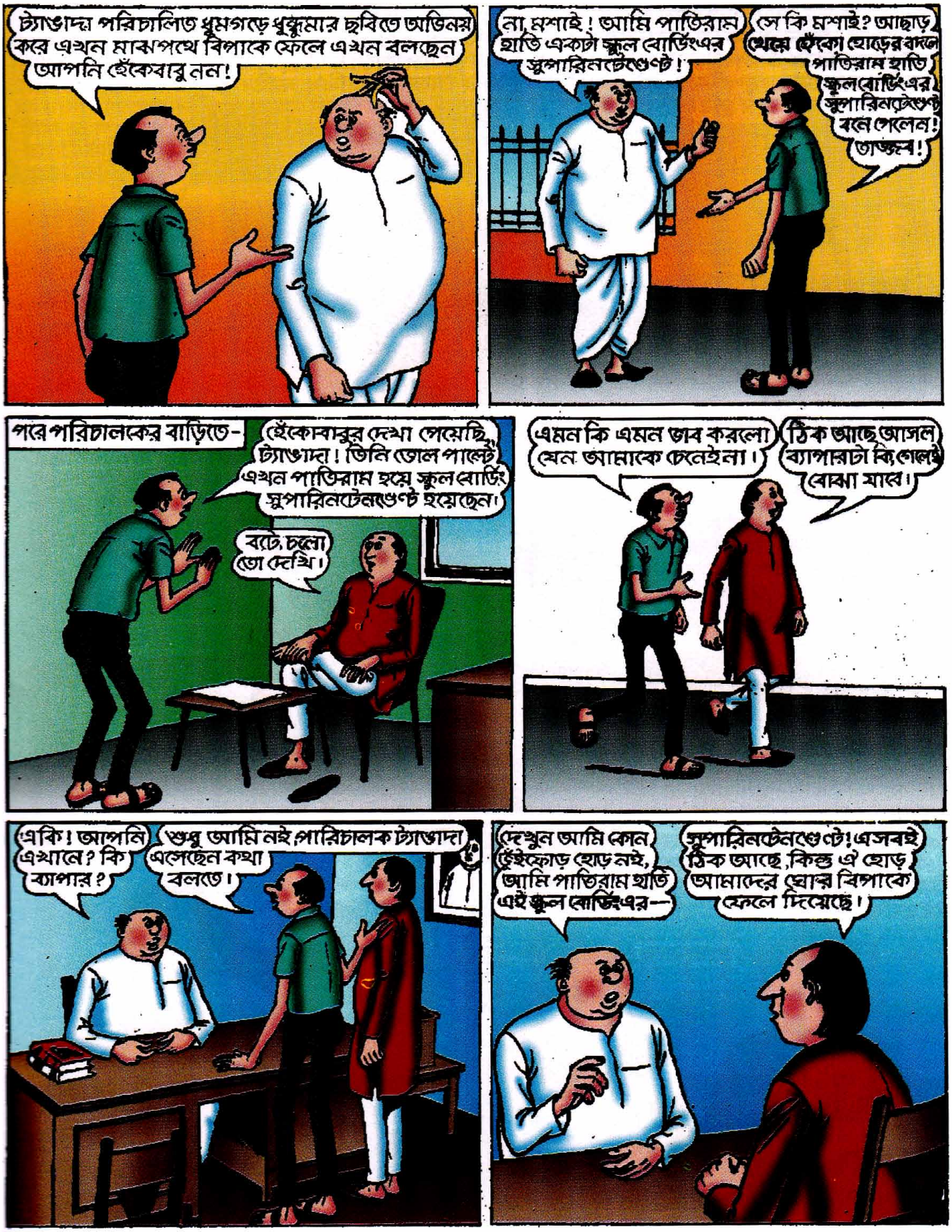
ট্যাঙাদা পরিচালিত ধুমগড়ে ধুক্কুমার ছবিতে অভিনয় করে এখন মাঝপথে বিপাকে ফেলে এখন বলছেন আপনি হেঁকেবাবু নন!
না মশাই! আমি পাতিরাম হাতি একটা স্কুল বোর্ডিংএর সুপারিনটেন্ডেণ্ট!
সে কি মশাই? আছাড় খেয়ে হেঁকো হোড়ের বদলে পাতিরাম হাতি স্কুল বোর্ডিংএর সুপারিনটেন্ডেণ্ট বনে গেলেন! তাজ্জব!
পরে পরিচালকের বাড়িতে-
হেঁকোবাবুর দেখা পেয়েছি ট্যাঙাদা! তিনি তোল পাল্টে এখন পাতিরাম হয়ে স্কুল বোর্ডিং সুপারিনটেনডেণ্ট হয়েছেন।
বটে, চলো তো দেখি।
এমন কি এমন ভাব করলো যেন আমাকে চেনেই না।
ঠিক আছে আসল ব্যাপারটা কি, গেলেই বোঝা যাবে।
একি! আপনি এখানে? কি ব্যাপার?
শুধু আমি নই পরিচালক ট্যাঙাদা এসেছেন কথা বলতে।
দেখুন আমি কোন হেঁইফোড় হোড় নই, আমি পাতিরাম হাতি এই স্কুল বোর্ডিংএর—
সুপারিনটেনডেণ্ট! এসবই ঠিক আছে, কিন্তু ঐ হোড় আমাদের ঘোর বিপাকে ফেলে দিয়েছে।

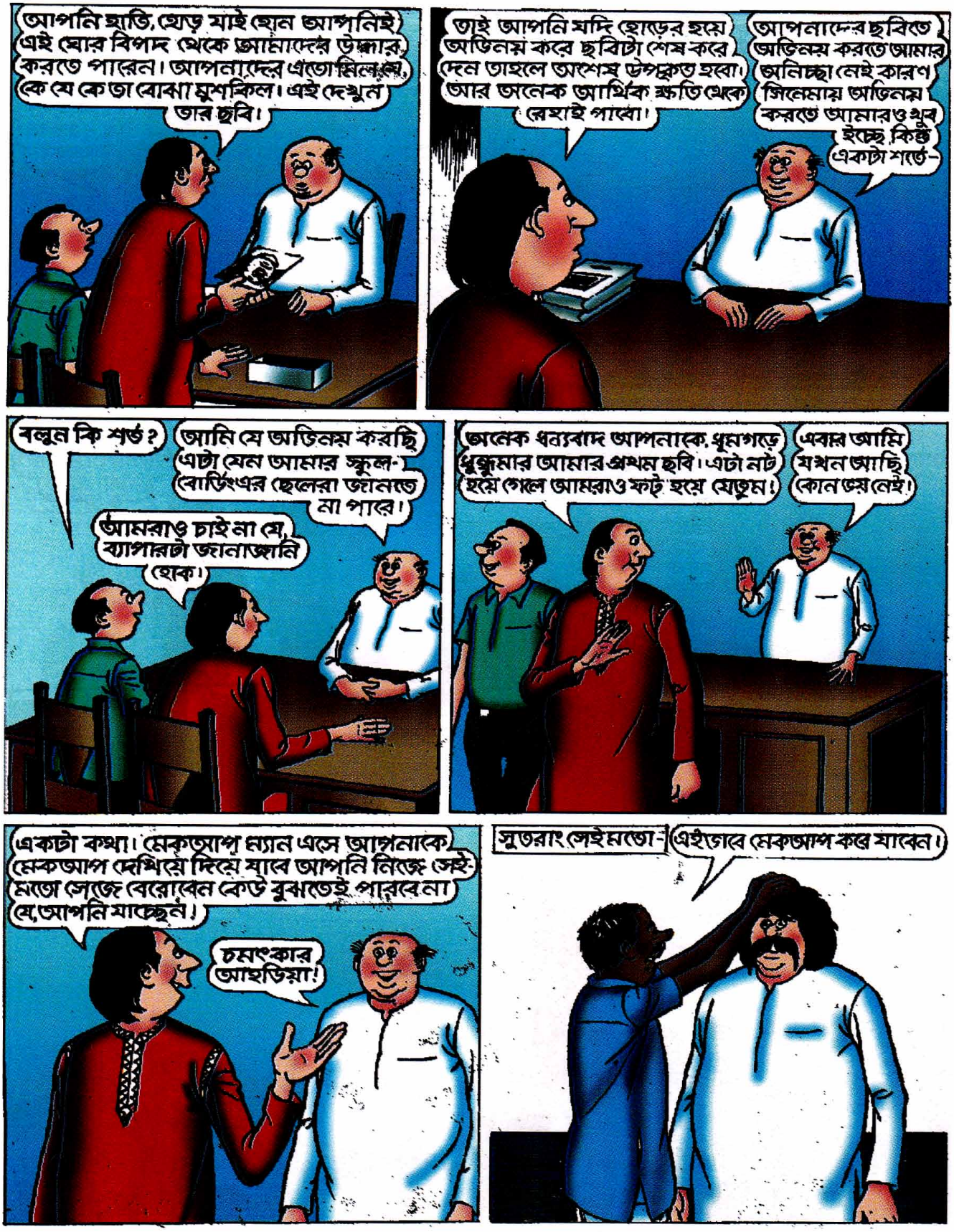
আপনি ছাড়া, ছোড়দা যাই হোন আপনিই এই ঘোর বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন। আপনাদের এতো মিলেমিশে, কে যে কে তা বোঝা মুশকিল। এই দেখুন তার ছবি।
তাই আপনি যদি ছোড়দার হয়ে অভিনয় করে ছবিটা শেষ করে দেন তাহলে আমরা উপকৃত হবো। আর অনেক আর্থিক ক্ষতি থেকে রেহাই পাবো।
আপনাদের ছবিতে অভিনয় করতে আমার অনিচ্ছা নেই কারণ সিনেমায় অভিনয় করতে আমারও খুব ইচ্ছে, কিন্তু একটা শর্তে–
বলুন কি শর্ত?
আমি যে অভিনয় করছি এটা যেন আমার স্কুল-বোর্ডিংএর ছেলেরা জানতে না পারে।
আমরাও চাই না যে, ব্যাপারটা জানাজানি হোক।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ধুমগড়ে ধুন্ধুমার আমার প্রথম ছবি। এটা হিট হয়ে গেলে আমরাও ফিট হয়ে যেতুম!
এবার আমি যখন আছি কোন ভয় নেই।
একটা কথা। মেকআপ ম্যান এসে আপনাকে মেকআপ দেখিয়ে দিয়ে যাবে আপনি নিজে সেই-মতো সেজে বেরোবেন কেউ বুঝতেই পারবে না যে আপনি যাচ্ছেন।
চমৎকার আইডিয়া!
সুতরাং সেইমতো-
এইভাবে মেকআপ করে যাবেন।

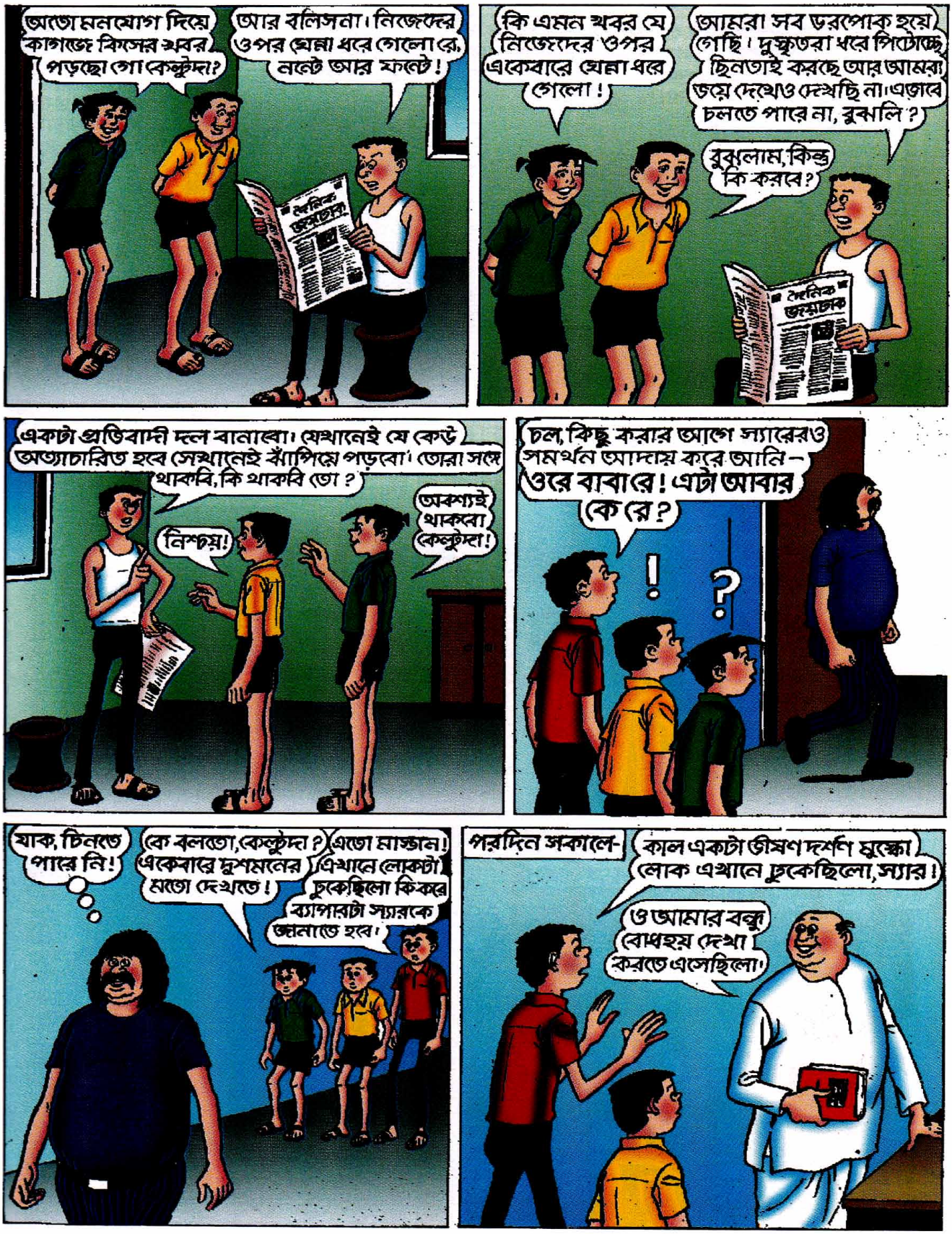
অতো মনযোগ দিয়ে কাগজে কিসের খবর পড়ছো গো কেলুদা?
আর বলিসনা। নিজেদের ওপর ঘেন্না ধরে গেলো রে, নন্টে আর ফন্টে!
দৈনিক জয়ঢাক
কি এমন খবর যে নিজেদের ওপর একেবারে ঘেন্না ধরে গেলো!
আমরা সব ডরপোক হয়ে গেছি। দুষ্কৃতরা ধরে পিটোচ্ছে, ছিনতাই করছে আর আমরা ভয়ে দেখেও দেখছি না। এভাবে চলতে পারে না, বুঝলি?
বুঝলাম, কিন্তু কি করবে?
দৈনিক জয়ঢাক
একটা প্রতিবাদী দল বানাবো। যেখানেই যে কেউ অত্যাচারিত হবে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। তোরা সঙ্গে থাকবি, কি থাকবি তো?
নিশ্চয়!
অবশ্যই থাকবো, কেলুদা!
চল, কিছু করার আগে স্যারেরও সমর্থন আদায় করে আনি—
ওরে বাবারে! এটা আবার কে রে?
!
?
যাক, চিনতে পারে নি!
কে বলতো, কেলুদা?
একেবারে দুশমনের মতো দেখতে!
এতো মাস্তান! এখানে লোকটা ঢুকেছিলো কি করে
ব্যাপারটা স্যারকে জানাতে হবে!
পরদিন সকালে-
কাল একটা ভীষণ দর্শন গুন্ডা লোক এখানে ঢুকেছিলো, স্যার!
ও আমার বন্ধু বোধহয় দেখা করতে এসেছিলো।

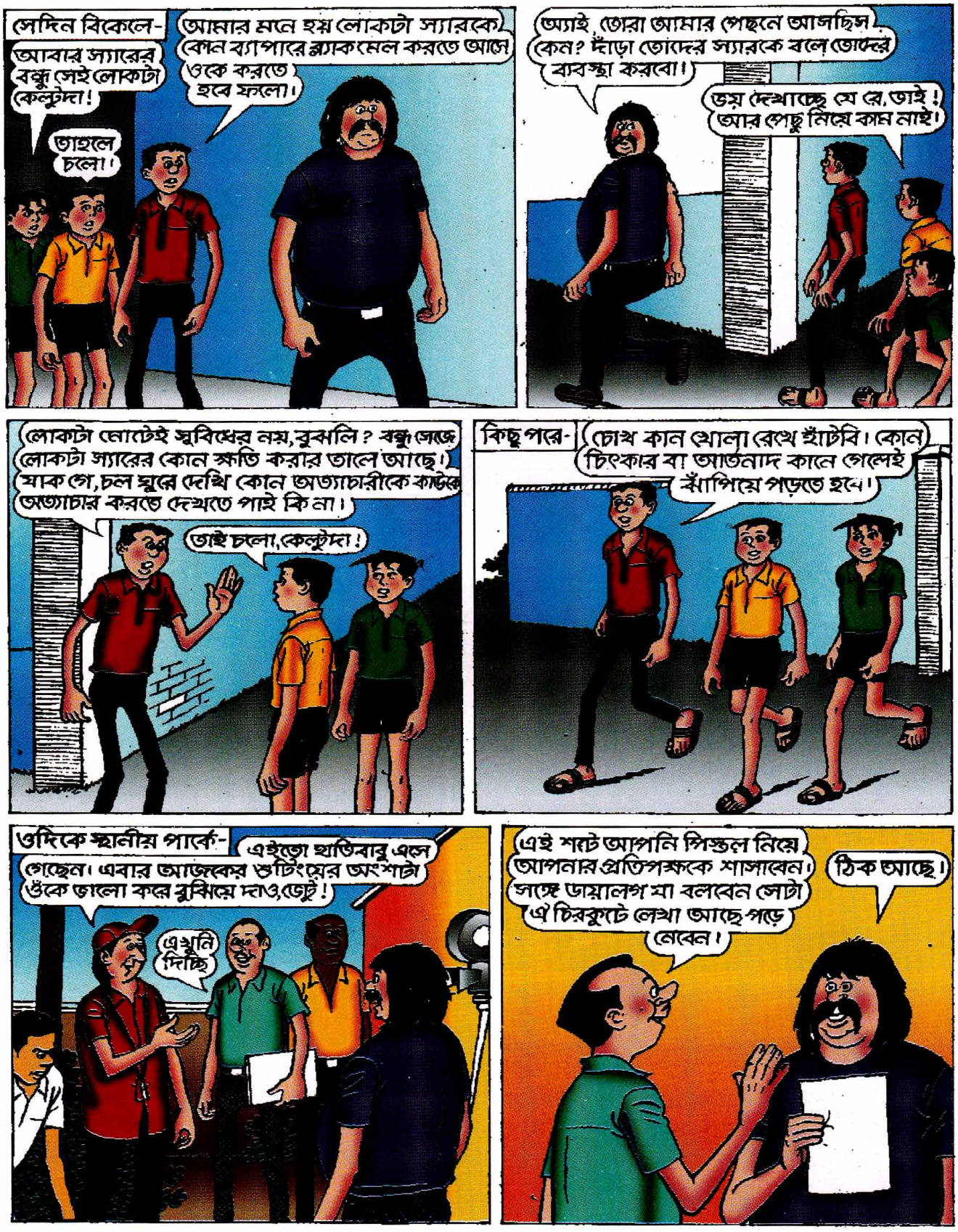
সেদিন বিকেলে-
আবার স্যারের বন্ধু সেই লোকটা কেলুটুদা!
তাহলে চলো।
আমার মনে হয় লোকটা স্যারকে কোন ব্যাপারে ব্ল্যাকমেল করতে আসে।
ওকে করতে হবে ফলো।
অ্যাই, তোরা আমার পেছনে আসছিস কেন? দাঁড়া তোদের স্যারকে বলে তোদের ব্যবস্থা করবো!
ভয় দেখাচ্ছে যে রে, ভাই! আর পেছু নিয়ে কাম নাই।
লোকটা ঘোটেই সুবিধের নয়, বুঝলি? বন্ধু সেজে লোকটা স্যারের কোন ক্ষতি করার তালে আছে। যাক গে, চল ঘুরে দেখি কোন অত্যাচারীকে কাউকে অত্যাচার করতে দেখতে পাই কি না।
তাই চলো, কেলুটুদা!
কিছু পরে-
চোখ কান খোলা রেখে হাঁটবি। কোন চিৎকার বা আর্তনাদ কানে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।
ওদিকে স্থানীয় পার্কে-
এইতো ছাত্তিবাবু এসে গেছেন। এবার আজকের শুটিংয়ের অংশটা ওঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও, জেট!
এখুনি দিচ্ছি
এই শটে আপনি পিস্তল নিয়ে আপনার প্রতিপক্ষকে শাসাবেন। সঙ্গে ডায়ালগ যা বলবেন সেটা ঐ চিরকুটে লেখা আছে-পড়ে নেবেন।
ঠিক আছে!


আপনারা তৈরি তো? একবার রিহার্সাল দিয়ে তারপর ফাইনাল টেক করবো।
হ্যাঁ, আমরা তৈরি!
হ্যাঁ, এইভাবে পিস্তলটা ওর কপালে ঠেকিয়ে ডায়ালগ বলে যাবেন।
ওদিকে
একি রে, নন্টে আর ফন্টে! সবল অত্যাচারীর কবল থেকে সাহায্য করতে বেরোনো মাত্র অত্যাচারী সব বিলকুল গায়েব!
আজ বোধকরি কারও আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই রে নন্টে আর ফন্ট--
বাঁচাও! বাঁচাও!
-টে! আমি যা শুনেছি তোরা কি ঠিক তাই শুনেছিস?
একেবারে হুবোহু কেলুদা!
আমাদের দরকার পড়েছে, কেলুদা!
কুইক্! আর্তনাদটা কোত্থেকে এলো বলতো?
পার্কের ভেতর থেকে, কেলুদা!


ঐ দ্যাখ্ নন্টে আর ফন্টে, সেই লোকটা একটা লোককে খুন করতে যাচ্ছে, আর সবাই হাঁ করে তাই দেখছে। কিন্তু—
আজ্ঞে এখুনি ভুই লটকে যাবি রে, লটকা!
—আমি ছাড়ছি না। তোরা এখানে দাঁড়া। দরকার হলে আসবি। আগে আমি একাই প্রতিরোধ করি।
তার মানে বাহাদুরিটা কেলুদা একাই নিতে চাইছে, বুঝলি তো, ফন্টে?
থামো শয়তান! আমার প্রাণ চলে যায় সেও আচ্ছা, কিন্তু তোমার হাত থেকে ওকে আমি বাঁচাবো।
কাট্-কাট্! এটা কি হচ্ছে?
ওঁক্‌ৎ! স্যার!
হতচ্ছাড়া, হাড়গিলে, ছুচন্দর! আমার একটা মহৎ কাজ তুই পণ্ড করে দিলি! নিজের প্রাণ দিয়ে তুই দুর্গত রক্ষা করতে চাইছিলি এবার তোকে রক্ষা করবে কে?
গিদ্ধড়! এই নকল পিস্তলের বাঁট দিয়ে টাট মেরে তোর খুলি ফুটো করবো তারপর—
গেছি রে!
ভাগ্যিস কেলুদা আমাদের উদ্ধার কার্যে নিয়ে যায় নি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

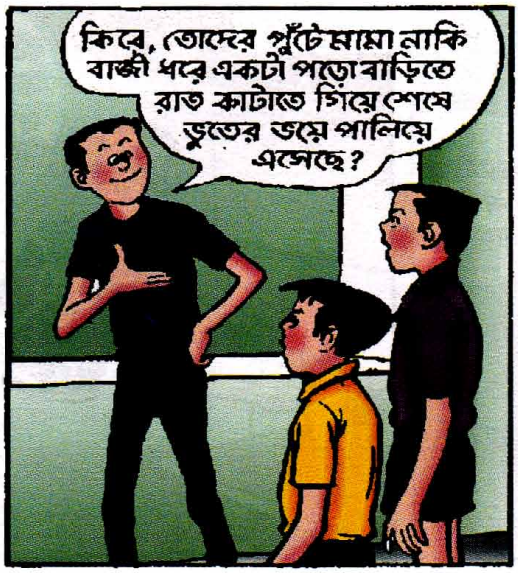





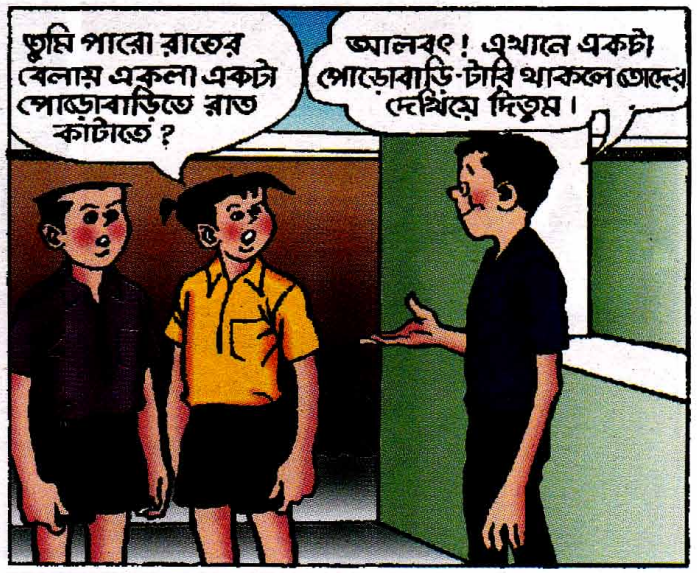






সেদিন রাত্রে
কেল্টো বোধহয় এখনো খাবার ঘরে সাঁটাচ্ছে।
ঠিক আছে। চল এবারে সরে পড়ি।
একটু পরে
ঠাকুরকে ম্যানেজ করে খাওয়াটা আজ ভালোই জমেছিলো। এবারে জল খেয়ে জোর ঘুম লাগাই।
একঘন্টা পরে
আ-আঃ! কি হচ্ছে রে নন্টে ফন্টে? ঘুমোতে দে....
খড়রর!
খড়রর!
দিলি তোরা ঘুমটা নষ্ট করে। ভেবেছিস ঘরে লুকিয়ে থেকে শব্দ করে আমাকে ভয় পাওয়াবি। কিন্তু অতো সহজে আমাকে ভয়— কি কিন্তু ওটা কি ঘুরছে ঘরময়!
ও-রে-বা-বা! ভূউউত! দরজাটা কোন্‌দিকে?
বাবাগো, ভূতে আমার ঘাড় মটকালো গো!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
-চিক্!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ













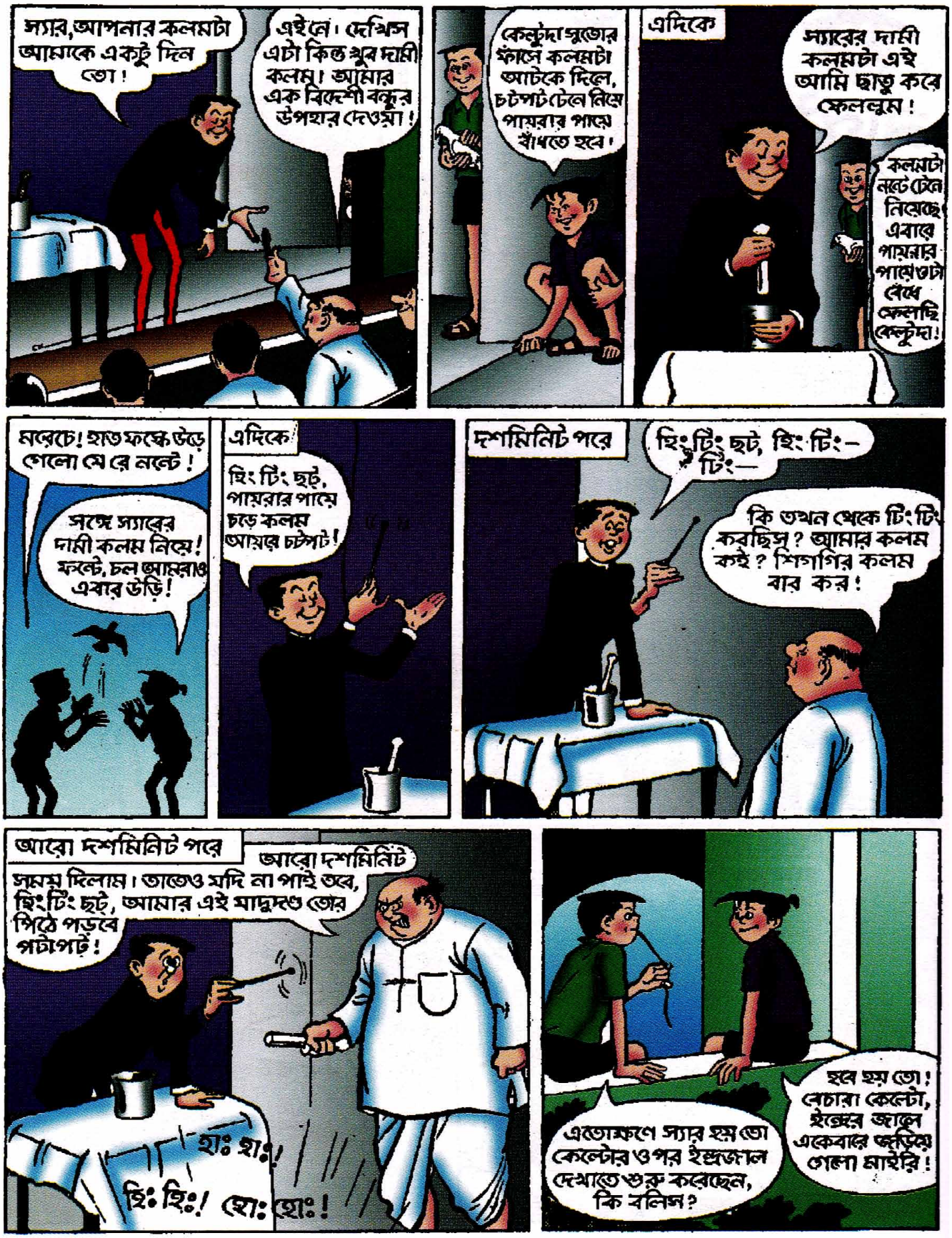
স্যার,আপনার কলমটা আমাকে একটু দিন তো!
এইনে। দেখিস এটা কিন্তু খুব দামী কলম। আমার এক বিদেশী বন্ধুর উপহার দেওয়া!
কেলটুদা সুতোর ফাঁসে কলমটা আটকে দিলে, চটপট টেনে নিয়ে পায়রার পায়ে বাঁধতে হবে।
এদিকে
স্যারের দামী কলমটা এই আমি ছাতু করে ফেললুম!
কলমটা নল্টে টেনে নিয়েছে, এবারে পায়রার পায়েওটা বেঁধে ফেলছি কেলটুদা!
মরেচে! হাওয়া ফস্কে উড়ে গেলো যে রে নল্টে!
সঙ্গে স্যারের দামী কলম নিয়ে! ফল্টে, চল আমরাও এবার উড়ি!
এদিকে
হিং টিং ছট্, পায়রার পায়ে চড়ে কলম আয়রে চটপট!
দশমিনিট পরে
হিং টিং ছট, হিং টিং— টিং—
কি তখন থেকে টিং টিং করছিস? আমার কলম কই? শিগগির কলম বার কর!
আরো দশমিনিট পরে
আরো দশমিনিট সময় দিলাম। তাতেও যদি না পাই তবে, হিং টিং ছট্, আমার এই মাদুদণ্ড তোর পিঠে পড়বে পটাপট!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ!
এতোক্ষণে স্যার হয়তো কেলটোর ওপর ইন্দ্রজাল দেখাতে শুরু করেছেন, কি বলিস?
হবে হয় তো! বেচারা কেলটো, ইন্দ্রের জালে একেবারে জড়িয়ে গেলো মাইরি!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কাল তোদের নিয়ে ডক্টর খাঁচুরাম খান্নার বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে যাবো। সেখানে উনি যন্ত্রমানবের ক্রিয়া কৌশল দেখাবেন।
ওঃ! দারুণ ব্যাপার দেখতে পাবো!
পরদিন
বিশেষ কাজে আমি যেতে পারছি না। তুই ওদের নিয়ে যা।
ঠিক আছে স্যার। কিছু অসুবিধা হবে না।
স্যার যেতে পারবেন না। আমার ওপর ভার পড়েছে তোদের চরিয়ে নিয়ে যাবার। সবাইকে খবরটা জানিয়ে দে।
চলো কেল্টুদা।
এসে গেছিস সব? চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক।
কেল্টুদা! কলের মানুষ কি আসল মানুষের মতন সব কিছু করতে পারে? কথা বলতে পারে?
হ্যাঁ, গেলেই দেখতে পাবি।


হিঃ হিঃ! কেল্টুদা নিজেই জানে না, তো কলের মানুষ কথা বলে কি বলে না বলবে কি করে।
ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ না করে যেখানে যাচ্ছিস চল্!
কতক্ষণে কলের মানুষকে চাক্ষুষ দেখবো।
ডঃ খাঁদুরাম খারার বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখুন
এইবার আমি লোহারামকে আপনাদের সামনে হাজির করছি।
খট্! খট্!
এবার দেখুন লোহারাম কি রকম কাজের লোক।
লোহারাম! তুমি রসগোল্লার গামলাটা নিয়ে সকলকে খাওয়াও। আপনারা সকলে উঠে আসুন।
রসগোল্লা খাওয়াবে গো কেল্টুদা!
কটা করে খাওয়াবে বল্‌তো?
এরপর তোমার পালা আসছে কেল্টুদা!

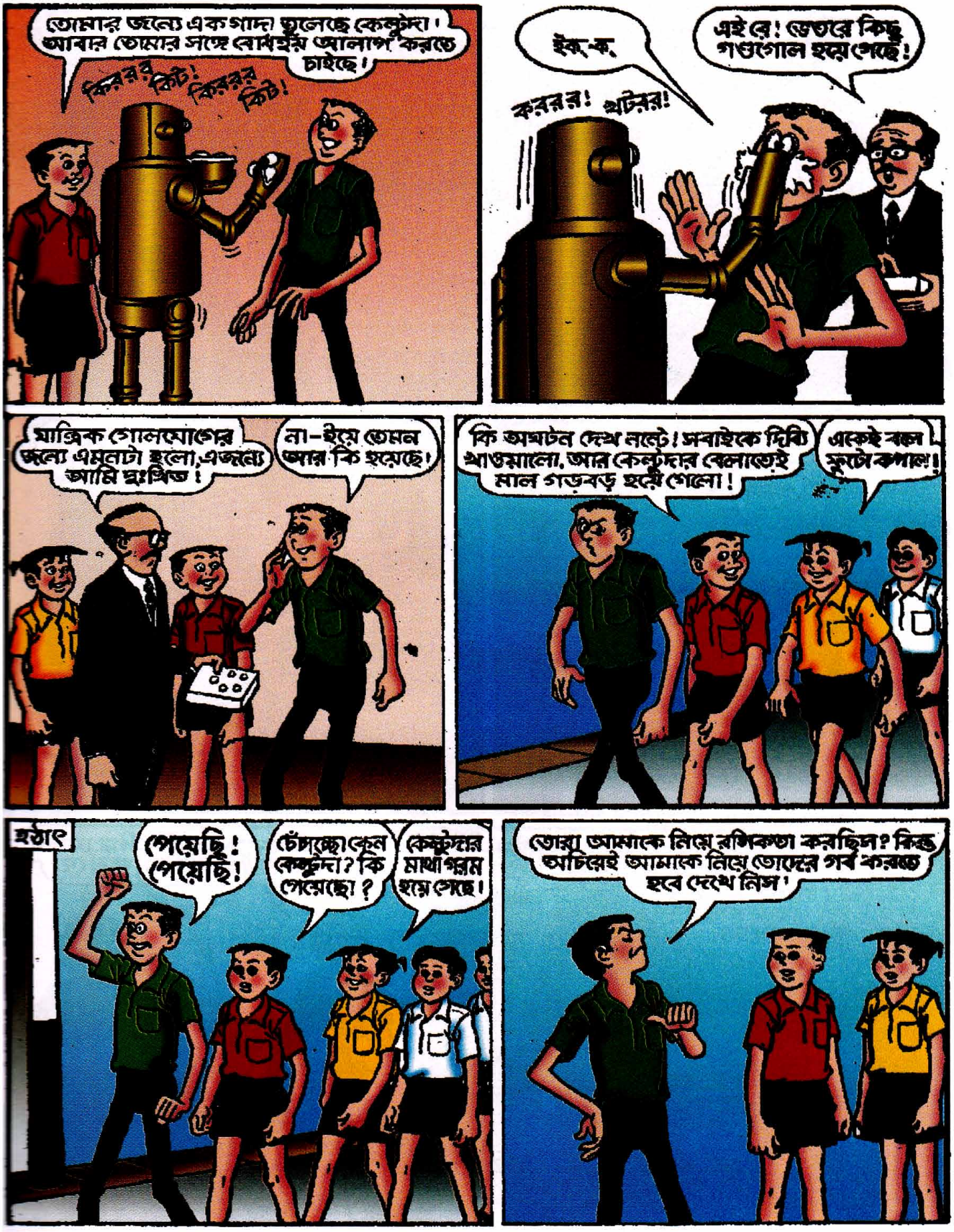
তোমার জন্যে এক গাদা তুলেছে কেষ্টুদা। আবার তোমার সঙ্গে বোধহয় আলাপ করতে চাইছে।
কররর কিট! কররর কিট!
ইক্-ক্
এই রে! ভেতরে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে!
কররর! খটরর!
যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে এমনটা হলো, এজন্যে আমি দুঃখিত!
না-ইয়ে তেমন আর কি হয়েছে!
কি অঘটন দেখ দল্টে! সবাইকে দিব্যি খাওয়ালো, আর কেষ্টুদার বেলাতেই মাল গড়বড় হয়ে গেলো!
একেই বলে ফুটো কপাল!
হঠাৎ
পেয়েছি! পেয়েছি!
চেঁচাচ্ছো কেন কেষ্টুদা? কি পেয়েছো?
কেষ্টুদার মাথা গরম হয়ে গেছে!
তোরা আমাকে নিয়ে রসিকতা করছিস? কিন্তু অচিরেই আমাকে নিয়ে তোদের গর্ব করতে হবে দেখে নিস!

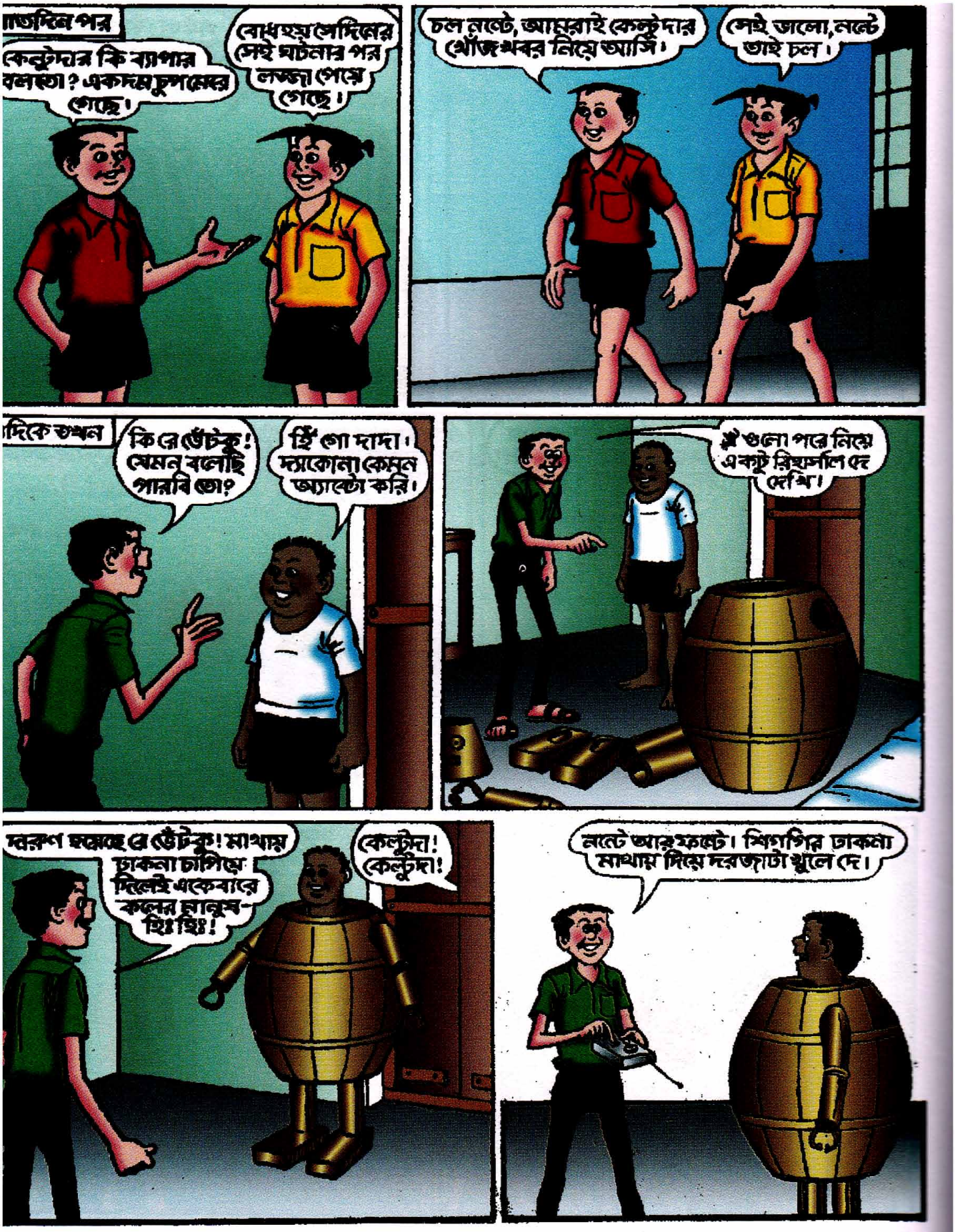
কয়েকদিন পর
কেলুদার কি ব্যাপার বলতো? একদম চুপসে গেছে।
বোধহয় সেদিনের সেই ঘটনার পর লজ্জা পেয়ে গেছে।
চল নন্টে, আমরাই কেলুদার খোঁজ খবর নিয়ে আসি।
সেই ভালো, নন্টে তাই চল।
ওদিকে তখন
কি রে ভেঁটকু! যেমন বলেছি পারবি তো?
হ্যাঁ গো দাদা। দ্যাকোনা কেমন অ্যাক্টো করি।
ওগুলো পরে নিয়ে একটু রিহার্সাল দে দেখি।
সরবনাশ হয়েছে রে ভেঁটকু! মাথায় ঢাকনা চাপিয়ে দিলেই একেবারে কলের মানুষ- হিঃ হিঃ!
কেলুদা! কেলুদা!
নন্টে আর ফস্টে। শিগগির ঢাকনা মাথায় দিয়ে দরজাটা খুলে দে।


ক-কলের মানুষ ?
কেলুদার ঘরে !
দ্যাখ নন্টে আর ফন্টে। আমার তৈরি কলের মানুষ। সেদিন তোরা আমাকে খুব ঠাট্টা করেছিলি। আজ আমার কলের মানুষের হাতের গাঁট্টা কেমন পরখ কর।
পিপেরাম! এই দুজনের কান পাকড়ে মাথায় একটা করে গাট্টা লাগিয়ে দাও।
অ্যাই! খবরদার! সরে যা বলছি!
ওফ্!
উল্লু
এবার স্যারকে আমার তৈরি কলের মানুষের প্রদর্শনী দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবো।


আমি স্যারের কাছে যাচ্ছি। পিপেরামকে চালু রেখে গেলাম। আমি না ফেরা পর্যন্ত ও তোদের ঘরে আটকে রাখবে। সাবধান সেরা ওকে ছুঁলে ছিটকে ফেলে দেবে, হিঃহিঃ!
কেল্টো ওর কলের মানুষ দিয়ে আমাদের ওপর জুলুম করবে, এ বরদাস্ত করা যায় না!
যা বলেছিস। যা হয় হবে, আয় আমরা আচমকা ধাক্কা মেরে দেখি কি হয়!
গেলু গো দাদা!
এ কিরে! এই তাহলে কেল্টার কলের মানুষ!
তাইতো বলি, ধাক্কা খেয়ে পিপেরামের মুখ দিয়ে বুলি বেরোয় কি করে!
আরে! এতো ভেটকু!
খাঁদ বাঁচতে চাস তো ঝটপট খোলস থেকে বেরিয়ে সিধে কেটে পড়। নইলে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ডুগডুগি বানাবো!
ডঃ খান্নার রোবট দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমিও তৈরি করেছি স্যার। ওকে দিয়ে কথা বলানোরও চেষ্টা করছি।
বলিস কিরে কেলটু! তোর মধ্যে যে এতো প্রতিভা তাতো জানা ছিলো না!

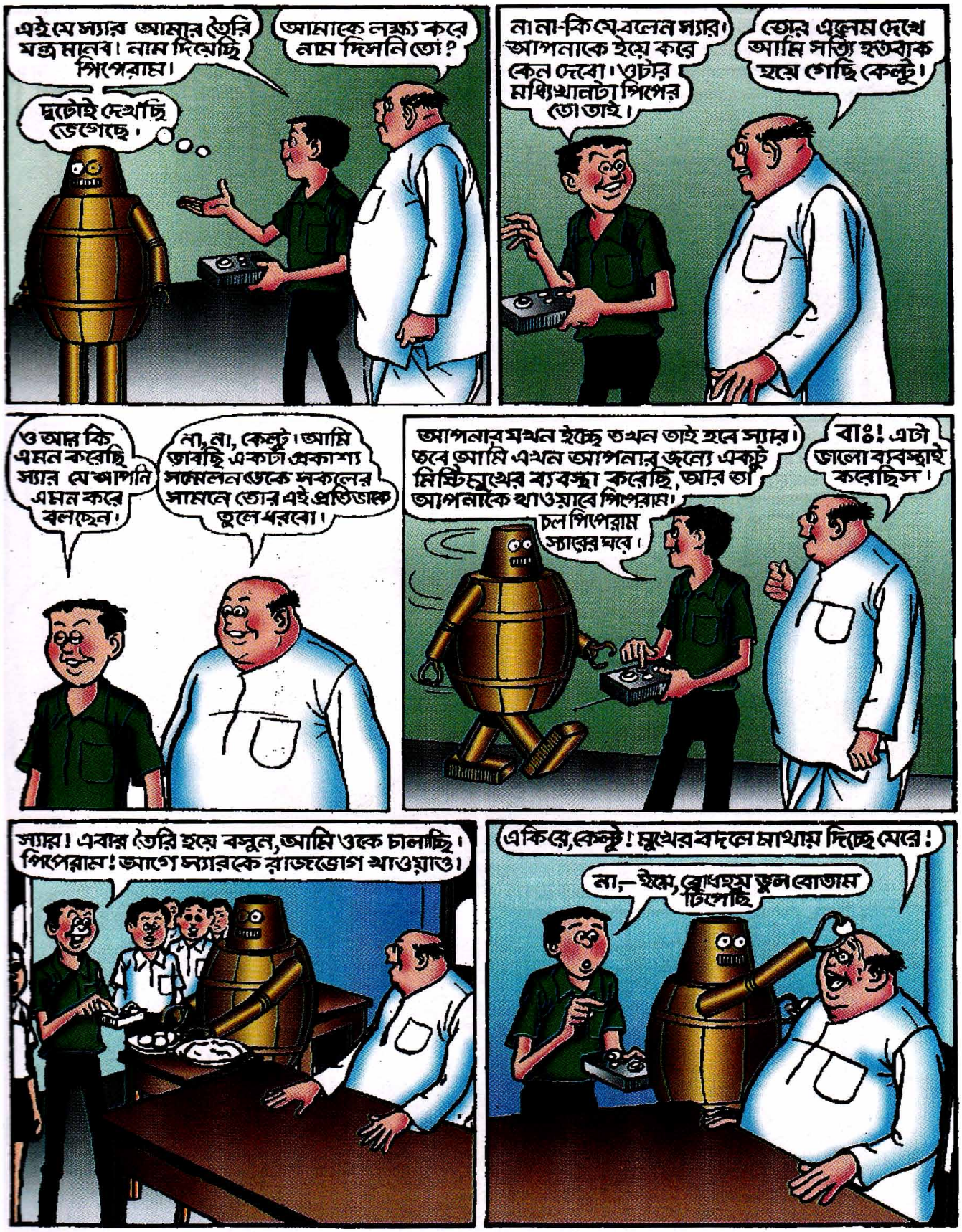
এই যে স্যার আমার তৈরি যন্ত্রমানব। নাম দিয়েছি পিপেরাম।
আমাকে লক্ষ্য করে নাম দিসনি তো?
দুটোই দেখছি ভেগেছে।
না না-কি যে বলেন স্যার। আপনাকে ইয়ে করে কেন দেবো। ওটার মাঝখানটা পিপের তো তাই।
তোর এলেম দেখে আমি সত্যি হতবাক হয়ে গেছি কেলটু।
ও আর কি এমন করেছি স্যার যে আপনি এমন করে বলছেন।
না, না, কেলটু। আমি ভাবছি একটা প্রকাশ্য সম্মেলন ডেকে সকলের সামনে তোর এই প্রতিভাকে তুলে ধরবো।
আপনার যখন ইচ্ছে তখন তাই হবে স্যার। তবে আমি এখন আপনার জন্যে একটু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করেছি, আর তা আপনাকে খাওয়াবে পিপেরাম।
চল পিপেরাম স্যারের ঘরে।
বাঃ! এটা ভালো ব্যবস্থাই করেছিস।
স্যার! এবার তৈরি হয়ে বসুন, আমি ওকে চালাচ্ছি। পিপেরাম! আগে স্যারকে রাজভোগ খাওয়াও।
একি রে, কেলটু! মুখের বদলে মাথায় দিচ্ছে মেরে!
না,—ইয়ে, বোধহয় ভুল বোতাম টিপেছি


কি হচ্ছে রে কেল্টু? তখন টাকে ঘসছিলো এখন আবার নাকি গুঁজছে! ব্যাপারটা কি রে?
ও কিছু নয় স্যার। মনে হচ্ছে মেসিনে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। ও আমি ঠিক করে দিচ্ছি।
(ফিস ফিস করে) অ্যাই ভেটকো! এসব কি উল্টোপাল্টা করছিস? এবার ঠিক ঠিক করবি, না হলে পিঠে একেবারে চটকে দেবো।
ঠিক করে দিয়েছি স্যার। পিপেরাম! এবার স্যারকে ঠিক করে দৈ খাইয়ে দাও।
আরে, আরে—
এ-একি!
হতচ্ছাড়া শুঁটকো মর্কট! সম্ভব করে আমার সঙ্গে মস্করা? তোর মড়োটা গ্রহের নাগালে পেলে ছিঁড়ে নিয়ে তোর এ পিপের মাথায় বসিয়ে দেবো।
ওরে বাবারে! মরে যাবো!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এদিকে আশে পাশে খুব চুরি হচ্ছে। চল এব্যাপারে কি করা যায় চল কেলুদার সঙ্গে পরামর্শ করি।
চল।
কেলুদার ঘরে এসব কি আওয়াজ হচ্ছে রে ফন্টে ?
এর নাম কারাটে। কাছে আয় এমন প্যাঁচ মারবো যে, ছিটকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবি!
আমাদের কায়দা দেখিয়ে কোন ফায়দা নেই, কেলুদা!
এদিকটায় নাকি খুব চুরি হচ্ছে সে খবর রাখো?
বটে! ধরে নিয়ে আয় ব্যাটাকে এক প্যাঁচ মারবো আর খ্যাঁচ করে কচু কাটা হয়ে যাবে!


ধরে আনলে তবে তুমি কারাটে কুংফুর প্যাঁচ লাগাবে?
কারাটে কুংফুর কায়দা দেখাবার লোক পাচ্ছিনা তাই ওকথা বলেছি—
—আর আমাকে বোধহয় শিগগিরই ব্ল্যাক বেল্ট দেবে!
হুঁ হুঁ!
ব্ল্যাক বেল্ট দেবে, তোমাকে? শুনেছি অনেক ধাপ পার হয়ে তারপর পায়
আমার এলেম দেখে আমাকে আগেই দিয়ে দেবে। তোরা নজর রাখ, দেখলেই আমাকে এসে জানাবি, আমি গিয়ে হাত দিয়ে এই রকম একখানা ঝাড়বো আর ব্যাটা উল্টে কাত হয়ে পড়বে।
কেলেটাটাকে কে বেল্ট দেবে কে জানে! খালি বড় বড় বুকনি।
ওকে এখন দরকার নেই। আমরাই রাতের বেলায় নজর রাখবো।
ব্যাপারটা কি ভাবে শুরু করবো সেটা ঠিক করে নিতে হবে।
অবশ্যই খুব গোপনে। যাতে কেস্ট টের না পায়।
সেদিন রাতে
ইস্কুল বোর্ডিং-এর মোটকা মাস্টারটার ঘর থেকে আজ কিছু হাতাতে পারি কিনা দেখি

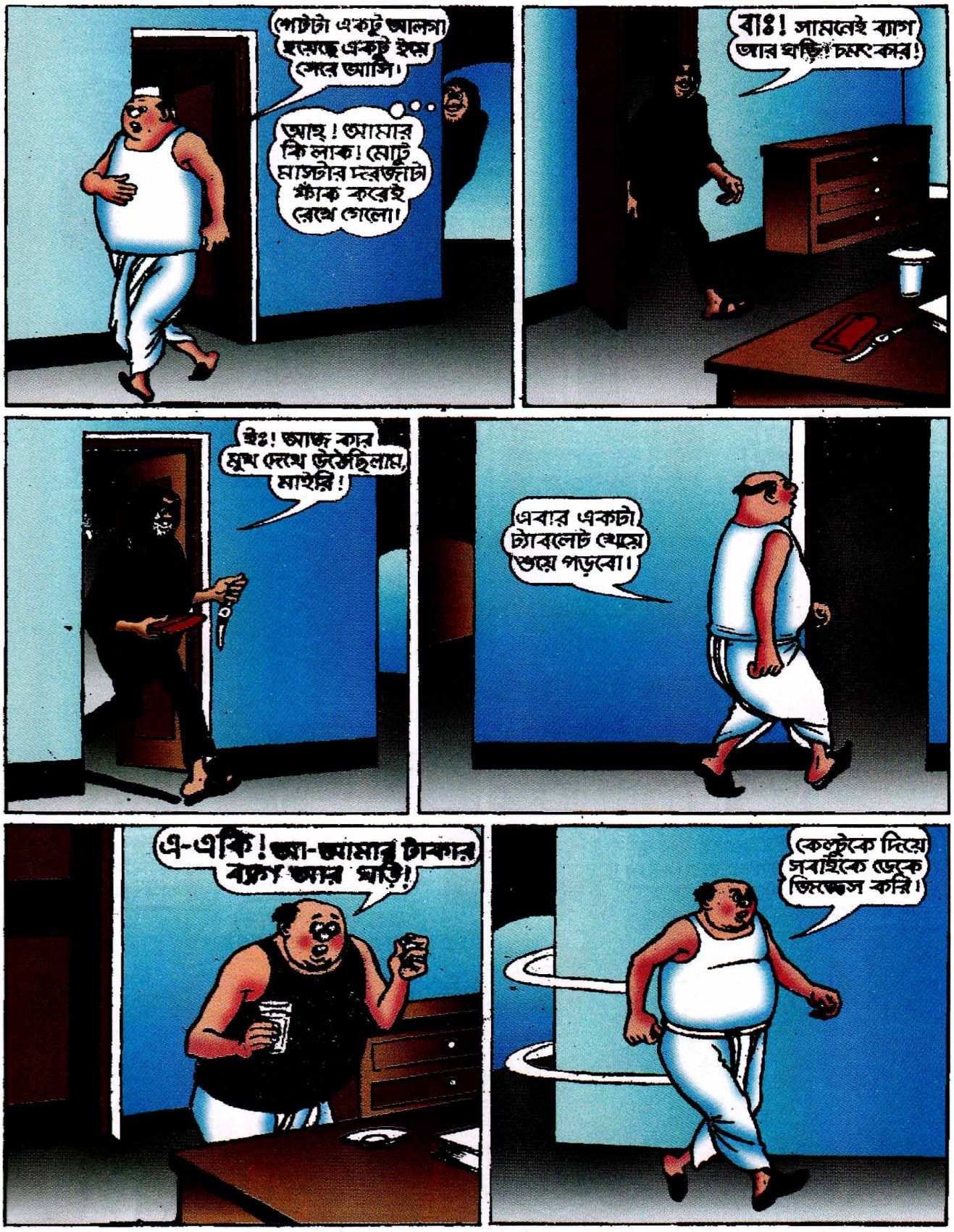
পেটটা একটু আলগা হয়েছে একটু ইয়ে সেরে আসি।
আহ্! আমার কি লাক! মোটু মাস্টার দরজাটা ফাঁক করেই রেখে গেলো।
বাঃ! সামনেই ব্যাগ আর ঘড়ি! চমৎকার!
ইঃ! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, মাইরি!
এবার একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়বো।
এ-একি! আ-আমার টাকার ব্যাগ আর ঘড়ি!
কেল্টুকে দিয়ে সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করি!


দরজা খোল্
কে র‍্যা! জ্বালাতে এসেছিস!
ওঃ- ইয়ে- স্যার আপনি!
হ্যাঁ, আমি। আমার ঘর থেকে মানিব্যাগ আর ঘড়ি লোপাট। সবাইকে ডেক জিজ্ঞেস করে দেখি!
তোরা কেউ আমার ঘর থেকে ব্যাগ আর ঘড়ি নিয়েছিস?
না, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার! আমরা ওসব নিই নি!
শোনো সবাই! এই চোরকে খুঁজে বের করা চাই। কেলুটু তুই এদের নিয়ে পাহারা দিবি অন্যথা হলে কঠিন শাস্তি।
তাই হবে, স্যার!
আমরা যখন নজর রাখার ব্যবস্থা করছিলাম তখনই চুরির ঘটনা ঘটলো এবার তাহলে তুমিও পাহারা দেবে, কেলুদা!
পাহারা দেবার মধ্যে আমি নেই। তোরা নজর রাখবি আর আমাকে খবর দিবি তারপর দেখবি আমার খেল।
কিন্তু এবার স্যার বলেছেন তোমাকেও পাহারা দিতে।

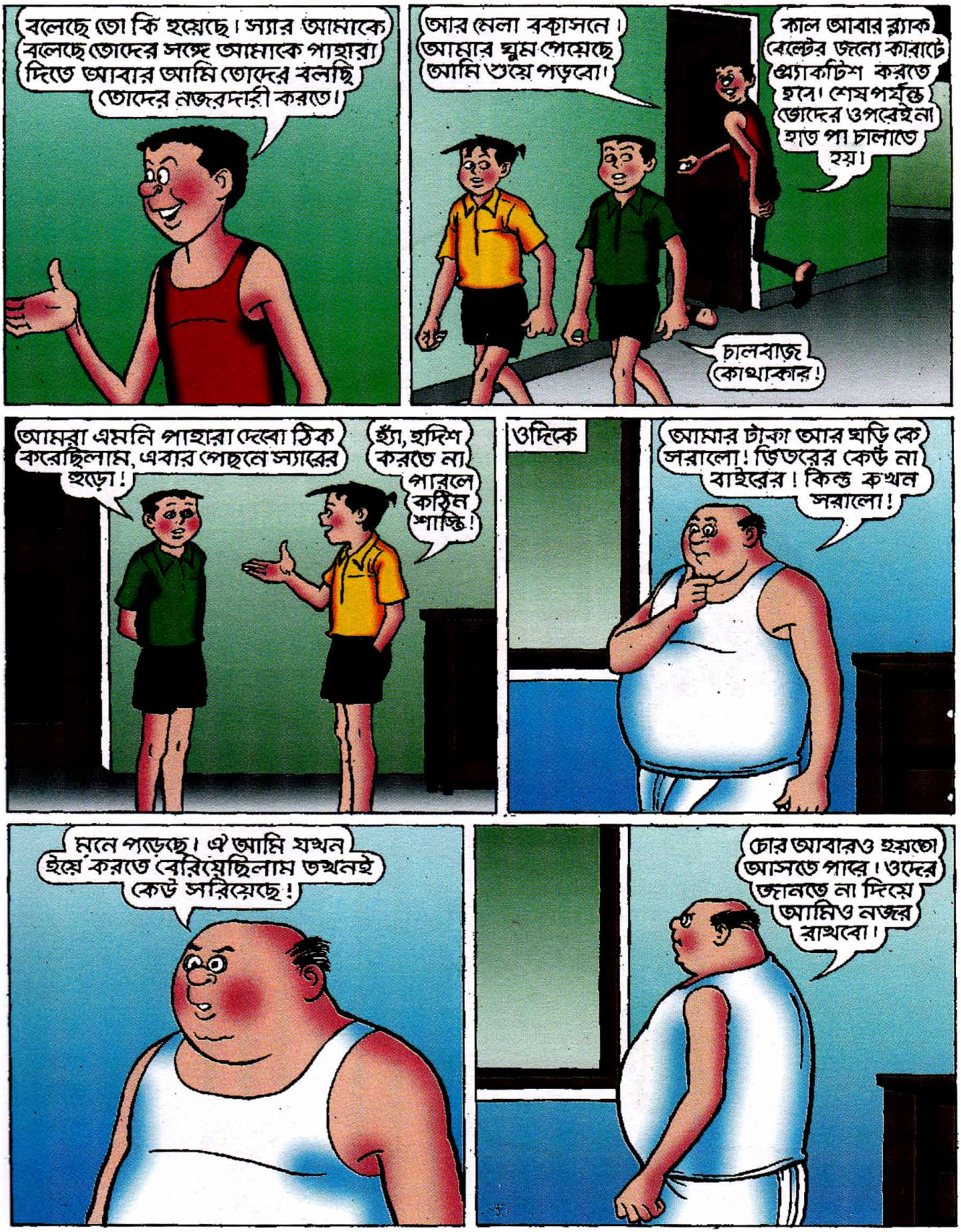
বলেছে তো কি হয়েছে। স্যার আমাকে বলেছে তোদের সঙ্গে আমাকে পাহারা দিতে আবার আমি তোদের বলছি তোদের নজরদারী করতে।
আর মেলা বকাসনে। আমার ঘুম পেয়েছে আমি শুয়ে পড়বো।
কাল আবার ব্ল্যাক বেল্টের জন্যে কারাটে প্র্যাকটিশ করতে হবে। শেষপর্যন্ত তোদের ওপরেই না হাত পা চালাতে হয়।
চালবাজ কোথাকার!
আমরা এমনি পাহারা দেবো ঠিক করেছিলাম, এবার পেছনে স্যারের হুড়ো!
হ্যাঁ, হুদিশ করতে না পারলে কঠিন শাস্তি!
ওদিকে
আমার টাকা আর ঘড়ি কে সরালো! ভিতরের কেউ না বাইরের! কিন্তু কখন সরালো!
মনে পড়েছে। ঐ আমি যখন ইয়ে করতে বেরিয়েছিলাম তখনই কেউ সরিয়েছে!
চোর আবারও হয়তো আসতে পারে। ওদের জানতে না দিয়ে আমিও নজর রাখবো।


পরদিন রাতে
সঙ্গে আর কাউকে নিবি না কি?
না, শুধু তুই আর আমি। বেশী লোকজন হলে গার্ডদের নজরে পড়ে যাব।
সুতরাং
সবাই ঘুমিয়েছে মনে হচ্ছে। চল, আগে স্যারের ঘরের দিকে একবার টহল দিয়ে আসি।
চল।
সব চুপচাপ হয়ে গেছে এবার নিঃশব্দে বেরিয়ে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকি।
কি হলোরে, ফুল্টু! দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?
চুপ! আর এগোসনে, নল্টে! মনে হচ্ছে স্যারের ঘরের সামনে অন্ধকারে কেউ যেন ঘাপটি মেরে আছে!
আগে যে চুরি করেছিলো সেই ব্যাটাই আবার কিছু হাতাতে আসেনি তো!
ঠিক বলেছিস! একবার চুরি করে নির্ঘাত আবার এসেছে ভাল বুঝে কিছু হাতাবে বলে।
মনে হচ্ছে ওদিকে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে! সেই চোরটাই মনে হয়। একবার টাকা আর ঘড়ি নিয়ে ওর লোভ বেড়ে গেছে. তাই আবার এসেছে! কিন্তু বোর্ডিংএর না বাইরের সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।


কেল্টুদা বলেছিলো কাউকে সন্দেহজনক দেখলেই খবর দিতে।
ঠিক বলেছিস! তুই নজর রাখ আমি কেল্টুদাকে খবর দিয়ে আসি।
কি বললি ঘাপটি মেরে আছে! এবার সিনেমা স্টাইলে আমার কারাটের মার প্যাঁচ দেখতে পাবি।
মরেচে! আমাকেই মারবে নাকি?
হাঃ!


ব্যাটা তস্কর! এবার তুমি হবু ব্ল্যাক বেল্টারের পাল্লায় পড়েছো—ই-আ-আহ্!
ওফ্!
তাজ্জব! মারগুলো যেন কোন নরম কিছুতে লেগে প্রতিহত হচ্ছে! আলোটা জ্বালাতো ফন্টে!
জ্বেলে দিয়েছি, কেলুটদা!
মুখের ঢাকনা সরিয়ে মুখখানা এবার দেখাও তো, চাঁদু! এরপর আমি কোমরে ব্ল্যাক বেল্ট বাঁধবো! হেঃ হেঃ!
ইর্‌ক্!
তুই তাহলে এতক্ষণ আমাকে ঘুঁসোলি আর লাথালি!
গর্‌র্! হতচ্ছাড়া বিটলে! এই ব্ল্যাক বেল্ট দিয়ে তোর গলায় ফাঁস লাগাবো মর্কট!
ইস্! অন্ধকারে সেমসাইড হয়ে কেলটার ব্ল্যাক বেল্ট স্যারওর গলায় লাগাতে চাইছেন, ফন্টে!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বন্ধের পর বোর্ডিং খোলার কয়েকদিন পর-
স্যার, আমরা ঠিক করেছি যে, আমরা আপনাকে সম্বর্দ্ধনা দেবো!
আমাকে নিয়ে আবার ওসব কেন তোরা! পাগলও বটে।
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! কোথায় ছিলে? আমরা কাল স্যারকে সম্বর্দ্ধনা দেবার কথা জানিয়ে এলাম!
সেকি, কেলুদা, বোর্ডিং খুলেছে কদিন পরেও তো ওরা যেতে পারতো!
হ্যাঁ, নন্টে তো ঠিকই বলেছে কেলুদা!
বেশ, তাহলে স্যারকে জানিয়ে দিই যে সম্বর্দ্ধনায় সবার মত আছে শুধু নন্টে আর ফন্টের মত নেই।
সে কিগো, কেলুদা, আমি কি তাই বললুম!
কাল করবো বলে জানিয়ে, এখন হঠাৎ মনে হলো আমার প্রেসটিজ তো লিক হবেই আর শুনে স্যারের যে কি রিঅ্যাকসন হবে ভেবেও আঁৎকে উঠছি! তোরা সব কিছু ভেবে একটু পরেই আমাকে জানাবি!
দেখলি তো, কেমন কথার মধ্যে ছমকি দিয়ে গেলো! মানে ওর কথা না শুনলে ও আমাদের নামে স্যারের কান ভাঙাবে!
এখন প্রাণের দায়ে ওর কথা শুনতে হবে রে, ফন্টে!
কিছু পরে-
শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে তাহলে?
তবে দেখলুম তোমার কথাই ঠিক, কেলুদা। তোমার প্রেসটিজ লিক হলে আমাদেরও ভালো লাগবেনা।
পরে-
হচ্ছে বেশী করে দিবি তো।
নাও, কেলুদা! আমাদের চাঁদা।
এর বেশী পারবো না, কেলুদা!
পরে-
সবাই চাঁদা দিয়েছে, শুধু তোদের বাকি। তোরা বরঞ্চ স্যারের জন্যে কোন জাদরেল ফুলের মালা কিনে আনিস।


তুমি কি দিচ্ছো, কেল্টুদা? আর চাঁদার টাকা দিয়েই বা কি করবে?
আমি কি করবো না করবো তা নিয়ে তোদের মাথা না ঘামালেও চলবে। তোদের মোটা আনতে বলেছি সেইটা আন।
আমার প্রেসটিজ লিক না হয়ে যায় সেটা খেয়াল রেখে যা কিছু করবি।
ছাড়ো না, কেল্টুদা! যা ফুলের মালা আনবো না, তাতেই তোমার প্রেসটিজ একেবারে তুঙ্গে উঠে যাবে।
সেইমতো পরদিন অনুষ্ঠান শুরুর কিছু আগে-
এতো দেরী করলি? দে তাড়াতাড়ি। স্যার ভাষণ দেবার আগে আমি এটা স্যারের গলায় পরিয়ে দেবো।
এই নাও কেল্টুদা, স্যারের জন্যে আনা দুর্দান্ত মালা!
এখন আমি বোর্ডিংয়ের ছাত্রদের তরফ থেকে স্যারকে মাল্যদান করবো, তারপর স্যার তার জেনারেল ভাষণ দেবেন।
বোর্ডিংস্কুলের তরফ থেকে স্যারকে মাল্যদান করা হলো। এবার স্যারকে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করছি।
আমাকে সম্বর্ধনার ব্যাপারে প্রথমেই যার কাছে করবো সে হচ্ছে কেল্টুকুমার। ওর আগ্রহ উদ্যোগেই এই আয়োজন, আর-
মনে হচ্ছে অ্যাকশান শুরু হয়েছে!
ওরে বাবারে, গেলুম রে! মালাতে এতো জ্বালা কেনো রে? কি মালা তুই আমার গলায় ঝোলালি রে, কেল্টু?
হ্যা-হ্যালো-
হচ! হচ!
-জ্বা-জ্বালা কিসের, স্যার?
কিসের? অ্যাই, নন্টে আর ফন্টে! ধরতো কেলেটাটাকে-
হতচ্ছাড়া বোম্বেটেটার গলায় মালা পরাতেই তাহলে মালুম হবে জ্বালা বিষের মা কিসের।
মালায় বিছুটি পাতার অ্যাকশান বেশ জোরদার হয়েছে, কি বলিস রে, নন্টে?
অবশ্যই, ফন্টে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















জমজমাট সুগন্ধের জন্যে এবার এই আরকটা চেলে দিলুম, ব্যস, সুস্বাদু পানীয় তৈরি। এবার স্যারের জন্যে নিয়ে যাই। স্যার খেয়ে তারিফ করলে স্যারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে নিতে হবে।
ওঃ! কাজ সারতে এই গরমে দৌড় ঝাঁপ করে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে আগে এক গ্লাস জল খেয়ে গলা ভেজাবো।
এটা স্যারের খাবার সময় নন্টে আর ফন্টেটা এলে পড়লে পানীয় খাবার পর স্যারের প্রতিক্রিয়াটা দেখতে পেতো।
আঃ! এটাই আমি চাইছিলাম রে, কেলুটু! দেতাড়াতাড়ি।
নিন, স্যার! আমি আপনার জন্যেই আনছিলাম টেস্ট করাবো বলে।
ঢক্ ঢক্!
ওয়াক্! ফুচ্!
হতচ্ছাড়া, চামচিকে! আমাকে হলাহল খাইয়ে হত্যার চেষ্টা? বাকিটা এবার তোকে খাওয়াবো রে, নকট!
এটা নকটা খোর চক্ষান্ত স্যার!
স্যারের প্রতিক্রিয়া দারুণ বাকিটা ওকে খাওয়াবেই।
এতোক্ষণে বোধহয় আমার চিরতার নির্যাস স্যার কেলোটাকে খাইয়ে দিয়েছে, কি বলিস, নন্টে?
অবশ্যই, ফন্টে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ
















আপনার এই দুশমন সত্যি ভালো ফল দেবে তো?
বলেছি তো একবার লাগালেই ভালো! কিনা সেটা মালুম হবে।
সংহারের বদলে দুশমন! দামেও সুবিধে হলো। স্যারকে একশো টাকা ফেরত দিলে স্যার খুশি হবে আর বাকি টাকাটা পকেটে পুরবো! হেঃ হেঃ!
এনেছি, স্যার!
সংহার এনেছিস? দে-দে, এখুনি লাগাবো।
সংহার নয়, স্যার! এটা নাকি আরো ভালো লাগালেই মাথা কালো!
আবার দামেও কম। একশো টাকায় হয়ে গেলো। এই নিন, স্যার!
তাই বুঝি! চমৎকার! তুই ছাড়া এরকম বুঝে কে আনতো!
দুশমন লোশনটা একটু কেমন চটচটে বলে মনে হচ্ছে!
একি! লোশন যে কালো টিটচিটে হয়ে হাতে মাথায় সেঁটে গেলো! এতো ধুলেও উঠছে না!
অ্যাই, কেল্টু!
ডাকছেন স্যার! আরে, আপনার মাথা তো একেবারে কাল্লা—
হাতে পেলে এই দুশমন তোর সারা শরীরে মাখাবো, যমের অরুচি কোথাকার!
কি হচ্ছে বলতো, ফন্টে?
মনে হচ্ছে টাক সংহারের বদলে কেল্টু সংহার পালা চলছে!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একটা খুব ভালো মিস্টি গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলতো, নন্টে?
মনে হচ্ছে চানঘর থেকে! কেউ কিছু মেখে চান করছে!
একটু পরে-
তুমি চান করছিলে,কেলটুদা! তোমার সাবানের গন্ধটা তো দারুণ! কি সাবান গো কেলটুদা! তোমার গা দিয়ে ভুর ভুর করে গন্ধ ছাড়ছে!
সাদ্দাম হোসেনের সাবান। এই সাবান দিয়েই উনি রোজ চান করতেন!
তুমি পেলে কোত্থেকে?
কায়দায় পেয়েছি তা জেনে তোদের কি দরকার!
দাওনা, কেলটুদা সাবানটা একটু ছুঁয়ে দেখি।
তোরা ছুঁলে সাবানের জাত নষ্ট হয়ে যাবে!
সাদ্দাম হোসেনের সাবান। আমরা ছুঁলে সাবান নষ্ট হবে? দাঁড়া একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে রে,নন্টে!
এবার আইডিয়াটা সফল করার ব্যবস্থা করি,নন্টে।
আমি এদিকে দেখছি!
আধঘণ্টা পরে-
একি রে! এতো কেলটুদার সাদ্দাম হোসেনের! কোথায় পেলি?
এ সাদ্দাম হোসেনের নয় এনছে গাদ্দাম হোসেনের!


ব্যস! সেন্টের এই দু'ফোঁটাতেই কম হাসিল হয়ে যাবে। এখন এটা এখন শুধু কেল্টুদার ঘরে সাবানটা পাল্টে রেখে আসা।
ও ঘরে নেই, আমি রেখে আসছি।
আধঘণ্টা পর-
একটা জরুরী মিটিংয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি চানটা সেরে যাই।
দাঁড়া, কেল্টু! আমি আগে চানটা সেরে ফেলি। এই রে আমি আবার সাবানটা আনতে ভুলে গেছি। আছে তোর কাছে?
আছে, স্যার, দারুণ সাবান, স্যার এই যে!
সত্যি দারুণ সাবান রে, কেল্টু! গন্ধটাও চমৎকার!
মেখে দেখুন, স্যার, সারা গায়ে গন্ধ তুর তুর করবে!
মরেছে! কেল্টোর জন্যে রং সাবান দিয়ে তৈরি সাদ্দাম হোসেনের সাবান যে তুল হাতে চলে গেলো রে ফন্টে!
আর কিছু করার নেই।
চল, নন্টে! আমাদের আর দরকার নেই।
চলে যাবি কিরে, স্যার কেমন খোশমেজাজে বেরোবে দেখবি না?
কেল্টু! অ্যাই কেল্টু!
কি-কি স্যার?
এটা সাদ্দাম হোসেনের সাবান! গায়ে গন্ধ তুর তুর করবে—
এ নিশ্চিত নন্টে আর ফন্টের ভেলকি, স্যার!
ভেলকি? তাহলে এটা দিয়ে আমিও তোতোকে ভেলকি দেখাচ্ছি!
কি অপরূপ দৃশ্য বলতো, ফন্টে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















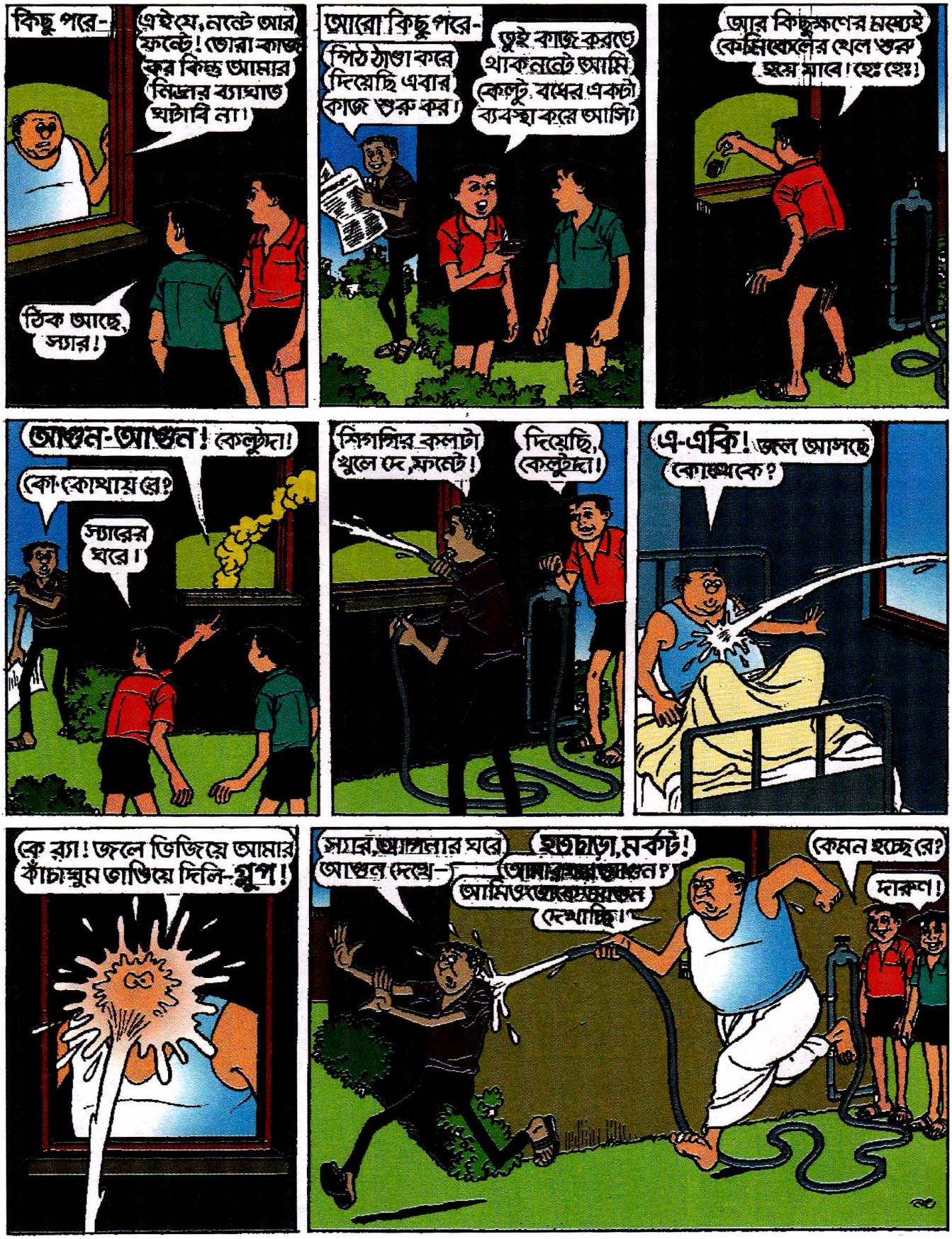
কিছু পরে-
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! তোরা কাজ কর কিন্তু আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাবি না।
ঠিক আছে, স্যার!
আরো কিছু পরে-
পিঠ ঠাণ্ডা করে দিয়েছি এবার কাজ শুরু কর।
তুই কাজ করতে থাক নন্টে আমি কেলটু, বধের একটা ব্যবস্থা করে আসি।
আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কেলিকেলের খেল শুরু হয়ে যাবে। হেঃ হেঃ!
আগুন-আগুন! কেলুদা!
কো-কোথায় রে?
স্যারের ঘরে।
শিগগির কলটা খুলে দে, ফন্টে!
দিয়েছি, কেলুদা!
এ-একি! জল আসছে কোত্থেকে?
কে র‍্যা! জলে ভিজিয়ে আমার কাঁচাঘুম ভাঙিয়ে দিলি-গুপ!
স্যার, আপনার ঘরে আগুন দেখে-
হতচ্ছাড়া, নর্কট!
আমারঘরে আগুন?
আমিও তোকে আগুন দেখাচ্ছি!
কেমন হচ্ছে রে?
দারুণ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিসের নোটিশ সাঁটছো গো, কেল্টুদা!
আপামী সপ্তাহে চার স্কুলের সঙ্গে যে ক্রিকেট খেলা হবে সেই ব্যাপারে আলোচনা হবে। সেখানে সবাই থাকবি।
অবশ্যই থাকবো! সেখানে খেলোয়াড় নির্বাচনও তো হবে, কেল্টুদা!
তোমরা এসে গেছো। এবার শোনো। আপামী সপ্তাহে ম্যাচ, আর সব ম্যাচে তোমাদের জেতা চাই।
কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! ধরে নিন আমরা জিতে বসে আছি!
খেলোয়াড় নির্বাচন কে করবে, স্যার?
সেটা এখন কেল্টু করবে।
কিছু পরে-
কে কে খেলবে! সেটা কি ঠিক হয়েছে, কেল্টুদা?
হয়নি, হলে জানতে পারবি।
কি ব্যাপার বলতো, নন্টে! কেল্টুদা কেমন যেন পাশ কাটিয়ে গেলো মনে হলো!
ঠিক আছে! পরে কি জানায় দেখি।
ওদিকে-
তোমাকে যা বলেছিলাম সেটা মনে আছে তো, কেল্টুদা?
তুই তো! ব্যাটে আর বলে দুয়েতেই খারাপ রে, বোঁদা!

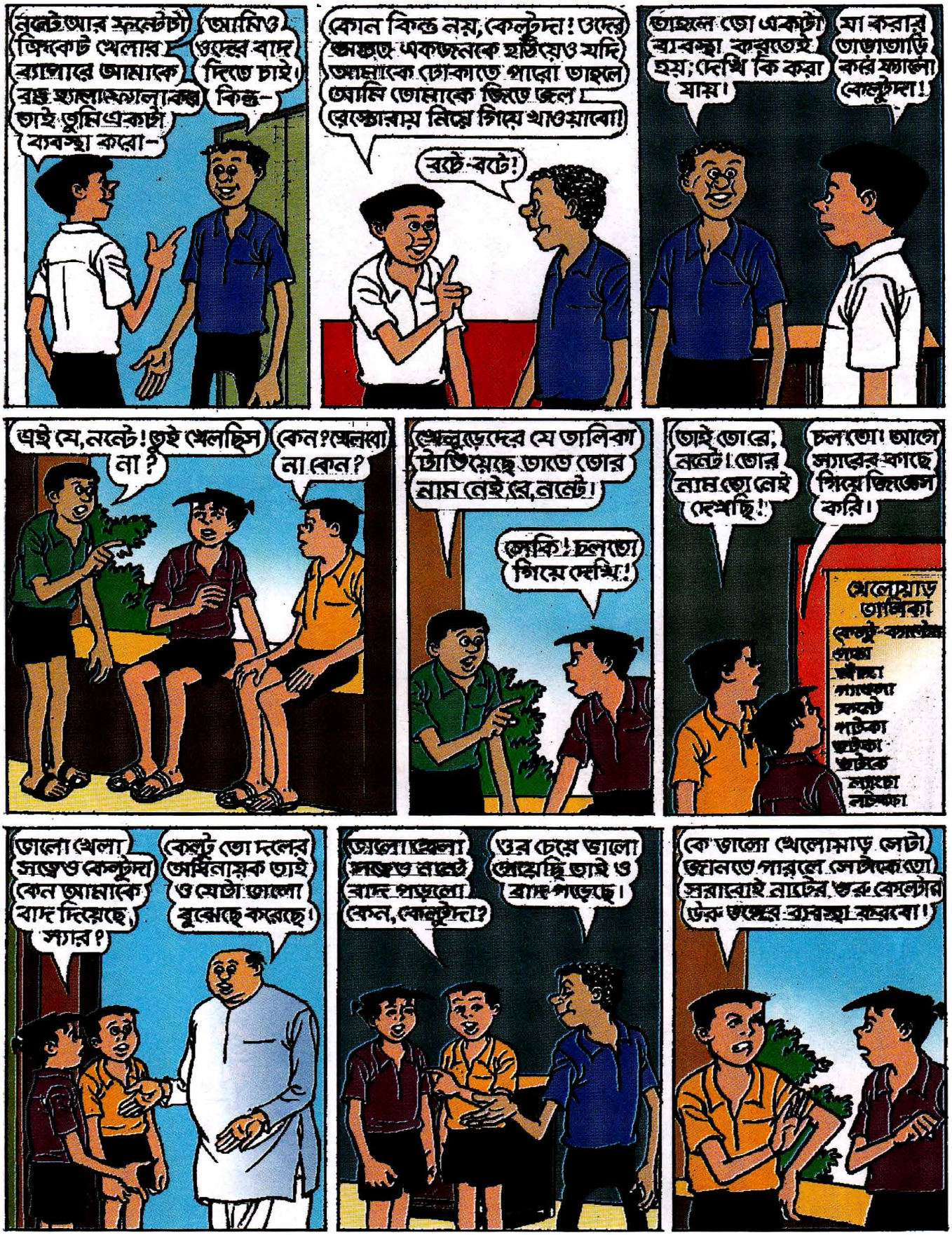
নন্টে আর ফন্টেটা ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে আমাকে বড্ড হ্যালাফ্যালা করে তাই তুমি একটা ব্যবস্থা করো—
আমিও ওদের বাদ দিতে চাই। কিন্তু—
কোন কিন্তু নয়, কেলুদা! ওদের অন্তত একজনকে হটিয়েও যদি আমাকে ঢোকাতে পারো তাহলে আমি তোমাকে জিতে জল রেস্তোরায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো!
বটে-বটে!
তাহলে তো একটা ব্যবস্থা করতেই হয়; দেখি কি করা যায়।
যা করার তাড়াতাড়ি করে ফ্যালো কেলুদা!
এই যে, নন্টে! তুই খেলছিস না?
কেন? খেলবো না কেন?
খেলুড়েদের যে তালিকা টাঙিয়েছে তাতে তোর নাম নেই রে, নন্টে।
সেকি! চলতো গিয়ে দেখি!
তাই তো রে, নন্টে। তোর নাম তো নেই দেখছি!
চল তো। আগে স্যারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।
খেলোয়াড় তালিকা
ভালো খেলা সত্ত্বেও কেলুদা কেন আমাকে বাদ দিয়েছে, স্যার?
কেলু তো দলের অধিনায়ক তাই ও যেটা ভালো বুঝেছে করেছে।
ভালো খেলা সত্ত্বেও নন্টে বাদ পড়লো কেন, কেলুদা?
ওর চেয়ে ভালো পেয়েছি তাই ও বাদ পড়েছে।
কে ভালো খেলোয়াড় সেটা জানতে পারলে সেটাকে তো সরাবোই নাটের গুরু কেন্টোর উরু ভঙ্গের ব্যবস্থা করবো।


ম্যাচের আগে প্র্যাকটিশে-
দারুণ বল করিস তো, বাঁদা! পয়লা বলেই আমাকে আউট করে দিলি!
বাঁদাই তাহলে ভালো খেলোয়াড়, ফল্টে!
পা দিয়ে উইকেট ফেলে বলে কিনা বাঁদা আউট করলো!
দেখলি তো কেমন দুর্দান্ত বোলার!
তাহলে আমি দলে থাকছি তো, কেলুদা?
দেখলি তো তোর মতো একটা মাকড়াকে কেমন করে দলে ঢোকালাম! জিভে জলের কথা মনে থাকে যেন।
অবশ্যই থাকবে, কোন চিন্তা করোনা কেলুদা!
দেখলি, নল্টে! কেমন চালাকি করে বাঁদাটাকে দলে ঢোকালো!
চুকিয়ে কেলটা ওকে কি করে খ্যালায় দেখবো!
কিছু পরে-
এ কাটা দারুণ আইডিয়া এসেছে রে ফল্টে! শোন- (ফিস ফিস)
দুর্দান্ত আইডিয়া বের করেছিস তো, নল্টে!
সেইমতো-
সবাই বলে টাকার গরম আমি এই পাঁচটাকার কয়েনটাকে আরো গরম করছি!
একটু পরেই একজনের হাত পুড়বে রে, ফল্টে!
এ কি! পাঁচটাকার কয়েনটা কে যেন এখানে ফেলে গ্যাছে। যাক, কেলুদাকে খাওয়ানোর ব্যাপারে এটা কাজে লাগবে।

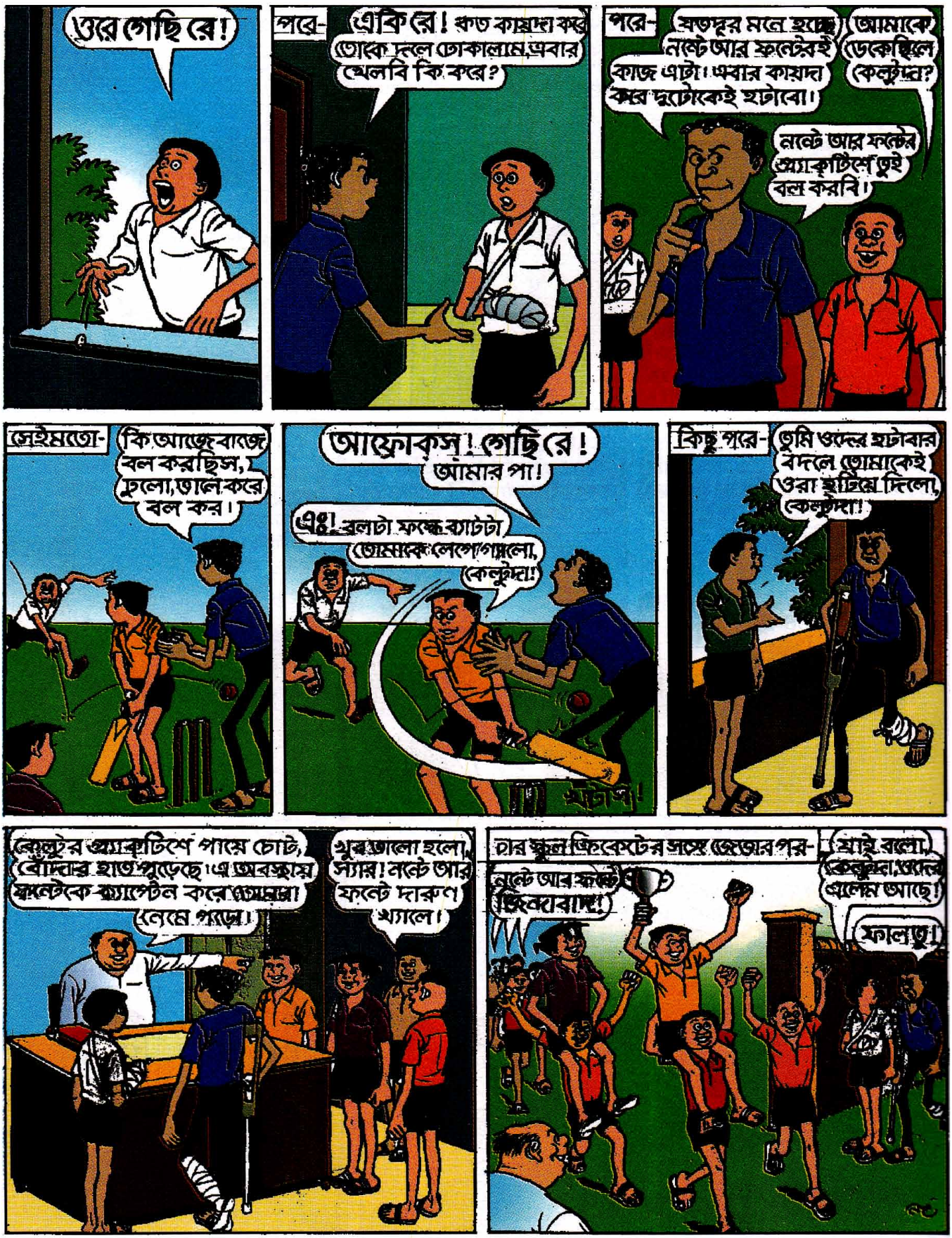
ওরে গেছি রে!
পরে-
একি রে! কত কায়দা করে তোকে দলে ঢোকালাম,এবার খেলবি কি করে?
পরে-
যতদূর মনে হচ্ছে নন্টে আর ফন্টেরই কাজ এটা। এবার কায়দা করে দুটোকেই হটাবো।
আমাকে ডেকেছিলে কেলুদা?
নন্টে আর ফন্টের প্র্যাকটিশে তুই বল করবি।
সেইমতো-
কি আজেবাজে বল করছিস, ঢুলো,ভালো করে বল কর।
আফোকস! গেছি রে! আমার পা!
এঃ! বলটা ফস্কে ব্যাটটা তোমাকে লেগে গেলো, কেলুদা!
এটাস!
কিছু পরে-
তুমি ওদের হটাবার বদলে তোমাকেই ওরা হটিয়ে দিলো, কেলুদা!
কেলুর প্র্যাকটিশে পায়ে চোট, বোঁদার হাত পুড়েছে। এ অবস্থায় ফন্টেকে ক্যাপ্টেন করে তোমরা লেগে পড়ো।
খুব ভালো হলো, স্যার! নন্টে আর ফন্টে দারুণ খ্যালে।
চার স্কুল ক্রিকেটের সঙ্গে জেতার পর-
নন্টে আর ফন্টে জিন্দাবাদ!
যাই বলো, কেলুদা,ওদের প্লেয়ার আছে!
ফালতু!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একদিন-
নমস্কার আমি বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।
আমিই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, নমস্কার।
আমরা বজরঙ্গ ফিল্ম কোম্পানী থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন।
এইযে, কেল্টু! দুটো চেয়ার নিয়ে আয় তো।
এখুনি আনছি, স্যার!
আমরা লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড নামে একটা ছবি করছি তাতে মুখ্য ভূমিকায় আপনাকে চাইছি।
আমাদের প্রযোযক বজরঙ্গজীও আপনাকে চান।
কি! ল্যাজে আগুন দিয়ে আমি হনুমান হবো?
মরেচে! আরে না-না, আপনি হনুমান হবেন কেন?
আপনাকে তো আমরা দানবরাজ দশাননের জন্যে ভেবেছি।
তাই বলুন! তা যখন আপনারা এতো করে বলছেন তখন তো করতেই হবে। হেঃ হেঃ!

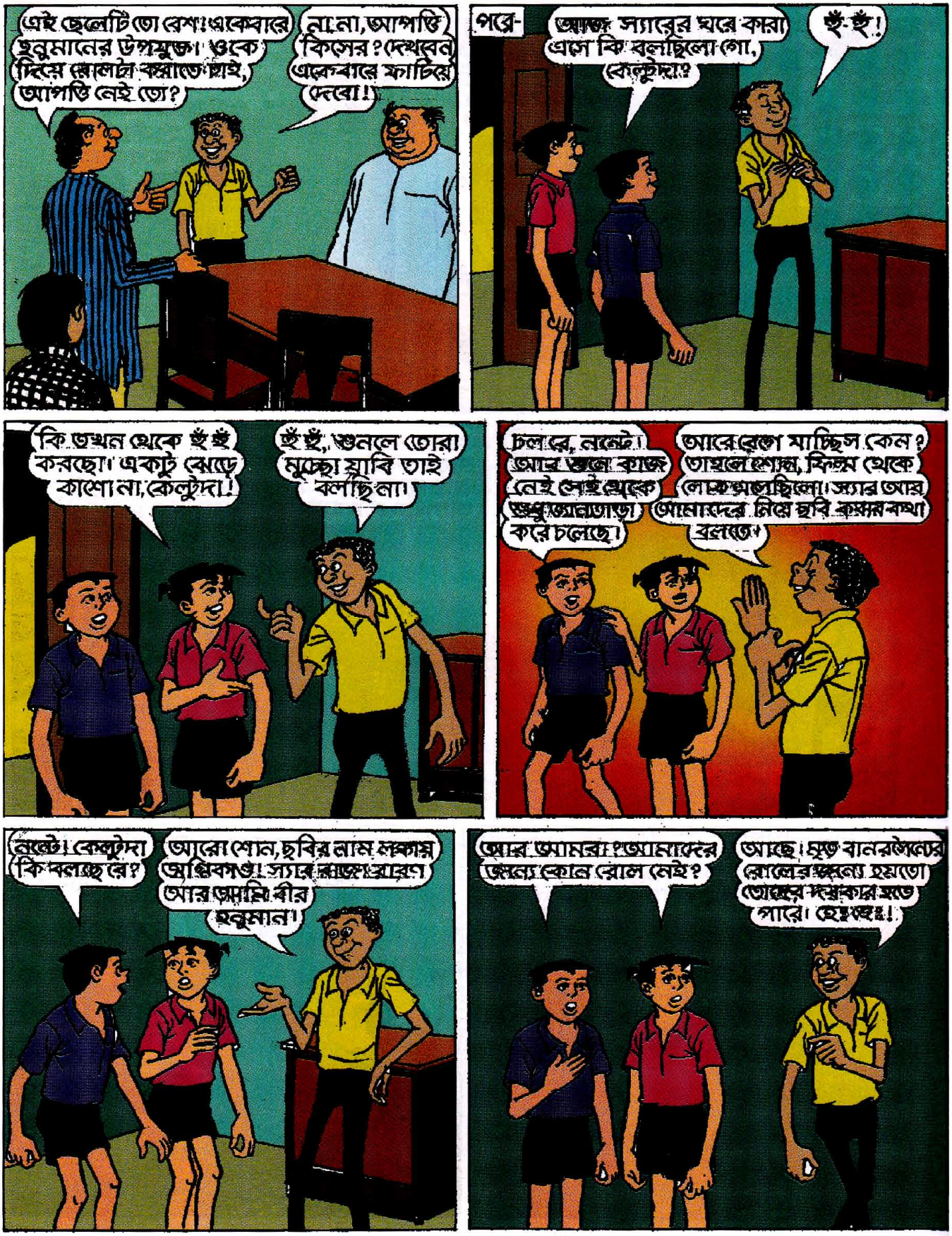
এই ছেলেটি তো বেশ! একেবারে হনুমানের উপযুক্ত। ওকে দিয়ে রোলটা করাতে চাই, আপত্তি নেই তো?
না না, আপত্তি কিসের? দেখবেন একেবারে ফাটিয়ে দেবো!
পরে-
আজ স্যারের ঘরে কারা এসে কি বলছিলো গো, কেলুদা?
হুঁ-হুঁ!
কি তখন থেকে হুঁ হুঁ করছো। একটু ঝেড়ে কাশো না, কেলুদা!
হুঁ হুঁ, শুনলে তোরা মুচ্ছো যাবি তাই বলছি না।
চল রে, নল্টে। আর শুনে কাজ নেই সেই থেকে শুধু জ্বালাতন করে চলেছে।
আরে বেশী মাচ্ছিস কেন? তাহলে শোন, ফিল্ম থেকে লোক এসেছিলো। স্যার আর আমাদের নিয়ে ছবি করার কথা বলতে
নল্টে! কেলুদা কি বলছে রে?
আরো শোন, ছবির নাম লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড। স্যার রাজা রাবণ আর আমি বীর হনুমান।
আর আমরা? আমাদের জন্যে কোন রোল নেই?
আছে। মৃত বানরসৈন্যের রোলের জন্যে হয়তো তোদের দরকার হতে পারে। হেঃ হেঃ!


আমাদের বানর সেনা বলে কেলেটা কি রকম স্টেলাইট করে গেলো শুনলি তো
কিছু পরে-
আঃহা! হনুমান-রূপে কেলুদাকে যারা বাস্তব সম্মত অভিনয় করাবে তাদের পেয়ে গেছি, ফন্টো ঐ দ্যাখ যারা গাছ বেয়ে উঠছে
বুঝেছি! দারুণ আইডিয়া বের করেছিস নন্টে!
এবার দেখবি লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ডে হনুমানের ভূমিকায় কেলুদা কেমন জমিয়ে দেবে!
এদিকে কেলু-
আরে, আরে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর! তোর সব কিছু করিয়া গড়বড় লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া করিব ছারখার!
কি রে, নন্টে আর ফন্টে, তোরা কি মনে করে? তা কেমন শুনলি?
দারুণ, কেলুদা দারুণ!
দুর্দান্ত!
তোমাদের শুটিং কবে শুরু হবে কেলুদা?
কাল থেকে শুরু হবে।
তোমার শুটিং আমরা দেখতে পাবো তো, কেলুদা?
পরদিন ফ্রিল্ম স্টুডিওর ভিতরে-
ঐ দ্যাখ, স্যারকে লঙ্কেশ্বরের মেক-আপ দিচ্ছে।
তোমার হনুমানের মেকআপের জিনিস কোথায়, কেলুদা!
এই তো কেলুদার কস্টিউম। এটাতে এদের ছাড়লে এরাই কেলুদাকে বাস্তব সম্মত অভিনয় করাবে হেঃহেঃ!
পরে-
দারুণ মেকআপ হয়েছে, কেলুদা! যেন আসল!


শুটিং শুরু হলো
কোন চিন্তা করবেন না, স্যার! শুধু কি রকম অ্যাক্টিং করি দেখবেন।
শোনো, কেল্টু! তোমার শ্যাজে আগুন ধরানোর পর আমি অ্যাকশান বললেই শুরু করবে।
সাউন্ড, ক্যামেরা, রেডি- অ্যাকশান!
ওরে ওরে, দুষ্ট দশানন, সীতারে করিয়া হরণ যে পাপ করিয়াছিস সেই হেতু তোর লঙ্কায় লাগাইছা আগিকাণ্ড করিব রে, ছারখার!
কি করছিস কি হতচ্ছাড়া? গোঁফে আগুন লাগাবি নাকি?
উফস্! উরক্!
স্যাচ্! স্যাচ্!
ওরে বাবা! ওকে থামাও শিগগির!
প্যাক আপ!
দমাস!
প্যাক আফস্!
আমি কোথায়? আমার কি হয়েছে?
লাজের আগুনে আমাকেই পুড়িয়ে মারার চেষ্টা?
আজ তোর একদিন কি আমার!
স্যার, আমি তো বাস্তব সম্মত অভিনয়েরই চেষ্টা করছিলাম কিন্তু-
স্যারের রোখ দেখে মনে হচ্ছে আজ অগ্নিকাণ্ডের বদলে হনুমান বধ না হয়ে যায়!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



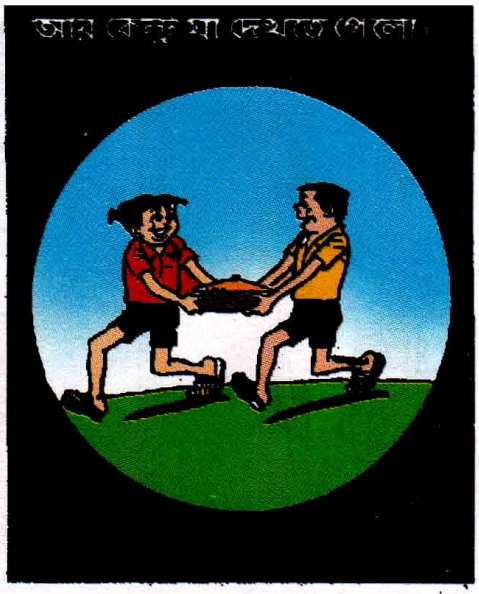














গঁদের আঠা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ, স্যার!
বোর্ডিং স্কুলের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে দেখি যদি মুখরোচক জিনিস সমেত আর কাউকে পাকড়াও করতে পারি!
এইযে, কেল্টুদা! এই দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে আমার পূর্ব বন্দোবস্ত ছিলো। কিন্তু আমি বেলটা বাজাতে ভয়ানক ভয় পাচ্ছি!
দাঁতের ডাক্তার
ভিতুর ডিম কোথাকার! দাঁতের ডাক্তারের কাছে ভয়ের কিছু নেই! তোর হয়ে আমি বেল বাজিয়ে দিচ্ছি!
হাঃহাঃ! ফন্দীটা কাজ করেছে! কেল্টোটা গঁদের আঠার ওপর দাঁড়িয়েছে!
যদিও আমি মোটেই এখানে আর থাকছি না, হিঃহিঃ!
অ্যাই, ফিরে আয়! হুরুক! আমি মেঝেতে সেঁটে গেছি!
এইযে, কেল্টু! তোর অনেক দিনের চেক আপ করা বাকি রয়েছে!
না, না—এ আমার জন্যে নয়!
ভেতরে আয়!
ওরে বাবারে! দাঁতের ডাক্তার আমার দুটো দাঁত তুলে দিয়েছে! সাতদিনের জন্যে আমি কিছু খেতেই পারবো না!
হিঃহিঃ! কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। এখন ওর ভাগেরটাও আমরা ভাগ করে খাবো।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিন্তু আমার যে ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে রে নন্টে!
অভিনব প্রতিভা প্রতিযোগিতা
বিজয়ীকে বিরাট নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে
নন্টে, এখানে নাম দিয়ে দে না। তোর সেই মুগুর নৃত্য জমী হয়ে কিছু টাকা পেয়ে পারিস্।
শুনবো না। শুনবো না।
হিঃ হিঃ! এসব জিনিস যাচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমার নৃত্য সহজেই প্রথম হবে।
দর্শকবৃন্দ, এবার আসছেন শ্রীমান নন্টে!
শ্রীমান আপনাদের বিশেষ মুগুর নৃত্য দেখাবেন।
কিন্তু
এই মরেছে! ওকে দেখছি মঞ্চ ভীতিতে ধরেছে!
এই পিঁপড়ের বাসাটাই ওকে শুরু করাবে।
উহ্!
বাপরে, গেছি!
চমৎকার!
সাবাশ!


সহসা
চোর-পাকড়াও!
দুই চোটা আমাদের পাওনা পুরস্কারের টাকা নিয়ে স্টেজের তলার দরজা দিয়ে পালাচ্ছে।
গুপ্ত দরজা
নেওয়াচ্ছি।
ওয়াহ্!
মুপুর নাচুনেটা আবার কোত্থেকে এসে পড়লো?
উফ্‌স্!
আমার নৃত্যানুষ্ঠান নষ্ট করা?
দর্শকবৃন্দ, শ্রীমান নন্টে দারুণ খেল দেখিয়েছে তাই প্রথম পুরস্কার দেওয়া গেলো।
শ্রি চিয়ার্স ফর শ্রীমান নন্টে!
এবার আমরা মজা করে সেই মুরগীর রোস্ট আর খাস্তা পরোটা খাবো।

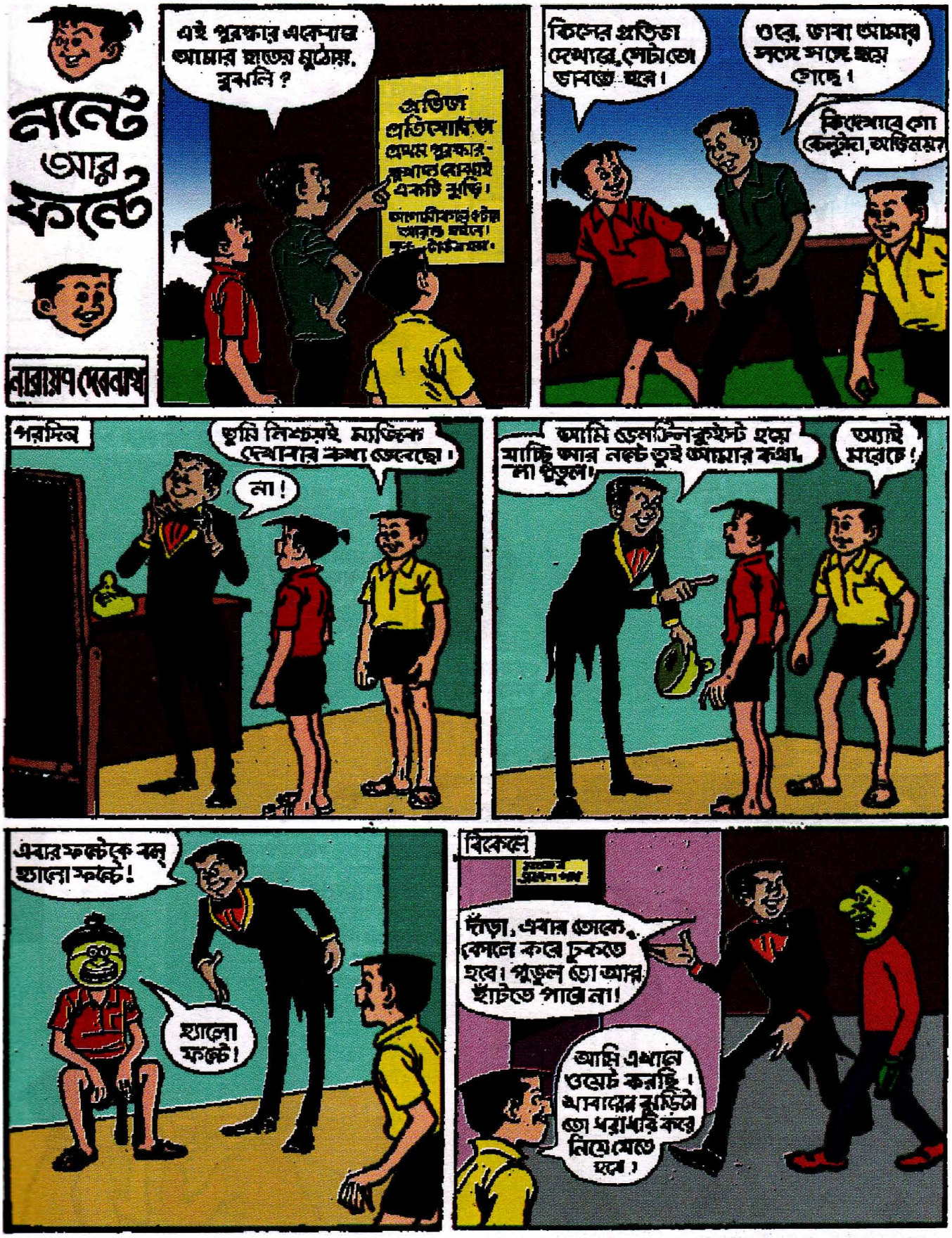
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই পুরস্কার একেবারে আমার হাতের মুঠোয়, বুঝলি?
প্রতিভা প্রতিযোগিতা
প্রথম পুরস্কার - যথাযথ বোঝাই একটি ঝুড়ি।
কিসের প্রতিভা দেখাবে, সেটা তো ভাবতে হবে।
ওরে, ভাবা আমার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে।
কি দেখাবে গো কেলুদা, অভিনয়?
পরদিন
তুমি নিশ্চয়ই ম্যাজিক দেখাবার কথা ভেবেছো।
না!
আমি ডেনটিলকুইস্ট হয়ে যাচ্ছি আর নন্টে তুই আমার কথা, না পুতুল।
অ্যাই মরেচে!
এবার ফন্টেকে বল্ হ্যালো ফন্টে!
হ্যালো ফন্টে!
বিকেলে
দাঁড়া, এবার তোকে কোলে করে ঢুকতে হবে। পুতুল তো আর হাঁটতে পারে না!
আমি এখানে ওয়েট করছি। খাবারের ঝুড়িটা তো ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হবে।

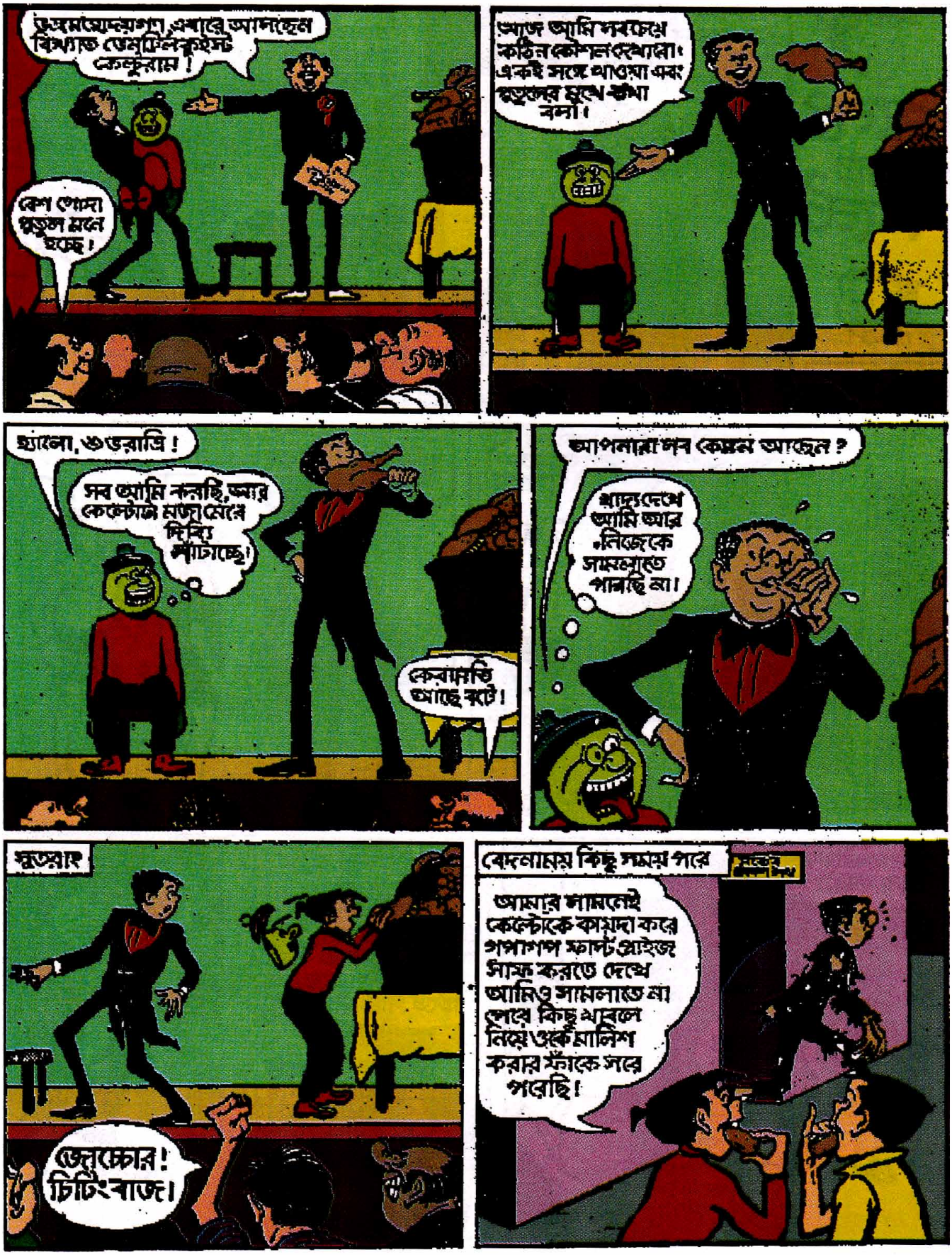
ভদ্রমহোদয়গণ, এবারে আসছেন বিখ্যাত ভেন্ট্রিলকুইস্ট কেলেঙ্কারায়!
বেশ পোদা পুতুল মনে হচ্ছে!
আজ আমি সবচেয়ে কঠিন কৌশলটা দেখাবো। একই সঙ্গে খাওয়া এবং পুতুলের মুখে কথা বলা।
হ্যালো, ওল্ডরাঙ্গি!
সব আমি করছি, অথচ কেলেঙ্কারি মজা মেরে দিয়ে পাঁচাচ্ছে!
কেরামতি আছে বটে!
আপনারা সব কেমন আছেন?
খাদ্য দেখে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না।
সুড়সুড়
জোচ্চোর! চিটিংবাজ!
বেদনাময় কিছু সময় পরে
আমার সামনেই কেলেঙ্কারি কায়দা করে গপাগপ ফ্রাইড গ্রাইজ সাফ করতে দেখে আমিও সামলাতে না পেরে কিছু খাবার নিয়ে ওকে মালিশ করার ফাঁকে সরে পরেছি!

নল্টে আর ফল্টে

নারায়ণ দেবনাথ









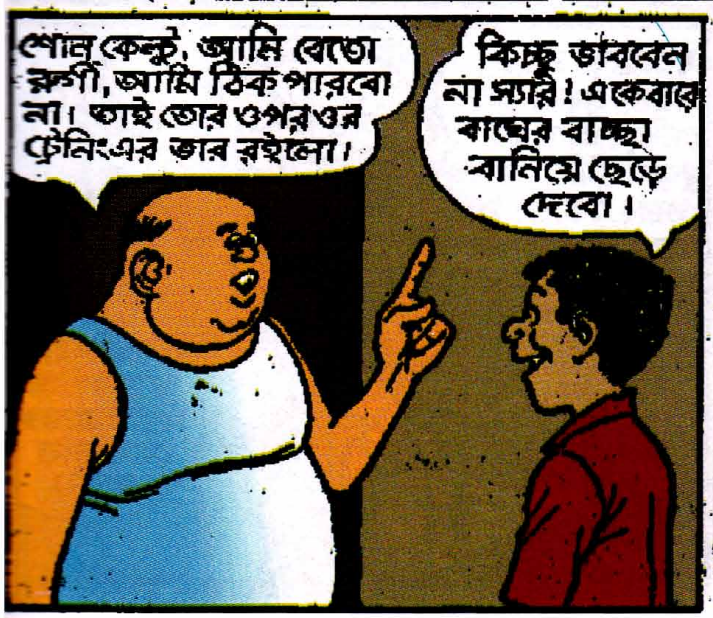




তোদের একটা কাজ করতে হবে। স্যারের কুকুরটাকে চোর ধরবার উপযুক্ত করে ট্রেনিং দিতে হবে। ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলবি। আমিই পারতুম কিন্তু আমাকে নানা বায়নে থাকতে হয় — অবশ্যএর জন্যে তোদের সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবো।
ঠিক আছে। দুজনে পালা করে ট্রেনিং দিয়ে দেবো।
কাজ না কচু। খালি খাবে আর শোবে। ম্যাখনো ওর ফাঁদেই ওকে ফেলছি।
কেঁউ কেঁউ! গররর! ঘেউ ঘেউ!
ট্রেনিং আজই শেষ। বিকেলেই নল্টে তোমাকে কুকুর দিয়ে যাবে।
বিকেলে
দেখুন স্যার কি একখানা ট্রেনিং। চোরের বাপের সাধ্যি নেই আর পালায়।
গররর!
ওরে গেছিরে! আমাকে ও এভাবে কামড়াতে আসছে কেন রে কেলু?
এই দেখুন স্যার! এই জন্যেই ও আপনাকে দেখে কামড়াতে গিয়েছিলো।
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমার নকল মূর্তি দেখিয়ে আমারই কুকুর ট্রেনিং। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।
ট্রেচারি স্যার! আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা দেখে গেলো আমি।

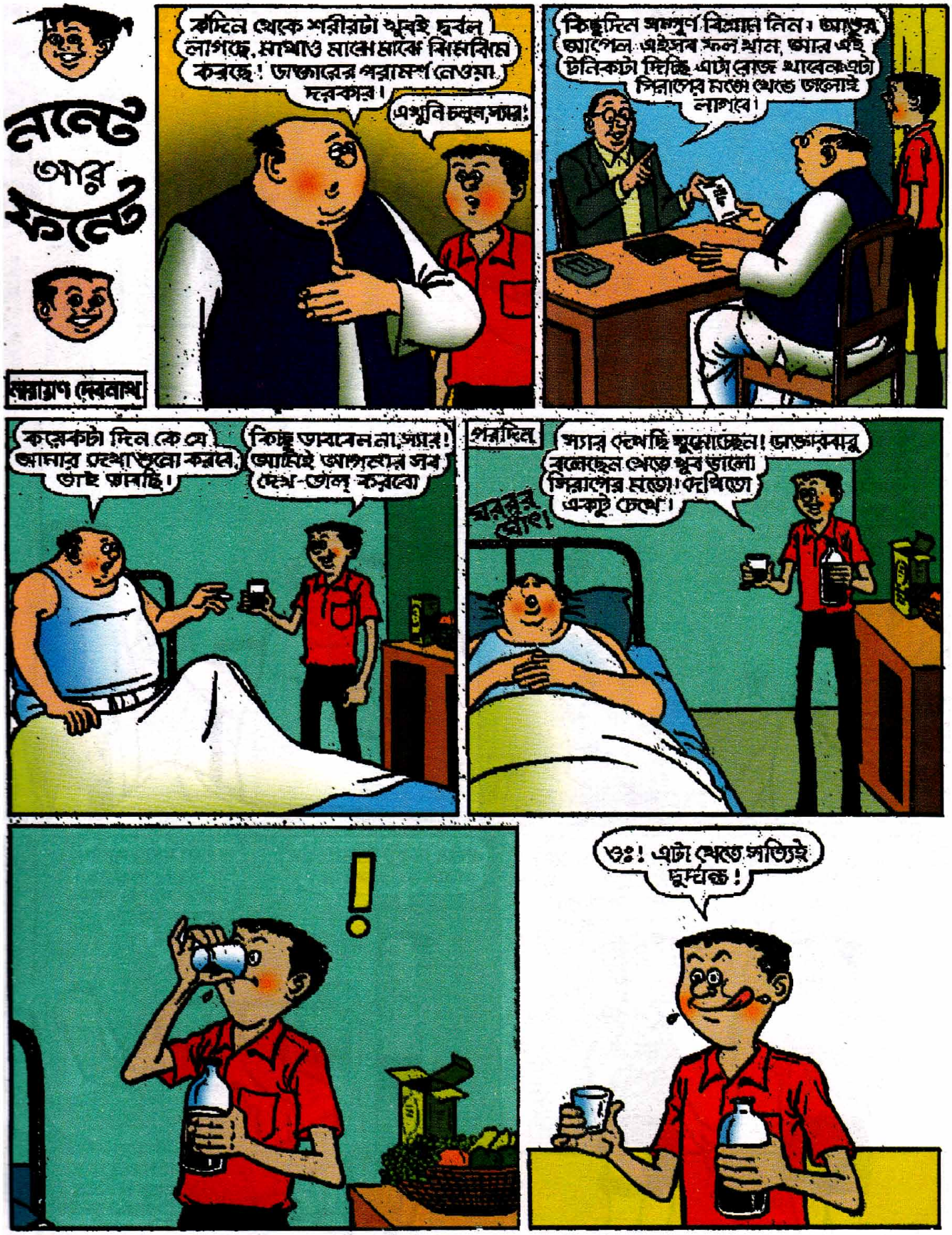
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কদিন থেকে শরীরটা খুবই দুর্বল লাগছে, মাথাও মাঝে মাঝে ঝিমঝিম করছে! ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।
এখুনি চলুন,স্যার!
কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আঙুর, আপেল এইসব ফল খান, আর এই টনিকটা দিচ্ছি, এটা রোজ খাবেন। এটা সিরাপের মতো খেতে ভালোই লাগবে।
কয়েকটা দিন কে যে আমার দেখাশুনো করবে, তাই ভাবছি।
কিচ্ছু ভাববেন না,স্যার! আমিই আপনার সব দেখ-ভাল করবো
পরদিন
স্যার দেখছি ঘুমোচ্ছেন! ডাক্তারবাবু বলেছেন খেতে খুব ভালো সিরাপের মতো! দেখিতো একটু চেখে।
ঘরর্‌র্‌ ঘোঁৎ!
!
ওঃ! এটা খেতে সত্যিই দুর্দান্ত!

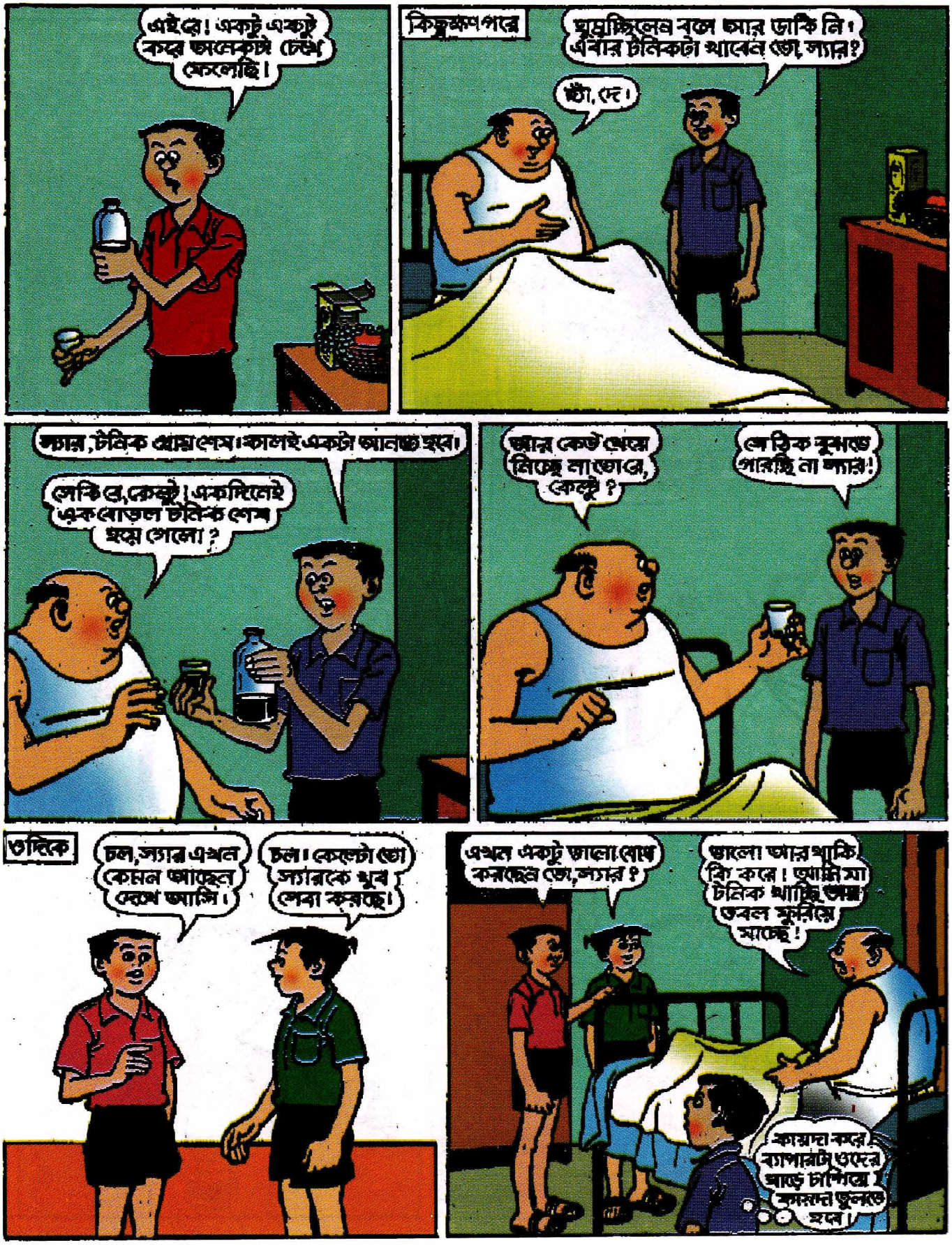
এইরে! একটু একটু করে অনেকটাই টেনে ফেলেছি।
কিছুক্ষণ পরে
ঘুমুচ্ছিলেন বলে আর ডাকি নি। এবার টনিকটা খাবেন তো, স্যার?
হাঁ, দে।
স্যার, টনিক প্রায় শেষ। কালই একটা আনতে হবে।
সেকি রে, কেল্টু! একদিনেই এক বোতল টনিক শেষ হয়ে গেলো?
আর কেউ খেয়ে নিচ্ছে না তো রে, কেল্টু?
সে ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার!
ওদিকে
চল, স্যার এখন কেমন আছেন দেখে আসি।
চল। কেল্টা তো স্যারকে খুব সেবা করছে।
এখন একটু ভালো বোধ করছেন তো, স্যার?
ভালো! আর থাকি কি করে! আমি যা টনিক খাচ্ছি তার তবল ফুরিয়ে যাচ্ছে!
কায়দা করে ব্যাপারটা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে কায়দা তুলতে হবে।


পরে
শোন, নন্টে আর ফন্টে। আমি সারোধক নিয়ে বাগানে বসছি। তোরা কেষ্ট স্যারের টনিকটা ওখানে নিয়ে আসবি ঠিক দশমিনিট পরে। পারবি তো?
নিশ্চয় পারবো।
চলুন স্যার! আপনাকে একটু বাগানে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।
তা মন্দ বলিসনি. চল তা হলে।
আধঘণ্টা পরে
এবার চলুন স্যার। আপনার টনিক খাওয়ার সময় হয়েছে।
হ্যাঁ, চল।
একি? আচ্ছা, টনিক টালো তাহলে তোদেরই কাজ! একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছিস!
আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন স্যার। কিন্তু লোটা যে ওদের কাজে
কে
বেশ কিছু সময়ের পর
আশা করি ওরকমের টিটকিলি ভবিষ্যতে আর হাত লাগাবে না।
আমরা হ্যাঁতানি খেয়েছি নন্টে! কিন্তু কে আসলে দোষী লোটা বের করতে হবে।
ঠিক বলেছিস, নন্টে! কে খাচ্ছে তাকে ধরতেই হবে।


চটপট কাজ সেরে নে, ফকটে!
এই তো হয়ে গেলো বলে।
স্যারের টনিক খাওয়ার সময় হয়েছে তার আগে অবশ্যই আমি একটু চেখে দেখবো, হেঃ হেঃ!
ইঃ, মরা মাল এলে গেছে দেখছি! স্যারও ঘুমোচ্ছেন – এই ভালো একটু চেখে নি!
খুব কায়দা করে নবেটে আর ফকেটের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছি! হিঃ হিঃ! এবার এটা গলায় ঢেলে দি!
অ্যাঁক!
একি! কি করছিস তুই?
একি, কেষ্টদা! তোমার সারা গায়ে এসব কি?
স্যার বোধহয় আদর করে কেষ্টদাকে টনিক দিয়ে চান করিয়ে দিয়েছে! হিঃ হিঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
তাই ইস্কুলে সবাই হাসাহাসি করছিলো! এ নিশ্চয়ই হতচ্ছাড়া ফন্টেটার কাজ!
দাঁড়া আমিও মজা দেখাচ্ছি। ওর পিলে আমি টিলে করে ছাড়বো!
ঐ যে চাঁদু! আর একটু কাছে এসো, তারপর দেখাচ্ছি!
গর-র্-র-র্!
এ্যাঁক্! ডা-ডা-ডা-ডালুক!
দাদাগো! খেলোগো!
এদিকে
পাকড়ো পাকড়ো ডাকু ভাগতা!

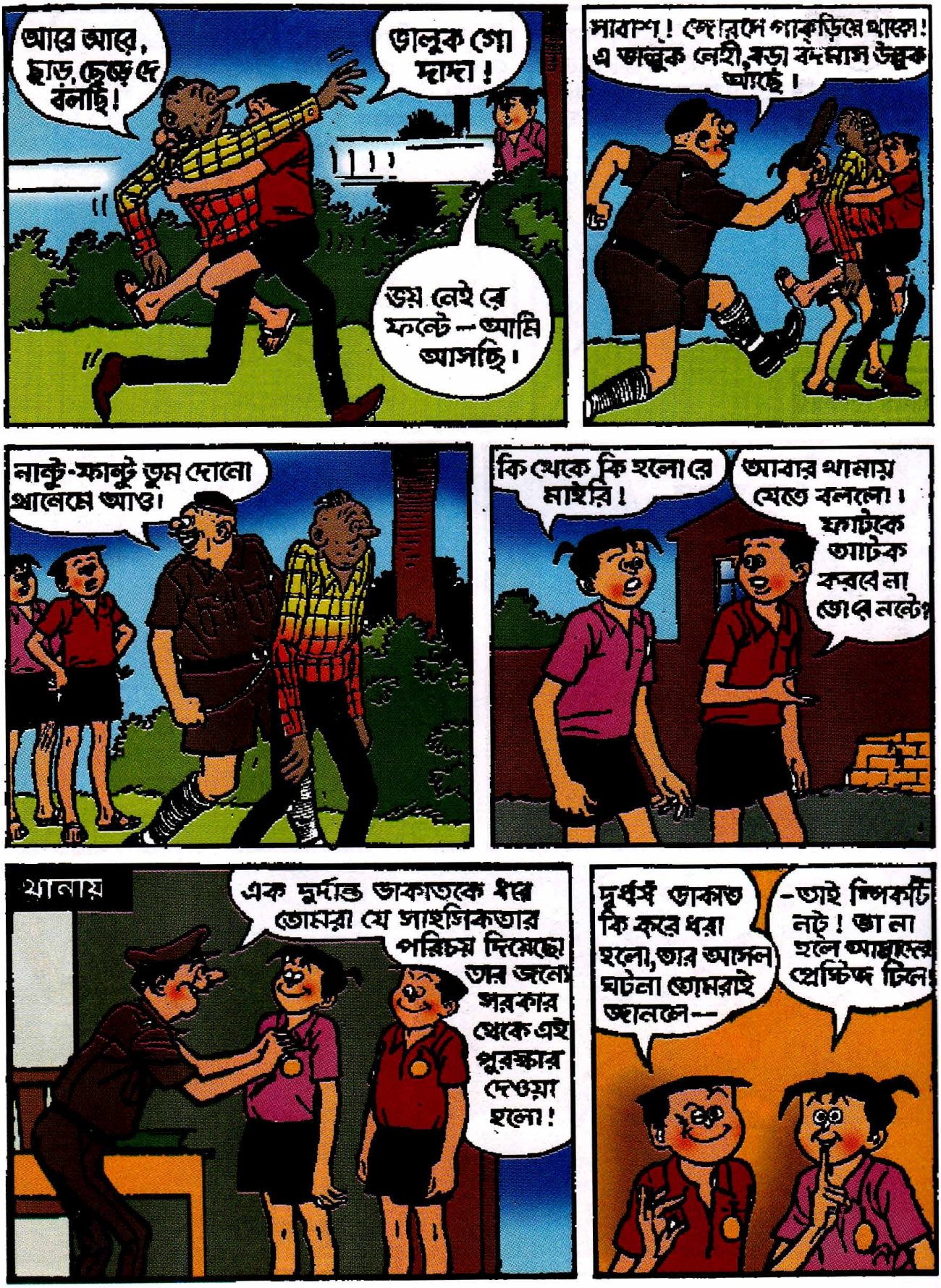
আরে আরে, ছাড় ছেড়ে দে বলছি!
ডালুক গো দাদা!
ভয় নেই রে ফল্টে — আমি আসছি।
সাবাশ! জোরসে পাকড়িয়ে থাকো! এ ডালুক নেহী, বড়া বদমাস ভালুক আছে।
নাল্টু-ফাল্টু তুম দোনো থানেমে আও।
কি থেকে কি হলো রে মাইরি!
আবার থানায় যেতে বললো। ফাটকে আটক করবে না তোর নল্টে?
থানায়
এক দুর্দান্ত ডাকাতকে ধরে তোমরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছো তার জন্যে সরকার থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হলো!
দুর্ধর্ষ ডাকাত কি করে ধরা হলো, তার আসল ঘটনা তোমরাই জানলে —
-তাই ল্পিকটি নট্! তা না হলে আমাদের প্রেস্টিজ টিল!


নন্টে আর ফন্টে
আর কয়েকদিন পরেই তো পুজোর ছুটি। কিন্তু বেল্টুদা কোথায় রে?
হ্যালোয়ুন থেকে টাকা ধার নিয়ে কি যেন কিনতে গেছে।
কবেছিস কি! জেনেশুনে ফেলুচাচাকে আবার টাকা দিয়েছিস? আর কখনো সে টাকা তোর কাছে ফিরবে আশাই।
নিশ্চয়ই আসবে। শুধু আসবে না বর্ধিত হয়ে আসবে দ্বিগুণ হয়ে আসবে।
বর্ধিত হবে! কিন্তু ক্ষুদ্র হারেও তো কোনদিন আসেনি গো কেল্টুদা।
আসবে আসবে। কখনো আসেনি, কিন্তু এখন আসবে।
যা কখনো ঘটেনি এখন রেগে আছে তাই ঘটবে গো কেল্টুদা?
আছে তাই ঘটবে রে গবেট—ঘটবে একটা বিস্ময় ঘটিয়ে।
ঘটবে! আবার কার বিস্ময় ঘটাবে?
টাকের!

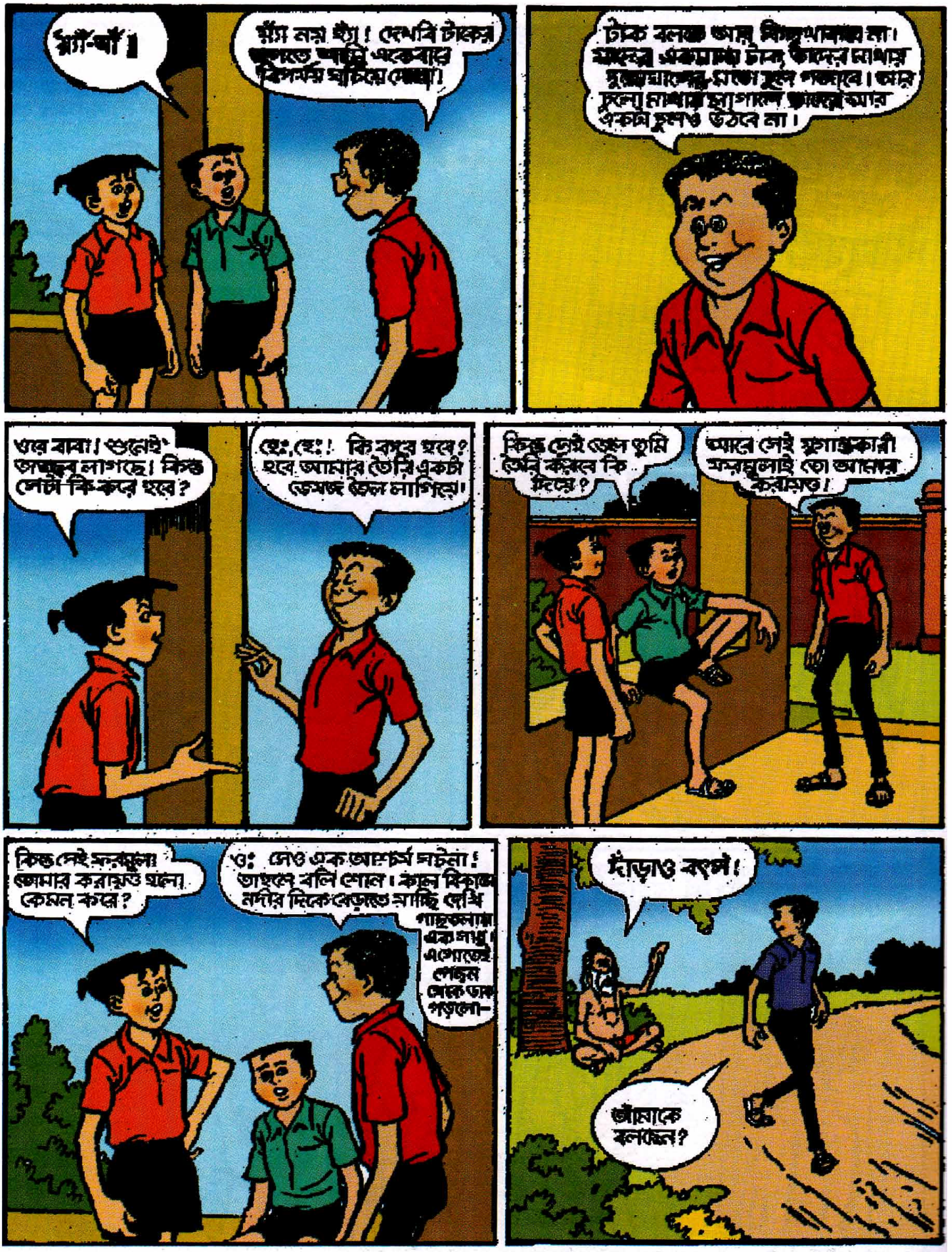
য়্যাঁ-আঁ!
য়্যাঁ নয় হ্যাঁ! দেখবি টাকের
টাক বলতে আর
একটা চুলও উঠবে না।
ওরে বাবা! শুনেই
লাগছে। কিন্তু
সেটা কি করে হবে?
হেঃ,হেঃ! কি করে হবে?
হবে আমার তৈরি একটা
ডেসজ তেল লাগিয়ে।
কিন্তু সেই তেল তুমি
তৈরি করবে কি
দিয়ে?
আরে সেই যুগান্তকারী
ফরমুলাই তো আমার
করায়ত্ত!
কিন্তু সেই ফরমুলা
তোমার করায়ত্ত হলো
কেমন করে?
ওঃ সেও এক আশ্চর্য ঘটনা!
তাহলে বলি শোন। কাল বিকাল
নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছি দেখি
গাছতলায়
এক সাধু।
এগোতেই
পেছন
থেকে ডাক
পড়লো—
দাঁড়াও বৎস!
আমাকে
বলছেন?


হ্যাঁ বলো, তোমাকেই ডাকছি। আমার কাছে এলো। মনে হচ্ছে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!
আমাকে! কেন?
বোলো বৎস! তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।
এবার বলুন আপনার কি কথা আছে।
বলছি। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি খুব প্রতিভাধর। ভবিষ্যতে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর প্রচুর অর্থশালী হবে।
আমার গুরু মহারাজ ধ্যান যোগে তোমার মতন একজনে সুলক্ষণ যুক্ত প্রতিভাধরের কর্ণমূলে দিয়ে আদেশ করেছিলেন তিনি মন্ত্র দিতে। এখন মনে হচ্ছে তোমারই কর্ণমূলে দিয়েছিলেন।
কে আপনার গুরু সাধুজী? তিনি এখন কোথায় আছেন?
আমার গুরু শ্রীশ্রীমৎ স্বামী মেহের বাবাজানন্দজী মহারাজ! তিনি এখন হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ধ্যান মগ্ন।
তিনি কি জিনিষ দিতে বলেছিলেন সাধুজী?
সেই জন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম বৎস! আমার শ্রীশ্রীমৎ গুরু টিক নিরানব্বই একটি অমূল্য জিনিষ বহু বছর ধরে সাধনায় আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনালব্ধ জিনিষটি সবার উপকারে লাগাতে পারে এরকম উপযুক্ত লোকের হাতে দেবার জন্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন!


এ বস্তুটি ব্যবহার করলে চকচকে টাকেও চুল গজাবে?
বর্ষাকালে মাঠে যেমন ঘাস গজায় তেমনি টাক মাথা ঘন চুলে ভরে যাবে। গুরুজীর নিজের শরীরের ওপর পরীক্ষা করে করে তাঁর সর্বাঙ্গ এখন ঘন চুলে ভর্তি।
তাহলে দিন আমাকে সেই জিনিষটি।
তোমাকে দেবার জন্যেই তো এতো ঘুরেছি বলে! কি কি দ্রব্যে এটি প্রস্তুত হয় তা একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু একটা নির্দেশ আছে। এটি হস্তান্তরের সময় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রয়োজন।
তা হলে আগামী কাল এসে নিয়ে যাবো।
তাই ফাস্টের কাছ থেকে ধার নিয়ে দক্ষিণা দিয়ে এই মুহূর্তকারী ফরমুলা নিয়ে এসেছি।
দারুণ জিনিষ! আজকের টেকো মাথা কাল চুলে ভর্তি।
শোন্ নন্টে! তুইও কিছু ক্যাপিট্যাল ছাড়বি। উপাদান কিনতে হবে। তারপর জিনিষটি তৈরি হলে শিশিতে ভরে তোরা ক্যালভাস করবি। অবশ্য তার জন্যে ভালো কমিশন পাবি।
ঠিক আছে কেল্টুদা! টাক থেকে এবারে টাকা ইনকাম হবে।
এক টাকে চুল গজালে সব টেকো আমার ওই ভেষজ তৈল কিনবে। আবার মাদের চুল উঠে টাক পড়ার ভয় আছে তারাও কিনবে।

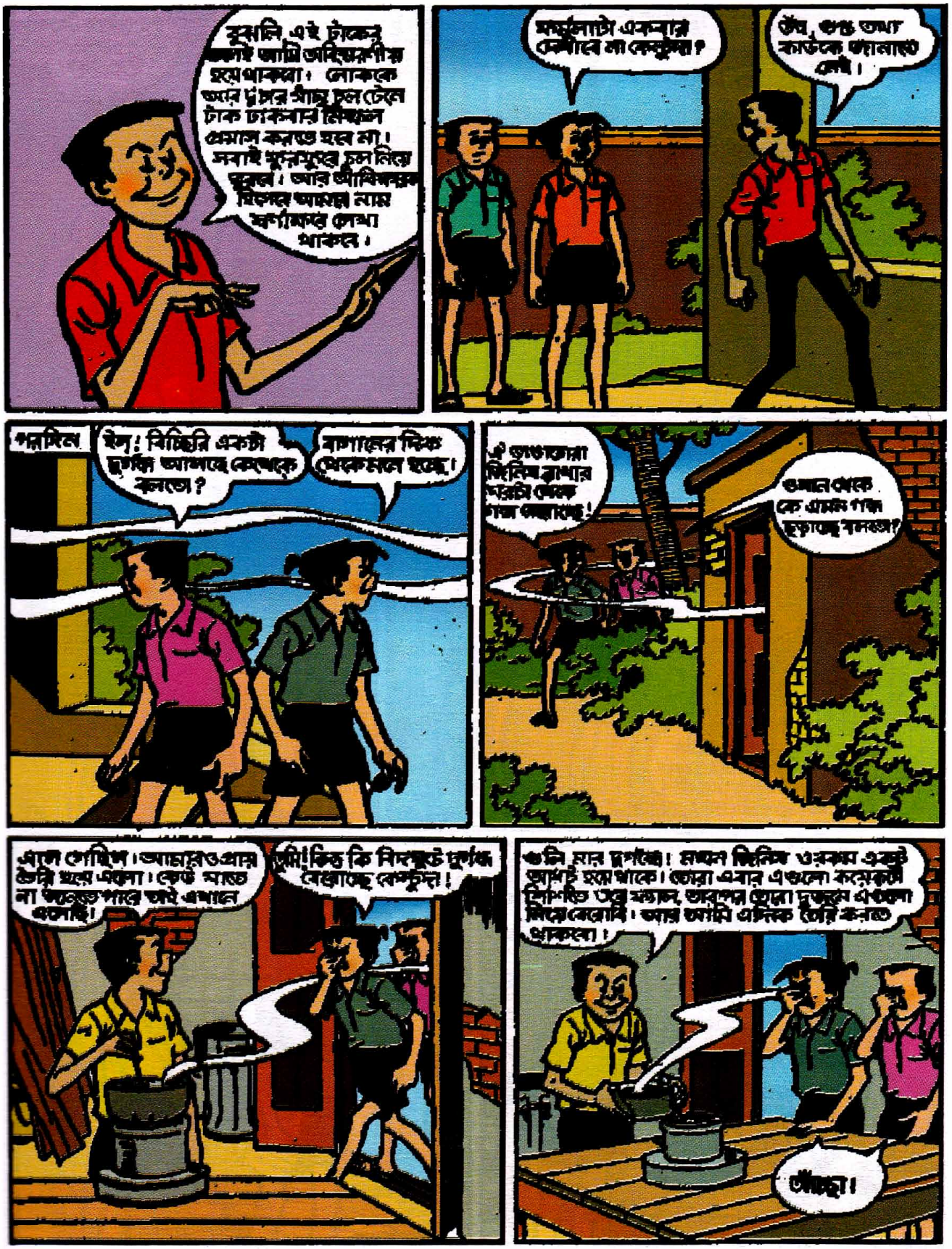
বুঝলি, এই টাকের
হয়ে থাকবো। লোককে
টাক ঢাকবার নিষ্ফল
প্রয়াস করতে হবে না।
সবাই ঘুরে ঘুরে চুল নিয়ে
ঘুরবে। আর আবিষ্কারক
হিসেবে আমার নাম
স্বর্ণাক্ষরে লেখা
থাকবে।
ফর্মুলাটা একবার
দেখাবে না কেন্টুদা?
উঁহু, গুপ্ত তথ্য
কাউকে জানাতে
নেই।
পরদিন
ইস্! বিচ্ছিরি একটা
দুর্গন্ধ আসছে কেথেকে
বলতো?
বাগানের দিক
থেকে মনে হচ্ছে।
ঐ ভাঙাতারা
জিনিষ রাখার
ওখান থেকে
কে এমন গন্ধ
ছড়াচ্ছে বলতো?
এলে গেছিল। আমারও প্রায়
তৈরি হয়ে এলো। কেউ যাতে
না জানতে পারে তাই এখানে
এসেছি।
তুমি! কিন্তু কি বিদঘুটে দুর্গন্ধ
বেরোচ্ছে কেন্টুদা!
গুলি মার দুর্গন্ধে। মখন জিনিষ ওরকম একটু
আধটু হয়ে থাকে। তোরা এবার এগুলো কয়েকটা
শিশিতে ভরে ফ্যাল, তারপর তোরা দুজনে এগুলো
নিয়ে বেরোবি। আর আমি এদিক তৈরি করতে
থাকবো।
আচ্ছা।


একটা লাগলই নাম ঠিক করো কেল্টুদা!
ঠিক বলেছিস। এর নাম দিলুম টাকের দুশমন
পরদিন
চুল, প্যাকের ভেতরে গিয়ে বসি। পোস্টারটা নিয়েছিস তো?
হ্যাঁ, এই যে নিয়েছি। গিয়ে দেয়ালে সেঁটে নিতে হবে।
টাকের দৌরাত্মে যাদের মাথা ফাঁকা বা যাঁরা চুল উঠে টেকোর দলে নাম লেখাতে চলেছেন। তাঁরা আমাদের এই—
টাকের দুশমন প্রয়োগ করুন। দেখবেন দুদিনেই টাক ফাঁকা হয়ে চুল গজিয়ে উঠবে। দামও বেশী নয় মাত্র দু'টাকা।
ঠিক কাজ দেবে তো হে ছোকরা?
অব্যর্থ! মাথা ছাড়া কোথাও লাগাবেন না। যেখানেই লাগবে চুল গজাবে।
মাথার চুল ওঠা বন্ধ হবে তো হে?
নিশ্চয়! এতো শক্ত হবে যে একটি চুলও টেনে তুলতে পারবেন না।
আর যা চুল উঠেছে তার দ্বিগুণ হবে।
দারুণ সেল হয়েছে মাইরি! আরো থাকলে আরো হতো। কাল আবার এখানেই আসবো।
কেল্টুদাকে বলবো প্রেসিকসন বাড়াতে। পুজোর আগে ঝাঁকাটি কমিশন পাওয়া যাবে।

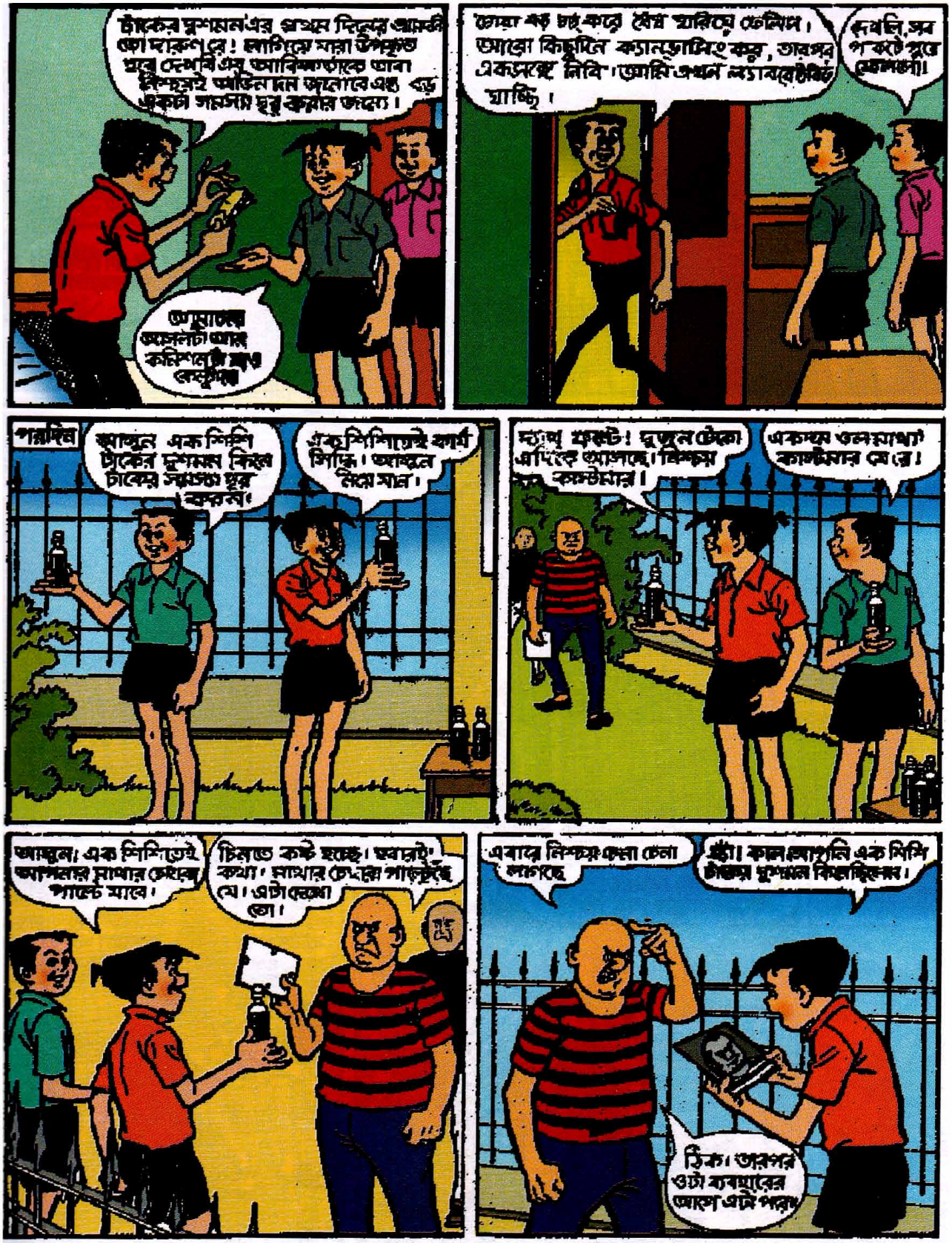
টাকের দুশমন এর প্রথম দিনের আমদানি তো দারুণ রে! লাগিয়ে যারা উপকৃত হবে দেখবি এর আবিষ্কর্তাকে তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে এত বড় একটা সমস্যা দূর করার জন্যে।
আমাদের অসেলটা আর কমিশনটা যাও কেলুদার
তোরা বড় চট্ করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলিস। আরো কিছুদিন ক্যানভাসিং কর, তারপর একসঙ্গে নিবি। আমি এখন ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি।
দেখলি, সব পকেটে পুরে ফেললো!
পরদিন
আসুন এক শিশি টাকের দুশমন কিনে টাকের সমস্যা দূর করুন।
এক শিশিতেই কার্য সিদ্ধি। আসুন নিয়ে যান।
দ্যাখ ফল্টে! দুজন টেকো এদিকে আসছে। নিশ্চয় কাস্টমার।
একদম ওলমাথা কাস্টমার যে রে!
আসুন! এক শিশিতেই আপনার মাথার চেহারা পাল্টে যাবে।
চিনতে কষ্ট হচ্ছে। তবারই কথা। মাথার চেহারা পাল্টেছে যে। এটা দেখো তো।
এবারে নিশ্চয় চেনা চেনা লাগছে
হ্যাঁ। কাল আপনি এক শিশি টাকের দুশমন কিনেছিলেন।
ঠিক। তারপর ওটা ব্যবহারের আগে এটা পরে।

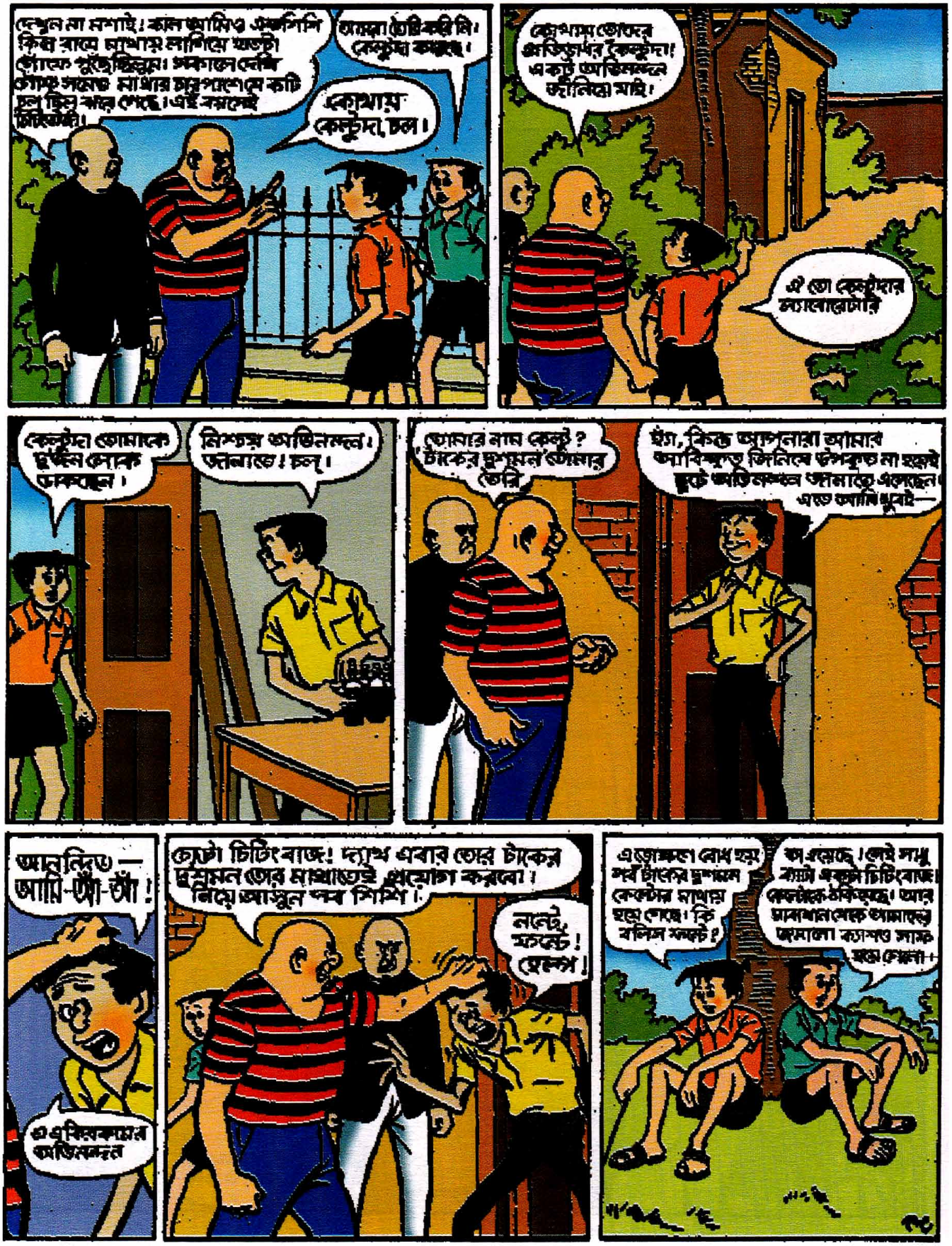
দেখুন না মশাই! কাল আমিও এক শিশি কিন্তু রাত্রে মাথায় লাগিয়ে যতটা গোঁফে পুঁছেছিলুম। সকালে দেখি গোঁফ সমেত মাথার চারপাশে যে কটি চুল ছিল ঝরে গেছে। এই বয়সেই চিটিংবাজী।
আমরা তৈরি করি নি। কেল্টুদা করেছে।
কোথায় কেল্টুদা, চল।
কোথায় তোদের প্রতিভাধর কেল্টুদা! একটু অভিনন্দন জানিয়ে যাই।
ঐ তো কেল্টুদার ল্যাবোরেটারি
কেল্টুদা তোমাকে দুজন লোক ডাকছেন।
নিশ্চয় অভিনন্দন। জানাতে! চল্।
তোমার নাম কেল্টু? 'টাকের দুশমন' তোমার তৈরি
হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা আমার আবিষ্কৃত জিনিষে উপকৃত না হয়েই ছুটে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। এতে আমি খুবই—
আনন্দিত — আমি-আঁ-আঁ!
এ একিরকমের অভিনন্দন
চোটো চিটিংবাজ! দ্যাখ এবার তোর টাকের দুশমন তোর মাথাতেই প্রয়োগ করবো। নিয়ে আসুন সব শিশি।
নন্টে, ফন্টে! হেল্প!
এতোক্ষণে বোধ হয় সব টাকের দুশমন কেল্টার মাথায় হয়ে গেছে। কি বলিস ফন্টে?
তা এসেছে। সেই সাধু ব্যাটা একটা চিটিংবাজ। কেল্টাকে ঠকিয়েছে। আর মাঝখান থেকে আমাদের জমালো ক্যাশও সাফ হয়ে গেলো।

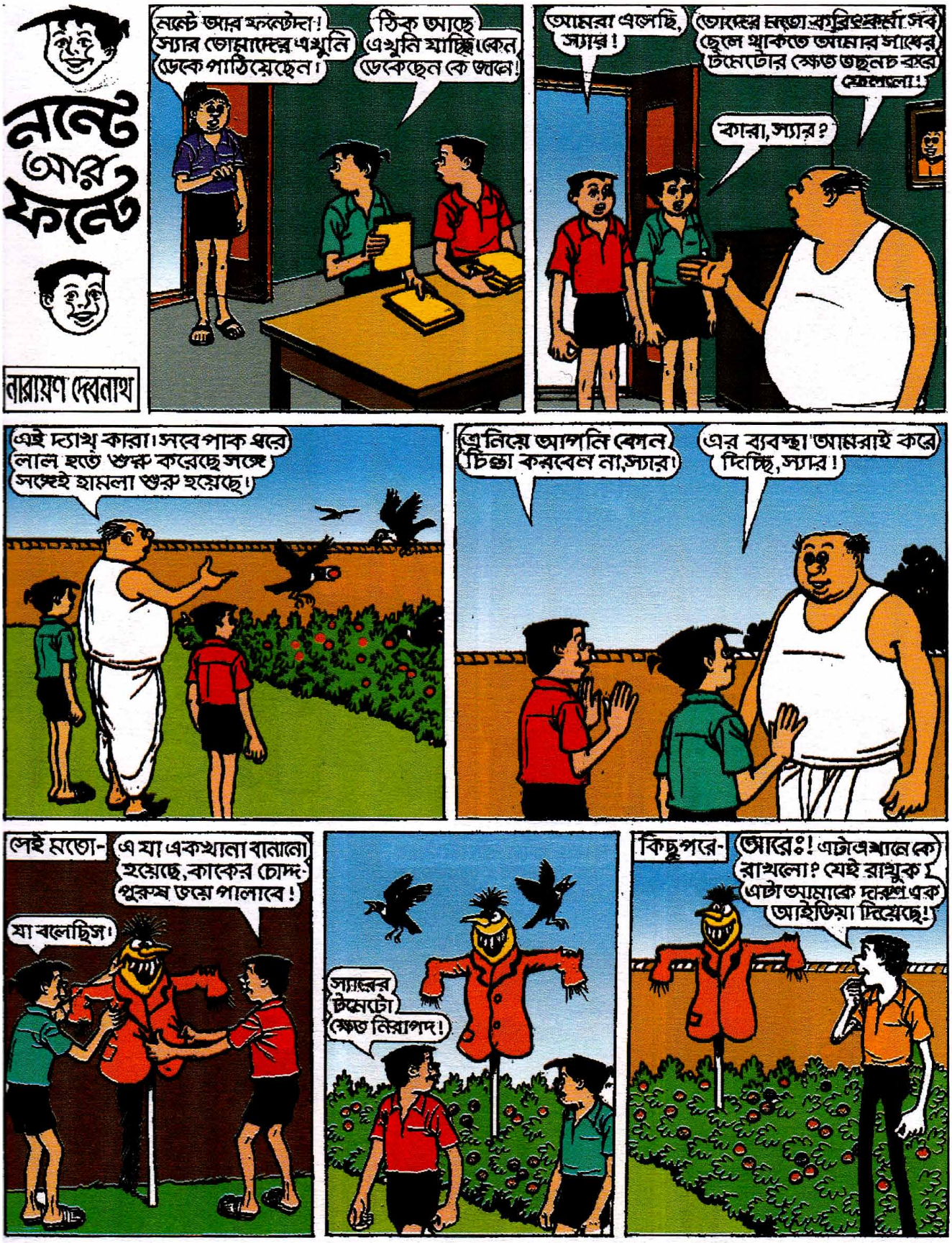
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টেদা! স্যার তোমাদের এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন।
ঠিক আছে এখুনি যাচ্ছি। কেন ডেকেছেন কে জানে!
আমরা এসেছি, স্যার!
তোদের মতো ক্রিকেটারা সব ছেলে থাকতে আমার সাধের টমেটোর ক্ষেত তছনছ করে গেলো!!
কারা, স্যার?
এই দ্যাখ কারা। সবে পাক ধরে লাল হতে শুরু করেছে সঙ্গে সঙ্গেই হামলা শুরু হয়েছে।
এ নিয়ে আপনি বেশি চিন্তা করবেন না, স্যার।
এর ব্যবস্থা আমরাই করে দিচ্ছি, স্যার!
সেই মতো-
এ যা একখানা বানানো হয়েছে, কাকের চোদ্দ-পুরুষ ভয়ে পালাবে!
যা বলেছিস।
স্যারের টমেটো ক্ষেত নিরাপদ!
কিছু পরে-
আরেঃ! এটা এখানে কে রাখলো? যেই রাখুক! এটা আমাকে দারুণ এক আইডিয়া দিয়েছে!


এখানে দাঁড়িয়ে শুধু কাক পক্ষি তাড়িয়ে কি হবে? তোমাকে দিয়ে আরো অনেক কিছু তাড়াবো।
এটা এখানে থাক আগে রান্নাঘরটার খোঁজ নিয়ে দেখি। আজ তো স্যারের জন্যে স্পেশাল জিনিস রান্না হচ্ছে!
সুপারিনটেন সাবকো এই ক্ষীর ঠান্ডা কোরে রাখতে হোবে না হোলে সাবকো শুসশা হোবে।
আই রে বাপ!
আরিব্বাস! এযে এক বাটি ক্ষীর! এই কাকতাড়ুয়া পরে অনেক কাজ দেবে।
খাসা ক্ষীর বানিয়েছে, ঠাকুর!
চল কাকতাড়ুয়া কেউ টের পাওয়ার আগেই তোকে জায়গায় রেখে আসি।


এদিকে দুপুরের ভোজন শেষে-
ঠাকুর আজ আমার জন্যে স্পেশাল রান্নাটা দারুণ করেছে! একেবারে চেটেপুটে খেলুম।
এবার আমার ক্ষীরের বাটি দিয়ে এসো, ঠাকুর—
ক্ষীর নাহি!
কেন? ক্ষীর নাহি কেন? কোথায় গেলো?
ভূত যে খালিয়া!
ভূতে ক্ষীর খেয়েছে! আজকাল গাঁজা টাজা খাচ্ছো নাকো?
হুঁ, বাবু! আমি আপনা আঁখোসে দেখলম।
কিছু পরে-
আমার ক্ষীরে হাত! কেল্টু, তোরা কোন কিছু করিস নিতো?
কি যে বলেন স্যার! আপনার তিসিমে আমি কিছু করবো! তবে—
তবে কি?
তবে নন্টে আর ফন্টেকে ব্যানার্জীবের কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে, স্যার!
না না, মিথ্যে কথা! আমরা ওদিকে যাইনি, স্যার!
বিশ্বাস করুন, স্যার! আমরা রান্নাঘরের ধারে কাছেই যাইনি!
বেশ! তবে কেল্টু তোদের দেখেছে বলছে তাই তোরা যে নির্দোষ সেটা তোদেরই প্রমাণ করতে হবে!
পরে-
আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার! ওরা নিজেরাই প্রমাণ করুক যে ওরা কিছু করেনি!
দেখলি তো, কেল্টোটা কেমন কায়দা করে সব কেমন আমাদের ঘাড়ে চাপালো!
নন্টে রে! মনে হচ্ছে কাকতাড়ুয়াটার মধ্যে একটু এদিক ওদিক করে দেখা যাক কি হয়!
আন্দাজটা মনে হচ্ছে ঠিকই করেছিস ফন্টে!


সেই মতো পরদিন-
আমি ধরে আছি, বাকি কাজটুকু তুই করে ফ্যাল্, ফন্টে।
আমার কাজ হয়ে গেছে, ফন্টে।
এখন এটাকে রান্নাঘরের জানালার বাইরের দিকে রেখে দিলুম। এবার চল, স্যারের কাছে, আমরা যে নির্দোষ তার প্রমাণ দেবার কথা বলে আসি।
হ্যাঁ, চল।
কি রে, তোরা কি নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা করেছিস? না হলে আজ দুপুরের খাওয়া বন্ধ।
সেই জন্যেই তো আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, স্যার!
একি! কাকতাড়ুয়া কোথায় গেলো!
আরেঃ! এইতো কাকতাড়ুয়া এখানে। ভালোই হলো। ঠিক জায়গায় পেয়ে গেলুম।
চল দেখি তোদের নির্দোষীতার কি প্রমাণ তোরা দেখাবি।
এতো তাড়ুয়াতাই তোমাকে দেখিয়ে আজ কি পাই দেখি। হিঃ হিঃ হিঃ!
অঁফস!
এই দেখুন স্যার, প্রমাণ!
আমার ক্ষেতের কাকতাড়ুয়া দিয়ে আমারই ফীর সাবাড় করে সেটা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা? হতচ্ছাড়া আজ তোর একদিন কি আমার!

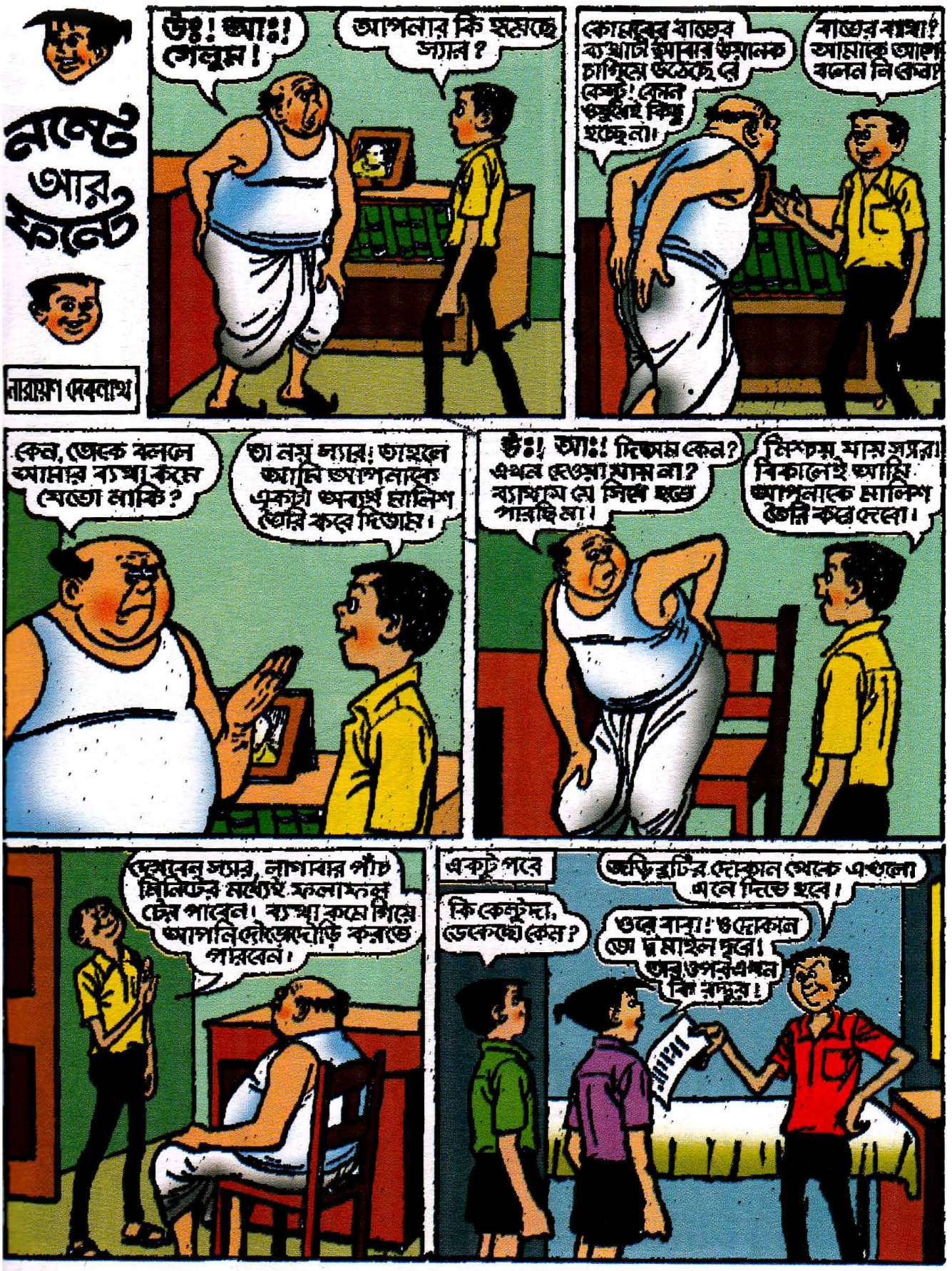
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
উঃ! আঃ! মেলুম!
আপনার কি হয়েছে স্যার?
কোমরের বাতের ব্যথাটা আবার ভয়ানক চাগিয়ে উঠেছে রে বেল্টু! বেজন ওষুধেই কিছু হচ্ছেনা।
বাতের বাবা! আমাকে আগে বলেন নি কেন?
কেন, তোকে বললে আমার ব্যথা কমে যেতো নাকি?
তা নয় স্যার! তাহলে আমি আপনাকে একটা অব্যর্থ মালিশ তৈরি করে দিতাম।
উঃ! আঃ! দিতাম কেন? এখন দেওয়া যায় না? ব্যথায় যে শিরে হতে পারছি না।
নিশ্চয় যায় স্যার! বিকালেই আমি আপনাকে মালিশ তৈরি করে দেবো।
দেখবেন স্যার, লাগাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফলাফল টের পাবেন। ব্যথা কমে গিয়ে আপনি দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন।
একটু পরে
কি কেষ্টুদা, ডেকেছো কেন?
জড়িবুটির দোকান থেকে এগুলো এনে দিতে হবে।
ওরে বাবা! ও দোকান তো দু মাইল দূরে। তার ওপর এখন কি বৃষ্টি!


রদ্দুরেতেই যেতে হবে। ঐ সব এলে স্যারের বাতের মালিশ তৈরি করবো। না গেলে স্যারকে গিয়ে আমায় এখনি রিপোর্ট করতে হবে।
রাস্তায়
কেল্টোর ঐ সব কেনার পরে আমাদের কিছু বিছুটিকা পত্র সংগ্রহ করতে হবে নন্টে!
বি-ছু-বুঝেছি। দারুণ!
বিকেলে
মালিশ রেডি। ভাঁড়ার থেকে একটা শিশি নিয়ে আসি। তোরা এদিকে একটু লক্ষ্য রাখিস।
নিশ্চয় কেল্টুদা!
কেল্টোটা ফিরছে কি না লক্ষ্য রাখিস নন্টে!
ঠিক আছে ফন্টে!
এনেছি স্যার! আমার মেসো বিখ্যাত ডিসপাটার্সের ফর্মুলায় তৈরি। লাগাবার পরেই দেখবেন কি রকম ঠাণ্ডা লাগছে।
তাহলে তুই ভালো করে লাগিয়ে দে।
আচ্ছা স্যার, লাগিয়ে দিচ্ছি।
একটু পরে
একিরে কেল্টু? ঠাণ্ডার বদলে চিড়বিড় করছে কেন রে?
উঁক! তাইতো স্যার!
বাপরে! গেলুমরে! মলুমরে!
উরেঃ! আঃ! স্যার, মেসোর ফর্মুলা—
নিকুচি করেছে ফর্মুলার! একটু অবসর হোক, তোর পিঠের ছাল ছাড়াবো আজ!
যে ভোজে বিছুটিকা পত্র চূর্ণ পড়েছে তাতে ছাল ছাড়াবার অবসর মিলতে দেরী হবে। চল্ ততক্ষণ আমরা একটু ঘুরে আসি।
চল্।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



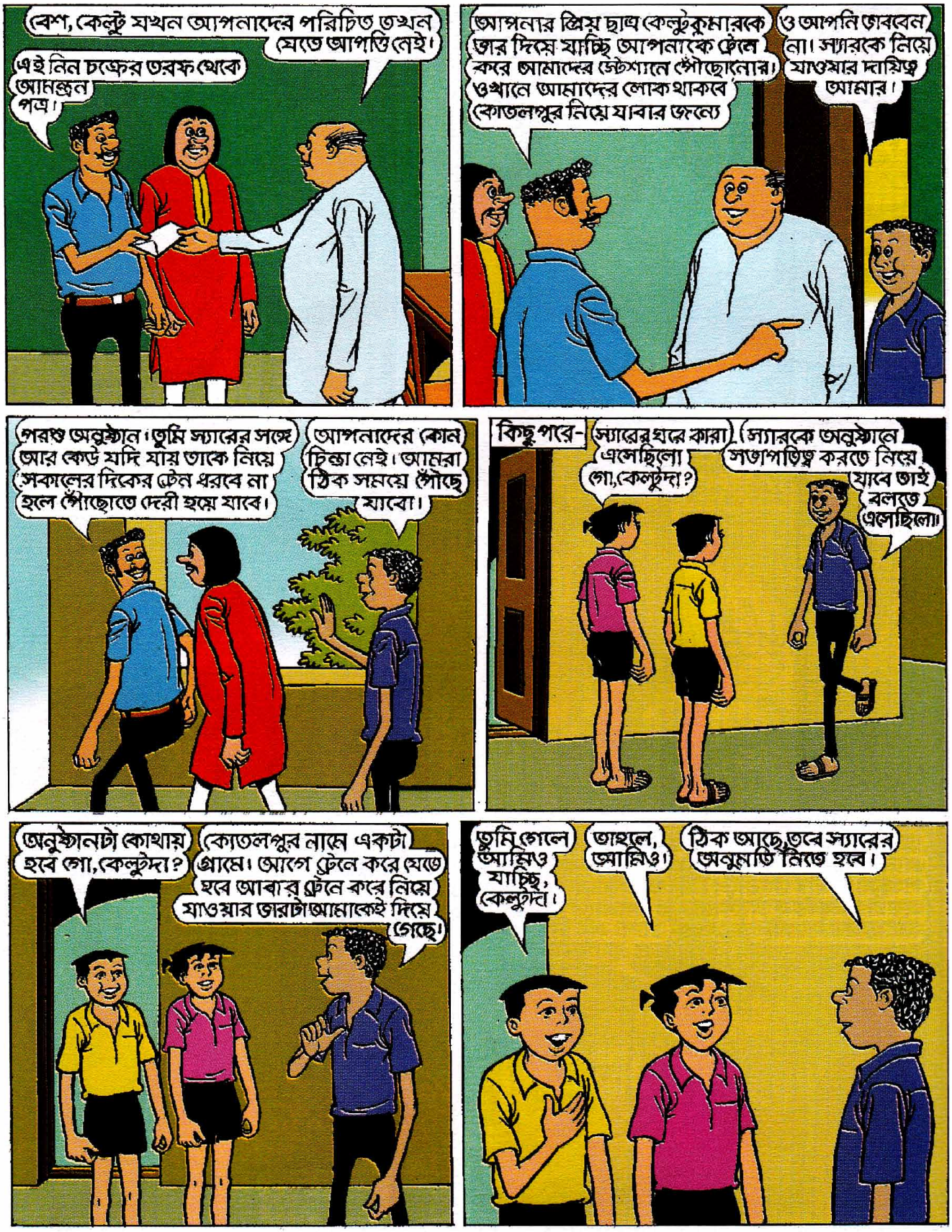
বেশ, কেলুটু যখন আপনাদের পরিচিত তখন যেতে আপত্তি নেই।
এই নিন চক্রের তরফ থেকে আমন্ত্রন পত্র।
আপনার প্রিয় ছাত্র কেলুকুমারকে ভার দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে ট্রেনে করে আমাদের ডেটশ্যানে পৌছোনোর। ওখানে আমাদের লোক থাকবে কোতলপুর নিয়ে যাবার জন্যে
ও আপনি ভাববেন না। স্যারকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার।
পরশু অনুষ্ঠান। তুমি স্যারের সঙ্গে আর কেউ যদি যায় তাকে নিয়ে সকালের দিকের ট্রেন ধরবে না হলে পৌছোতে দেরী হয়ে যাবে।
আপনাদের কোন চিন্তা নেই। আমরা ঠিক সময়ে পৌছে যাবো।
কিছু পরে-
স্যারের ঘরে কারা এসেছিলো গো,কেলুদা?
স্যারকে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে নিয়ে যাবে তাই বলতে এসেছিলো।
অনুষ্ঠানটা কোথায় হবে গো,কেলুদা?
কোতলপুর নামে একটা গ্রামে। আগে ট্রেনে করে যেতে হবে আবার ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়ার ভারটা আমাকেই দিয়ে গেছে।
তুমি গেলে আমিও যাচ্ছি, কেলুদা।
তাহলে, আমিও।
ঠিক আছে,তবে স্যারের অনুমতি নিতে হবে।

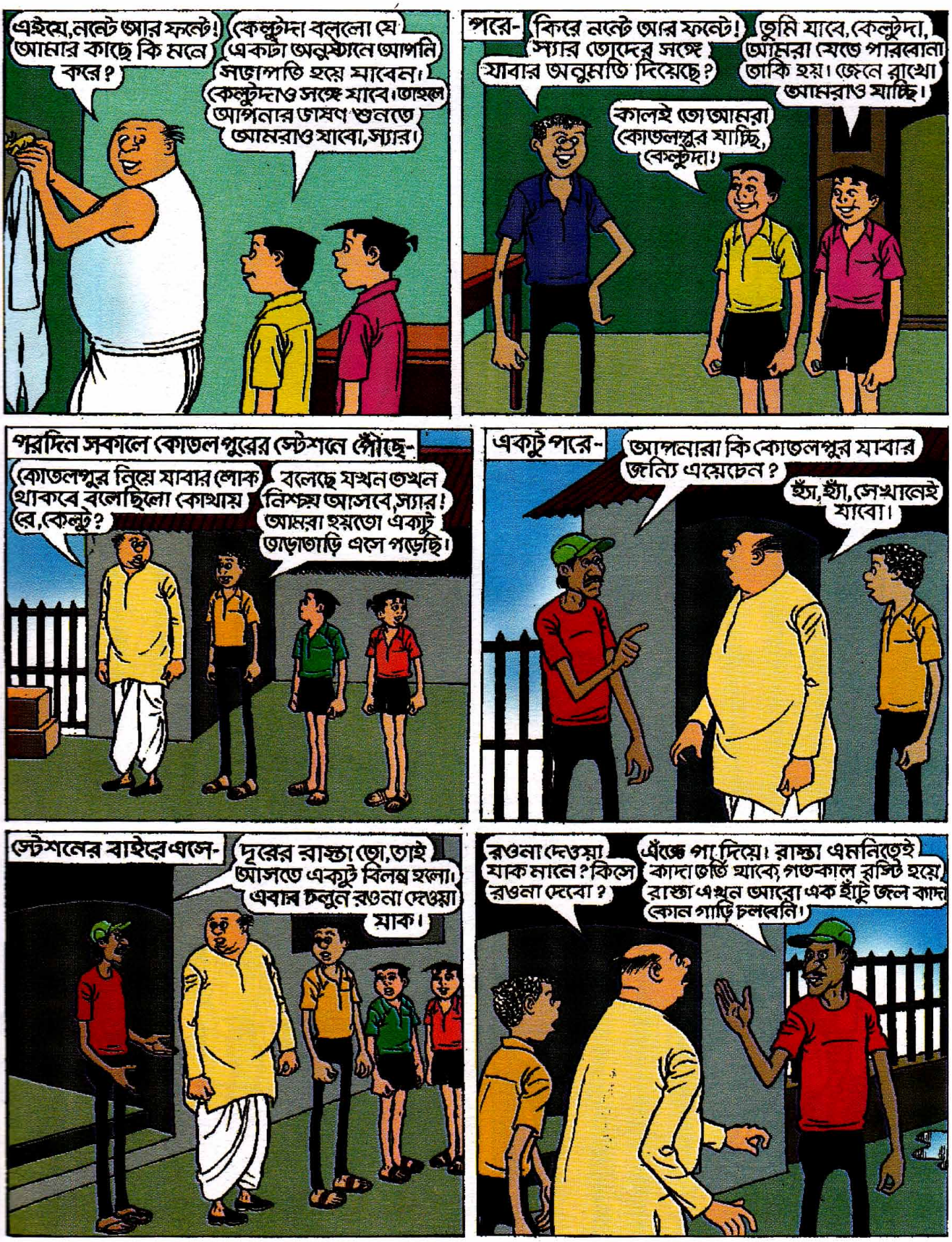
এইযে,নন্টে আর ফন্টে! আমার কাছে কি মনে করে?
কেলুটুদা বললো যে একটা অনুষ্ঠানে আপনি সভাপতি হয়ে যাবেন। কেলুটুদাও সঙ্গে যাবে। তাহলে আপনার ভাষণ শুনতে আমরাও যাবো,স্যার।
পরে-
কিরে নন্টে আর ফন্টে! স্যার তোদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিয়েছে?
তুমি যাবে,কেলুটুদা, আমরা যেতে পারবোনা তাকি হয়। জেনে রাখো আমরাও যাচ্ছি।
কালই তো আমরা কোতলপুর যাচ্ছি, কেলুটুদা!
পরদিন সকালে কোতলপুরের স্টেশনে পৌঁছে-
কোতলপুর নিয়ে যাবার লোক থাকবে বলেছিলো কোথায় রে,কেলুটু?
বলেছে যখন তখন নিশ্চয় আসবে,স্যার! আমরা হয়তো একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি।
একটু পরে-
আপনারা কি কোতলপুর যাবার জন্যি এয়েচেন?
হ্যাঁ,হ্যাঁ,সেখানেই যাবো।
স্টেশনের বাইরে এসে-
দূরের রাস্তা তো,তাই আসতে একটু বিলম্ব হলো। এবার চলুন রওনা দেওয়া যাক।
রওনা দেওয়া যাক মানে? কিসে রওনা দেবো?
এঁজ্ঞে পা দিয়ে। রাস্তা এমনিতেই কাদা ভর্তি থাকে, গতকাল বৃষ্টি হয়ে রাস্তা এখন আরো এক হাঁটু জল কাদা কোন গাড়ি চলবেনি।

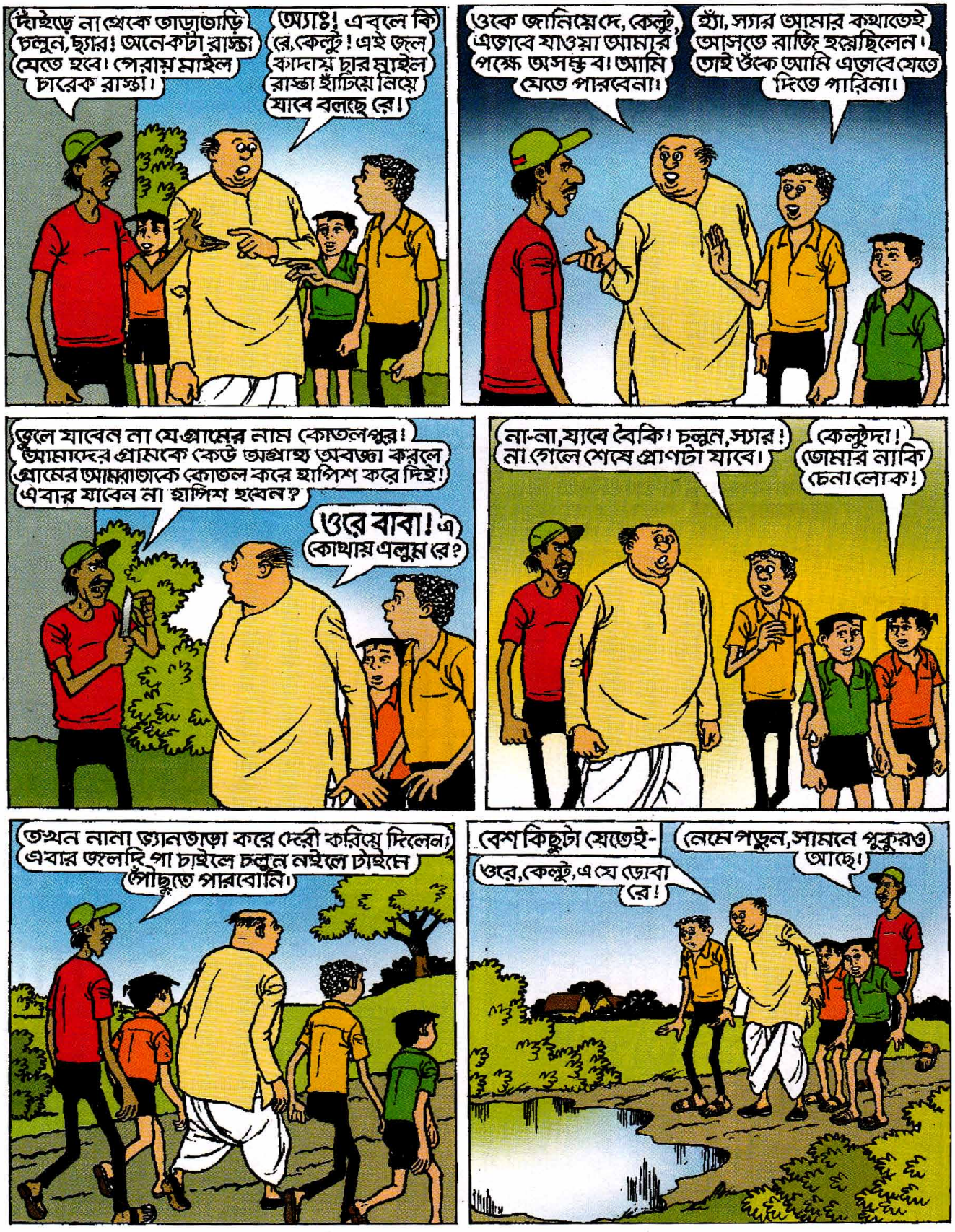
দাঁইড়ে না থেকে তাড়াতাড়ি চলুন, ছ্যার! অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। পেরায় মাইল চারেক রাস্তা।
অ্যাঃ! এ বলে কি রে, কেলুটু! এই জলে কাদায় চার মাইল রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে বলছে রে!
ওকে জানিয়ে দে, কেলুটু, এভাবে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যেতে পারবেনা।
হ্যাঁ, স্যার আমার কথাতেই আসতে রাজি হয়েছিলেন। তাই ওঁকে আমি এভাবে যেতে দিতে পারিনা।
ভুলে যাবেন না যে গ্রামের নাম কোতলপুর! আমাদের গ্রামকে কেউ অগ্রাহ্য অবজ্ঞা করলে গ্রামের আমরা তাকে কোতল করে হাপিশ করে দিই! এবার যাবেন না হাপিশ হবেন?
ওরে বাবা! এ কোথায় এলুম রে?
না-না, যাবে বৈকি। চলুন, স্যার! না গেলে শেষে প্রাণটা যাবে।
কেলুটুদা! তোমার নাকি চেনা লোক!
তখন নানা জ্যানতাড়া করে দেরী করিয়ে দিলেন! এবার জলদি পা চাইলে চলুন নইলে টাইমে পৌঁছতে পারবোনি।
বেশ কিছুটা যেতেই-
ওরে, কেলুটু, এ যে ডোবা রে!
নেমে পড়ুন, সামনে পুকুরও আছে!

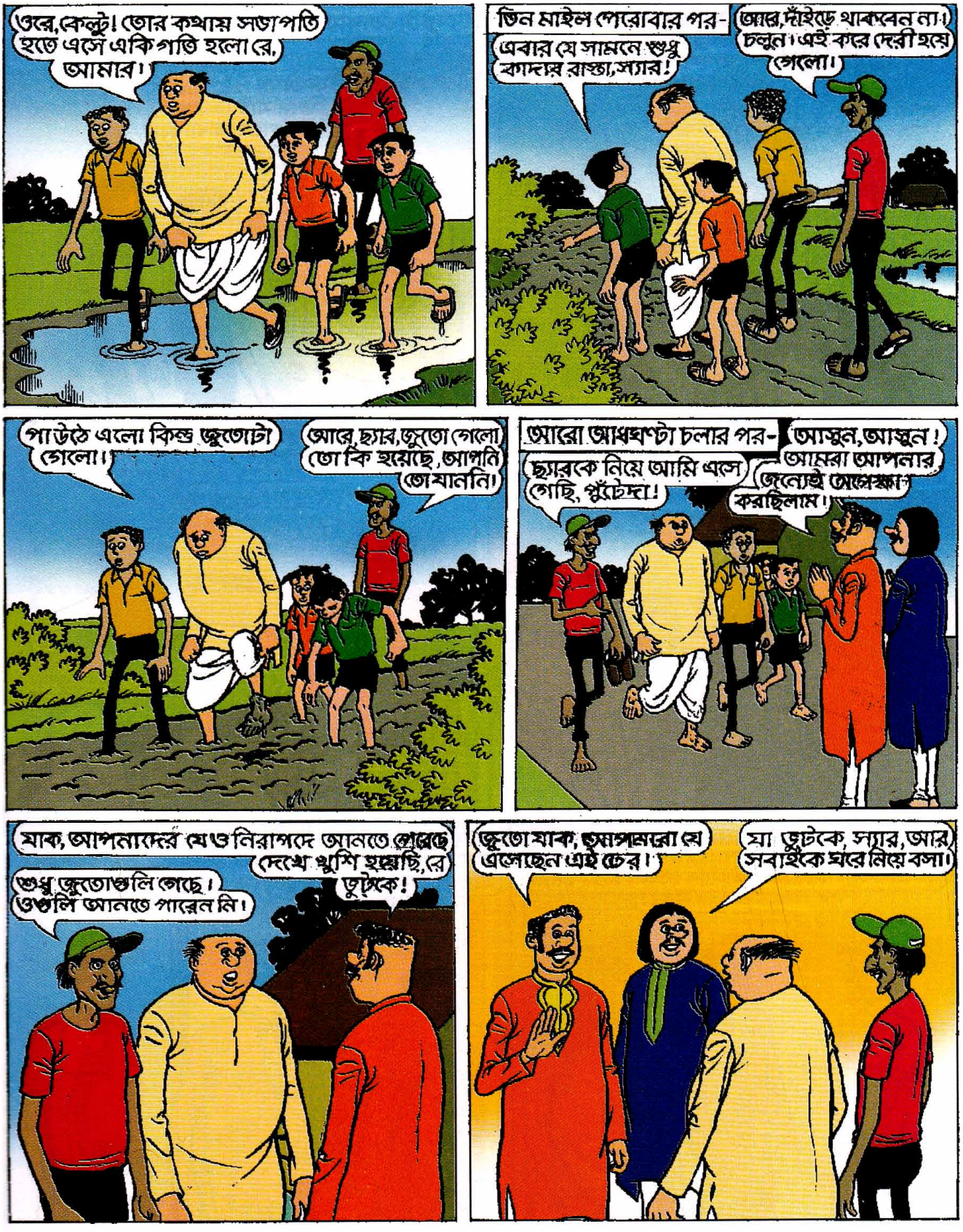
ওরে,কেল্টু! তোর কথায় সভাপতি হতে এসে একি গতি হলো রে, আমার!
তিন মাইল পেরোবার পর-
এবার যে সামনে শুধু কাদার রাস্তা,স্যার!
আরে,দাঁইড়ে থাকবেন না। চলুন। এই করে দেরী হয়ে গেলো।
পাউঠে এলো কিন্তু জুতোটা গেলো।
আরে,ছ্যার,জুতো গেলো তো কি হয়েছে,আপনি তো যাননি!
আরো আধঘণ্টা চলার পর-
ছ্যারকে নিয়ে আমি এসে গেছি, পুঁচেদা!
আসুন,আসুন! আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।
যাক,আপনাদের যে ও নিরাপদে আনতে পেরেছে দেখে খুশি হয়েছি,রে ভুটকে!
শুধু জুতোগুলি গেছে। ওগুলি আনতে পারেন নি।
জুতো যাক, আপনারা যে এসেছেন এই ঢের।
যা ভুটকে, স্যার,আর সবাইকে ঘরে নিয়ে বসা।

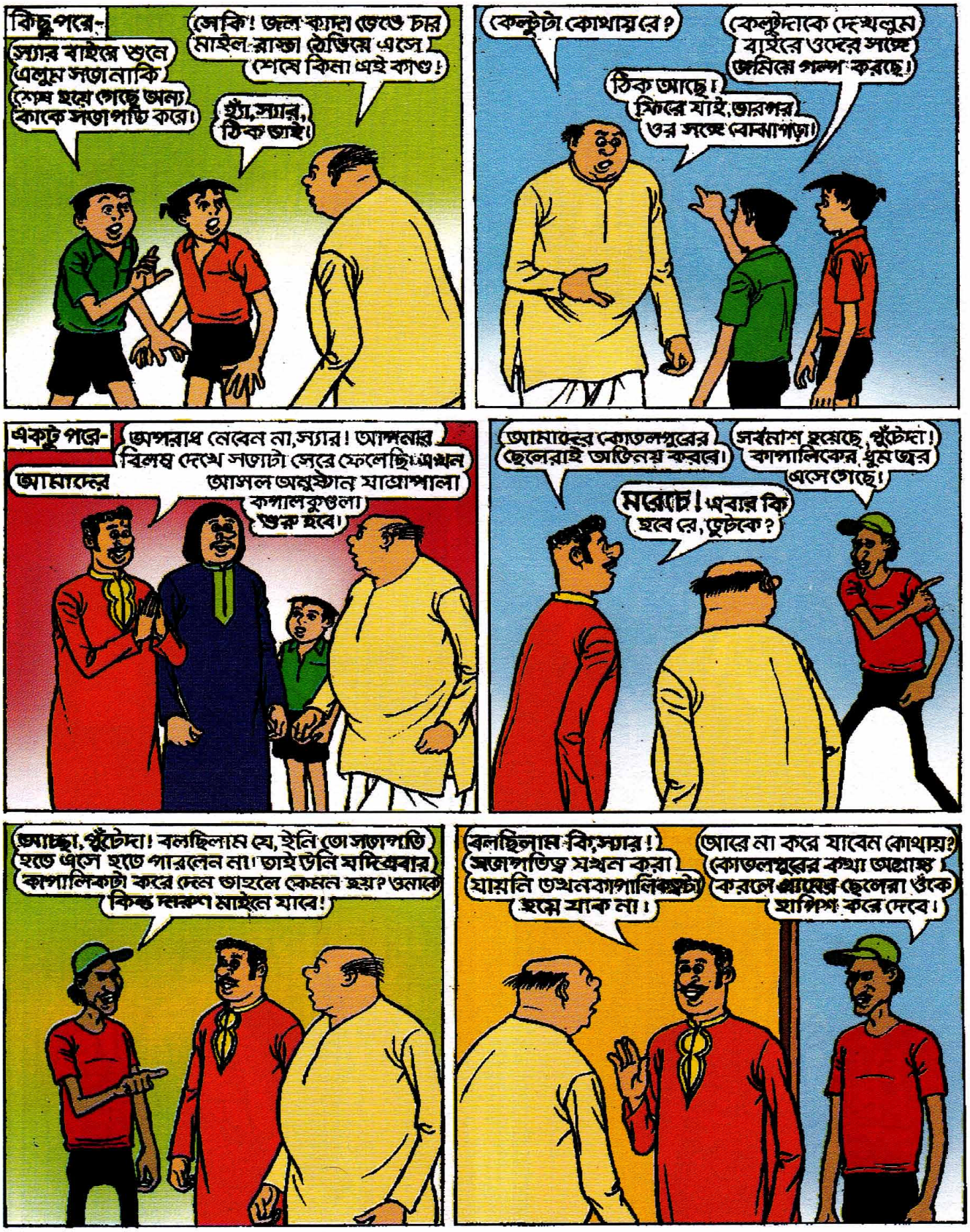
কিছুপরে-
স্যার বাইরে শুনে এলুম সভা নাকি শেষ হয়ে গেছে অন্য কাকে সভাপতি করে।
সেকি! জল ক্যাদা ভেঙে চার মাইল রাস্তা হেঁটিয়ে এসে। শেষে কিনা এই কাণ্ড!
হ্যাঁ,স্যার, ঠিক তাই।
কেলুটা কোথায় রে?
কেলুদাকে দেখলুম বাইরে ওদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে।
ঠিক আছে। ফিরে যাই,তারপর ওর সঙ্গে বোঝাপড়া।
একটু পরে-
অপরাধ নেবেন না,স্যার! আপনার বিলম্ব দেখে সভাটা সেরে ফেলেছি। এখন আসল অনুষ্ঠান যাত্রাপালা কপালকুণ্ডলা শুরু হবে।
আমাদের
আমাদের কোতলপুরের ছেলেরাই অভিনয় করবে।
সর্বনাশ হয়েছে,পুঁটেদা! কপালিকের ধুম জ্বর এসে গেছে!
মরেচ! এবার কি হবে রে,টুচকে?
আচ্ছা,পুঁটেদা! বলছিলাম যে,ইনি তো সভাপতি হতে এসে হতে পারলেন না। তাই উনি যদিএবার কপালিকটা করে দেন তাহলে কেমন হয়? ওনাকে কিন্তু দারুণ মাইনে যাবে!
বলছিলাম কি,স্যার! সভাপতিত্ব যখন করা যায়নি তখন কপালিকটা হয়ে যাক না।
আরে না করে যাবেন কোথায়? কোতলপুরের কথা অন্যরকম। করলে এদের ছেলেরা ওঁকে হাপিশ করে দেবে।


একটু পরে-
চলুন, ছ্যার! আপনাকে তো আবার কাপালিক সাইজেস্তে হবে।
চলুন, স্যার! আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো।
স্যাজ ঘরে-
ছ্যারকে ভালো করে স্যাইজে দিও।
জটা পইরে দিলেই আমার কাজ শেষ। আপনি শুধু বাঘছাল লুঙ্গিটা পইরে নেবেন।
এদিকে বাইরে-
বড়ো চিন্তায় পড়েছিলাম রে, ভুটকে।
কোন চিন্তা নেই, পুঁটেদা। স্যার যখন রাজি হয়েছেন তখন দেখবেন অভিনয়ের তালিকা ছুটিয়ে দেবেন।
আপনার কথা মতো বাঘছাল মার্কা লুঙ্গিটা পরে নিলুম। সব ঠিক আছে তো?
ফন্টে! রামদাটা দে।
সব ঠিক আছে, এবার আসরে নেমে পড়তে পারেন।
এই নিন, স্যার! কিন্তু স্যার, এটা তো কাঠ।
এই কাঠ দিয়েই আমি মাঠ ফাঁকা করে দেবো।


জ্যায় কালী! মায়ের আদেশ! আগে ভুটের মুণ্ডু চাই। তারপর একে একে সকলের। কোথায় সেই পাপিষ্ঠ?
এই সেইরেচে! কাপালিক হয়ে উনি ক্ষেপে গেলেন নাকি? আরে ওটা তো কাঠের তৈরি ওদিয়ে মুণ্ডু কাটবেন কি করে? হেঃ হেঃ!
আরে কাটা না গেলেও দু'ফাঁক তো করা যাবে। আজ কোতলপুরের সব কোতল করে যাবো।
পুঁটেদা! আমাকে বাঁচান!
সরে যা বলছি, ভুটকে!—
আমাকে কে বাঁচায় তার ঠিক নেই, আমি ওকে বাঁচাবো।
গেছি!
আগে তোর মুণ্ডু ফাঁক করবো!
বাঁচাও! বাঁচাও!
পালাও, পালাও! কাপালিক খেপেছে! কপালকুণ্ডলা যাত্রাপালা বন্ধ!
নন্টে আর ফন্টে! আমার অ্যাকটিংটা কেমন হলো বলতো?
দারুণ, স্যার! ময়দান একেবারে ফাঁকা।
ওরা আবার দলবল নিয়ে ফেরার আগেই চলুন সরে পড়ি, স্যার!
কিছু পরে-
ওটা আবার নিলি কেন?
থাক, মর্কটটা!
এটা কোতলপুরের স্মারক হিসেবে নিয়ে যাচ্ছি, স্যার!
কেলুটদা যে এখানেই রয়ে গেলো, স্যার!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ









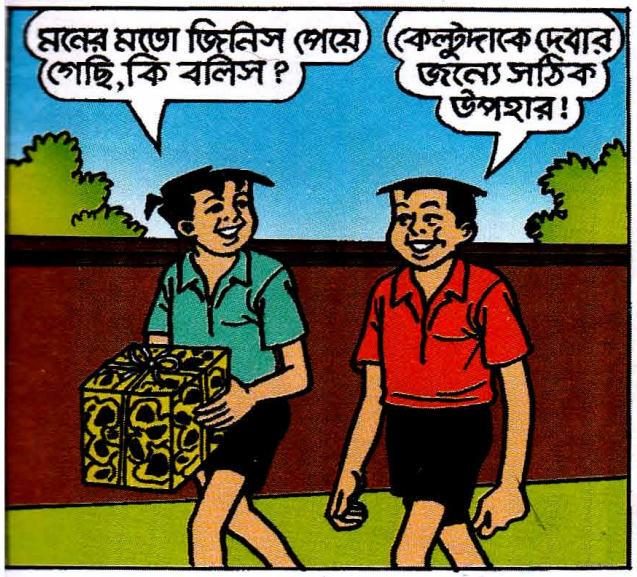




তাই নাকি? বাঃ! আমার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়েছে দেখে খুব খুশি হয়েছি। দে।
এই নাও। তোমাকে উপহার দিতে পেরে আমরাও খুব খুশি, কেলুদা।
আমার জন্যে উপহার এনে ভালোই করেছিস। এবার এটা আমি আবার পরিদর্শককে উপহার দেবো।
এই মরেছে! ও, কেলুদা, শোনো!
ব্যাপারটা যে রংনাম্বারে চলে যাচ্ছে রে, ফন্টে।
আর আটকাবার উপায় নেই।
স্যার! আপনার জন্যে বোর্ডিংয়ের তরফ থেকে একটা ছোট্টো উপহার
বাঃ! দাও।
উপহার দিয়ে সুন্দর অভ্যর্থনা। খুলে দেখি।
দমাস!
ওয়াফ!
আমার সঙ্গে পরিহাস? উপহার দেওয়ার নাম করে জুতোর গুঁতো? আপনার বোর্ডিং কি করে তুলতে হয় সেটা আমি দেখছি!
ইরক!
অ্যাঃ!
স্যার, ষড়যন্ত্র!
এই যন্ত্র দিয়েই তোর মাথা ভাঙবো!
কেলোটাকে শক খেতেই হচ্ছে রে, নন্টে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ





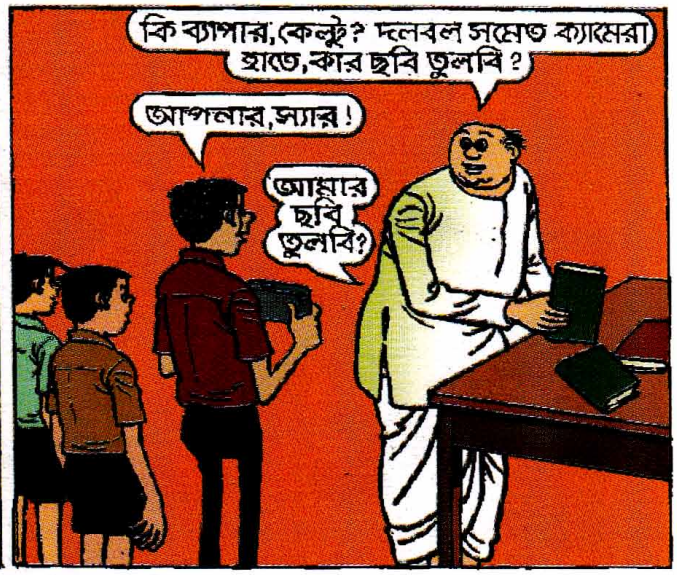








পরদিন-
এই যে,নন্টে আর ফন্টে! তোরা ফটোর দোকানে গিয়ে স্যারের ছবিটা নিয়ে আয়।
আর যা দাম হয় তোরা এখন দিয়ে দিস,পরে আমি তোদের দিয়ে দেবো। কাল রাতে স্যার খুব খাইয়েছে তাই আজ সকাল থেকেই পেটটা কেমন আলগা হয়ে গেছে তাই যেতে ভরসা পাচ্ছিনা,বুঝেছিস তো?
খুব বুঝেছি,কেলুদা।
ফটোর দোকানে-
এই নাও ছবি। ফিল্ম, ডেভেলপ আর বড়ো সাইজের প্রিন্টের জন্যে মোট তিনশো টাকা। তবে সামান্য একটু রিটাচ করলে ভালো। অবশ্য না করলেও চলে।
রিটাচের দরকার নেই। ওটা আমাদের কেলুদা করে নেবে। এই নিন টাকা।
দারুণ ছবি তুলেছে কেলুদা,যেন জ্যান্ত, তাই না রে,নন্টে?
সামান্য একটু রিটাচ করলে আরো জ্যান্ত মনে হবে। ওটা আমরাই করে দেবো।
আধঘন্টা পরে-
সব ঠিকই ছিলো সামান্য একটু রিটাচ করাতে ছবি কি খোলতাই হয়ে গেলো।
স্যারের ছবি এবার যেন আরো প্রাণবন্ত হয়েছে রে,ফন্টে!
এই নাও,কেলুদা! স্যারের ছবি।
কই রে,কেলু ছবি এসে গেছে। দে তো দেখি কেমন ছবি উঠেছে!
এই নিন,স্যার! আমি এখনো দেখিনি।
তাহলে আমার ছবি আমিই প্রথম দেখি।
আমরাও দেখিনি।
দেখে নিন, স্যার,তারপর বাধিয়ে টাঙিয়ে রাখবো।
হরক! অ্যাই,কেলু! আমার দস্যু বীরাঙ্গনের মতো গোঁফ হলো কোত্থেকে?
হতচ্ছাড়া বেল্লিক! এটা আমার ছবি? বোর্ডিংয়ে টাঙিয়ে রাখবি? আজ আমি তোকে টাঙাবো,মর্কট!
হেঃহেঃ! বলে কিনা আমাদের ছবি তুললে ক্যামেরার ইজ্জত যাবে!

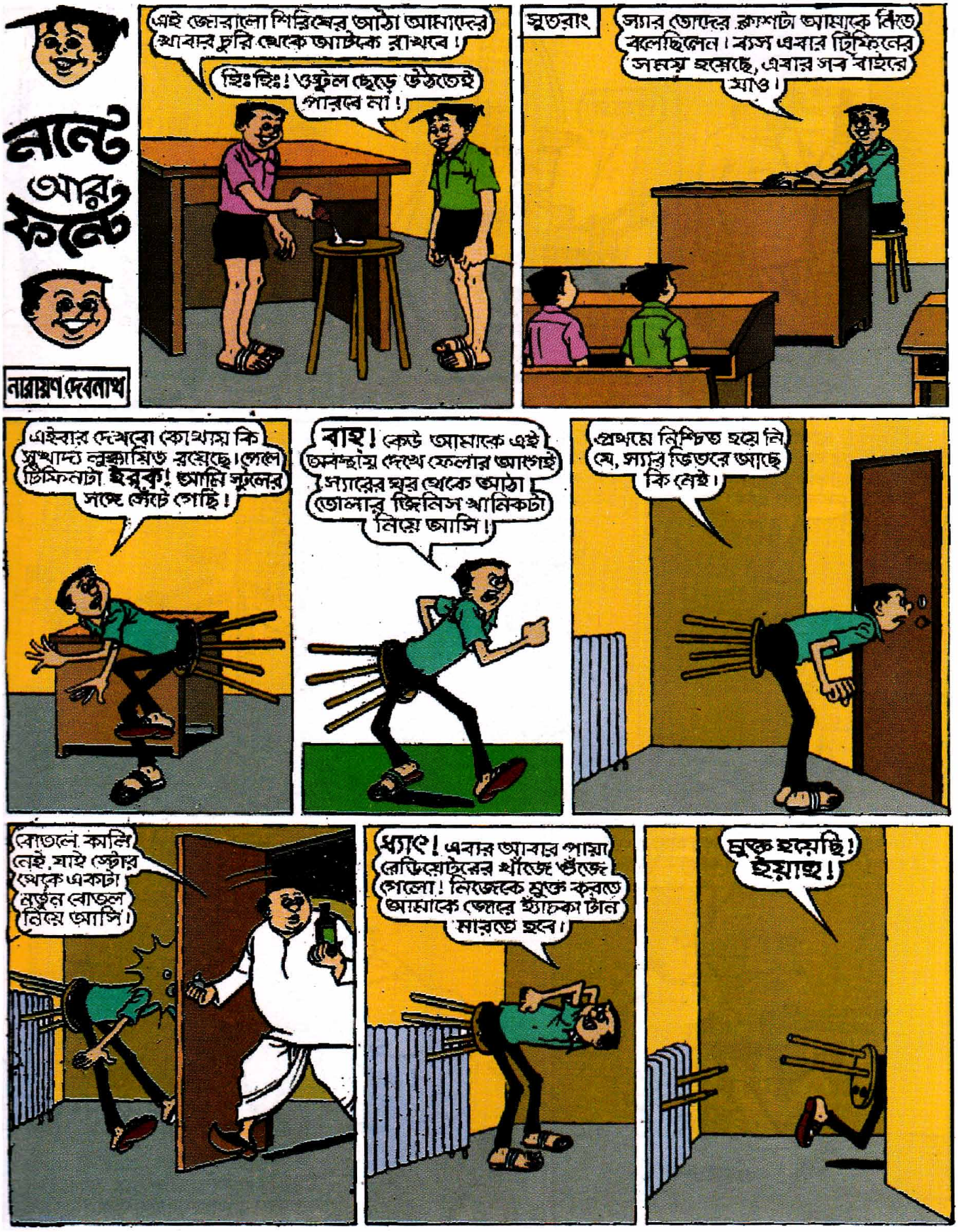
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই জোরালো শিরিষের আঠা আমাদের খাবার চুরি থেকে আটকে রাখবে!
হিঃ হিঃ! ওস্টুল ছেড়ে উঠতেই পারবে না!
সুতরাং
স্যার তোদের ক্লাশটা আমাকে নিতে বলেছিলেন। ব্যস এবার টিফিনের সময় হয়েছে, এবার সব বাইরে যাও।
এইবার দেখবো কোথায় কি সুখাদ্য লুক্কায়িত রয়েছে। পেলে টিফিনটা হরবক! আমি স্কুলের সঙ্গে সেঁটে গেছি!
বাহ! কেউ আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলার আগেই স্যারের ঘর থেকে আঠা তোলার জিনিস খানিকটা নিয়ে আসি!
প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নি যে, স্যার ভিতরে আছে কি নেই।
বোতলে কালি নেই, যাই স্টোর থেকে একটা নতুন বোতল নিয়ে আসি।
ধ্যাৎ! এবার আবার পায়া রেডিয়েটরের খাঁজে গুঁজে গেলো! নিজেকে মুক্ত করতে আমাকে জোরে হাঁচকা টান মারতে হবে।
মুক্ত হয়েছি! হুয়াহু!

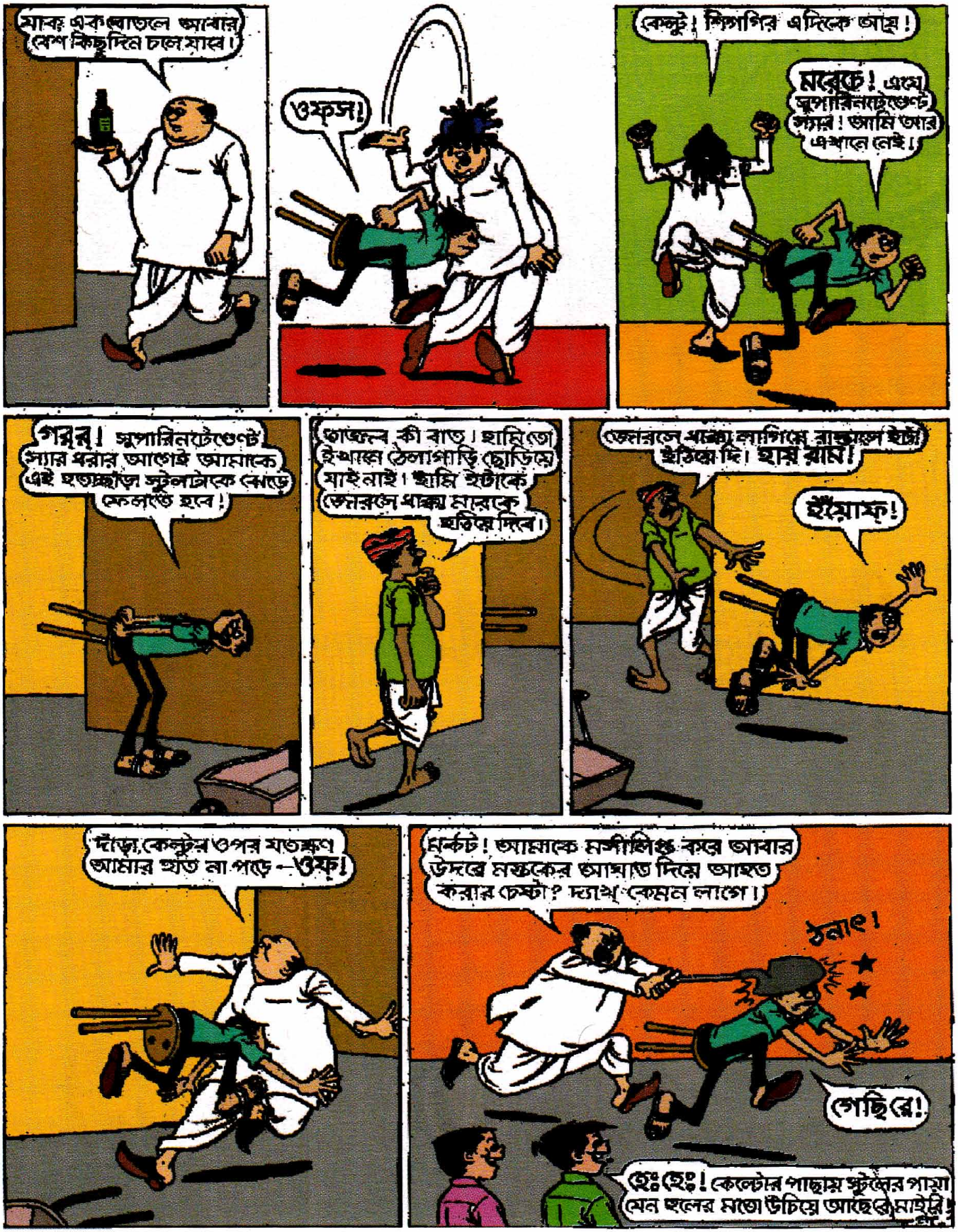
যাক এক ধাক্কায় আবার বেশ কিছুদিন চলে যাবে।
ওফস!
কেল্টু! শিগগির এদিকে আয়!
মরেছে! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার! আমি আর এখানে নেই।
গরর্! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার ধরার আগেই আমাকে এই হতচ্ছাড়া স্কুলটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে!
তাজ্জব কী বাত! হামি তো ইখানে তেলাগাড়ি ছোড়িয়ে যাই নাই। হামি ইটাকে জোরসে ধাক্কা মারকে হটিয়ে দিবে।
জোরসে ধাক্কা লাগিয়ে রাস্তাসে হটা ইটিয়ে দি। হায় রাম!
হুঁয়োফ্!
দাঁড়া, কেল্টুর ওপর যতক্ষণ আমার হাত না পড়ে—ওফ্!
ঘর্কট! আমাকে মশীলিপ্ত করে আবার উদরে মস্তকের আঘাত দিয়ে আহত করার চেষ্টা? দ্যাখ্ কেমন লাগে।
ঠলাৎ!
গেছি রে!
হুঃ হেঃ! কেল্টুর পাছায় স্কুলের পায়া যেন হলের মতো উঁচিয়ে আছে রে মাইরি!

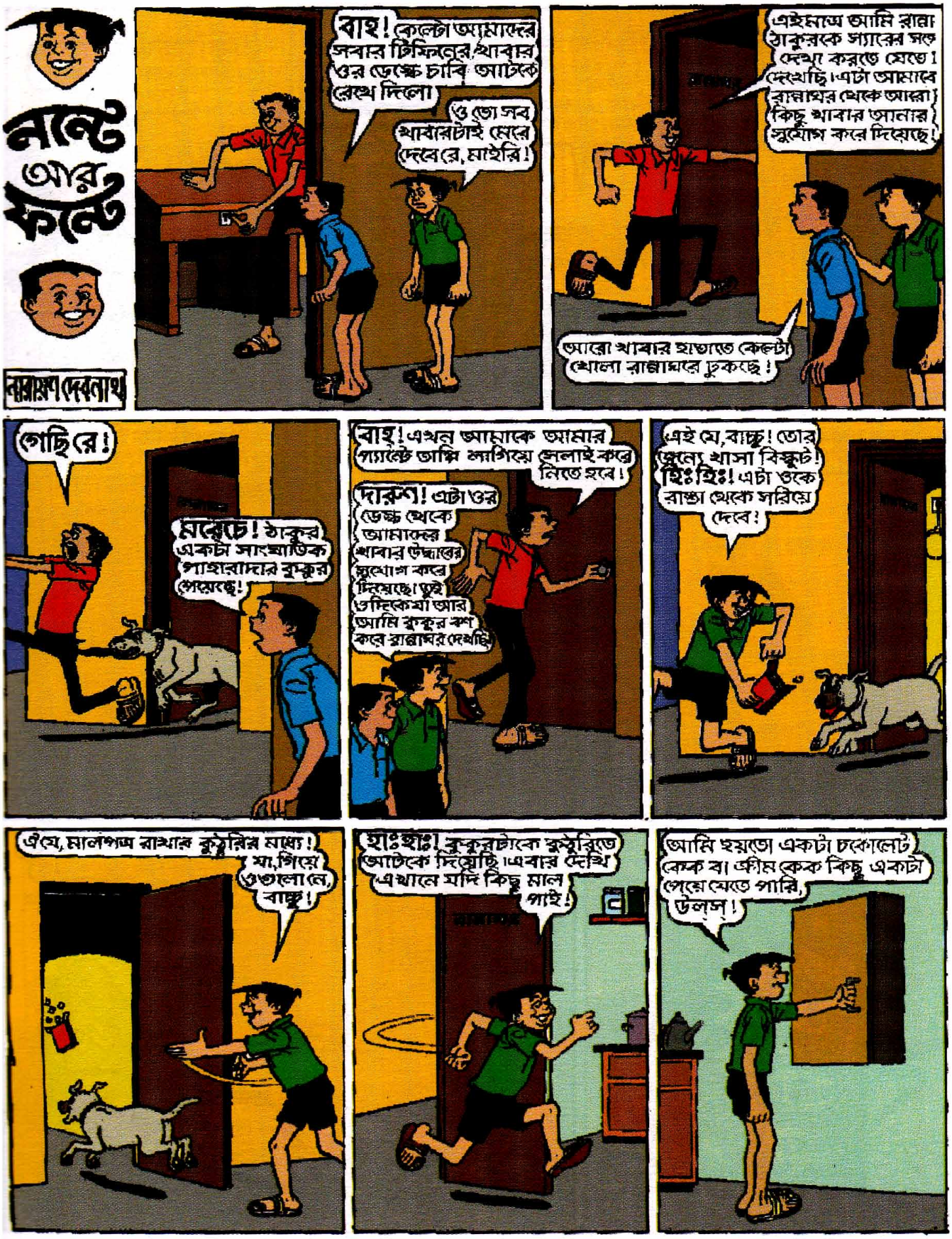
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ! কেল্টা আমাদের সবার টিফিনের খাবার ওর ডেস্কে চাবি আটকে রেখে দিলো।
ও তো সব খাবারটাই মেরে দেবে রে, মাইরি!
এইভাবে আমি রান্না ঠাকুরকে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে দেখেছি। এটা আমাকে রান্নাঘর থেকে আরো কিছু খাবার আনার সুযোগ করে দিয়েছে!
আরো খাবার হাতাতে কেল্টা খোলা রান্নাঘরে ঢুকছে!
গেছি রে!
মরেচে! ঠাকুর একটা সাংঘাতিক পাহারাদার কুকুর পেয়েছে!
বাহ! এখন আমাকে আমার প্যান্টে আঠা লাগিয়ে সেলাই করে নিতে হবে!
দারুণ! এটা ওর ডেস্ক থেকে আমাদের খাবার উদ্ধারের সুযোগ করে দিয়েছে! তুই ওদিকে যা আর আমি কুকুর কণ করে রান্নাঘর দেখছি।
এই যে, বাচ্চু! তোর জন্যে খাসা বিস্কুট! হিঃ হিঃ! এটা ওকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে!
ঐযে, মালপত্র রাখার কুঠুরির মধ্যে! যা, গিয়ে ওগুলো নে, বাচ্চু!
হাঃ হাঃ! কুকুরটাকে কুঠুরিতে আটকে দিয়েছি। এবার দেখি এখানে যদি কিছু মাল পাই!
আমি হয়তো একটা চকোলেট কেক বা ক্রীম কেক কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি, উলস!


বেচারা, বলেছে! রাধুনী আরো একটা ফাঁদ পেতেছিলো কেলটুর জন্যে
হুমাস!
বাপস!
খাবারের বদলে সাবাড় হয়ে যাচ্ছিলাম! নাক একেবারে ঢাক হয়ে গেছে!
ওদিকে
এই সব লেল্যাই করতে অনেক সময় নিয়ে নিলো! কিন্তু এখন আমি ওদের বাজেয়াপ্ত করা খাবার খেয়ে নিতে পারি।
হুক! ওরা আমার ডেক্কো ভেঙে সব খাবারটাই হাতিয়ে নিয়ে গেছে!
ওদের যখন পাবো একেবারে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো।
আঃহা! ওরা তাহলে এই মালপত্র রাখার কুঠুরির দরজা বন্ধ করে খাচ্ছে! আমি ওদের খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!
ভেবেছিস ফাঁকি দিবি! আমি এই খাবার নিয়ে যাচ্ছি!
গরর! ঘেউ ঘেউ! হুয়োফ! আফস্! গোঁ রে! আইই! গরর!
খাওয়া শুরু কর, ফল্টে! কেলটা এখন খুবই ব্যস্ত– আমাদের দিকে মন দেবার সময় নেই! হেঃহেঃ!
বাঁচাও! হে-য়েল্প!

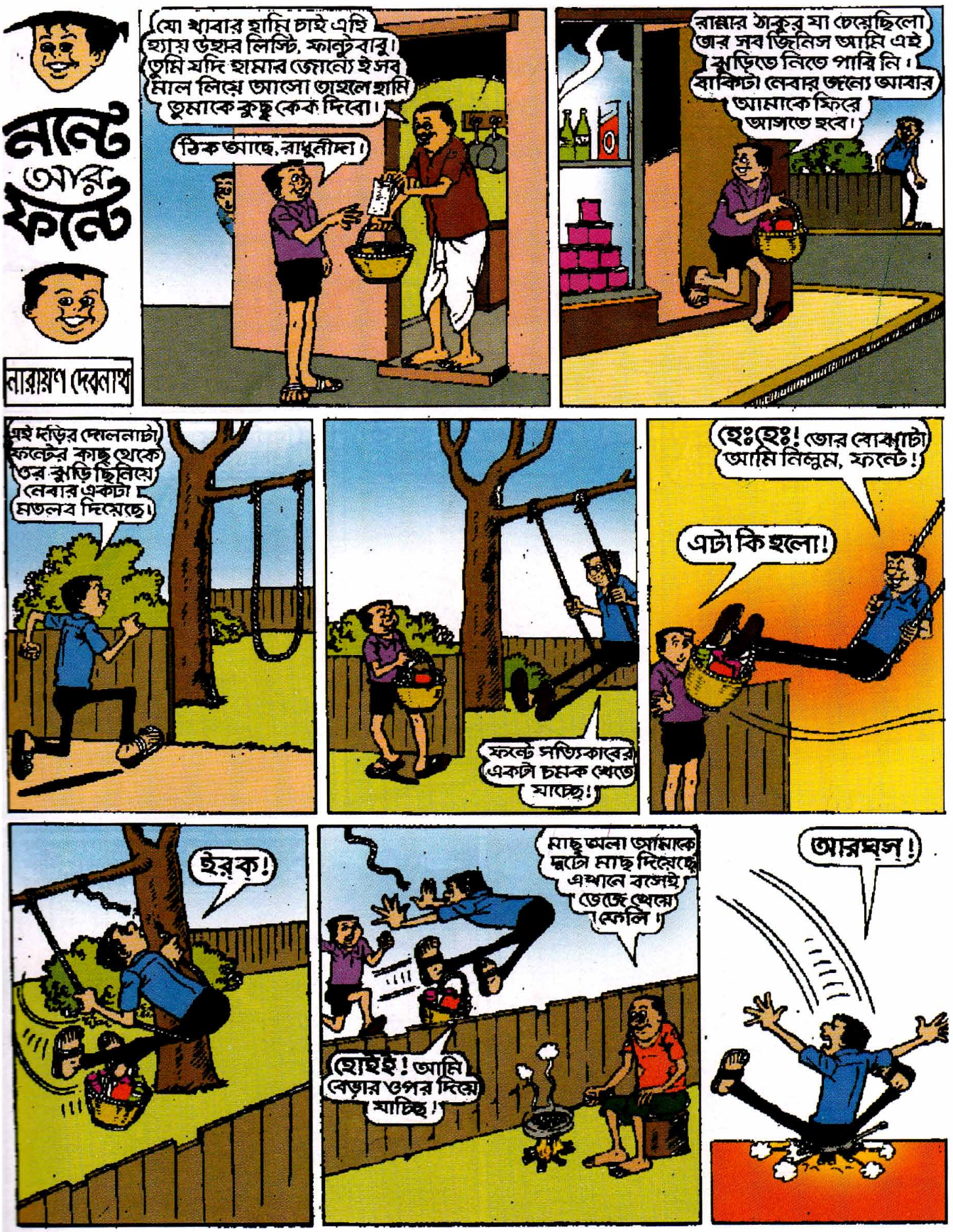
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
যো খাবার হামি চাই এহি হ্যায় উহার লিস্টি, ফান্টু বাবু। তুমি যদি হামার জোন্যে ইসব মাল লিয়ে আসো তাহলে হামি তুমাকে কুছু কেক দিবো।
ঠিক আছে, রাধুনীদা।
রান্নার ঠাকুর যা চেয়েছিলো তার সব জিনিস আমি এই ঝুড়িতে নিতে পারি নি। বাকিটা নেবার জন্যে আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে।
এই দড়ির দোলনাটা ফন্টের কাছ থেকে ওর ঝুড়িটা নিয়ে নেবার একটা মতলব দিয়েছে।
ফন্টে সত্যিকারের একটা চমক খেতে যাচ্ছে!
হঃহঃহঃ! তোর বোঝাটা আমি নিলুম, ফন্টে!
এটা কি হলো!
হুরুক!
মাছ অলা আমাকে দুটো মাছ দিয়েছে, এখানে বসেই ভেজে খেয়ে ফেলি।
হোহহ! আমি বেড়ার ওপর দিয়ে যাচ্ছি!
আরঘস!


গরর! তোর উচিত শাস্তি হয়েছে!
গেছি রে! আমার পাছায় আগুন ধরে গেছে! আমাকে ঐ ডোবাটায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!
ঝপাস!
আগহ! এযে ঘন কাদা!
আমি হাল ছাড়ছি না! ফল্টে দ্বিতীয়বার মাল নিয়ে এখান দিয়ে আসার সময় ধরে মাল কেড়ে নেবো।
পরে
পেয়েছি তোকে!...ইরক্! আমি নড়তে পারছিনা!
হিঃহিঃ! কেলটুদা যে কুমড়ো গড়ানো শুরু করলো!
এইরে! এযে কেলটুদা!
তুই এসে গেছিস, নল্টে! দ্যাখ কেলটুদা এখন একটু একটু করে কাদার খোলা ফুটে বেরোচ্ছে! হাঃ হাঃ!
হিঃহিঃ! কি মনোহর দৃশ্য!

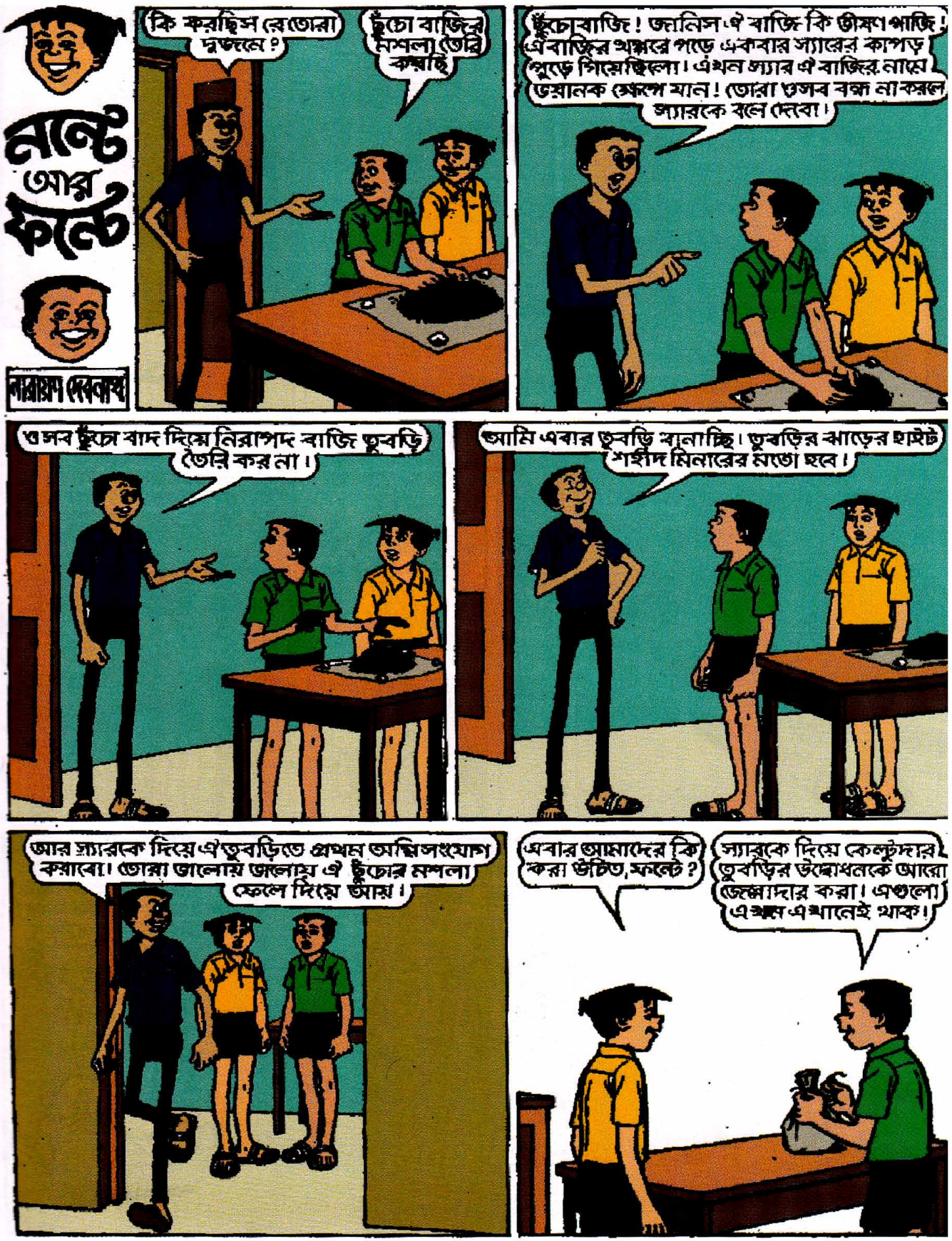
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি করছিস রে তোরা দুজনে?
ছুঁচো বাজির মশলা তৈরি করছি
ছুঁচোবাজি! জানিস ঐ বাজি কি ভীষণ বাজি! এ বাজির শব্দের পড়ে একবার স্যারের কাপড় পুড়ে গিয়েছিলো। এখন স্যার ঐ বাজির নামে ভয়ানক খেপে যান! তোরা ওসব বন্ধ না করলে স্যারকে বলে দেবো।
ওসব ছুঁচো বাদ দিয়ে নিরাপদ বাজি তুবড়ি তৈরি কর না।
আমি এবার তুবড়ি বানাচ্ছি। তুবড়ির ঝাড়ের হাইট শহীদ মিনারের মতো হবে।
আর স্যারকে দিয়ে ঐ তুবড়িতে প্রথম অগ্নিসংযোগ করাবো। তোরা ভালোয় ভালোয় ঐ ছুঁচোর মশলা ফেলে দিয়ে আয়।
এবার আমাদের কি করা উচিত, ফন্টে?
স্যারকে দিয়ে কেলুদার তুবড়ির উদ্বোধনকে আরো জেল্লাদার করা। এগুলো এখন এখানেই থাক।

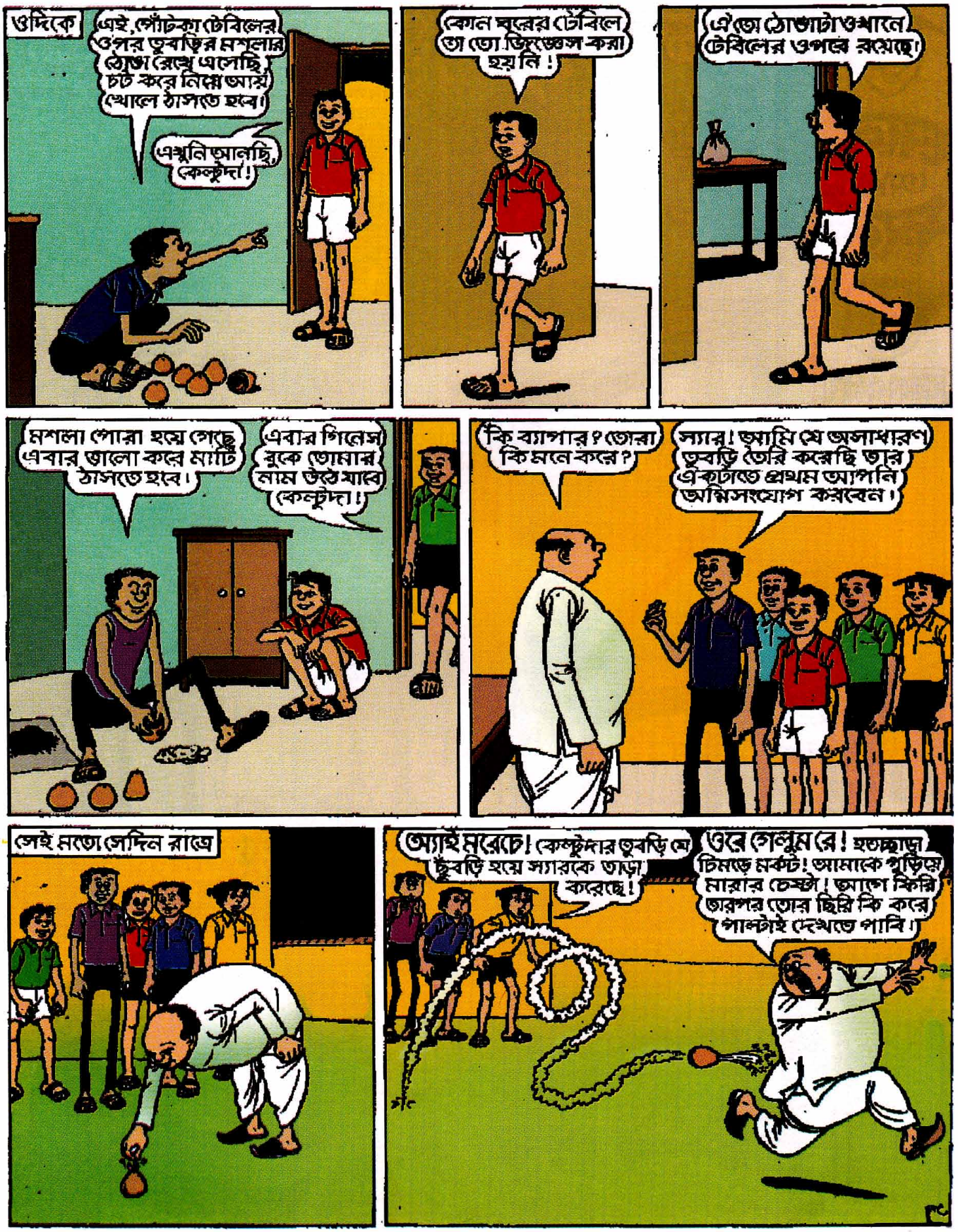
ওদিকে
এই, পোঁটকা টেবিলের ওপর তুবড়ির মশলার শিশি রেখে এসেছি, চট করে নিয়ে আয়, খোলে ঠাসতে হবে।
এখুনি আনছি, কেলুদা!
কোন ঘরের টেবিলে তা তো জিজ্ঞেস করা হয় নি!
ঐ তো ঠোঙাটা ওখানে টেবিলের ওপরে রয়েছে!
মশলা পোরা হয়ে গেছে, এবার ভালো করে মাটি ঠাসতে হবে।
এবার গিনেস বুকে তোমার নাম উঠে যাবে কেলুদা!
কি ব্যাপার? তোরা কি মনে করে?
স্যার! আমি যে অসাধারণ তুবড়ি তৈরি করেছি তার এক্‌টাতে প্রথম আপনি অগ্নিসংযোগ করবেন।
সেই মতো সেদিন রাত্রে
অ্যাঁই মরেচে! কেলুদার তুবড়ি যে ছুঁচড়ি হয়ে স্যারকে তাড়া করেছে!
ওরে গেলুম রে! হতচ্ছাড়া টিমড়ে মর্কট! আমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা! আগে ফিরি তারপর তোর ছিরি কি করে পালটাই দেখতে পাবি।

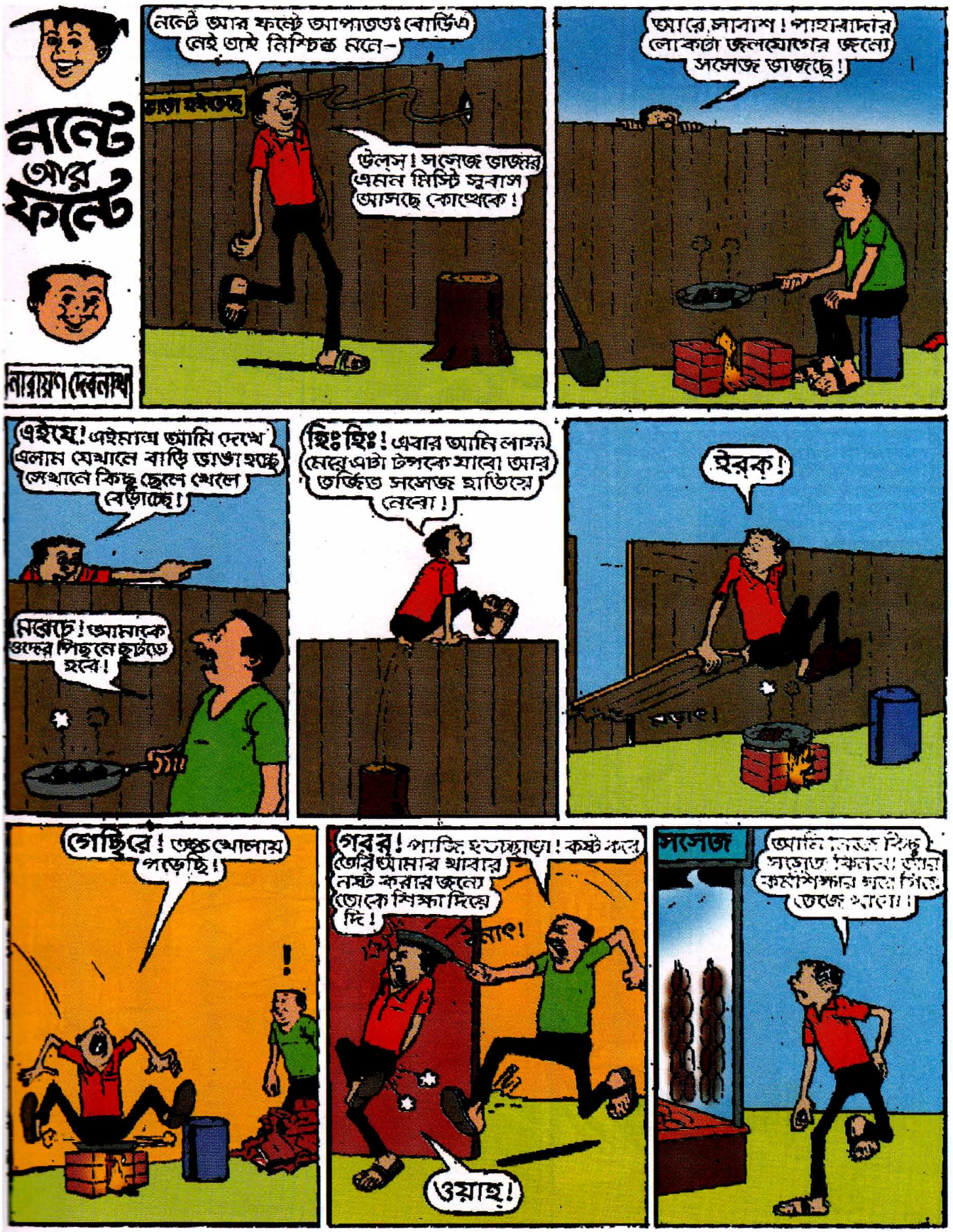
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টে আপাততঃ বোর্ডিএ নেই তাই নিশ্চিন্ত মনে—
ভাঙা হইতেছে
উলস্! সসেজ ভাজার এমন মিস্টি সুবাস আসছে কোত্থেকে!
আরে সাবাশ! পাহারাদার লোকটা জলযোগের জন্যে সসেজ ভাজছে!
এইযে! এইমাত্র আমি দেখে এলাম যেখানে বাড়ি ভাঙা হচ্ছে সেখানে কিছু ছেলে খেলে বেড়াচ্ছে!
মরেচে! আমাকে ওদের পিছনে ছুটতে হবে!
হিঃ হিঃ! এবার আমি লাফ মেরে এটা টপকে যাবো আর তর্জিত সসেজ হাতিয়ে নেবো!
ইরক্!
মড়াৎ!
গেছিরে! তক্ত খোলায় পড়েছি!
!
গবর! পাজি, হতচ্ছাড়া! কষ্ট করে তেরি আমার খাবার নষ্ট করার জন্যে তোকে শিক্ষা দিয়ে দি!
ঠনাৎ!
ওয়াহ্!
সসেজ
আমি নিজে কিছু সসেজ কিনবো! তার কর্মশিক্ষার ঘরে গিয়ে তেজে খাবো!

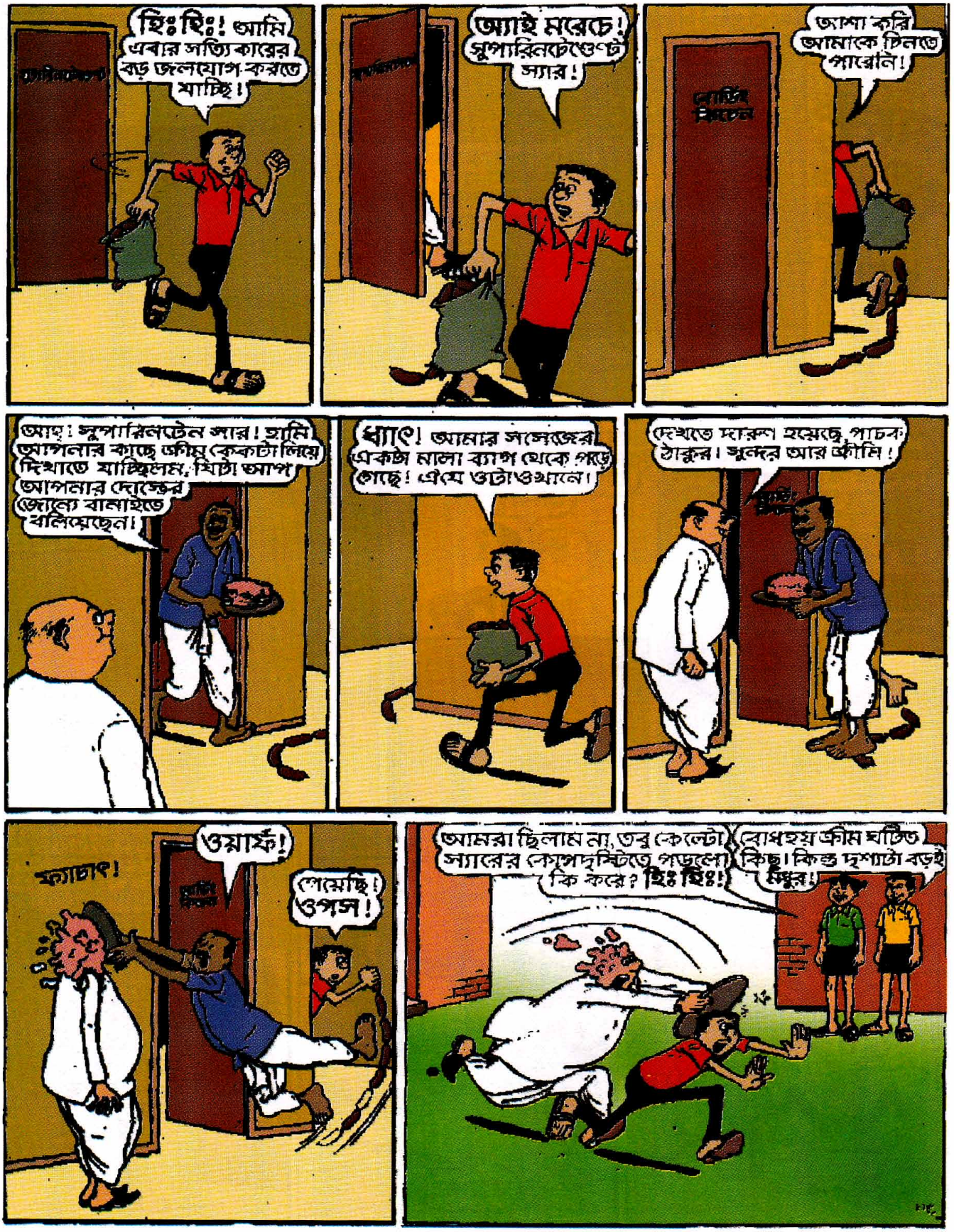
হিঃহিঃ! আমি এবার সত্যি কারের বড় জলযোগ করতে যাচ্ছি!
অ্যাই মরেচে! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
আশা করি আমাকে চিনতে পারোনি!
আহ্! সুপারিনটেন স্যার! আমি আপনার কাছে ক্রীম কেকটা নিয়ে দিখাতে যাচ্ছিলাম, খিটা আপ আপনার দোস্তের জোন্যে বানাইতে বলিয়েছেন!
ধ্যাৎ! আমার সন্দেসের একটা নালা ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে! এখে ওটাওখানে!
দেখতে দারুণ হয়েছে, পাচক ঠাকুর। সুন্দর আর ক্রীমি!
ওয়ার্ফ!
ফ্যাচাৎ!
পেয়েছি! ওপস!
আমরা ছিলাম না, তবু কেল্টো স্যারের বেসুপদৃষ্টিতে পড়লো কি করে? হিঃ হিঃ!
বোধহয় ক্রীম ঘটিত কিছু। কিন্তু দৃশ্যটা বড়ই মিষ্টুর!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















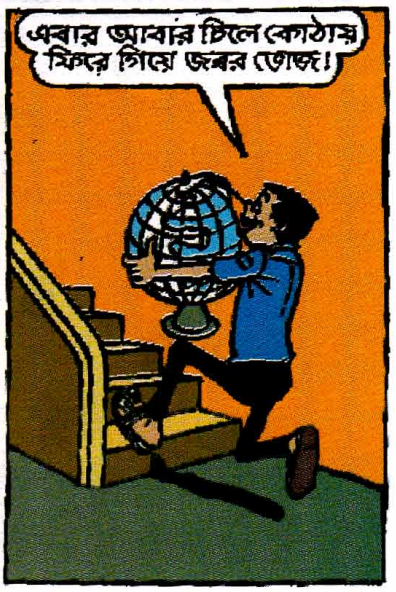


মরেচে! ব্যাপারটা কি?
কেল্টো আমাদের আটকে রেখে সব খাবার নিয়ে গেছে, মাইরি!
কোথায় পাওয়া যাবে মনে হয় ও জানে!
আমি এগুলির আস্বাদ নিতে যাচ্ছি, হিঃহিঃ!
মড়াৎ!
মরেচে! এ আবার কি?
কেল্টোর পা!
দড়িটা আমি ওটার ওপর ছুঁড়ে দি।
আর অন্য প্রান্তটা এই রডটার সঙ্গে বেঁধে দি! হিঃহিঃ!
সবাই ওপরে চল! এবারে কেল্টু আর আমাদের কিছুই করতে পারবে না!
চিলকোঠা
গরর! আমাকে এখান থেকে বেরোতে দে!
হোঃ হোঃ! কেল্টু এবার সঠিক জায়গায় পা ফেলেছে!

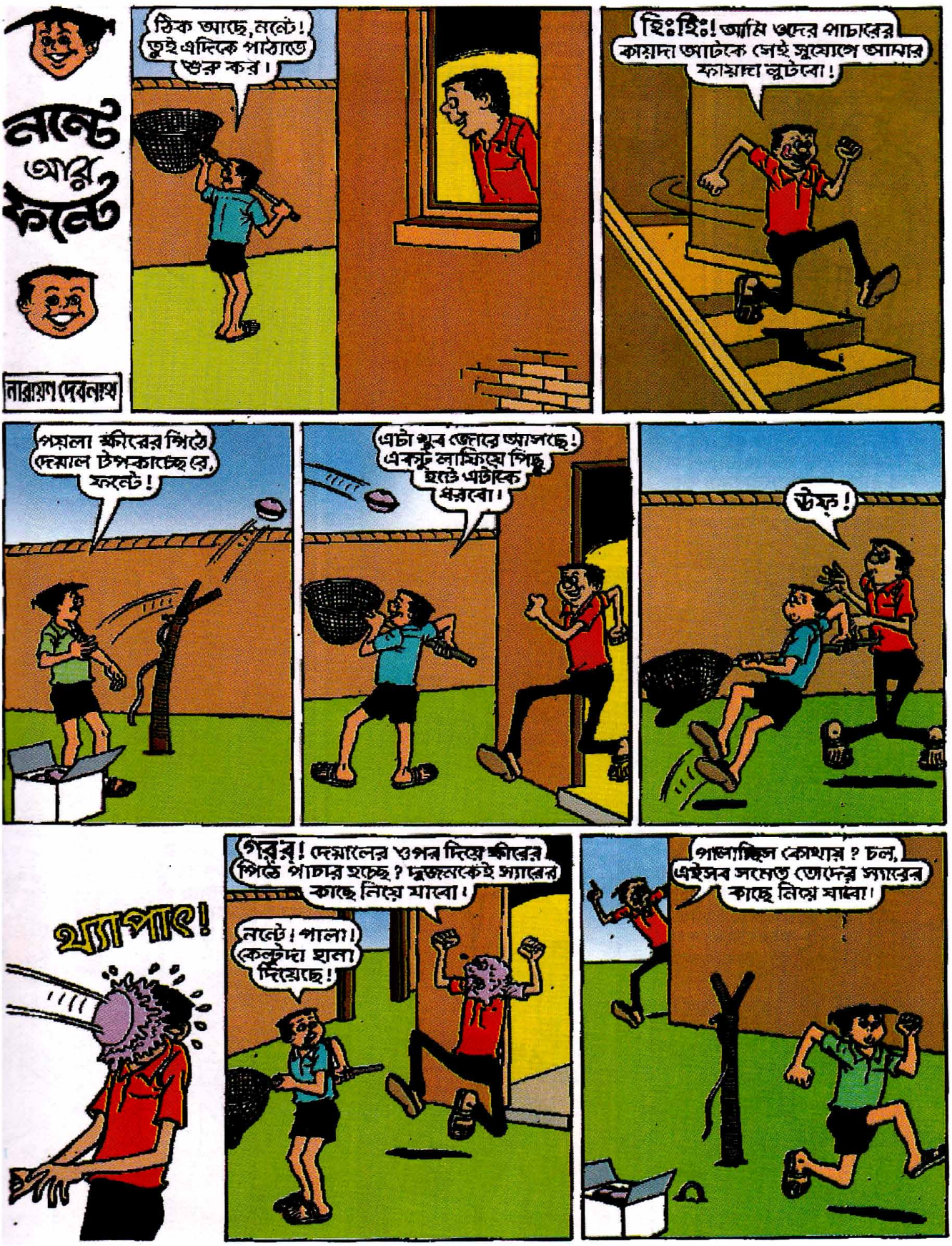
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঠিক আছে, নন্টে! তুই এদিকে পাঠাতে শুরু কর।
হিঃহিঃ! আমি ওদের পাচারের কায়দা আটকে সেই সুযোগে আমার ফায়দা লুটবো!
পয়লা ক্ষীরের পিঠে দেয়াল টপকাচ্ছে রে, ফন্টে!
এটা খুব জোরে আসছে! একটু লাফিয়ে পিছু হটে এটাকে ধরবো।
উফ্!
থ্যাপাৎ!
গরর্! দেয়ালের ওপর দিয়ে ক্ষীরের পিঠে পাচার হচ্ছে? দুজনকেই স্যারের কাছে নিয়ে যাবো।
নন্টে! পালা! কেলটদা হানা দিয়েছে!
পালাচ্ছিস কোথায়? চল, এইসব সমেত তোদের স্যারের কাছে নিয়ে যাবো।

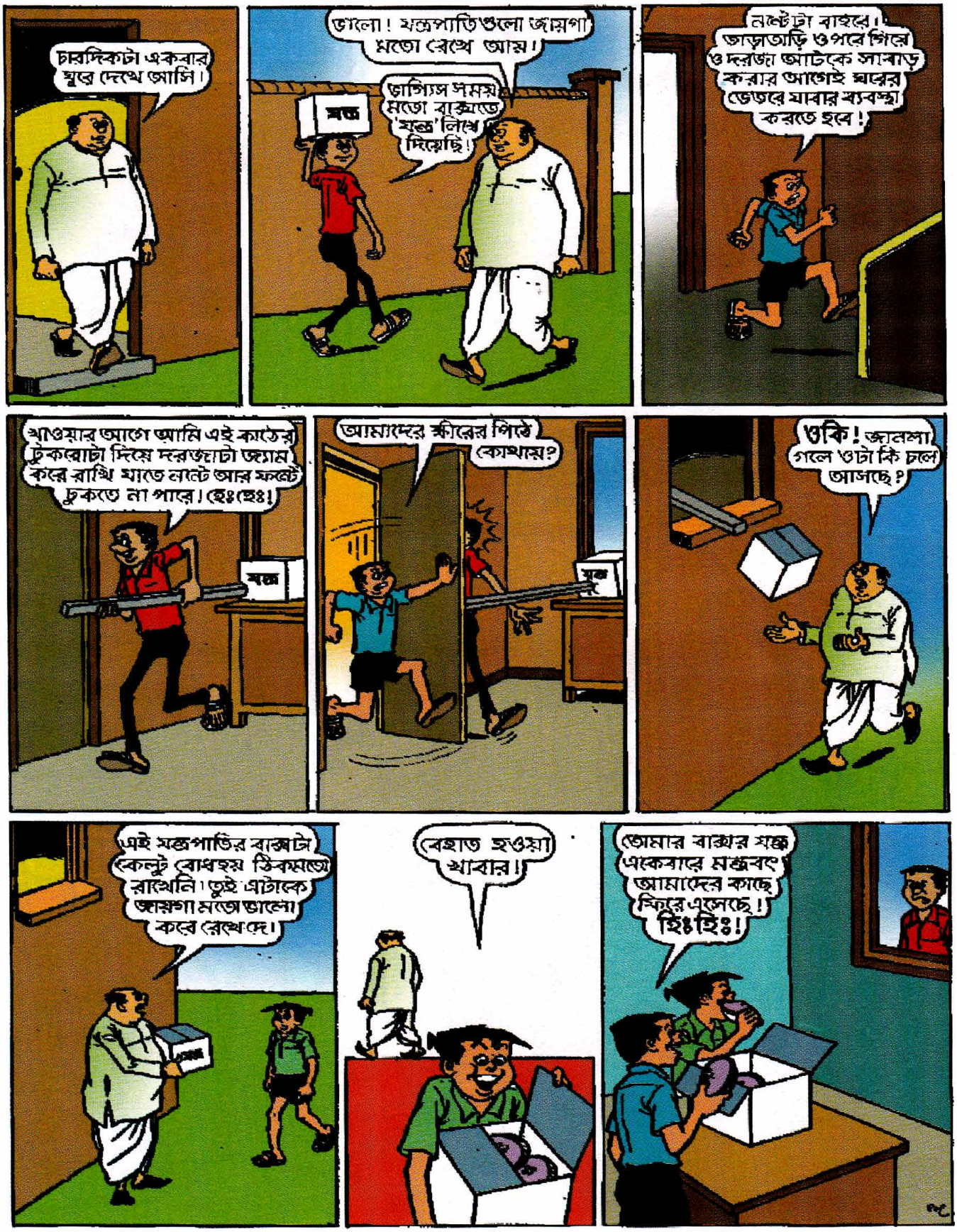
চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে আসি।
ভালো! যন্ত্রপাতিগুলো জায়গা মতো রেখে আয়।
যন্ত্র
তাগ্যিস সময় মতো বাক্সতে 'যন্ত্র' লিখে দিয়েছি!
নন্টটা বাইরে। তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে ও দরজা আটকে সাবাড় করার আগেই ঘরের ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে!
খাওয়ার আগে আমি এই কাঠের টুকরোটা দিয়ে দরজাটা জ্যাম করে রাখি যাতে নন্টে আর ফন্টে ঢুকতে না পারে। হেঃহেঃ!
আমাদের ক্ষীরের পিন্ডে কোথায়?
ওকি! জ্বালা গলে ওটা কি চলে আসছে?
এই যন্ত্রপাতির বাক্সটা কেলুটু বোধহয় ঠিকমতো রাখেনি। তুই এটাকে জায়গা মতো ভালো করে রেখে দে।
বেহাত হওয়া খাবার!
আমার বাক্সর যন্ত্র একেবারে মন্ত্রবৎ আমাদের কাছে ফিরে এসেছে! হিঃহিঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
...আর তারপর এই কেকের বাক্সটা বোর্ডিং স্কুলে পৌঁছে দিবি!
বেকারীর মালিক একটা নতুন ছেলে রেখেছে। ও আমাকে চিনবে না!
ও আগে অন্য জায়গায় মাল পৌঁছে দিতে যাবে, তাই আমি ওর আগেই বোর্ডিংয়ে পৌঁছে যাবো।
বাঃ! রঙ্গুই ঠাকুরের চিহ্ন নেই, সুতরাং আমি ওর গামছাটা নিয়ে যাই!
সেই মতো
আমি রান্নার লোক—আমি এই কেকের বাক্সটা নিচ্ছি।
ওহ্, নেহি! কালুটুয়া কেক ধোঁকা দিয়ে লিচ্ছে
নন্টে আর ফন্টেটা নেই। ওরা ছাড়িয়ে হওয়ার আগেই এগুলি আমার ডেরায় নিয়ে গিয়ে একটার পর একটা পরখ করি!
হিঃহিঃ! সুড়ুৎ!
হামার মাল কালুটুয়া ধোঁকা দিয়ে লিবে সেটা কখ্খোই হোবে না। হামি এহি আঠা কাঠের মেঝেতে লাগিয়ে দিলাম। কালুর পা আটকে যাবে আউর হামি উটা তার থিকে কেড়ে লিবো।
হামার কেক হামার কাছে আসিয়ে গেলো কালুবাবু!
হুরুক!
গরর! রঙ্গুই ঠাকুর খুব চালাকি খেলেছে, ধ্যাৎ! আমার পায়ের সঙ্গে মেঝের পাটাতনের তক্তা উঠে এসেছে!


ই কেক সুপারিনটেন সাবকা হুকুম মাফিক হামি অর্ডার দিয়েছিলম।
গরর! এ যে যাচ্ছে হতচ্ছাড়াটা!
ইবার হামার লিয়ে কুছু কেক হামি ইখান থিকে লিয়ে লিবো,হেঃ হেঃ!
ওরে বাবা! পায়ে সাঁচা মেঝের তক্তা হড়কে যাচ্ছে!
ওফ্
আঁই,লেহি-ই-ই-ই!
বাঁচাও!
হাঃ হাঃ! এ কি দেখছি রে, ফল্টে! খাবার ফেলে কেলেস আর রঙ্গুই ঠাকুর স্কী প্র্যাকটিস করছে!
ওফ্স!
দড়াম!
মর গিয়া!
খেয়ে নে, নল্টে! বাপ ওদের মুখুতে সেঁটে গেছে। ওদের হাঁপ ছাড়ার ফুরসত নেই. কাজেই এই উপাদেয় জিনিস নষ্ট করে লাভ নেই আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি।
হিঃ হিঃ!
স্কী প্র্যাকটিসের পুরস্কারটা উড়ে এসে ওদের মুখুতে জুড়ে বসেছে।
হাঃ হাঃ!

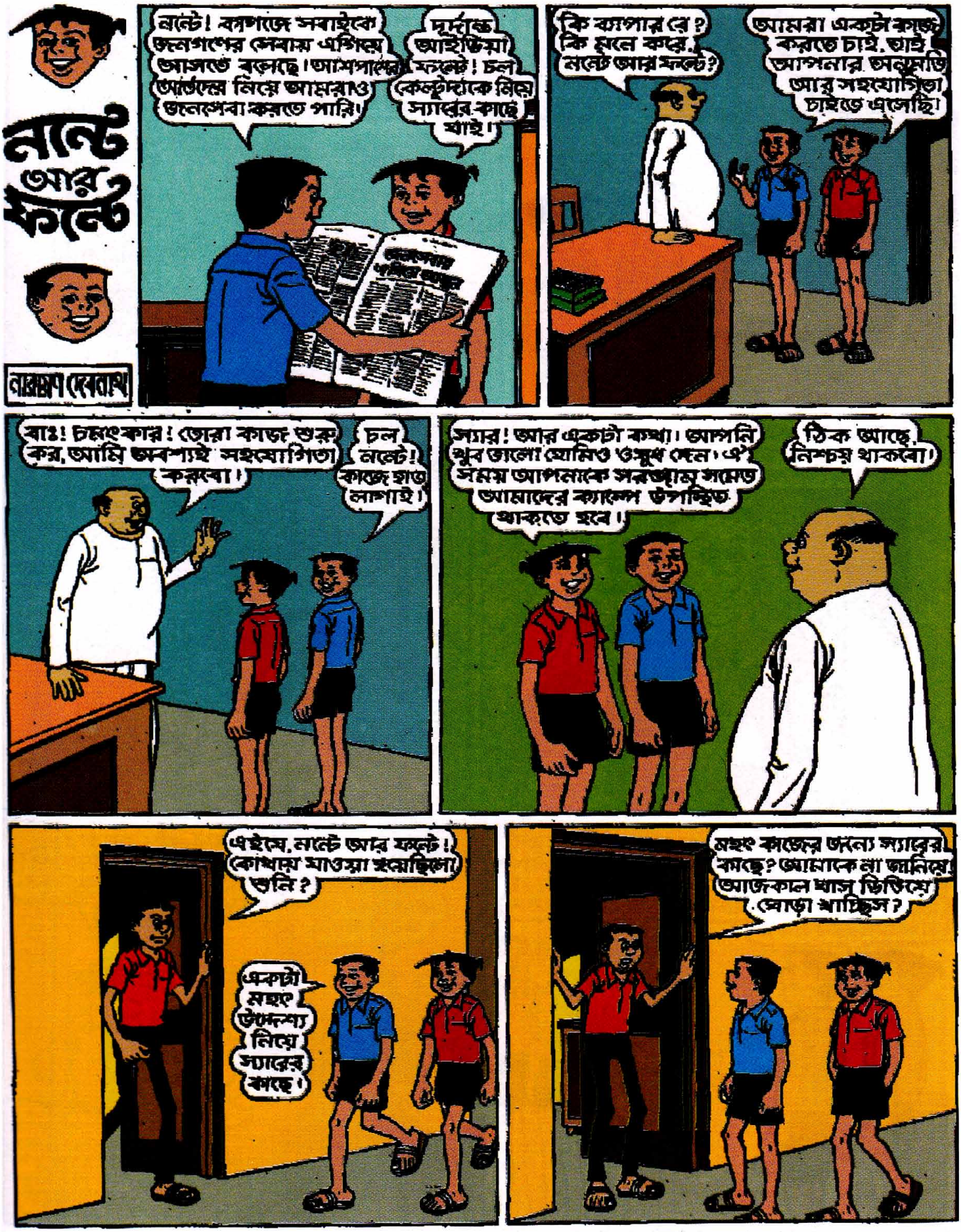
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে! কাগজে সবাইকে জনগণের সেবায় এগিয়ে আসতে বলেছে। আশপাশের আর্তদের নিয়ে আমরাও জনসেবা করতে পারি।
দূর্দান্ত আইডিয়া ফন্টে! চল কেলটুদাকে নিয়ে স্যারের কাছে যাই।
কি ব্যাপার রে? কি মনে করে, নন্টে আর ফন্টে?
আমরা একটা কাজ করতে চাই, তাই আপনার অনুমতি আর সহযোগিতা চাইতে এসেছি।
বাঃ! চমৎকার! তোরা কাজ শুরু কর, আমি অবশ্যই সহযোগিতা করবো।
চল নন্টে! কাজে হাত লাগাই।
স্যার! আর একটা কথা। আপনি খুব ভালো হোমিও ওষুধ দেন। এই সময় আপনাকে সরঞ্জাম সমেত আমাদের ক্যাম্পে উপস্থিত থাকতে হবে।
ঠিক আছে, নিশ্চয় থাকবো।
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! কোথায় যাওয়া হয়েছিলো শুনি?
একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্যারের কাছে।
মহৎ কাজের জন্যে স্যারের কাছে? আমাকে না জানিয়ে আজকাল খাস ডিভিসে ঘোড়া খাচ্ছিস?


তোর তোদের মহৎ কাজে তো বোর্ডিংয়ে খাবার স্যাপলিং করা।
না,না, কেল্টুদা! সেবার কিছু নয়। আমাদের এই মহৎ কাজে তুমিও শামিল হতে পারো। এ হচ্ছে জনসেবার কাজ।
তোদের সঙ্গে মুখ্য মহৎ কাজে আমি নেই। আমি করলে একাই করবো।
সোটা তোমার ইচ্ছে কেল্টুদা। তবে যা ভালো বুঝবে করবে।
ওরা বোধ হয় স্যারকে বাগিয়েছে। ঠিক আছে। ওদের শেষ ফুলে আমিও দেখিয়ে দেবো জনগণের সেবা কি করে করতে হয়। হেঃ হেঃ!
কিছু পরে
কেল্টুদাটা আমাদের সঙ্গে এলো না।
না আসায় ভালোই হয়েছে। থাকলে কখন কি ঝামেলা পাকিয়ে সব পণ্ড করে দিতো। চল বোর্ডিংয়ে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলি। বেলা কাটার জন্য
সেই মতো
শোন, বন্ধুরা! পুজোর ছুটির আগে আমরা অন্তত একটা দিনের জন্যেও কিছু লোকের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। তাই তোদের কাছে অনুরোধ তোরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যে যা পারিস সাহায্য কর।
বন্ধুরা! তোদের যা দেবার এই কোটোর মধ্যে দে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারও আমাদের পিছনে আছেন।
কোন চিন্তা নেই, আমরাও সবাই আছি।

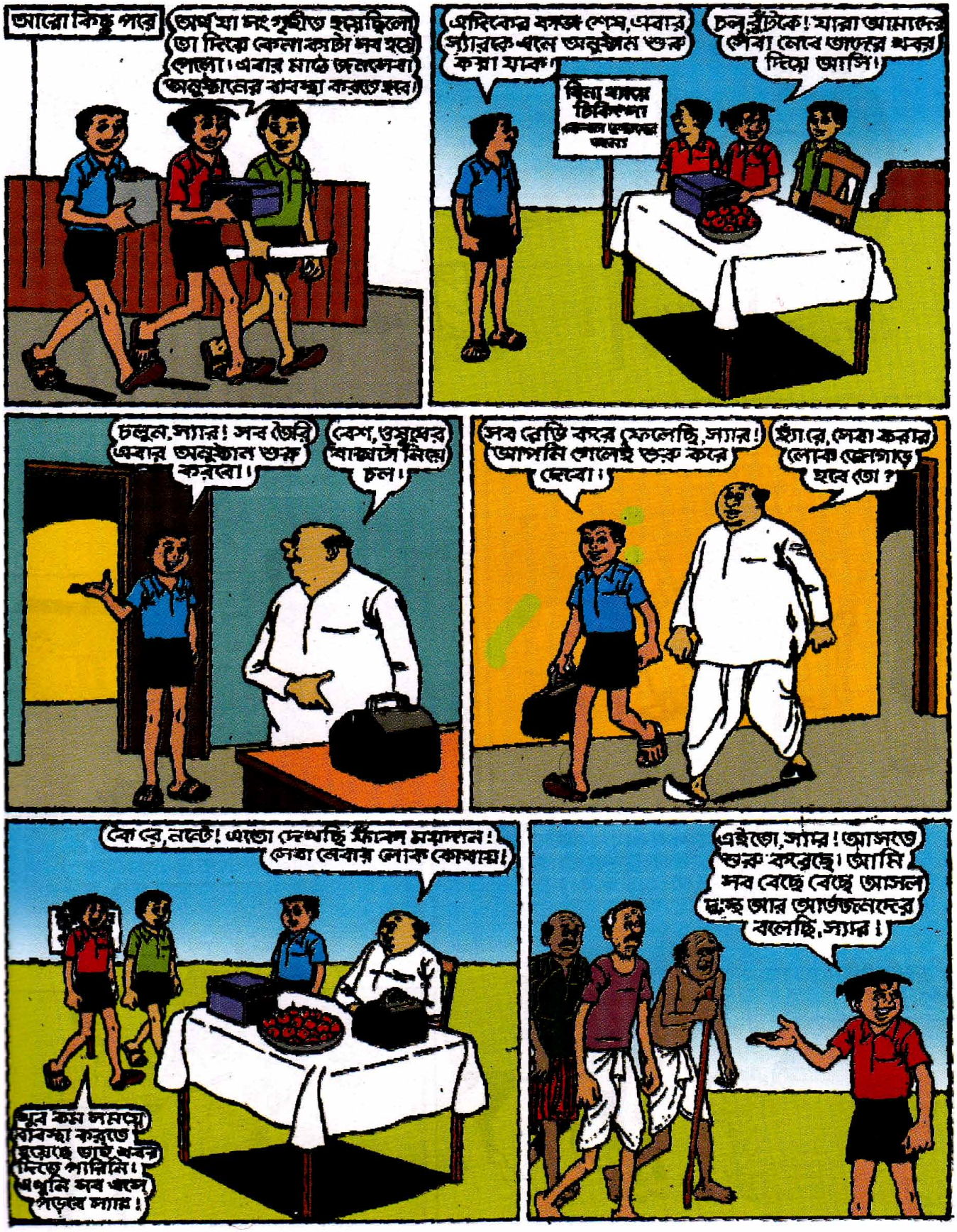
আরো কিছু পরে
অর্থ যা সংগৃহীত হয়েছিলো তা দিয়ে কেলা-কাটা সব হয়ে গেলো। এবার মাঠে ফেলেদেবা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।
এদিকের কাজ শেষ, এবার স্যারকে খবর অনুষ্ঠান শুরু করা যাক।
বিনা খরচে চিকিৎসা
চল, বুটকে! যারা আমাদের সেবা নেবে তাদের খবর দিয়ে আসি।
চলুন, স্যার! সব তৈরি এবার অনুষ্ঠান শুরু করবো।
বেশ, ওষুধের বাক্সটা নিয়ে চল।
সব রেডি করে ফেলেছি, স্যার! আপনি গেলেই শুরু করে দেবো।
হ্যাঁ রে, সেবা করার লোক জোগাড় হবে তো?
বা রে, নচ্ছার! এতো দেখছি ফাঁকা ময়দান! সেবা নেবার লোক কোথায়!
খুব কম লোকের ব্যবস্থা করতে বলেছে তাই খবর দিতে পারিনি। এখুনি সব এসে পড়বে স্যার!
এইতো, স্যার! আসতে শুরু করেছে। আমি সব বেছে বেছে আসল দুঃস্থ আর অসহায়দের বলেছি, স্যার!

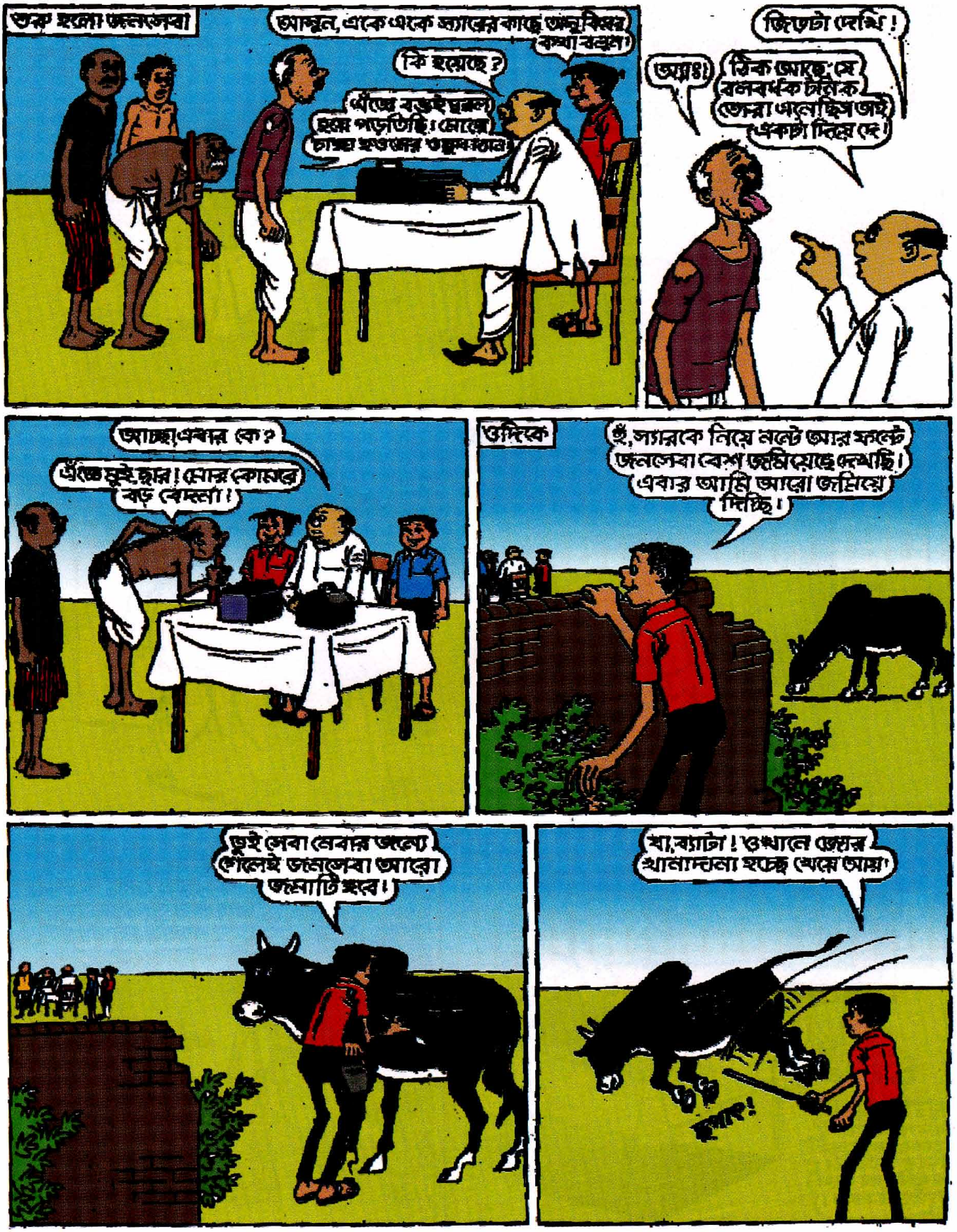
শুরু হলো জনসেবা
আসুন, একে একে স্যারের কাছে অনুবিধের কথা বলুন।
কি হয়েছে?
এঁজ্ঞে বড্ডই দুর্বল হয়ে পড়তিছি। মোরে চাচ্ছা হওজার ওষুধ দান।
জিভটা দেখি!
অ্যাঃ!
ঠিক আছে, যে বলবর্ধক টনিক তোরা এনেছিস তাই একটা দিয়ে দে।
আচ্ছা এবার কে?
এঁজ্ঞে মুই, ছার! মোর কোমরে বড় বেদনা!
ওদিকে
হুঁ, স্যারকে নিয়ে নন্টে আর ফন্টে জনসেবা বেশ জমিয়েছে দেখছি। এবার আমি আরো জমিয়ে দিচ্ছি।
তুই সেবা নেবার জন্যে গেলেই জনসেবা আরো জমাটি হবে।
যা, ব্যাটা! ওখানে জোর খানাদানা হচ্ছে খেয়ে আয়।


উরফ!
ইরক!
আরে,আরে!পালাচ্ছো কেন। কোমরের ব্যাথার ওষুধ নিয়ে যাও।
ওষুধ নিবার টেইম নাই, ছার!
ওরা অমন করে পালালো। কেন বলতো! মনে হলো যেন খুব ভয় পেয়ে—ওক্‌ৎ!
ওফ্! ষাঁড়টা পিছনে তাড়া করে আসছে নাকি রে।
বুঝতে পারছিনা। তবে দৌড় চালিয়ে যান,স্যার! ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।
নিরাপদ দূরত্বে এসে
শুঁতো মেরে কোমরটা একেবারে ধ্বসিয়ে দিয়েছে।
বোর্ডিংয়ে ফিরে
স্যার, মনে হচ্ছে কেউ অন্তর্ঘাত করেছে।
আমাদের জনেশ্বার ব্যাপারটাই নষ্ট করে দিলো।

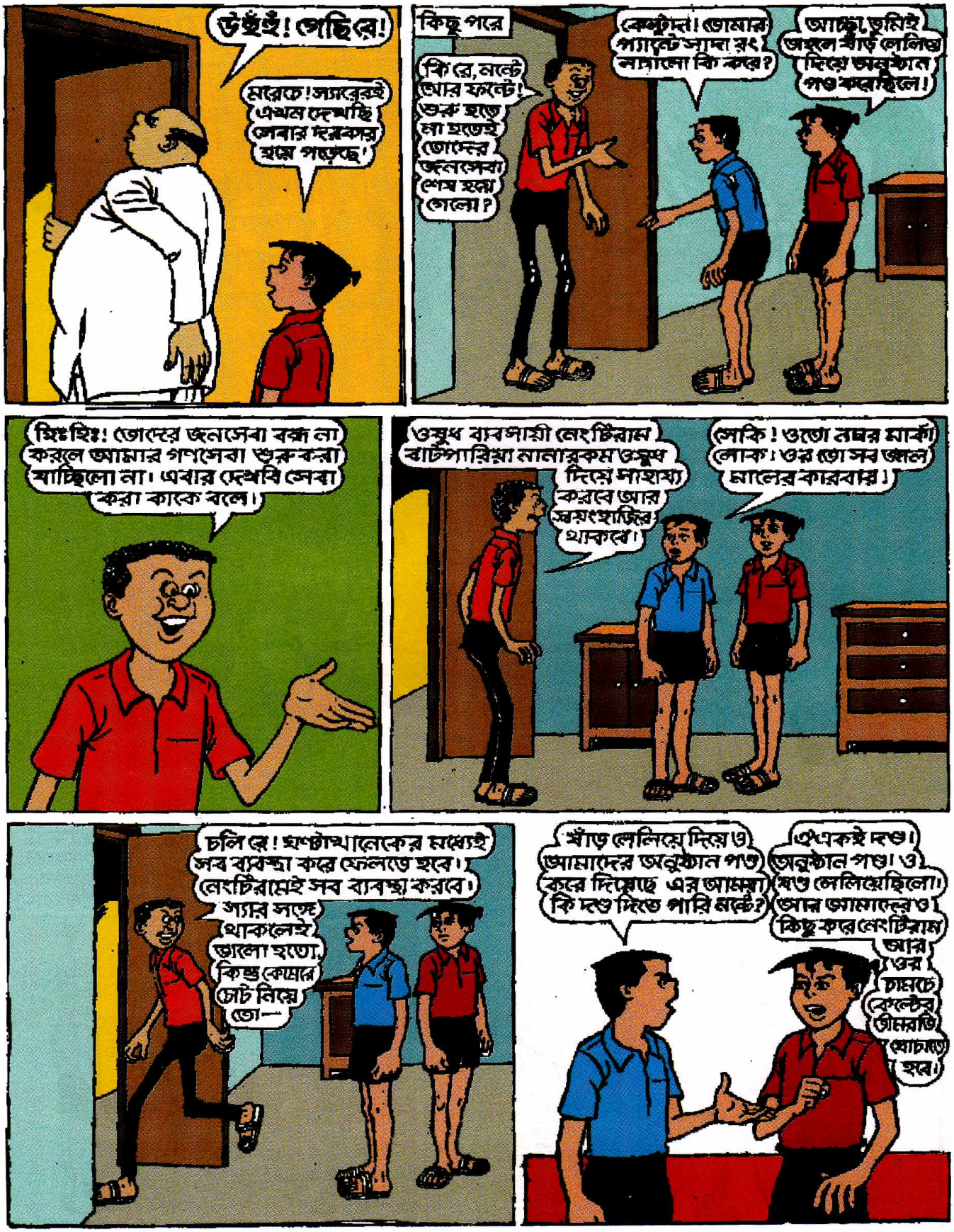
উঁহুঁহুঁ! পেছিরে!
মরেচে! স্যারেরই এখন দেখছি সেবার দরকার হয়ে পড়েছে!
কিছু পরে
কি রে, নন্টে আর ফন্টে! ওরু হতে না হতেই তোদের জনসেবা শেষ হয়ে গেলো?
কেষ্টদা! তোমার প্যান্টে সাদা রং লাগালো কি করে?
আচ্ছা, তুমিই তখন ষাঁড় লেলিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করেছিলে!
হিঃহিঃ! তোদের জনসেবা বন্ধ না করলে আমার গণসেবা শুরু করা যাচ্ছিলো না। এবার দেখবি সেবা করা কাকে বলে।
ওষুধ ব্যবসায়ী নেংটিরাম বাটপারিয়া নানারকম ওষুধ দিয়ে সাহায্য করবে আর স্বয়ংগ্রাটির থাকবে।
সেকি! ওতো নচ্ছর মার্কা লোক। ওর তো সব জাল মালের কারবার।
চলি রে! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। নেংটিরামেই সব ব্যবস্থা করবে। স্যার সঙ্গে থাকলেই ভালো হতো। কিন্তু কোম্পে সেট নিয়ে তো—
ষাঁড় লেলিয়ে দিয়ে ও আমাদের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে এর আমরা কি দণ্ড দিতে পারি নন্টে?
এ একই দণ্ড। অনুষ্ঠান পণ্ড। ও ষণ্ড লেলিয়েছিলো। আর আমাদের ও কিছু করে নেংটিরাম আর ওর চামচে কেলেঙ্কারি খোচাতে হবে।

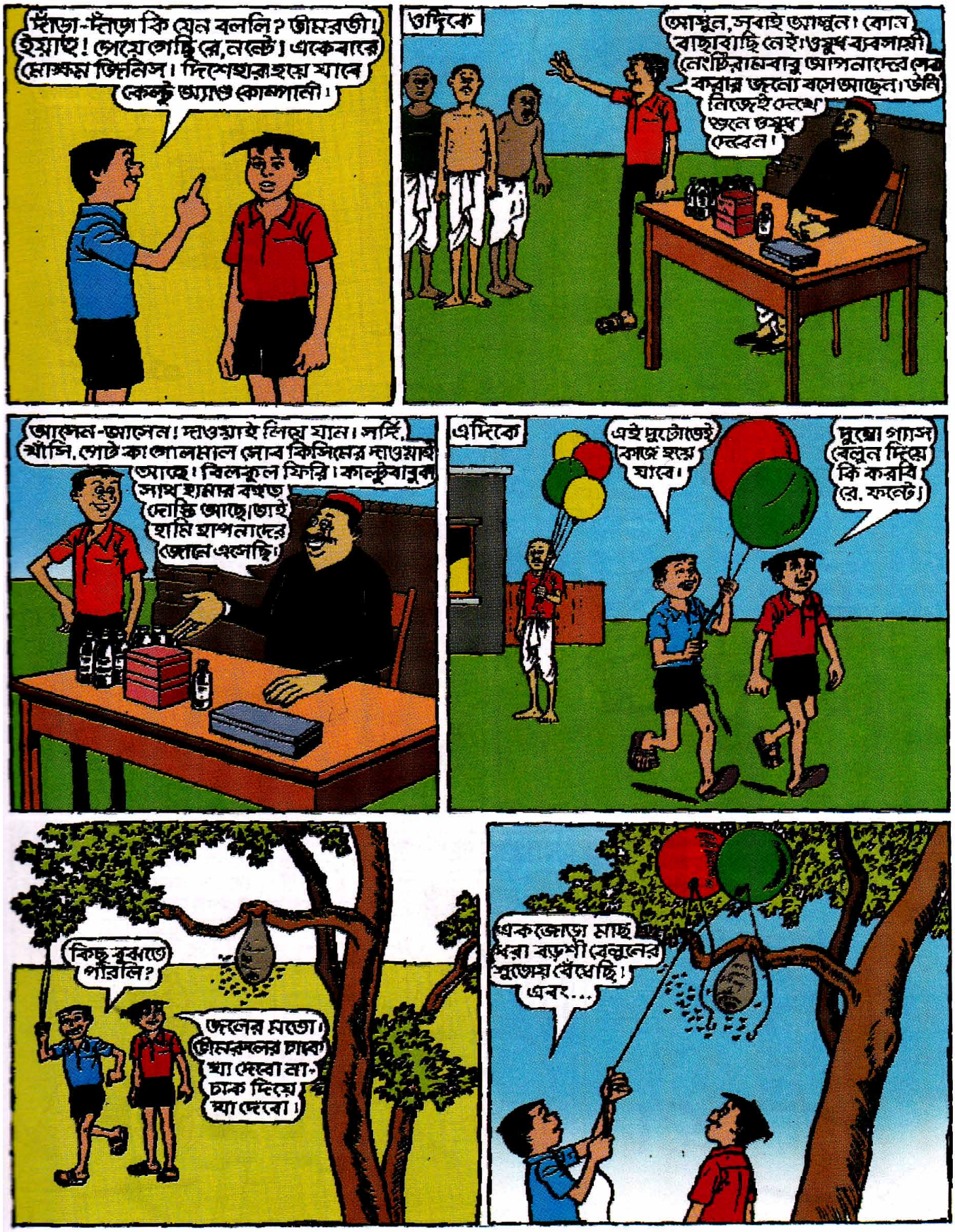
দাঁড়া-দাঁড়া কি যেন বললি? তামরতী! ইয়াহু! পেয়ে গেছি রে, নন্টে। একেবারে মোক্ষম ডিনিস। দিশেহারা হয়ে যাবে কেল্টু অ্যাণ্ড কোম্পানী।
ওদিকে
আসুন, সবাই আসুন। কোন বাছাবাছি নেই। ওষুধ ব্যবসায়ী নেংটিরামবাবু আপনাদের সেবা করবার জন্যে বসে আছেন। উনি নিজেই দেখে শুনে ওষুধ দেবেন।
আসেন-আসেন! দাওয়াই লিয়ে যান। সর্দি, খাঁসি, পেট কা গোলমাল সোব কিসিমের দাওয়াই আছে। বিলকুল ফিরি। কালুবাবুর সাথ হামার বহুত দোস্তি আছে। তাই হামি আপনাদের তোরে এসেছি।
এদিকে
এই দুটোতেই কাজ হয়ে যাবে।
দুস্তো গ্যাস বেলুন দিয়ে কি করবি রে, ফন্টে।
কিছু বুঝতে পারলি?
জেলের মতো। তামরুলের চাবো খ্যা দেবো না। চাক দিয়ে খ্যা দেবো।
একজোড়া মাছ ধরা বড়শী বেলুনের সুতোয় বেঁধেছি। এবং...

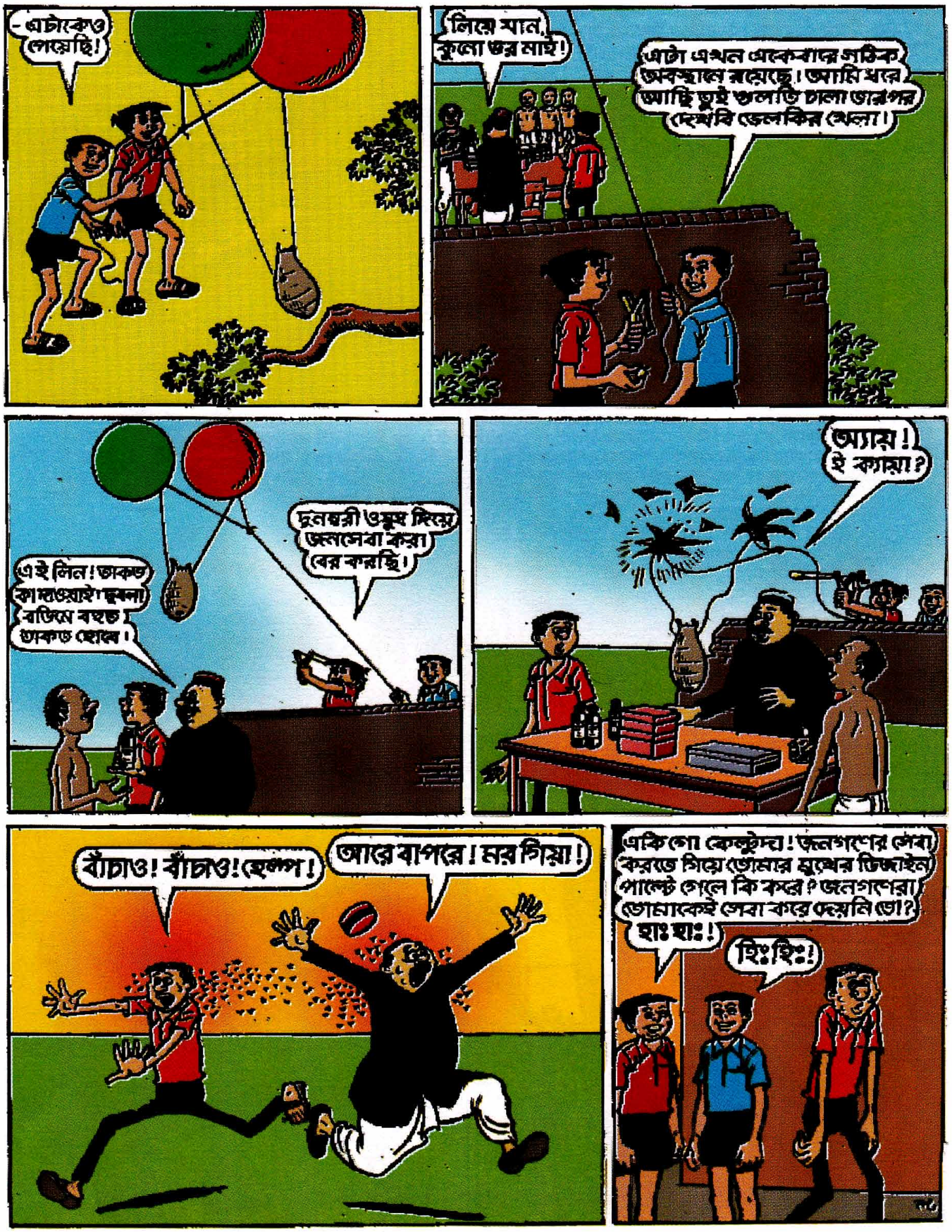
- এটাকেও পেয়েছি!
লিয়ে যান, কুনো ডর নাই!
এটা এখন একেবারে সঠিক অবস্থানে রয়েছে। আমি ধরে আছি তুই গুলতি চালা তারপর দেখবি ভেলকির খেলা।
এই লিন! তাকত কা দাওয়াই! দুবলা বডিমে বহুত তাকত হোবে।
দুনম্বরী ওষুধ দিয়ে জনসেবা করা বের করছি।
অ্যায়! ই ক্যায়া?
বাঁচাও! বাঁচাও! হেল্প!
আরে বাপরে! মর গিয়া!
একি গো কেল্টুদা! জনগণের সেবা করতে গিয়ে তোমার মুখের ডিজাইন পাল্টে গেলে কি করে? জনগণেরা তোমাকেই সেবা করে দেয়নি তো?
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!

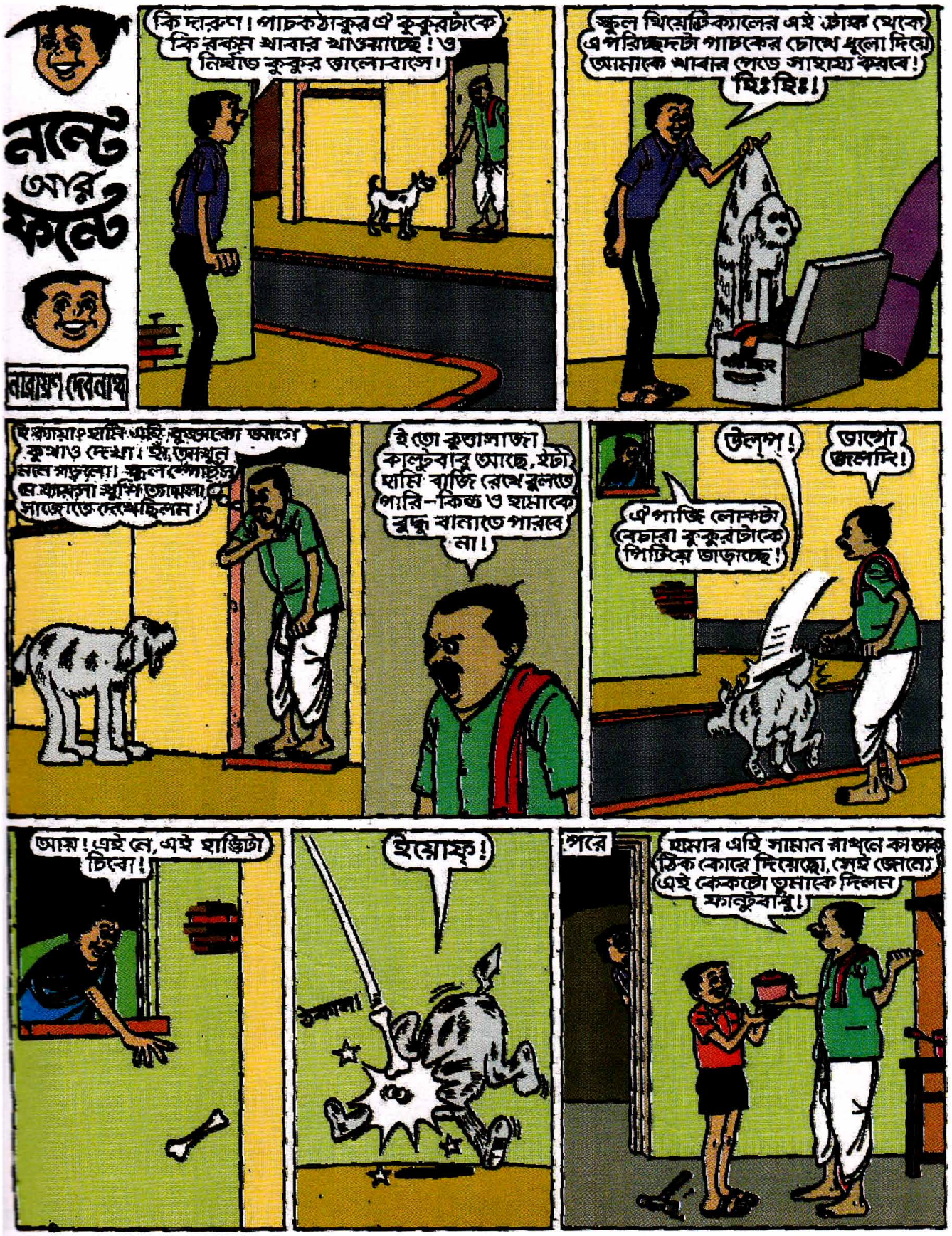
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি দারুণ! পাচকঠাকুর ঐ কুকুরটাকে কি রকম খাবার খাওয়াচ্ছে! ও নির্ঘাত কুকুর ভালোবাসে।
স্কুল থিয়েটিক্যালের এই ট্রাঙ্ক থেকে এ পরিচ্ছদটা পাচকের চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে খাবার পেতে সাহায্য করবে! হিঃ হিঃ!
ই ক্যায়া? হামি এই কুত্তাকো আগে কুথাও দেখা। হাঁ, আখুন মনে পড়লো। স্কুল স্পোর্টস মে ফায়সা খুশি ত্যাদ্দলা সাজোতে দেখেছিলম!
ই তো কুত্তাসাজা কালুবাবু আছে, ইটা হামি বাজি রেখে বুলতে পারি—কিন্তু ও হামাকে বুদ্ধু বানাতে পারবে না!
উল্‌প্‌!
ভাগো জলদি!
ঐ পাজি লোকটা বেচারা কুকুরটাকে পিটিয়ে তাড়াচ্ছে!
আয়! এই নে, এই হাড্ডিটা চিবো!
ইয়োফ্‌!
ঠকাল!
পরে
হামার এই সামান রাখনে কাতাক ঠিক কোরে দিয়েছো, সেই জোন্যে এই কেকটো তুমাকে দিলম ফান্টুবাবু!

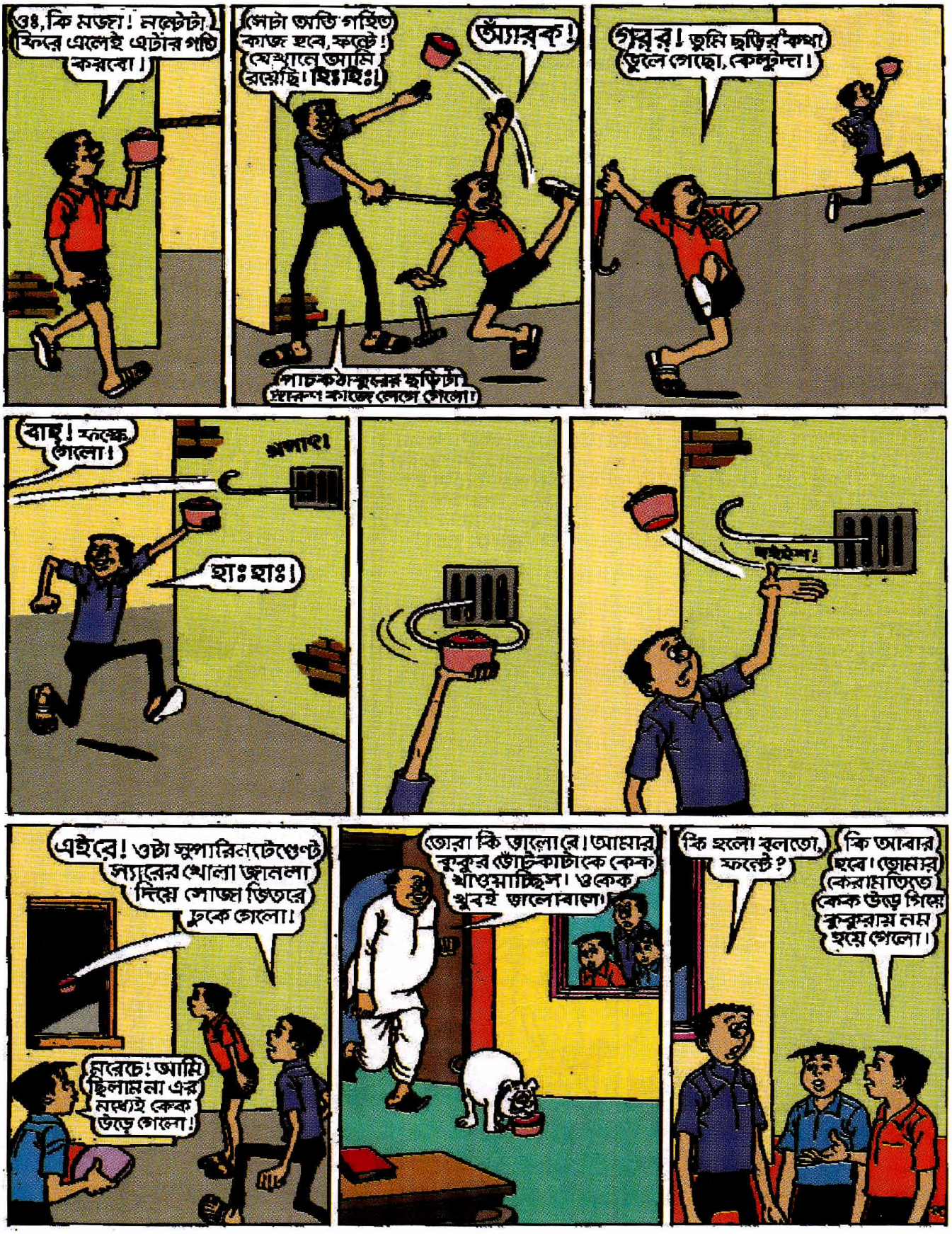
ওঃ, কি মজা! নন্টেটা ফিরে এলেই এটার গতি করবো!
সেটা অতি গর্হিত কাজ হবে, ফন্টে! যেখানে আমি রয়েছি। হিঃ হিঃ!
অ্যাঁরক্!
পাচকঠাকুরের ছড়িটা স্বারুণ কাজে লেগে গেলো!
গরর! তুমি ছড়ির কথা ভুলে গেছো, কেল্টুদা!
বাহ! ফস্কে গেলো!
হাঃ হাঃ!
এইরে! ওটা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের খোলা জানলা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলো!
মরেচে! আমি ছিলাম না এর মধ্যেই কেক উড়ে গেলো!
তোরা কি ভালো রে! আমার কুকুর ভোঁটকাটাকে কেক খাওয়াচ্ছিস। ও কেক খুবই ভালোবাসা!
কি হলো বলতো, ফন্টে?
কি আবার হবে। তোমার কেরামতিতে কেক উড়ে গিয়ে কুকুরায় নম হয়ে গেলো।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ













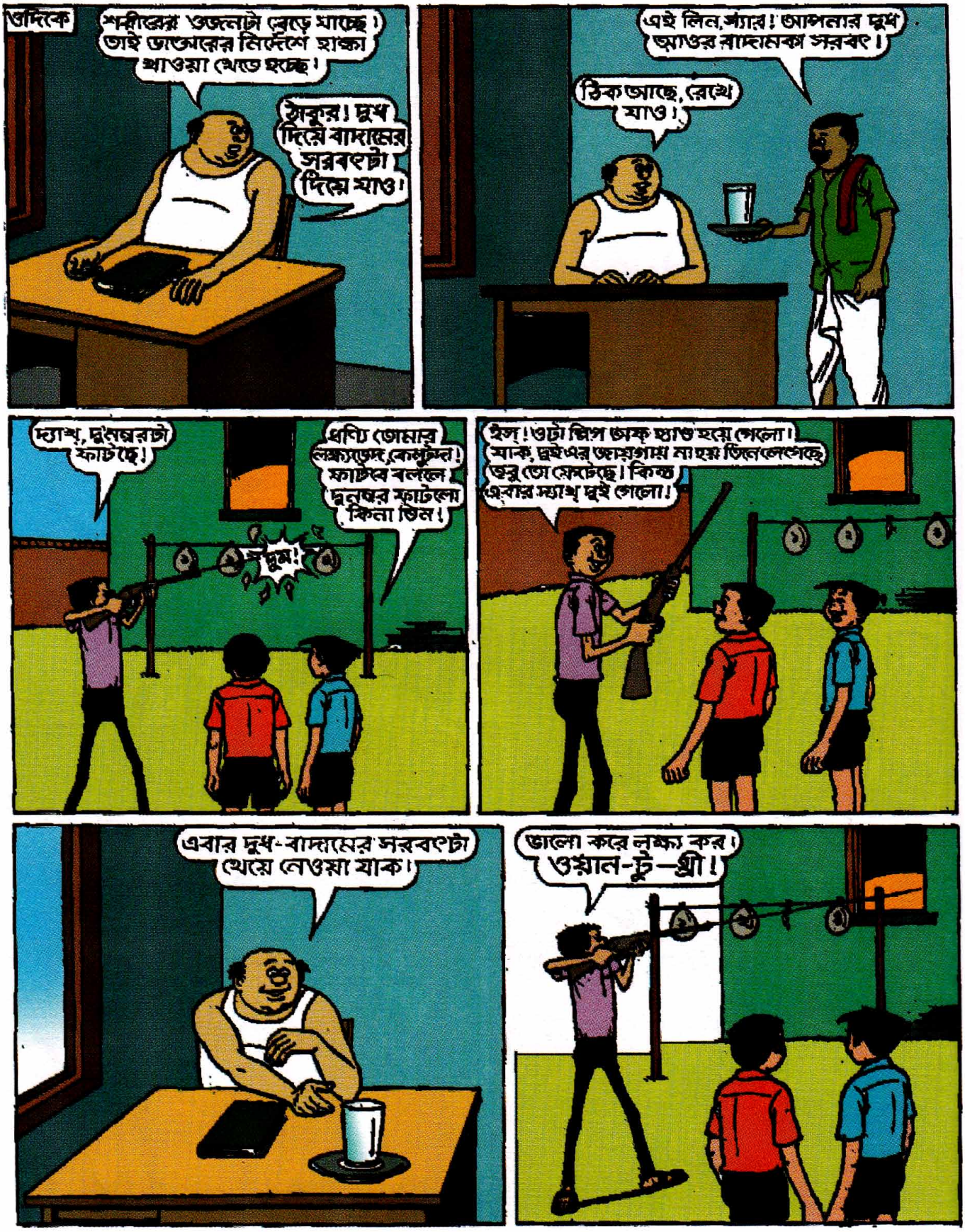
ওদিকে
শরীরের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে। তাই ডাক্তারের নির্দেশে হাল্কা খাওয়া খেতে হচ্ছে।
ঠাকুর! দুধ দিয়ে বাদামের সরবৎটা দিয়ে যাও।
এই নিন,স্যার! আপনার দুধ আওর বাদামকা সরবৎ।
ঠিক আছে, রেখে যাও।
দ্যাখ্, দুনম্বরটা ফাটছে!
ধন্যি তোমার লক্ষ্যভেদ,কেষ্টদা! ফাটবে বললে দুনম্বর ফাটলো কিনা তিন!
দুম!
ইস্! ওটা মিস্ অফ্ হ্যাণ্ড হয়ে গেলো! যাক্, দুই এর জায়গায় না হয় তিনে লেগেছে, তবু তো লেগেছে! কিন্তু এবার স্যাখ্ দুই গেলো!
এবার দুধ-বাদামের সরবৎটা খেয়ে নেওয়া যাক।
ভালো করে লক্ষ্য কর! ওয়ান-টু—থ্রী!

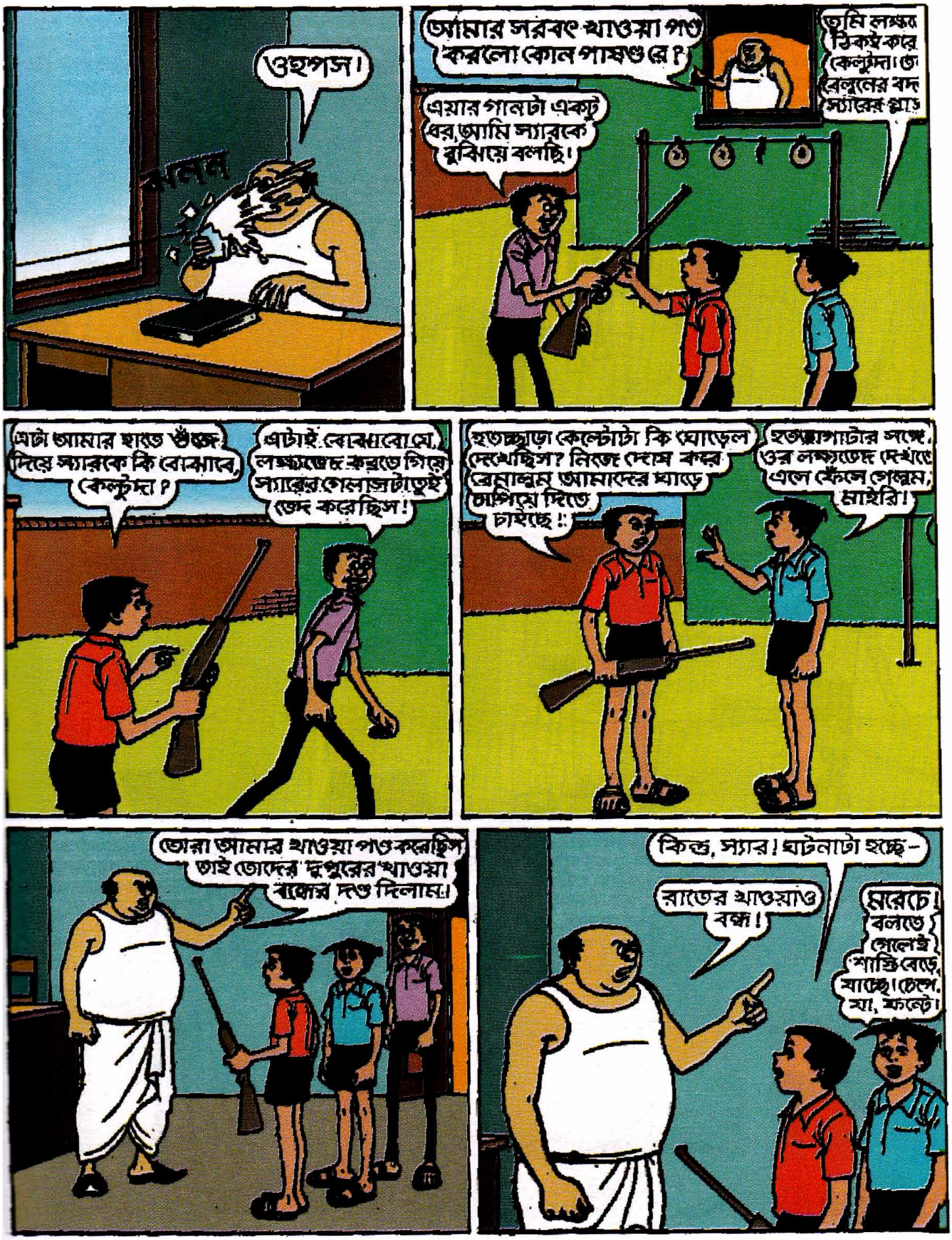
ওহপজ।
আমার সরবৎ খাওয়া পণ্ড করলো কোন পাষণ্ড রে?
তুমি লক্ষ্য ঠিকই করে কেলুদা। তা বেলুনের বদ স্যারের গ্লাস
এয়ার গানটা একটু ধর, আমি স্যারকে বুঝিয়ে বলছি।
এটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে স্যারকে কি বোঝাবে, কেলুদা?
এটাই বোঝাবো যে, লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে স্যারের গেলাসটাতুই ভেদ করেছিস!
হতচ্ছাড়া কেলেটাটা কি ঘোড়েল দেখেছিস? নিজে দোষ করে বেমালুম আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে!!
হতচ্ছাগাটার সঙ্গে ওর লক্ষ্যভেদ দেখতে এলে ফেঁসে গেলুম, মাইরি!
তোরা আমার খাওয়া পণ্ড করেছিস তাই তোদের দুপুরের খাওয়া বন্ধের দণ্ড দিলাম।
কিন্তু, স্যার! ঘটনাটা হচ্ছে –
রাতের খাওয়াও বন্ধ!
মরেচে! বলতে গেলেই শাস্তি বেড়ে যাচ্ছে। চেপে যা, ফন্টে।

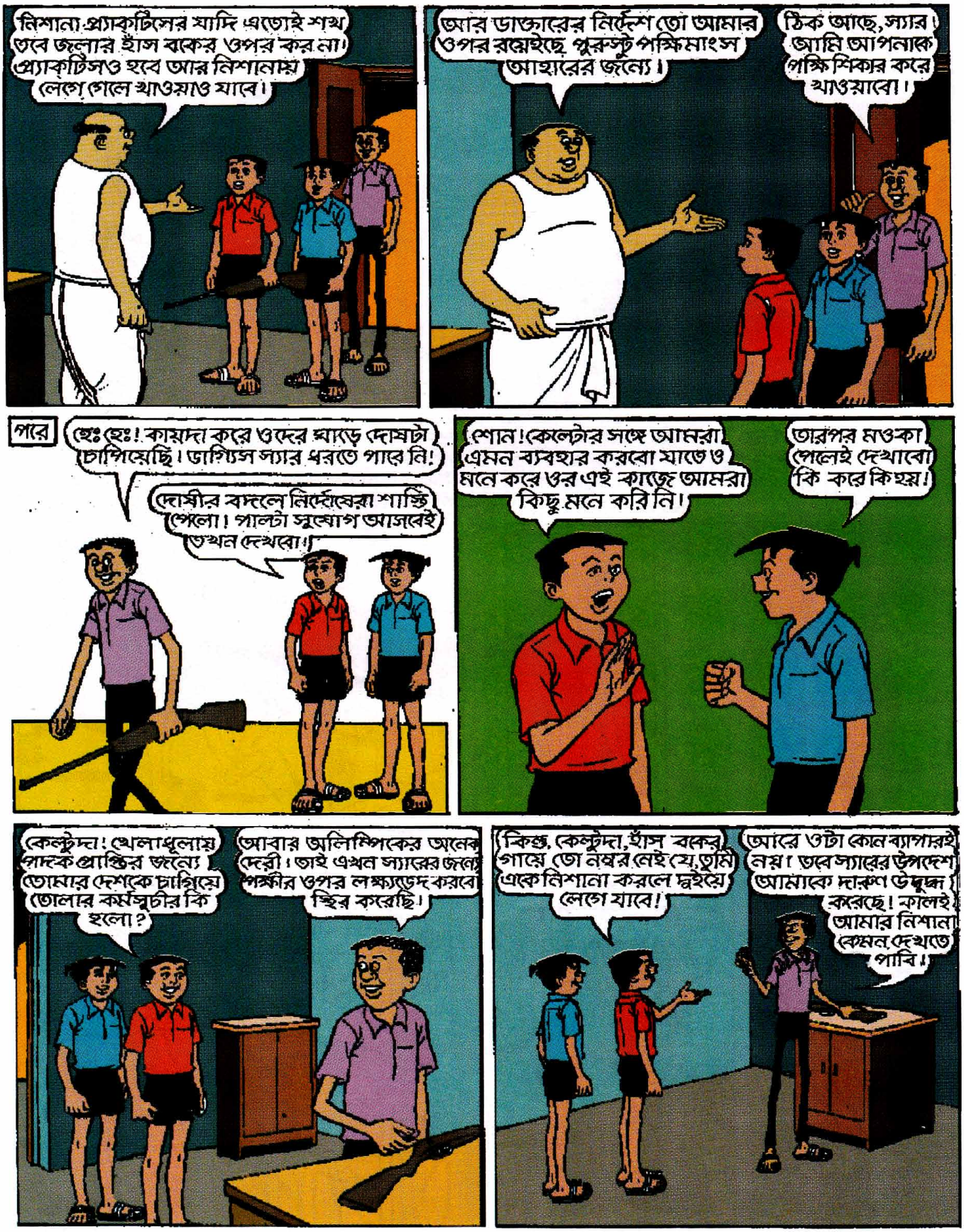
নিশানা প্র্যাকটিসের যদি এতোই শখ তবে জলার হাঁস বকের ওপর কর না। প্র্যাকটিসও হবে আর নিশানায় লেগে গেলে খাওয়াও যাবে।
আর ডাক্তারের নির্দেশ তো আমার ওপর রয়েইছে পুরুস্টু পক্ষিমাংস আহারের জন্যে।
ঠিক আছে, স্যার। আমি আপনাকে পক্ষি শিকার করে খাওয়াবো।
পরে
হেঃ হেঃ! কায়দা করে ওদের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়েছি। ডাগ্যিস স্যার ধরতে পারে নি!
দোষীর বদলে নির্দোষেরা শাস্তি পেলো। পালটা সুযোগ আসবেই তখন দেখবো!
শোন! কেলটার সঙ্গে আমরা এমন ব্যবহার করবো যাতে ও মনে করে ওর এই কাজে আমরা কিছু মনে করি নি।
তারপর মওকা পেলেই দেখাবো কি করে কি হয়!
কেলুদা! খেলাধুলায় গাদক প্রাপ্তির জন্যে তোমার দেশকে চাগিয়ে তোলার কর্মসূচীর কি হলো?
আবার অলিম্পিকের অনেক দেরী। তাই এখন স্যারের জলে পক্ষীর ওপর লক্ষ্যভেদ করবো স্থির করেছি।
কিন্তু, কেলুদা, হাঁস বকের গায়ে তো নম্বর লেই যে, তুমি একে নিশানা করলে দুইয়ে লেগে যাবে!
আরে ওটা কোন ব্যাপারই নয়। তবে স্যারের উপদেশ আমাকে দারুণ উদ্বুদ্ধ করেছে! কালই আমার নিশানা কেমন দেখতে পাবি।

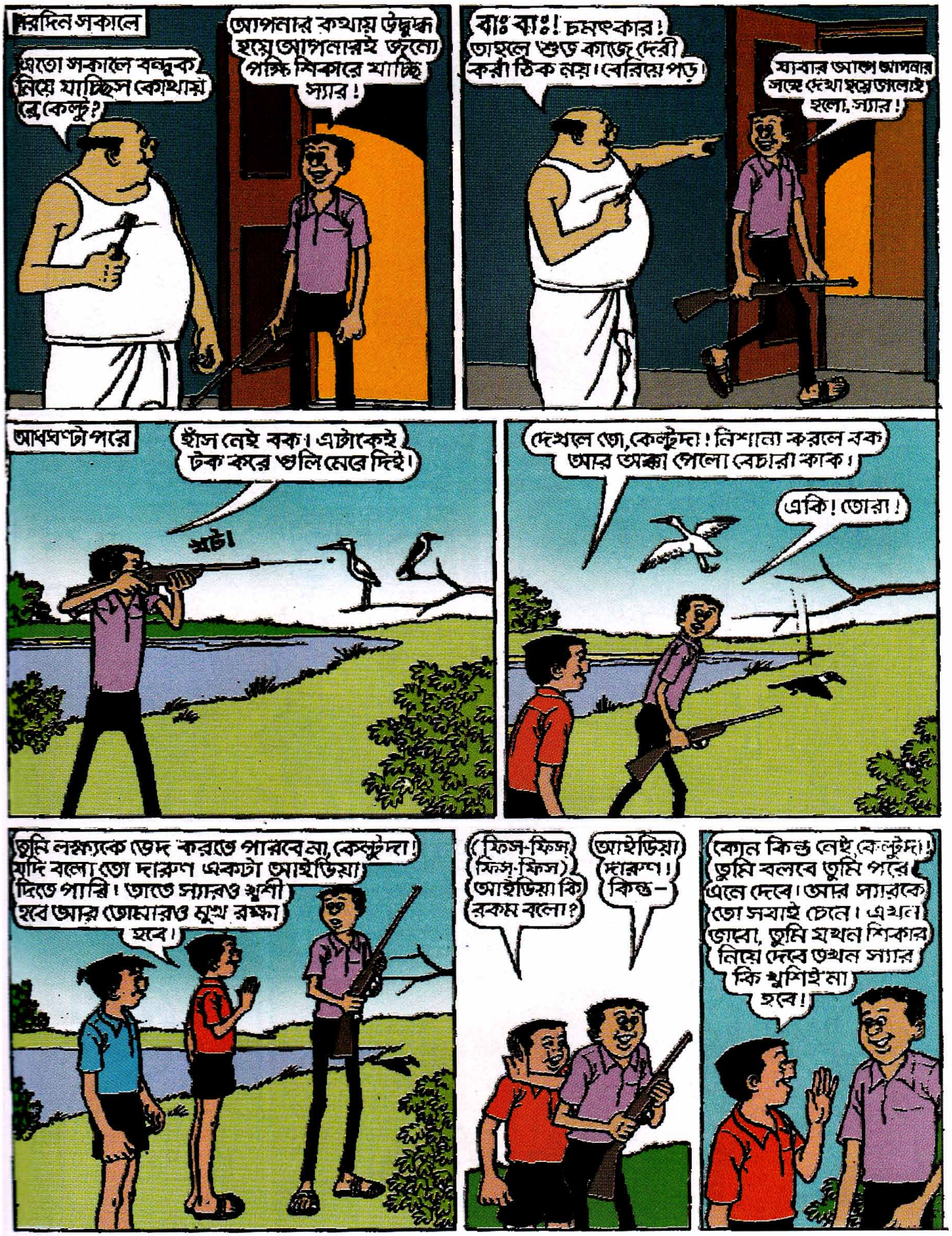
পরদিন সকালে
এতো সকালে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিস কোথায় রে, কেলু?
আপনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারই জন্যে পক্ষি শিকারে যাচ্ছি স্যার!
বাঃ বাঃ! চমৎকার! তাহলে শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়। বেরিয়ে পড়।
যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো, স্যার!
আধঘণ্টা পরে
হাঁস নেই বক। এটাকেই টক করে গুলি মেরে দিই।
গুড়ুম।
দেখলে তো, কেলুদা! নিশানা করলে বক আর অক্কা পেলো বেচারা কাক।
একি! তোরা!
তুমি লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না, কেলুদা! যদি বলো তো দারুণ একটা আইডিয়া দিতে পারি। তাতে স্যারও খুশী হবে আর তোমারও মুখ রক্ষা হবে।
(ফিস-ফিস ফিস-ফিস) আইডিয়া কি রকম বলো?
আইডিয়া দারুণ! কিন্তু—
কোন কিন্তু নেই কেলুদা! তুমি বলবে তুমি পরে এসে দেবে। আর স্যারকে তো সবাই চেনে। এখন ভাবো, তুমি যখন শিকার নিয়ে দেবে তখন স্যার কি খুশিই না হবে!

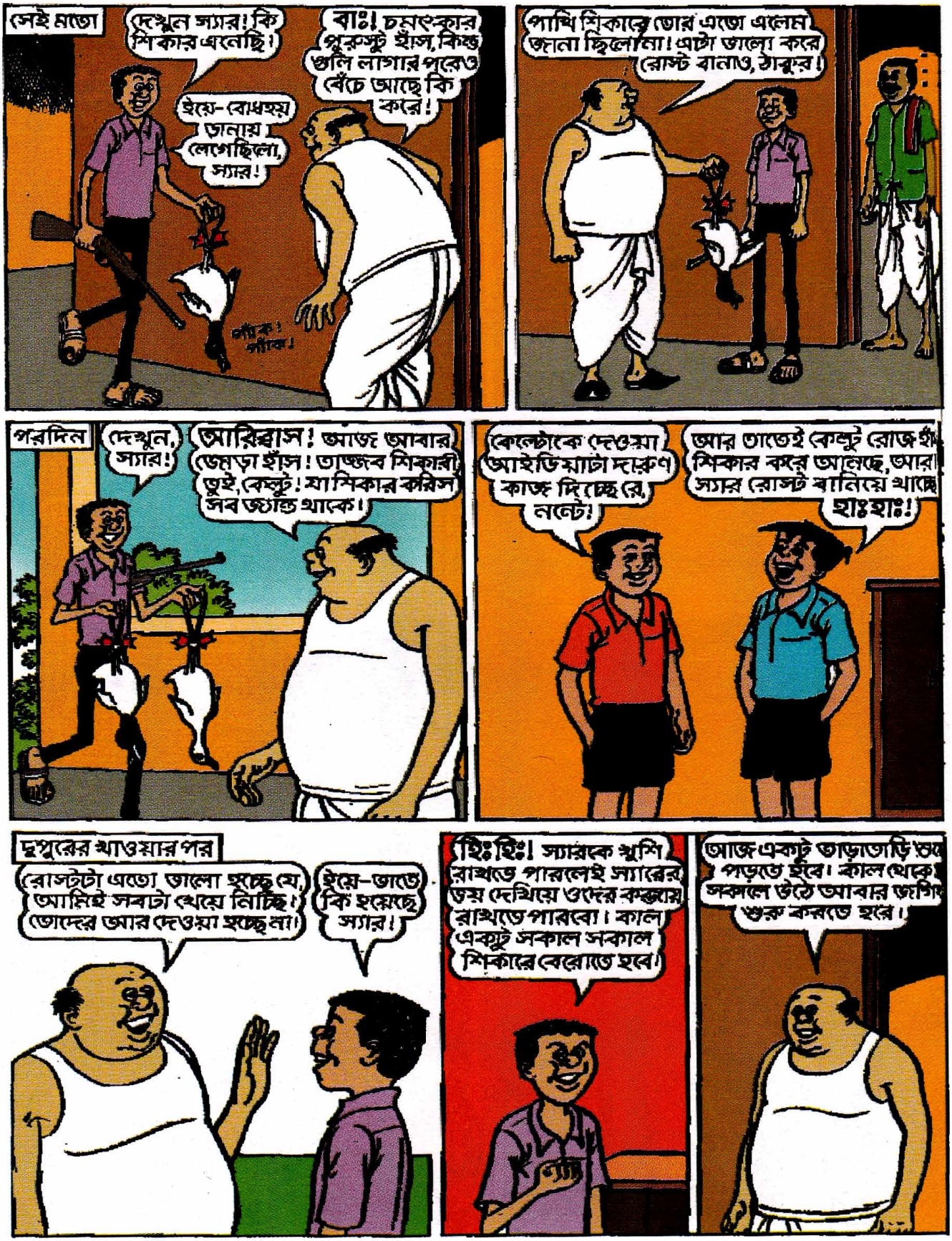
সেই মতো
দেখুন স্যার! কি শিকার এনেছি!
ইয়ে- বোধহয় ডানায় লেগেছিলো, স্যার!
বাঃ! চমৎকার পুরুস্টু হাঁস, কিন্তু গুলি লাগার পরেও বেঁচে আছে কি করে!
পাখি শিকারে তোর এতো এলেম জানা ছিলোনা! এটা ভালো করে রোস্ট বানাও, ঠাকুর!
পরদিন
দেখুন, স্যার!
আরিব্বাস! আজ আবার জোড়া হাঁস! তাজ্জব শিকারী তুই, বেল্টু! যা শিকার করিস সব জ্যান্ত থাকে।
বেল্টুকে দেওয়া আইডিয়াটা দারুণ কাজ দিচ্ছে রে, নন্টে!
আর তাতেই বেল্টু রোজ হাঁস শিকার করে আনছে, আর স্যার রোস্ট বানিয়ে খাচ্ছে
হাঃহাঃ!
দুপুরের খাওয়ার পর
রোস্টটা এতো ভালো হচ্ছে যে, আমিই সবটা খেয়ে নিচ্ছি! তাদের আর দেওয়া হচ্ছে না!
ইয়ে- তাতে কি হয়েছে স্যার!
হিঃহিঃ! স্যারকে খুশি রাখতে পারলেই স্যারের ভয় দেখিয়ে ওদের কব্জায় রাখতে পারবো। কাল একটু সকাল সকাল শিকারে বেরোতে হবে।
আজ একটু তাড়াতাড়ি শুতে পড়তে হবে। কাল থেকে সকালে উঠে আবার জগিং শুরু করতে হবে।


আজই আমার শেষ শিকার। এবার পক্ষি শিকারের ঝক্কিটা কায়দা করে নন্টে আর ফন্টের ঘাড়ে চাপাতে হবে।
ওদিকে
কেলুটার শিকার করা হাঁসের রোস্ট এবং জগিং করলেই শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।
স্যার জগিং করতে বেরোলো রে, নন্টে!
কেলেটাও বেরিয়েছে। চল আমরাও যাই, ফন্টে!
এই যে, আপনিই তো ছার ছুপারিনটিন বাবু?
হ্যাঁ, আমিই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কিন্তু আপনি?
আপনি আমাকে চ্যানবেন না কিন্তুক আমার হাঁস ক্যামন খায়াছেল কন, ছার!
কিন্তু সে আপনার হাঁস কেন হবে! সে তো আমার বোর্ডিং স্কুলের ছেলে শিকার করে আনতো!
হাঃহাঃ! আপনাকে তাই বুলছে বুঝি! উই জলায় হাঁস আসে না। আর উই বাবুর তো বন্দুকে টিপাও নাই! বক মারতে গিয়া কাক মারতে দেখ্যাছি আমি। তাই আমার কাছ থেক্যা হাঁস আনলো, বুললো পরে আপনার কাছ থেক্যা নিয়া দাম দিয়া দিবে।
তার মানে আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী! আমার সঙ্গে দুনম্বরী! ঐ যে আসছে বিটকেলটা। আপনি একটু আড়ালে দাঁড়ান তো।


হাঁসওয়ালা নেই, মরুক গে! আজ স্যারকে বলবো যে, নন্টে আর ফল্টেকে আপনি রোস্ট দেননি। সেই রাগে ওরা কার কাছ থেকে আপনার নাম করে হাঁস এনে নিজেরা খেয়েছে! হিঃহিঃ!
আজ হাঁস শিকার করতে পারিস নি বুঝি? তাতে কি হয়েছে। তোর এয়ারগানটা একটু দেখি!
হ্যাঁ, স্যার! নিন, স্যার!
দু একটা ছিলো, স্যার। আমি আস্তে আস্তে বন্দুক বাগিয়ে সেই – ইরুক!
কি হলো? কথার খেই হারিয়ে ফেললি কেন?
এই তো শিকারীবাবু!
হতচ্ছাড়া, ধাপ্পাবাজ, ছিঁচো, নর্কট! আমার পয়সা দিয়েই আমাকে হাঁসি খাইয়ে আবার হাঁস শিকারের বাহাদুরী! আজ আমি তোকে শিকার করবো!
স্যারের কি টিপ রে, মাইরি! অলিম্পিকে পাঠালে নির্ঘাত সোনা!
অপারেশন কেল্লা সফল!
পালাচ্ছিস কোথায় হতচ্ছাড়া?
ওরে বাবারে! গেছি রে!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাপ রে! চুলাতে হামার আঙ্গুল পুড়িয়ে গেলো!
তুমি অবশ্যই এখুনি সিধে বোভিয়ের ডাক্তারের কাছে গিয়ে তোমার হাতটা ড্রেস করিয়ে নাও, পাচকঠাকুর!
হিঃ হিঃ! এবার এই উপাদেয় দই বড়া দিয়ে তৃপ্তি করে জলযোগ!
সাবধান, ফন্টে! কিচেনের দেয়ালে বল লাথাস না। রান্নার ঠাকুর বলেছে এত ঝাঁকুনি খেয়ে ওর পাত্র নীচে পড়ে যায়।
দড়াম!
কেল্টু! হাঁচি থামা। নোংরা জীবাণু কিচেনের চতুর্দিকে ছিটোচ্ছিস!
আঙা-হ্যাঁচ্চো!
মনে হচ্ছে তুই বিশ্রী ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে চল।
আঙা-হ্যাঁচ্চো!
কিচ্ছু পড়েনি রে, নন্টে! আরিব্বাস! দ্যাখ এক গামলা দইবড়া, আর কেউ এটা পাহারা দিচ্ছে না! আজ আমাদের উপাদেয় ভোজ খাওয়ার কি ভাগ্য রে, ভাইরি!
উমফ! ইয়ুফস এই ওষুধটা বীভৎস


দইবড়ার গন্ধ! এটা এই কর্মশিক্ষার ঘর থেকে আসছে!
বাহ্! ওরা ওটা কব্জা করেছে! ওর বদলে এবার এই মুগুরের ঘা খাবে!
তাড়াতাড়ি শুরু কর, নন্টে! না হলে কোথা দিয়ে আবার বাধা এসে যাবে!
ওফ্!
উফ্!
ঠকাস! ঠকাস!
চোট খেয়ে তোদের মাথায় বিশ্রী আব গজিয়েছে, নন্টে আর ফন্টে! তোরা এখনি গিয়ে ডাক্তার দেখা!
আখুন সমঝাতে পারলম হামার দহিবড়া কুথায় গিয়েছিলো!
দুটোকে কাত করে এটা হাত করেছি!
ইয়োক্চ্!
চাই!
আরিব্বাস! আজ দেখছি আমার খুবই ব্যস্ততার দিন এসো, কেল্টু—চোট খেয়ে গজিয়ে ওঠা তোমার ঐ বিশ্রী আবটা ব্যাণ্ডেজ করে দিই!
খুবই দুঃখের ব্যাপার, কেল্টুদা! দইবড়া গায়েবের চেষ্টার অভিযোগে আজ তোমার খাওয়া বন্ধ! তোমার ভাগের দইবড়া আজ আমাদের ভাগ করে দেবে!
হিঃ হিঃ!
ওঃহোঃ!

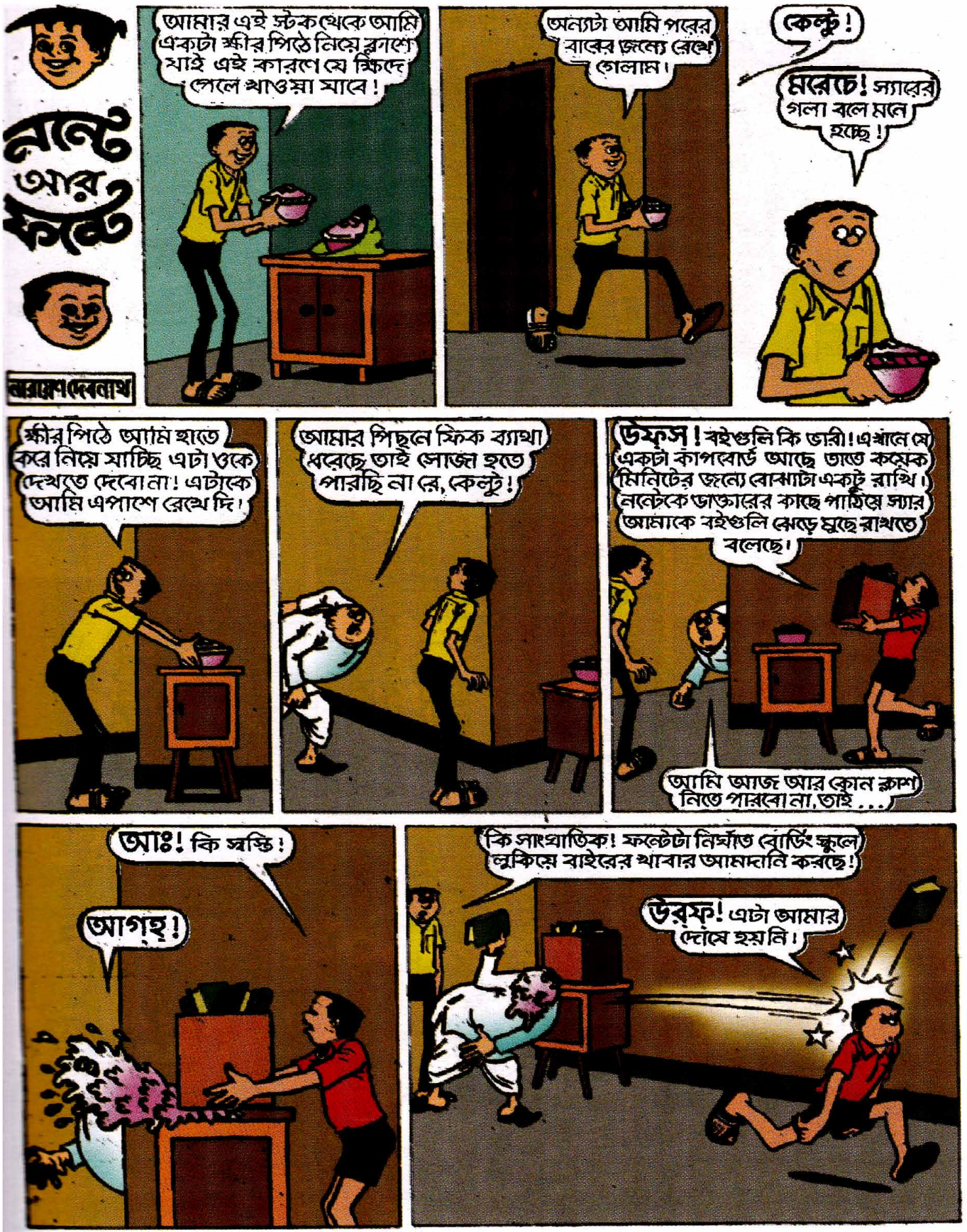
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার এই স্টক থেকে আমি একটা ক্ষীর পিঠে নিয়ে বাথরুমে যাই এই কারণে যে ক্ষিদে পেলে খাওয়া যাবে!
অন্যটা আমি পরের বারের জন্যে রেখে গেলাম।
কেল্টু!
মরেছে! স্যারের গলা বলে মনে হচ্ছে!
ক্ষীর পিঠে আমি হাতে করে নিয়ে যাচ্ছি এটা ওকে দেখতে দেবো না! এটাকে আমি এপাশে রেখে দি।
আমার পিছনে ফিক ব্যাথা ধরেছে তাই সোজা হতে পারছি না রে, কেল্টু!
উফ্‌স! বইগুলি কি ভারী! এখানে যে একটা কাপবোর্ড আছে তাতে কয়েক মিনিটের জন্যে বোঝাটা একটু রাখি। নন্টেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে স্যার আমাকে বইগুলি ঝেড়ে মুছে রাখতে বলেছে।
আমি আজ আর কোন ক্লাশ নিতে পারবো না, তাই...
আঃ! কি স্বস্তি!
আগহ!
কি সাংঘাতিক! ফন্টেটা নির্ঘাত বোর্ডিং স্কুলে লুকিয়ে বাইরের খাবার আমদানি করছে!
উরফ্‌! এটা আমার দোষে হয়নি।


বাহ! কেল্টোটা নিজের দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। আমি এজন্যে ওর কাছে কৈফিয়ত চাইবো।
আচ্ছা, কেল্টুদা এখানে নেই কিন্তু সুস্বাদু একটা ক্ষীর পিঠে রয়েছে! হিঃহিঃ!
কেল্টুদার জন্যে আমাকে চোট খেতে হয়েছে সুতরাং এখন আমিওর এই ক্ষীর পিঠে নিচ্ছি খাওয়ার জন্যে! এটাই উচিত!
ফল্টে! আমার ক্ষীরের পিঠে ফিরিয়ে দিয়ে যা!
মরেচে! আমায় দেখে ফেলেছে!
আমি এটাকে বাগানের বেড়ার ওধারে লুকিয়ে ফেলি!
আমি ওটা দেখেছি!
ক্ষীর পিঠে এখানে কি করছে?
ক্ষীর পিঠে? আমি একটাও ক্ষীর পিঠে পাইনি!
না-এখানে না! তুই ওটা বেড়ার ওপাশে রেখেছিস!
!
আউফস্!
গরর্! দ্যাখ্ কেমন মজা!
একি! ডাক্তার আসার আগেই স্যার কেল্টোর পিছনে দৌড়োচ্ছে যে রে!
হিঃহিঃ! কেল্টো স্যারের কোমর সোজা করে দিয়েছে, কিন্তু স্যারকে সেজন্যে মোটেই কৃতজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে না।

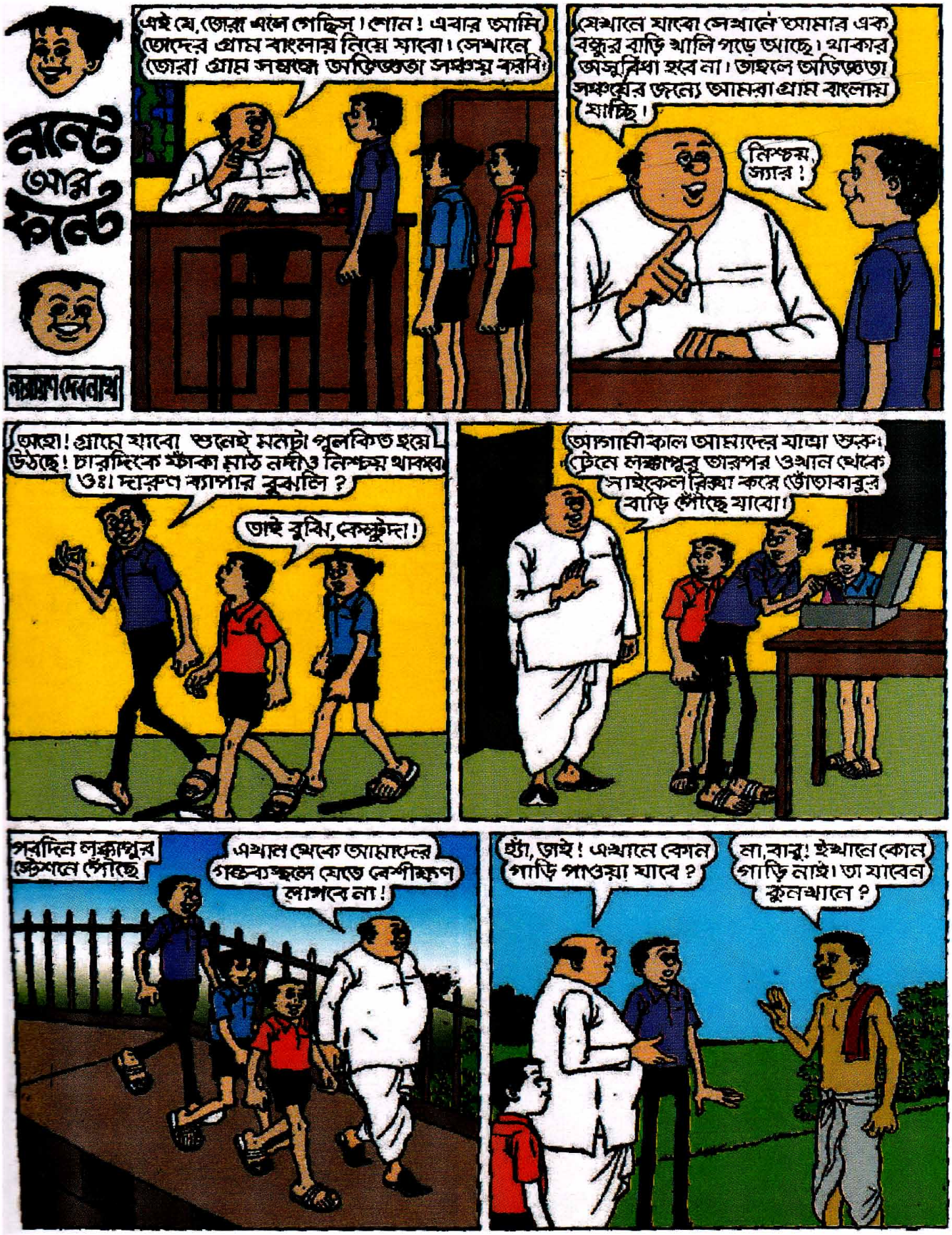
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই যে, তোরা এসে গেছিস্! শোন! এবার আমি তোদের গ্রাম বাংলায় নিয়ে যাবো। সেখানে তোরা গ্রাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবি।
যেখানে যাবো সেখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি খালি পড়ে আছে। থাকার অসুবিধা হবে না। তাহলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে আমরা গ্রাম বাংলায় যাচ্ছি।
নিশ্চয়, স্যার!
অহো! গ্রামে যাবো শুনেই মনটা পুলকিত হয়ে উঠছে! চারদিকে ফাঁকা মাঠ নদীও নিশ্চয় থাকবে।
ওঃ! দারুণ ব্যাপার বুঝলি?
তাই বুঝি, কেষ্টুদা!
আগামীকাল আমাদের যাত্রা শুরু। ট্রেনে লক্ষ্মীপুর তারপর ওখান থেকে সাইকেল রিক্সা করে ভোঁতাবাবুর বাড়ি পৌঁছে যাবো।
পরদিন লক্ষ্মীপুর স্টেশনে পৌঁছে
এখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে বেশীক্ষণ লাগবে না!
হ্যাঁ, ভাই! এখানে কোন গাড়ি পাওয়া যাবে?
না, বাবু! ইখানে কোন গাড়ি নাই। তা যাবেন কুনখানে?

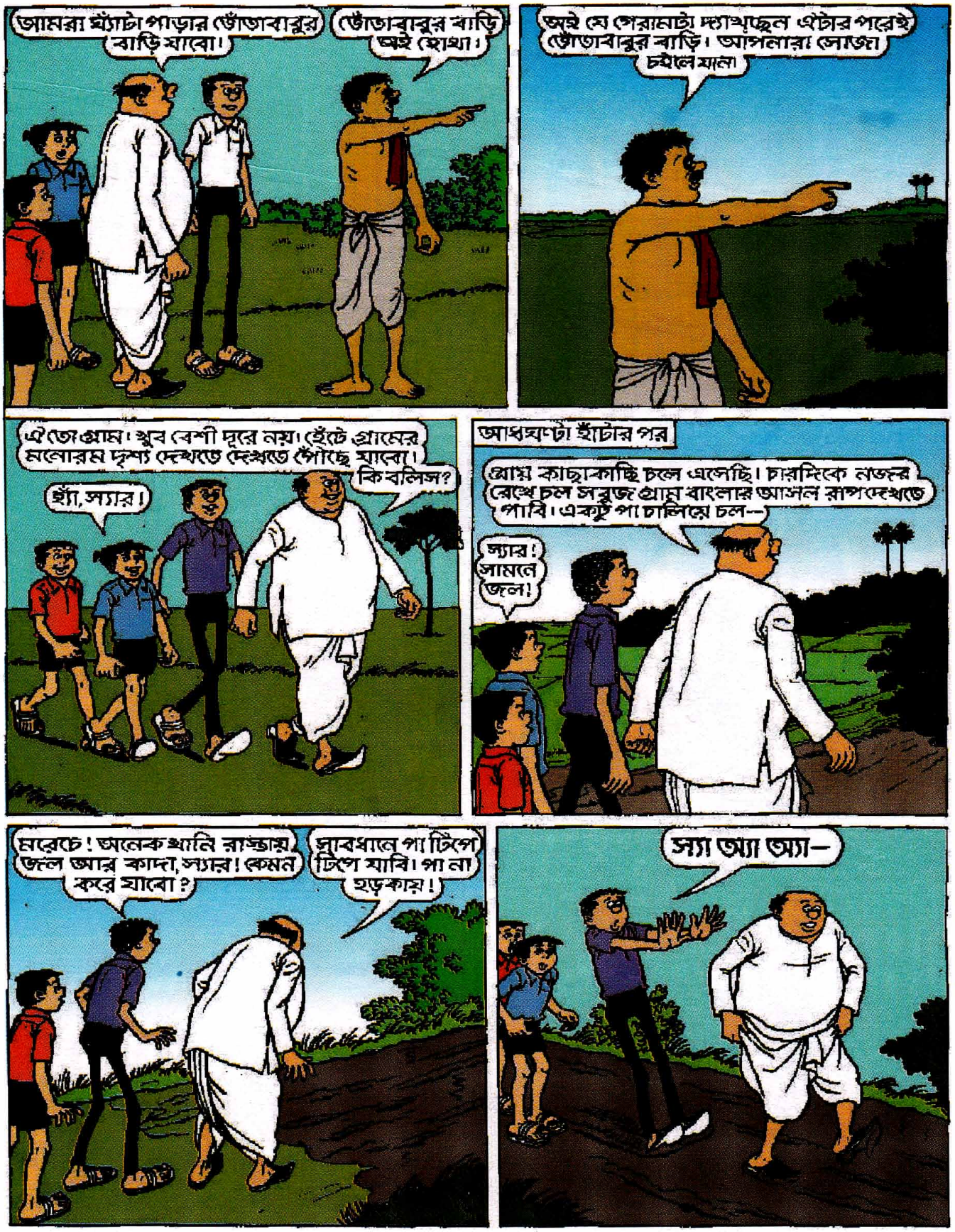
আমরা ঘ্যাঁটা পাড়ার ভোঁতাবাবুর বাড়ি যাবো।
ভোঁতাবাবুর বাড়ি? ওই হোথা।
ওই যে গেরামটা দ্যাখছেন ওটার পরেই ভোঁতাবাবুর বাড়ি। আপনারা সোজা চইলে যান।
ঐতো গ্রাম। খুব বেশী দূরে নয়। হেঁটে গ্রামের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবো।
কি বলিস?
হ্যাঁ, স্যার।
আধঘণ্টা হাঁটার পর
প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। চারদিকে নজর রেখে চল সবুজ গ্রাম বাংলার আসল রূপ দেখতে পাবি। একটু পা চালিয়ে চল—
স্যার! সামনে জল!
ঘরেচে! অনেকখানি রাস্তায় জল আর কাদা, স্যার! কেমন করে যাবো?
সাবধানে পা টিপে টিপে যাবি। পা না হড়কায়!
স্যা অ্যা অ্যা—


অ্যা অ্যার!
ওফ!
পিঠে চেপে বসে আছিস কেন, হতচ্ছাড়া! নেমে দাঁড়া! তোর জন্যে আমি উঠতে পারছি না!
নামছি, স্যার! খেয়ালে ছিলো না যে আপনার পিঠে চেপে আছি!
এই পিচ্ছিল কাদার ওপর দিয়ে সাবধানে হাঁটিস নি কেন, হতভাগা!
তাই তো মাচ্ছিলুম, স্যার! কিন্তু চারদিকের সবুজের সৌন্দর্য্য দেখতে গিয়েই তো বেমক্কা পাটা হড়কে গেলো!
একটা পুকুর খুঁজে এসব সাফ করে নিতে হবে!
তাই চলুন, স্যার!
নন্টে আর ফন্টে! তোরা একটু এগিয়ে দ্যাখ, সামনে জলাশয় আছে কি না!
নিশ্চয়, স্যার! চল ফন্টে!

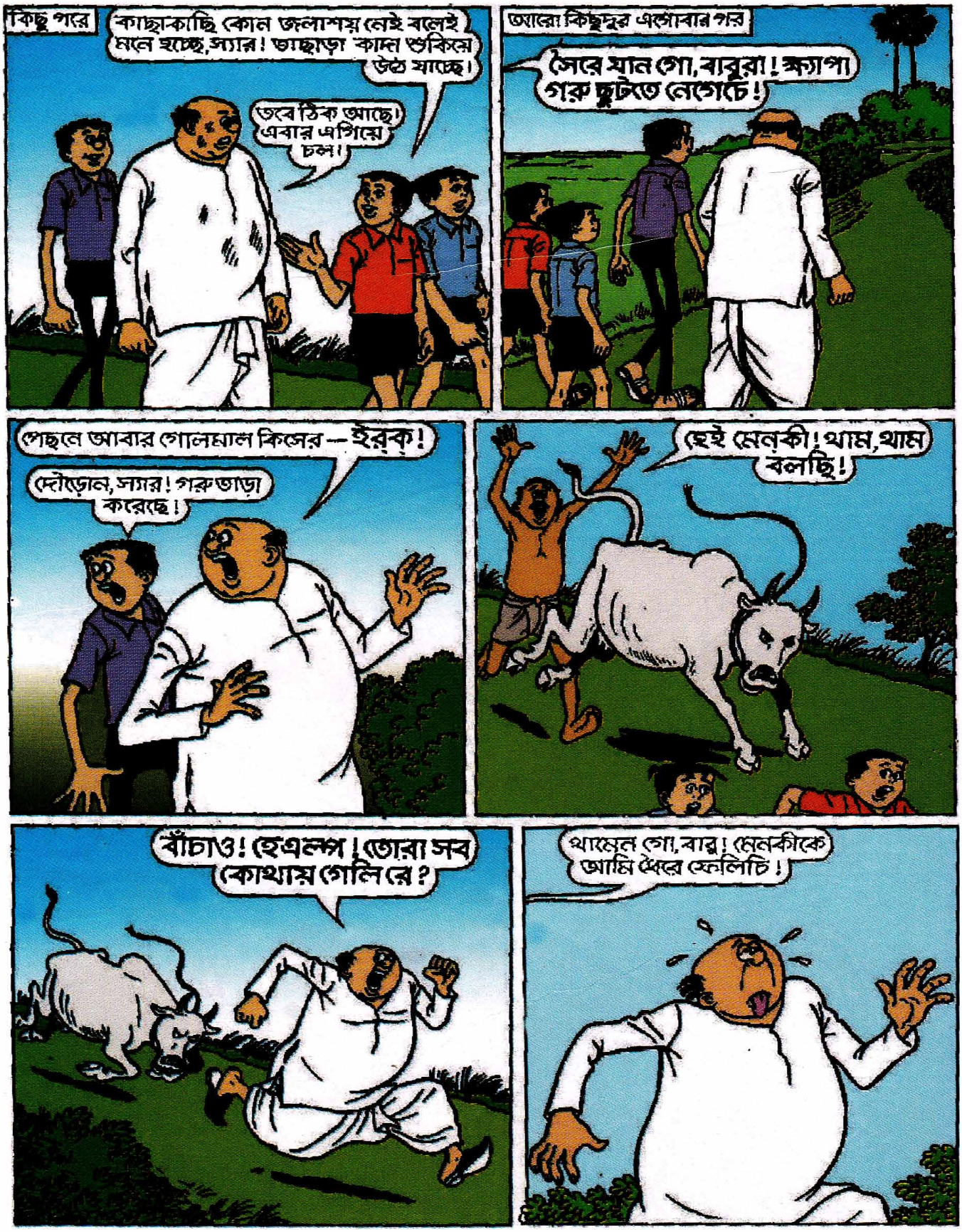
কিছু পরে
কাছাকাছি কোন জলাশয় নেই বলেই মনে হচ্ছে,স্যার! তাছাড়া কাদা শুকিয়ে উঠে যাচ্ছে।
তবে ঠিক আছে। এবার এগিয়ে চল।
আরো কিছুদূর এগোবার পর
সেরে যান গো,বাবুরা! ক্ষ্যাপা গরু ছুটতে নেগেচে!
পেছনে আবার গোলমাল কিসের — ইর্‌ক্‌!
দৌড়োন,স্যার! গরু তাড়া করেছে!
হেই মেনকী! থাম,থাম বলছি!
বাঁচাও! হেএল্প! তোরা সব কোথায় গেলি রে?
থামেন গো,বাবু! মেনকীকে আমি ধরে ফেলিচি!

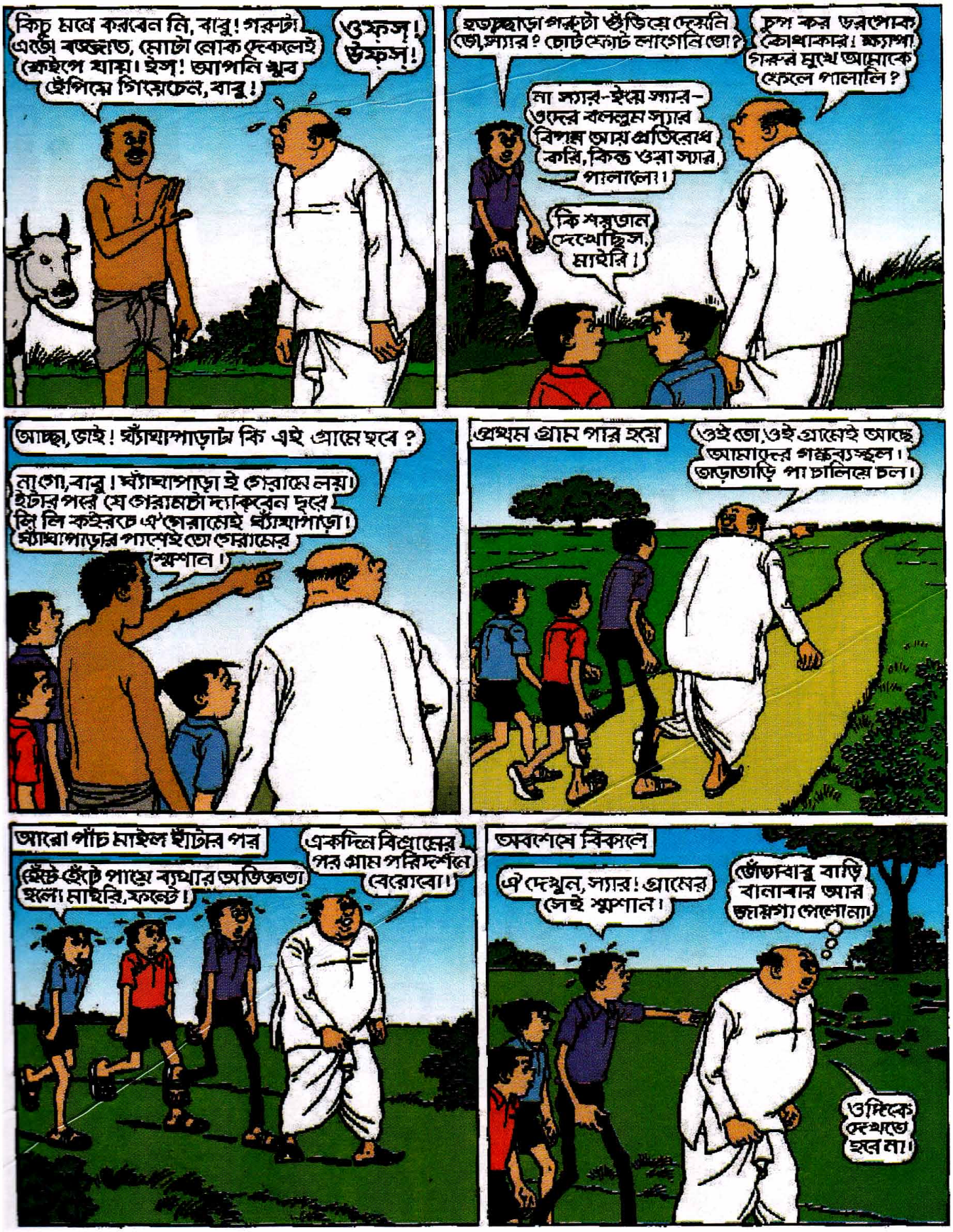
কিছু মনে করবেন নি, বাবু! গরুটা একটু বজ্জাত, মোটা লোক দেকলেই ক্ষেইপে যায়। ইস্! আপনি খুব হেঁপিয়ে গিয়েচেন, বাবু!
ওফস্! উফস্!
হতচ্ছাড়া গরুটা গুঁতিয়ে দেয়নি তো, স্যার? চোট ফোট লাগেনি তো?
না স্যার-ইয়ে স্যার- ওদের বললুম স্যার বিপক্ষ আমা প্রতিরোধ করি, কিন্তু ওরা স্যার পালালো।
কি শয়তান দেখেছিস, মাইরি!
চুপ কর ভরপোক! কোথাকার! ক্ষ্যাপা গরুর মুখে আমাকে ফেলে পালালি?
আচ্ছা, ভাই! ঘ্যাঁঘাপাড়াটা কি এই গ্রামে হবে?
না গো, বাবু! ঘ্যাঁঘাপাড়া ই গেরামে লয়। ইটার পরে যে গেরামটা দ্যাকবেন দূরে। সি লি কইরচে এ'গেরামেই ঘ্যাঁঘাপাড়া। ঘ্যাঁঘাপাড়ার পাশেই তো গেরামের শ্মশান।
প্রথম গ্রাম পার হয়ে
ওই তো, ওই গ্রামেই আছে আমাদের গন্তব্যস্থল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল।
আরো পাঁচ মাইল হাঁটার পর
হেঁট হেঁট পায়ে ব্যথার অভিজ্ঞতা হলো মাইরি, ফল্টে!
একদিন বিশ্রামের পর গ্রাম পরিদর্শনে বেরোবো।
অবশেষে বিকালে
ঐ দেখুন, স্যার! গ্রামের সেই শ্মশান।
ভোঁতাবাবু বাড়ি বানাবার আর জায়গা পেলোনা!
ওদিকে দেখতে হবে না।


ওঃ! অনেক হাঁটা হয়েছে। এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।
সেই ভালো, স্যার।
ওদিকে
উরু ভঙ্গ পালা হবে না। ভীম চরিত্রের অ্যাঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
ওসব জানতাড়া শুনতে চাই না, দাদু! যেখান থেকে হোক ভীম জোগাড় করুন।
উরু ভঙ্গ না হলে—আমার নাম পঙ্কা—মহাভারতে আমি লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে আপনার উরু ভঙ্গ করে—
আঃহা! এতো স্বয়ং ভীম বসে আছে!
কোথায়?
এইতো এখানে। নিন এবারে আপনি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের পালা শুরু করার উদ্যোগ করুন।
কিন্তু উনি কি রাজি হবেন?
রাজি হবেন না মানে? এই সত্যি ভীমের মতো গদর নিয়ে রাজি না হয়ে যাবে কোথায়। পালাবার চেষ্টা করলে দুর্যোধনের আগেই ভীমের উরু ভঙ্গ হয়ে যাবে। নিন উঠে পড়ুন।
কাণ্ডটা খুব জালো মনে হচ্ছে না, নন্টে! চল লুকিয়ে পড়ি।
আমারও সেই রকমই হচ্ছে।
আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন আমি অ্যাকটিংএর অ জানিনা।

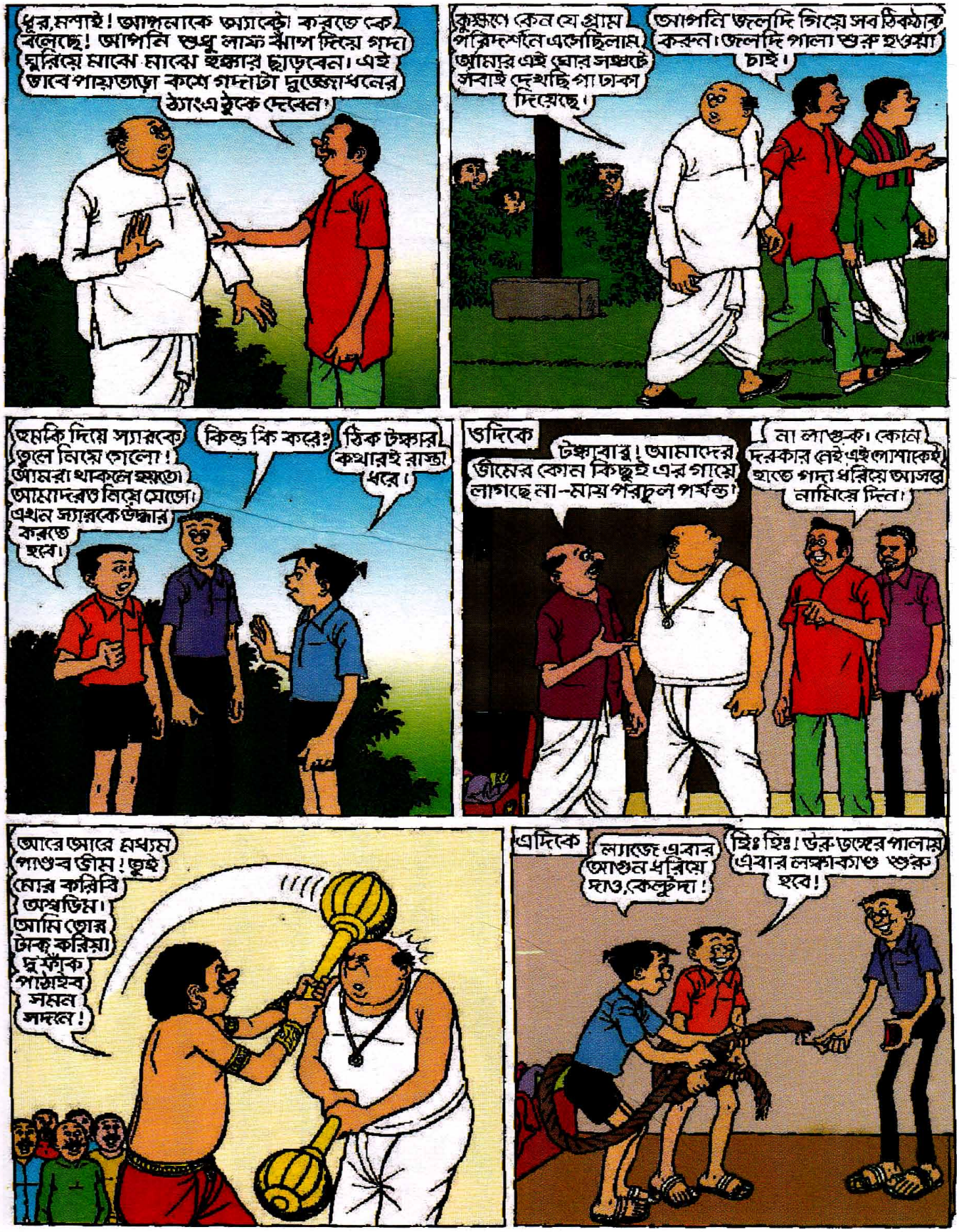
ধুর,মশাই! আপনাকে অ্যাক্টো করতে কে বলেছে! আপনি শুধু লাফ ঝাঁপ দিয়ে গদা ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়বেন। এই ভাবে পায়তাড়া কষে গদাটা দুজ্জোধনের ঠ্যাংএ ঠুকে দেবেন।
কুক্ষণে কেন যে গ্রাম পরিদর্শনে এসেছিলাম। আমার এই ঘোর সঙ্কটে সবাই দেখছি গা ঢাকা দিয়েছে।
আপনি জলদি গিয়ে সব ঠিকঠাক করুন। জলদি গালা শুরু হওয়া চাই।
হুমকি দিয়ে স্যারকে তুলে নিয়ে গেলো! আমরা থাকলে ক্ষতো। আমাদেরও নিয়ে যেতো। এখন স্যারকে উদ্ধার করতে হবে।
কিন্তু কি করে?
ঠিক টক্কার কথারই রাস্তা ধরে।
ওদিকে
টক্কাবাবু! আমাদের ভীমের কোন কিছুই এর গায়ে লাগছে না--মায় পরচুল পর্যন্ত!
না লাগুক। কোন দরকার নেই এই পোশাকেই হাতে গদা ধরিয়ে আসরে নামিয়ে দিন।
আরে আরে অধম পাণ্ডব ভীম! তুই মোর করিবি অশ্বডিম। আমি তোর টাক করিয়া দুর্ফাঁক পাঠাইব সমন সদনে!
এদিকে
ল্যাজে এবার আগুন ধরিয়ে দাও,কেলুদা!
হিঃ হিঃ! উরু ডঙ্কের পালায় এবার লঙ্কাকাণ্ড শুরু হবে!


শিরে তোর গজিয়েছে আব! মোর সনে গদা যুদ্ধে নেই কোন লাভ
অহেতুক শুধু মৃত্যু ছাড়া।
বাহবা, দুর্যোধন যুদ্ধটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে জমিয়ে করো!
আরে, আরে, পাপিষ্ঠ একজন, টক্কা! তুই দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ পালা দেখছিস?
এবার লঙ্কাকাণ্ড দেখিয়ে দিচ্ছি!
ওরে বাবা! মহাভারতেও যে লঙ্কাকাণ্ড আছে তা তো জানি না!
বাঁচাও বাঁচাও! আগুন!
স্যার! পালিয়ে চলুন। এই মওকা!
দাঁড়া!
ওফস্!
দৌড়োন, স্যার! ওরা লঙ্কাকাণ্ডের রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই আমরা যাতে ওদের এলাকা পেরিয়ে যেতে পারি।
পরদিন
কাল দৌড় ঝাঁপ করে শরীরটায় বড় ব্যথা হয়েছে। একটু দলাই মলাই দরকার।
উহু! ওরা নয় তুই করবি।
ঠিক আছে, স্যার! নন্টে আর ফন্টে দুজনে করে দিচ্ছে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

















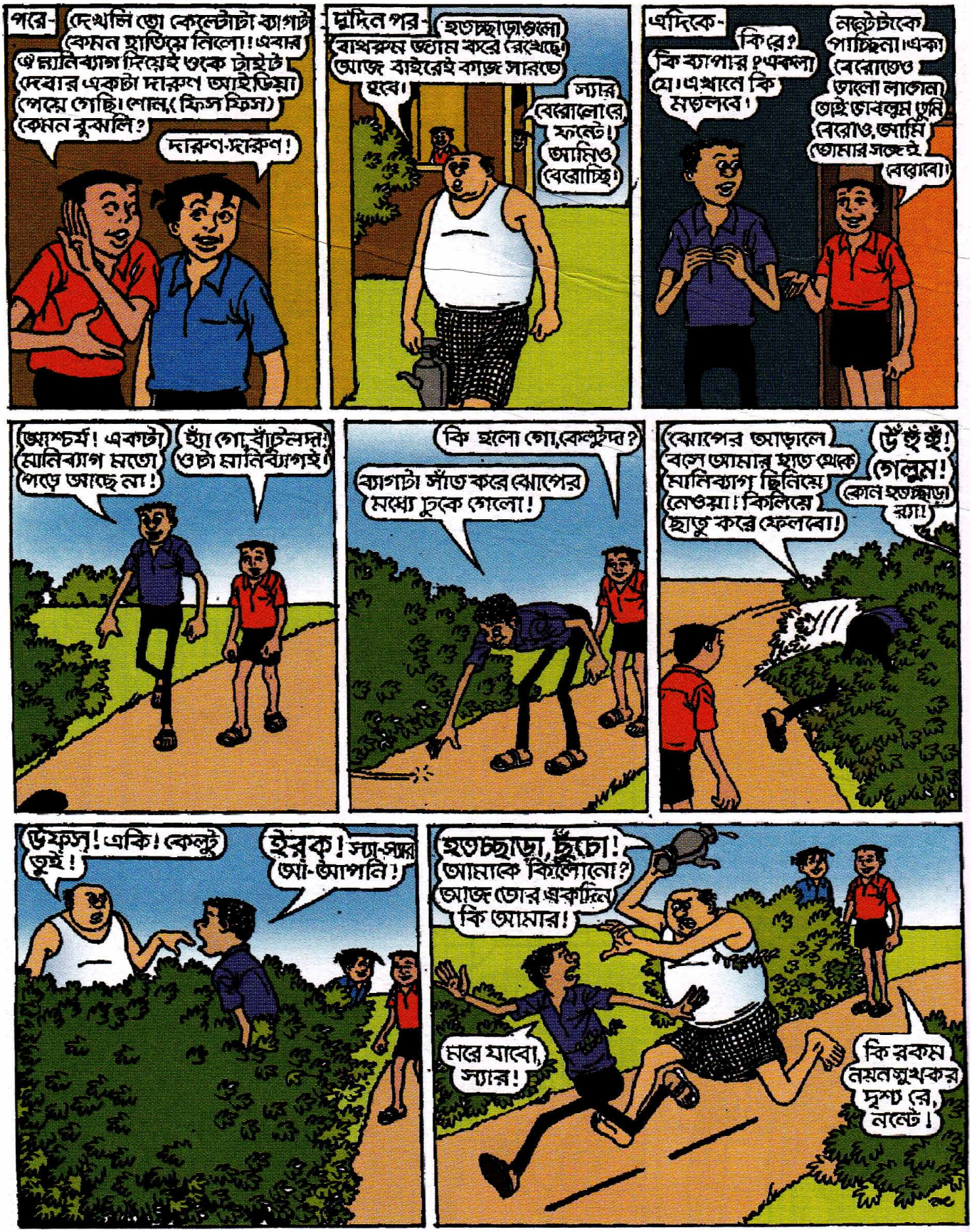
পরে-
দেখলি তো কেল্টোটা ব্যাগটা কেমন হাতিয়ে নিলো! এবার ঐ ম্যানিব্যাগ দিয়েই ওকে টাইট দেবার একটা দারুণ আইডিয়া পেয়ে গেছি। শোন,(ফিস ফিস) কেমন বুঝলি?
দারুণ-দারুণ!
দুদিন পর-
হতচ্ছাড়াগুলো বাথরুম ভ্যান করে রেখেছে! আজ বাইরেই কাজ সারতে হবে।
স্যার বেরোলো রে ফন্টে! আমিও বেরোচ্ছি!
এদিকে-
কি রে? কি ব্যাপার? একলা যে! এখানে কি মতলবে!
নন্টুটাকে পাচ্ছিনা। একা বেরোতেও ভালো লাগেনা। তাই ভাবলুম তুমি বেরোও, আমি তোমার সঙ্গেই বেরোবো।
আশ্চর্য! একটা মানিব্যাগ মতো পড়ে আছে না!
হ্যাঁ গো, বাঁটুলদা! ওটা মানিব্যাগই!
কি হলো গো, কেলুদা?
ব্যাগটা সাঁত করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলো!
ঝোপের আড়ালে বসে আমার হাত থেকে মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া! কিলিয়ে ছাতু করে ফেলবো!
উঁহুঁহুঁ! গেলুম! কোন হতচ্ছাড়া র‍্যা!
উফস্! একি! কেলু তুই!
ইরক! স্যা-স্যার আ-আপনি!
হতচ্ছাড়া, ছুঁচো! আমাকে কিলোনো? আজ তোর একদিন কি আমার!
মরে যাবো, স্যার!
কি রকম নয়নসুখকর দৃশ্য রে, নন্টে!

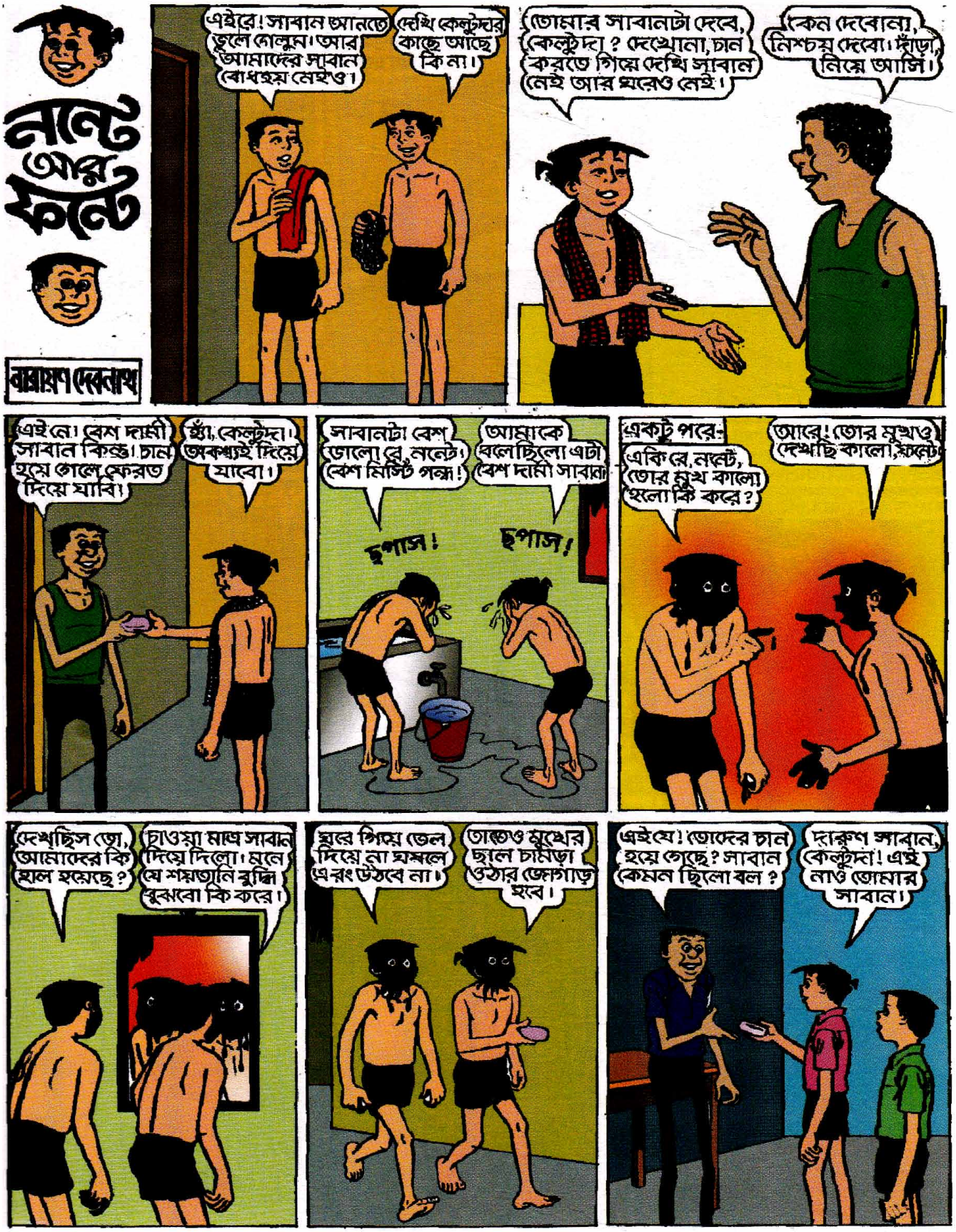
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এইরে! সাবান আনতে ভুলে গেলুন। আর আমাদের সাবান বোধহয় নেই'ও।
দেখি কেলুদার কাছে আছে কি না।
তোমার সাবানটা দেবে, কেলুদা? দেখোনা, চান করতে গিয়ে দেখি সাবান নেই আর ঘরেও নেই।
কেন দেবোনা, নিশ্চয় দেবো। দাঁড়া, নিয়ে আসি।
এই নে। বেশ দামী সাবান কিন্তু। চান হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে যাবি।
স্যাঁ, কেলুদা। অবশ্যই দিয়ে যাবো।
সাবানটা বেশ ভালো রে, নন্টে। বেশ মিষ্টি গন্ধ!
আমাকে বলেছিলো এটা বেশ দামী সাবান।
ছপাস!
ছপাস!
একটু পরে-
একি রে, নন্টে, তোর মুখ কালো হলো কি করে?
আরে! তোর মুখও দেখছি কালো, ফন্টে।
দেখছিস তো, আমাদের কি হাল হয়েছে?
চাওয়া মাত্র সাবান দিয়ে দিলো। মনে যে শয়তানি বুদ্ধি বুঝবো কি করে।
ঘরে গিয়ে তেল দিয়ে না ঘষলে এ রং উঠবে না।
তাতেও মুখের ছাল চামড়া ওঠার জোগাড় হবে।
এইযে! তোদের চান হয়ে গেছে? সাবান কেমন ছিলো বল?
দারুণ সাবান, কেলুদা! এই নাও তোমার সাবান।


কিছুদিন পর-
ওঃ! আবার তেড়ে বৃষ্টিটা এলো, কিন্তু আজ এখনি বেরোতেই হবে। অ্যাই! কেলুটা একটা ছাতা নিয়ে আয়।
অ্যাই! কেলুদা! স্যার তোমার কাছে ছাতা চাইছে!
কি বললি, স্যার ছাতা চাইছে? সেটা ভালো করে বলবি তো। যা ছাতাটা নিয়ে আয় আমি স্যারকে দিয়ে আসছি।
স্যার তোমাকে ডাকছেন, তাই আমরা আগে বাড়িয়ে ছাতা দিইনি, কেলুদা! তাহলে তোমাকে অসম্মান করা হতো!
বাঃ! তোদের বুদ্ধির তারিফ করি খুশী!
এই নিন, স্যার, ছাতা।
না, স্যার, ডাক কানে যেতেই হাঁক পাঁক করে ছুটে এসেছি!
ডেকে ডেকে গলা চিরে গেলো। কি ব্যাপার ঘুমুচ্ছিলি নাকি?
এয়াগাক্স!
ওক্স!
ডুমুণ্ডো! পাজি! হাতে পাই, তারপর এই ছাতা দিয়ে তোর মাথা ভাঙবো!
হ্যারে, নবেন্দু আর ফন্টে! মর্কটটাকে দেখেছিস? কোথায় যে লুকোলো!
না, স্যার! দেখিনি।
তবে, ছদ্মবেশ ধরে আশে পাশে থাকতে পারে স্যার!
ছদ্মবেশ ধরুক আর যাই করুক খুঁজে পেলে আজই ওর শেষ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



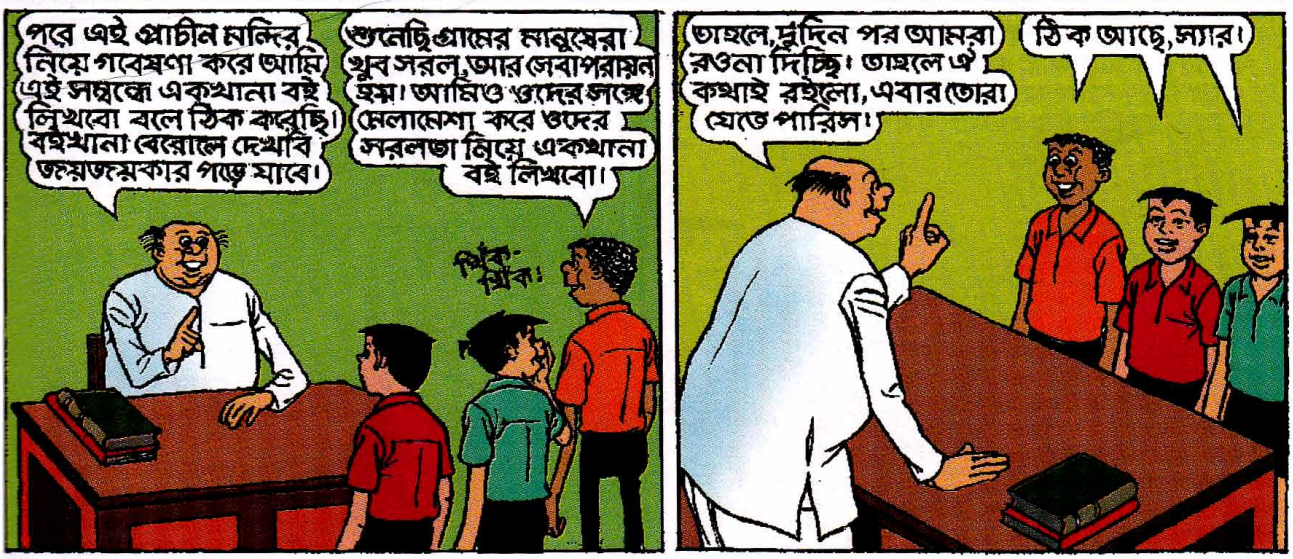

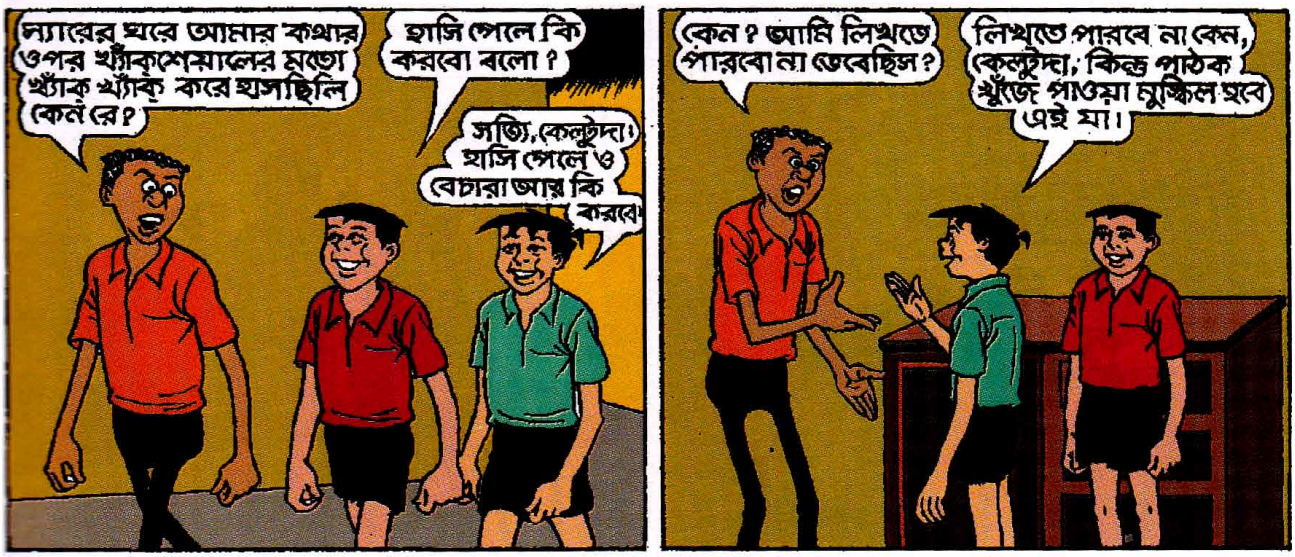

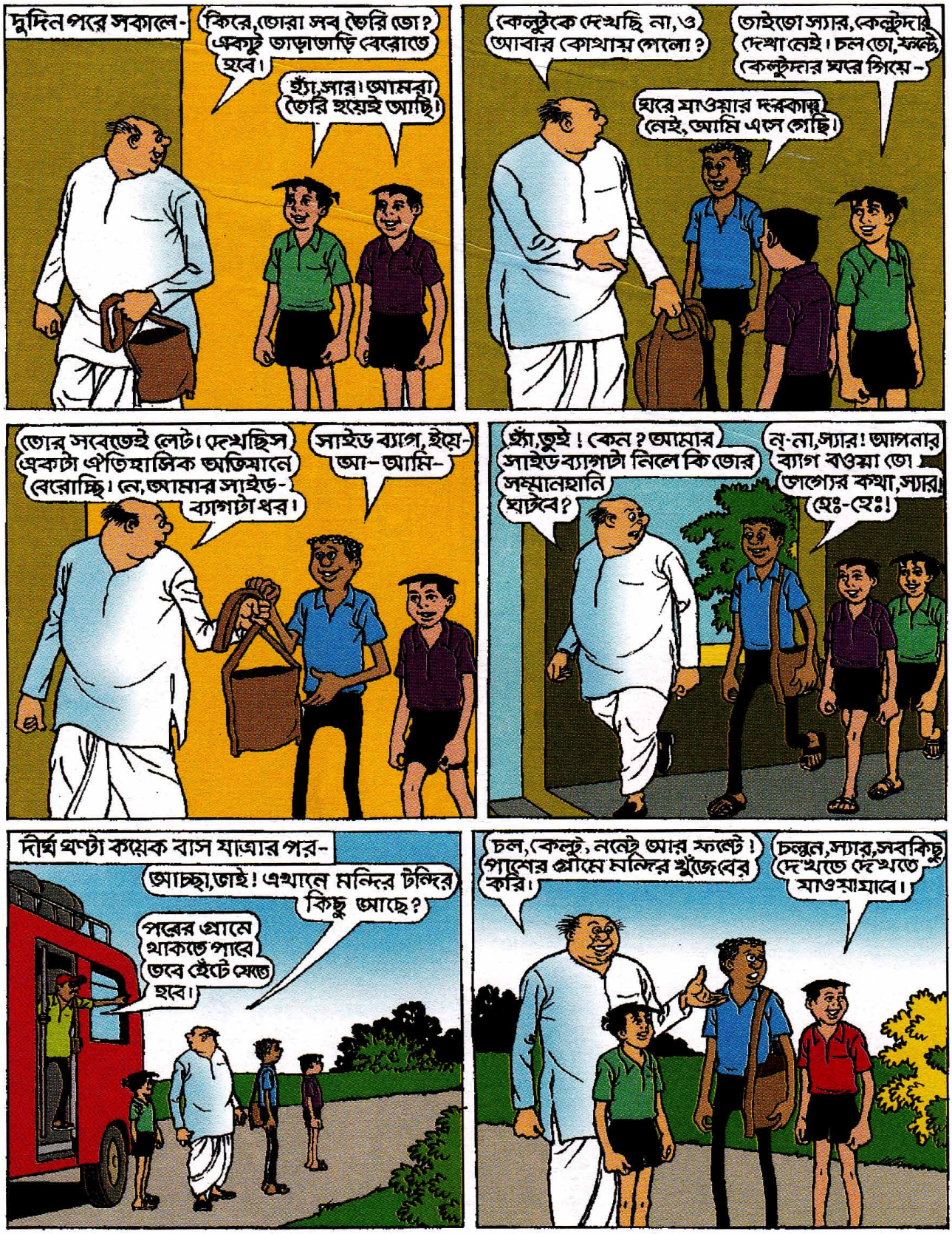
দুদিন পরে সকালে-
কিরে, তোরা সব তৈরি তো? একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।
হ্যাঁ, স্যার! আমরা তৈরি হয়েই আছি।
কেলুটুকে দেখছি না, ও আবার কোথায় গেলো?
তাইতো স্যার, কেলুটুদার দেখা নেই। চল তো, ফল্টু, কেলুটুদার ঘরে গিয়ে -
ঘরে যাওয়ার দরকার নেই, আমি এসে গেছি।
তোর সবেতেই লেট। দেখছিস একটা ঐতিহাসিক অভিযানে বেরোচ্ছি। নে, আমার সাইড-ব্যাগটা ধর।
সাইড ব্যাগ, ইয়ে- আ- আমি-
হ্যাঁ, তুই! কেন? আমার সাইড ব্যাগটা নিলে কি তোর সম্মানহানি ঘটবে?
না-না, স্যার! আপনার ব্যাগ বওয়া তো ভাগ্যের কথা, স্যার! হেঃ-হেঃ!
দীর্ঘ ঘণ্টা কয়েক বাস যাত্রার পর-
আচ্ছা, ভাই! এখানে মন্দির টন্দির কিছু আছে?
পরের গ্রামে থাকতে পারে তবে হেঁটে যেতে হবে।
চল, কেলু, নন্টে আর ফল্টে! পাশের গ্রামে মন্দির খুঁজে বের করি।
চলুন, স্যার, সবকিছু দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

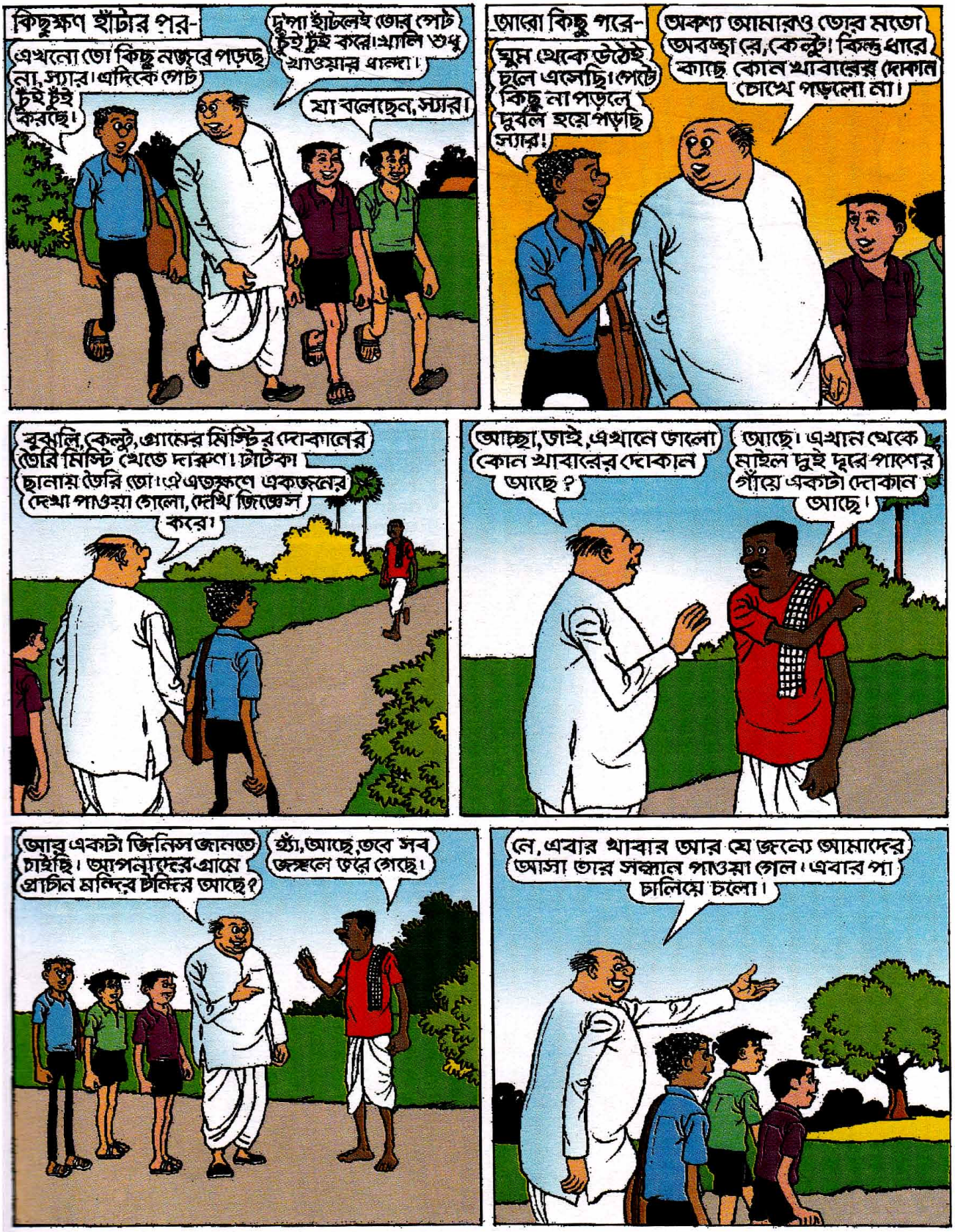
কিছুক্ষণ হাঁটার পর-
এখনো তো কিছু নজরে পড়ছে না, স্যার। এদিকে পেট চুই চুই করছে।
দুপা হাঁটলেই তোর পেট চুই চুই করে। খালি শুধু খাওয়ার ধান্দা।
যা বলেছেন, স্যার।
আরো কিছু পরে-
ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছি। পেটে কিছু না পড়লে দুর্বল হয়ে পড়ছি স্যার।
অবশ্য আমারও তোর মতো অবস্থা রে, কেলু! কিন্তু ধারে কাছে কোন খাবারের দোকান চোখে পড়লো না।
বুঝলি, কেলু, গ্রামের মিস্টির দোকানের তৈরি মিস্টি খেতে দারুণ। টাটকা ছানায় তৈরি তো। ঐ এতক্ষণে একজনের দেখা পাওয়া গেলো, দেখি জিজ্ঞেস করে।
আচ্ছা, ভাই, এখানে ভালো কোন খাবারের দোকান আছে?
আছে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে পাশের গাঁয়ে একটা দোকান আছে।
আর একটা জিনিস জানতে চাইছি। আপনাদের গ্রামে প্রাচীন মন্দির টন্দির আছে?
হ্যাঁ, আছে, তবে সব জঙ্গলে ভরে গেছে।
নে, এবার খাবার আর যে জন্যে আমাদের আসা তার সন্ধান পাওয়া গেল। এবার পা চালিয়ে চলো।

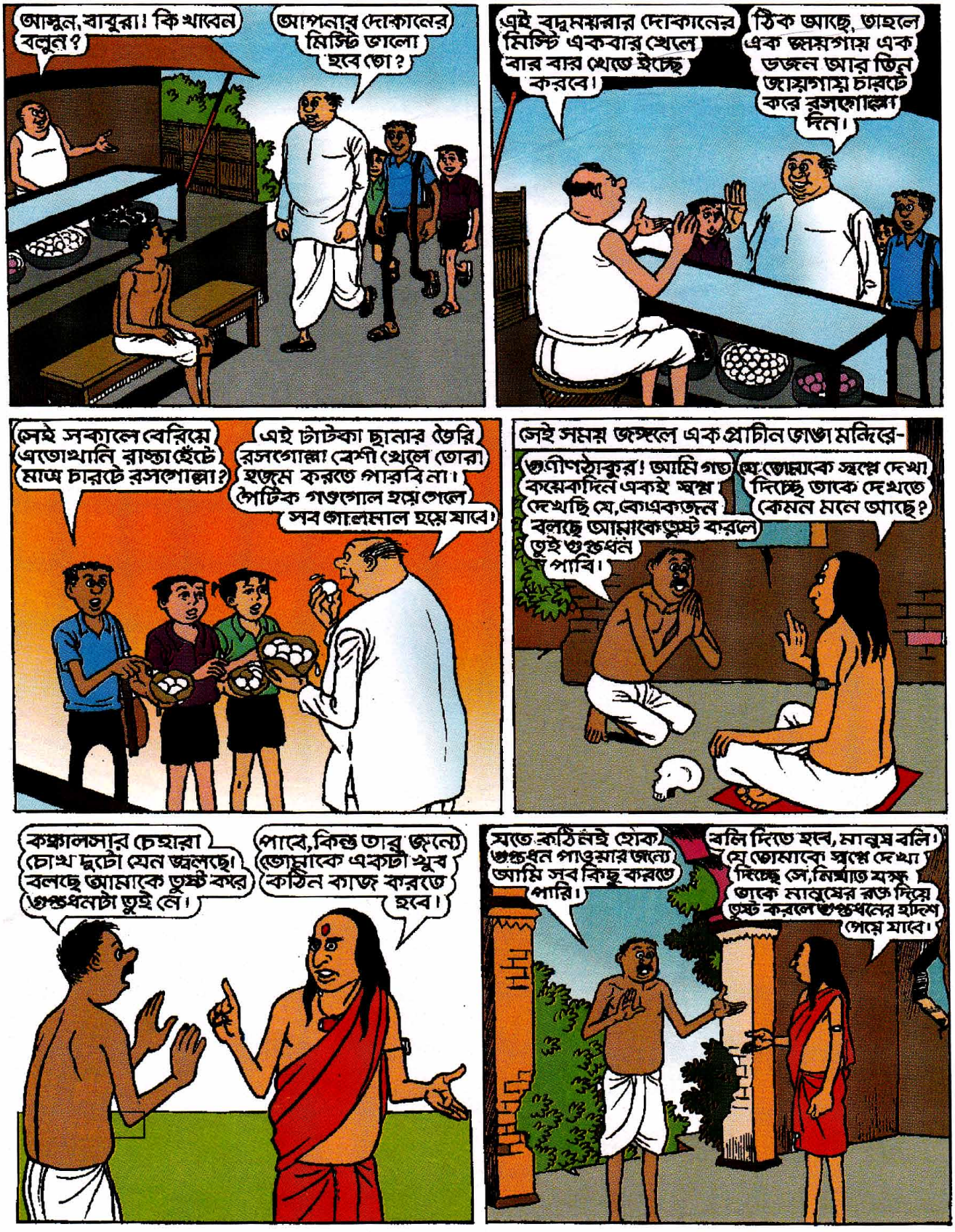
আসুন, বাবুরা! কি খাবেন বলুন?
আপনার দোকানের মিস্টি ভালো হবে তো?
এই বদ্দমন্নার দোকানের মিস্টি একবার খেলে বার বার খেতে ইচ্ছে করবে।
ঠিক আছে, তাহলে এক জায়গায় এক ডজন আর তিন জায়গায় চারটে করে রসগোল্লা দিন।
সেই সকালে বেরিয়ে এতোখানি রাস্তা হেঁটে মাত্র চারটে রসগোল্লা?
এই টাটকা ছানার তৈরি রসগোল্লা বেশী খেলে তোরা হজমে করতে পারবি না। পৈটিক গণ্ডগোল হয়ে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।
সেই সময় জঙ্গলে এক প্রাচীন ভাঙা মন্দিরে-
গুণীণঠাকুর! আমি গত কয়েকদিন একই স্বপ্ন দেখছি যে, কেএকজন বলছে আমাকে তুষ্ট করলে তুই গুপ্তধন পাবি।
যে তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে তাকে দেখতে কেমন মনে আছে?
কঙ্কালসার চেহারা চোখ দুটো যেন জ্বলছে। বলছে আমাকে তুষ্ট করে গুপ্তধনটা তুই নে।
পাবে, কিন্তু তার জন্যে তোমাকে একটা খুব কঠিন কাজ করতে হবে।
যতে কঠিনই হোক গুপ্তধন পাওয়ার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।
বলি দিতে হবে, মানুষ বলি! যে তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে সে, নির্ঘাত যক্ষ তাকে মানুষের রক্ত দিয়ে তুষ্ট করলে গুপ্তধনের হদিশ পেয়ে যাবে।

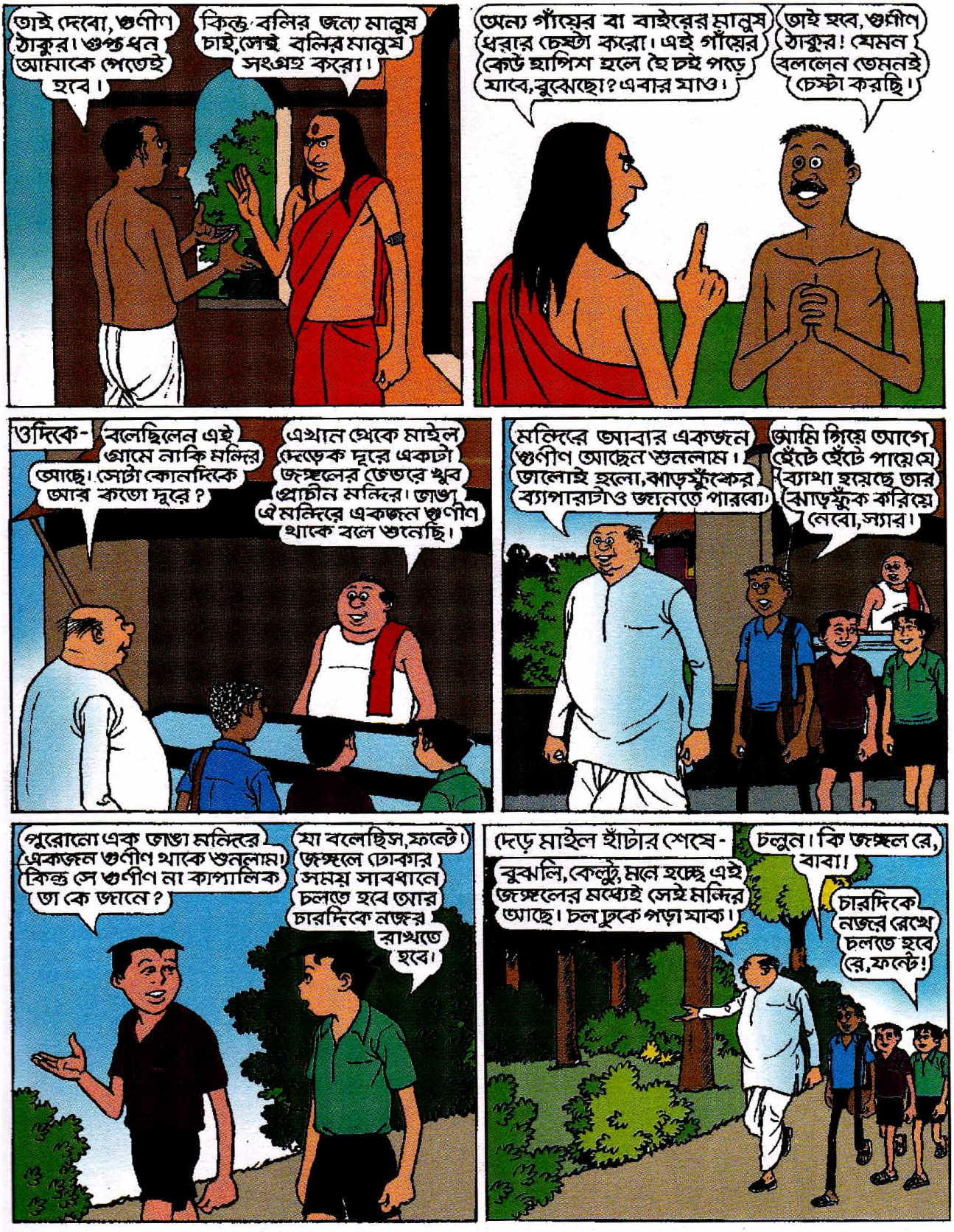
তাই দেবো, গুণীণ ঠাকুর। গুপ্ত ধন আমাকে পেতেই হবে।
কিন্তু বলির জন্যে মানুষ চাই, লোক বলির মানুষ সংগ্রহ করো।
অন্য গাঁয়ের বা বাইরের মানুষ ধরার চেষ্টা করো। এই গাঁয়ের কেউ হাপিশ হলে ছৈ চই পড়ে যাবে, বুঝেছো? এবার যাও।
তাই হবে, গুণীণ ঠাকুর! যেমন বললেন তেমনই চেষ্টা করছি।
ওদিকে-
বলেছিলেন এই গ্রামে নাকি মন্দির আছে। সেটা কোনদিকে আর কতো দূরে?
এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা জঙ্গলের ভেতরে খুব প্রাচীন মন্দির। ভাঙা ঐ মন্দিরে একজন গুণীণ থাকে বলে শুনেছি।
মন্দিরে আবার একজন গুণীণ আছেন শুনলাম। ভালোই হলো, ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারটাও জানতে পারবো।
আমি গিয়ে আগে হেঁটে হেঁটে পায়ে যে ব্যাথা হয়েছে তার ঝাড়ফুঁক করিয়ে নেবো, স্যার।
পুরোনো এক ভাঙা মন্দিরে একজন গুণীণ থাকে শুনলাম। কিন্তু সে গুণীণ না ক্যাপালিক তা কে জানে?
যা বলেছিস, ফন্টে। জঙ্গলে ঢোকার সময় সাবধানে চলতে হবে আর চারদিকে নজর রাখতে হবে।
দেড় মাইল হাঁটার শেষে-
বুঝলি, কেল্টু, মনে হচ্ছে এই জঙ্গলের মধ্যেই সেই মন্দির আছে। চল ঢুকে পড়া যাক।
চলুন। কি জঙ্গল রে, বাবা!
চারদিকে নজর রেখে চলতে হবে রে, ফন্টে!

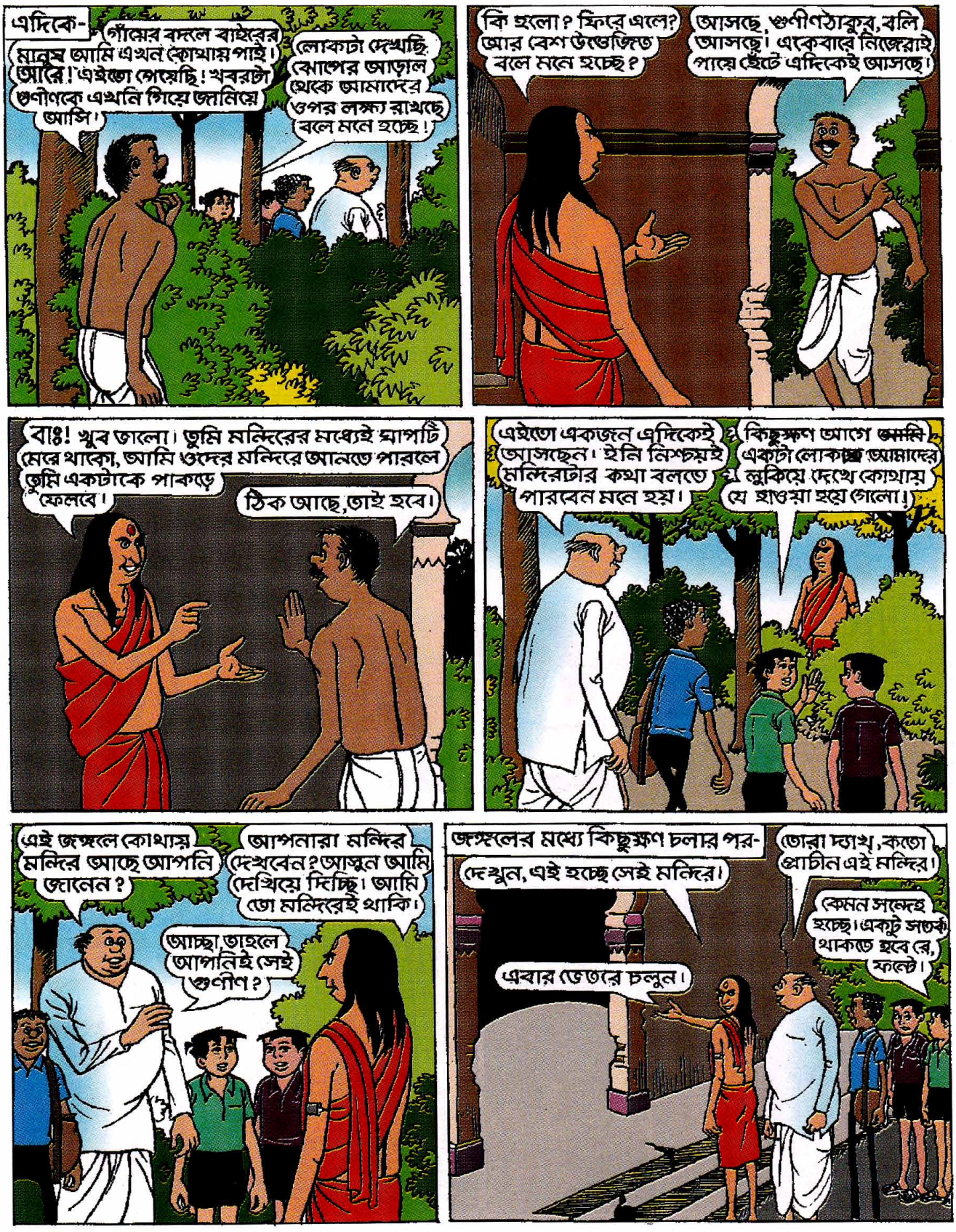
এদিকে-
গাঁয়ের বদলে বাইরের মানুষ আমি এখন কোথায় পাই। আরে! এইতো পেয়েছি! খবরটা গুণীণকে এখনি গিয়ে জানিয়ে আসি।
লোকটা দেখছি ঝোপের আড়াল থেকে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে বলে মনে হচ্ছে!
কি হলো? ফিরে এলে? আর বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে?
আসছে, গুণীণঠাকুর, বলি আসছে। একেবারে নিজেরাই পায়ে হেঁটে এদিকেই আসছে।
বাঃ! খুব ভালো। তুমি মন্দিরের মধ্যেই ঘাপটি মেরে থাকো, আমি ওদের মন্দিরে আনতে পারলে তুমি একটাকে পাকড়ে ফেলবে।
ঠিক আছে, তাই হবে।
এইতো একজন এদিকেই আসছেন। ইনি নিশ্চয়ই মন্দিরটার কথা বলতে পারবেন মনে হয়।
কিছুক্ষণ আগে আমি একটা লোককে আমাদের লুকিয়ে দেখে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেলো!
এই জঙ্গলে কোথায় মন্দির আছে আপনি জানেন?
আপনারা মন্দির দেখবেন? আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি তো মন্দিরেই থাকি।
আচ্ছা, তাহলে আপনিই সেই গুণীণ?
জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ চলার পর-
দেখুন, এই হচ্ছে সেই মন্দির।
এবার ভেতরে চলুন।
তোরা দ্যাখ্, কতো প্রাচীন এই মন্দির।
কেমন সন্দেহ হচ্ছে। একটু সতর্ক থাকতে হবে রে, ফল্টে।


আপনি তো গুণীণ, হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যাথা হয়ে গেছে। একটু ঝাড়ফুঁক করে দেবেন?
অবশ্যই দেবো। কোন চিন্তা নেই। ঝেড়ে একেবারে ফুঁকে দেবো।
যান, মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখুন!
দেখবো বৈকি, অবশ্যই দেখবো।
ঢুকতেই-
ধরেছি, গুণীণঠাকুর! গোদাটাকেই ধরেছি।
আফ্‌স্! এটা কি হচ্ছে?
ওরে, ফন্টে, জঙ্গলে দেখা সেই লোকটা রে!
আমাদের স্যারকে ওভাবে আটকালেন কেন?
গুপ্ত ধন পাবার জন্যে। একজন মানুষ বলি দিলে ঐ ধন আমাদের করায়ত্ব হবে, তাই।
আমরা এখন বলির অনুষ্ঠান শুরু করবো। তোমরা ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে তোমাদেরও মুণ্ডু খসিয়ে দেবো!
ওরে, বাবা! কি হবে গো, কেলুদা?
আমি আর এখানে নেই।
কেলুদা তো পালালো। আমদেরও ভয় দেখিয়ে সরালো, কিন্তু স্যারকে আমরা উদ্ধার করবোই।
কিন্তু কি করে? আরে, নন্টে, স্যারকে উদ্ধারের হাতিয়ার পেয়ে গেছি।
ঐ যে ঐদিকে দ্যাখ্, নন্টে।
আরে, এতো বিষ পিঁপড়ে আমাদের বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী!
একি! তোরা আবার এখানে?
আমরা আমাদের স্যারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।
কি কুক্ষণে গ্রামের মন্দির দেখতে বেরিয়েছিলাম রে, এখন বেঘোরে প্রাণটা যাচ্ছে!


ঠিক আছে, ঝটপট শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সেরে ফ্যালো। আমাদের শুভকর্মে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।
আমার হয়ে গেছে, এবার ফন্টে।
আরে, এসময় মাথায় আবার কিসে কামড়াচ্ছে রে, বাবা?
খ্যাচ-খ্যাচ! খ্যাচ-খ্যাচ!
এভাবে নাচছেন কেন? গুপ্তধনের জন্যে বলির কি হবে?
ওরে বাবারে, গেছি! নিকুচি করেছে বলির। বিষপিঁপড়ের কামড়ে এদিকে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।
ওখানে এখন জরতনাট্যম চলছে স্যার। এই মওকায় আমরাও এখান থেকে হুটস শুরু করি।
হুটমে চলবে না, স্যার, রীতিমতো ছুটম করতে হবে।
বেঁচে ফিরবো ভাবতে পারিনি রে, নন্টে আর ফন্টে।
ওরাও আগে কখনো নন্টে আর ফন্টের পাল্লায় পড়েনি, স্যার।
কিছুক্ষণ পরে-
ওঃ! জঙ্গলের বাইরে চলে এসেছি।
কেলুদাটা যে জঙ্গলে কোথায় ঢুকে রইলো?
ওরে নন্টে আর ফন্টে! আমায় ফেলে যাচ্ছিস যে বড়ো?
ঐ তো, কেলুদা!
আপনার মুণ্ডু তাহলে ওরা কাটেনি, স্যার!
আচ্ছা! কাটেনি বলে আফশোষ হচ্ছে? আগে ডালোয় ডালোয় ফিরি তারপর দেখবো তোর মুণ্ডু কোথায় থাকে?
ন্-না, স্যার!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
টেকো লোকেরা কি দেশ থেকে উবে গেলো! ক'দিনে একটাও দেখলুম না।
টাকে চুল গজাবার লোশনের বিজ্ঞাপনের ছবি সাতদিনের মধ্যে করে দিতে হবে।
কিছু পরে-
দ্যাখো-দ্যাখো, বেবোদা! আমরা বিজ্ঞাপনের ছবির জন্যে যে রকমটি চাইছি একেবারে ঠিক পারফেক্ট সেইরকম।
পাত্তা লাগা!
পরদিন-
পাত্তা লাগিয়েছি, বেবোদা!
হ্যাঁ, জেনেছি।
আস্তানার ঠিকানা জেনেছিস?
সেই মতো-
আচ্ছা, এখানে মিঃ হাতি কোথায় থাকেন বলতে পারো?
ঐ স্কুল-বোর্ডিংয়ে থাকেন। কেন বলুন তো?
ওঁর সঙ্গে একটা দরকারী কথা বলার ছিলো।
আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।
স্যার, এঁরা আপনার খোঁজ করছিলেন, তাই আপনার কাছে নিয়ে এলুম।
নমস্কার, আমরা বিজ্ঞাপন তৈরির সংস্থা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।
বসুন।
আসলে একটা ওষুধ কোম্পানী টাকে চুল গজানোর লোশন তৈরি করে সেটা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারের দায়ীত্ব আমাদের দিয়েছে। এখন আপনি যদি একটু সাহায্য করেন-
তা, আমি কি সাহায্য করতে পারি?


আপনিই তো সব কিছু করবেন। আপনার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি বলে কাজটা করতে পারিনি।
আসলে আমরা ঐ লোশনের ওপর একটা ডিভিও ফিল্ম বানাবো।
তা আপনাদের ঐ ডিভিও ফিল্ম বানাবার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?
আরে ঐ ফিল্মে আপনিই তো প্রধান চরিত্র। এক কথায় মোটামুটি হিরোই বলতে পারেন। হেঃ হেঃ!
আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে আপনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন। আপনার মুখ রোজ টিভির পর্দায় জ্বলে উঠবে।
আর তাতে আপনার সঙ্গে আপনার বোর্ডিংয়েরও মর্যাদা বেড়ে যাবে।
এজন্যে ঐ ওষুধ কোম্পানী আপনাকে বেশ ভালো টাকাও দেবে। তাহলে আপনি রাজি তো?
রাজি হয়ে যান, স্যার! আপনার কোন চিন্তা নেই, আমি তো আছি।
বেশ, কেলটু যখন বলছে- ঐ কথাই রইলো, আজ তাহলে চলি, নমস্কার!
নমস্কার!
কিচ্ছু ভাববেন না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেবো।
তুমি তো বেশ কাজের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে।
কালই আমরা শুটিং করতে আসছি।
স্যারের কাছে কারা এসেছিলো গো, কেলটুদা?
ওরা হচ্ছে ফিল্মের লোক। কাল স্যারের আর আর আমার শুটিং করতে আসবে।
তবে একটা কথা, কাল শুটিংয়ে কোন অভব্যতা, বাচালতা করে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করবি না, তাহলে সেটা বরদাস্ত করা হবে না।
শুনলি, ফন্টে! শুটিং হবে বলে আমাদের কেমন যাচ্ছেতাই বলছে রে!
আগে দেখি কি শুটিং হবে-
সেই বুঝে, আমরা পুটিং করবো, ফন্টে!

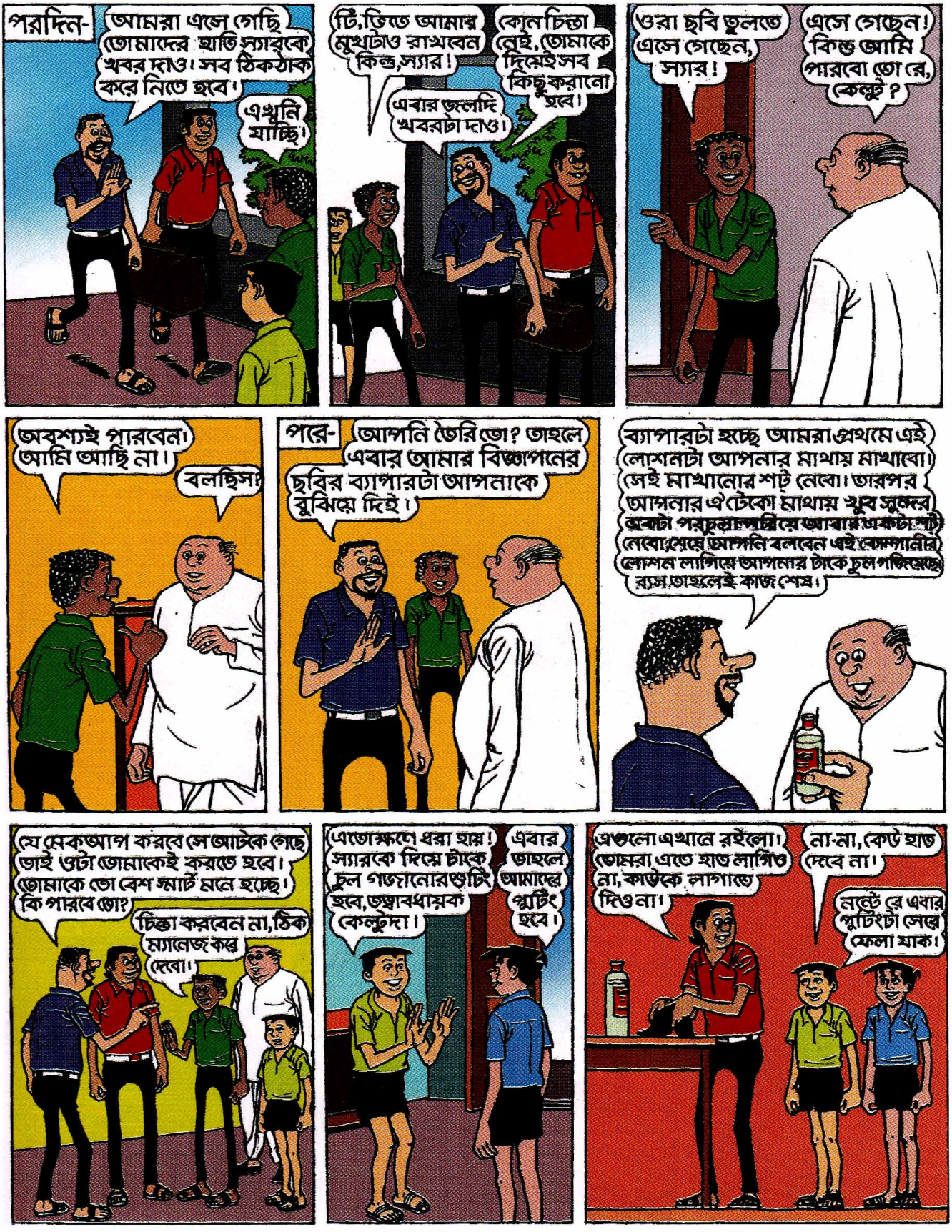
পরদিন-
আমরা এসে গেছি তোমাদের ভাতি স্যারকে খবর দাও। সব ঠিকঠাক করে নিতে হবে।
এখুনি যাচ্ছি।
টি,ভিতে আমার মুখটাও রাখবেন কিন্তু,স্যার!
এবার জলদি খবরটা দাও।
কোন চিন্তা নেই,তোমাকে দিয়েই সব কিছু করানো হবে।
ওরা ছবি তুলতে এসে গেছেন, স্যার!
এসে গেছেন! কিন্তু আমি পারবো তো রে, কেল্টু?
অবশ্যই পারবেন। আমি আছি না।
বলছিস?
পরে-
আপনি তৈরি তো? তাহলে এবার আমার বিজ্ঞাপনের ছবির ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিই।
ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা প্রথমে এই লোশনটা আপনার মাথায় মাখাবো। সেই মাখানোর শট নেবো। তারপর আপনার এই টেকো মাথায় খুব সুন্দর একটা পরচুলা লাগিয়ে আবার একটা শট নেবো,শেষে আপনি বলবেন এই কোম্পানীর লোশন লাগিয়ে আপনার টাকে চুল গজিয়েছে। ব্যস,তাহলেই কাজ শেষ।
যে মেকআপ করবে সে আটকে গেছে তাই ওটা তোমাকেই করতে হবে। তোমাকে তো বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছে। কি পারবে তো?
চিন্তা করবেন না,ঠিক ম্যানেজ করে দেবো।
এতোক্ষণে ধরা হায়! স্যারকে দিয়ে টাকে চুল গজানোরশুটিং হবে,তত্ত্বাবধায়ক কেল্টুদা।
এবার তাহলে আমাদের প্লটিং হবে।
এগুলো এখানে রইলো। তোমরা এতে হাত লাগিও না, কাউকে লাগাতে দিও না।
না-না, কেউ হাত দেবে না।
নন্টে রে এবার প্লটিংটা সেরে ফেলা যাক।


তত্ত্বাবধায়ক
এবার আমাদের ছেয়ে করার মজা টের পাবে।
কিছু পরে-
শুনুন! এবার আমরা প্রথম শট নিতে যাচ্ছি। কেল্টুকুমার এই লোশনের ফাইলটা আপনাকে দেবে, আপনি তা থেকে ঢেলে টাকে মাখাবেন। তুমি এটা নিয়ে যাও, কেল্টুকুমার।
বাঃ! ঠিক আছে, এবার আপনি লোশনটা নিয়ে টাকে ভালো করে লাগাবেন-
হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। কেল্টুকুমার তুমি ওখানেই থাকো। এবার আমরা প্রথম শট টেক করছি- স্টার্ট ক্যামেরা-
দারুণ হয়েছে। এবার মাথায় পরচুলা পরিয়ে দ্বিতীয় শট। কেল্টুকুমার, চুলটা এনে পরিয়ে দাও।
এখুনি এনে পরিয়ে দিচ্ছি।
দুর্দান্ত হয়েছে। টি,ভিতে বিজ্ঞাপন শুরু হলে টেকো লোকেরা হু-হু করে লোশন কিনতে শুরু করবে আর আপনিও বিখ্যাত হয়ে যাবেন।
কিন্তু একটু পরেই-
উঃরে, গেলুম!
শট টু- আরে! নাচছেন কেন?
নচ্ছার, ছুঁচো, সব! পরচুলায় ছারপোকা ঢুকিয়ে ছবি তোলার নামে আমার সঙ্গে রসিকতা? তোলাচ্ছি ছবি।
বিটকেল মাত্তর কেল্টুর জন্যেই সব গণ্ডগোল হলো।
ওরে বাবা! এসব ষড়যন্ত্র, স্যার।
কি রকম হলো রে, নন্টে আমাদের অপারেশন কেল্টু।
দারুণ-দারুণ! মনে হচ্ছে স্যার ঐ ছারপোকা ভর্তি পরচুলটা কেল্টুর মাথায় পরিয়েই ছাড়বে।

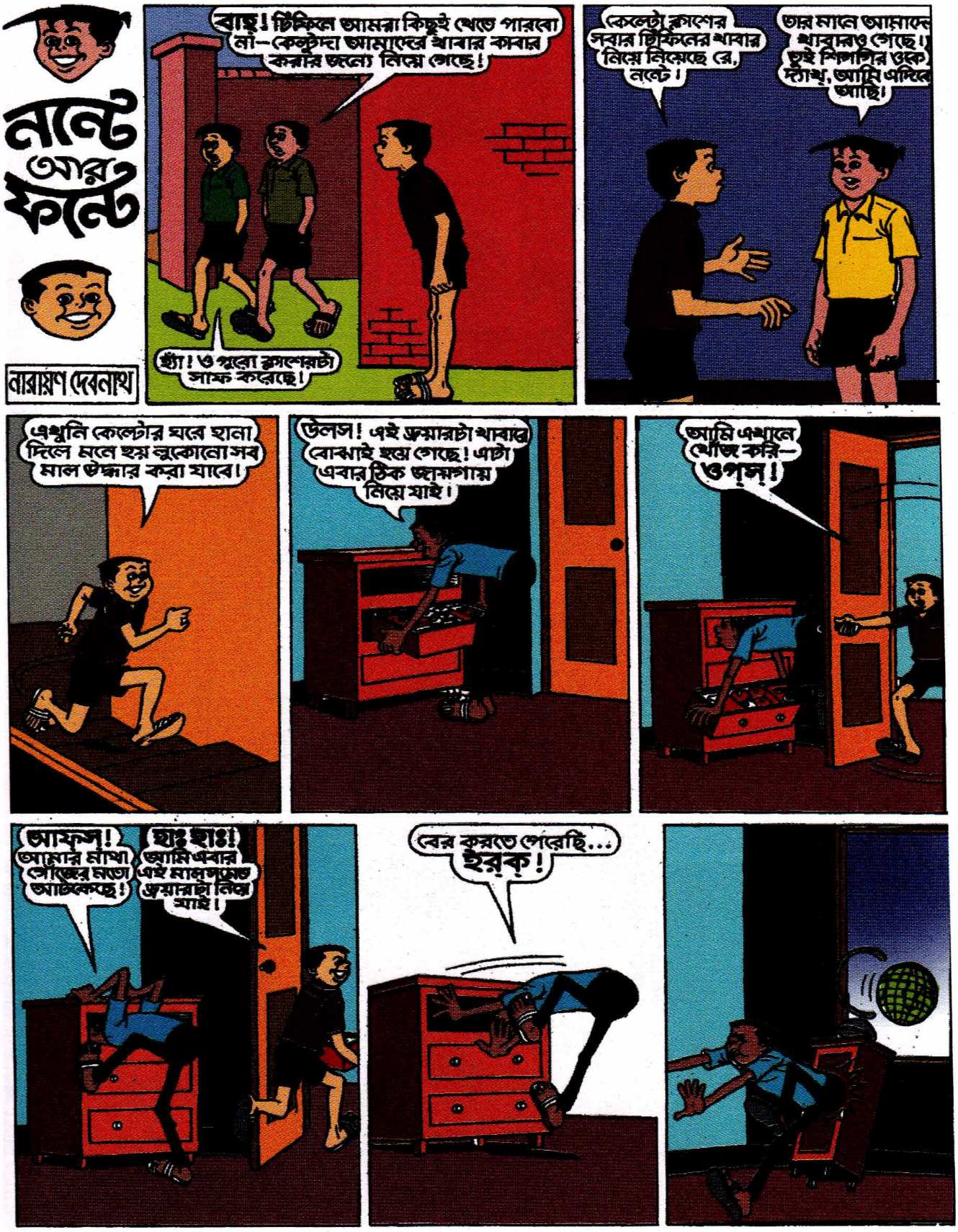
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ্! টিফিনে আমরা কিছুই খেতে পারবো না—কেলুদা আমাদের খাবার কাবার করার জন্যে নিয়ে গেছে!
হ্যাঁ! ও পুরো ক্লাশেরটা সাফ করেছে!
কেলুদা ক্লাশের সবার টিফিনের খাবার নিয়ে নিয়েছে রে, নন্টে!
তার মানে আমাদের খাবারও গেছে! তুই শিগগির ওকে ধ্যাখ্, আমি এদিকে আছি!
এখুনি কেলুদার ঘরে হানা দিলে মনে হয় লুকোনো সব মাল উদ্ধার করা যাবে!
উলস! এই ড্রয়ারটা খাবার বোঝাই হয়ে গেছে! এটা এবার ঠিক জায়গায় নিয়ে যাই!
আমি এখানে খোঁজ করি—ওপ্স!
আফ্স! আমার মাথা গোঁজের মতো আটকেছে!
হাঃ হাঃ! আমি এবার এই মালসমেত ড্রয়ারটা নিয়ে যাই!
বের করতে পেরেছি...
হুরুক্!


এবার আমরা সকলে যে যার খাবার টিফিনে খেতে পারবো!
ওফ্!
হিঃ হিঃ! তাড়াতাড়ি করতে পারলে আমি ঐ খাবার আবার কব্জা করতে পারি।
স্কুলের বাগান
গোল্ডফিসদের খাওয়াবার সময় হয়েছে!
গেলুম!
গর্‌র্! ছেড়ে দে!
পেয়েছি!
বাঁচাও!
মর্কট! আমার বদলে বিগড়োবার চেষ্টা! তোর থোবড়া এবার আমি বিগড়ে দেবো হতচ্ছাড়া!
খাবার তুলে নে সবাই! ক্লাসটা কেল্টোর মাথায় ডাণ্ডার আগে স্যার থামবে না!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ







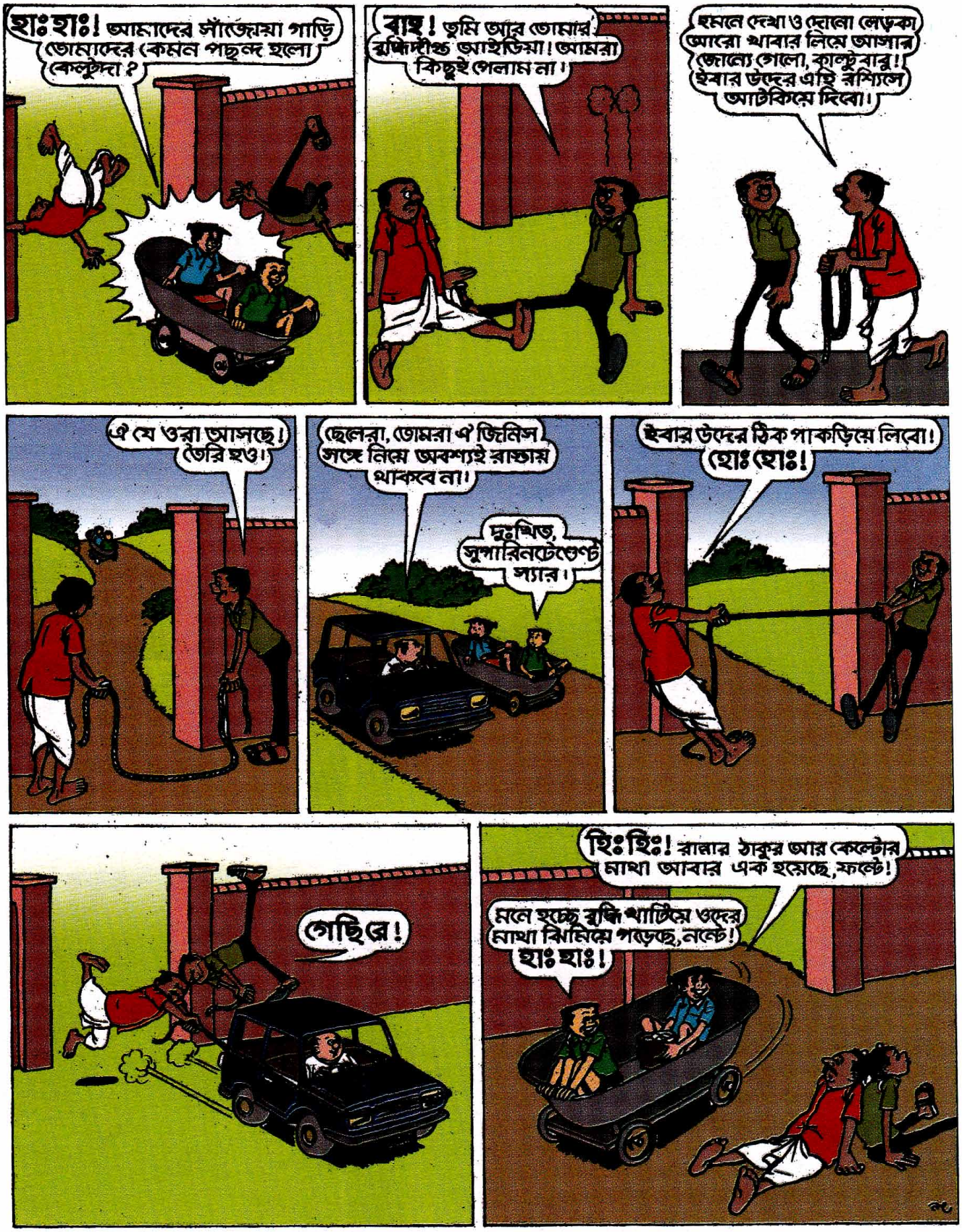
হাঃহাঃ! আমাদের সাঁজোয়া গাড়ি তোমাদের কেমন পছন্দ হলো কেলুদা?
বাহ! তুমি আর তোমার বুদ্ধিদীপ্ত আইডিয়া! আমরা কিছুই পেলাম না।
হমনে দেখা ও ছোলো লেড়কা আরো খাবার লিয়ে আসার জোন্যে গেলো, কাল্টু বাবু! ইবার উদ্দের এই রশ্যিসে আটকিয়ে দিবো।
ঐ যে ওরা আসছে! তৈরি হও।
ছেলেরা, তোমরা এ জিনিস সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই রাস্তায় থাকবে না।
দুঃখিত, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার।
ইবার উদ্দের ঠিক পাকড়িয়ে লিবো! হোঃ হোঃ!
গেছিরে!
হিঃহিঃ! রাজার ঠাকুর আর কেল্টোর মাথা আবার এক হয়েছে, ফল্টে!
মনে হচ্ছে বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের মাথা ঝিমিয়ে পড়েছে, নল্টে!
হাঃহাঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ভাগ্যিস স্যার এবার আমাদের সিমলায় বেড়াতে নিয়ে এলেন! তাই এই বরফ পড়ার সৌন্দর্য দেখতে পেলাম!
আর হোটেলের মালিক স্যারের বন্ধু হওয়াতেই তো এই সুযোগটা হলো!
ওদিকে
উফ! এই একগাদা পুডিং, ক্রীম কেক সব হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে!
বেচারা
বেচারা! আমিও তার বোঝা একটু হাল্কা করে দিই!
হিঃ হিঃ! হোটেলে সবার সঙ্গে খাওয়ার আগে এটা বিশেষ ডোজ!
ইর্‌ক্‌!
আহ! ওটা গড়াচ্ছে আর গায়ে বরফ জড়াচ্ছে!
ওরে বাবা! ঐ আর একটা তুষারের বল আসছে!
একটা পুজিংরে, মাইরি!


আহ্, ভালো করেছিস নন্টে আর ফল্টে! তোরা আমার বড় তুষারবলটা আটকে দিয়েছিস!
পুডিংটা চোখের আড়ালে রাখ!
আমি—ইয়ে—একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে চালাচ্ছিলাম দেখতে—ইয়ে—যে কত তাড়াতাড়ি কেমন করে বরফ তুষার বল তৈরি করে!
হিঃহিঃ! ও ভেবেছে আমাদের তুষারবলটা ওর!
মরেছে! এটা আবার আমার হাত ফস্কে গড়িয়ে যাচ্ছে!
মরেছে! এটা যে সোজা হোটেলের দিকে যাচ্ছে!
ভিতরে
হোটেলের ডিরেক্টরকে মিতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ! মালিকজী! হেঃহেঃ!
টা-টা! আমি এই জানালা দিয়ে পালাবো।
ওফ!
দারুণ করেছো, কেষ্টরাম! তুমি আমার হোটেলের অনেক ডিনার বাঁচিয়েছো! আর এই ডাকাতটার ওপর মোটা পুরস্কার ধরা আছে!
তোমার দৌলতে আজ জবর ভোজ খাওয়া হয়েছে কেষ্টদা! আবার তোমার দৌলতেই একটা পুডিং দিয়ে এর আগে আমরা একটা স্পেশ্যাল ভোজ খেয়েছি, কেষ্টদা! হাঃ হাঃ!
হ্যাঁ!
অ্যাঁ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চমৎকার! কেল্টো ওর ঘরে রয়েছে। খাবার নিয়ে এইভাবে বোর্ডিং এ ঢুকে পড়া নিরাপদ হবে!
এমন কি ও যদিও ওর জানলা থেকে আমাদের দেখতেও পায়, তাহলেও আমরা মাল লুকিয়ে ফেলার আগে ও নামতে পারবে না। হিঃহিঃ!
আঃহা! ঐযে ওরা আবার সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসছে!
এই রেলিং দিয়ে আমি হড়কে নেমে মুহূর্তে বোর্ডিং স্কুলের দরজার সামনে পৌঁছে যাবো।
শিগগির চল! আমাদের গোপন জায়গায় এগুলি লুকিয়ে ফেলি!
স্কুলে বাইরের খাবার নিষিদ্ধ! আমার হাতে দিয়ে দে!
মরেচে!
বাহ! ওর ঘর থেকে ও এতো তাড়াতাড়ি নামলো কি করে বলতো, ফন্টে?
নিশ্চিত ও এখান দিয়ে হড়কে নেমেছে!


এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি! নল্টে শিগগিরই আবার খাবার নিয়ে আসছে। এইভাবে আমি সিঁড়ির রেলিংএর সঙ্গে আমার বানানো এই ছোট বাড়তিটুকু ফিট করে দিই।
ঐমে, এবারে নল্টে একাই মাল আনছে। ভেবেছে আমি আর নজর রাখবো না, হিঃ হিঃ!
আমি আশা করছি আরো কিছু উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আজ আমার ভাণ্ডারে জমা হবে!
ওইই!
ইরক! থামতে পারছিনা!
আমাদের বোর্ডিং স্কুলের এই মাছের পুকুরের জন্যে আমরা গর্ব বোধ করি গরিদর্শক মহাশয়। ঐঁকে সামনে থেকে চমৎকার সোনালী মাছটা দেখুন।
হাঁ, অতীব সুন্দর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহাশয়!
আঁরফস্!
খেতে শুরু কর, নল্টে! কেলটা এখন খুব তাড়াতাড়ি ঐ গাছ থেকে নামতে পারবে না। হিঃ হিঃ!
গরর্! নীচে নেমে আয় হতচ্ছাড়া চিমড়ে মর্কট!

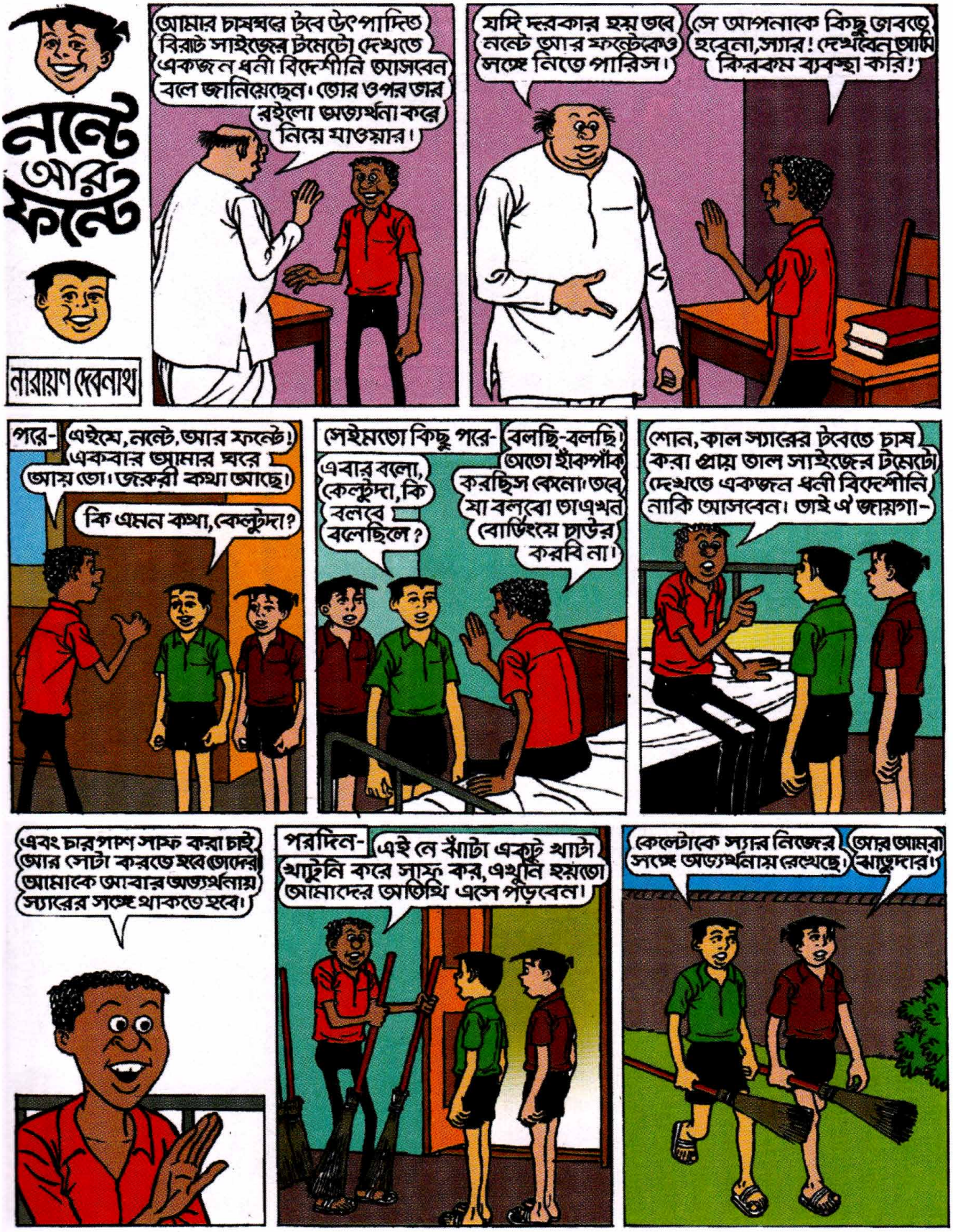
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার চাষঘরে টবে উৎপাদিত বিরাট সাইজের টমেটো দেখতে একজন ধনী বিদেশীনি আসবেন বলে জানিয়েছেন। তোর ওপর ভার রইলো অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার।
যদি দরকার হয় তবে নন্টে আর ফন্টেকেও সঙ্গে নিতে পারিস।
সে আপনাকে কিছু ভাবতে হবেনা,স্যার! দেখবেন আমি কিরকম ব্যবস্থা করি!
পরে-
এইযে,নন্টে,আর ফন্টে! একবার আমার ঘরে আয় তো। জরুরী কথা আছে!
কি এমন কথা,কেলুদা?
সেইমতো কিছু পরে-
বলছি-বলছি! অতো হাঁকপাঁক করছিস কেনো। তবে যা বলবো তা এখন বোর্ডিংয়ে চাউর করবি না।
এবার বলো, কেলুদা,কি বলবে বলেছিলে?
শোন,কাল স্যারের টবেতে চাষ করা প্রায় তাল সাইজের টমেটো দেখতে একজন ধনী বিদেশীনি নাকি আসবেন। তাই ঐ জায়গা-
এবং চারপাশ সাফ করা চাই আর সেটা করতে হবে ওদের। আমাকে আবার অভ্যর্থনায় স্যারের সঙ্গে থাকতে হবে।
পরদিন-
এই নে ঝাঁটা একটু খাটা খাটুনি করে সাফ কর,এখুনি হয়তো আমাদের অতিথি এসে পড়বেন।
কেলোকে স্যার নিজের সঙ্গে অভ্যর্থনায় রেখেছে।
আর আমরা ঝাড়ুদার।


এদিকে বেশ কিছু চোর ছিনতাই বাজের আড্ডা হয়েছে, ফন্টে! টের পেলে এসে না হামলা করে।
যা বলেছিস, নন্টে! আজকাল কিছু বিশ্বাস নেই!
আসুন-আসুন, মহোদয়া! আমি খুবই খুশি যে আপনি আমার টমেটো দেখতে এসেছেন!
আসতে পেরে আমিও খুশি, মিস্টার হাতি!
তাই তো রে, নন্টে!
যা বলেছিলুম ঠিক তাই! ঐ দ্যাখ্ ফন্টে, কারা যেন উঁকি ঝুঁকি মারছে! ভালো মনে হচ্ছেনা!
ঝাঁটা এবার অন্য কাজে ব্যবহার হবে রে, নন্টে!
কোন ভয় নেই, ম্যাডাম! শুধু আপনার ঐ হিরের ছার আমাদের দিয়ে দিলেই আপনি পার পেয়ে যাবেন!
উফস্! গেলুম! এ দুটো আবার কোত্থেকে এলো! সিঙ্গাপুর পালা!
নন্টে আর ফন্টে! তোরা আমার সম্মান বাঁচিয়েছিস! এবার আমি ওঁকে আমার টমেটো দেখাতে নিয়ে যাই!
জোমাদের ধন্যবাদ! সাহসী ছেলেরা!
চমৎকার! দারুণ নমুনা, মিস্টার হাতি!
স্যারের অক্লান্ত গবেষনার ফল, ম্যাডাম!
কেল্টা স্যারকে কেমন জেলাচ্ছে দেখেছিস!


আমি জানতাম ওরা ফিরে আসবে! এবারে সঙ্গী বাড়িয়ে এসেছে!
আপনার হীরের গয়নাগুলো জলদি আমার কাছে দিন না হলে এবার আপনার ওগুলি লোপাট হয়ে যাবে!
ইঁকস্! হেল্প!
উরফ্!
আঁউফস্!
হে, ভাইসব! আমরা প্রতারিত হয়েছি! এই মহিলা ওঁর হীরের গয়না পরেন নি!
হেল্প, হেল্প!
হেল্প!
নন্টে আর ফন্টের গলা মনে হচ্ছে! চল তো ভাইসব!
স্যারের ঐ স্পেশাল টমেটো চাষের ঘর থেকেই আসছে মনে হচ্ছে!
জলদি: ভাইসব! আমরা সুপারিনন্টেণ্ডেন্টের প্রাইজের জন্যে মনোনীত টমেটোগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবো!
চালিয়ে যাও পার্টনাররা! টমেটো বোমা এখনো অনেক আছে!
ফ্যাচাৎ!
ফ্যাচাৎ!


ওরা সামনের ছেলেদের টমেটো ছুঁড়ে ঘায়েল করে পালাচ্ছে, নন্টে! এবার আমরা পেছন থেকে অ্যাটাক করি!
যখন আসল জিনিস পাওয়া গেলো না তখন এখান থেকে কেটে পড়ো সবাই।
বেরিয়ে এলো, কেলুদা, ওরা পালিয়েছে!
কিন্তু আমার হীরের গয়না?
ওরা আর ফিরবে না।
ভাবনার কিছু নেই, এইতো আপনার হীরের গয়না!
একি! এতো টমেটো গাছের টব!
আরে এতেই তো সব। এই নিন আপনার সব হীরের গয়না!
তোমরা দুজন খুব চালাক ছেলে! ধন্য বাদ তোমাদের!
আমার প্রাইজ পাওয়া কুমড়োটার কোন অনিষ্ট করতে পারেনি, হতচ্ছাড়ারা!
আর এটা আমি তোমাকে প্রাইজ দিয়ে গেলুম!
ফ্যাচাৎ!
তোমার কুষ্মাণ্ড শেষে তোমাকেই নতুন ভাবে উপহার দিয়ে গেলো, কেলুদা, হাঃ হাঃ!
?

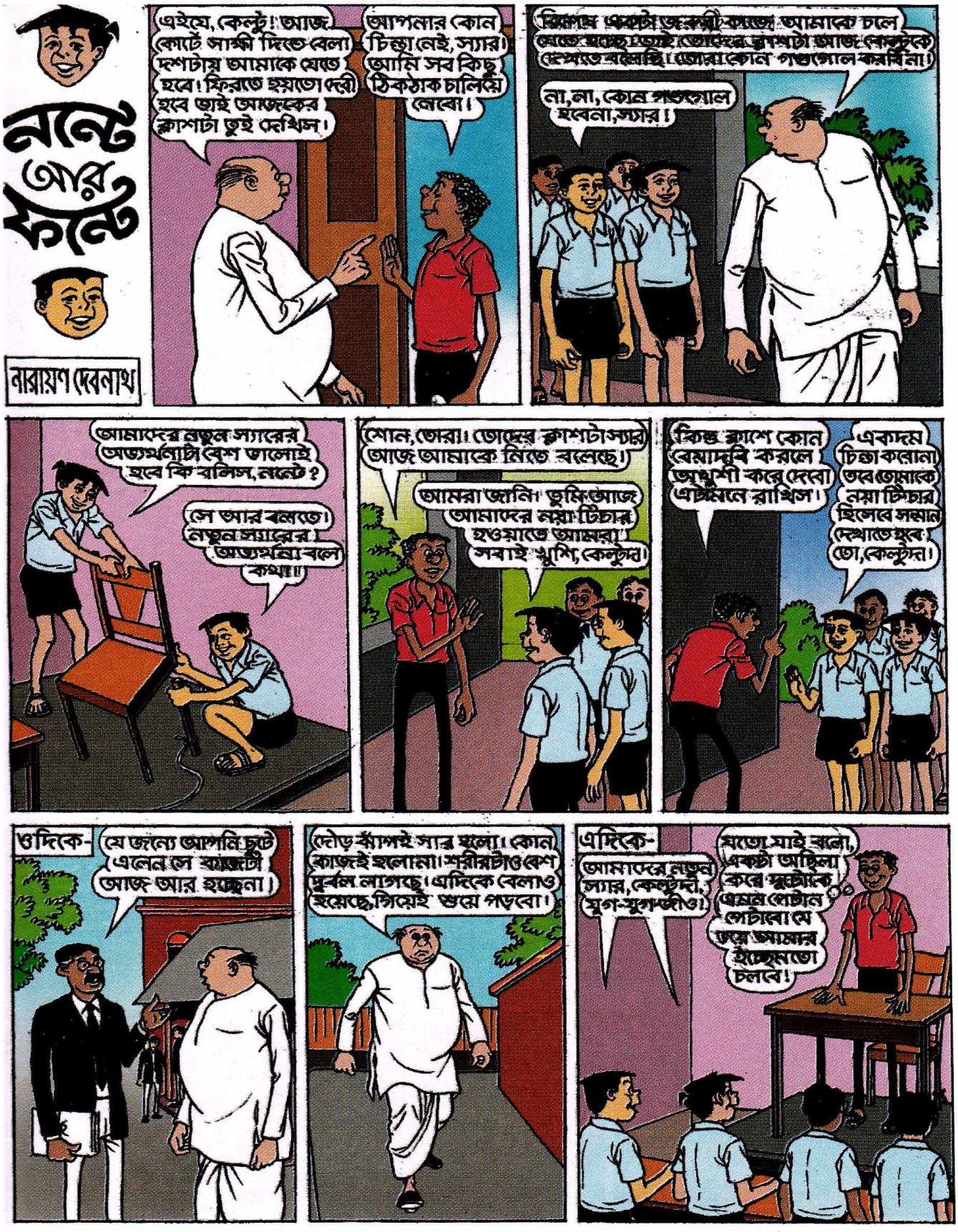
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এইযে, কেলটু! আজ কোর্টে সাক্ষী দিতে বেলা দশটায় আমাকে যেতে হবে। ফিরতে হয়তো দেরী হবে তাই আজকের ক্লাশটা তুই দেখিস।
আপনার কোন চিন্তা নেই, স্যার। আমি সব কিছু ঠিকঠাক চালিয়ে নেবো।
বিশেষ একটা জরুরী কাজে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তাই তোদের ক্লাশটা আজ কেলটুকে দেখতে বলেছি। তোরা কোন গণ্ডগোল করবি না।
না, না, কোন গণ্ডগোল হবেনা, স্যার!
আমাদের নতুন স্যারের অভ্যর্থনাটা বেশ ভালোই হবে কি বলিস, নন্টে?
সে আর বলতে। নতুন স্যারের অভ্যর্থনা বলে কথা!
শোন, তোরা। তোদের ক্লাশটা স্যার আজ আমাকে নিতে বলেছে।
আমরা জানি। তুমি আজ আমাদের নয়া টিচার হওয়াতে আমরা সবাই খুশি, কেলটুদা।
কিন্তু ক্লাশে কোন বেয়াদবি করলে অখুশী করে দেবো এটা মনে রাখিস।
একদম চিন্তা করোনা তবে তোমাকে নয়া টিচার হিসেবে সম্মান দেখাতে হবে তো, কেলটুদা।
ওদিকে-
যে জন্যে আপনি ছুটে এলেন সে কাজটা আজ আর হচ্ছেনা।
দৌড় ঝাঁপই সার হলো। কোন কাজই হলোনা। শরীরটাও বেশ দুর্বল লাগছে। এদিকে বেলাও হয়েছে, গিয়েই শুয়ে পড়বো।
এদিকে-
আমাদের নতুন স্যার, কেলটুদা, যুগ-যুগজীও!
যতো যাই বলো, একটা অছিলা করে দুটোকে এমন পেটান পেটাবো যে ভয়ে আমার ইচ্ছেমতো চলবে!


আউফ্‌স্‌!
ওরে বাবা গেলুম!
আরে, আরে! কি হলো গো, বেল্টুদা?
হতচ্ছাড়া, নচ্ছার আর ফন্টে!
অভ্যর্থনার নাম করে আমাকে হেনস্তা? এই বেত আমি তোদের পিঠে আজ ভাঙবো!
গেলা, ফন্টে!
নেংটি দুটো পালাবে কোথায়? স্যারের ঘরে ঢুকছে দেখেছি!
স্যার নেই তাই স্যারের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘাপটি মেরে আছে! এবারে ঘাপটি মেরে থাকাচ্ছি হেঃ-হেঃ!
আমাকে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়ে হেনস্তা করা? এবার ঠ্যাখ্‌ এগুলো কেমন লাগে!
সপাং! সপাং!
একি, কেলু তুই? তোর এতো আস্পর্ধা যে আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি আর তুই আমাকে বেত দিয়ে পেটাচ্ছিস?
ওরে বাবা! স্যার আপনি!
নচ্ছার, অপোগণ্ড! যে বেত তুই আমার গায়ে তুলেছিস, বেত দিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে তুগডুগি বানিয়ে বাজাবো!
আমরা কেলোকে অভ্যর্থনা করেছিলাম। এবারে স্যার ওকে সম্বর্ধনা দিচ্ছে! হিঃ-হিঃ!
বাবারে, গেলুম রে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

















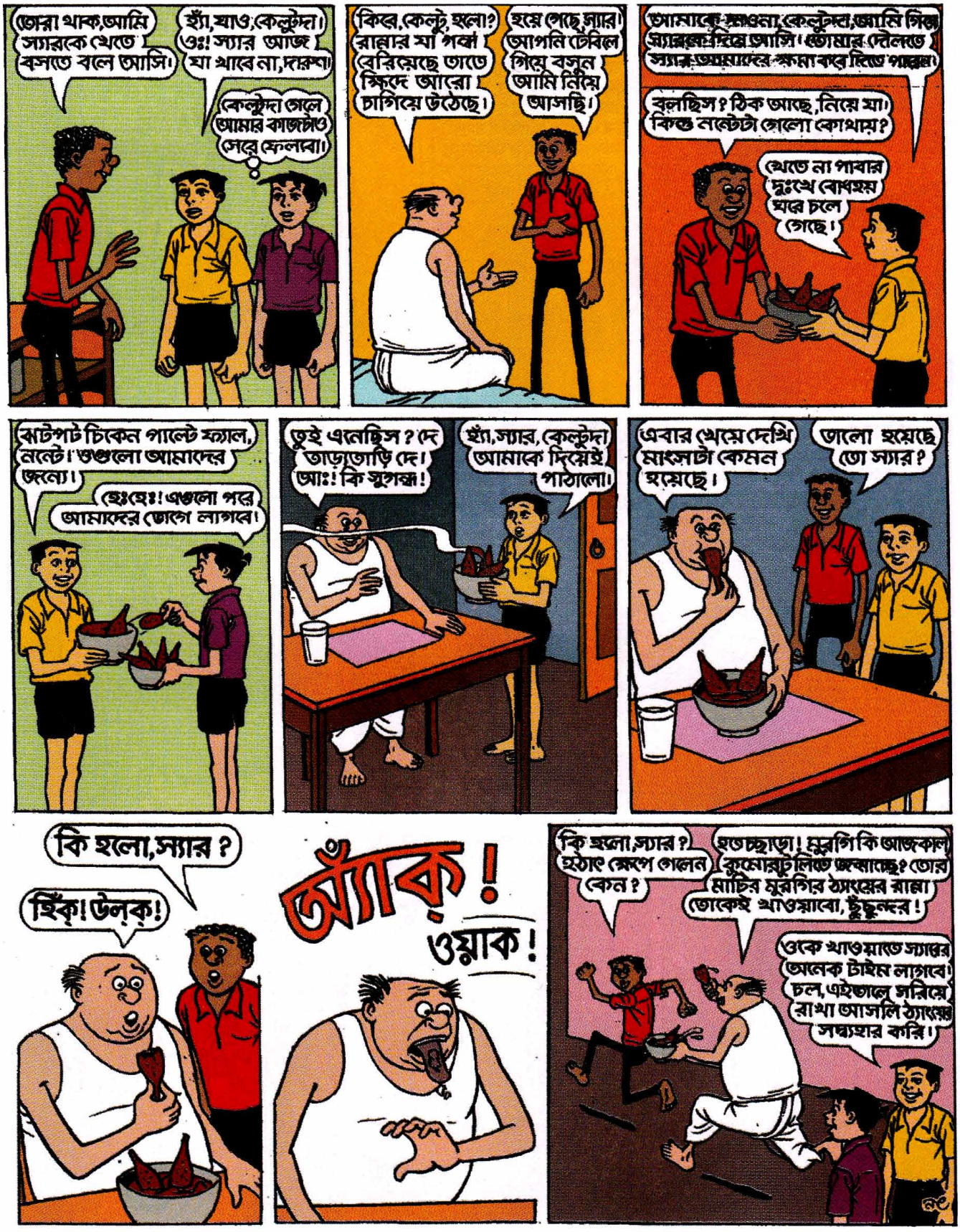
তোরা থাক,আমি স্যারকে খেতে বসতে বলে আসি।
হ্যাঁ,যাও,কেলুটদা। ওঃ! স্যার আজ যা খাবে না,দারুণ।
কেলুদা গেলে আমার কাজটাও সেরে ফেলবো।
কিরে,কেলু,হলো? রান্নার যা গন্ধ বেরিয়েছে তাতে ক্ষিদে আরো চাগিয়ে উঠেছে।
হয়ে গেছে স্যার। আপনি টেবিলে গিয়ে বসুন আমি নিয়ে আসছি।
আমাকে খাওনা কেলুদা,আমি গিয়ে স্যারকে দিয়ে আসি। স্যার আমাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন।
বলছিস? ঠিক আছে,নিয়ে যা। কিন্তু বন্টেটা গেলো কোথায়?
খেতে না পাবার দুঃখে বোধহয় ঘরে চলে গেছে।
ঝটপট চিকেন পাল্টে ফ্যাল, বন্টে। ওগুলো আমাদের জন্যে।
হেঃহেঃ! এগুলো পরে আমাদের ভোগে লাগবে।
তুই এনেছিস? দে তাড়াতাড়ি দে। আঃ! কি সুগন্ধ!
হ্যাঁ,স্যার, কেলুদা আমাকে দিয়েই পাঠালো।
এবার খেয়ে দেখি মাংসটা কেমন হয়েছে।
ভালো হয়েছে তো স্যার?
কি হলো,স্যার?
হিঁক! উলক!
আঁক! ওয়াক!
কি হলো,স্যার? হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন কেন?
হতচ্ছাড়া! মুরগি কি আজকাল কুমোরটুলিতে জন্মাচ্ছে? তোর মাচির মুরগির ঠ্যাংয়ের রান্না তোকেই খাওয়াবো, ছুঁচুন্দর!
ওকে খাওয়াতে স্যারের অনেক টাইম লাগবে। চল, এইভালে সরিয়ে রাখা আসলি ঠ্যাংয়ের সদ্ব্যবহার করি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

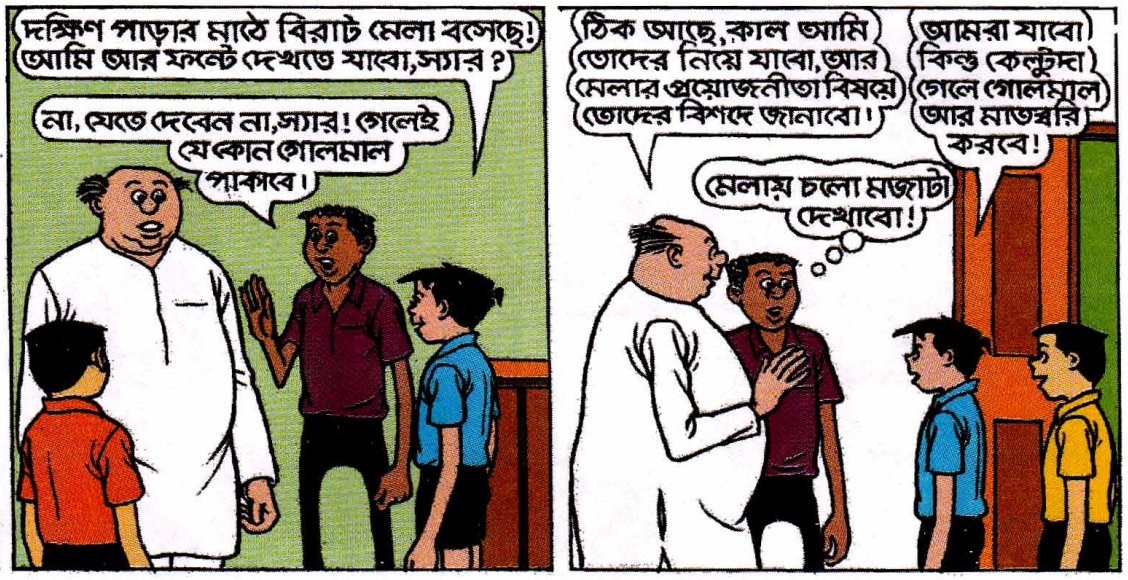





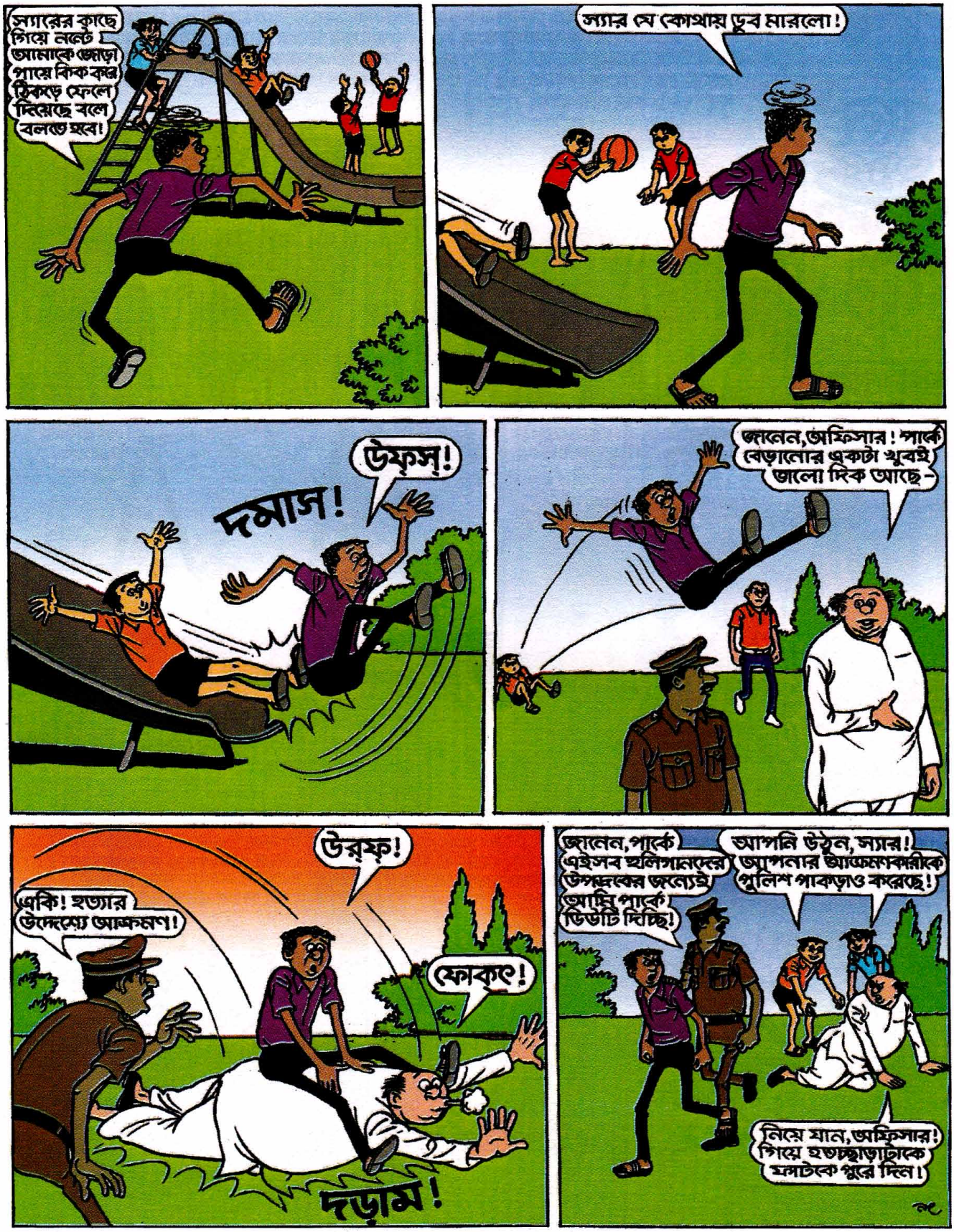
স্যারের কাছে গিয়ে বলবে আমাকে জোড়া পায়ে কিক করে ফেলে দিয়েছে বলে বলতে হবে!
স্যার যে কোথায় ডুব মারলো!
উফ্‌স্!
দমাস!
জানেন,অফিসার! পার্কে বেড়ানোর একটা খুবই ভালো দিক আছে –
উরফ্!
একি! হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ!
ফোকৎ!
দড়াম!
জানেন,পার্কে এইসব ছলিগানদের উপদ্রবের জন্যেই আমি পার্কে ডিউটি দিচ্ছি!
আপনি উঠুন, স্যার! আপনার আক্রমণকারীকে পুলিশ পাকড়াও করেছে!
নিয়ে যান,অফিসার! গিয়ে হতচ্ছাড়াটাকে হাজতে পুরে দিন!

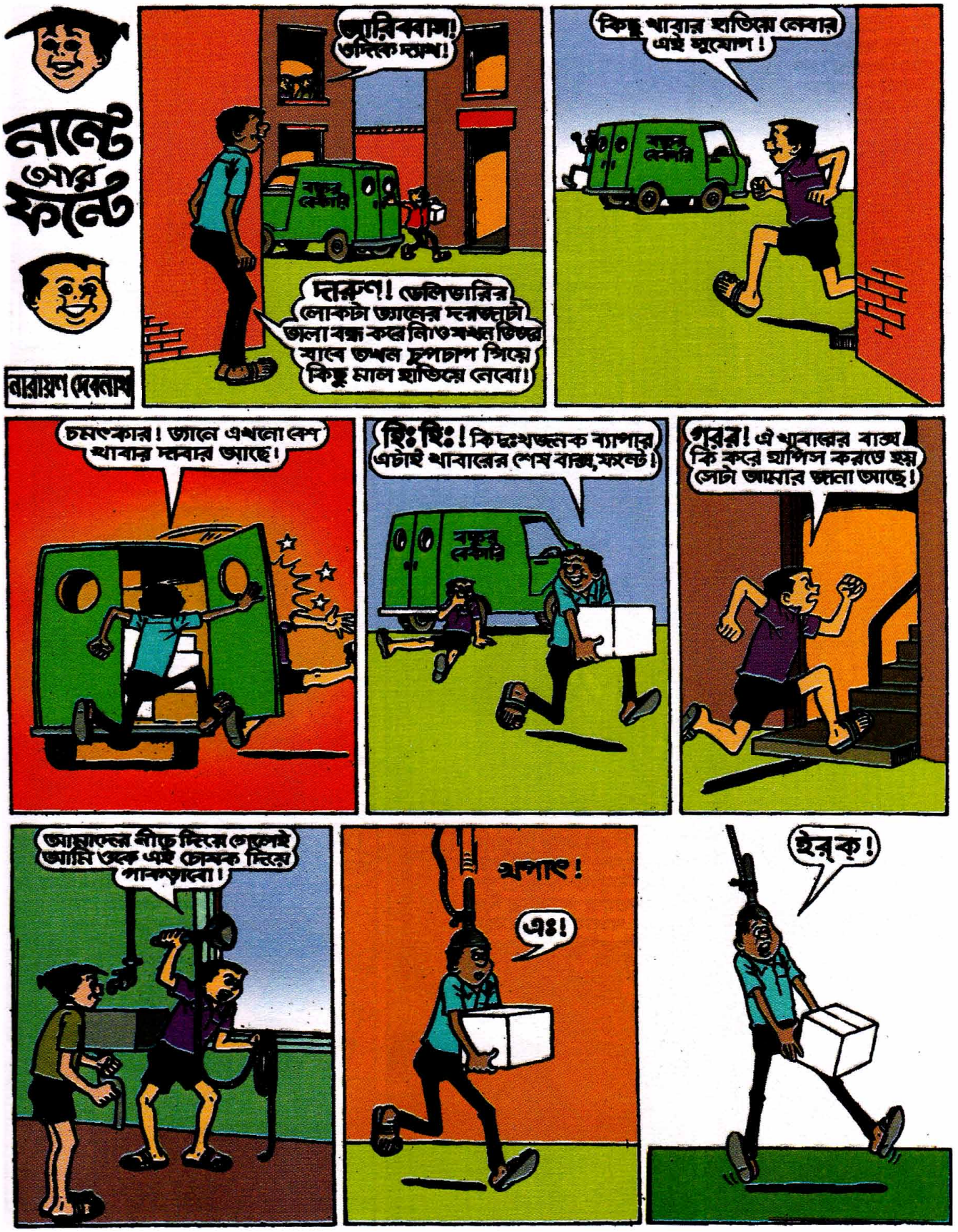
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আরিব্বাস! ওদিকে দ্যাখ!
দারুণ! ডেলিভারির লোকটা ভ্যানের দরজাটা ভালা বন্ধ করে নি। ও যখন ভিতরে যাবে তখন চুপচাপ গিয়ে কিছু মাল হাতিয়ে নেবো!
কিছু খাবার হাতিয়ে নেবার এই সুযোগ!
চমৎকার! ভ্যানে এখনো বেশ খাবার দাবার আছে।
হিঃ হিঃ! কি দুঃখজনক ব্যাপার এটাই খাবারের শেষ বাক্স, ফন্টে!
গরর! ঐ খাবারের বাক্স কি করে হাপিস করতে হয় সেটা আমার জানা আছে!
আমাদের নীচে দিয়ে গেলেই আমি ওকে এই চোষক দিয়ে পাকড়াবো!
খপাৎ!
এঃ!
ইর্‌ক্‌!


হিঃহিঃ! দড়িটা আমি কলের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি। চল এবারে খাবারের বাক্সটা নিয়ে আসি!
বাহ্! আমি চেষ্টা করেও কিছুতেই টেনে তুলতে পারছি না! যদি ওপরে উঠতে পারি তাহলে ভিতরে নেমে ওদিকের বাঁধনটা খুলে দেবো।
ইরক্!
কলঘর থেকে এতো জল আসছে কেন?
গ্লাবল্!
গরর! এসবের জন্যে তাহলে তুইই দায়ী!
মরেচে! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
এখানে উঠে আয়, কেলু এসে জলদি ঘরটা সাফ সুতরো করে দে।
কল ফিট করে দিয়েছি। এবার যত তাড়াতাড়ি জল সাফ করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি খাবারে হাত বসাতে পারবো!
ওহ্ না! ওরা সবই খেয়ে ফেলেছে!
তুমি ওপরে সাফ করতে ব্যস্ত ছিলে তাই আমরা তোমার হয়ে এদিকটা সাফ করেছি! হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ





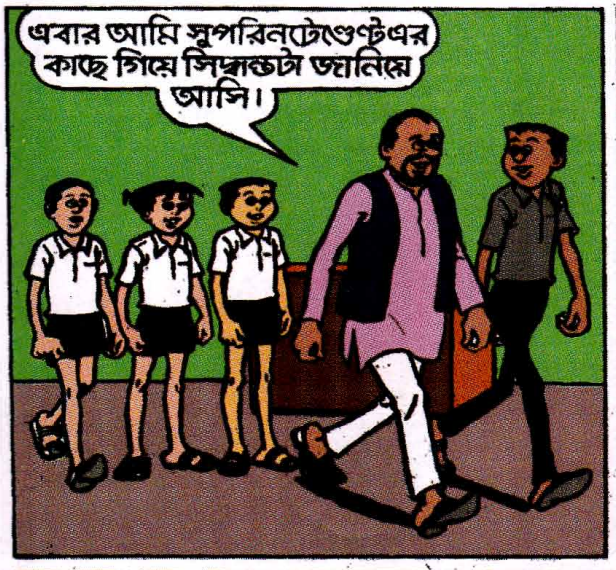








আর এটা ছেলেদের কাজের একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে। যার কাজ কাজ ভালো হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর সেই প্রতিমূর্তিকে বোর্ডিংএ স্থাপন করা হবে।
সত্যি, আপনি এতো লজ্জায় ফেললেন— আপনি বড়ো ইয়ে।
স্যারের অনুমতি পেয়ে গেছো, এবার সবাইকে জানিয়ে দাও আর শুরু করে দাও।
ঠিক আছে স্যার! জানিয়ে দিচ্ছি।
আর এই ফটো সবাইকে দাও মূর্তি তৈরির জন্যে।
কি রে! তোরা দেখছি অলরেডি শুরু করে দিয়েছিস নন্টে আর ফন্টে।
স্যারের কথা শুনেই শুরু করেছি।
শুরু করো, কিন্তু যতোই পাঁয়তাড়া কষিস না কেন দেখবি পুরস্কৃত এবং স্থাপিত হবে এই শর্মার তৈরি প্রতিমূর্তিটাই। হেঃ হেঃ!
তুই ধরবি আমি করবো আবার আমি ধরবো তুই করবি।
কেষ্টদা কি করে কি করবে কে জানে!
আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি, কি বলিস, নন্টে?
হ্যাঁ, এবার বাকি কাজটা আমি করে ফেলবো।

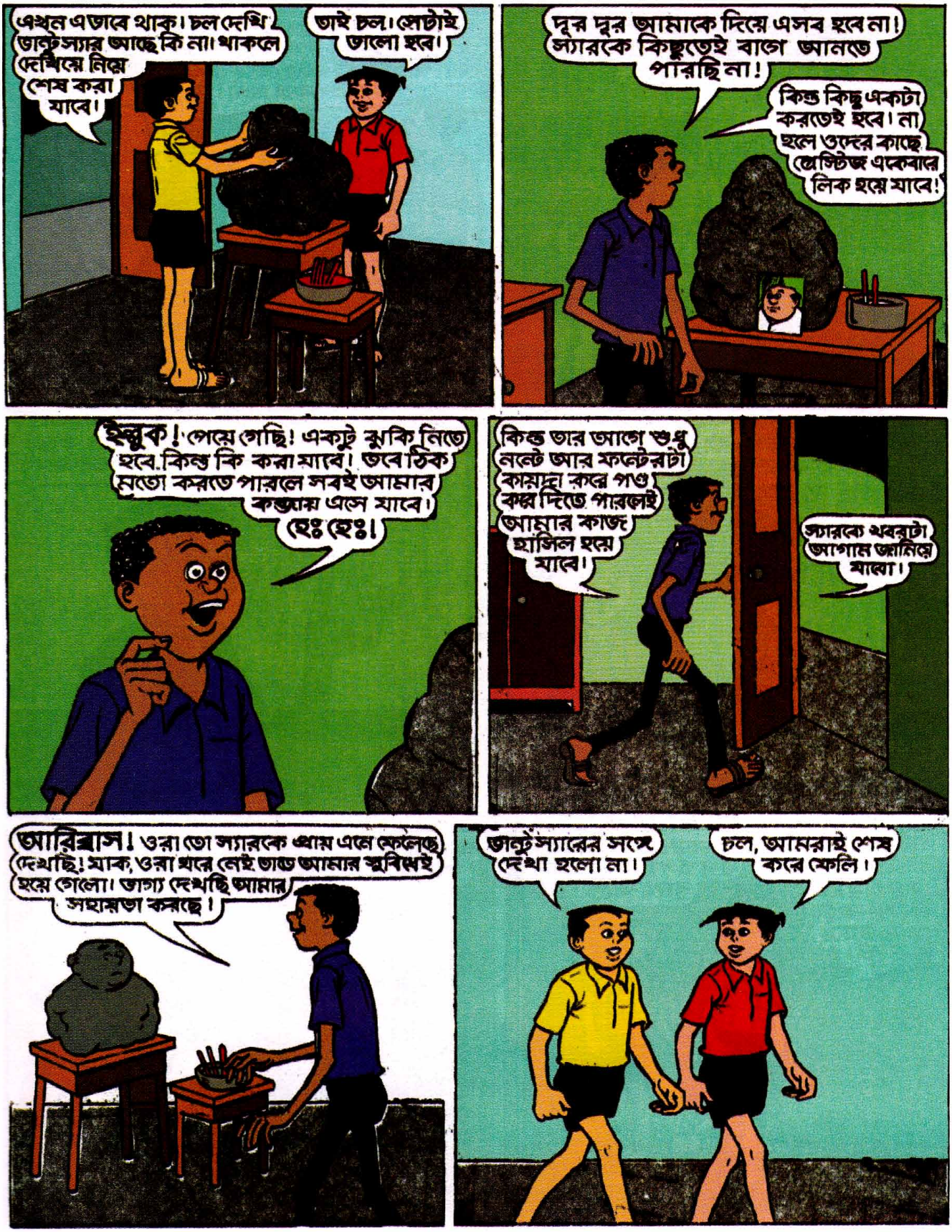
এখন এভাবে থাক। চল দেখি ভাল্টস্যার আছে কি না। থাকলে দেখিয়ে নিয়ে শেষ করা যাবে।
তাই চল। সেটাই ভালো হবে।
দূর দূর আমাকে দিয়ে এসব হবে না! স্যারকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না!
কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। না হলে ওদের কাছে প্রেস্টিজ একেবারে লিক হয়ে যাবে!
ইস্কুক! পেয়ে গেছি! একটু ঝুকি নিতে হবে কিন্তু কি করা যাবে। তবে ঠিক মতো করতে পারলে সবই আমার কন্ট্রোলে এসে যাবে। হেঃ হেঃ!
কিন্তু তার আগে শুধু নন্টে আর ফন্টেরটা কায়দা করে পাও করে দিতে পারলেই আমার কাজ হাসিল হয়ে যাবে।
স্যারকে খবরটা আগাম জানিয়ে যাবো।
আরিব্বাস! ওরা তো স্যারকে প্রায় এনে ফেলেছে দেখছি! যাক, ওরা ঘরে নেই তাও আমার সুবিধেই হয়ে গেলো। ভাগ্য দেখছি আমার সহায়তা করছে!
ভাল্টস্যারের সঙ্গে দেখা হলো না।
চল, আমরাই শেষ করে ফেলি।

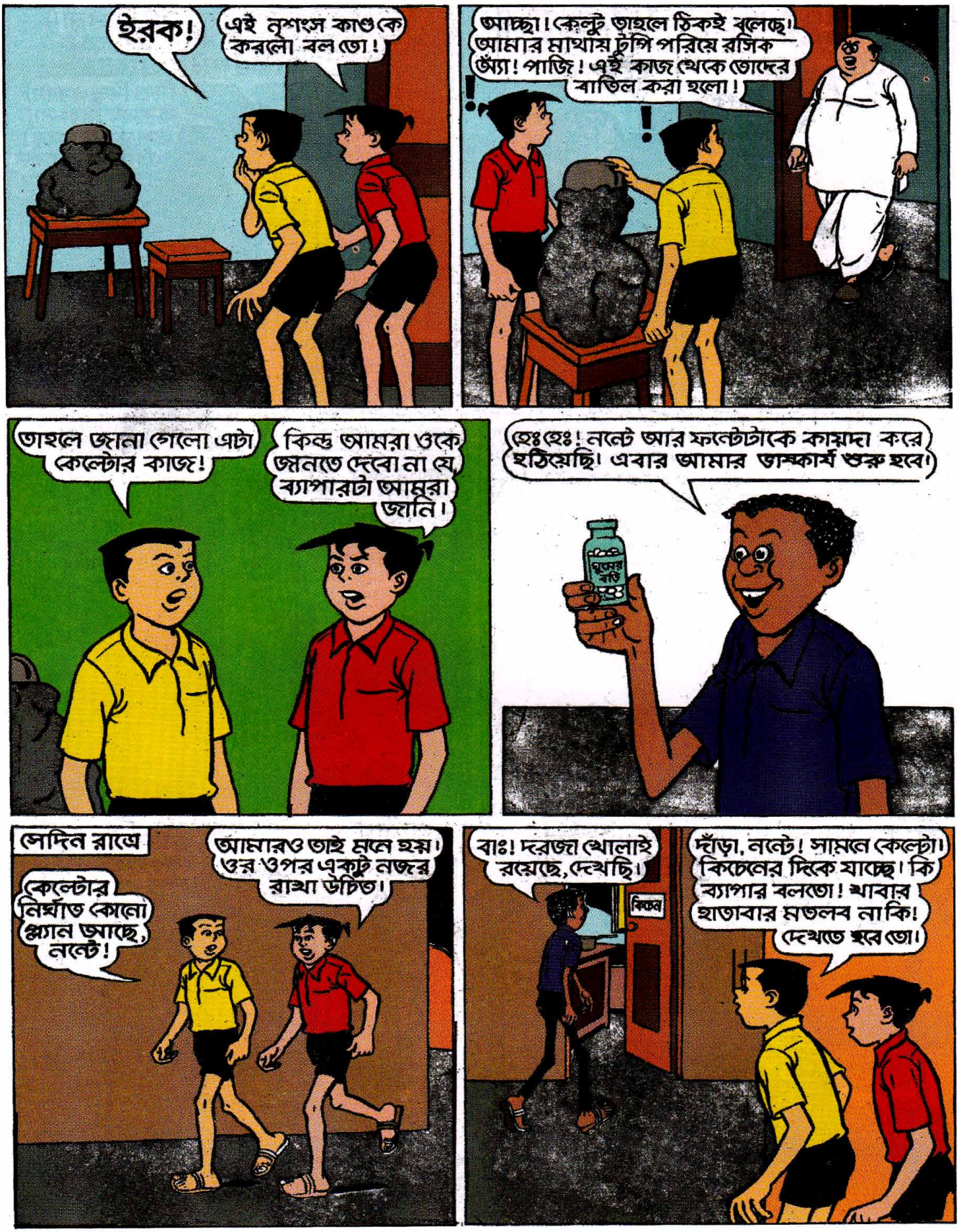
ইরক!
এই নৃশংস কাণ্ডকে করলো বল তো!
আচ্ছা! কেল্টু তাহলে ঠিকই বলেছে! আমার মাথায় টুপি পরিয়ে রসিক
অ্যাঁ! পাজি! এই কাজ থেকে তোদের বাতিল করা হলো!
তাহলে জানা গেলো এটা কেল্টোর কাজ!
কিন্তু আমরা ওকে জানতে দেবো না যে, ব্যাপারটা আমরা জানি।
হেঃহেঃ! নন্টে আর ফন্টেটাকে কায়দা করে হটিয়েছি। এবার আমার ভাস্কার্য শুরু হবে।
সেদিন রাত্রে
কেল্টোর নির্ঘাত কোনো প্ল্যান আছে, নন্টে!
আমারও তাই মনে হয়। ওর ওপর একটু নজর রাখা উচিত।
বাঃ! দরজা খোলাই রয়েছে, দেখছি।
কিচেন
দাঁড়া, নন্টে! সামনে কেল্টো। কিচেনের দিকে যাচ্ছে! কি ব্যাপার বলতো! খাবার ছাতাবার মতলব নাকি! দেখতে হবে তো।

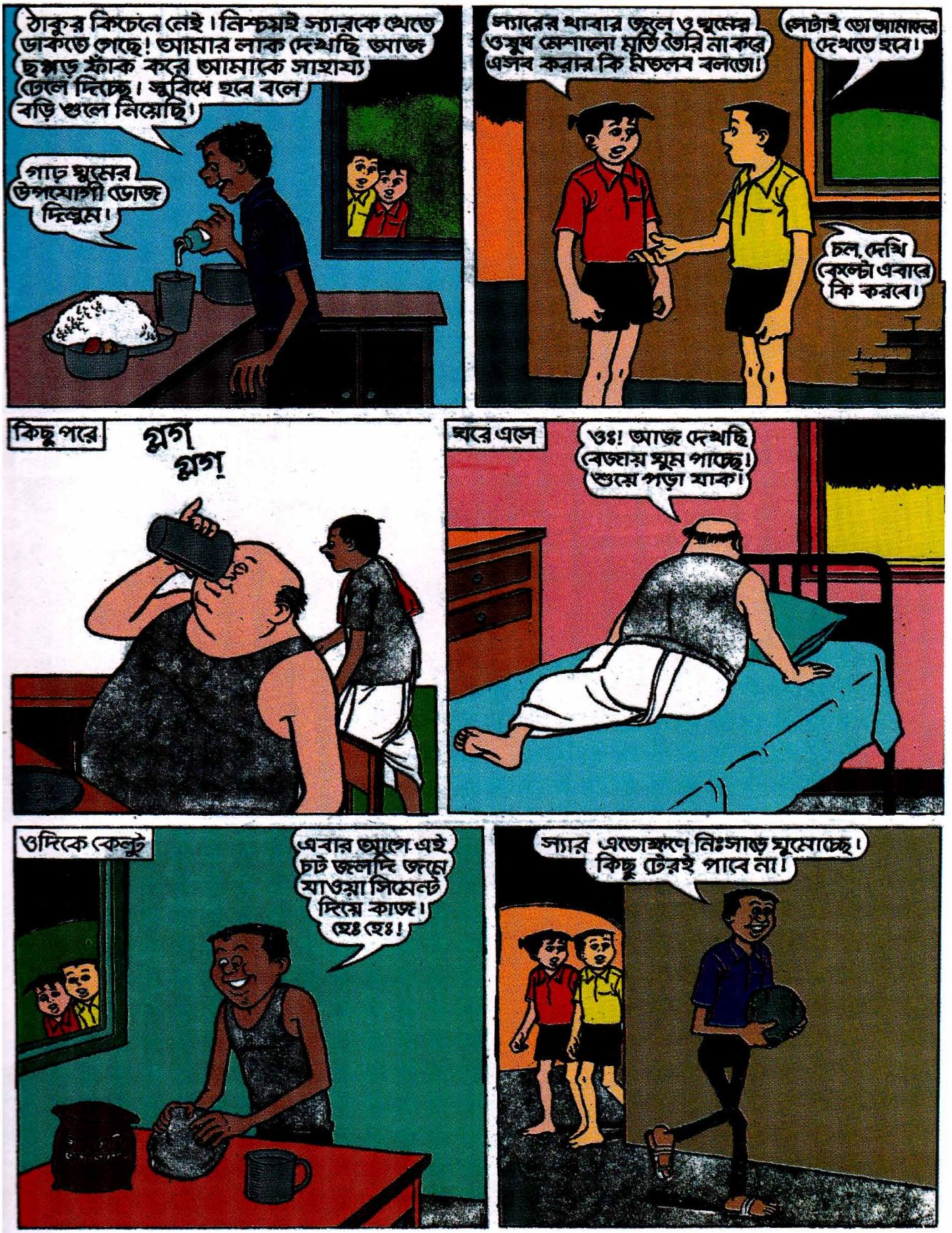
ঠাকুর কিচ্ছু নেই। নিশ্চয়ই স্যারকে খেতে ডাকতে গেছে! আমার লাক দেখছি আজ ছপ্পড় ফাঁক করে আমাকে সাহায্য ঢেলে দিচ্ছে। সুবিধে হবে বলে বড়ি গুলে নিয়েছি।
গাঢ় ঘুমের উপযোগী ডোজ দিয়েছি।
স্যারের খাবার জলে ও ঘুমের ওষুধ মেশালো মূর্তি তৈরি না করে এসব করার কি মিতলব বলতো!
লেটাই তো আমাদের দেখতে হবে।
চল, দেখি বেল্টা এবারে কি করবে।
কিছু পরে
গ্লগ গ্লগ
ঘরে এসে
ওঃ! আজ দেখছি বেজায় ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়া যাক।
ওদিকে কেল্টু
এবার আগে এই চট জলদি জলে যাওয়া সিমেন্ট দিয়ে কাজ। হেঃ হেঃ!
স্যার এতোক্ষণে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। কিছু টেরই পাবে না!


আহ্! স্যারের দরজাও খোলা! যাই হোক খুব ঝটপট কাজ সারতে হবে।
ফরর ফোঁৎ!
হিঃ হিঃ! স্যার জানতেও পারলেন না যে ওর মুখের ছাঁচ নেওয়া হয়ে গেলো!
! !
কাম ছাসিল। লন্টে আর ফন্টেটাকে তো আগেই হঠিয়েছি। বাকিগুলি সব এলেবেলে। এবার এই ছাঁচে ফেলে স্যারের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলবো। পুরস্কার এবার আমার কব্জায়।
কেল্টোটা কি শয়তান দেখেছিস! ও এই কায়দা করবে ভাবতেই পারিনি!
ঠিক আছে! এবার দেখাবি ওর ওষুধেই ওর চিকিৎসা করবো।
কি দুর্দ্দান্ত আইডিয়া! এরপর বাকি কাজটা সারতে হবে—তারপর ছাঁচটা সরিয়ে ফেলতে হবে।
ঘুণ্ড বসিয়ে দিলুম। বাকিটা কাল ডার্লু স্যারকে দেখিয়ে শেষ করবো।

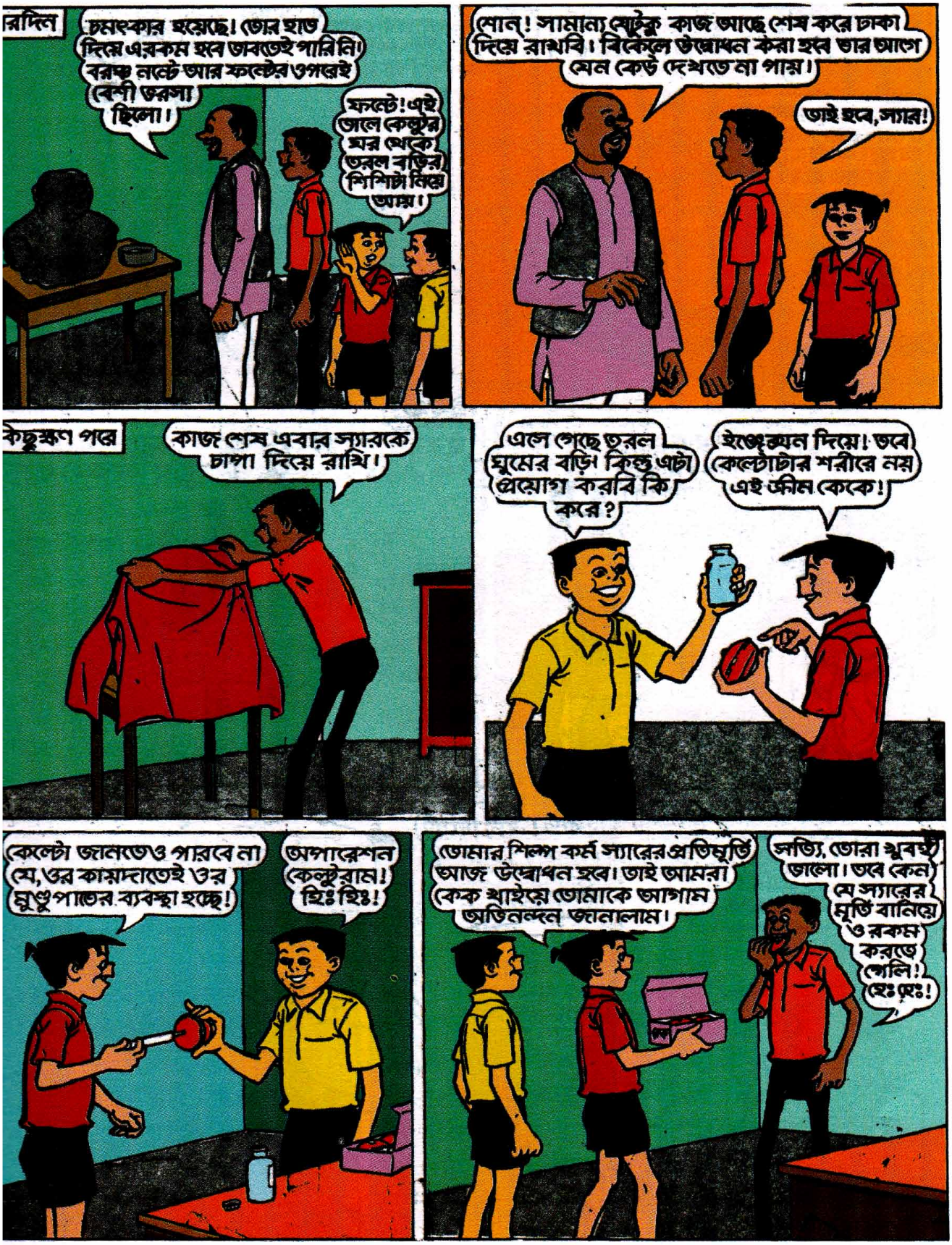
রদিলে
চমৎকার হয়েছে। তোর হাত দিয়ে এরকম হবে ভাবতেই পারি নি। বরঞ্চ নন্টে আর ফন্টের ওপরেই বেশী ভরসা ছিলো।
ফন্টে! এই ভালে কেলুর ঘর থেকে তরল বড়ির শিশিটা নিয়ে আয়।
শোন্! সামান্য যেটুকু কাজ আছে শেষ করে ঢাকা দিয়ে রাখবি। বিকেলে উদ্বোধন করা হবে তার আগে যেন কেউ দেখতে না পায়।
তাই হবে, স্যার!
কিছুক্ষণ পরে
কাজ শেষ এবার স্যারকে ঢাপা দিয়ে রাখি।
এলে গেছে তরল ঘুমের বড়ি। কিন্তু এটা প্রয়োগ করবি কি করে?
ইঞ্জেকশন দিয়ে। তবে কেলেটাটার শরীরে নয় এই ক্রীম কেকে!
কেলেটা জানতেও পারবে না যে, ওর কায়দাতেই ওর ঘুণ্ডুপাতের ব্যবস্থা হচ্ছে!
অপারেশন কেলুরাম! হিঃ হিঃ!
তোমার শিল্প কর্ম স্যারের প্রতিমূর্তি আজ উদ্বোধন হবে। তাই আমরা কেক খাইয়ে তোমাকে আগাম অভিনন্দন জানালাম।
সত্যি, তোরা খুবই ভালো। তবে কেন যে স্যারের মূর্তি বানিয়ে ও রকম করতে গেলি! হেঃ হেঃ!

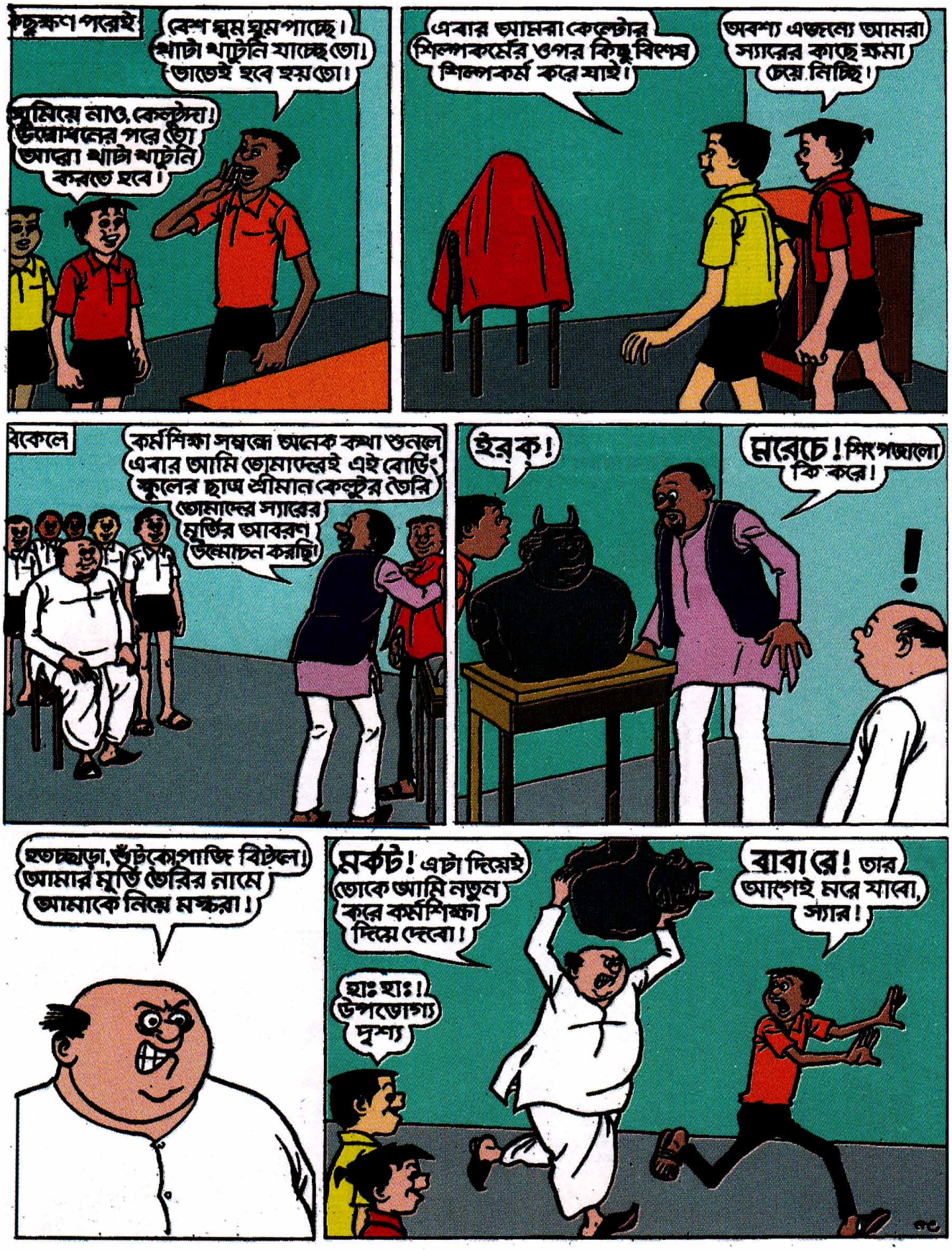
কিছুক্ষণ পরেই
বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে। খাটা খাটনি যাচ্ছে তো। তাতেই হবে হয়তো।
ঘুমিয়ে নাও, কেলুচন্দ্র! উদ্বোধনের পরে তো আরো খাটা খাটনি করতে হবে!
এবার আমরা কেলেটার শিল্পকর্মের ওপর কিছু বিশেষ শিল্পকর্ম করে যাই।
অবশ্য এজন্যে আমরা স্যারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
বিকেলে
কর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলে এবার আমি তোমাদেরই এই বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র শ্রীমান কেলুর তৈরি তোমাদের স্যারের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করছি!
ইরক!
মরেচে! শিংগজালো কি করে!
হতচ্ছাড়া, শুঁটকো পাজি বিটলে! আমার মূর্তি তৈরির নামে আমাকে নিয়ে মস্করা!
মর্কট! এটা দিয়েই তোকে আমি নতুন করে কর্মশিক্ষা দিয়ে দেবো!
হাঃ হাঃ! উপভোগ্য দৃশ্য
বাবা রে! তার আগেই মরে যাবো, স্যার!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















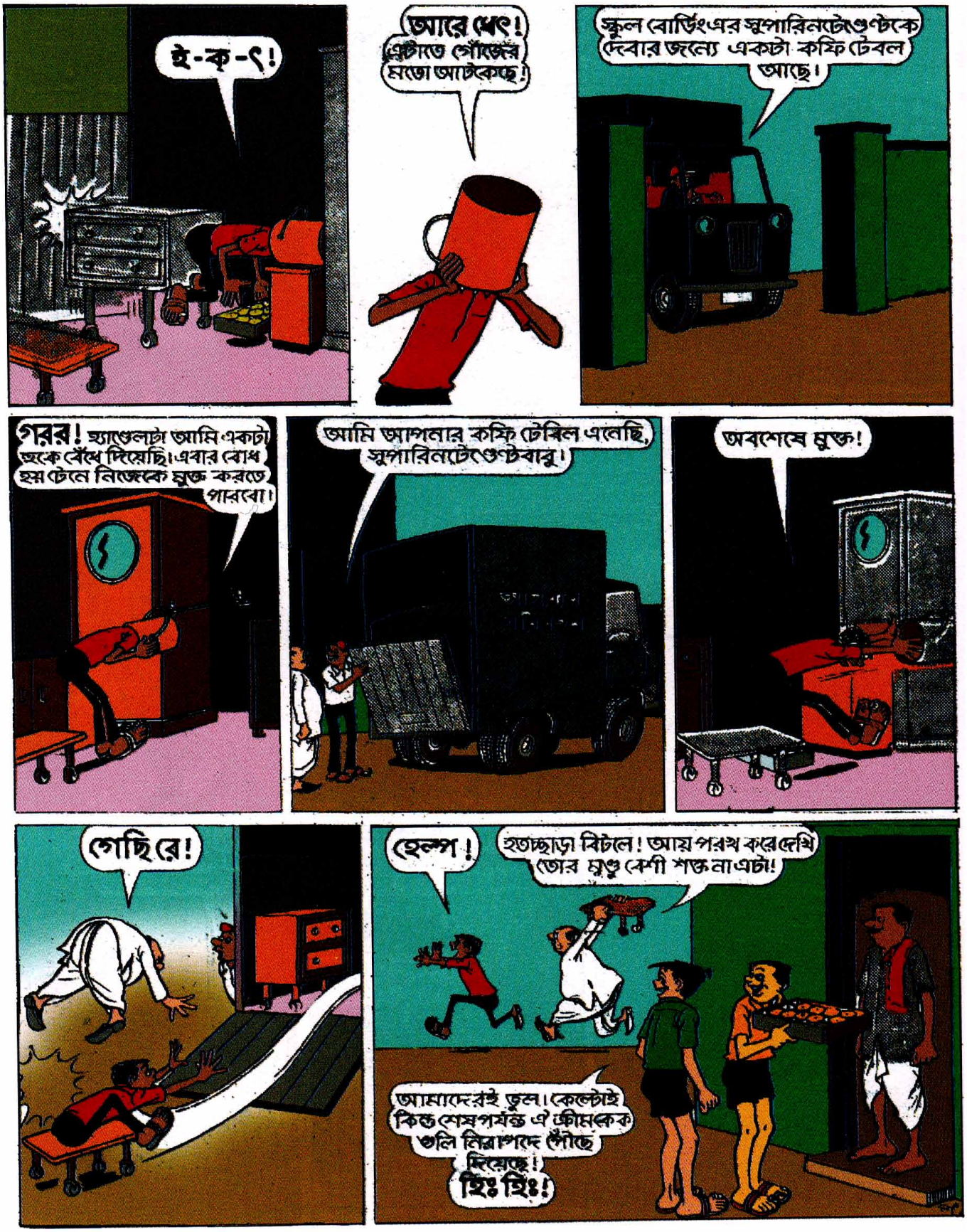
ই-ক-ৎ!
আরে ধেৎ! এটাতে গোঁজের মতো আটকেছে!
স্কুল বোর্ডিংএর সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে দেবার জন্যে একটা কফি টেবল আছে।
গরর! হ্যাণ্ডেলটা আমি একটা হুকে বেঁধে দিয়েছি। এবার বোধ হয় টেনে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো।
আমি আপনার কফি টেবিল এনেছি, সুপারিনটেণ্ডেণ্টবাবু।
অবশেষে মুক্ত!
গেছি রে!
হেল্প!
হতচ্ছাড়া বিটলে! আয় পরখ করে দেখি তোর মুণ্ডু কেমন শক্ত না এটা!
আমাদেরই ভুল। কেল্টাই কিন্তু শেষপর্যন্ত এ ক্রীমকেক গুলি নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে! হিঃ হিঃ!

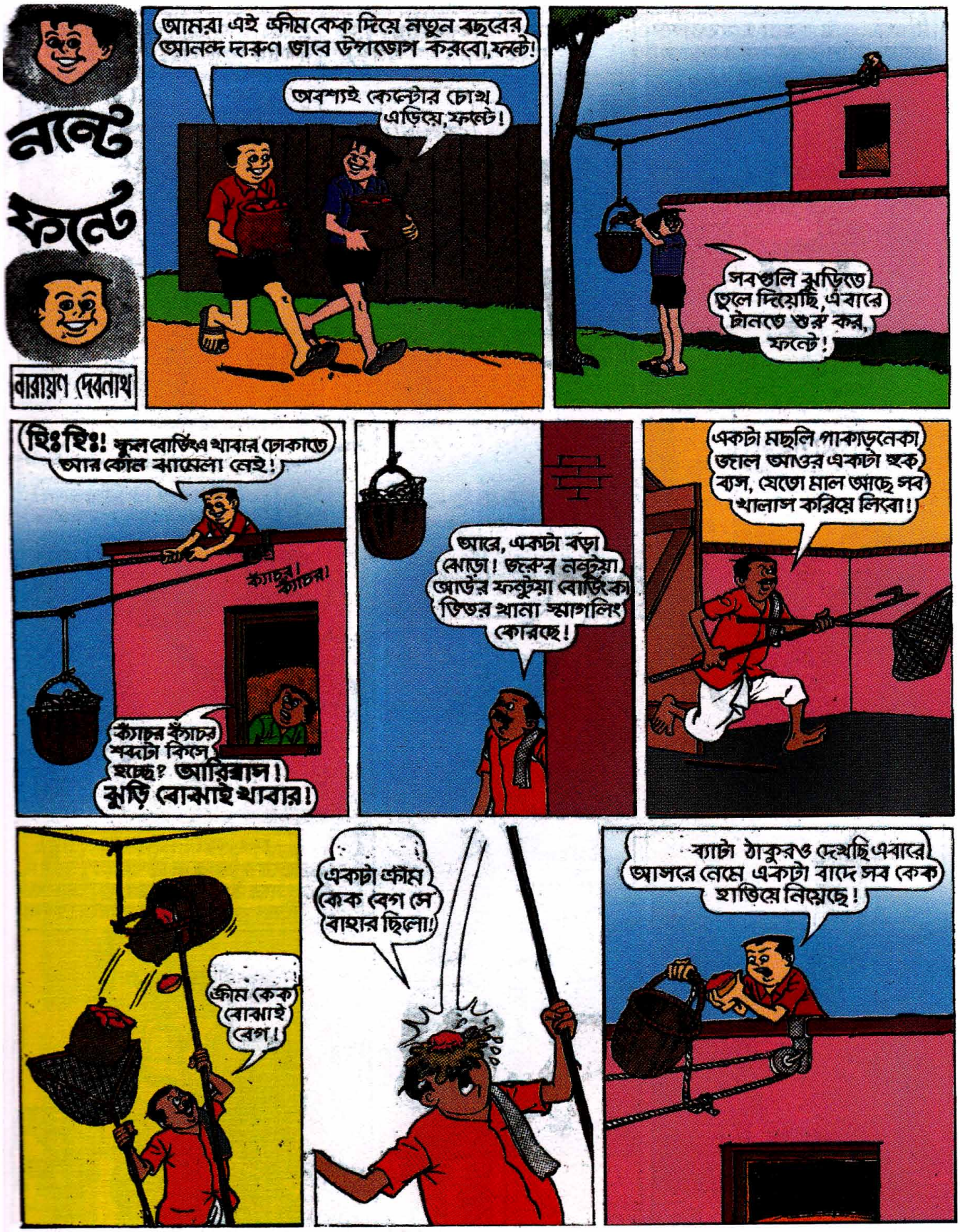
নন্টে ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমরা এই ক্রীম কেক দিয়ে নতুন বছরের আনন্দ দারুণ ভাবে উপভোগ করবো, ফন্টে!
অবশ্যই কেল্টার চোখ এড়িয়ে, ফন্টে!
সবগুলি ঝুড়িতে তুলে দিয়েছি, এবারে টানতে শুরু কর, ফন্টে!
হিঃ হিঃ! স্কুল বোর্ডিংএ খাবার ঢোকাতে আর কোন ঝামেলা নেই!
ক্যাঁচর! ক্যাঁচর!
ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দটা কিসে হচ্ছে? আরিব্বাস! ঝুড়ি বোঝাই খাবার!
আরে, একটা বড়া ঝোড়া! জরুর নন্টুয়া আউর ফন্টুয়া বোর্ডিংকা ভিতর খানা স্মাগলিং কোরছে!
একটা মছলি পাকাড়নেকা জাল আওর একটা হুক ব্যস, যেতো মাল আছে সব খালাস করিয়ে লিবো!
ক্রীম কেক বোঝাই বেগ!
একটা ক্রীম কেক বেগ সে বাহার ছিলো!
ব্যাটা ঠাকুরও দেখছি এবারে আসরে নেমে একটা বাদে সব কেক হাতিয়ে নিয়েছে!


নিঃশব্দে এটা করতে হবে তাহলেই গোটা বাড়িটা কব্জা করতে পারবো! হিঃহিঃ! কি দারুণ প্ল্যানটাই না হবে!
তোকে বমাল ধরেছি! বাকি সব খাবার কোথায়?
কেলুদা!
ইয়ে... আমার কাছে কিছু নেই – দেখো?
অবশ্যই না! ওসব ওখানে বাড়ির মধ্যে এখনো ঝুলছে!
আগ্‌হস্!
আঁই-ই-ই!
ভগোয়ান কি কিরপালে হামার আঁখোনে মোকেক গিরা থা উ সব সাফা হোয়ে গেলো!
চল,নন্টে– আমরা এবার নতুন বছরের আনন্দ উপভোগ করি! কেল্টো আর ঠাকুরটা মনে হয় আমাদের ক্রীম কেকের ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ














সেইমতো-
আমরা এই স্পেশাল ডিম কেল্টোর জন্যে বানাচ্ছি!
নকল বলে বোঝাই যাচ্ছে না রে, ফনেট! কে বলবে যে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি!
আমি কিচেনের দিকে যাচ্ছি, তুই কেল্টোর কাছে যা।
এবারে আমাদের ডিম খাওয়ার মজাটা টের পাবে, বাছাধন!
এই যে, কেল্টুদা! কাল তুমি বড়াম্মুখ করে বললে যে লাদ্দাডিম খুব ভালোবাসো, তাই -
তাই খবর পাঠিয়েছিস! এতো খুব ভালো রে! তা কিন্তু কিন্তু করছিস কেন, দে!
তোরা যে আমাকে এতো ভালোবাসিস মন্টে আর ফনেট সেটা আমার জানা ছিলো না!
কড়াৎ!
আঁউ!
হতচ্ছাড়ারা! আমার সঙ্গে তেরিবিজি স্যারকে দিয়ে তোদের কি হাল করি সেটা কাল বুঝতে পারবি!

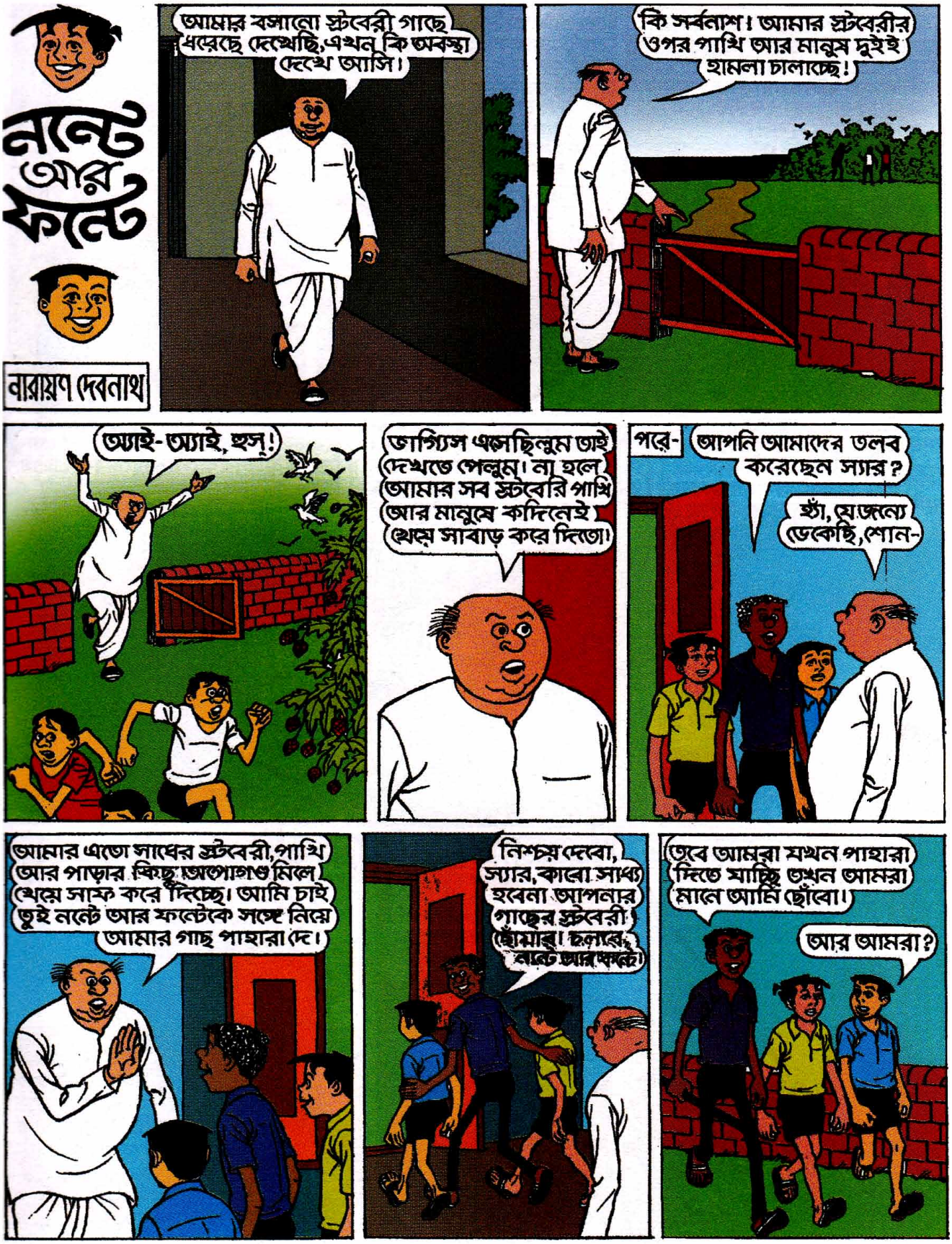
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার বসানো স্ট্রবেরী গাছে ধরেছে দেখেছি,এখন কি অবস্থা দেখে আসি।
কি সর্বনাশ! আমার স্ট্রবেরীর ওপর পাখি আর মানুষ দুইই হামলা চালাচ্ছে!
অ্যাই-অ্যাই, হুস্!
ভাগ্যিস এসেছিলুম তাই দেখতে পেলুম। না হলে আমার সব স্ট্রবেরি পাখি আর মানুষে কদিনেই খেয়ে সাবাড় করে দিতো।
পরে-
আপনি আমাদের তলব করেছেন স্যার?
হ্যাঁ, যেজন্যে ডেকেছি,শোন-
আমার এতো সাধের স্ট্রবেরী,পাখি আর পাড়ার কিছু অপোগণ্ড মিলে খেয়ে সাফ করে দিচ্ছে। আমি চাই তুই নন্টে আর ফন্টেকে সঙ্গে নিয়ে আমার গাছ পাহারা দে।
নিশ্চয় দেবো, স্যার,কারো সাধ্য হবেনা আপনার গাছের স্ট্রবেরী ছোঁয়া। চলবে, নন্টে আর ফন্টে।
তবে আমরা যখন পাহারা দিতে যাচ্ছি তখন আমরা মানে আমি ছোঁবো।
আর আমরা?

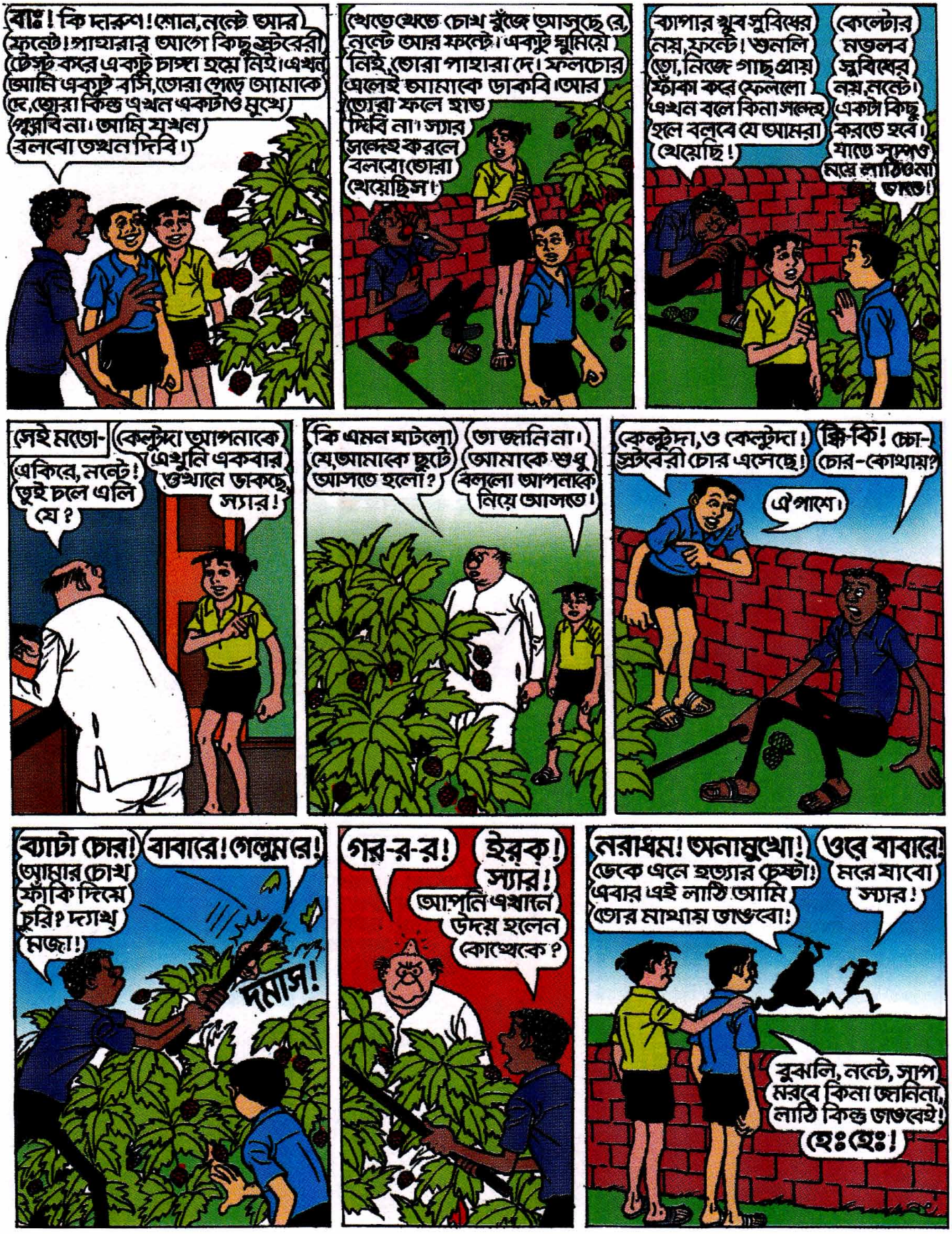
বাঃ! কি দারুণ! শোন,নন্টে আর ফন্টে! পাহারার আগে কিছু স্ট্রবেরী টেস্ট করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিই। এখন আমি একটু বসি,তোরা পেড়ে আমাকে দে,তোরা কিন্তু এখন একটাও মুখে পুরবি না। আমি যখন বলবো তখন দিবি।
খেতে খেতে চোখ বুঁজে আসছে রে, নন্টে আর ফন্টে। একটু ঘুমিয়ে নিই, তোরা পাহারা দে। ফলচোর এলেই আমাকে ডাকবি। আর তোরা ফলে হাত দিবি না। স্যার সন্দেহ করলে বলবো তোরা খেয়েছিস।
ব্যাপার খুব সুবিধের নয়, ফন্টে। শুনলি তো, নিজে গাছ প্রায় ফাঁকা করে ফেললো এখন বলে কিনা সন্দেহ হলে বলবে যে আমরা খেয়েছি!
কেলটার মতলব সুবিধের নয়,নন্টে। একটা কিছু করতে হবে। যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।
সেই মতো-
একিরে, নন্টে! তুই চলে এলি যে?
কেলুদা আপনাকে এখুনি একবার ওখানে ডাকছে, স্যার!
কি এমন ঘটলো যে,আমাকে ছুটে আসতে হলো?
তা জানি না। আমাকে শুধু বললো আপনাকে নিয়ে আসতে।
কেলুদা,ও কেলুদা! স্ট্রবেরী চোর এসেছে!
কি-কি! চো-চোর-কোথায়?
ঐ পাশে।
ব্যাটা চোর! আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি? দ্যাখ্ মজা!
বাবারে! গেলুমরে!
দমাস!
গর-র-র!
ইরক! স্যার! আপনি এখানে উদয় হলেন কোত্থেকে?
নরাধম! অনামুখো! ডেকে এনে হত্যার চেষ্টা! এবার এই লাঠি আমি তোর মাথায় ভাঙবো!
ওরে বাবারে! মরে যাবো স্যার!
বুঝলি, নন্টে, সাপ মরবে কিনা জানিনা, লাঠি কিন্তু ভাঙবেই! হেঃহেঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

















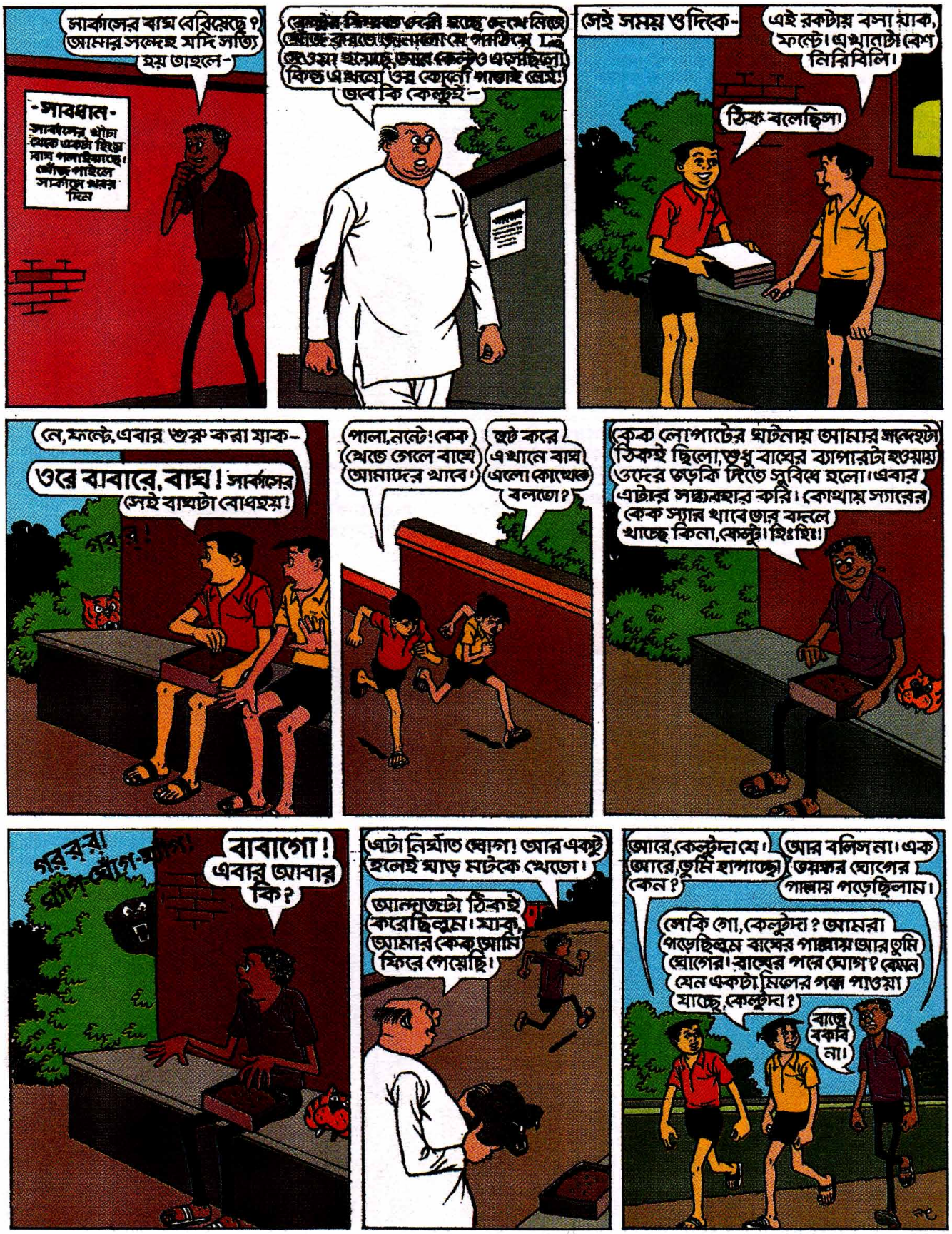
সার্কাসের বাঘ বেরিয়েছে? আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে-
-সাবধান-
সার্কাসের খাঁচা থেকে একটা হিংস্র বাঘ পলাইয়াছে। খোঁজ পাইলে সার্কাসে খবর দিন
কিন্তু এখনো ওর কোনো পাত্তাই নেই! তবে কি কেল্টুই-
সেই সময় ওদিকে-
এই রকটায় বসা যাক, ফন্টে। এখানটা বেশ নিরিবিলি।
ঠিক বলেছিস!
নে, ফন্টে, এবার শুরু করা যাক-
ওরে বাবারে, বাঘ! সার্কাসের সেই বাঘটা বোধহয়!
গররর!
পালা, নন্টে! কেক খেতে গেলে বাঘে আমাদের খাবে।
হুট করে এখানে বাঘ এলো কোত্থেকে বলতো?
কেক লোপাটের ঘটনায় আমার সন্দেহটা ঠিকই ছিলো, শুধু বাঘের ব্যাপারটা হওয়ায় ওদের ভড়কি দিতে সুবিধে হলো। এবার এটার সদ্ব্যবহার করি। কোথায় স্যারের কেক স্যার খাবে তার বদলে খাচ্ছে কিনা, কেল্টু! হিঃহিঃ!
গররর! ঘ্যাঁপ-ঘোঁগ-ঘ্যাঁপ!
বাবাগো! এবার আবার কি?
এটা নির্ঘাত ঘোগ! আর একটু হলেই ঘাড় মটকে খেতো।
আন্দাজটা ঠিকই করেছিলুম। যাক, আমার কেক আমি ফিরে পেয়েছি।
আরে, কেল্টুদা যে। আরে, তুমি হাপাচ্ছো কেন?
আর বলিস না। এক ভয়ঙ্কর ঘোগের পাল্লায় পড়েছিলাম।
সেকি গো, কেল্টুদা? আমরা পড়েছিলুম বাঘের পাল্লায় আর তুমি ঘোগের। বাঘের পরে ঘোগ? কেমন যেন একটা মিলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কেল্টুদা?
বাজে বকবি না।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















ঢাকনা খোলার পর-
আমাদের ঠকিয়েছে হতভাগা ভেটকুটা! খাবারের বদলে এটায় ইঁট ভর্তি!
ভেটকোকে ঐ অদেকে ভৈরি হওয়া বাড়িটার দিকে ছুটে পালাতে দেখেছি!
এইযে,নন্টে আর ফন্টে! আমি এখানে। এসে আমাকে ধর।
ঐ তো শয়তানটা!
তোকে ধরার জন্যে ভেতরে যাচ্ছি, ভেটকু!
জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড় ফন্টে-আমি ঠিক তোর পেছনেই আছি!
অ্যাই মরেচে! মাঝখানে মেঝে নেই!
আফ্‌স্!
উঃ-আঃ! গেছি! তবে যে ভাবেই হোক আমরা আমাদের খাবার পেয়ে গেছি-কেলুদা ভেটকুকে দিয়ে ঐ বালতিটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলো!
যা বলেছিস!
রাস্তায় বোর্ডিংয়ের ডাক্তার-
একি! তোদের এই অবস্থা হলো কি করে? চল আমার চেম্বারে!
ডাক্তার
এর কিছু পরে-
এইযে চিটিংবাজেরা এলেন!
আমি এখুনি ওদের ঐ মেকি ব্যাণ্ডেজ খুলে দিচ্ছি, স্যার!
অ্যাই, খবরদার ঐ ব্যাণ্ডেজে হাত লাগিও না! ছেলেদুটো আঘাত প্রাপ্ত- ওদের এখন প্রচুর বিশ্রাম আর খাওয়া দরকার!
পরে-
এটা কি রকম মনে হচ্ছে, ফন্টে?
চুকুস, চুকুস! যা হচ্ছে সবই ডাক্তারের নির্দেশে!

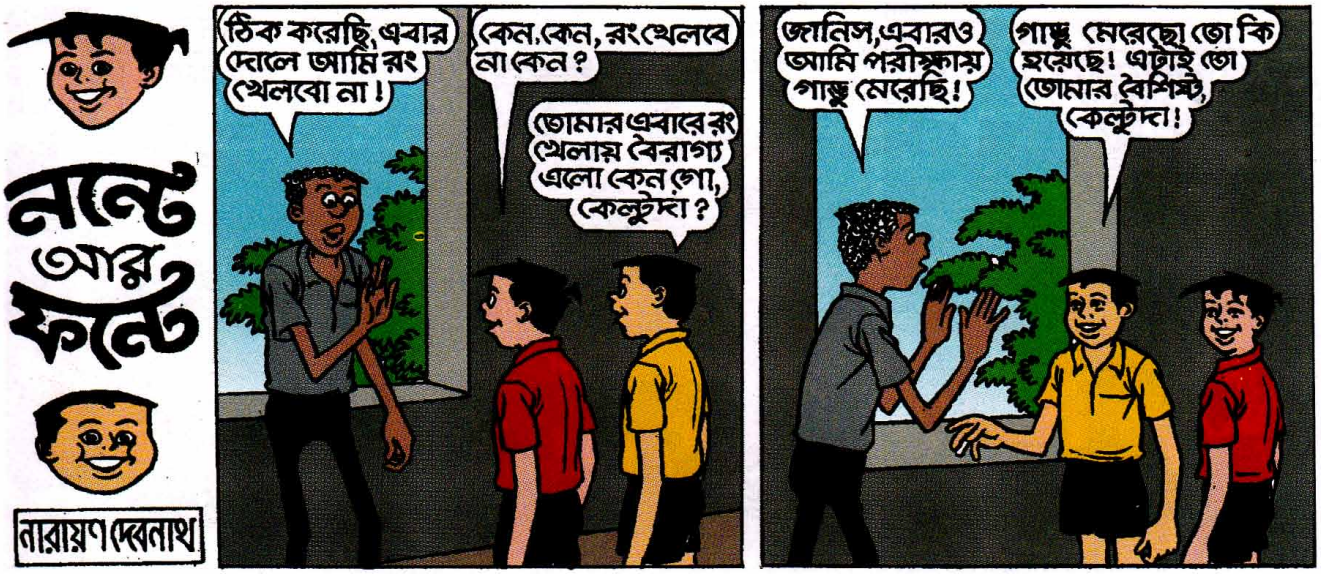
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঠিক করেছি, এবার দোলে আমি রং খেলবো না!
কেন, কেন, রং খেলবে না কেন?
তোমার এবারে রং খেলায় বৈরাগ্য এলো কেন গো, কেলুদা?
জানিস, এবারও আমি পরীক্ষায় গাড্ডু মেরেছি!
গাড্ডু মেরেছো তো কি হয়েছে! এটাই তো তোমার বৈশিষ্ট্য, কেলুদা!


পরম শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায় মহাশয় লিখেছিলেন, তাঁর জানা গঙ্গারাম নামধারী নানা গুণের অধিকারী একজন নাকি তখনকার ম্যাট্রিকে উনিশবার ফায়েল হয়ে শেষে ক্ষান্তি দিয়েছিলো। কিন্তু তুমিতো এখনো তার ধারে বাদে পৌঁছোতে পারোনি, কেলুদা, তাই বলে দোলে রং খেলবে না?
কিন্তু আমি ঐ গঙ্গারামের মতো অতো সহজে ক্ষান্তি দেবোনা এটা তোরা জেনে রাখবি। আমি লড়াই চালিয়েই যাবো! তবে এবার আমি দোলে রং খেলবোই না! তোরা কেউ আমাকে রং লাগাবি না! সাবধান!
কিছু পরে-
শোন, সবাইকে বলেছি আর তোদেরও বলছি, নন্টে আর ফন্টে! দোলে রং খেলা নিয়ে কেমন জবরদস্তি না হয় সেদিকে যেন খেয়াল থাকে!
কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার, যে যারি ইচ্ছেতেই দোলে রং খেলবে!


যে যার ইচ্ছেতে দোলে রং খেলবে বটে, তবে কেলুদা খেলবে আমাদের ইচ্ছেতে!
সেটা কিকরে করা যাবে কিছু ভেবেছিস?
ভেল্কির দোকান
সেই ব্যবস্থা করতেই তো যাচ্ছি!
ঠিক বলেছিস! এখানেই সব পাওয়া যাবে মনে হয়!
যে ভাবে যা বললুম সব ঠিক মতো হবে তো?
যা-যা বললে সবই ঠিকঠাক হয়ে যাবে কোন চিন্তা নেই!

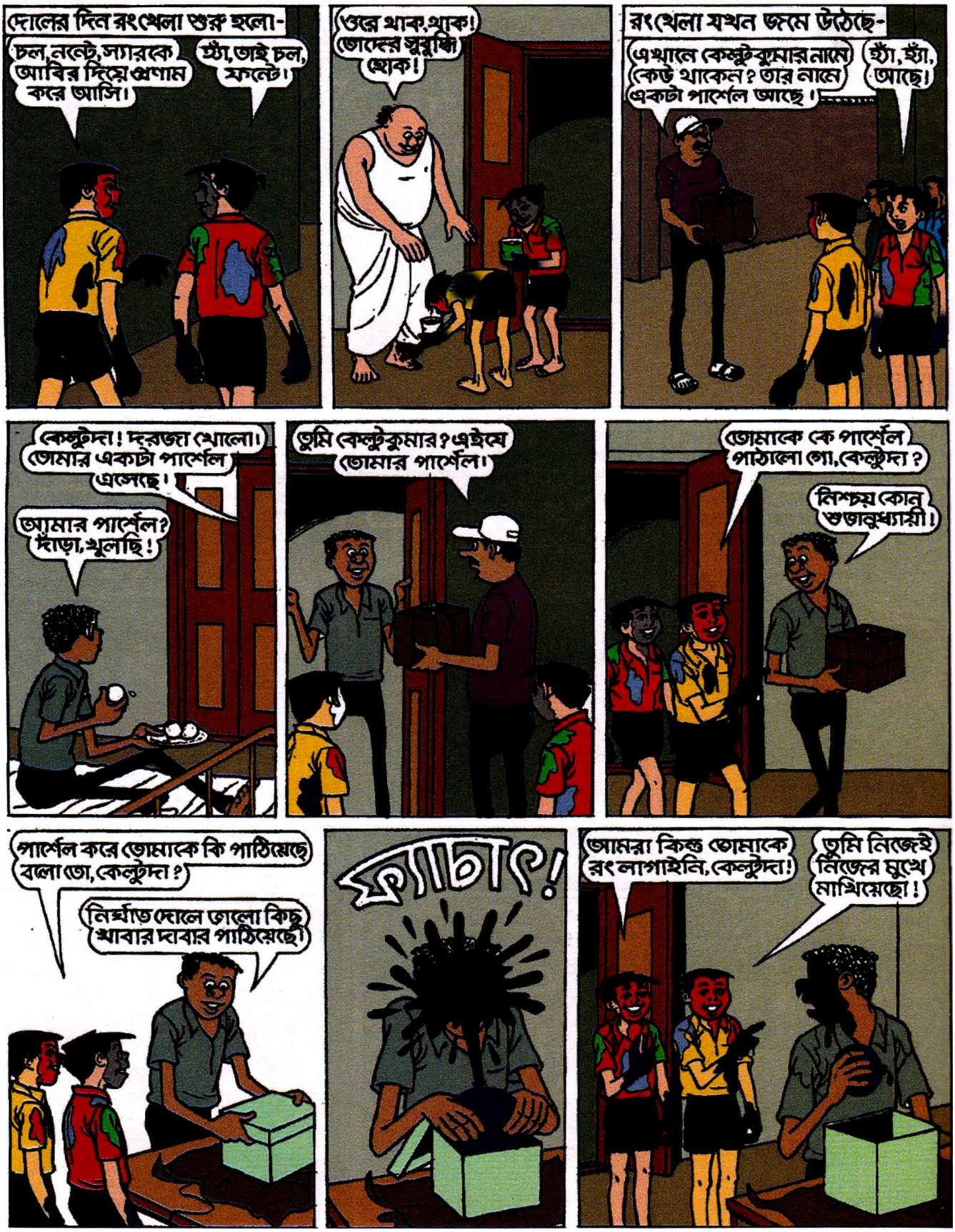
দোলের দিন রংখেলা শুরু হলো-
চল, নন্টে, স্যারকে আবির দিয়ে প্রণাম করে আসি।
হ্যাঁ, তাই চল, ফন্টে।
ওরে থাক, থাক! তাদের সুবুদ্ধি হোক!
রংখেলা যখন জমে উঠেছে-
এখানে কেল্টুকুমার নামে কেউ থাকেন? তার নামে একটা পার্শেল আছে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে!
কেল্টুদা! দরজা খোলো। তোমার একটা পার্শেল এসেছে।
আমার পার্শেল? দাঁড়া, খুলছি!
তুমি কেল্টুকুমার? এইযে তোমার পার্শেল।
তোমাকে কে পার্শেল পাঠালো গো, কেল্টুদা?
নিশ্চয় কোন শুভানুধ্যায়ী!
পার্শেল করে তোমাকে কি পাঠিয়েছে বলো তো, কেল্টুদা?
নির্ঘাত দোলে ভালো কিছু খাবার দাবার পাঠিয়েছে!
ফ্যাচাৎ!
আমরা কিন্তু তোমাকে রং লাগাইনি, কেল্টুদা!
তুমি নিজেই নিজের মুখে মাখিয়েছো!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আপনি আমাদের ডেকেছিলেন,স্যার?
হ্যাঁ, ডেকেছি। তবে যে জন্যে সেটা বলছি শোন।
ভেবেছিলাম এবার কোথাও পা বাড়াবো না, কিন্তু আমার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওখানে না গেলেই নয়। তাই ভাবছি তোদেরও নিয়ে যাবো।
জমিদার গোছের লোক। পুকুর থেকে ধরা জ্যান্ত মাছ, টাটকা শাক সব্জীর রান্না সব খাবি,কি যাবি তো?
নিশ্চয় যাবো,স্যার!
আমিও।
আমিও।
তাহলে স্যার,আমরা আপনার বন্ধুর গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি।
অবশ্যই যাচ্ছি।
বুঝলি, নন্টে আর ফন্টে! টাটকা মাছ,শাকসব্জী খেয়ে বড়িটাকে একটু তাজা করতে হবে।
তোমার ঐ খাজা মার্কা শরীর আর বেশী তাজা হবেনা, বেলুদা।
কি হবে না হবে সেটা ওখানে গিয়ে বোঝা যাবে।
ওখান থেকে বেলুদা ডবল হয়ে ফিরবে রে, নন্টে।

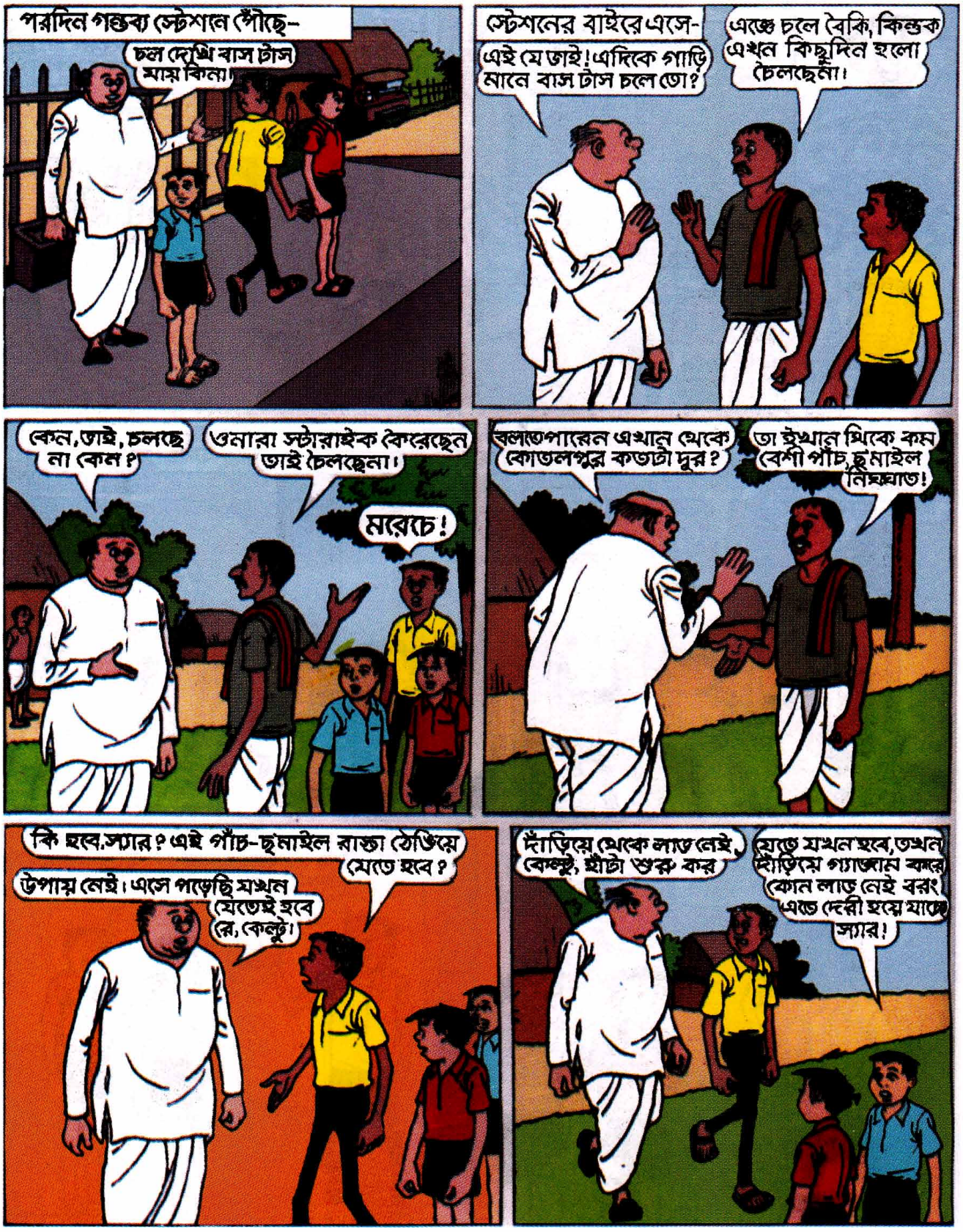
পরদিন গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে-
চল দেখি বাস টাস মায় কিনা।
স্টেশনের বাইরে এসে-
এই যে ভাই! এদিকে গাড়ি মানে বাস টাস চলে তো?
এজ্ঞে চলে বৈকি, কিন্তুক এখন কিছুদিন হলো চৈলছেনা।
কেন, ভাই, চলছে না কেন?
ওনারা স্টারাইক কৈরেছেন তাই চৈলছেনা।
মরেচে!
বলতেপারেন এখান থেকে কোতলপুর কতটা দুর?
তা ইখান থিকে কম বেশী পাঁচ, ছ মাইল নিঘ্ঘাত!
কি হবে,স্যার? এই পাঁচ-ছমাইল রাস্তা হেঁটিয়ে যেতে হবে?
উপায় নেই। এসে পড়েছি যখন যেতেই হবে রে, কেলুটু।
দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, কেলুটু, হাঁটা শুরু কর
যেতে যখন হবে,তখন দাঁড়িয়ে গ্যাজাম্ব করে কোন লাভ নেই বরং এতে দেরী হয়ে যাবে স্যার!


এই গরমে চারদিক ঝলসানো রদ্দুর মাথায় নিয়ে পাঁচ, ছ' মাইল হেঁটে যখন পৌঁছোবো তখন এনার্জি শেষ হয়ে যাবে,স্যার!
হেঁটে তোমার যে এনার্জি ক্ষয় হবে,কেলুদা,সেটা ওখানে টাটকা সব জিনিস খেলেই তো পরিপূরণ হয়ে যাবে।
ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ না করে ঠিকঠাক হাঁট দেখি।
ঘণ্টা দুই হাঁটার পর-
কোতলপুর যেতে যেতে আমরাই যে কোতল হয়ে যাবো মনে হচ্ছে। ঐ একজন আসছে, জিজ্ঞেস করে দেখি আর কতটা হাঁটতে হবে!
আচ্ছা,এখান থেকে কোতলপুর আর কতোটা দূর? হেঁটে হেঁটে পায়ে গেটে বাত ধরে গ্যালো।
বাবুরা খুবই হেদিয়ে পইরেছেন বলে মনে হচ্ছে?
ঐ যে জোড়া তালগাছ দেখতিছেন, ওটা পেইরে গেলেই আপনি কোতলপুর পৌঁছে গেলেন।
অল্প কিছু পরে-
যাক আমরা পৌঁছে গেছি।


এসেছিস, আয়। তোর সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হলো বলতো, পাতিরাম?
আমারওতো একই কথা রে, ছলো, তোকেও কতদিন পরে দেখলাম!
তুই আসাতে খুব খুশি হয়েছি। কিছুক্ষণ পরেই গুরুদেব এসে যাবেন।
সেকিরে তুই আবার গুরুও ধরেছিস নাকি?
হ্যাঁ, খুব ভালো গুরু পেয়েছি। এলে দেখবি। এখন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।
সেই ভালো, হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।
এদিকে-
এনেছিস, পাশের ঘরে ভালো করে রেখে আয়। গুরুদেবের আসার সময় হয়েগেছে।
আমার সামনে দিয়ে পাশের ঘরে খাবার রেখে এলো রে, নন্টে আর ফন্টে।
এবার মনে হয় খাবার ব্যবস্থা হবে কি বলো?
খাবার রাখার ঘরে টুঁ মেরে আসবো নাকি, স্যার?
না,না, এক্ষুণি ওর গুরুদেব এসে পড়বেন।
একটু পরেই-
আসুন, গুরুদেব! পায়ের ধুলো দিন।
জ্যায় মা ভৈরবী! ভালো আছো তো, বৎস, ছলু?


এটিকে তো ঠিক চিনলাম না, বৎস, হুলু?
এ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু পাতিরাম।
দুগ্ধপোষ্য এদুটি বালকবেও তো দেখিনি বৎস, হুলু!
এরা আমার বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র।
এর কিছু পরে-
করাই আছে। পাশের ঘরে চলুন।
এবার মা ভৈরবীর ভোগের ব্যবস্থা করো।
ভোগে মাংসখণ্ড আছে তো? মায়ের চ্যালা চামুণ্ডাদেরও তুষ্ট রাখতে হয়।
আছে, গুরুদেব, বেশী পরিমানেই আছে।
জানিস তো উনি ভূত প্রেত সিদ্ধ।
কিন্তু খুবই ক্ষিদে পেয়েছে! অনেক হেঁটে এসেছি তো!
খাওয়ার জন্যে অস্থির হচ্ছো কেনো? পূজো হয়ে গেলেই প্রসাদ খাবে।
আধঘণ্টা পর-
মনের মতো ভোগ পেয়ে ভৈরবীর চ্যালা চামুণ্ডারা খুব খুশি, এবার প্রসাদ বিতরণ করে দাও, বৎস।
ক্ষিদের জন্যে তুমি অস্থির হচ্ছিলে তাই তোমাকেই প্রথম দিলাম।
একিরে, নন্টে আর ফন্টে? একখানা লুচি, মাংসের ঝোলের শুধু আধখানা আলু, আর একটু খিচুড়ি!


পরে-
দুপুরের ভোগে তো কতো কিছু গেলো তার মধ্যে খাওয়া এটুকু?
গুরুদেব বলেন সব নাকি ভূত প্রেতে খেয়ে নেয় যা থাকে নিজে না খেয়ে প্রসাদ বিতরণ করে দ্যান!
বিকেলে-
দ্যাখো, কেলুদা, রাতের ভোগ হবে। রাতে ভোগ খাওয়াটা মনে হয় ভালোই হবে।
হলে তো ভালোই রে, কিন্তু মায়ের চ্যালারা যদি রাতেও ভোগ খেতে আসে?
গুরুদেবের সন্ধ্যেপুজোর ভোগ, সাবধানে নিয়ে চলো ভাই, ঘণ্টেশ্বর।
রাতে কি খাওয়াবি রে, হুলো?
গুরুদেব বলেছেন মায়ের নাকি ইচ্ছে মাছ ভাজা আর খিচুরি ভোগের।
কি ব্যাপার বলতো? তুই সব সময় এতো গুরু নিন্দে করিস?
ও কথা বলিস না। উনি ভূত প্রেত সিদ্ধ পুরুষ। যে কোন অঘটন ঘটাতে পারেন।
সেদিন সন্ধ্যায়-
আমি যা বলেছিলাম সেইমতো হয়েছে তো?
হ্যাঁ, সেইমতোই সব হয়েছে, গুরুদেব।
একঘণ্টা পরে-
শোনো, বৎসে। সকলকে এক হাতা খিচুড়ি আর সঙ্গে তিন টুকরো আলুভাজা দিয়ে দাও। বেশী আহার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়!
মায়ের ভোগ নাকি তাঁর চ্যালা চামুণ্ডারাই মেরে দিচ্ছে, তাই আমাদের জন্যে একহাতা বরাদ্দ।
কোন গুরুর পাল্লায় পরেছি বলতো, ফল্টে?
পরদিন-
গুরুদেবের কথা হচ্ছে যে, ভূত, প্রেতরাই বেশীটা খেয়ে যায়-- কেলুদা তোমার একটু সাহায্যে চাই।
বল না কি করতে হবে? গুরুদেব আমার এনার্জির পারা চচ্চড় করে নাবিয়ে দিচ্ছে!


সেদিন দুপুরে-
ভোগ নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দাও, ঘণ্টেশ্বর! সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।
ভোগ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে রে নন্টে। চল, ঐ ঘরের পিছনের জানলা দিয়ে গুরুদেবের বলা ভূত, প্রেত ভোজন দেখা যাবে।
যদ্দিন পারা যায় চালিয়ে যা ঘণ্টা। মায়ের নামে ভাঁওতা দিয়ে ভক্তের ঘাড় ভেঙে এরকম চর্ব চোষ্য কোথায় মিলবে? তারপর ভূত প্রেতের গল্প তো আছেই। হেঃ হেঃ!
পরে-
যা প্রসাদ অবশিষ্ট আছে ওদের একহাতা করে দিয়ে দাও। হলু আর ওর বন্ধুকেও দাও।
এখন আমরা খাবো না।
কেন, বাছারা? খাবেনা কেন?
বেশী খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তাই। আপনি ঠিকই বলেছেন বেশী খেলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।
বাঃ! এইতো বুদ্ধিতে ধার হওয়া শুরু হয়েছে।
সবিই তো আপনার দয়ায়, গুরুদেব।
সেদিন রাত্রে-
বাড়ি নতুন তৈরি তো, তাই আমরা যা চাই তার সবই ওখানে মজুদ আছে।
একঘণ্টা পর-
ভোগের মাংসটা খুব ভালো হয়েছে রে, ঘণ্টা। তবে কিনা ভূতে প্রেতে খেয়ে নিচ্ছে এই আর কি। হিঃ হিঃ!


এই যে, মায়ের নাম ভাঙিয়ে তো এখানে দিব্যি চলছে!
আবার বলা হচ্ছে যে আমরা মানে ভূতেরা খেয়ে নিচ্ছি।
অ্যাক!
উঁক্‌!
এই পাষণ্ড আবার ভড়কি দিয়েছে যে ও নাকি আমাদের সিদ্ধ। আয় ভাইসব আজ আমরাই ওকে সিদ্ধ করে খেয়ে ফেলি!
এসে গেছি।
ওরে বাবারে! গেছিরে!
নিজেরা গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে তারপর আমাদের নামে দোষ চাপিয়ে বাকি উচ্ছিষ্টটা প্রসাদের নামে সকলকে একটুখানি করে খাওয়াচ্ছো পাষণ্ড! কাল যদি বাড়ির জিসিমানায় দেখি তাহলে—
না-না, আর এখানে থাকতে চাইনা।
হাত মেলাও, কেলুটদা। তোমাকে দেখেই ওরা ঘাবড়ে গ্যাছে। তোমার লিকলিকে শরীরে কেলে ভূত দারুণ মানিয়েছিলো। তাই নন্টেকে আর ফিল্মে নামতে হয়নি।
পরদিন সকালে -
একি! গুরুদেব, আপনি চলে যাচ্ছেন?
হ্যাঁ, বৎসে, হুলু। এখানে কিছু অশুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তাই আর থাকা যাচ্ছেনা।
তোর গুরুদেব তো চলে গেলো। এবার আমাদের জন্যে কিছু ভালো মন্দের ব্যবস্থা কর।
তার জন্যে চিন্তা নেই। আজই পুকুরে জাল ফ্যালাচ্ছি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ




















পরে-
বেজন্মা মিনিট খানেকের মধ্যেই এখান দিয়েই যাবে। এই ছাতা দিয়েই আমি ওর তালুতে আলু গজিয়ে দেবো, নন্টে!
সহসা-
চোর পালাচ্ছে, থামাও!
মরেচে! এতো চোর নয়, পাড়ার উকিলবাবু!
ওপস্!
হতচ্ছাড়া! এইরে! একটা জরুরি কেস ছিলো, তুই ট্রেনটা ফেল করিয়ে দিলি!
চটাস!
হিঃহিঃ! আবার তোদের বুদ্ধু বানিয়েছি। নন্টে আর ফন্টে। আমিই চোর থামাও বলে চেঁচিয়েছিলাম!
শোন, নন্টে। এই গাড়িটা দিয়েই ওকে উল্টে জব্দ করবো।
তুই ঠিক বলেছিস, ফন্টে।
সেইমতো-
আমাদের এই গাড়িতে চেপে তুমি কি ঢালু রাস্তায় গড়িয়ে যাবে? দেখবে কি দারুণ মজার ব্যাপার!
নিশ্চয় যাবো!
মরেচে! এই গাড়ি নিয়ে তো পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবেনা থামানও যাবেনা।
চিন্তা কোরোনা, কেলুদা, সোজা ধাক্কা মেরেই থেমে যাবে।
দেখে চলুন দাদা-অ্যাই মরেচে!
আররফ!
গররর! কুলাঙ্গার, নেংটি! আমাকে চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা? এই দ্যাখ্ কেমন লাগে।
উফ্-আফ্!
স্যারের ছাতাটা আবার সারাই করতে হবে রে নন্টে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

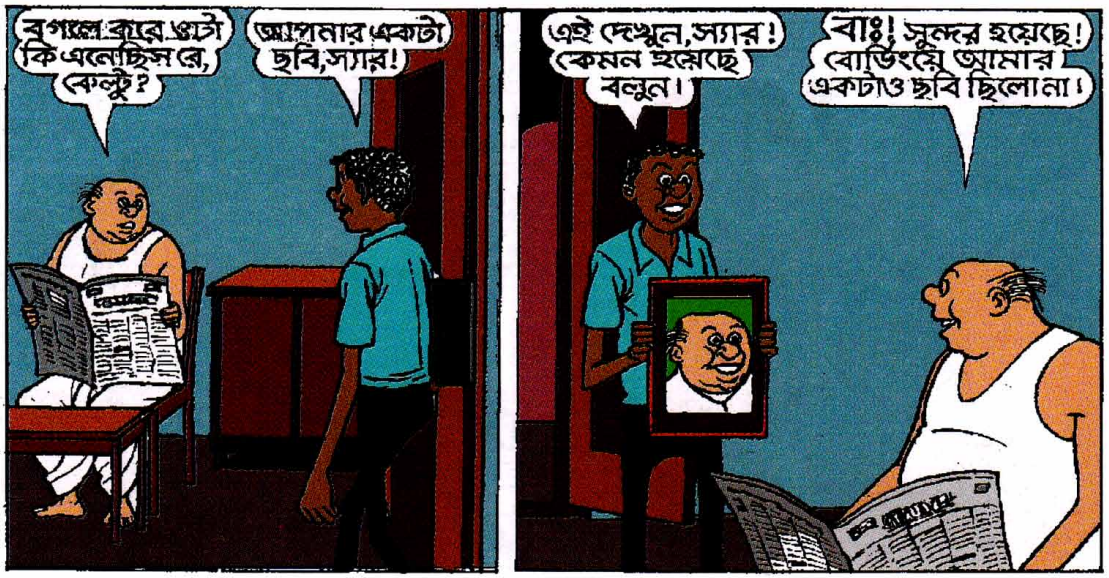



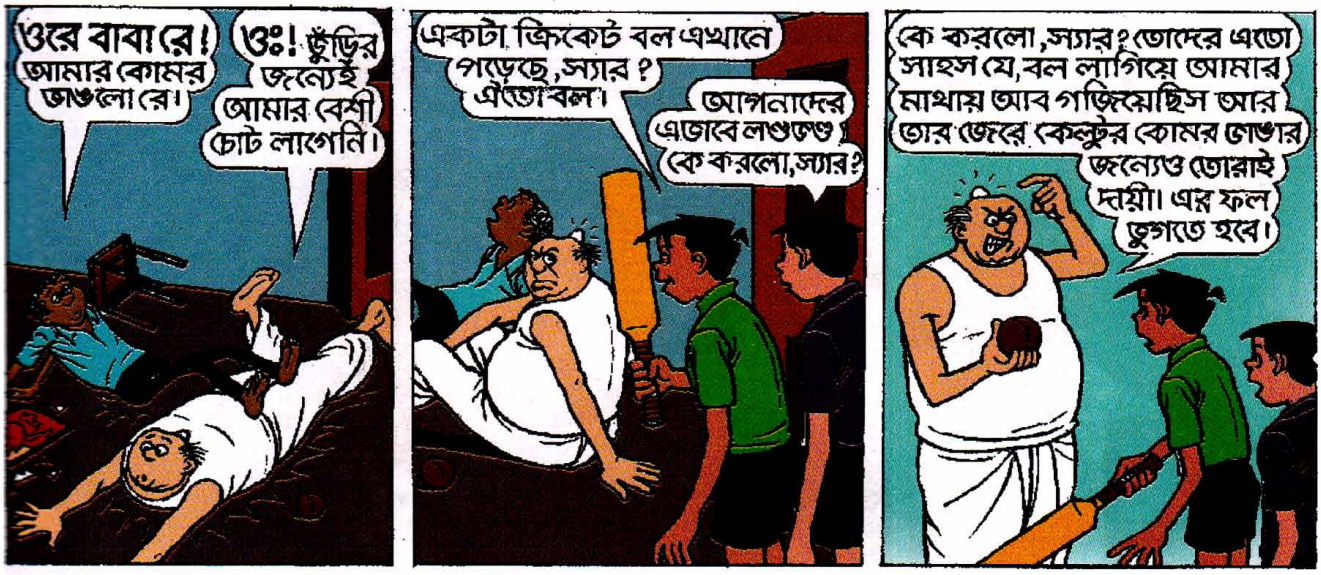


কোমর বোধহয় একদমই ভেঙেছে, স্যার! সিধে হয়ে দাঁড়াতেই পারছিনা।
ঘরে চল। ব্যবস্থা হচ্ছে।
আমি কি আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারবো, স্যার?
ভয় নেই। এই মালিশটা দিয়ে দু'তিন দিন মালিশ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর তোরা নন্টে আর ফন্টে মালিশ করবি।
সেইমতো-
এই নাও, কেলুদা, তোমার জন্যে স্যার দুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন।
কি মালিশ করছিস? বেশ জোর দিয়ে ভালো করে কর।
সাতদিন পর-
এদ্দিনেও তোর কোন উন্নতিই হলো না দেখছি। থাক তোকে আর গিয়ে খেতে হবে না তুই এখানে বসেই খা।
ব্যথা কমাবার এতো কড়া মলমেও কোন কাজ হলো না! তোরা ভালো করে ঠিকমতো মালিশ করেছিস তো?
হ্যাঁ, স্যার! কেলুদা যেমন করে বলেছেন সেই ভাবেই করেছি স্যার।
মলমে কিন্তু হবেনা স্যার। আমরা অন্য একটা দাওয়াই প্রয়োগ করেছি।
দেখিস আবার খারাপ কিছু হবে নাতো?
কোন ভয় নেই স্যার, কিচ্ছু খারাপ হবেনা।
তোমার বিছানায় সাপ গো কেলুদা!
ওরে বাবা! কোথায় সাপ?
ওরে গেছিরে! সাপে খেলো রে!
হতচ্ছাড়া চিটিংবাজ বিটলে!
হাঃ-হাঃ! ওটা রবারের সাপ গো, কেলুদা।
এই দ্যাখো!
যাবি কোথায়? ফিরলে আমি সত্যি সত্যি তোর কোমর ভাঙবো!

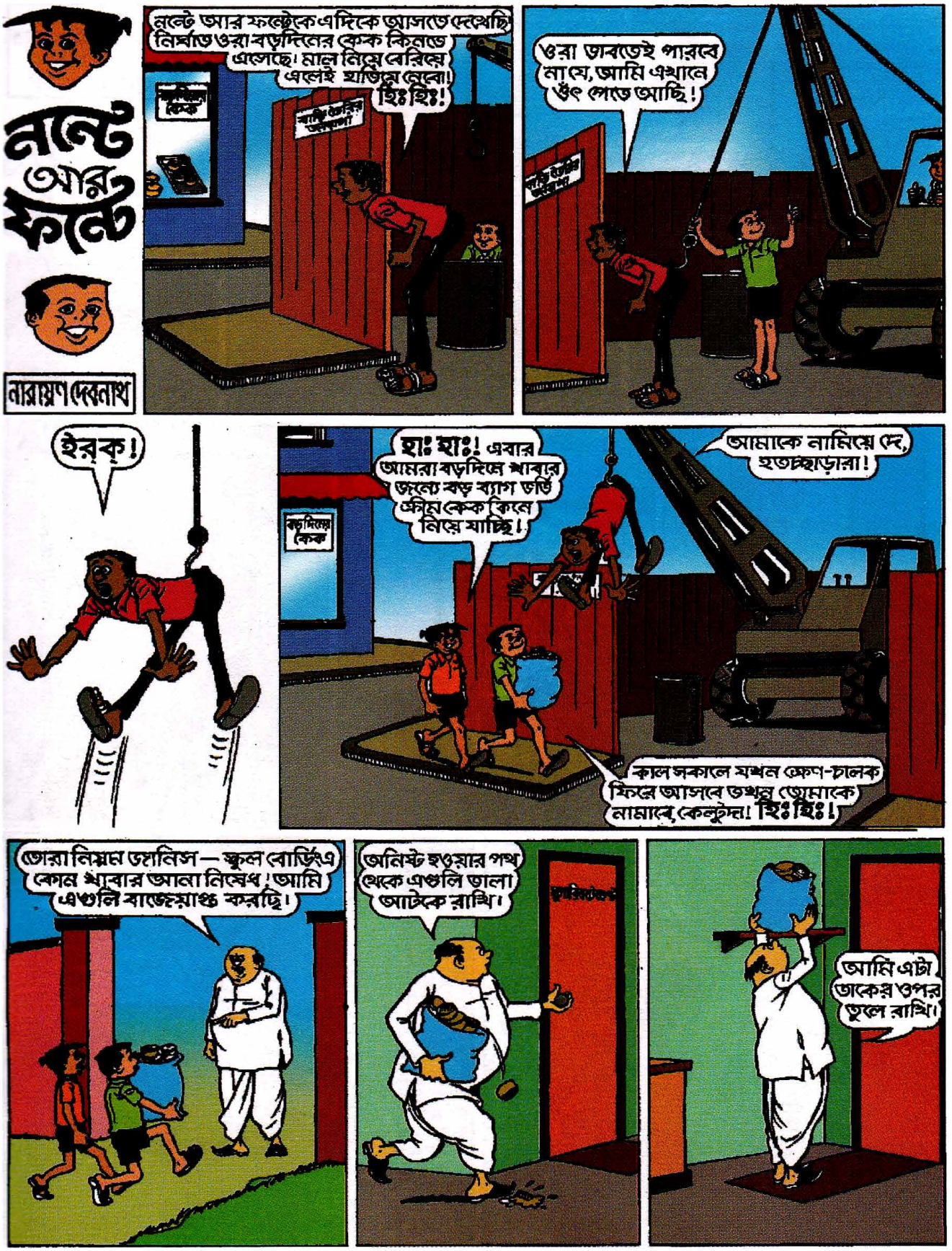
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টেকে এদিকে আসতে দেখেছি। নির্ঘাত ওরা বড়দিনের কেক কিনতে এসেছে। মাল নিয়ে বেরিয়ে এলেই হাতিয়ে নেবো! হিঃ হিঃ!
ওরা ভাবতেই পারবে না যে, আমি এখানে ওঁৎ পেতে আছি!
ইরক!
হাঃ হাঃ! এবার আমরা বড়দিনে খাবার জন্যে বড় ব্যাগ ভর্তি প্রিমিয়ম কেক কিনে নিয়ে যাচ্ছি!
আমাকে নামিয়ে দে, হতচ্ছাড়ারা!
কাল সকালে যখন ক্রেণ-চালক ফিরে আসবে তখন তোমাকে নামাবে, কেলটুদা! হিঃ হিঃ!
তোরা নিয়ম জানিস — স্কুল বোর্ডিংএ কোন খাবার আনা নিষেধ। আমি এগুলি বাজেয়াপ্ত করছি।
অনিষ্ট হওয়ার পথ থেকে এগুলি তালা আটকে রাখি।
আমি এটা তাকের ওপর তুলে রাখি।

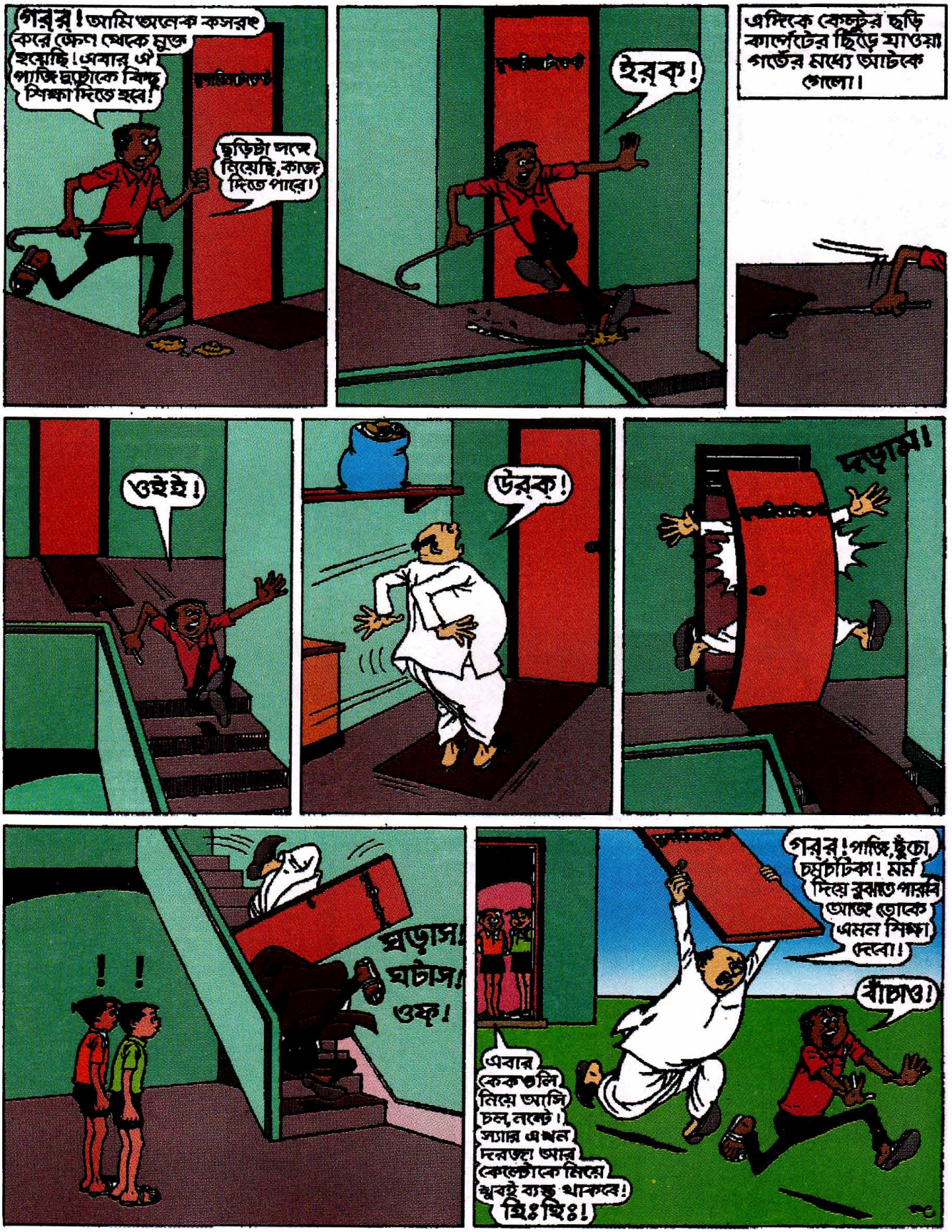
গরর! আমি অনেক কসরৎ করে জেল থেকে মুক্ত হয়েছি। এবার ঐ পাজি ছুচোকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে!
ছড়িটা সঙ্গে নিয়েছি, কাজ দিতে পারে!
ইরক্!
এদিকে কেচ্চুর ছড়ি কার্পেটের ছিঁড়ে যাওয়া গর্তের মধ্যে আটকে গেলো।
ওইই!
উরক্!
দড়াম!
ঘড়াস!
ঘটাস!
ওফ্!
! !
গরর! পাজি, ছুঁচো, চামচিকা! মর্ম দিয়ে বুঝাতে পারবি আজ তোকে এমন শিক্ষা দেবো!
বাঁচাও!
এবার কেকগুলি নিয়ে আসি চল, লন্ডে। স্যার এখন দরজা আর কেচ্চুকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকবে! হিঃহিঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শোন, নন্টে! এই চিঠিটা তুই আমার বন্ধু পশ্চিম পাড়ার গোঁদুবাবুকে দিয়ে আসবি!
ঠিক আছে, স্যার! দিব!
তখন ওদিকে
হামার রসুইঘর ঘিরে বেলুচিয়া যাতে কুছু চোরি না করে সেই জোন্যে ওকে কুছু শিকেসা দিতে হোবে! হিঃ হিঃ!
সেই জোন্যে হামি চিনির বদলে লঙ্কা গুড়া দিয়ে চাটনি মিঠাই বানিয়েছি!
আরে! এখানে যে দারুণ চাটনি দিয়ে!
হিঃহিঃ! এগুলি একেবারে হাতের নাগালেই ছিলো!
ইরক! ওগুলি যে হাওয়ায় ভেসে ওপরে চলে যাচ্ছে!
হাঃহাঃ! জাগিস চোখে পড়েছিলো! আমাদের এই শক্তিশালী চুম্বকটা ধাতুর তৈরি কেকের পাত্রের পক্ষে খুবই উপযোগী কেলুদত্ত!
গরর!
শুধু অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমি তোকে ধরি, ফন্টে!
আহ্, কেলু! ঝটপট নীচে গিয়ে ঠাকুরকে বল আমি এক প্লেট কেক চাইছি!
নন্টেকে দিয়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চা-এর নেমন্তন্ন করে চিঠি পাঠিয়েছি। সে এখুনি এসে পড়বে!
ইয়ে... আচ্ছা, সুপরিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!

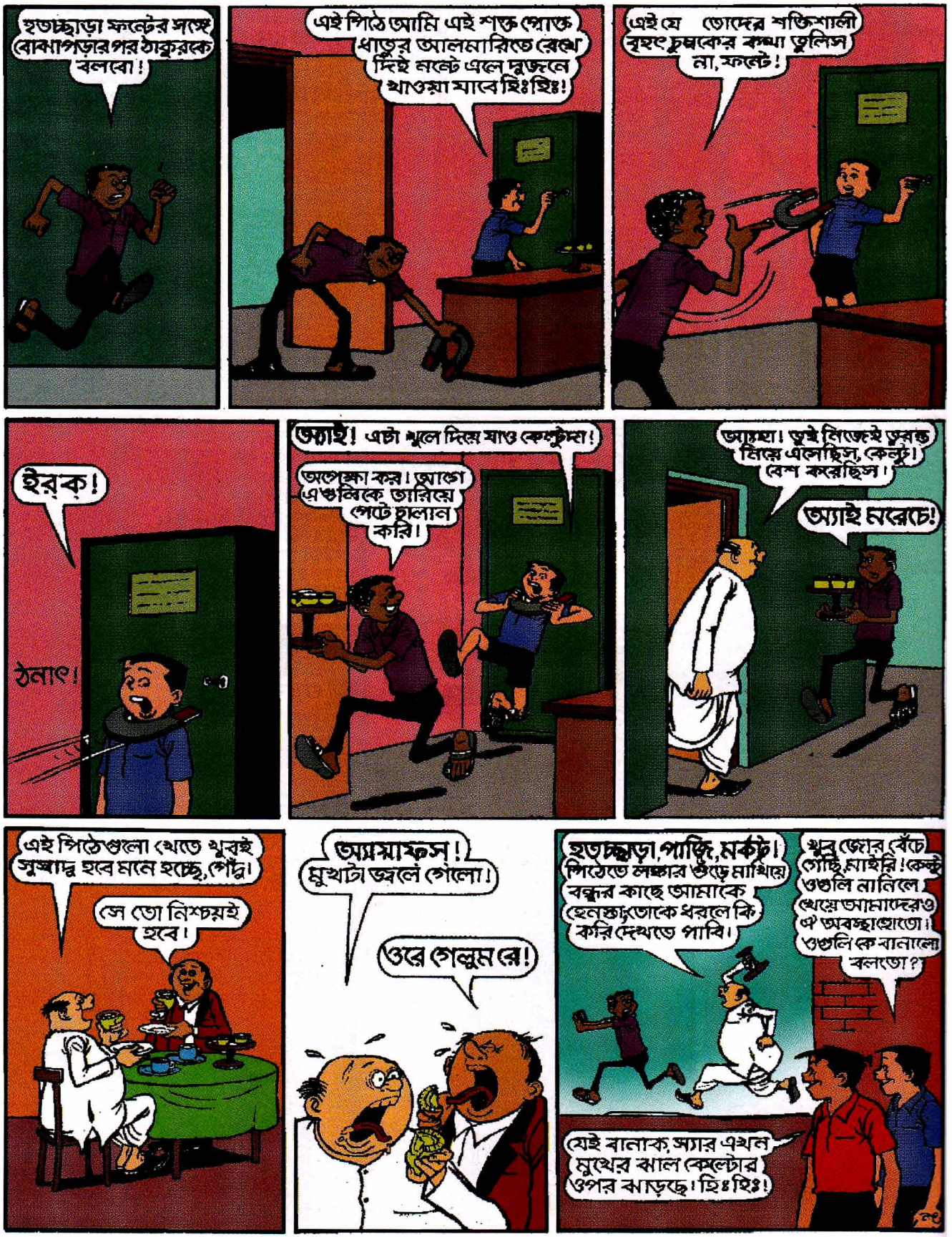
হতচ্ছাড়া ফল্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার পর ঠাকুরকে বলবো!
এই পিঠে আমি এই শক্ত পোক্ত ধাতুর আলমারিতে রেখে দিই মল্টে এলে দুজনে খাওয়া যাবে হিঃহিঃ!
এই যে তোদের শক্তিশালী বৃহৎ চুম্বকের কথা তুলিস না, ফল্টে!
ইরক!
ঠনাৎ!
ভ্যাই! এটা খুলে দিয়ে যাও কেল্টুদা!
অপেক্ষা কর। আগে এগুলিকে তারিয়ে পেটে চালান করি।
আহা! তুই নিজেই তরল নিয়ে এলেছিস, কেল্টু। বেশ করেছিস।
অ্যাই মরেচে!
এই পিঠেগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু হবে মনে হচ্ছে, পেঁদু।
সে তো নিশ্চয়ই হবে।
অ্যাম্মাফস!
মুখটা জ্বলে গেলো!
ওরে গেলুম রে!
হতচ্ছাড়া, পাজি, নচ্ছার!
পিঠেতে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে বন্ধুর কাছে আমাকে হেনস্তা, তোকে ধরলে কি করি দেখতে পাবি।
খুব জোর বেঁচে গেছি, মাইরি! কেল্টু ওগুলি না নিলে খেয়ে আমাদেরও ঐ অবস্থা হতো।
ওগুলি কে বানালো বলতো?
যেই বানাক, স্যার এখন মুখের ঝাল কেল্টার ওপর ঝাড়ছে। হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















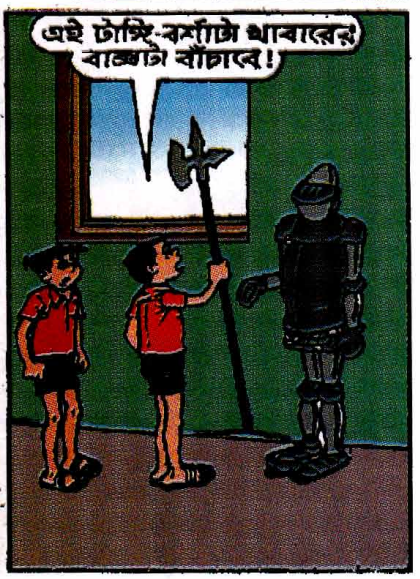


!
ঠকাস!
জোরে জোরে টান মার নন্টে!
গোঁ-গোঁ! পাজি হতচ্ছাড়ারা!
আমি ওপরে যাই আর... ইর্‌ক! স্যার আসছে!
গর্‌র! যতক্ষণ না তোর গায়ে হাত লাগাচ্ছি, অপেক্ষা কর!
বাঁচাও! আমি পালিশ করা মেঝেতে হড়কে যাচ্ছি!
থামুন, স্যার! থামুন!
আমি পারছি না গর্দভ!
ওফ্!
ধড়াম!
আঁউফ্!
ঠিক আছে, ভাই সব! নির্ভয়ে নিরাপদে খাবারের বাক্স নীচে নিয়ে চল।
পিকনিকে হস্তক্ষেপ করিয়েরা এখন ডাইনোসরের হাড়ে বন্দী। এবার শুধু আড়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই তাই বন্ধুগণ আমরা এখন শান্তিতে ভোজন সমাধা করবো।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বোর্ডিং কিচেন
আমার পাথরের নমুনা রাখার জন্যে এই কেকের বাক্সটা দেওয়াতে ধন্যবাদ, পাচক ঠাকুর!
আমি আশা করছি কেউ না কেউ কিছু খাবার ভুল করে এদিক সেদিক ফেলে যাবে– আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি!
আমি সারা বোর্ডিং তল্লাস করেছি– কিন্তু কোথাও একটা বিস্কুট পর্যন্ত নেই!
আঃহা! নয়া স্যার বটুকবাবু তার ডেস্কের ওপরে এক বাক্স কেক রেখেছে!
কেক
আরে, সাবাশ! আমি তাহলে শেষ-পর্যন্ত জলযোগ করতে যাচ্ছি!
ঠলাক! ঠলাক!
তুমি আমার পাথরের নমুনা নিয়ে কি করছো, কেল্টু?
পরে
কোন কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা কোন ছেলেকে ধরতে পারবো। আমি এই উঁচু থেকে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত দেখতে পারছি!
ওদিকে
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার এই ভারী রংয়ের ড্রামটা নীচে নামাতে বলায় নন্টেকে একাই নতুন বছর উদ্‌যাপনের জন্যে খাবার আনতে গেছে!
হিঃহিঃ! আমি কিছু তক্তার ওপর গ্রীস মাখিয়ে দিয়েছি! এবার আমি সহজেই এটা হড়কে নীচে নিয়ে যেতে পারবো!

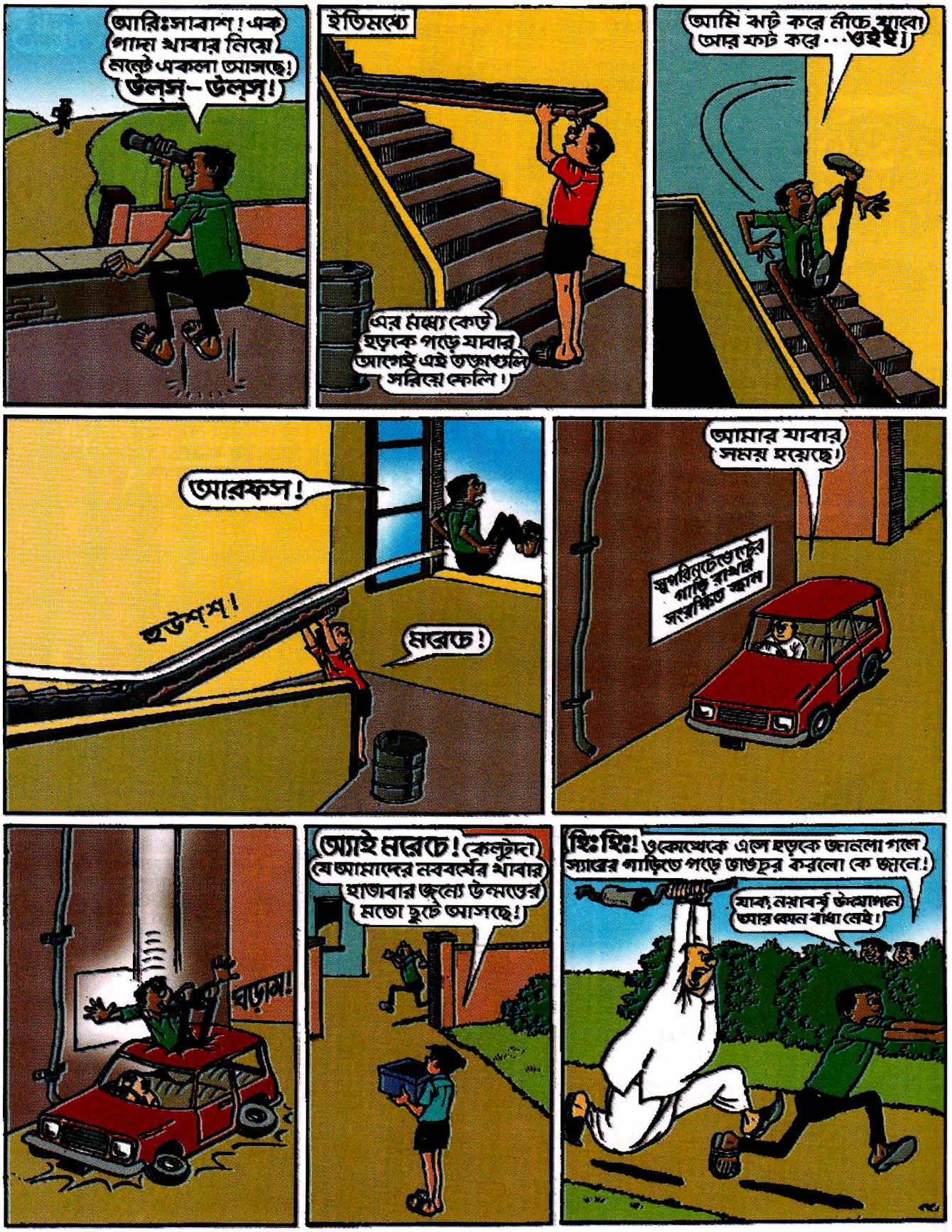
আরিঃসাবাশ! এক গাদা খাবার নিয়ে মন্টে একলা আসছে! উলস্- উলস্!
ইতিমধ্যে
এর মধ্যে কেউ হড়কে পড়ে যাবার আগেই এই তক্তাগুলি সরিয়ে ফেলি।
আমি ঝট করে নীচে যাবো আর ফট করে···ওইই!
আরফস!
হুউশ্শ্!
মরেচে!
আমার যাবার সময় হয়েছে!
সুপরিন্টেণ্ডেন্টের গাড়ি রাখার সংরক্ষিত স্থান
ঘড়াম!
অ্যাই মরেচে! কেলুদা যে আমাদের নববর্ষের খাবার হাতাবার জন্যে উন্মত্তের মতো ছুটে আসছে!
হিঃহিঃ! ওকেমথেকে এলে হড়কে জানলা গলে স্যারের গাড়িতে পড়ে তাণ্ডব করলো কে জানে!
যাক্, নয়াবর্ষ উদ্‌যাপনে আর কোন বাধা নেই!

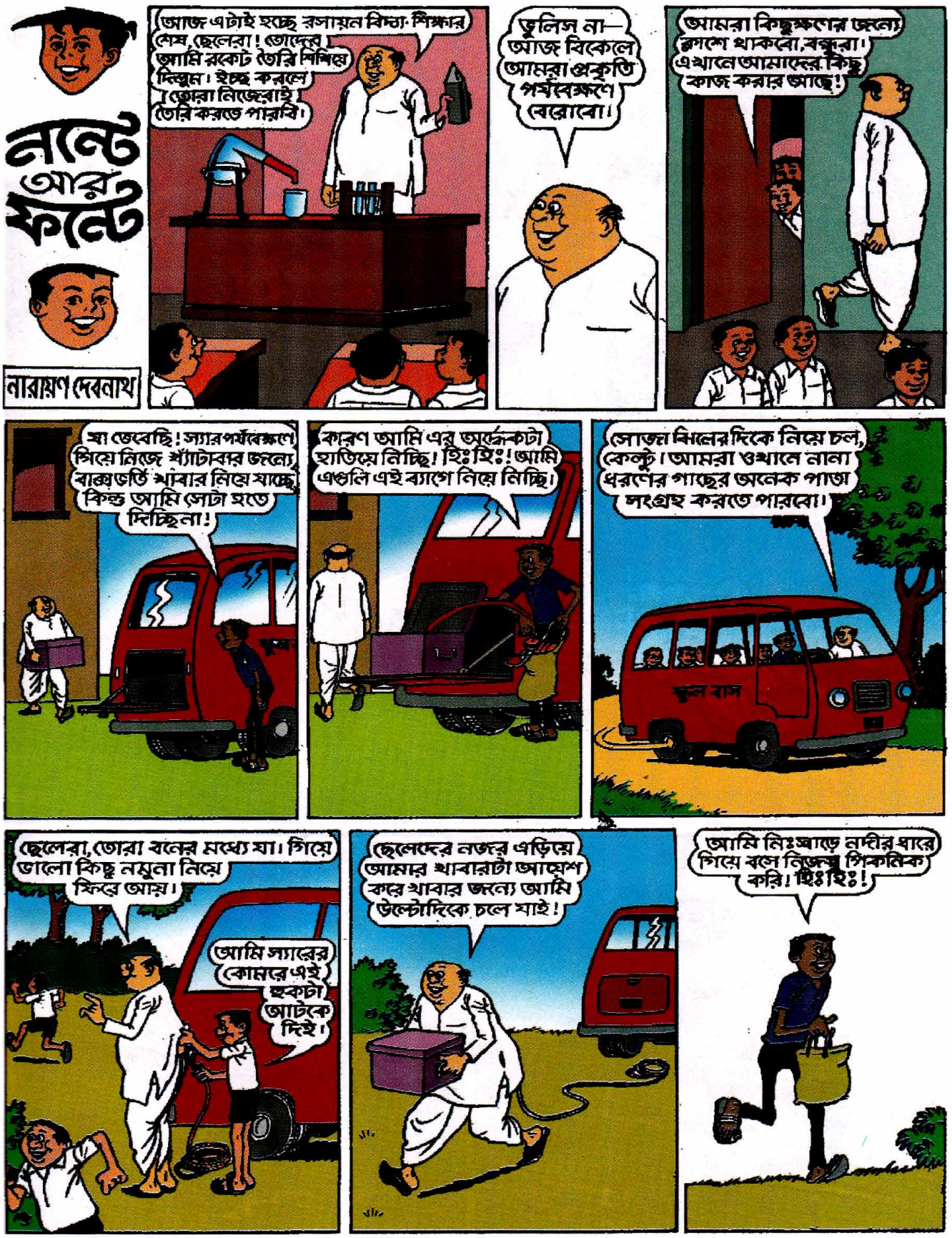
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আজ এটাই হচ্ছে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষার শেষ, ছেলেরা! তোদের আমি রকেট তৈরি শিখিয়ে দিলুম। ইচ্ছ করলে তোরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবি।
তুলিস না— আজ বিকেলে আমরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে বেরোবো।
আমরা কিছুক্ষণের জন্যে ক্লাশে থাকবো, বন্ধুরা। এখানে আমাদের কিছু কাজ করার আছে!
যা ভেবেছি! স্যার পর্যবেক্ষণে গিয়ে নিজে খ্যাঁটাবার জন্যে বাক্স ভর্তি খাবার নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি সেটা হতে দিচ্ছিনা!
কারণ আমি এর অর্দ্ধেকটা হাতিয়ে নিচ্ছি! হিঃ হিঃ! আমি এগুলি এই ব্যাগে নিয়ে নিচ্ছি।
সোজা মিলের দিকে নিয়ে চল, কেলটু। আমরা ওখানে নানা ধরণের গাছের অনেক পাতা সংগ্রহ করতে পারবো।
স্কুল বাস
ছেলেরা, তোরা বনের মধ্যে যা। গিয়ে ভালো কিছু নমুনা নিয়ে ফিরে আয়।
আমি স্যারের কোমরে এই হুকটা আটকে দিই!
ছেলেদের নজর এড়িয়ে আমার খাবারটা আয়েশ করে খাবার জন্যে আমি উল্টোদিকে চলে যাই!
আমি নিঃঝাড়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে নিজস্ব পিকনিক করি! হিঃ হিঃ!

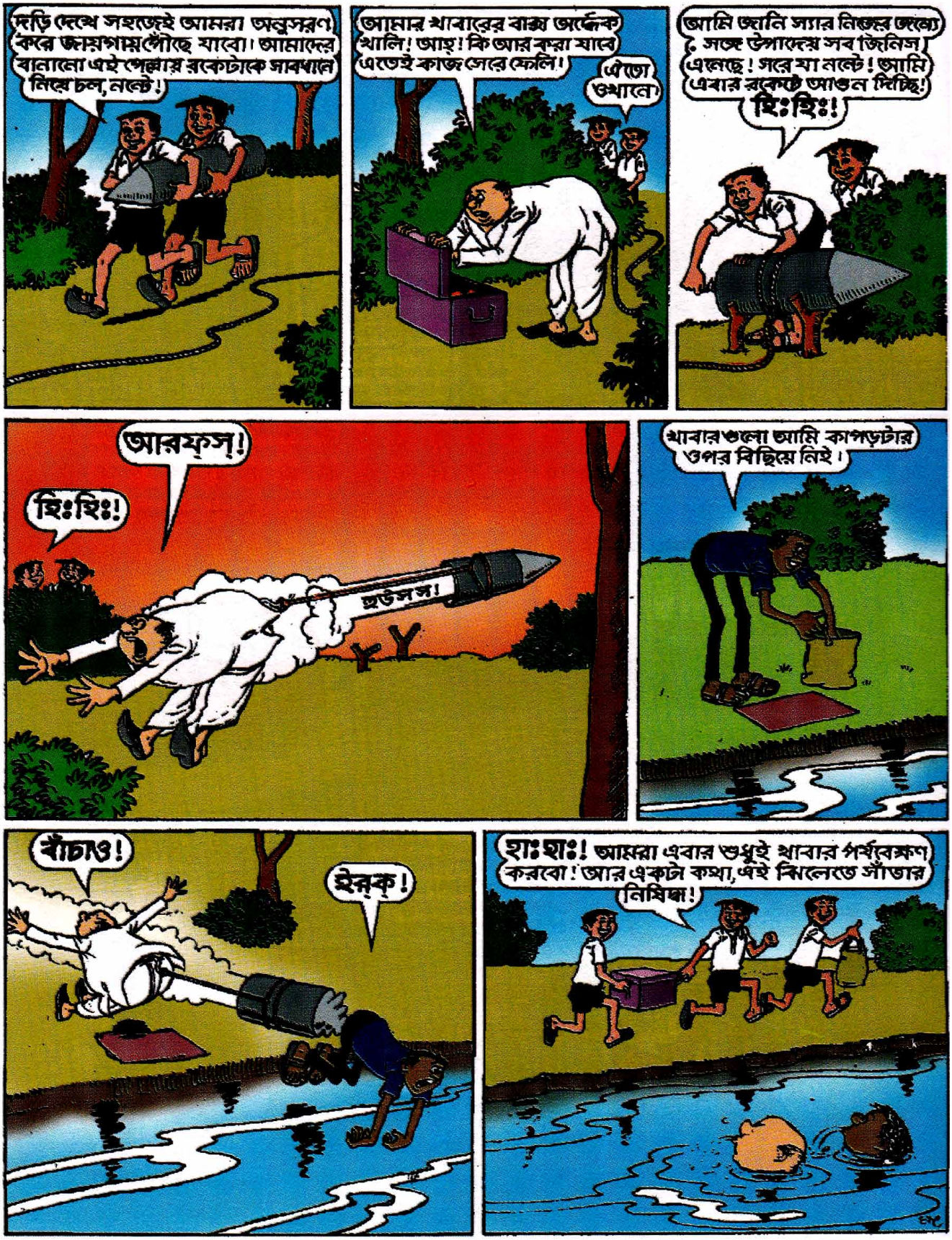
দড়ি দেখে সহজেই আমরা অনুসরণ করে জায়গায় পৌঁছে যাবো। আমাদের বানানো এই পেল্লায় রকেটাকে সাবধানে নিয়ে চল, নন্টে!
আমার খাবারের বাক্স অর্দ্ধেক খালি! আহ্! কি আর করা যাবে এতেই কাজ সেরে ফেলি!
ঐতো ওখানে!
আমি জানি স্যার নিজের জন্যে সঙ্গে উপাদেয় সব জিনিস এনেছে! সরে যা নন্টে! আমি এবার রকেটে আগুন দিচ্ছি!
হিঃহিঃ!
আরফ্‌স!
হিঃহিঃ!
হুউসস!
খাবারগুলো আমি কাপড়টার ওপর বিছিয়ে নিই।
বাঁচাও!
ইরক!
হাঃহাঃ! আমরা এবার শুধুই খাবার পর্যবেক্ষণ করবো! আর একটা কথা, এই ঝিলেতে সাঁতার নিষিদ্ধ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ



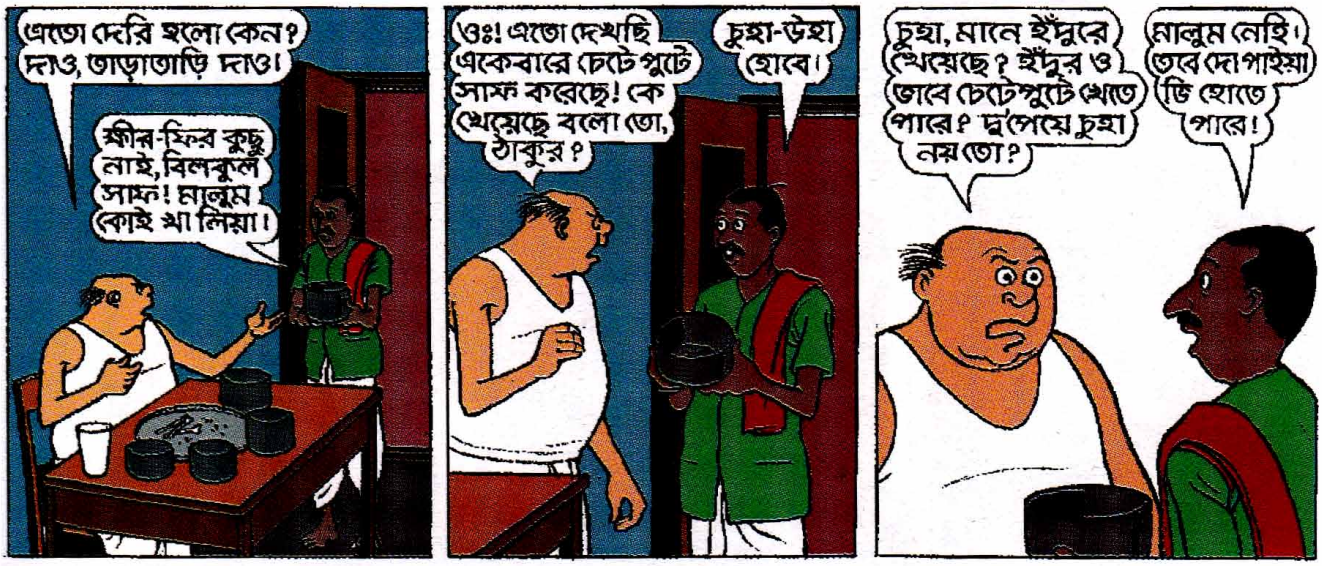




কি সর্বনেশে কাণ্ড! আপনার জন্যে রাখা ক্ষীর কে মেরে দিয়েছে!
আমি চাই কে ক্ষীর সাফ করেছে তাকে ধরতে। কেলু, তুই এর মধ্যে নেই তো
ছি-ছি! কি যে বলেন স্যার! আপনার জিনিস আমি খাবো! এ তো ভাবতেই পারি না, স্যার! বলেন তো লোডিস্টটাকে খুঁজে বের করি।
ঠিক আছে। তোর ওপরই ভার রইলো কে খায় সেটা ধরার!
অ্যাই! তোরা কে বা কারা স্যারের ক্ষীর খেয়েছিস বল?
সেকি! স্যারের ক্ষীর আমরা খেতে যাবো কেন। আর কে খেয়েছে জানবোই বা কি করে!
নন্টে আর ফন্টে; এটা তোদের কম্ম নয় তো রে?
কি বলছো, কেলুদা! স্যারের ক্ষীর আমরা খেতে যাবো কেন?
কিছু পরে-
তাহলে তো মনে হচ্ছে ইঁদুরেই খেয়েছে!
তাইতো মনে হচ্ছে। যা ধেড়ে ইঁদুরের আমদানি হয়েছে!
স্যারের ঘরে-
নন্টে আর ফন্টেও বলছে ইঁদুরেই খেয়েছে, ওরা খায়নি।
কে জানে, হবে হয়তো।
চলিরে, নন্টে আর ফন্টে। একটু রেস্ট নিতে হবে।
আমরাও নেবো, কেলুদা।
পরদিন রাত্রে-
এরকম স্বল্পাহারে আর কতদিন থাকতে হবে কে জানে। যা একটু পুষ্টিকর খাই তার ওপর আবার ইঁদুরের নজর পড়েছে!
ক্ষীরটা আনো ঠাকুর! আজ নিশ্চয় ইঁদুরে সাফ করে দেয়নি!

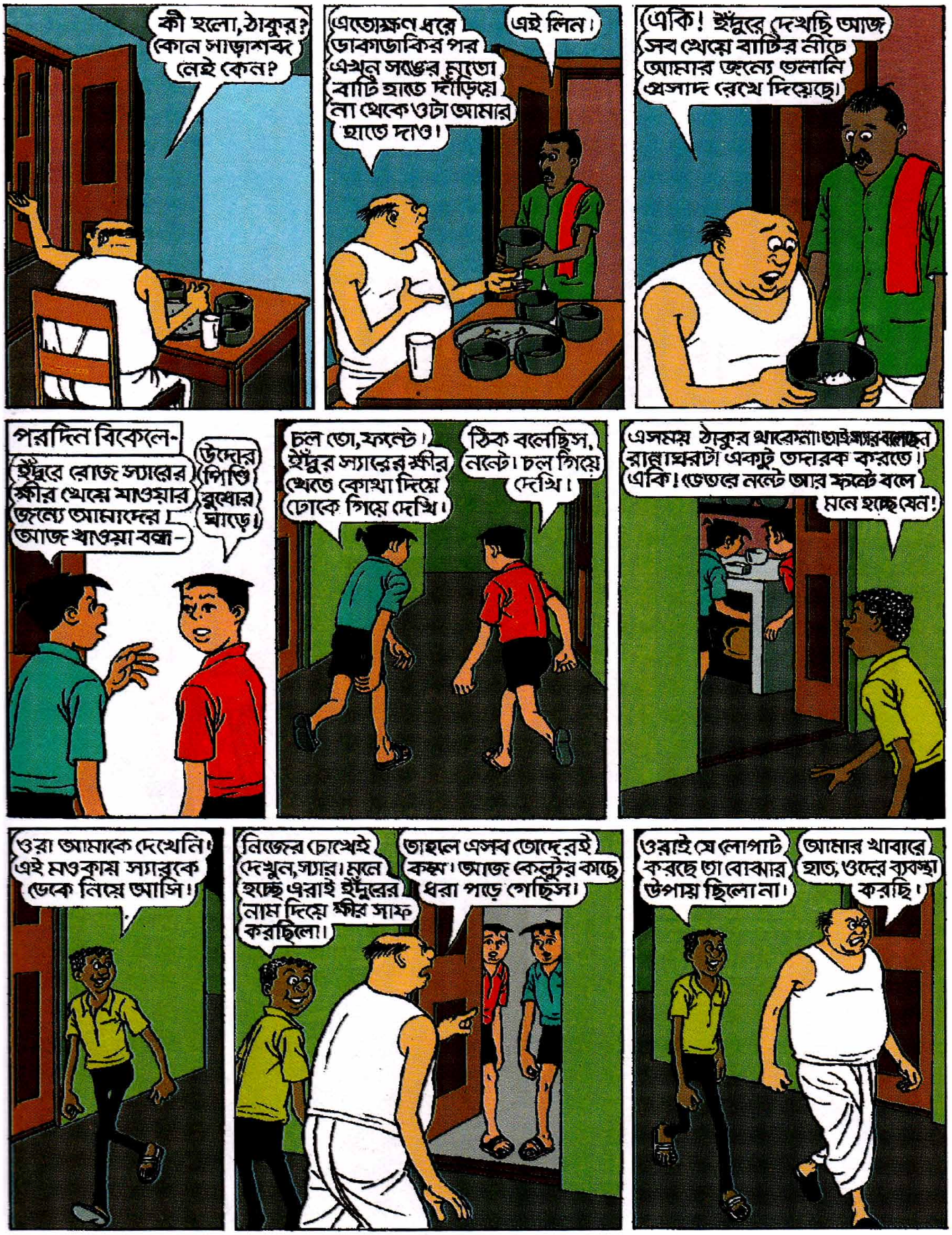
কী হলো, ঠাকুর? কোন সাড়াশব্দ নেই কেন?
এতোক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর এখন সঙের মতো বাটি হাতে দাঁড়িয়ে না থেকে ওটা আমার হাতে দাও!
এই নিন।
একি! ইঁদুরে দেখছি আজ সব খেয়ে বাটির নীচে আমার জন্যে তলানি প্রসাদ রেখে দিয়েছে।
পরদিন বিকেলে-
ইঁদুরে রোজ স্যারের ক্ষীর খেয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের আজ খাওয়া বন্ধ-
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।
চল তো, ফন্টে। ইঁদুর স্যারের ক্ষীর খেতে কোথা দিয়ে ঢোকে গিয়ে দেখি।
ঠিক বলেছিস, নন্টে। চল গিয়ে দেখি।
এসময় ঠাকুর থাকেনা। তাই স্যার বলেছেন রান্নাঘরটা একটু তদারক করতে। একি! ভেতরে নন্টে আর ফন্টে বলে মনে হচ্ছে যেন!
ওরা আমাকে দেখেনি। এই মওকায় স্যারকে ডেকে নিয়ে আসি।
নিজের চোখেই দেখুন, স্যার। মনে হচ্ছে এরাই ইঁদুরের নাম দিয়ে ক্ষীর সাফ করছিলো।
তাহলে এসব তোদেরই কম্ম। আজ কেলুটার কাছে ধরা পড়ে গেছিস।
ওরাই যে লোপাট করছে তা বোঝার উপায় ছিলো না।
আমার খাবারে হাত, ওদের ব্যবস্থা করছি।


পরে-
কেন যে তোরা স্যারের ক্ষীরে হাত দিয়ে ঘোরতর গর্হিত কাজ করতে গেলি।
সত্যি বলছি, কেলুদা, আমরা স্যারের ক্ষীর খাইনি।
কিন্তু স্যার স্বচক্ষে দেখেছে বলেই দুদিন দুপুরে তোদের খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। হেঃ হেঃ!
স্যার আমাদের অন্যায় ভাবে সাজা দিলেন!
আর নয়। এবার ক্ষীর খেকো ধেড়ে ইঁদুরটাকে ধরতেই হবে!
একটা ইঁদুর ধরার কলের দরকার।
বাচ্ছাধন ধেড়ে ইঁদুরের বেশ আয়েশ করে ক্ষীর খাওয়ার আজই শেষ।
কলটা পাতা হবে কেউ যেন জানতে না পারে।
ঐদিন রাতের খাবারের আগে-
ক্ষীর চোরদুটো ধরা পড়েছে, এবার বাটি ভর্তি ক্ষীরটুকু খেতে পারবো।
এবারে তাড়াতাড়ি খাবারের বন্দোবস্ত করো, ঠাকুর!
এখুনি করছি, সুপারিটেনডেন্ট সাব।
তখনই-
ওরে বাবারে! গেলুমরে!
রান্নাঘরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো ঠাকুর!
ক্ষীর খেকো ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়লো বোধহয়, স্যার!
আরে, কালুচুয়াবাবু! হতচ্ছাড়া! নিজে খেয়ে শেষে ননটে আর ফন্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি! তার শাস্তি-
সারারাত কান ধরে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। ননটে আর ফন্টে, তোরা পাহারায় থাকবি।
খুশি মনে, স্যার!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

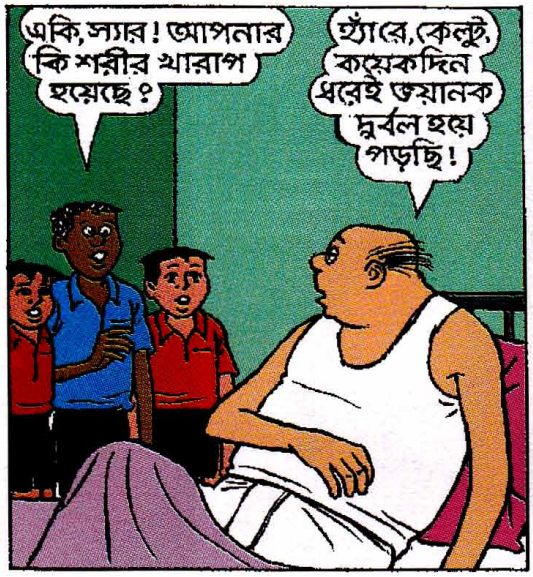
















পরে-
এই নাও আমাদের দুজনের চাঁদা।
আমার কাছে থাকলে আমিই আনতাম কিন্তু জানিস তো সবসময় আমার কাছে থাকেনা। যাক আমি স্যারের ওষুধটা নিয়ে আসছি।
কবিরাজের ঘর
জাগ্গিস কেলোটাকে ফলো করেছিলুম। এবার আমরাও স্যারের ওষুধ কিনবো।
এবং সেটা যথারীতি পরিবর্তন হবে।
আমাদের একটা খুব কড়া পাঁচন দিন।
এই নাও কিন্তু যে খাবে সে যেন একবারে বেশী না খায়।
পরে-
স্যারের জন্যে কি ওষুধ আনলে দেখালে নাতো?
টেবিলে রাখা আছে। নিয়ে আয়,তারপর চল স্যারকে খাওয়াতে হবে।
দেখবি কি দুর্দান্ত ওষুধ! হাফ গ্লাস পেটে পড়লেই দেখবি স্যার একেবারে ঘোড়ার মতো ছুটবে!
বলো কি গো, কেলুদা?
ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলুন,তো, স্যার! দেখবেন কেমন তেজী ভাব ফিরে আসবে। আপনি ঘোড়ার মতো ছুটতে পারবেন!
বলছিস?
রাত্রে আরো হাফ গ্লাস-
গ্লগ-গ্লগ-গ্লগ!
!
অ্যাঃ!
সত্যি,কেলুদা,স্যার গাড়ু হাতে ঘোড়ার মতন দৌড়াচ্ছে বটে!
এই দৌড় বন্ধ হবার পর কেলুদার পরিণাম কি হবে ভেবে আতঙ্ক হচ্ছে রে,ফন্টে
অলরেডি ফোর টাইমস হয়ে গেছে,কেলুদা।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















ইয়ে—চলি গো কেল্টুদা-আমি বোর্ডিংয়ে ফিরতে চাইছি!
আমার চোয়াল ভেঙে দিয়ে? তোরটাও না ভেঙে আমি তোকে ছাড়ছি না!
পাঁচিল দিয়ে কিছুদূর চলার পর-
হোঃ হোঃ! ফন্টেকে হয় এবার নিচু দেয়াল দিয়ে হাটতে হবে নয়তো লাফিয়ে নিচে এখানে নামতে হবে—
যেটাই করুক এবার আমি ওকে ধরবোই!
কিন্তু-
এটা সামনের ঐ উঁচু দেয়ালটায় পৌঁছোবে কি?
চেষ্টা করে দ্যাখ্! যদি পড়ে যাস, তখন তোকে ধরবো, ফন্টে!
হোঃ হোঃ! এক ফুটের ওপরে কম, ফন্টে! বরং আত্মসমর্পন করে বদলাটা নিতে দে!
মরেচে! তক্তাটা বেশ ভারী, হাত থেকে হড়কে যাচ্ছে—
এইরে—কেল্টো তো ঠিক নিচেই দাড়িয়ে!
ঘ্যাঁগত! তুই আমার তালু ফাটিয়ে আলু গজানোর ব্যবস্থা করলি!
ঢেলুম!
মলুম!
কিছু পরে-
ওরফ! না, হতচ্ছাড়ারা আমার মাথায় এখনো ব্যাথা, ওফ্স!
ইয়ে- এইযে, কেল্টুদা! তুমি কি আমাদের সঙ্গে তক্তা দিয়ে খেলবে?
কেল্টুদার এ দশা কে করলো রে, ফন্টে?
তোমার না খেলাই ভালো, কেল্টুদা! মনে হয় এই তক্তা দিয়ে একদিনে তুমি যথেষ্ট ওপর নীচ করেছো!
ইস্, আমি সঙ্গে থাকলে আরো ভালে জমতো, কেল্টুদা!
ছুঁচোরা! মনে রাখিস এক মাঘে শীত যায়না!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















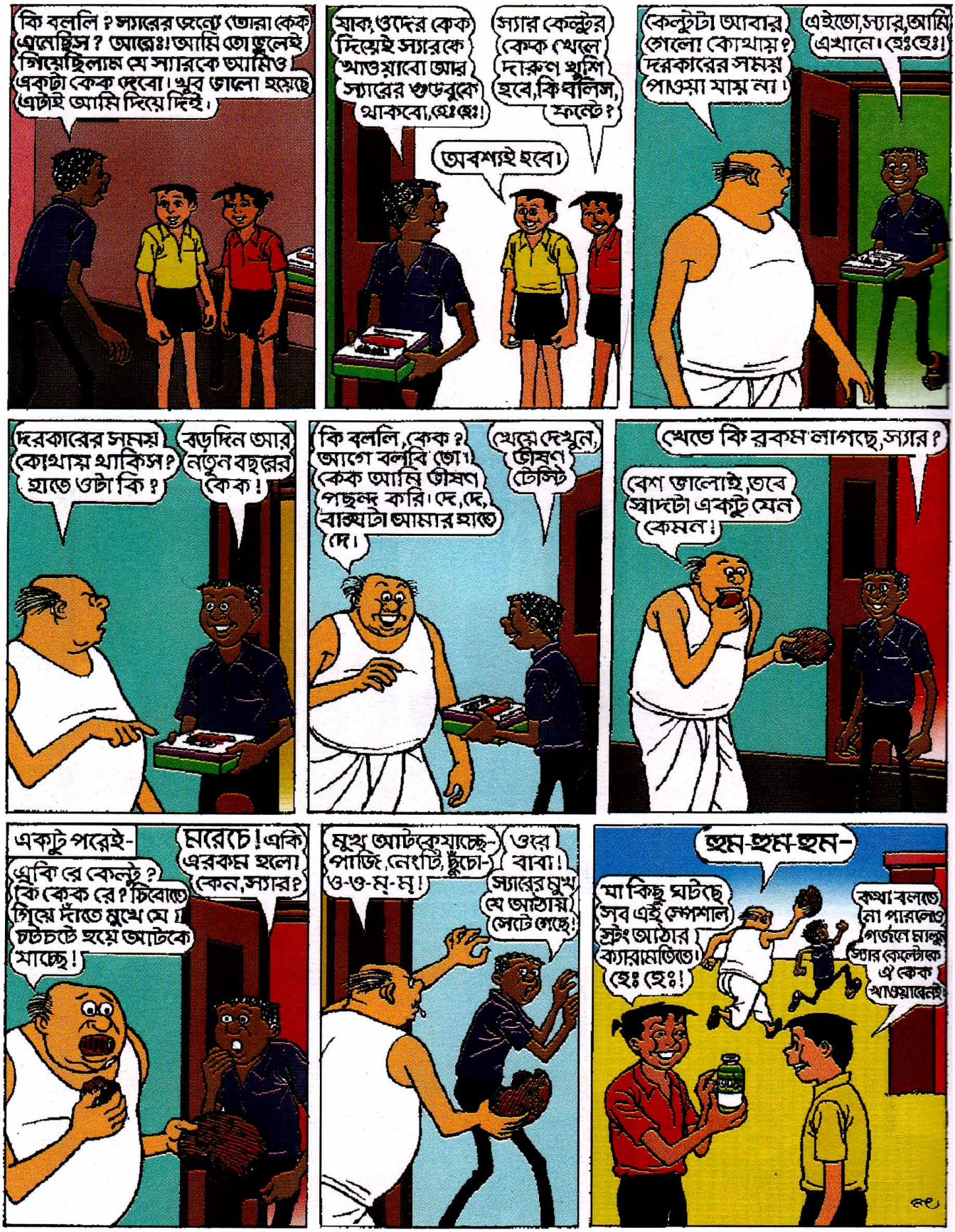
কি বললি ? স্যারের জন্যে তোরা কেক এনেছিস ? আরেঃ! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে স্যারকে আমিও একটা কেক দেবো। খুব ভালো হয়েছে এটাই আমি দিয়ে দিই।
যাক, ওদের কেক দিয়েই স্যারকে খাওয়াবো আর স্যারের গুডবুকে থাকবো, হেঃ হেঃ!
স্যার কেল্টুর কেক খেলে দারুণ খুশি হবে, কি বলিস, ফল্টে ?
অবশ্যই হবে।
কেল্টুটা আবার গেলো কোথায় ? দরকারের সময় পাওয়া যায় না।
এইতো, স্যার, আমি এখানে। হেঃ হেঃ!
দরকারের সময় কোথায় থাকিস ? হাতে ওটা কি ?
বড়দিন আর নতুন বছরের কেক!
কি বললি, কেক ? আগে বলবি তো। কেক আমি ভীষণ পছন্দ করি। দে, দে, বাক্সটা আমার হাতে দে।
খেয়ে দেখুন, ভীষণ টেস্টি
খেতে কি রকম লাগছে, স্যার ?
বেশ ভালোই, তবে স্বাদটা একটু যেন কেমন!
একটু পরেই-
এ কি রে কেল্টু ? কি কেক রে ? চিবোতে গিয়ে দাঁতে মুখে যে চটচটে হয়ে আটকে যাচ্ছে!
ঘরেচে! একি এরকম হলো কেন, স্যার?
মুখ আটকে যাচ্ছে- পাজি, নেংটি, ছুঁচো- ও-ও-মু-মু!
ওরে বাবা! স্যারের মুখ যে আঠায় সেটে গেছে!
হুম-হুম-হুম-
যা কিছু ঘটছে সব এই স্পেশাল স্টিং আঠার ক্যারামতিতে। হেঃ হেঃ!
কথা বলতে না পারলেও গর্জালে মালুম স্যার কেল্টাকে ঐ কেক খাওয়াবেনই!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বোর্ডিং সংক্রান্ত একটা জরুরী মিটিংয়ে যেতে হবে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে শুধু ঘড়িটা হাতে লাগিয়ে— আরে! ঘড়িটা গেলো কোথায়? এখানেই তো রেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।
নাহ্, ড্রয়ারেও নেই। আজব! ঘর থেকে ঘড়িটা যাবে কোথায়? দামী ঘড়ি, কেউ হাত সাফাই করলো নাকি? দেখি কেলুকে জিজ্ঞেস করে।
কেলু, অ্যাই কেলু!
আমাকে ডাকছেন, স্যার?
হ্যাঁ, ডেকেছি। টেবিল থেকে আমার দামী হাতঘড়ি কোথায় গেলো?
আমি আপনার ঘরে ঢুকিইনি, স্যার, তাই হাত ঘড়ির কথা জানবো কি করে?
তাহলে সবাইকে ডেকে আমার কাছে নিয়ে আয়।
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! স্যার সবাইকে তলব করেছেন, চলো।
গেলেই জানতে পারবি।
কি ব্যাপার বলতো, কেলুদা?
সত্যি করে বল তোরা কে আমার ঘড়ি নিয়েছিস?
না, স্যার, আমরা কেউ আপনার ঘড়ি নিইনি।
ঠিক আছে, আমি পাঁচদিন সময় দিচ্ছি এর মধ্যে চোর ধরে দিতে না পারলে সবাইকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।
কিছু ভাববেন না, স্যার। আমরা ঠিক চোর ধরে ফেলবো!


ওদের জানতে না দিয়ে আমাকে লুকিয়ে ওদের ওপর নজর রাখতে হবে।
দুদিন পর-
আমার এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণে যাচ্ছি কেলুদা, দেরী হলে নাও ফিরতে পারি
রাতে চুপি চুপি ফিরে ঘরে ঘাপটি মেরে থাকবো।
ঠিক আছে স্যার।
সেদিন রাত্রে-
একি! স্যার তো নেই। তাহলে এতো রাতে স্যারের ঘরে কে ঢুকছে? কেলুদাকে খবরটা এখুনি জানাতে হবে!
স্যারের ঘরে একজনকে আমি ঢুকতে দেখলুম, কেলুদা!
নির্ঘাত চোর! আবার চুরি করতে ঢুকেছে। শিগগির চল পাকড়াতে হবে।
নিশ্চঃব্দে চল। গিয়ে ঝপাৎ করে এই চাদর দিয়ে জাপটে ধরবো!
অন্ধকারের মধ্যেই চাদর চাপা দিয়ে জাপটে ধরে প্যাঁচে ফেলে বেঁধে রেখে দেবো। স্যার এসে চোর ধরা পড়েছে দেখলে স্যার খুবই খুশি হবে।
ঠিক যা ভেবেছি। আমার ফন্দির ফাঁদে এবার চোর বন্দী হবে। এখন শুধু ধরার অপেক্ষা।
একটু পরেই-
যাবে কোথায়, ঠিক পাকড়েছি। এবার আলোটা জ্বেলে দে, ফন্টো।
দিয়েছি, কেলুদা!
ছাড়, ছেড়ে দে বলছি!
এ-একি! স্যার, আ- আপনি?
ওকে!
যার জিনিস লোপাট হলো তাকেই চোর বলে পাকড়ে হেনস্থা?
বাঁদর! তোকে আমি তোরই চাদর জড়িয়ে পেটাবো, উজবুক!
নন্টে আর ফন্টের খবরের ওপরেই আমি অ্যাকশান নিয়েছিলাম-


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফন্টে বোর্ডিং কিচেনের জন্যে দেখছি ফল আর শাকসব্জী সংগ্রহ করছে!
সব্জী ও ফলের দোকান
এটা নাও, ফন্টে!
আর এই কলার কাঁদিটাও নাও!
সব্জী ও ফলের দোকান
নিশ্চয় নেবো!
হাঃহাঃ! এখানে যা কলা আছে তা এক অথবা দুদিনের চলার পক্ষে যথেষ্ট!
কিছুটা খেয়ে নেওয়ার জন্যে এখানটা বেশ ভালো জায়গা।
একটা রোগা মতো ছেলে কলার কাঁদিটা নিয়ে ঐদিকে পালালো। মনে হচ্ছে বোর্ডিংয়ের ছাত্র টাত্র হবে!
রোগা, বোর্ডিংয়ের ছাত্র? আর বলতে হবেনা!
ও এই রাস্তা দিয়ে গেছে তাই চারদিকে কলার খোসা ছিটিয়ে রেখেছে!
হুঁয়োফ্!
ইরক্! আমি ঐ বেড়াটাকে ধাক্কা লাগাতে যাচ্ছি!

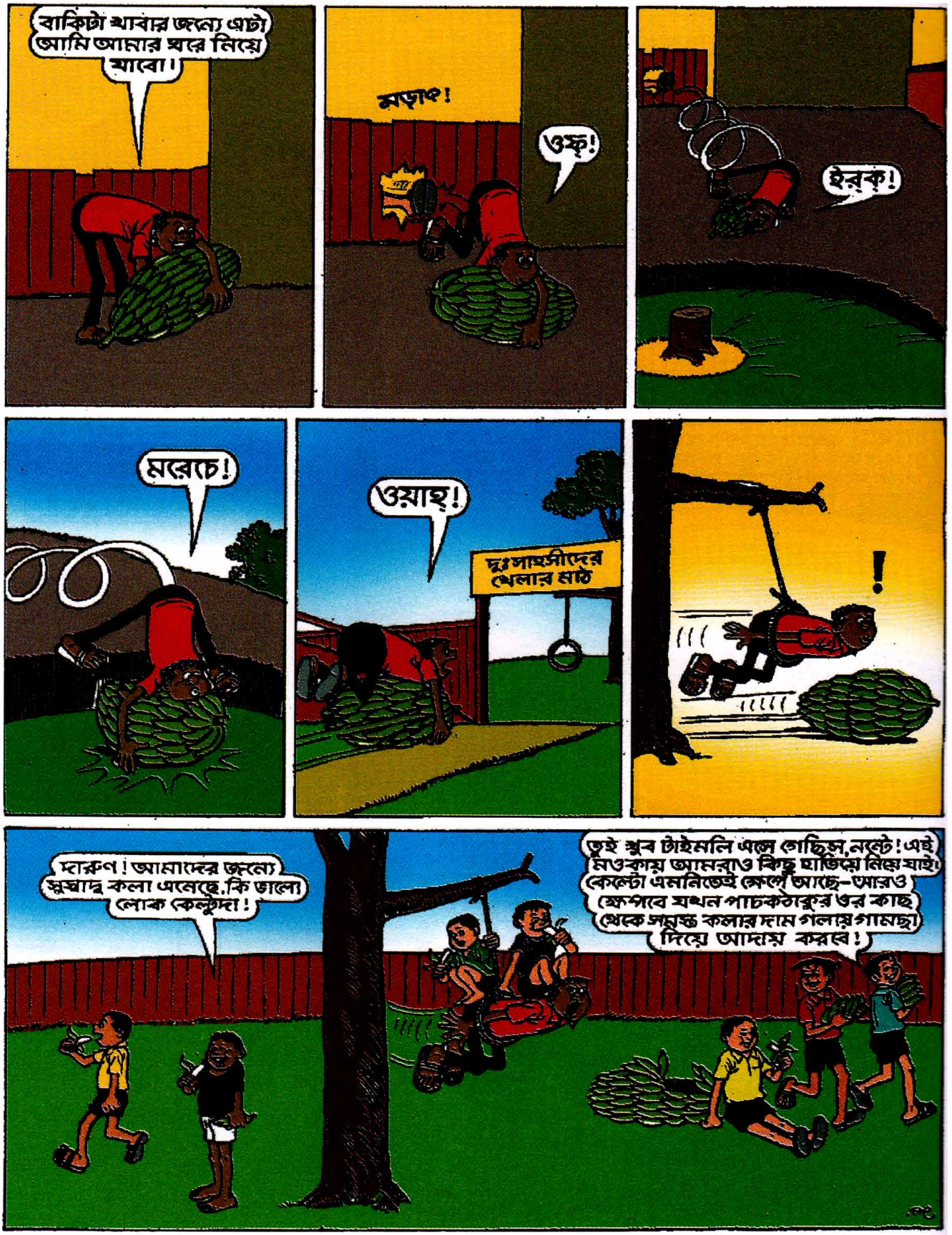
বাকিটা খাবার জন্যে এটা আমি আমার ঘরে নিয়ে যাবো!
মড়াৎ!
ওফ্!
হুরুক্!
মরেচে!
ওয়াহ্!
দুঃসাহসীদের খেলার মাঠ
!
দারুণ! আমাদের জন্যে সুস্বাদু কলা এনেছে, কি ভালো লোক কেল্টুদা!
তুই খুব টাইমলি এসে গেছিস, নন্টে! এই মওকায় আমরাও কিছু হাতিয়ে নিয়ে যাই! কেল্টো এমনিতেই ক্ষেপে আছে—আরও ক্ষেপবে যখন পাচকঠাকুর ওর কাছ থেকে সমস্ত কলার দাম গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ









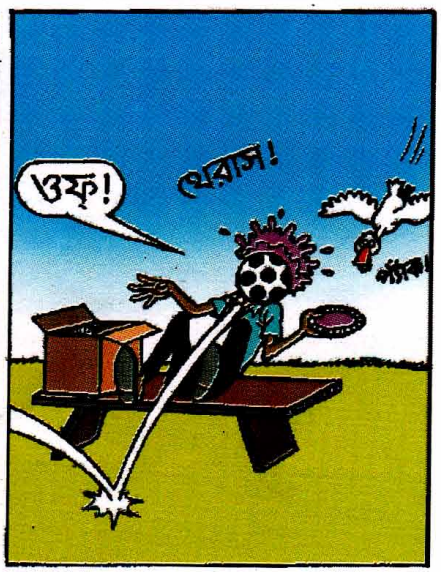








বাহ্! দু'দুটো উপাদেয় মোরব্বা সম্পূর্ণ অপচয় হয়ে গেলো। সুখের কথা যে বাক্সের মধ্যে আরো আছে।
আজ আমার কি বরাত! ফলের মোরব্বা!
ইঁক্! তবঘুরেটা ওগুলি হাতাতে যাচ্ছে!
না,চাঁদু,তা হবে না!
থ্যাপাৎ!
থেরাস!
আমাকে লেঙ্গি মেরে ফেললি, তুই? এই নে পাল্টা!
ওহি মোরব্বা হামি স্বপারিনটেন সাবকে লিয়ে আনিয়েছিলম! আপনে তোমাকে ইটার দাম দিতে হোবে, কালুবাবু!
ইয়ে,নিশ্চয়, ঠাকুর!
ধ্যাৎ! আমাকে মোরব্বার জন্যে দাম দিতে হচ্ছে অথচ আমি তাতে একটা কামড়ও বসাই নি! হুর্ক্ ডিমরুল!
হোঃ হোঃ! কেলটো মোরব্বায় একটা কামড়ও দিতে পারে নি- কিন্তু এখন নিজে অজস্র কামড় খাচ্ছে-ডিমরুলের কামড়!
বাঁচাও! হেল্প!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার এবার আসছেন শুনতে পাচ্ছি!
আরফ্‌ল্‌!
ওদিকে দ্যাখ্‌ নন্টে! এযে সসেজ রোল বৃষ্টি হচ্ছে রে মাইরি!
গরর! এসব করার মতলবটা কি?
অয়বাপ! কেটে পড়ি!
ওপস্‌! সিন্দুকটা কে ওখানে রেখেছে? আমি ঠিক সময়ে লাফিয়েছি!
গড়াং!
এ বেলায় আর আমাদের কোন ক্লাশ নেই, বন্ধুগণ! এখন ছপ্পড় ফুঁড়ে যে রোল এসে আমাদের কোল জুড়ে পড়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করা। স্যার আর কেলেঙ্কারী এখন আমাদের বিরুদ্ধে করবে না। হিঃহিঃ!
বাঁচাও! হেল্প! আমাকে নামাও!
গরর! আমাকে বের করো!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

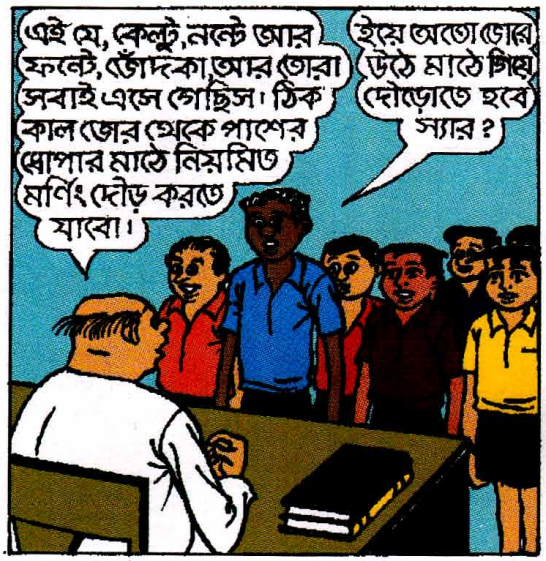














ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছিস কেন? আমি কি কালা নাকি? উফ! কানটা এখনো ঝাঁ ঝাঁ করছে।
নন্টে অনেকবার ডেকে তোমার সাড়া পায়নি বলেই আমাকে কন্ঠবোমা ফাটাতে হলো।
এই যে, তোরা এসে গেছিস। অনেকদিন পরে পড়ছি তো তাই একটু টাইট হচ্ছে। দাঁড়া ঠিক করে নিই।
ওরে পাঁচটা বেজে গেছে। ধোপার মাঠে পৌঁছে তাড়াতাড়ি দৌড় শুরু করতে হবে।
ধোপার মাঠে-
আমরা একঘণ্টা এই ধোপার মাঠটাকে চক্কর দেবো। সবাই তোরা তৈরি তো?
রেডি - দৌড়োতে শুরু কর সবাই। একঘণ্টায় মাঠটাকে দশপাক দিতে হবে।
মাত্র তিন পাক দেওয়া হয়েছে, এখনো সাত পাক বাকি।
যতটা সম্ভব মাঠের ধার ঘেঁসে দৌড়োবি তাতে দৌড়োনোর পরিধিটা বেশী হয়।


ইরক!
পেল্লায় মাঠ। শরীর ফিট রাখতে দশবার এই মাঠ চক্কর দেবার আগেই শরীর আনফিট হয়ে যাবে।
কিছু পরেই-
ও, কেলুদা, স্যার কোথায় গেলো?
কেন, সামনেই তো ছিলো!
ছিলো, এখন কিন্তু নেই!
দৌড়ানো বন্ধ রেখে স্যারের খোঁজ করো।
সেকি রে! দৌড়োতে দৌড়োতে স্যার কি উবে গেলো!
অবাক কাণ্ড! বিশাল বপুর একজন মানুষ দৌড়োতে দৌড়োতে গায়েব হয়ে গেলো!
নন্টে ঠিকই বলেছে। শিগগির তল্লাশি শুরু কর।
ওরে, কেলু, নন্টে আর ফন্টে! আমাকে বাঁচা! আমি গর্তে পড়ে গেছি!
একি! স্যারের গলা না!
কোথায় রে, কোথায়?
ওই দিকে মনে হচ্ছে!
আমি এখানে গর্তে পড়ে আছি! আমাকে তোল!
ঐখান থেকে আসছে গো, কেলুদা শিগগির চলো।


তোরা কোথায়? আমি এই গর্তে পড়ে গেছি। আমাকে তোল।
স্যাই মরেচে! সামনের ঐ গর্তটা থেকে স্যারের গলার আওয়াজ আসছে, কেলুদা।
বলিস কি রে? শিগগির চল।
স্যার, আপনি কি গর্তের ভিতরে?
আপনি ভালো আছেন তো, স্যার?
সরু গর্তে কেউ ভালো থাকে মুখ্যু গরু কোথাকার! এখান থেকে আমাকে জলদি তোলার ব্যবস্থা কর।
ভাববেন না, আপনাকে তোলার চেষ্টা করছি।
কোন ভয় নেই স্যার। আমিই আপনাকে তুলে আনছি।
গর্তটা কতো গভীর হবে বলতো? ষাট ফুট হবেনা, কি বলিস?
কেন, তুমি নামবে নাকি, কেলুদা?
গর্তে নামবো কেন? দড়ি দিয়ে টেনে তুলবো। তোরা দড়ির জোগাড় কর।
এটা মন্দ বলোনি, কেলুদা।
সেইমতো কিছু পরে-
এই নাও, কেলুদা দড়ি।
বাঃ! বেশ হয়েছে।
দড়িটা শক্ত করে ধরুন, স্যার, আমরা আপনাকে টেনে তুলবো!


দড়ি পেয়েছেন তো, স্যার?
হ্যাঁ, পেয়েছি!
দড়িটা এবার কোমরে বেঁধে নিন, স্যার।
বেশী নড়তে চড়তে পারছি না, তবু অনেক কষ্টে বেঁধেছি।
এবারে টান- টান মারো-
হেঁইও!
কিন্তু- ইরফস্!
পটাং
ঘোঁক্!
কোথায় আমাকে তুলবি তা নয় আমার কাঁধে এসে চেপে বসলি! শিগগির নাম।
নামতে তো পারছি না, স্যার! কি করবো?
এবারে কি হবে রে, নন্টে। কেলুদাও তো গর্তে ঢুকে গেলো!
দড়ি দিয়ে আর তোলা সম্ভব নয়, কি হবে বল তো ফন্টে?
অতো ঝুঁকিস না, হুটকো। তাহলে তুইও আবার গর্তে সেঁধিয়ে যাবি!
এদিকে কিছু পরে-
সেই সকাল থেকে এখানে জটলা করছো! বলি ব্যাপারটা কি?
চুরি ছিনতাইয়ের মতলব নাকি?


আরো কিছু পরে-
এখানে এতো জটলা কিসের?
এই ছেলেগুলো সেই সকাল থেকে এখানে গুলতানি করছে, কোন বদ মতলব আছে কিনা কে জানে!
না,না,আমাদের কোন বদ মতলব নেই। আমরা কাছেই স্কুল বোর্ডিংয়ে থাকি। আজ স্যার জোরে আমাদের নিয়ে এই মাঠে দৌড়তে এসেছিলেন-
দৌড়াতে দৌড়াতে স্যার কি করে ওই কুয়োর মতো গর্তে পড়ে গেলেন। আমরা দড়ি দিয়ে তুলতে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে আমাদের মনিটর কেলুদাও গর্তে ঢুকে গেলো।
কি সর্বনেশে কাণ্ড! ঐ সরু গর্তে দুজন পড়েছে!
কি করে তুলবো বুঝতে পারছিনা।
তোমাদের স্যারের নামটা কি?
আমাদের স্যারের নাম পাতিরাম হাতি।
কি নাম বললে? পাতিরাম হাতি। হাতি তোমাদের স্যার? তোমরা ওর বোর্ডিংস্কুলে পড়াশুনো করো?
হ্যাঁ,আপনি চেনেন নাকি?
চিনি মানে? আমরা একই স্কুল কলেজে পড়াশুনো করেছি। আমি ওকে হাতি বলতাম। আমি বাগেশ্বর বাগ বলে ও বাগ না বলে বাঘ বলতো।
এরা সব ভালো ছেলে, স্কুলে পড়ে। আর জলের জন্যে আমাদেরই খোঁড়া গর্তে হাতিটা পড়েছে!
বলেন কি বাবু, ঐ গর্তে হাতি পড়েছে?
দূর মশাই! এ আসল হাতি নাকি, এ হচ্ছে মানুষ হাতি। এবারে চল তোদের হাতি স্যারকে শিগগির গর্ত থেকে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।


এতো সরু গর্তে হাতিটা ঢুকলো কি করে? পরে যে পড়েছে সে তো ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে! আচ্ছা তোমাদের নামটা কি যেন?
আমি নন্টে আর ও ফন্টে।
শোনো, নন্টে আর ফন্টে সহ সব্বাই। তোমাদের স্যারকে তোলার জন্যে মজবুত দেখে তিনটে খুঁটি জোগাড় করো।
এখুনি নিয়ে আসছি।
সেইমতো-
ধোপার মাঠের শেষে ধোপাদের কাপড় কেচে শুকোবার জন্যে দড়ি বাঁধার খুঁটিই তুলে নিয়ে এলাম! হিঃহিঃ!
খুঁটিগুলো দিয়ে কাজ হবে তো?
খুব হবে। এবারে এগুলোকে পুঁততে হবে।
বাঃ! ঠিক আছে। এবারে ওপাশে একটা।
তোমরা অনেক করেছো বাকিটা আমি করছি।
এই যে, ভুতুবাবু, আপনি একটা কপিকল আর বেশ মোটা দড়ি নিয়ে আসুন।
ঠিক আছে আধঘণ্টার মধ্যেই নিয়ে আসছি।
আধঘণ্টা পরে-
এবারে এইহুকটা টানতে পারে এমন কিছুর সঙ্গে...
ওদিকে দেখুন। ধোপা পাড়া থেকে নিয়ে এসেছে!
বাঃ! দারুণ বুদ্ধি খাটিয়েছো তো!
আমাদের টানতে হবেনা এই টেনে তুলবে।


হুকটা কোমরে বাঁধা দড়ির সঙ্গে আটকে দাও।
আটকেছি!
একবার ওপরে উঠি, তারপর দেখবি-
নন্টে আর ফন্টে, স্টার্ট!
টানরে বাচ্চু!
উঠেছে! উঠেছে!
এতোক্ষণ আমার ঘাড়ে বসে ঘাড় ধ্বসিয়ে দিয়েছিস এবার আমি তোর ঘাড়ে বসে তোর ঘাড় ধ্বসাবো।
তাহলে দম আটকে যাবে, স্যার।
কাঁধ থেকে নেমেই গা ঢাকা দিতে হবে।
এইতো, এটা চেপেই ডেঞ্জার জোন থেকে পালাবো!
বিপদ সীমানাটা পার করে দে, বন্ধু!
পালাবি কোথায়? তোর ঘাড়ে আমি চাপবোই, হতচ্ছাড়া গিরগিটি!
দেখেছেন, এতক্ষণ গর্তে থেকেও স্যারের মনোবল চিড় ধরেনি। স্যার, কেলটুদার ঘাড়ে চাপবেই!
তাইতো দেখছি।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফুটবল বিশ্বকাপ তো এসে গেলো। কোন দেশ জিতবে বলতো নন্টে?
মনে তো হয় ব্রাজিল।
আর্জেন্টিনাই বা নয় কেন?
ব্রাজিলই জিতুক বা আর্জেন্টিনা বা অন্য কোন দেশ কিন্তু আমরা তো নেই।
তা যা বলেছিস ফন্টে। অন্য দেশ খেলছে আর তাই নিয়ে আমরা নাচানাচি করছি।
শুনতে পাই আমরা নাকি একশো কোটি ছাড়িয়েছি, আর ফুটবলও খেলছি বোধহয় একশো বছরের বেশীই হবে। শুনেছি খালি পায়ে খেলে আমরা বিদেশীদের হারিয়েছি তাহলে ?
আমাদের ছোট মাথায় এসব ভেবে লাভ নেই এজন্যে বড় মাথারা রয়েছেন আমাদের পছন্দের দেশ জিতলেই আমাদের আনন্দ, কি বলিস, নন্টে আর ফন্টে!
বড় কথার আড়ালে আমাদের আসল কথাটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। যে জন্যে আমাদের এই স্যাঙ্গায় যে বিশ্বকাপ আমরা দেখবো কি করে?
আমাদের বোর্ডিংয়ে তো টি ভি নেই তাই দেখতে পাবো না। কি করা যায় বলতো, গোটকা?
কেলুদাটাও নেই। ওকে দিয়ে স্যারকে বলানো যেতো টি ভির জন্যে কারণ স্যারের ও প্রিয় পাত্র।
ও যখন নেই তখন চল আমরাই গিয়ে স্যারকে ধরি।
তাহলে তাই চল।
কি রে, নন্টে আর ফন্টে! একেবারে দল বেঁধে হাজির। কি ব্যাপার ?
আমরা সবাই ফুটবল বিশ্বকাপ দেখবো, স্যার!! ব্যবস্থা করুন!

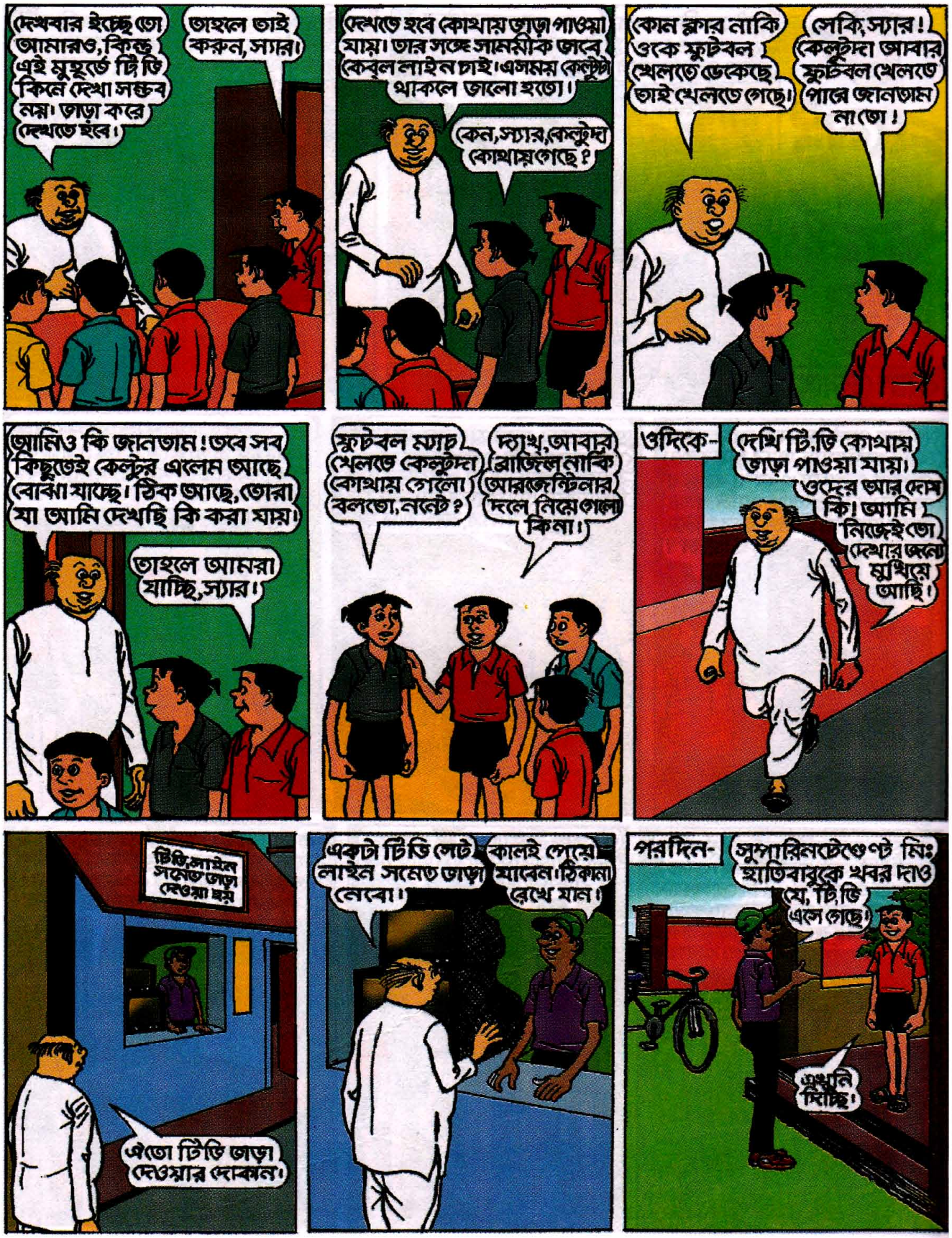
দেখবার ইচ্ছে তো আমারও, কিন্তু এই মুহূর্তে টি.ভি কিনে দেখা সম্ভব নয়। তাড়া করে দেখতে হবে।
তাহলে তাই করুন, স্যার।
দেখতে হবে কোথায় তাড়া পাওয়া যায়। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেবল লাইন চাই। এসময় কেলুদা থাকলে ভালো হতো।
কেন, স্যার, কেলুদা কোথায় গেছে?
কোন ক্লাব নাকি ওকে ফুটবল খেলতে ডেকেছে তাই খেলতে গেছে।
সেকি, স্যার! কেলুদা আবার ফুটবল খেলতে পারে জানতাম না তো!
আমিও কি জানতাম! তবে সব কিছুতেই কেলুর এলেম আছে বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তোরা যা আমি দেখছি কি করা যায়।
তাহলে আমরা যাচ্ছি, স্যার।
ফুটবল ম্যাচ খেলতে কেলুদা কোথায় গেলো বলতো, নন্টে?
দ্যাখ, আবার ব্রাজিল নাকি আরজেন্টিনার দলে নিয়ে গেলো কিনা।
ওদিকে-
দেখি টি.ভি কোথায় তাড়া পাওয়া যায়। ওদের আর দোষ কি! আমি নিজেই তো দেখার জন্যে মুখিয়ে আছি।
টি.ভি, লাইন সমেত তাড়া দেওয়া হয়
ঐতো টি.ভি তাড়া দেওয়ার দোকান।
একটা টি.ভি সেট লাইন সমেত তাড়া নেবো।
কালই পেয়ে যাবেন। ঠিকানা রেখে যান।
পরদিন-
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ হাতিবাবুকে খবর দাও যে, টি.ভি এসে গেছে।
এখনি যাচ্ছি!


টি ভি নিয়ে লোক এসেছে স্যার! আপনাকে ডাকছে।
নিয়ে এসেছে? চল দেখি।
সবকিছু নিয়ে এসেছেন তো?
কোন চিন্তা নেই। কোথায় ফিট করবো দেখিয়ে দিন।
ব্যাস! টি ভি ফিট হয়ে গেলো। এবার আপনারা ফুটবল বিশ্বকাপ দেখুন।
শোন তোরা। রাতের প্রথম দিকের খেলা সরাসরি দেখবো আর বেশী রাতেরটা পরদিন যখন ফিরে দেখাবে তখন দেখবো।
দুপক্ষই কি দারুণ খেললো! কেমন লাগলো স্যার! কোন দেশ যে কাপ জিতবে বলা মুস্কিল!
পরদিন-
এখুনি কাল রাতের খেলাটা আবার দেখাবে স্যার!
পালাচ্ছে, ধর, ধরে আচ্ছা করে পেটাই লাগা!
ধর-ধর-
মরেছে! এতো কেলুদাকে তাড়া করেছে রে, ফলেট!
একি! কেলুদাকে তাড়া করে খেলতে নিয়ে আবার তাড়া করে ফিরিয়ে দিলে!
ওর বড় বড় কথায় ওকে দলে নিয়েছিলাম!
আর ও আমাদের ভেতো খেলা সেম সাইডে দুটো গোল করে হারিয়ে দিলো!
আরে বুদ্ধুরা! ওরা আমাদের গোল বল খেললে কি ইজ্জতে ফুটো হতো! না! তাই আমাদের গোল আমিই বল তেলে দিলুম!


চলরে, ভোঁদড়, এখানে থেকে আর লাভ নেই। তবে যাবার আগে এই বল ফুস করে ওর নাকটাকে ঢাক বানিয়ে দিয়ে যাই।
আমার নাক ঢাক হবার আগে একটা মারাদেনা। মার্কা কিকটা দেখে যা!
খেলা যে শুরু হয়ে গেছে। একপক্ষ বল নিয়ে গোলের দিকে দৌড়োচ্ছে। এখুনি হয়তো গোল হয়ে যাবে! ওদের ডাক।
গোও-ইল্ক! বল মেরে টিন্টি ভাঙলো কোন ছুঁচো র‍্যা?
দড়াম!
কেল্টুদা, স্যার! কেল্টুদা ওখানে মারদিনো ঠিক কি ভাবে কিক করতো সেটাই দেখাচ্ছিলো স্যার!
তাই বুঝি। তাহলে আমিও দেখাচ্ছি
পেলে কি ভাবে খেলে গোলে শট মারতো দেখে নে রে চামটিকে!
আর এখানে কালক্ষেপ করা ঠিক নয়।
স্যারের কি দুর্দান্ত বিশ্বমানের শট রে, ফনেট!
গদাম!
যা বলেছিস, ননেট! স্যার যা একখানা নিখুঁত শট দেখালেন দেখতে পেলে যে কোন দল স্যারকে বিশ্বকাপে লুফে নিতো!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি রে, নন্টে আর ফন্টে! সাতসকালে জুটি বেঁধে যাচ্ছিস কোথায়?
জানো না, আজ বাদে কাল কালী পুজো, বাজি কিনতে যাচ্ছি।
বাজারের ঐসব পচা বাজি কিনতে যাচ্ছিস যেখানে আমার মতো বাজি বিশারদ রয়েছে!
কি করবো বলো, তোমার তৈরি চাটকা বাজি তো গতবার প্রতিযোগিতায় নিয়ে গিয়ে নাকালের একশেষ। একটা বাজিও ফাটেনি পুরো টাকাটাই জলে।
তবে এবারে আর ফাটা নয়-ওঠা।
তার মানে? কি ওঠা?
কিসের ওঠা?
কোন বাজি ওপরে ওঠে জানিস না, মুখ্খুরা?
সে তো হাউইবাজি ওপরে ওঠে।
এই তো বুঝেছিস। তবে এ তোদের সেই হুস করে একটুখানি ওঠেই ফুস করে পড়ে যাওয়া হাউই নয়। এবার এমন ফরমুলা হাতে এসেছে যেটা হবে রকেট হাউই। সোজা মেঘের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে!
বলো কিগো, কেলুদা?
তাইতো বলছি। তাহলে রকেট হাউই তৈরির জন্যে পকেট থেকে টাকা বের কর।
ঠিক আছে, এই নাও। বাজি না কিনে সেই দুশো টাকা তোমাকে দিলুম, কেলুদা।
পরে-
দ্যাখ, রকেট হাউই তৈরির সব উপকরণ নিয়ে এসেছি। এবারে ফর্মুলা মতো তৈরি করতে হবে। তখন তোদের থাকা চলবে না।
বেশ।
কালীপুজোর দিন-
এই নে তোদের রকেট হাউই। সাবধানে ছাড়বি।


বেচারা,নন্টে আর ফন্টে। ওদের যে কি মাল বানিয়ে দিয়েছি সেটা ওরা ওটা ছাড়ার সময়ই টের পাবে! হিঃ হিঃ!
কেলুদা একেবারে একটা আস্ত রকেটই বানিয়ে ফেলেছে রে, নন্টে।
বিশাল হাউইয়ের পলতেটা বড়ো করে নিই–একি! খোলের ভেতর থেকে যে মাটি বেরোচ্ছে রে, ফন্টে!
পুরো মাটি ভরে দিয়ে চিটিং করে পুরো টাকাটা হাতিয়েছে রে, নন্টে।
আমিও ওকে কিছু জানতে না দিয়ে আমাদের নিজস্ব উপকরণে ফিটিং করে ওকে মজা দেখাচ্ছি!
শয়তানটা বাজি বিশারদ নয় পাজি বিশারদ। ওকে দিয়েই ছাড়ব!
সন্ধ্যায়-
দেখুন, স্যার! কেলুদা আমাদের জন্যে কি দারুণ রকেট হাউই বানিয়ে দিয়েছে। আমরা চাই কেলুদাই এটা ছাড়ুক।
দারুণ হয়েছে তো। ওরা যখন বলছে তখন তোর তৈরি হাউই তুইই ছাড়না, কেলু!
নাও, কেলুদা ছাড়ো! তোমার তৈরি রকেট হাউইই তোমার হাত দিয়েই ওপরে উঠুক।
কিন্তু কিন্তু করছিস কেন ছাড় না।
এটাতো এক ইঞ্চিও নড়বে না। তবু ওদের চোখে ধুলো দিতে একটু অ্যাকটিং করতে হবে। পরে কেন উঠলো না তার জন্যে একটা কিছু বানিয়ে বলে দিলেই হবে। হুঃ-হুঃ!
একি! এটা উঠছে কি করে!
ওরে বাবা! এটা যে আমার দিকেই আসছে!
হেল্প! আমি তো মাটি ভরে দিয়েছিলাম। এটা জ্যান্ত হলো কি করে!
কেলটা জানেনা যে ওতে ছুঁচো বাজির মশলা ভরা আছে! হিঃ হিঃ!


মৎস্য পুরাণ
মাছ ধরার পক্ষে ঝিলের এই জায়গাটাই উপযুক্ত কি বলিস?
তা আর বলতে? স্যারের ছিপটাও উপযুক্ত। চ বসে পড়া যাক।
বিট্‌লেদুটো যে স্যারের ছিপ চুরি করে মাছ ধরতে গেছে, তা আমি ভাল করেই জানি। ওদের জব্দ করার কায়দাও আমি ভালই জানি।
এই স্থানটাই উপযুক্ত
ছিপ ফ্যাল্ নন্টে
ওদিকে ঝিলের অন্যপ্রান্তে
গু-লু-ব-!


এই তো নন্টে ফন্টের বঁড়শি, এইবার মারো টান....
হুম্! কেল্টো দেখছি ঠিকই খবর দিয়েছে! দেখাচ্ছি মজা!
কষে চেপে ধর। মাছটা বড় সাইজের!
আগুয়ান স্যারের সঙ্গে সংঘর্ষে ছিটকে যায় ছিপ এবং স্যার সোজা
এইরে
জলে
ঝপাং!
নিশ্চয়ই নন্টো!
ধর পাটা টেনে
জলের মধ্যে
গ্লুপ-প-গ্লপ্
বাঁ-চা-ও-কুমিরে খেলো
কয়েক মুহূর্ত পরে
হুম্ম্-ম!
কি - কেন - কোথায় - কাকে - কবে - কিজন্যে - স্যার?!!
কেল্টোকে ধোলাই শেষ করে স্যার আমাদের দিকে ধাওয়া করবেন না তো?
বলা যায় না। তার চেয়ে আজকের দিনটা হাওয়া খেয়ে আসি।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
হিঃহিঃ! এই দড়ি আর হুক সহযোগে টুক করে কেল্টার অজান্তে মাল ভেতরে পাচার হয়ে যাবে!
খাদ্য বস্তু কেল্টার খামার থেকে বাঁগলোর নতুন পরিকল্পনা
আজ আমরা কিছু নিয়ে আসিনি, কেল্টুদা। দেখো কিচ্ছু নেই!
নন্টে আর ফন্টের কোন ব্যাপার আছে! ওরা বোর্ডিং স্কুলের পেছন দিয়ে যাচ্ছে! আমি ওদের পিছু নি।
আঃহা! ঠিক ধরেছি! আমাকে ধোঁকা দিয়ে এইভাবে বোর্ডিংএ নিষিদ্ধ বস্তু আনা হচ্ছে, অ্যাঃ!
আরে! এটা এখানে কি করছে?
এই থলেটা খুলে দেখি ভেতরে কি আছে!
আমি এবার খাদ্য বস্তুগুলো বাজেয়াপ্ত করবো! মালুম হচ্ছে অনেক মাল আছে!


ইরক!
ঝপাত!
অ্যাই মরেছে! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
কেল্টু! তুই আমার কাপড় খুলে নিয়েছিস! শিগগির ছুঁড়ে এদিকে দে, হতচ্ছাড়া!
এই যে স্যার। এই ছুঁড়ে দিলুম!
ঝপাত!
হতচ্ছাড়া মর্কট! কুকুর দিয়ে আমার কাপড় লোপাটের ধান্দা? আগে কাপড় উদ্ধার করি তারপর চাপড় মেরে তোর মুণ্ডু মুণ্ডু ফাঁক করবো!
কেল্টো এবার নিজের খানায় নিজেই পড়েছে, ফল্টে। হেঃ হেঃ!
স্যার পরিধেয় উদ্ধারের কাজে ছুটেছেন আর কেল্টো নির্মল আত্মগোপন করেছে। চল এই তালে আমরা আমাদের খাদ্যের থলি নিয়ে সরে পড়ি।
এবং এখন লোভ্যপথে।

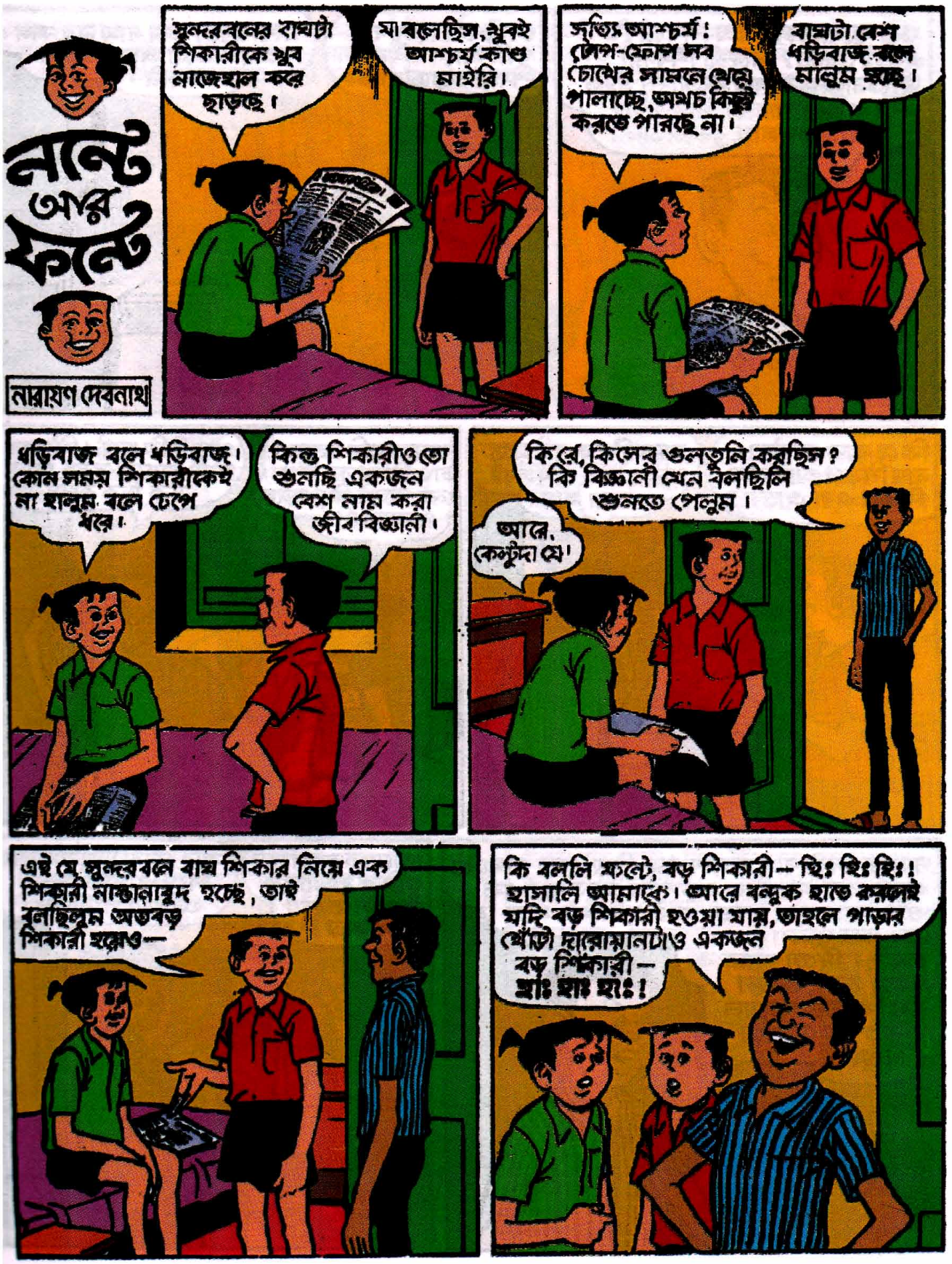
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সুন্দরবনের বাঘটা শিকারীকে খুব নাজেহাল করে ছাড়ছে।
মা বলেছিস, খুবই আশ্চর্য কাণ্ড মাইরি।
সত্যি আশ্চর্য! টেপ-ফোপ সব চোখের সামনে খেয়ে পালাচ্ছে, অথচ কিছুই করতে পারছে না।
বাঘটা বেশ ধড়িবাজ বলে মালুম হচ্ছে।
ধড়িবাজ বলে ধড়িবাজ! কোন সময় শিকারীকেই না হালুম বলে চেপে ধরে।
কিন্তু শিকারীও তো শুনছি একজন বেশ নাম করা জীববিজ্ঞানী।
কি রে, কিসের গুলতুনি করছিস? কি বিজ্ঞানী যেন বলছিলি শুনতে পেলুম।
আরে, কেষ্টুদা যে!
এই যে সুন্দরবনে বাঘ শিকার নিয়ে এক শিকারী নাস্তানাবুদ হচ্ছে, তাই বলছিলুম অতবড় শিকারী হয়েও—
কি বললি ফন্টে, বড় শিকারী—হিঃ হিঃ হিঃ! হাসালি আমাকে। আরে বন্দুক হাতে করলেই যদি বড় শিকারী হওয়া যায়, তাহলে পাড়ার খোঁটা হারোয়ানটাও একজন বড় শিকারী—
হাঃ হাঃ হাঃ!

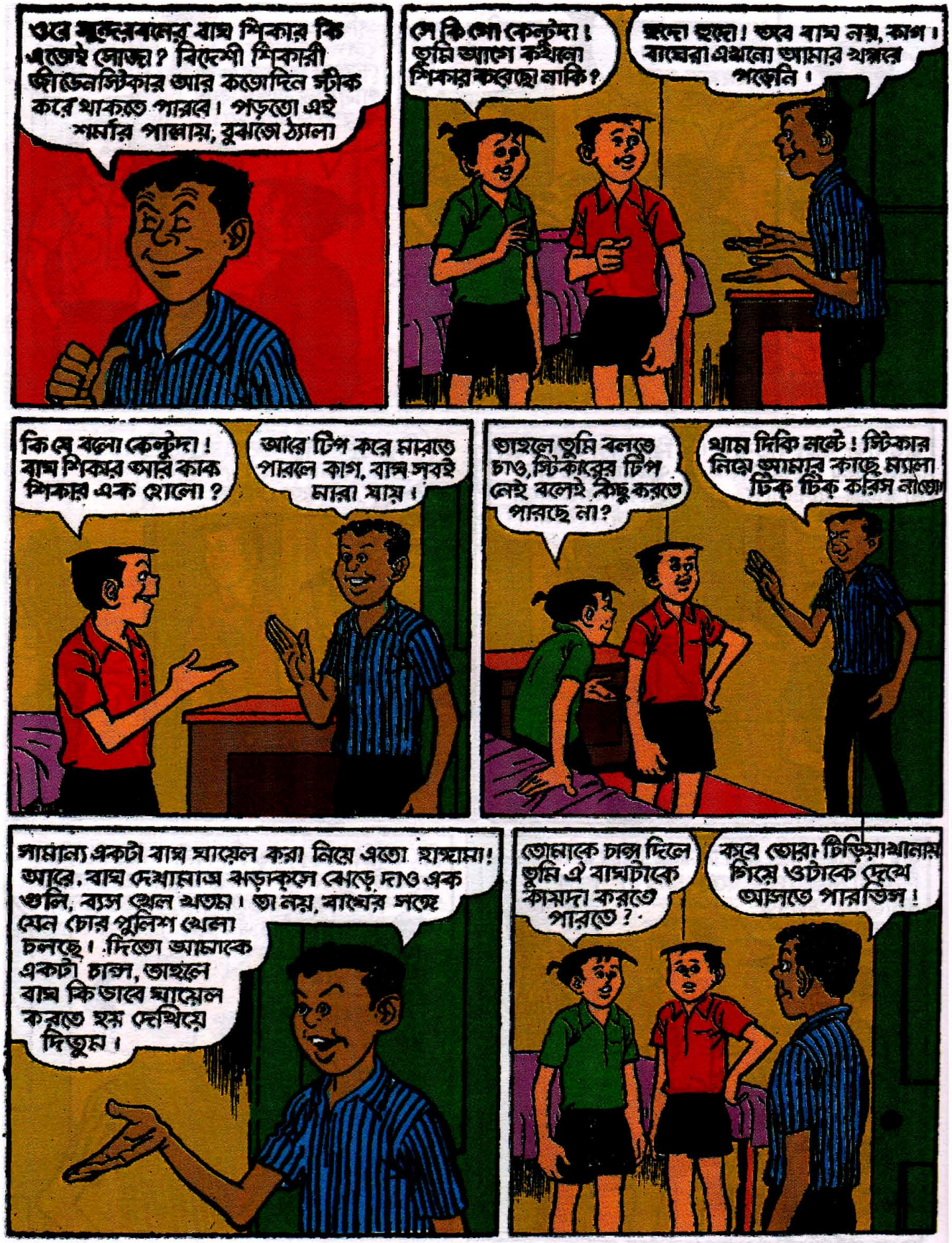
ওরে সুন্দরবনের বাঘ শিকার কি এতেই সোজা? বিদেশী শিকারী জীভেনস্টিকার আর কতোদিন স্টীক করে থাকতে পারবে। পড়তো এই শর্মারি পাল্লায়, বুঝতে ঠ্যালা
সে কি গো কেলুদা! তুমি আগে কখনো শিকার করেছো নাকি?
হুদো হুদো! তবে বাঘ নয়, কাগ। বাঘেরা এখানো আমার থারের পত্তেনি।
কি যে বলো কেলুদা! বাঘ শিকার আর কাক শিকার এক হোলো?
আরে টিপ করে মারতে পারলে কাগ, বাঘ সবই মারা যায়।
তাহলে তুমি বলতে চাও, স্টিকারের টিপ নেই বলেই কিছু করতে পারছে না?
থাম দিকি লন্টে! স্টিকার নিয়ে আমার কাছে ন্যালা টিক্ টিক্ করিস নাতো
সামান্য একটা বাঘ ঘায়েল করা নিয়ে এতো হাঙ্গামা! আরে, বাঘ দেখামাত্র ঝড়াক্‌সে ঝেড়ে দাও এক গুলি, ব্যস খেল খতম। তা নয়, বাঘের সঙ্গে যেন চোর পুলিশ খেলা চলছে। দিতো আমাকে একটা চান্স, তাহলে বাঘ কি ভাবে ঘায়েল করতে হয় দেখিয়ে দিতুম।
তোমাকে চান্স দিলে তুমি ঐ বাঘটাকে কায়দা করতে পারতে?
কবে তোরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে ওটাকে দেখে আসতে পারতিস!

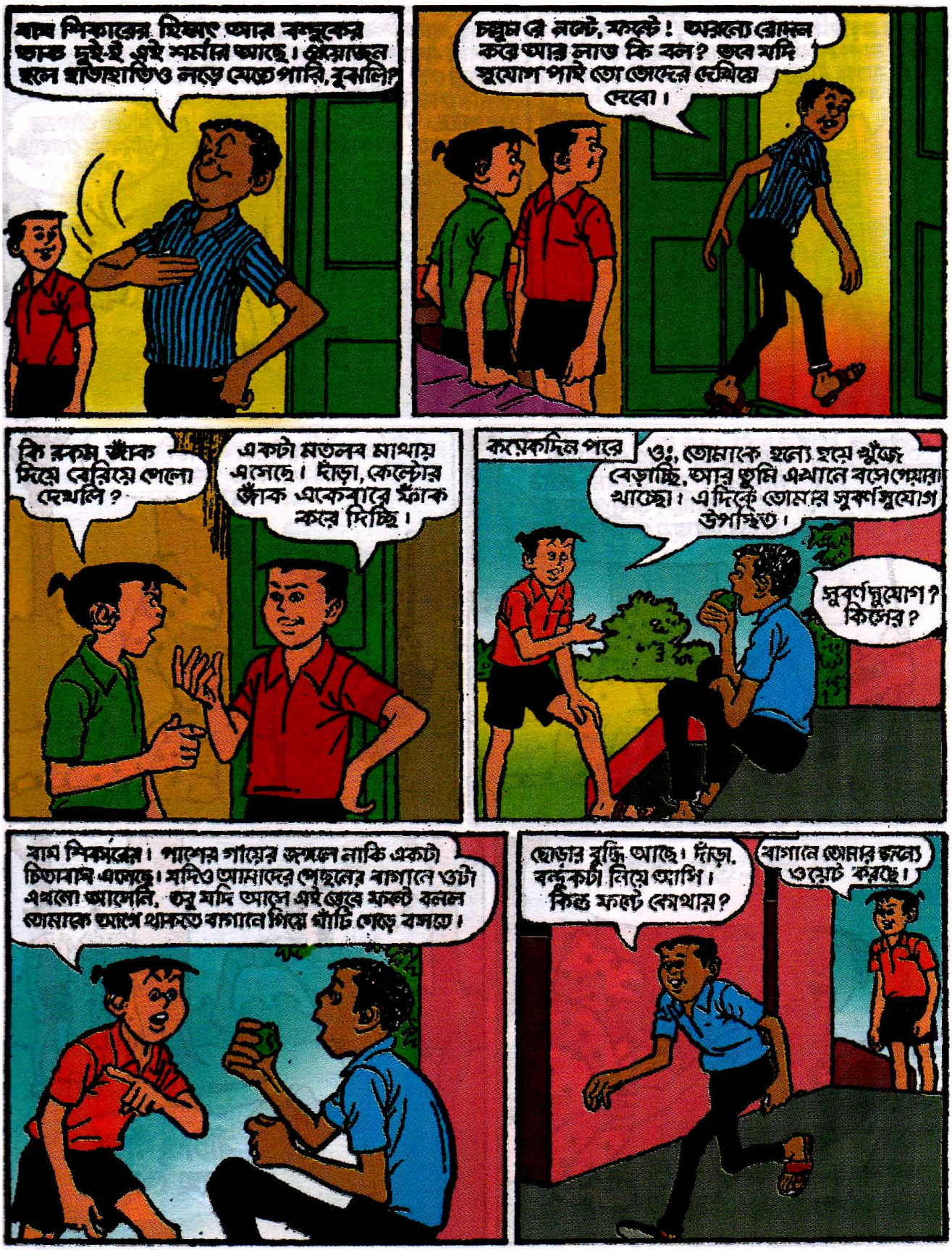
বাঘ শিকারের হিম্মৎ আর বন্দুকের তাক দুই-ই এই শর্মার আছে। প্রয়োজন হলে হাতাহাতিও লড়ে যেতে পারি, বুঝলি?
চল্লুম রে নন্টে, ফন্টে! অরন্যে রোদন করে আর লাভ কি বল? তবে যদি সুযোগ পাই তো তোদের দেখিয়ে দেবো।
কি রকম জাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলো দেখলি?
একটা মতলব মাথায় এসেছে। দাঁড়া, কেল্টোর জাঁক একেবারে ফাঁক করে দিচ্ছি।
কয়েকদিন পরে
ওঃ, তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে বসে পেয়ারা খাচ্ছো। এদিকে তোমার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত।
সুবর্ণসুযোগ? কিসের?
বাঘ শিকারের। পাশের গায়ের জঙ্গলে নাকি একটা চিতাবাঘ এসেছে। যদিও আমাদের পেছনের বাগানে ওটা এখনো আসেনি, তবু যদি আসে এই ভেবে ফন্টে বলল তোমাকে আগে থাকতে বাগানে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসতে।
ছোড়ার বুদ্ধি আছে। দাঁড়া, বন্দুকটা নিয়ে আসি। কিন্তু ফন্টে কোথায়?
বাগানে তোমার জন্যে ওয়েট করছে।


এবার চল দিকি নন্টে! ব্রাগানে ঘাঁটি আগলে বসি। তারপর ব্যাটা বাঘের বাচ্চা আসুক দেখি এখানে।
মরেচে! এটা তো এয়ারগান কেল্টুদা! এই দিয়ে তুমি বাঘ মারবে নাকি?
ওরে বুড়ু, পাকা শিকারীর কাছে সব গানই সমান। আসুক না চিতাবাঘ এখানে, দেখবি তোদের কেল্টুদার বিক্রম! এ তোদের সেই ইয়ে সাহেব নয়। তা ফন্টেটা আবার কোথায় গেলো? পাঁচ মাইল তফাতেই বাঘ বসে আছে। এসময় ওর আমার কাছে কাছে থাকা উচিত।
ফন্টে বোধহয় ওদিকটা দেখতে গেছে।
একটু পরে
ফন্টেটা কি ভয়ে পালালো নাকি রে? তুই আবার পিঠে টোকা মারছিস কেন রে নন্টে? তুইও কি ভয় পেলি নাকি?
আরে আমি তো এখানে রয়েছি। আমি থাকতে ভয়ের কি আ-আ—
আঁ-আঁ-আঁ!
বাঁচাও, বাঁচাও, বাঘে খেলো!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ













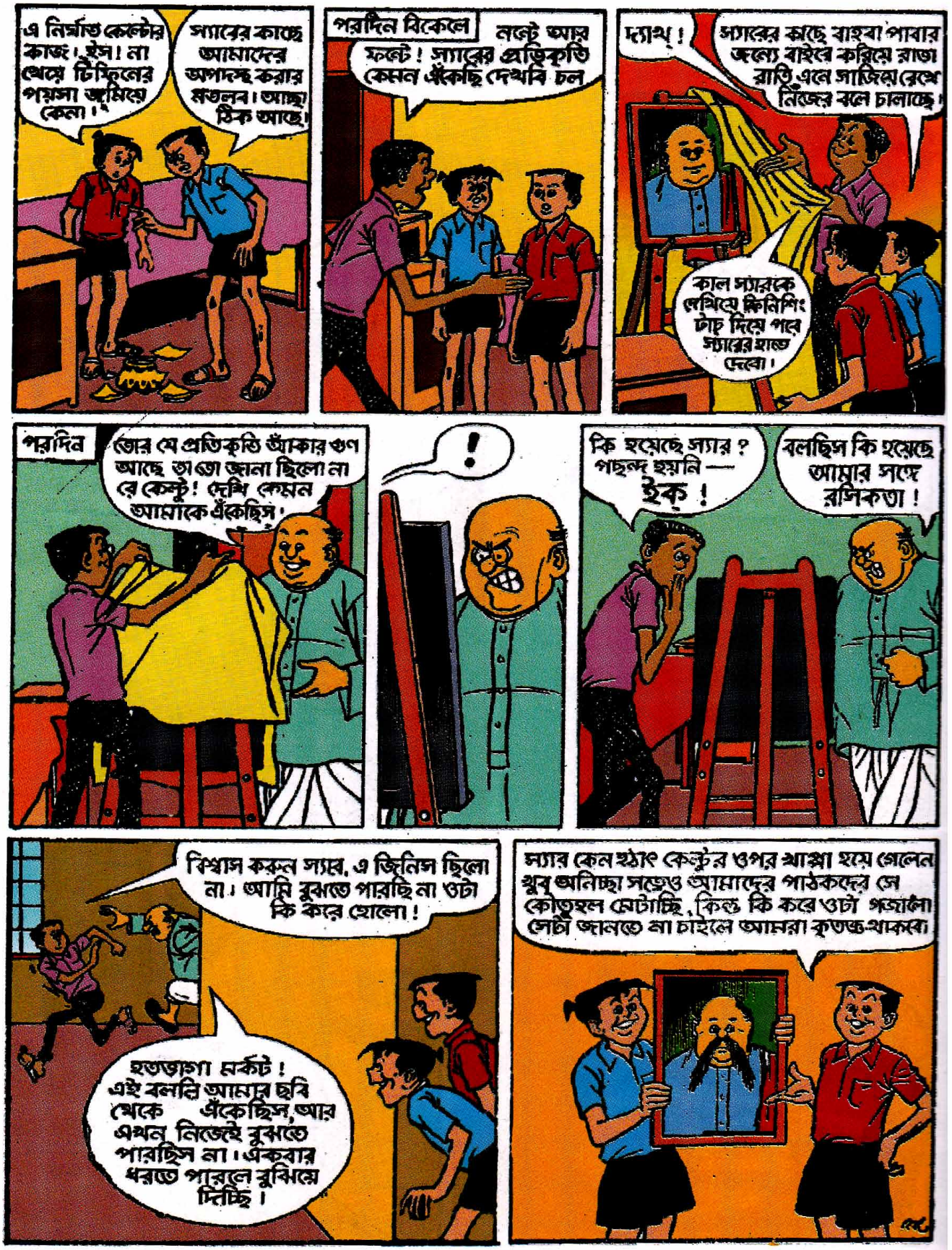
এ নির্ঘাত কেল্টার কাজ। ইস! না খেয়ে টিফিনের পয়সা জমিয়ে কেনা।
স্যারের কাছে আমাদের অপদস্থ করার মতলব। আচ্ছা ঠিক আছে!
পরদিন বিকেলে
নন্টে আর ফন্টে! স্যারের প্রতিকৃতি কেমন এঁকেছি দেখবি চল
দ্যাখ!
স্যারের কাছে বাহবা পাবার জন্যে বাইরে করিয়ে রাতারাতি এনে সাজিয়ে রেখে নিজের বলে চালাচ্ছে।
কাল স্যারকে দেখিয়ে ফিনিশিং টাচ দিয়ে পরে স্যারের হাতে দেবো।
পরদিন
তোর যে প্রতিকৃতি আঁকার গুণ আছে তা তো জানা ছিলো না রে কেস্টু! দেখি কেমন আমাকে এঁকেছিস।
!
কি হয়েছে স্যার? পছন্দ হয়নি— ইক্!
বলছিস কি হয়েছে আমার সঙ্গে রসিকতা!
বিশ্বাস করুন স্যার, এ জিনিস ছিলো না। আমি বুঝতে পারছি না ওটা কি করে হোলো!
হতভাগা নর্কট! এই বলছি আমার ছবি থেকে এঁকেছিস, আর এখন নিজেই বুঝতে পারছিস না। একবার ধরতে পারলে বুঝিয়ে দিচ্ছি।
স্যার কেন হঠাৎ কেস্টুর ওপর খাপ্পা হয়ে গেলেন খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের পাঠকদের সে কৌতূহল মেটাচ্ছি, কিন্তু কি করে ওটা গজালো সেটা জানতে না চাইলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

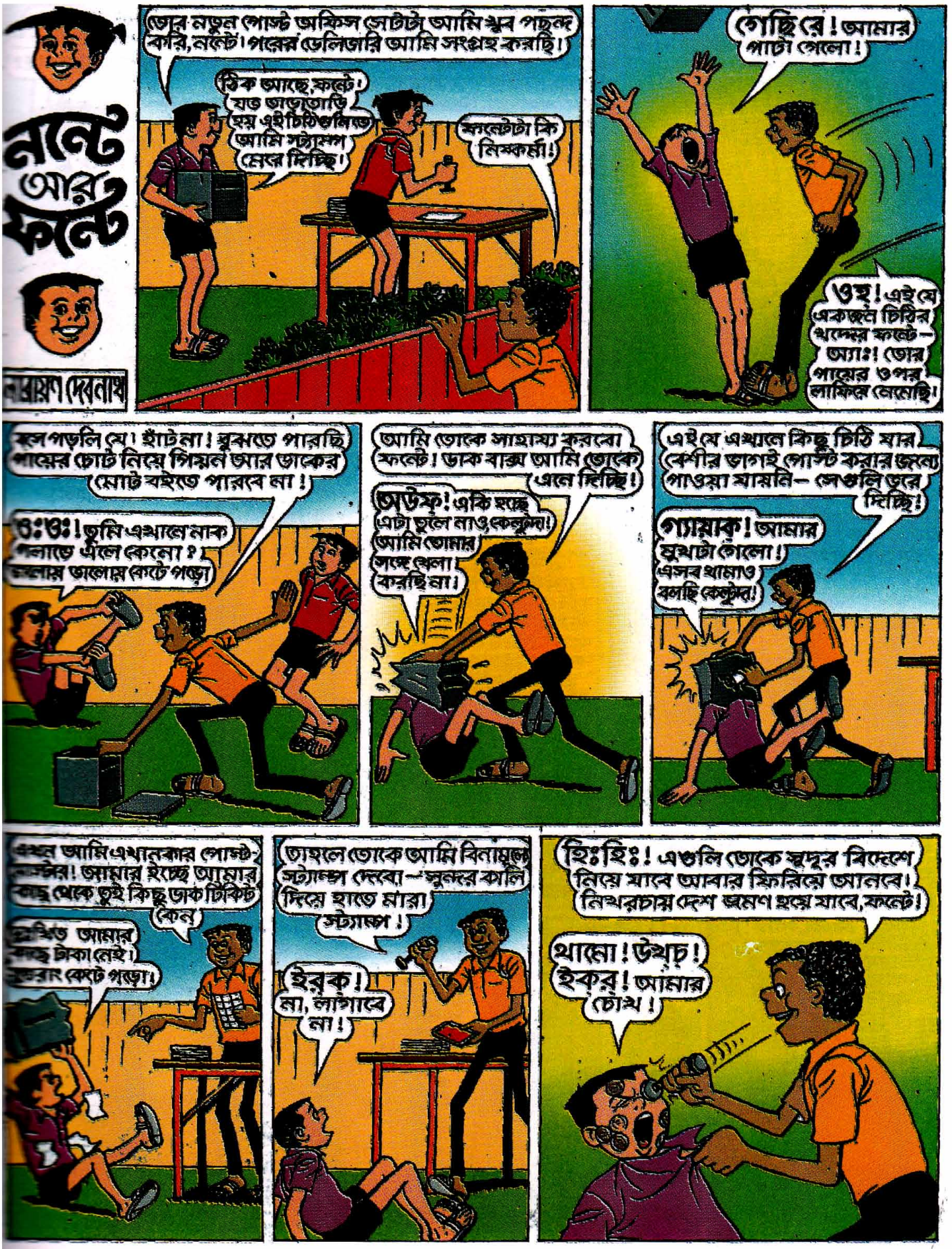
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
তোর নতুন পোস্ট অফিস সেটটা আমি খুব পছন্দ করি, নন্টে। পরের ডেলিজারি আমি সংগ্রহ করছি।
ঠিক আছে, ফন্টে! যত তাড়াতাড়ি হয় এই চিঠিগুলিতে আমি স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছি!
ফন্টেটা কি নিষ্কর্মা!
গেছি রে! আমার পাটা গেলো!
ওহ! এই যে একজন চিঠির খদ্দের ফন্টে— অ্যাঃ! তোর পায়ের ওপর লাফিয়ে নেমেছি!
বলে পড়লি যে! হাঁট না! বুঝতে পারছি পায়ের চোট নিয়ে গিন্নির আর ডাকের মোট বইতে পারবে না!
ওঃওঃ! তুমি এখানে নাক গলাতে এলে কেনো? ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো।
আমি তোকে সাহায্য করবো ফন্টে! ডাক বাক্স আমি তোকে এনে দিচ্ছি!
অউফ্! একি হচ্ছে এটা তুলে নাও, কেলুদা! আমি তোমার সঙ্গে খেলা করছি না!
এই যে এখানে কিছু চিঠি যার বেশীর ভাগই পোস্ট করার জন্যে পাওয়া যায়নি— সেগুলি তুরে দিচ্ছি!
গ্যায়াক্! আমার মুখটা গেলো! এসব থামাও বলছি কেলুদা!
এখন আমি এখানকার পোস্ট-মাস্টার! আমার ইচ্ছে আমার কাছ থেকে তুই কিছু ডাক টিকিট কেন
দুঃখিত আমার কাছে টাকা নেই! অন্যত্র কেটে পড়ো।
তাহলে তোকে আমি বিনামূল্যে স্ট্যাম্প দেবো— সুন্দর কালি দিয়ে হাতে মারা স্ট্যাম্প!
ইরুক! না, লাগাবে না!
হিঃহিঃ! এগুলি তোকে সুদূর বিদেশে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে আনবে! বিনা খরচায় দেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে, ফন্টে!
থামো! উখ্চ্! ইকর্! আমার চোখ!

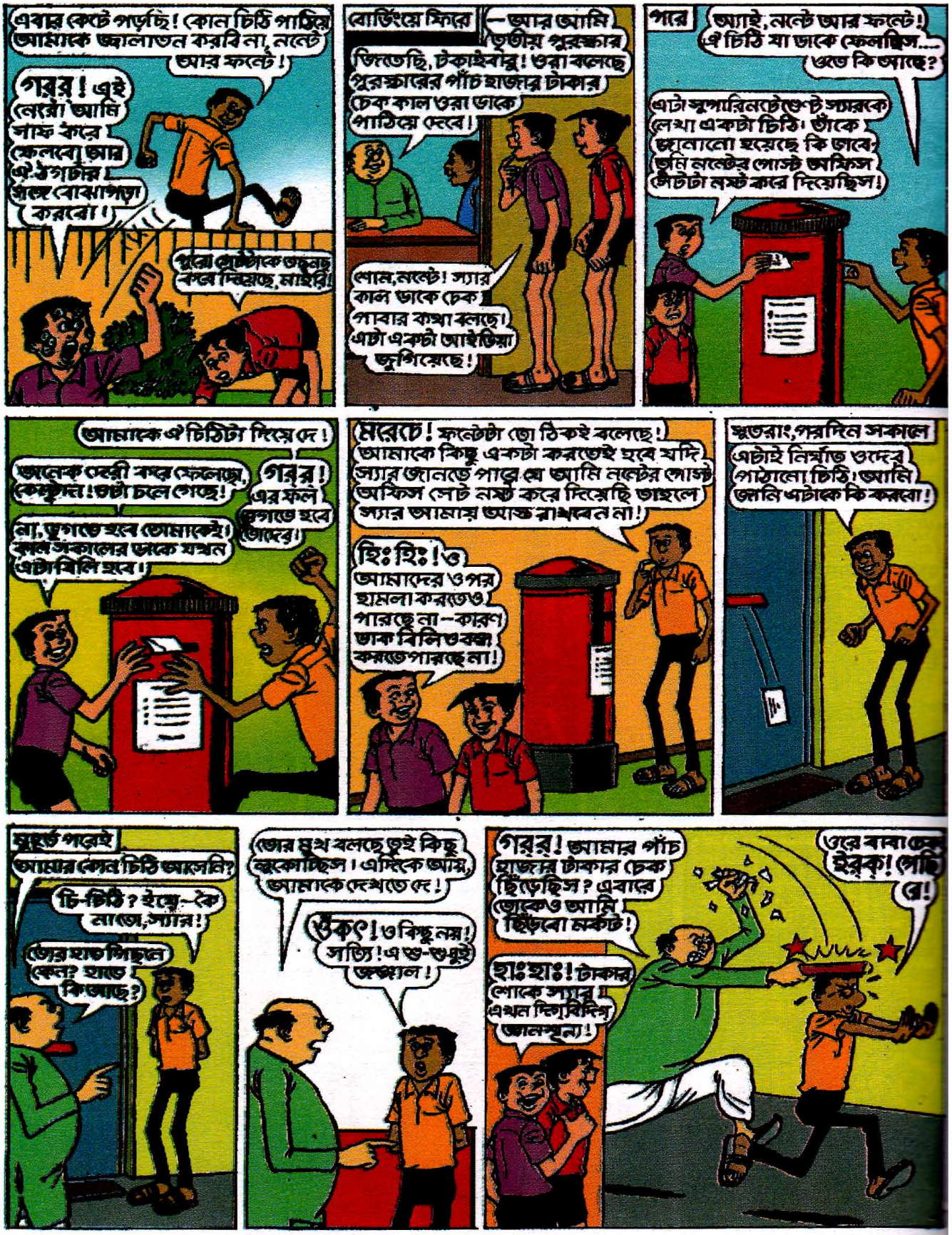
এবার কেটে পড়ছি! কোন চিঠি পাঠিয়ে আমাকে জ্বালাতন করবি না, নন্টে
আর ফন্টে!
গরর! এই নেরো আমি সাফ করে ফেলবো আর ঐ ঠগটার শ্রাদ্ধে বোঝাপড়া করবো!
পুরো পোস্টাফিসকে তছনছ করে দিয়েছে, মাইরি!
বোর্ডিংয়ে ফিরে
—আর আমি তৃতীয় পুরস্কার জিতেছি, টকাইবাবু! ওরা বলেছে পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকার চেক কাল ওরা ডাকে পাঠিয়ে দেবে!
শোন, নন্টে! স্যার কাল ডাকে চেক পাবার কথা বলছে। এটা একটা আইডিয়া জুগিয়েছে!
পরে
অ্যাই, নন্টে আর ফন্টে! ঐ চিঠি যা ডাকে ফেলছিস.... ওতে কি আছে?
এটা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারকে লেখা একটা চিঠি। তাঁকে জানানো হয়েছে কি ভাবে তুমি নন্টের পোস্ট অফিস সেটটা নষ্ট করে দিয়েছিস!
আমাকে ঐ চিঠিটা দিয়ে দে!
অনেক দেরী করে ফেলেছো, কেষ্টদা! ওটা চলে গেছে!
গরর! এর ফল ভুগতে হবে তোদের।
না, ভুগতে হবে তোমাকেই! কাল সকালের ডাকে যখন এটা বিলি হবে!
মরেছে! ফন্টেটা তো ঠিকই বলেছে! আমাকে কিছু একটা করতেই হবে যদি স্যার জানতে পারে যে আমি নন্টের পোস্ট অফিস সেট নষ্ট করে দিয়েছি তাহলে স্যার আমায় আস্ত রাখবেন না!
হিঃ হিঃ! ও আমাদের ওপর হামলা করতেও পারছে না—কারণ ডাক বিলি ও বন্ধ করতে পারছে না!
সুতরাং, পরদিন সকালে
এটাই নির্ঘাত ওদের পাঠানো চিঠি। আমি জানি এটাকে কি করবো!
মুহূর্ত পরেই
আমার কোন চিঠি আসেনি?
চি-চিঠি? ইয়ে—কৈ নাতো, স্যার!
তোর হাত পিছলে কেন? হাতে কি আছে?
তোর মুখ বলছে তুই কিছু লুকোচ্ছিস। এদিকে আয়, আমাকে দেখতে দে!
ওকে! ও কিছু নয়! সত্যি! এ শু-শুধুই জঞ্জাল!
গরর! আমার পাঁচ হাজার টাকার চেক ছিঁড়েছিস? এবারে তোকেও আমি ছিঁড়বো নির্ঘাত!
হাঃ হাঃ! টাকার শোকে স্যার এখন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য!
ওরে বাবা রে! ইরুক! পেটি রে!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আর পাঁচদিন বাদে আমাদের টামপেট ভেঁপু ফোঁকার প্রতিযোগিতা।
ইচ্ছে করলে তোরাও যোগ দিতে পারিস।
কাল থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে রে, ফন্টে।
যে বেশিক্ষণ একটানা ফুঁকতে পারবে সেই জিতবে। তাই আগে থাকতে প্র্যাকটিস করলে দম বাড়বে।
পরদিন-
আর তো কেউ এলো না রে, নন্টে।
কেউ আসুক বা না আসুক আমরাই করি। সকাল বেলাই প্র্যাকটিসের সেরা সময়।
এখানেই শুরু করা যাক, নন্টে।
প্র্যাপ পোঁওঁওঁ!
পোঁওওও!
প্র্যাপ-পোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ!
পোঁ-ওঁ-ওঁ প্র্যাপ-পো-ওঁ-ওঁ-ওঁ!
ফোঁররৎ ফোঁস!
ইস!
ভেঁপু ফুঁকে কাঁচা ঘুমটা বরবাদি করে দিলো কোন হতচ্ছাড়ারা?
পোঁ-ও-প্র্যাপ-পোঁ-ও-
প্র্যাপ-পোঁ-ও-ও-ও-
এতো সকালে ভেঁপু বাজাবার শখ কার এমন চাগিয়ে উঠলো দেখতে হচ্ছে!
যা আন্দাজ করেছি তাই। নন্টে আর ফন্টে দুটোতে মিলে ভেঁপু ফুঁকছে।


ভুল তাল বাজিয়ে আমার কাঁচা ঘুম বরবাদ করে দিলি তাই এটা আমি বাজেয়াপ্ত করলুম!
আঁউচ!
এটা কি ভাবে বাজাতে হবে সেটা দেখাচ্ছি। ঠিক এই ভাবে-
ফ্র্যাপ!
আরগাহ্! কান আমার কালা হয়ে গেলো!
এটা দিয়ে মার্বেলের গুলি ছোঁড়া যাবে, বাজনাও বাজবে গুলিও ছুটবে! হেঃ-হেঃ!
আফ্‌রুল!
দারুণ! এটা খুবই সহজে হয়ে গেলো!
নন্টেটাকে লাগিয়েছি এবার হতচ্ছাড়া ফন্টেচাকে লাগাতে হবে। ও পালাবে কোথায়? ওকে এখান দিয়েই ফিরতে হবে।
বুঝতে না দিয়ে স্যারের পেছনে যাই তাহলে কেলু কিছু করতে পারবেনা।
প্রাতঃভ্রমণ আজ বেশ ভালোই হয়েছে!
ভাগ্যিস পেছনে ছিলাম!
আফ্‌সোস! কোন্ বেল্লিক রে?
হতচ্ছাড়া হাড়গিলে! গুলি দিয়ে আমাকে খায়েলের চেষ্টা, দ্যাখ আমিও কি করতে পারি!
স্যার ভেঁপু থেকে ওটা শিঙে বানিয়ে নিয়েছে রে, ফাক্কে!
উরফ!

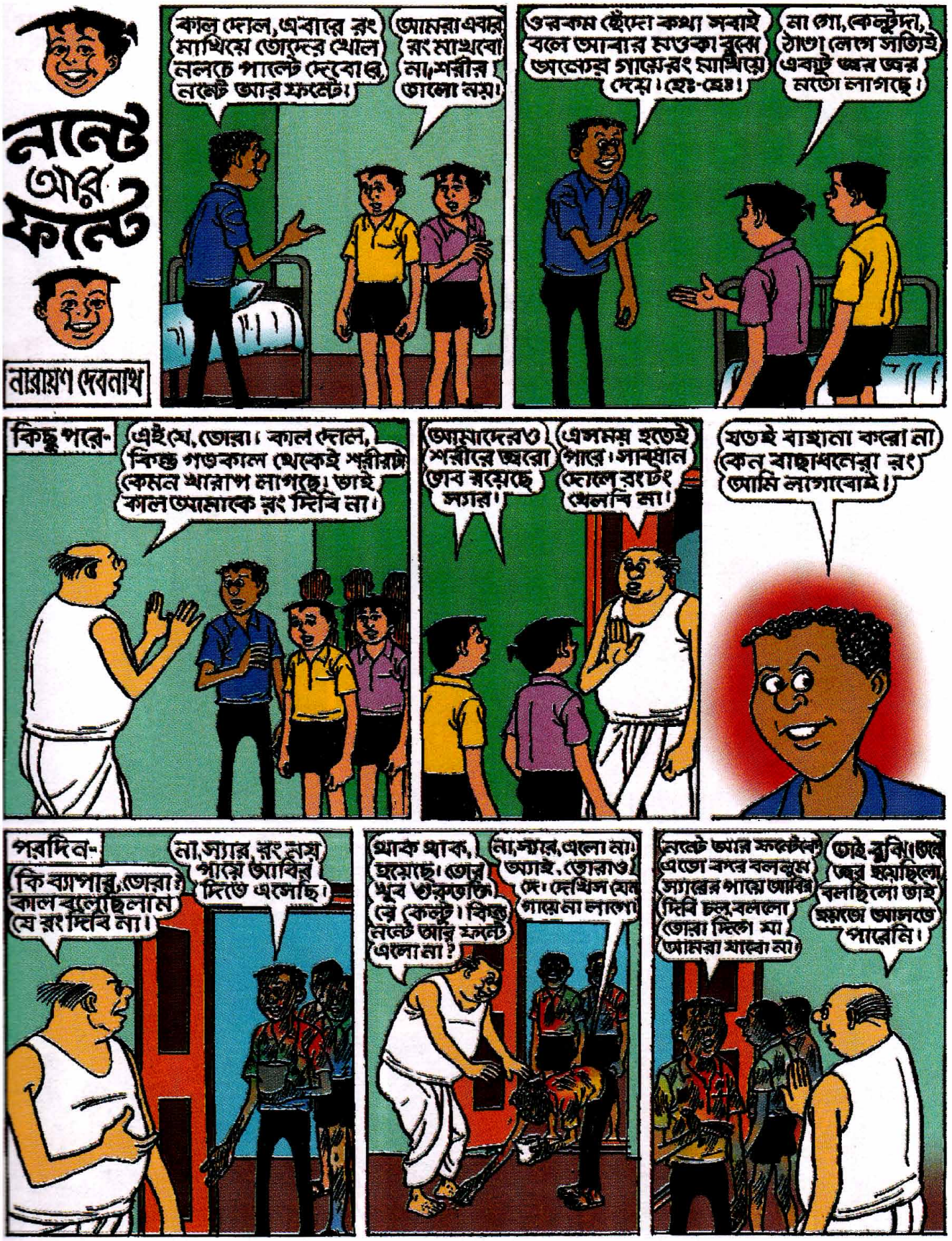
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কাল দোল, এবারে রং মাখিয়ে তোদের খোল নলচে পাল্টে দেবো রে, নন্টে আর ফন্টে।
আমরা এবার রং মাখবো না, শরীর ভালো নয়।
ওরকম ছেঁদো কথা সবাই বলে আবার মওকা বুঝে অন্যের গায়ে রং মাখিয়ে দেয়। হেঃ-হেঃ!
না গো, কেল্টুদা, ঠাণ্ডা লেগে সত্যিই একটু জ্বর জ্বর মতো লাগছে।
কিছু পরে-
এই যে, তোরা। কাল দোল, কিন্তু গতকাল থেকেই শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে। তাই কাল আমাকে রং দিবি না।
আমাদেরও শরীরে জ্বরো ভাব রয়েছে স্যার।
এসময় হতেই পারে। সাবধান দোলে রং টং খেলবি না।
যতই বাহানা করো না কেন বাছাধনেরা রং আমি লাগাবোই।
পরদিন-
কি ব্যাপার, তোরা? কাল বলেছিলাম যে রং দিবি না।
না, স্যার, রং নয় পায়ে আবির দিতে এসেছি।
থাক থাক, হয়েছে। তোর খুব গুরুভক্তি রে কেল্টু। কিন্তু নন্টে আর ফন্টে এলো না?
না, স্যার, এলো না। অ্যাই, তোরাও দে। দেখিস যেন গায়ে না লাগে।
নন্টে আর ফন্টেকে এতো করে বললুম স্যারের পায়ে আবির দিবি চল, বললো তোরা দিগে যা আমরা যাবো না।
তাই বুঝি। তবে জ্বর হয়েছিলো বলছিলো তাই হয়তো আসতে পারেনি।


কিছু পরে-
নন্টে আর ফন্টে কাল বলছিলো যে জ্বরোভাব লাগছে, কেমন আছে একবার দেখে আসতে হচ্ছে।
একি, স্যার, আপনি?
বলেছিলি জ্বর মতো হয়েছে, তাই দেখতে এলুম কেমন আছিস।
গিয়ে দিতে পারি নি, তবে আপনি এসে পরেছেন যখন, তখন পায়ে একটু আবির দিয়ে দিই স্যার।
আরে থাক হয়েছে। সাবধানে থাকিস।
ওদিকে-
এই যে ঘুটকে, তোরা কি চাস যে দোলের দিনে নন্টে আর ফন্টে কায়দা করে রং না মাখার ফায়দা লুটুক!
না, কেষ্টদা কখনই না!
তাহলে রংয়ের বালতিটা দে আর চল, আমার সঙ্গে।
এবার চলি। সাবধানে থাকিস।
ভেবেছিলি ভাঁওতা দিয়ে গায়ে রং না লাগিয়ে দিব্যি থাকবি। তাই এই রং ভর্তি বালতিটাই উপুড় করে তোর মাথায়- ইরক!
গ্লুপস্!
গরর! আমার হাত থেকে পালাবি কোথায়?
এ কি করে হলো, স্যার? কে করলো?
ছুঁচো, চর্মচটিকা! বার বার বলা সত্ত্বেও তুই আমাকে রংয়ে চোবালি? এবার এই রংয়ের বালতি তোর মাথায় ভাঙবো।
চাঁই-চাঁই!

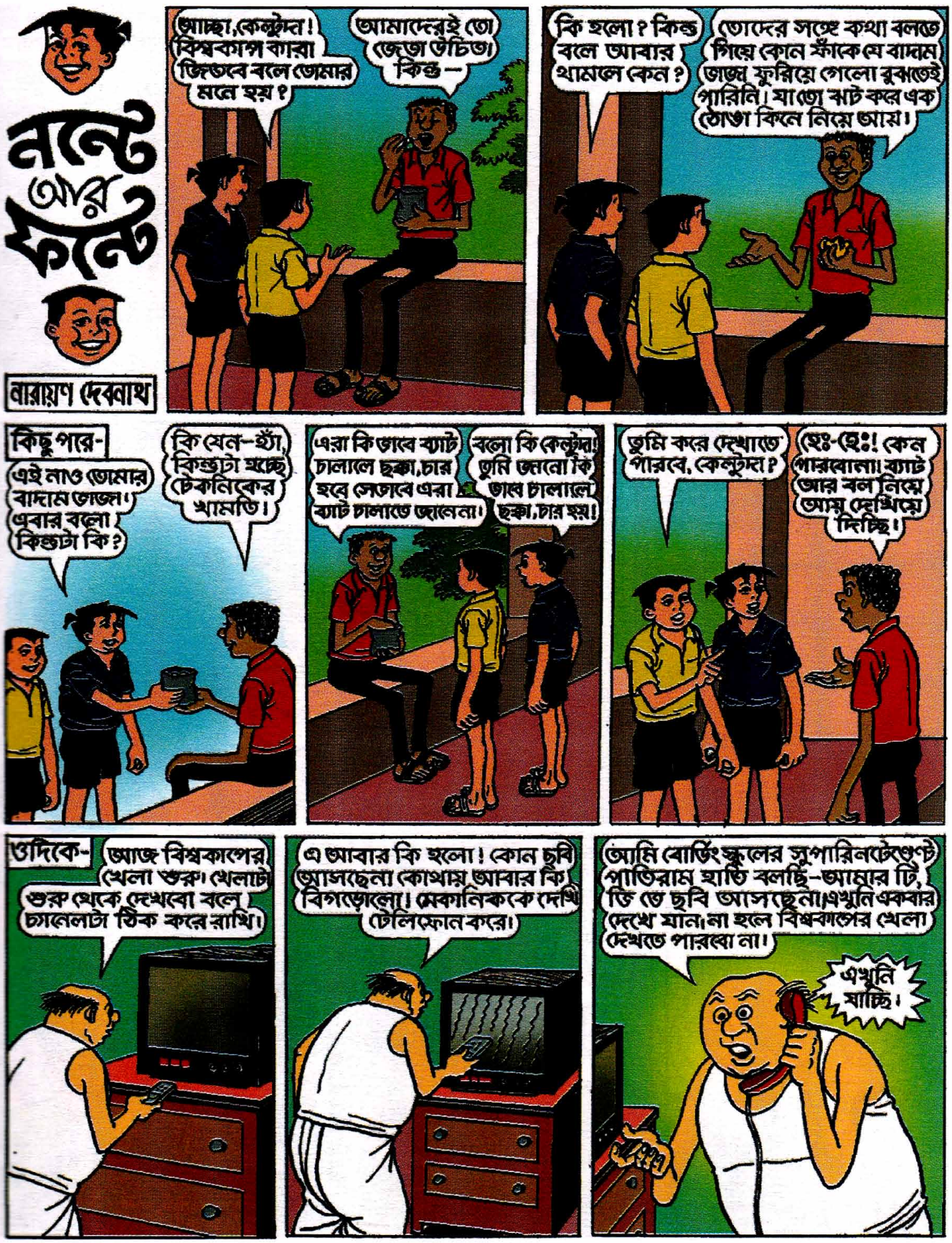
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আচ্ছা, কেলুদা! বিশ্বকাপ কারা জিতবে বলে তোমার মনে হয়?
আমাদেরই তো জেতা উচিত। কিন্তু —
কি হলো? কিন্তু বলে আবার থামলে কেন?
তোদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কোন ফাঁকে যে বাদাম ভাজা ফুরিয়ে গেলো বুঝতেই পারিনি। যাতো ঝট করে এক ঠোঙা কিনে নিয়ে আয়।
কিছু পরে-
এই নাও তোমার বাদাম ভাজা। এবার বলো কিন্তুটা কি?
কি যেন—হ্যাঁ, কিন্তুটা হচ্ছে টেকনিকের খামতি।
এরা কি ভাবে ব্যাট চালালে ছক্কা, চার হবে সেভাবে এরা ব্যাট চালাতে জানেনা।
বলো কি কেলুদা! তুমি জানো কি ভাবে চালালে ছক্কা, চার হয়!
তুমি করে দেখাতে পারবে, কেলুদা?
হুঃ-হুঃ! কেন পারবোনা। ব্যাট আর বল নিয়ে আয় দেখিয়ে দিচ্ছি।
ওদিকে-
আজ বিশ্বকাপের খেলা শুরু। খেলাটা শুরু থেকে দেখবো বলে চ্যানেলটা ঠিক করে রাখি।
এ আবার কি হলো! কোন ছবি আসছেনা কোথায় আবার কি বিগড়োলো। মেকানিককে দেখি টেলিফোন করে।
আমি বোর্ডিং স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পাতিরাম হাতি বলছি—আমার টি, ভি তে ছবি আসছেনা। এখুনি একবার দেখে যান। না হলে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পারবো না।
এখুনি যাচ্ছি।

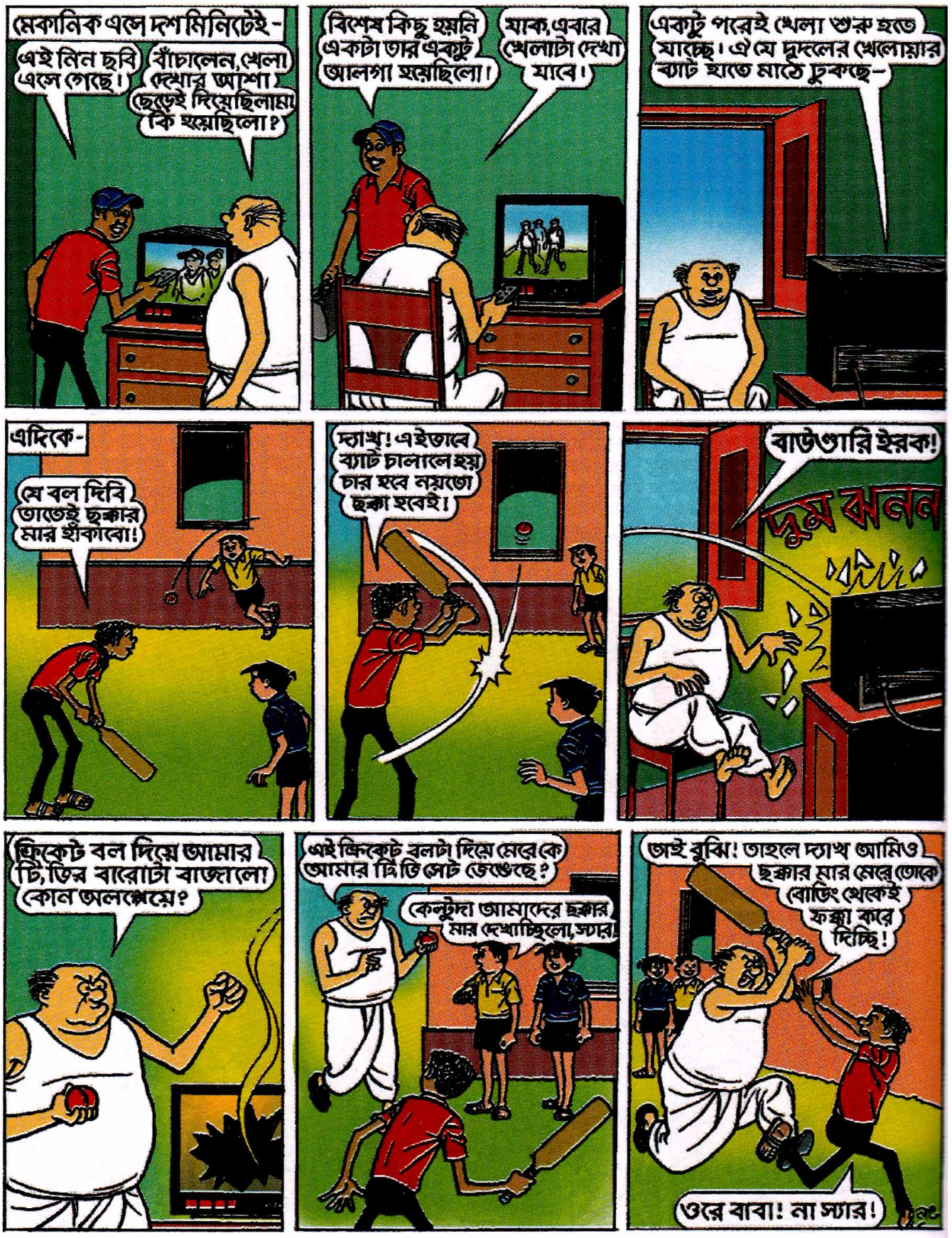
মেকানিক এসে দশ মিনিটেই -
এই নিন ছবি এসে গেছে।
বাঁচালেন, খেলা দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কি হয়েছিলো?
বিশেষ কিছু হয়নি একটা তার একটু আলগা হয়েছিলো।
যাক, এবার খেলাটা দেখা যাবে।
একটু পরেই খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। ঐ যে দুদলের খেলোয়ার ব্যাট হাতে মাঠে ঢুকছে -
এদিকে -
যে বল দিবি তাতেই ছক্কার মার হাঁকাবো!
দ্যাখ! এইভাবে ব্যাট চালালে হয় চার হবে নয়তো ছক্কা হবেই।
বাউণ্ডারি ইরক!
দুম ঝনন
ক্রিকেট বল দিয়ে আমার টি,ভির বারোটা বাজালো! কোন অলক্ষেয়ে?
এই ক্রিকেট বলটা দিয়ে মেরে কে আমার টি,ভি সেট ভেঙেছে?
কেলটুদা আমাদের ছক্কার মার দেখাচ্ছিলো, স্যার!
তাই বুঝি! তাহলে দ্যাখ আমিও ছক্কার মার মেরে তোকে বোডিং থেকেই ফক্কা করে দিচ্ছি!
ওরে বাবা! না স্যার!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ








বোর্ডিংয়ে ফিরে-
আমার একটা পুরোনো মডেলের ক্যামেরা আছে, স্যার। তাই দিয়ে ট্রফি হাতে আপনার একটা ছবি তুলবো, স্যার!
দারুণ হবে গো, কেলুদা!
এবার স্যারকে নিয়ে আসি।
ক্যামেরা পালটাবার এই মওকা। নজর রাখিস রে, নন্টে!
চলুন, স্যার, আমি ক্যামেরা রেডি করে রেখেছি। গলায় মালা, হাতে ট্রফি নিয়ে আপনার ছবি বোর্ডিংয়ে বাঁধানো থাকবে।
আমার কাজ শেষ, এবার কেলোটার ক্যামেরাটা সরিয়ে ফ্যাল, নন্টে।
ঠিক আছে স্যার, নড়বেন না। এবার একটু হাসি হাসি মুখ করুন, হ্যাঁ এবার রেডি
ওয়ান-টু-
থ্রী-
আগলস!
ফ্ল্যাচাৎ!
গ্রাউছ!
আমার ছবি তোলার নাম করে আমাকে কালিমালিপ্ত করা? এটা দিয়েই তোর ঘুণ্ডুপাত করবো হতচ্ছাড়া গিরগিটি!
কিরকম লাগছে বলতো, নন্টে?
দারুণ-দারুণ রে, ফন্টে!

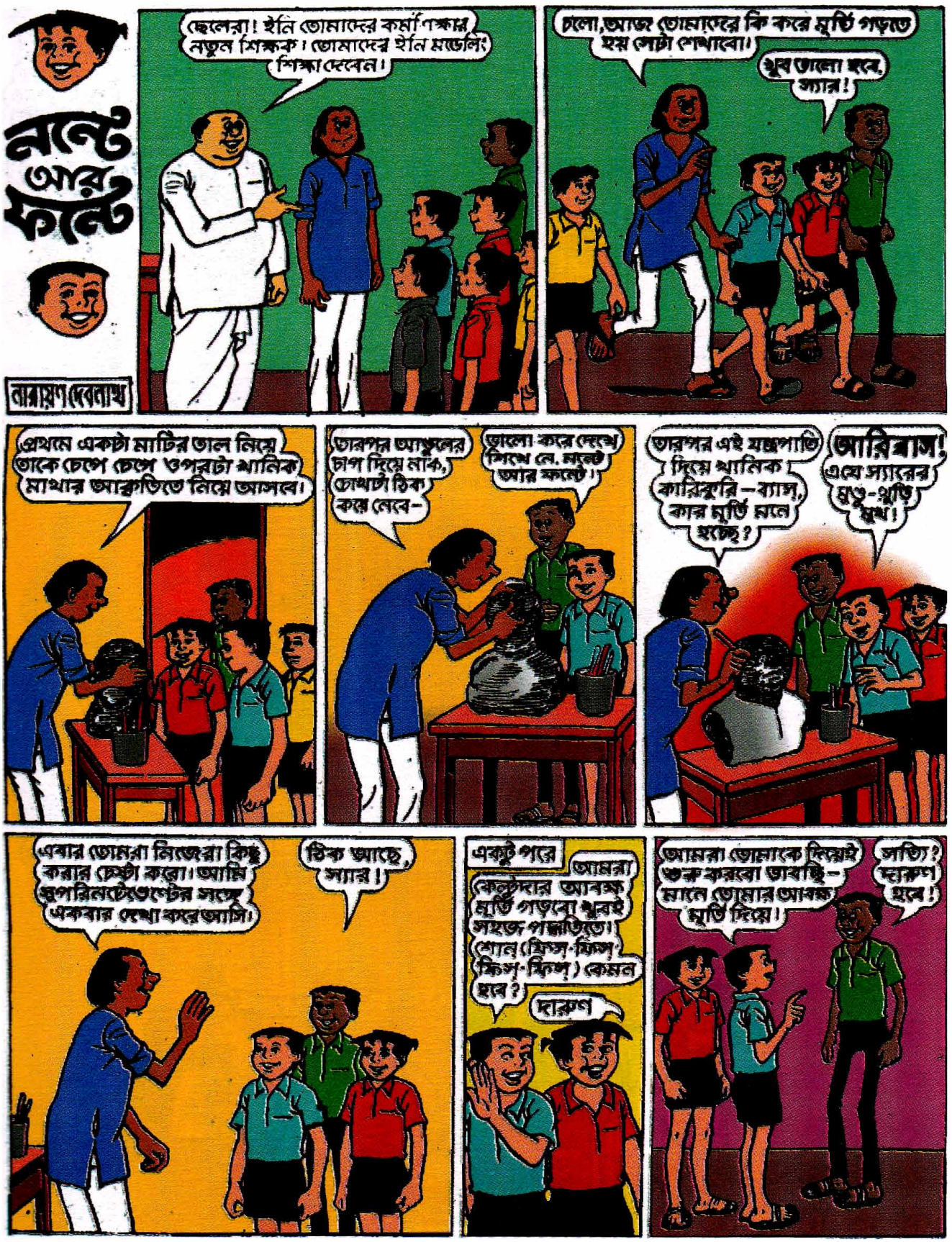
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ছেলেরা! ইনি তোমাদের কর্মশিক্ষার নতুন শিক্ষক। তোমাদের ইনি মাটির মডেলিং শিক্ষা দেবেন।
চলো, আজ তোমাদের কি করে মূর্তি গড়তে হয় সেটা শেখাবো।
খুব ভালো হবে, স্যার!
প্রথমে একটা মাটির তাল নিয়ে তাকে চেপে চেপে ওপরটা খানিক মাথার আকৃতিতে নিয়ে আসবে।
তারপর আঙুলের চাপ দিয়ে নাক, চোখটা ঠিক করে নেবে-
ভালো করে দেখে শিখে নে, নন্টে আর ফন্টে!
তারপর এই যন্ত্রপাতি দিয়ে খানিক কারিকুরি — ব্যাস, কার মূর্তি মনে হচ্ছে?
আরিব্বাস! এযে স্যারের মুণ্ডু-থুড়ি মুখ!
এবার তোমরা নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করো। আমি সুপরিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।
ঠিক আছে, স্যার!
একটু পরে
আমরা ফেলুদার আবক্ষ মূর্তি গড়বো খুবই সহজে পদ্ধতিতে। (শোন ফিস-ফিস ফিস-ফিস) কেমন হবে?
দারুণ
আমরা তোমাকে দিয়েই শুরু করবো ভাবছি — মানে তোমার আবক্ষ মূর্তি দিয়ে।
সত্যি? দারুণ হবে!


চোখ বুঁজে বোলো, কেল্টুদা! বিবেকানন্দের ধ্যানস্থ মূর্তির অঙ্গিতে তোমার মূর্তি গড়বো, আমরা।
শুধু তোমার মুখের ছাঁচটা তুলে নেবো, কেল্টুদা। তারপর তোমার নিখুঁত আবক্ষ মূর্তি গড়বো। হিঃ হিঃ
থ্যাপাত!
গুলপ!
গরর! হতচ্ছাড়ারা! আমার সঙ্গে মামদোবাজী?
সরে পড়, ফল্টা ও আমাদের থিওরী বুঝতে চাইছে না।
তোদের হাতে পেলে আমার থিওরীটাও বুঝিয়ে দেবো।
চলুন, আপনার ছাত্ররা কি রকম কাজ করছে দেখে আসি।
অবশ্যই! খুব ভালো, ওদের কাজ নিজেই চাক্ষুস করুন।
বেল্লিকদুটো এদিকেই আসছে। এবার আমার থিওরীটাও ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবো।
যাবি কোথায়? এবার আমি তোদের আমার থিওরীটাও ভালো করে বুঝিয়ে-
ইরক্! স্যার!
গরর! আমার মুখে মাটি লেপটে আমাকে থিওরী বোঝাবি-
-হতচ্ছাড়া ছুঁচো, মর্কট! এবারে আমি তোকে ভালো করে থিওরীটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।
আমার কোন দোষ নেই, স্যার! ভুলক্রমে ওটা রংনাম্বারে চলে গেছে।
মনে হচ্ছে থিওরীটা স্যার কেল্টকে বুঝিয়ে তবে ছাড়বে, হিঃ হিঃ!

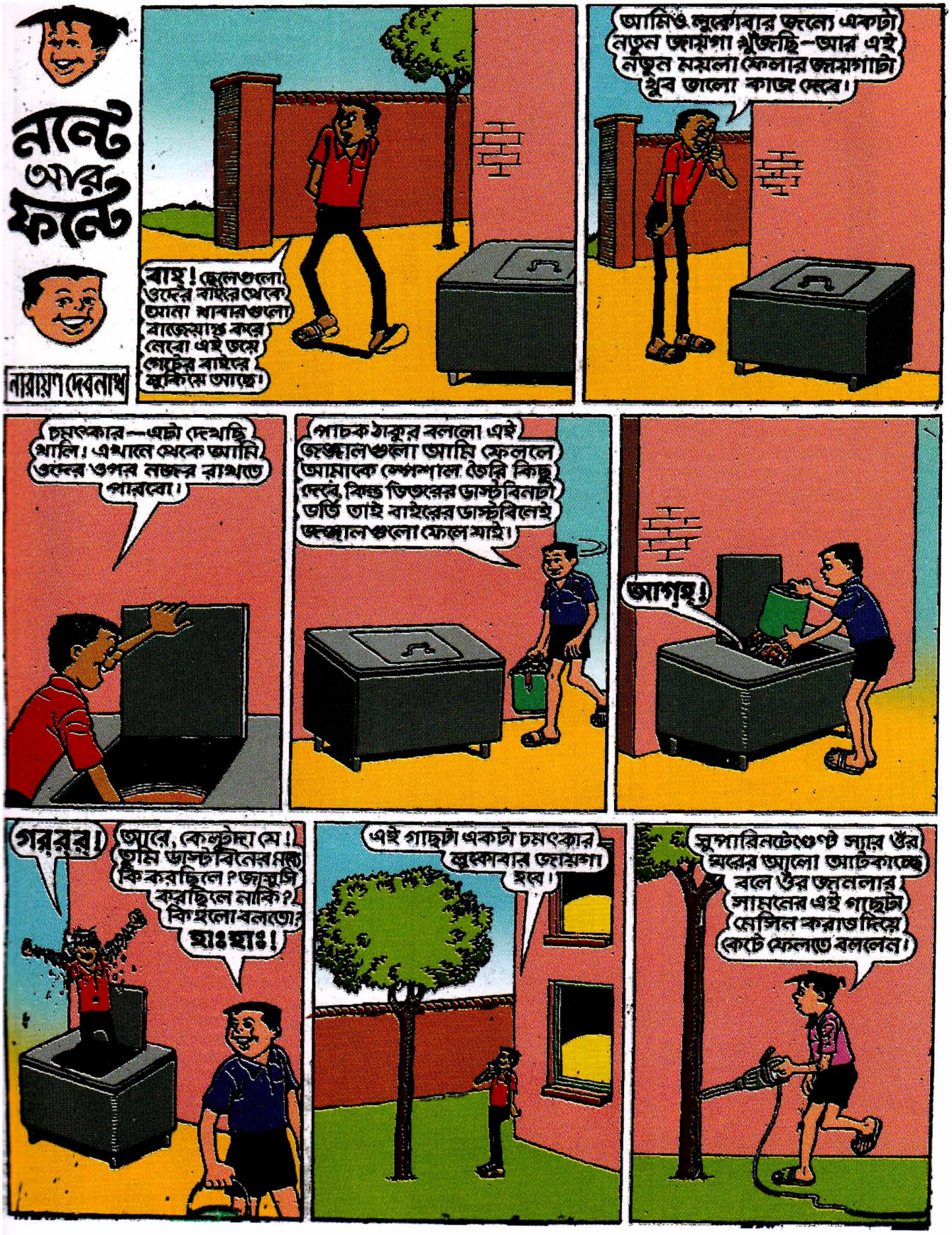
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ! ছেলেগুলো ওদের বাইরে থেকে আনা খাবারগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেবো এই ভয়ে গেটের বাইরে লুকিয়ে আছে।
আমিও লুকোবার জন্যে একটা নতুন জায়গা খুঁজছি—আর এই নতুন ময়লা ফেলার জায়গাটা খুব ভালো কাজ দেবে।
চমৎকার—এটা দেখছি খালি! এখানে থেকে আমি ওদের ওপর নজর রাখতে পারবো।
পাচক ঠাকুর বললো এই জঞ্জালগুলো আমি ফেললে আমাকে স্পেশাল তৈরি কিছু দেবে, কিন্তু ভিতরের ডাস্টবিনটা ভর্তি তাই বাইরের ডাস্টবিনেই জঞ্জালগুলো ফেলে যাই।
আগহ!
গররর!
আরে, কেলুটাদা যে! তুমি ডাস্টবিনের পাশে কি করছিলে? জানুজি করছিলে নাকি? কি হলো বলতো? হাঃ হাঃ!
এই গাছটা একটা চমৎকার লুকোবার জায়গা হবে।
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার ওঁর ঘরের আলো আটকাচ্ছে বলে ওঁর জানলার সামনের এই গাছটা মেসিন করাত দিয়ে কেটে ফেলতে বললেন।


এটা দিয়ে অনায়াসে তাড়াতাড়ি কাচা হয়ে যাবে।
ঘরর!
বাপ রে! গেছি রে!
!
হিঃহিঃ!! একি কেলেঙ্কারি! তুমি গাছে উঠে কি করছিলে? পাখির ডিম খাচ্ছিলে নাকি?
লুকোবার দারুণ জায়গা পেয়েছি— বোর্ডিংয়ের বাইরে এই পুরোনো কাঁপা গাছটার ভেতরে বসে খুব চমৎকার নজর রাখতে পারবো।
এখান থেকে আমি সব জায়গা দেখতে পাবো। সুতরাং আমি যে কোন ছেলেকে কিছু নিয়ে বোর্ডিংয়ে ঢুকলে দেখতে পাবো!
বাপ রে! কি উঁচু নীচু রাস্তা!
সাবধান ভারী লরির রাস্তা
ওহ না!
ঢপাক!
হেল্প! বাঁচাও! আমাকে বের করো!
মনে হচ্ছে কেলেঙ্কারি সাহায্য চাইছে!
আর লুকোতে হবেনা। মাল নিয়ে চলে আয় সব। দুবার বেঁচে গিয়ে তিনবারে আটকেছে। মালগুলো দেখভাল করে ওকে সাহায্য করবো। হিঃ হিঃ!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঐসব সরেস চকোলেট কেকগুলি ব্যাগে নন্টে আর ফন্টে কিনলে আমি খেতাম আর ভোম্বলকেও দিতে পারতাম, তাই না?
লোভ বটেই। আর ওগুলি দেখতেও খাসা।
ধ্যাৎ! এই পয়সায় একটা ময়দার লেচির ভালও হবেনা।
কি দারুণ সুগন্ধ রে, মাইরি! তোরা দাঁড়া। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি কিছু বাগানো যায় কিনা।
এখানেই তাহলে ঐ কেক তৈরি হয়। আহা!
এগুলো পরে আমি ভান করবো যেন আমি এখানে কাজ করি!
দুর্দান্ত! চকোলেট কেকের একটা পুরো ট্রে বাগিয়েছি। ধরে ফেলার আগেই আমাকে কেটে পড়তে হবে। নাহলে নন্টে আর ফন্টের কাছে আমার প্রেস্টিজ একেবারে ফুস হয়ে যাবে!
অ্যাই! এক মিনিট দাঁড়াও!
ইরক!

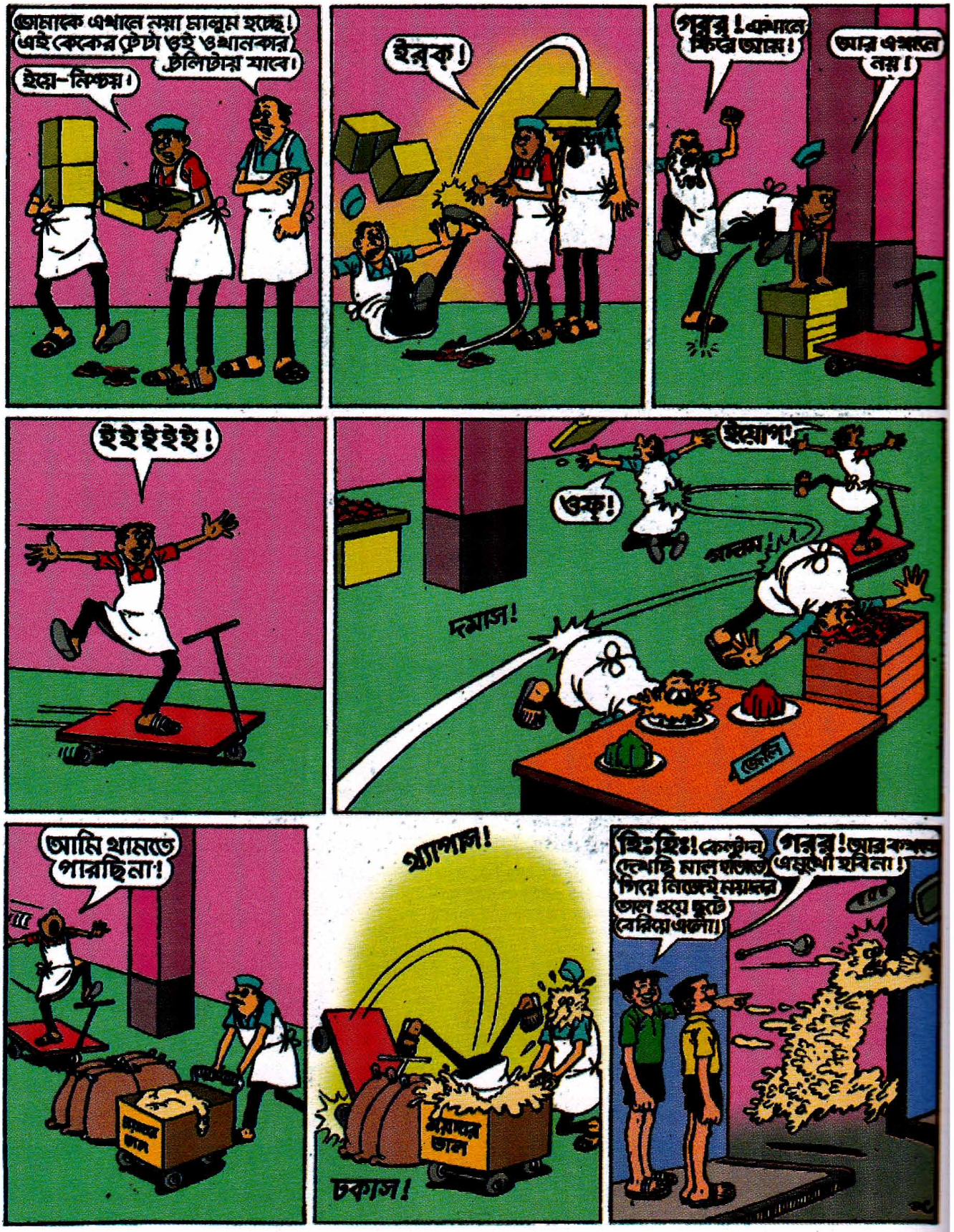

আমাকে এখানে নয়া মালুম হচ্ছে! এই কেকের ট্রেটা ওই ওখানকার ট্রলিটায় যাবে।
ইয়ে-নিশ্চয়!
ইর্‌ক্!
গরর্! এখানে ফিরে আয়!
আর এখানে নয়!
ইইইইই!
ইয়োপ!
ওফ্!
দমাস!
আমি থামতে পারছি না!
থ্যাপাস!
ময়দার ভাল
ঢকাস!
হিঃ হিঃ! কেল্টুদা দেখছি মাল হাতাতে গিয়ে নিজেই ময়দার ভাল হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো!
গরর্! আর কখনো এমুখো হবি না!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
মরেচে! এই বস্তিতে এতো ওজন হলোকি করে!
হিঃহিঃ!
এবার আমাকে জয়েন্ট মেলে চলতে হবে আর যথেষ্ট ব্যায়াম করতে হবে!
ওজনের মেশিনটায় আমি বেশী ওজনের জায়গায় কাঁচা হিট করে রেখেছিলাম!
কেল্লা ফতে! জয়েন্টের ওপর বলেছে ও এবার খাবার নিয়ে আর বিরক্ত করবে না! আমরা নিরাপদে দারুণ পিকনিক করতে পারবো!
এক জায়গায় বিড়ির দৌড়ানো খুব ভালো ব্যায়াম!
এই বইগুলি আর কালির বোতলটা আমি আমার ঘরে রেখে আসি!
ওপস্!
গরর! হতভাগা বিটলে! এই নে—আরো এই নে!
ওদিকে
এ পুরোনো কেল্লাটার কাছে আমাদের পিকনিক করবো! জায়গাটা বেশ নিরিবিলি!
অনেকে বলে জায়গাটা ভূতুড়ে!
হিঃহিঃ! আমি বিশ্বাস করিনা ভূতেরা একা একা ঘাই-ঘাই করছে। আমি মনে করি আমাদের খাবার নিরাপদেই থাকবে!


মুক্তাফেল দিয়ে দৌড় আমার বেশ কিছু ওয়েট কমাবে।
এই খালি মাঠ দিয়ে আমি সোজা বেরিয়ে যাবো।
মরেচে! একটা বড়ো জল কাদার ডোবা!
এটা বেশ গভীর। এটার মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাওয়া যাবে না। এটা ঘুরে যেতে হবে আমাকে।
গদাম!
আগহ্!
বাবারে! একটা বীভৎস কাদা ভুত!
ইরক্!
এই উপাদেয় খাদ্যগুলি যতক্ষণ আমি পেটে চালান করবো ততক্ষণ ডায়েট মুলতুবি থাকবে।
ওরে বাবা! এটা একটা ক্ষুধার্ত ভুত, নল্টে আর ফল্টে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

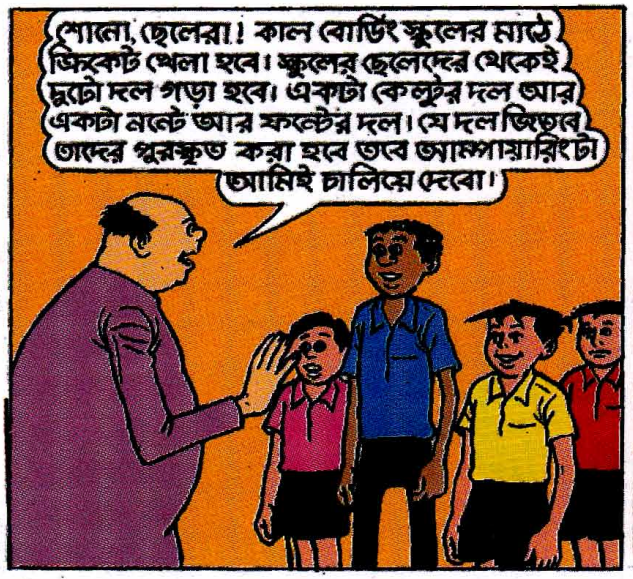



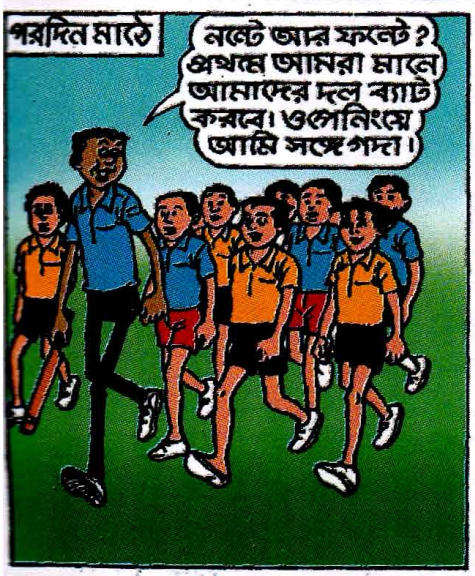










কিছুক্ষণ পরে নন্টে আর ফন্টের দল যখন ব্যাট করতে নামলো।
আমার ব্যাটিং দেখেছিস,এবার বোলিং দেখবি। বুলেটের গতিতে বল যাবে সামাল দিতে পারবি তো?
হ্যাঃ হ্যাঃ!
কেলোটাকে কি করে আমরা মোকাবিলা করবো শোন—
(ফিস্-ফিস্-ফিস্!)
একটা বলেও ব্যাট ঠ্যাকাবো না। বুলেটের গতিতেই বল বেরিয়ে যাক।
ওরফস!
ঠপ!
ঠিক মতো বল কর,কেলু! বল ছুঁড়ে মারছিস নাকি?
বাঁবাঁরে!
বেল্লিক,ছুঁচো,হাড়গিলে! তখন থেকে ওয়ারনিং দিচ্ছি! এখন বুঝেছি খেলার ছল করে বল মেরে আমাকে হত্যার চেষ্টা।
এবার আমি কেমন বল করতে পারি দ্যাখ,হতচ্ছাড়া নর্কট!
কেলুটা এবার আমাদের হয়েরান নিচ্ছে,ফন্টে!
কিন্তু তার আগেই স্যার ওকে ক্লীন বোল্ড করে দিলো।
ঠকাস!

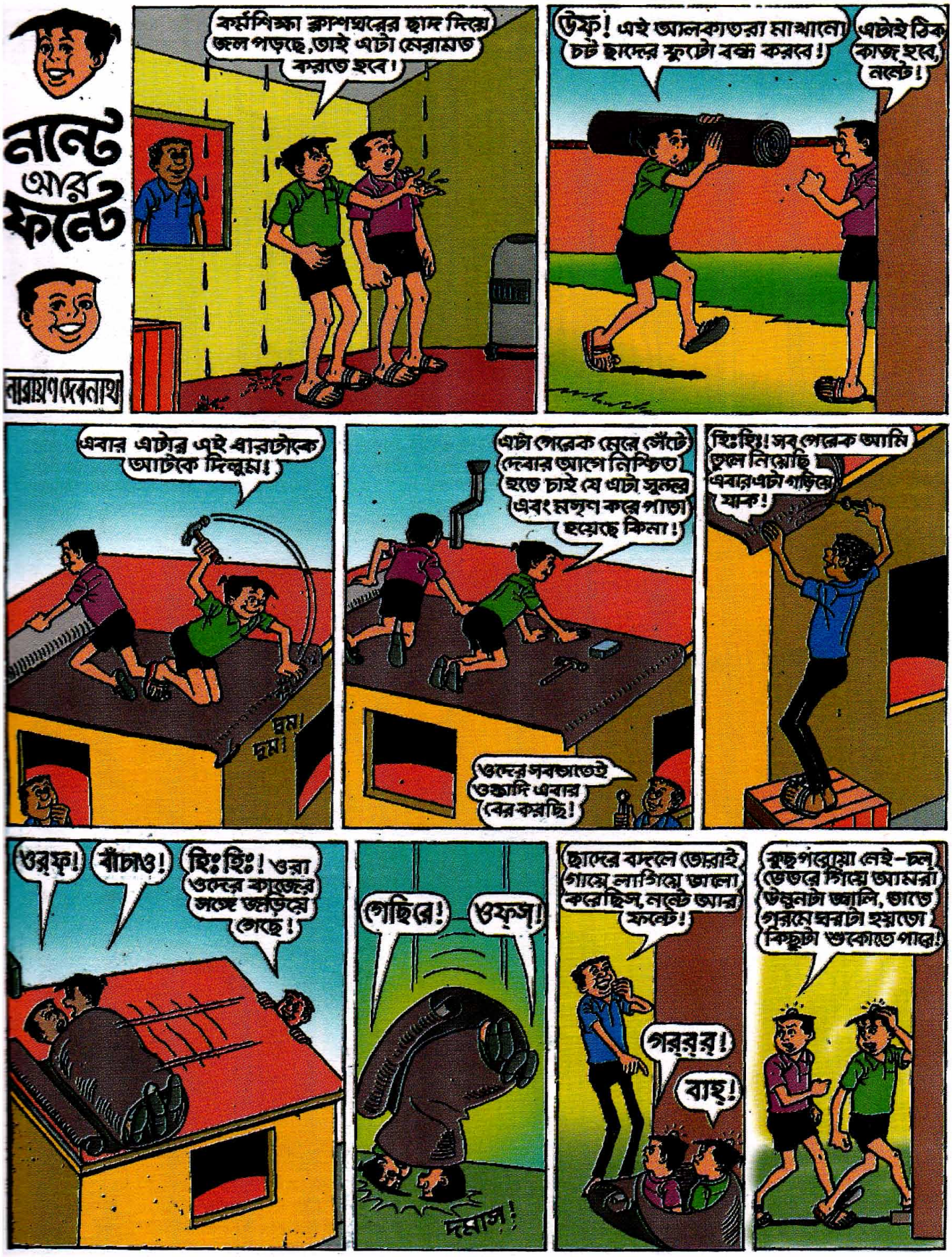
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কর্মশিক্ষা ক্লাশঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, তাই এটা মেরামত করতে হবে।
উফ্! এই আলকাতরা মাখানো চট ছাদের ফুটো বন্ধ করবে!
এটাই ঠিক কাজ হবে, নন্টে!
এবার এটার এই ধারটাকে আটকে দিলুম!
ঘম্! ঘম্!
এটা পেরেক মেরে সেঁটে দেবার আগে নিশ্চিত হতে চাই যে এটা সুন্দর এবং মসৃণ করে পাতা হয়েছে কিনা!
ওদের সবজান্তাই ওস্তাদি এবার বের করছি!
হিঃহিঃ! সব পেরেক আমি তুলে নিয়েছি এবার এটা গড়িয়ে যাক!
ওরফ্! বাঁচাও!
হিঃহিঃ! ওরা ওদের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে!
গেছিরে!
ওফ্স্!
দমাস্!
ছাদের বদলে তোরাই গায়ে লাগিয়ে ভালো করেছিস, নন্টে আর ফন্টে!
গরর্র্!
বাহ্!
কুছ পরোয়া নেই-চল ভেতরে গিয়ে আমরা উনুনটা জ্বালি, তাতে গরমে ঘরটা হয়তো কিছুটা শুকোতে পারে!


এতে কয়লা দেওয়া আছে দেখছি। এখন শুধু আগুন দিয়ে দিই!
আয়েস! ধোঁয়াগুলি ফিরে ভেতরেই আসছে।
খক্ খক্! নির্ঘাত চিমনি আটকেছে! খক্ খক্!
খক্ খক্ খক্ খক্!
হিঃহিঃ! অবশ্যই এটা আটকেছে আর আমিই এটা আটকেছি!
হাঃ হোঃ! কেউ নিশ্চিত ভেবেছে যে কর্মশিক্ষার ঘরে আগুন লেগেছে!
ধর! ধর!
গররর! আমি তোমাকে মজা দেখিয়ে দেবো!
তোর টিপ এতো বাজে সেটা তো জানা ছিলো না, ফল্টে!
এই ব্যাপার! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেবো যে মিথ্যে সংকেত দিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করবে না!
অ্যাঃ!
এই নাও, দমকলের জল তোমাকে ঠান্ডা করেই লাগালাম!
গেছির!
দড়াম!
হিহি হিঃ! এবার কেল্টো বুঝবে শীতের ঠান্ডায় গায়ে জল লাগালে কেমন লাগে। হ্যাঁহ্ ঠান্ডায় ওর কি অবস্থা!
কোন চিন্তা নেই! স্যার সব ঘটনা শুনলে পিটিয়ে ওর শরীর গরমের ব্যবস্থা করবে!

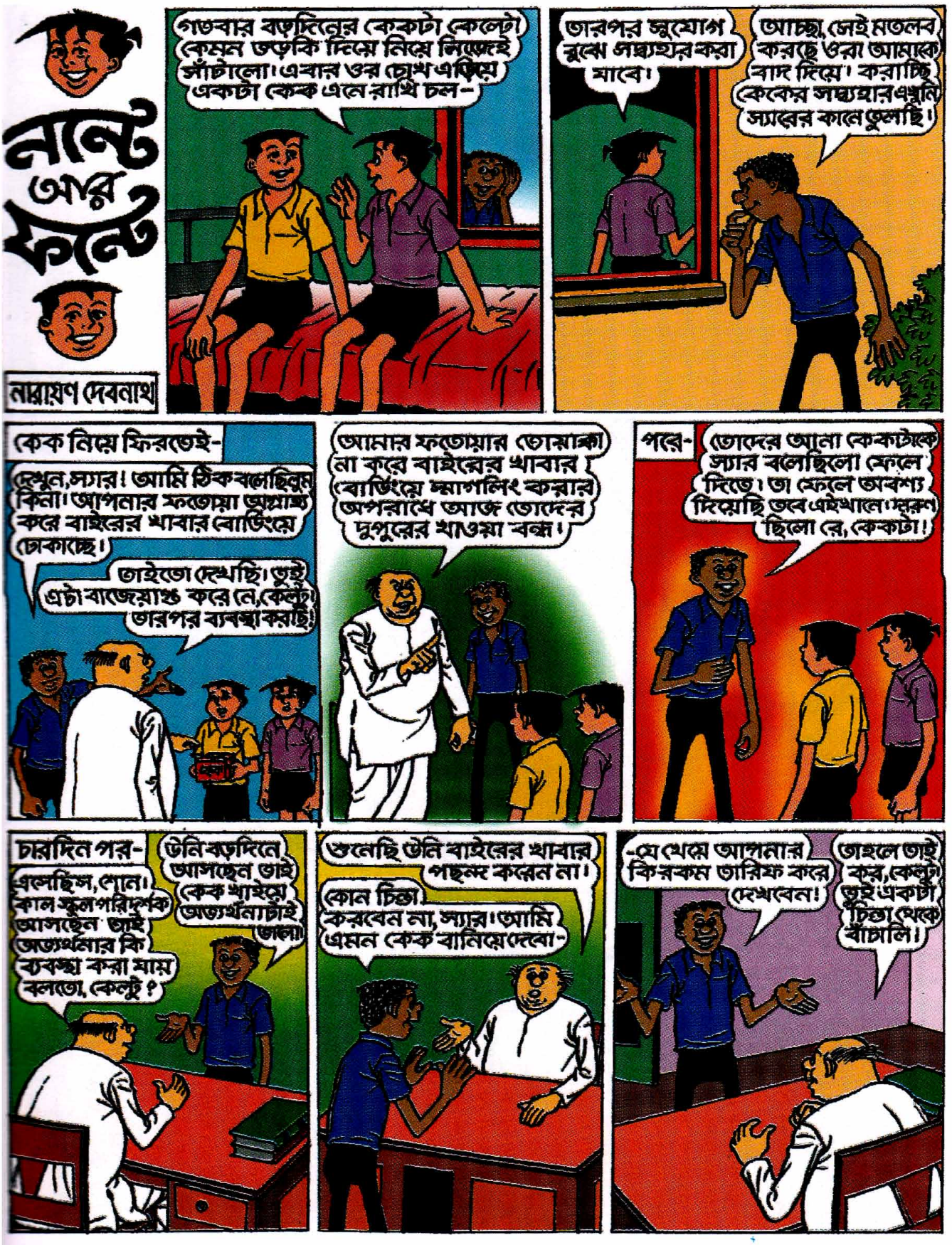
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
গতবার বড়দিনের কেকটা কেলো কেমন তড়কি দিয়ে নিয়ে নিজেই সাঁটালো। এবার ওর চোখ এড়িয়ে একটা কেক এনে রাখি চল–
তারপর সুযোগ বুঝে সদ্ব্যবহার করা যাবে।
আচ্ছা, সেই মতলব করছে ওরা আমাকে বাদ দিয়ে। করাচ্ছি কেকের সদ্ব্যবহার এখুনি স্যারের কানে তুলছি।
কেক নিয়ে ফিরতেই-
দেখুন,স্যার! আমি ঠিক বলছিলুম কিনা! আপনার ফতোয়া অগ্রাহ্য করে বাইরের খাবার বোর্ডিংয়ে ঢোকাচ্ছে।
তাইতো দেখছি। তুই এটা বাজেয়াপ্ত করে নে,কেলু। তারপর ব্যবস্থা করছি।
কেলু
আমার ফতোয়ার তোয়াক্কা না করে বাইরের খাবার বোর্ডিংয়ে স্মাগলিং করার অপরাধে আজ তোদের দুপুরের খাওয়া বন্ধ।
পরে-
তোদের আনা কেকটাকে স্যার বলেছিলো ফেলে দিতে। তা ফেলে অবশ্য দিয়েছি তবে এইখানে। স্মরণ ছিলো রে, কেকটা!
চারদিন পর-
এসেছিস,শোন। কাল স্কুল পরিদর্শক আসছেন তাই অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা করা যায় বলতো, কেলু?
উনি বড়দিনে আসছেন তাই কেক খাইয়ে অভ্যর্থনাটাই ভালো।
শুনেছি উনি বাইরের খাবার পছন্দ করেন না।
কোন চিন্তা করবেন না, স্যার। আমি এমন কেক বানিয়ে দেবো-
-যে খেয়ে আপনার কি রকম তারিফ করে দেখবেন!
তাহলে তাই কর,কেলু। তুই একটা চিন্তা থেকে বাঁচালি।


কি ব্যাপার গো, কেল্টুদা? তোমাকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে।
হবে না, কাল স্কুল পরিদর্শক আসছেন ওঁকে খুশি করতে ওঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা তো করতে হবে-
কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে উনি বাইরের কিছু খান না। বড়োদিনে আসছেন তাই ঠিক করেছি ওঁকে আমি কেক বানিয়ে খাওয়াবো। তাই তোদের যা মালকড়ি আছে মুক্তহস্তে দিয়ে দে।
এই যখন অবস্থা তখন তো দিতেই হবে।
তবে আমাদের তোমার সহকারী হিসেবে রাখো যাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারি আর কেক তৈরিও শিখতে পারি।
নিশ্চয় থাকবি। তোদের সাহায্য আমার দরকার হবে।
আমি এদিকে সব করে নিচ্ছি তোরা ময়দাটা ঘন করে গোল।
আমি অল্প করে জল ঢালছি তুই গুলতে শুরু কর, ফল্টে।
ঘণ্টাদুই পরে-
কেমন হয়েছে রে, নল্টে আর ফল্টে?
দেখতে তো দারুণ হয়েছে। তবে যে খাবে সেই এর আস্বাদ বুঝতে পারবে।
আধঘণ্টা পর-
বাইরের নয়, এই বোর্ডিং স্কুলেরই ছাত্র কেল্টুর তৈরি কেক।
ঠিক আছে। এতো করে বলছেন যখন-
ওয়াক, অ্যারপ! কি দিয়ে কেক বানিয়েছে মশাই?
কি কি হলো, স্যার?
কি হলো? ভেজো বিষ কেক দিয়ে আমার সঙ্গে মস্করার মজাটা টের পাইয়ে দেবো!
আমার প্রেসটিজের বেলুনে আজ পিন ফুটিয়ে দিয়েছে নেংটি ইঁদুরছাড়া! ধরলে ওর তৈরি কেক ওকেই গেলাবো।
কেল্টুর সামনেই চিরতা ভেজানো জল দিয়ে ময়দা গুলে দিলুম, আর তাই দিয়ে কেক বানিয়ে নিজেকে নিজেই বধের ব্যবস্থা কোরলো।
আমাদের কেক হজমের পরিণতি! হিঃ-হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ





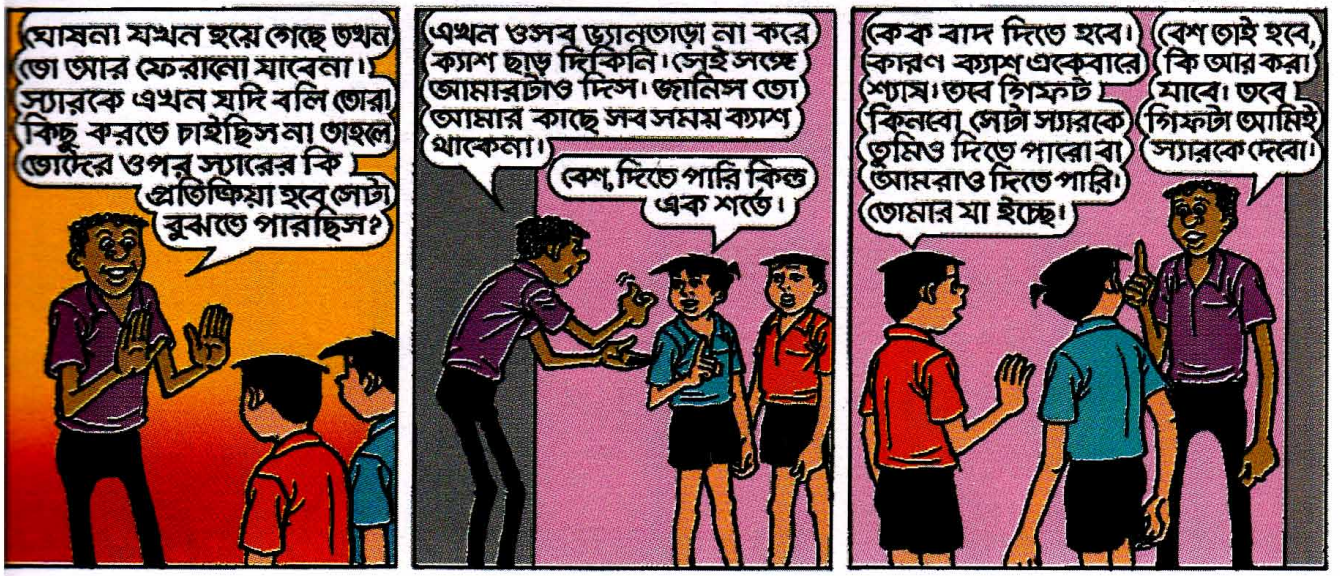


সেই মতো বিকেলে-
ডেলকি খেলনার দোকান
যা বললুম করে দিতে পারবেন?
অবশ্যই। তবে আধ-ঘণ্টা দেরি হবে।
তোমাদের গিফট তৈরি, এই নাও।
এবার একটা মালা নিতে হবে রে ফকেট!
একটা বড় দেখে মালা দিন।
এই নাও, এটা খুব ভালো মালা!
তুমি স্যারকে গিফট দিলে আমরা স্যারকে মাল্য ভূষিত করবো কেলুটুদা।
ঠিক আছে, তোরা মালা পরা গিফটটা আমিই স্যারের হাতে দেবো।
সন্ধ্যায়-
কেক কাটাতে পারলুম না বলে দুঃখিত স্যার! তবে গিফট এনেছি, স্যার এই নিন!
তাতে কি হয়েছে, তুই আমাকে যা দিবি তাই আমার কাছে ভালো!
এবার দেখি আমার জন্যে কেলুটু কি গিফট এনেছে!
ওরে বাবা রে-
-সাপে খেলো রে!
উরকস!
দড়াম!
ধাতস্থ হয়ে-
জন্মদিনের নাম করে সাপের কামড়ে আমার মৃত্যুদিন করার প্ল্যান? ও কোথায় গেলো বলতো? পেলে ওর পিণ্ডি চটকে চিবিয়ে খাবো!
ঐদিকে পালাতে দেখেছি, স্যার।
আমাদেরই ঘাড় ভেঙে স্যারের গুড বুকে থাকবে! তাই এক ঝটকায় গুড থেকে বয়ডে নামিয়ে দেওয়া হলো কি বলিস?

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















সমুদ্রের এই মিঠে জলে সব রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যাবে তো?
কমবেশি কি বলছেন? দেখেননি এক আঁজলা জল খেয়ে এক একজন অর্ধমৃত ফের চাঙ্গা হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার দাপাদাপি করছে!
তাহলে দাও একটা।
আমাকেও।
আধঘণ্টা পর-
আধঘণ্টায় সব বোতল শেষ! ভাবা যায়না, বেলুদা।
দেখলি তো? তাৎক্ষণিক ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে যে কিভাবে লোকের বিশ্বাস ভাঙিয়ে ভালোরকম টু পাইস আমদানি করা যায়! দেখলি তো। একেই বলে ব্যবসা বুদ্ধি। কাল বেশী করে মাল আনতে হবে।
পরদিন-
যা ভেবেছি। আজ অনেক খদ্দের আসছে রে! মনে হচ্ছে কালকের লোকেরাও আবার আসছে।
ঐতো, আজও নিয়ে এসেছে।
কাল যারা নিয়েছে তাদের প্রচারেই লোক আসছে বেলুদা!
বোতলের এই সমুদ্রের মিঠে জলে আমদানি কে করেছে?
আমি। আপনারা নিশ্চয় এই জল খেয়ে ব্যাধি নিরাময় হবার খবর পেয়ে আবার সংগ্রহের জন্যে এসেছেন!
না, সেজন্যে আমরা আসিনি। এসেছি লোকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তোমার চিটিংবাজি করার যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটাকে তোমারই সবগুলি বোতলের জল তোমাকে খাইয়ে নিরাময় করতে।
ওটা শেষ হলে এটা।
ওরে বাবা! আর খেতে পারবোনা!
উঁহু! আরো তিনটে আছে।
থুব, থুব! ওরে মন্টে আর ফন্টে! আমাকে ফেলে যাসনা রে!
বাকি বোতল শেষ হবার আগেই চল এ জায়গা থেকে কেটে পড়ি চল, মন্টে।


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ওঃ! ওপস! কি প্রচণ্ড গরম, রদ্দুর যেন চারদিক ঝলসে দিচ্ছে! শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মিটিং সেরে বাইরের গরমে এখন অবস্থা কাহিল। ছাতাটাও আনিনি।
মাথাটাও দেখছি প্রচণ্ড ধরেছে। ঘরে গিয়ে একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট খেতে হবে।
এক কাপ কালুয়া আর একটা আমি খাবে আরে এ কালুয়া বাবু কফি লিয়ে যান।
আরফ্‌স্‌!
উরফ্‌স্‌!
এটা কি হলো? আমার দামী জামাটার বারোটা বাজিয়ে দিলে! এই কফির দাগ কি উঠবে?
মরেচে! স্যার-স্যার আপনি এসে গেছেন
হাঁ করে দেখছিস কি? ঝট করে মাথা ধরার ট্যাবলেট নিয়ে আয়। ব্যথা কমুক তারপর জামা নন্টের ব্যবস্থা করবো।
এইযে এখুনি যাচ্ছি, স্যার।
এইযে, নন্টে আর ফন্টে। স্যারের মাথা ধরেছে তাই ট্যাবলেট কেনার জন্যে দশ দশ কুড়ি টাকা ধার দে পরে শোধ করে দেবো।
আর দিয়েছো! ঝামেলা না বাড়িয়ে দিয়ে দেফাতে
রাস্তায়-
নিয়ে যান, নিয়ে যান! আপনার জামা কাপড়ে কিছুর দাগ লেগেছে, উঠছেনা, নিয়ে যান এই অত্যাশ্চর্য গাম্বু যে কোন দাগ নিমেষে গায়েব করে দেবে!
ব্যাপারটা সত্যি কিনা দেখতে হচ্ছে তো।


আচ্ছা, আপনার লোশনটা কি সত্যি দাগ তুলতে পারে?
পারে মানে- দ্যাখো, এই তোমার জামায় কালি ছিটিয়ে দিলুম এবার দ্যাখো-
এবার তোমার জামার কালির দাগের ওপর এই গায়েব স্প্রে করে দিলুম। এবার দ্যাখো কি হয়!
তাজ্জব! দাগ একেবারে গায়েব! একটা আমাকে দিন।
সাধারন কুড়িটাকা। স্পেশাল পঁচিশ। তোমাকে কুড়ি টাকাতেই স্পেশালটা দেবো।
খুশিতে লাফাতে লাফাতে ওটা কি আনছো গো, কেলুদা?
এটা জামা কাপড়ের দাগ গায়েব করার স্পেশাল লোশন।
তোরা দাঁড়া, আমি দেখে আসি স্যার ঘুমিয়ে পড়লো কিনা।
মনে হচ্ছে স্যারের জামার কফির দাগ তোলার জন্যে আমাদের টাকা দিয়েই ওটা কিনেছে।
এবার আমি এটাকে আরো এক্সট্রা সুপার স্ট্রং করে দিলুম রে, ফন্টে। হেঃ হেঃ!
পরে-
দাগ উঠে যাবে বলছিস?
উঠবে মানে? গায়েব একেবারে সব দাগ গায়েব করে দেবে।
এ-একি! কাপড় শুদ্ধু গায়েব? কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখলুম-
নিজের চোখে আমিও তো দেখছি রে, হতচ্ছড়া উচ্চিংড়ে!
ছুঁচো! মাথা ধরার ট্যাবলেট না এনে গায়েব এনে জামাটাকেই বরবাদ করে দিলো? ওকে ধর ওকেও আমি গায়েব করে দিই।
এখন এখানে থাকা মানেই নিজের কিপ ডেকে আনা! তাই-

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ











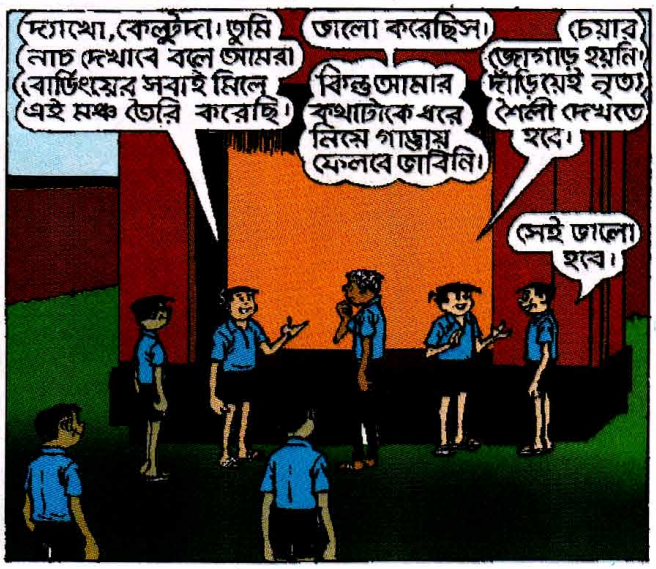

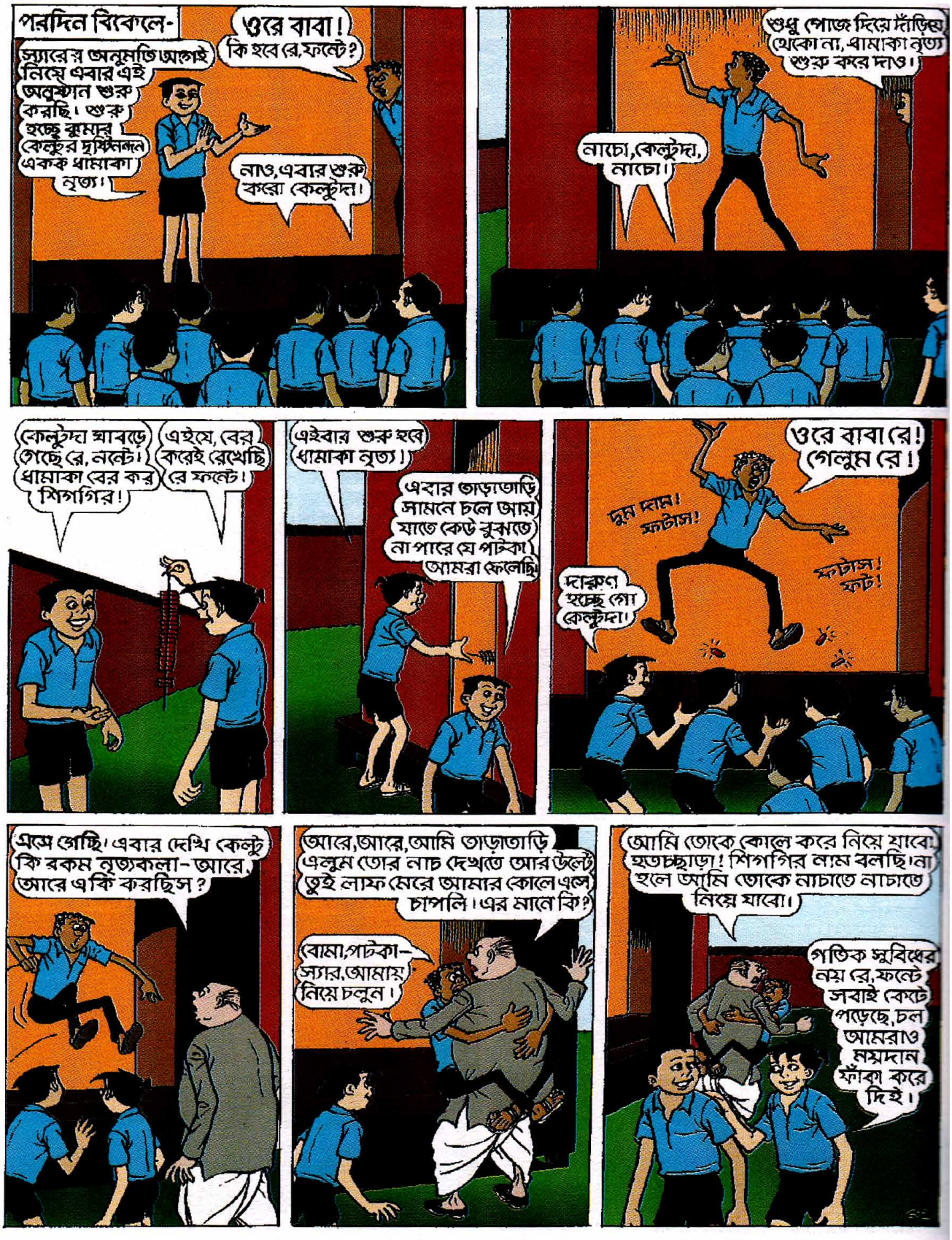
পরদিন বিকেলে-
স্যারের অনুমতি আগেই নিয়ে এবার এই অনুষ্ঠান শুরু করছি। শুরু হচ্ছে কুমার কেলুর দুর্ধর্ষনন একক ধামাকা নৃত্য।
ওরে বাবা! কি হবে রে,ফন্টে?
নাও,এবার শুরু করো কেলুদা।
শুধু পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, ধামাকা নৃত্য শুরু করে দাও।
নাচো,কেলুদা, নাচো।
কেলুদা ঘাবড়ে গেছে রে, নন্টে। ধামাকা বের কর শিগগির!
এইযে, বের করেই রেখেছি রে ফন্টে।
এইবার শুরু হবে ধামাকা নৃত্য!
এবার তাড়াতাড়ি সামনে চলে আয় যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে পটকা আমরা ফেলছি।
ওরে বাবা রে! গেলুম রে!
দুম দাম! ফটাস!
ফটাস! ফট!
দারুণ হচ্ছে গো কেলুদা।
এসে গেছি। এবার দেখি কেলু কি রকম নৃত্যকলা- আরে, আরে এ কি করছিস?
আরে,আরে,আমি তাড়াতাড়ি এলুম তোর নাচ দেখতে আর উল্টে তুই লাফ মেরে আমার কোলে এলে চাপলি। এর মানে কি?
বোমা,পটকা- স্যার,আমায় নিয়ে চলুন।
আমি তোকে কোলে করে নিয়ে যাবো! হতচ্ছাড়া! শিগগির নাম বলছি। না হলে আমি তোকে নাচাতে নাচাতে নিয়ে যাবো।
গতিক সুবিধের নয় রে,ফন্টে সবাই কেটে পড়েছে,চল আমরাও ময়দান ফাঁকা করে দিই।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















এই নাও তোমার দৈ, কেলুদা। কিন্তু এ দিয়ে কি হবে?
আর এই যে তোমার রসগোল্লা।
এ দিয়ে আমি অমৃত সরবৎ তৈরি করবো।
এবার দ্যাখ, দই দিয়ে ঘোলের স্পেশাল শরবৎ বানাচ্ছি। এবার পরিদর্শক এলে প্রথমেই এই শরবৎ দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে। দেখবি গরমে তেতে পুড়ে এসে এটা খেয়ে কিরকম আরাম পাবেন।
তোরা ঘোলটা একটু নাড়তে থাক, আমি স্যারকে আশ্বস্ত করে আসি। আর দেখি উনি এসেছেন কিনা।
তুই নাড়, নলেটে আমিও কিচেন থেকে ঘুরে আসি।
কিচেনে যা খুঁজতে গিয়েছিলাম তা পেয়েছি বলেই কেলুদার শরবতের স্বাদ আরো বাড়িয়ে দিতে পারলুম। এবার না আসা পর্যন্ত ঘুঁটতে থাক।
আসুন, আসুন, স্যার! নমস্কার! নমস্কার! আপনার আর আপনার বোর্ডিংয়ের তো খুবই সুনাম।
এই নিন স্যারেরা! আমার তৈরি এই স্পেশাল শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন!
দে, ওঁকে আগে দে। ছেলেটি খুবই কাজের। ওইতো সব কিছু করছে।
নিন, স্যার! চুমুক দিন।
হ্যাঁ, এইযে দিচ্ছি।
অ্যাঁক্স!
অ্যারফ্স!
ফুরুচ্!
মরেচে! কি হলো?
গতিক সুবিধের নয়। এখন সরে পড়াই ভালো।
আমাদের কাঁধে চেপে বাহবা নেবে? উচ্ছে রসের কি কার্যক্ষমতা দেখছিস?

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ













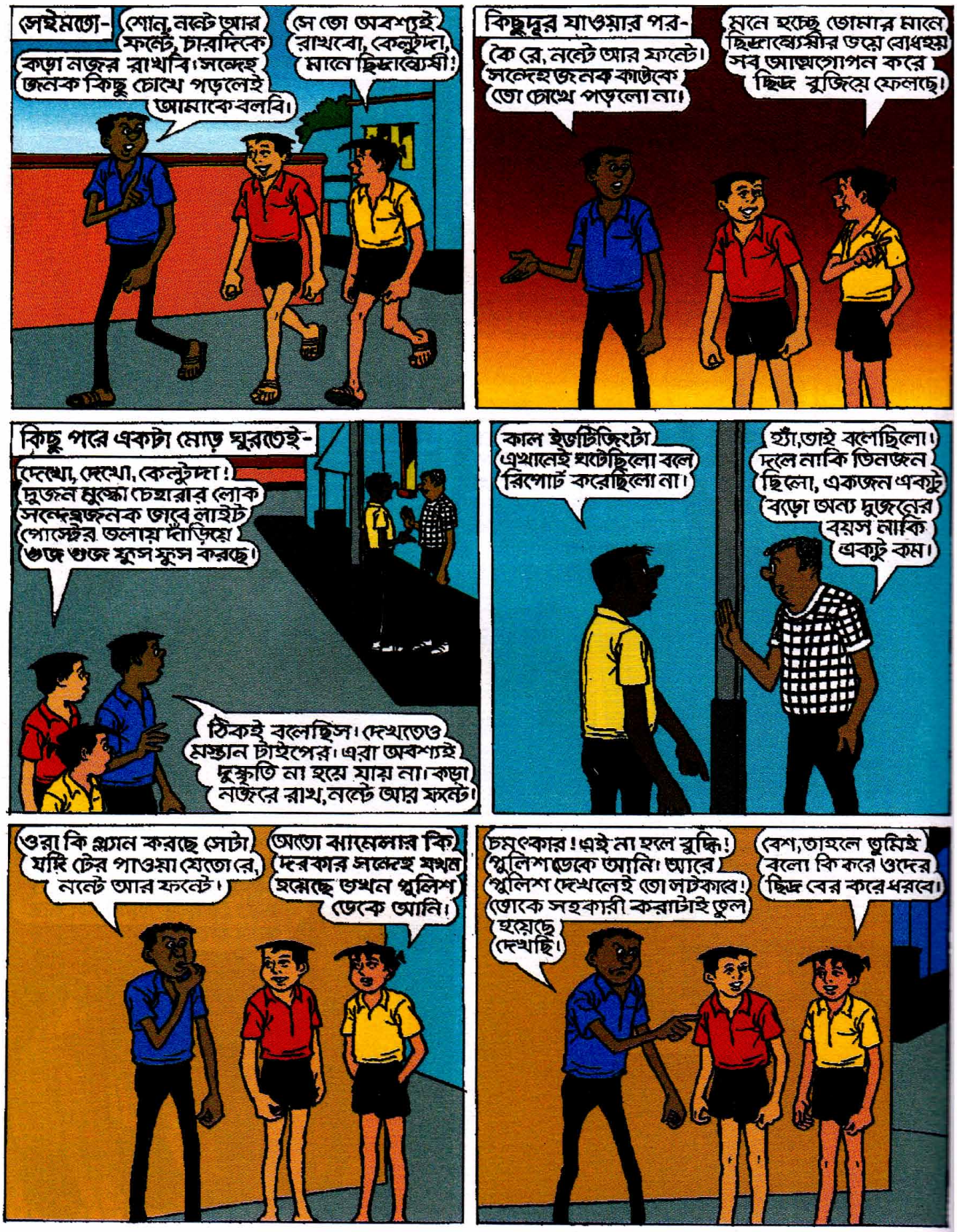
সেইমতো-
শোন, নন্টে আর ফন্টে, চারদিকে কড়া নজর রাখবি। সন্দেহ জনক কিছু চোখে পড়লেই আমাকে বলবি।
সে তো অবশ্যই রাখবো, কেলুদা, মানে ছিদ্রান্বেষী!
কিছুদূর যাওয়ার পর-
কৈ রে, নন্টে আর ফন্টে। সন্দেহ জনক কাউকে তো চোখে পড়লো না।
মনে হচ্ছে তোমার মানে ছিদ্রান্বেষীর ভয়ে বোধহয় সব আত্মগোপন করে ছিদ্র বুজিয়ে ফেলছে।
কিছু পরে একটা মোড় ঘুরতেই-
দেখো, দেখো, কেলুদা! দুজন মুস্কো চেহারার লোক সন্দেহজনক ভাবে লাইট পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে গুজ গুজ ফুস ফুস করছে।
ঠিকই বলেছিস। দেখতেও মস্তান টাইপের। এরা অবশ্যই দুস্কৃতি না হয়ে যায় না। কড়া নজরে রাখ, নন্টে আর ফন্টে।
কাল ইভটিজিংটা এখানেই ঘটেছিলো বলে রিপোর্ট করেছিলো না।
হ্যাঁ, তাই বলেছিলো। দলে নাকি তিনজন ছিলো, একজন একটু বড়ো অন্য দুজনের বয়স নাকি একটু কম।
ওরা কি প্ল্যান করছে সেটা যদি টের পাওয়া যেতো রে, নন্টে আর ফন্টে।
অতো ঝামেলার কি দরকার সন্দেহ যখন হয়েছে তখন পুলিশ ডেকে আনি।
চমৎকার! এই না হলে বুদ্ধি! পুলিশ ডেকে আনি। আরে পুলিশ দেখলেই তো লটকাবে! তোকে সহকারী করাটাই ভুল হয়েছে দেখছি।
বেশ, তাহলে তুমিই বলো কি করে ওদের ছিদ্র বের করে ধরবে।

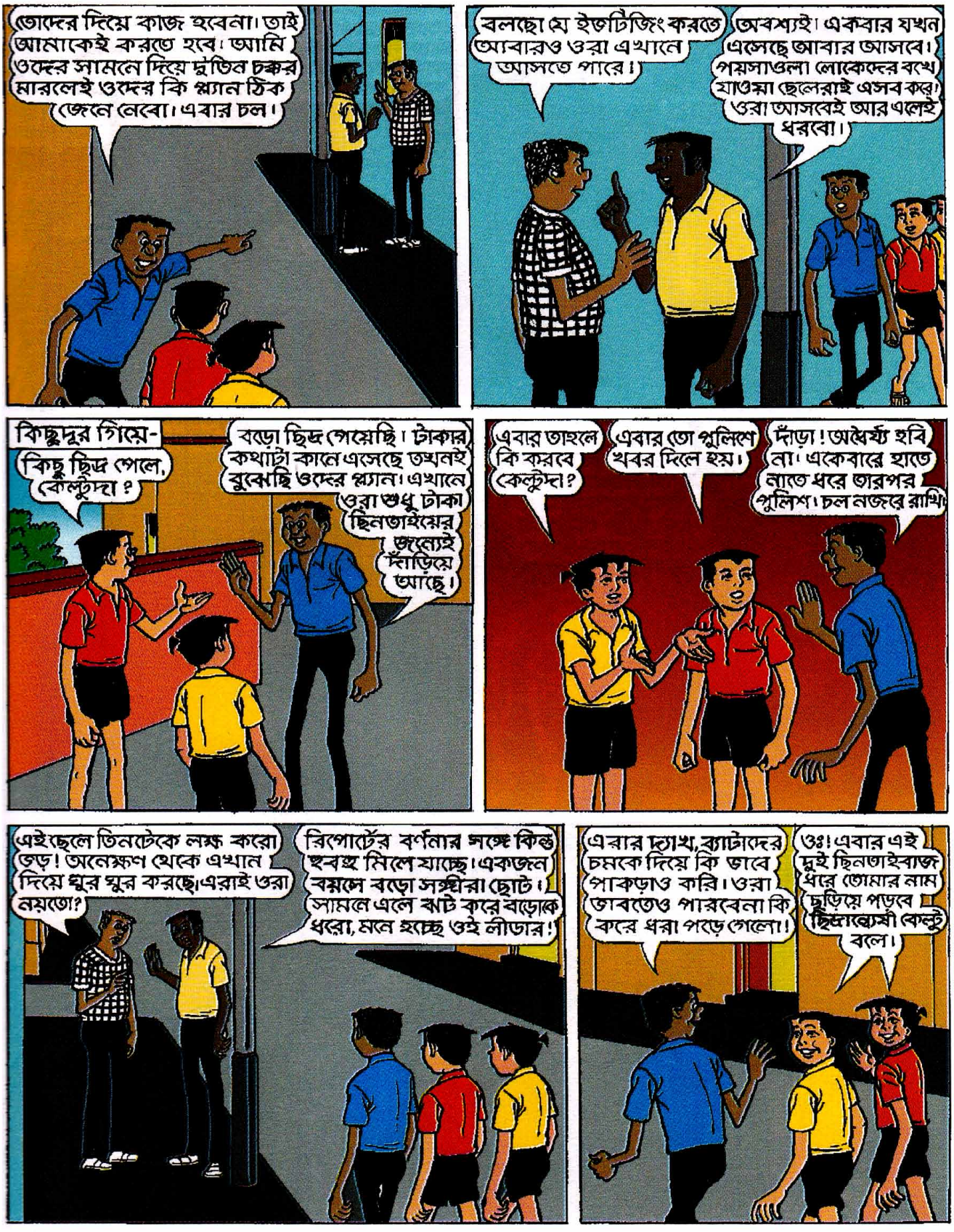
তোদের দিয়ে কাজ হবেনা। তাই আমাকেই করতে হবে। আমি ওদের সামনে দিয়ে দুতিন চক্কর মারলেই ওদের কি প্ল্যান ঠিক জেনে নেবো। এবার চল।
বলছো যে ইভটিজিং করতে আবারও ওরা এখানে আসতে পারে!
অবশ্যই। একবার যখন এসেছে আবার আসবে। পয়সাওলা লোকেদের বখে যাওয়া ছেলেরাই এসব করে। ওরা আসবেই আর এলেই ধরবো।
কিছুদূর গিয়ে-
কিছু ছিদ্র পেলে, কেল্টুদা?
বড়ো ছিদ্র পেয়েছি। টাকার কথাটা কানে এসেছে তখনই বুঝেছি ওদের প্ল্যান। এখানে ওরা শুধু টাকা ছিনতাইয়ের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে।
এবার তাহলে কি করবে কেল্টুদা?
এবার তো পুলিশে খবর দিলে হয়।
দাঁড়া! অধৈর্য্য হবি না। একেবারে হাতে নাতে ধরে তারপর পুলিশ। চল নজরে রাখি।
এইছেলে তিনটেকে লক্ষ করো তো! অনেকক্ষণ থেকে এখান দিয়ে ঘুর ঘুর করছে। এরাই ওরা নয়তো?
রিপোর্টের বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু হুবহু মিলে যাচ্ছে। একজন বয়সে বড়ো সঙ্গীরা ছোট। সামনে এলে ঝট করে বড়োকে ধরো, মনে হচ্ছে ওই লীডার!
এবার দ্যাখ, ব্যাটাদের চমকে দিয়ে কি ভাবে পাকড়াও করি। ওরা ভাবতেও পারবেনা কি করে ধরা পড়ে গেলো!
ওঃ! এবার এই দুই ছিনতাইবাজ ধরে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে ছিদ্রান্বেষী কেল্টু বলে।


কাছাকাছি আসতেই -
কাল ইভটিজিং করার দায়ে তোমাদের ধরা হলো!
কি হলো, কেলুদা, ঘাবড়ে গেলে নাকি, ওরা যে উল্টে তোমাকেই ধরলো যে গো!
অ্যাঃ!
হড়কোপুর থানা? আমি ইন্সপেকটর জানা বলছি, কাল ইভটিজিংয়ের পুরো গ্যাংটাই ধরা পড়েছে!
ইভটিজিং! থানা—
তোমার সঙ্গে দুষ্কৃতি ধরতে এসে আমরাই দুষ্কৃতি হয়ে গেলাম!
ওরে বাবারে!
নাক কান মোলার পর-
না,স্যার! সত্যি বলছি, আমরা বোর্ডিং স্কুলে পড়ি। আমাদের বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলেন,পাতিরাম হাতি। আমাদের সঙ্গে চলুন।
তাহলে বলছো তোমরা এ কাজ করোনি।
আপনারা দাঁড়ান, আমি স্যারকে ডেকে নিয়ে আসি।
তাড়াতাড়ি ডাকো।
আপনাদের তো চিনলাম না।
আমরা হড়কোপুর থানার ইন্সপেকটর। বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে আপনার এই ছাত্রটি সদ্য শুদ্ধু গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছিলো।
পরে-
আমি তোদের বলেছিলাম ঘরের দিকে নজর দিতে যাতে বোর্ডিং থেকে কোনো জিনিস চুরি না হয়।


কাছাকাছি আসতেই -
কি হলো, কেলুদা, ঘাবড়ে গেলে নাকি, ওরা যে উল্টে তোমাকেই ধরলো যে গো!
কাল ইভটিজিং করার দায়ে তোমাদের ধরা হলো!
অ্যাঃ!
হড়কোপুর থানা? আমি ইন্সপেকটর জানা বলছি, কাল ইভটিজিংয়ের পুরো গ্যাংটাই ধরা পড়েছে!
ইভটিজিং! থানা—
ওরে বাবারে!
তোমার সঙ্গে দুষ্কৃতি ধরতে এসে আমরাই দুষ্কৃতি হয়ে গেলাম!
নাক কান মোলার পর-
তাহলে বলছো তোমরা এ কাজ করোনি।
না,স্যার! সত্যি বলছি, আমরা বোর্ডিং স্কুলে পড়ি। আমাদের বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলেন,পাতিরাম হাতি। আমাদের সঙ্গে চলুন।
আপনারা দাঁড়ান, আমি স্যারকে ডেকে নিয়ে আসি।
তাড়াতাড়ি ডাকো।
আপনাদের তো চিনলাম না।
আমরা হড়কোপুর থানার ইন্সপেকটর। বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে আপনার এই ছাত্রটি সদ্য শুদ্ধ গ্রহণতে ঢুকতে যাচ্ছিলো।
পরে-
আমি তোদের বলেছিলাম ঘরের দিকে নজর দিতে যাতে বোর্ডিং থেকে কোনো জিনিস চুরি না হয়।


পরদিন বিকেলে-
ডেকেছিলেন,স্যার?
সব বোর্ডিংস্কুল সুপারদের একটা মিটিংয়ে হাজির থাকতে হবে। ফিরতে হয়তো একটু রাত হতে পারে।
সাবধানে থাকবি। আমি না ফেরা পর্যন্ত সজাগ থাকবি। চোর ছ্যাচোর না ঢোকে নজর রাখবি।
কোন চিন্তা করবেন না স্যার! আমি আছি না। আপনি নিশ্চিন্তে গিয়ে মিটিং সেরে আসুন।
ঘর থেকে বেরিয়েই বিপত্তি-
একি! আমার জুতো গেলো কোথায়? এখানেই তো ছিলো এখনো তো সন্ধ্যে হয়নি,এর মধ্যেই জুতো চুরি!
সেকি! আপনার জুতো চুরি গেছে? কোথায় রেখেছিলেন,স্যার!
আরে এখানেই তো রেখেছিলুম। নতুন জুতো,এবারে পুরোনো জুতো পরেই বেরোতে হবে।
চোরের কি সাহস দেখেছেন স্যার, ঘর থেকেই প্রায় দিন দুপুরে চুরি!এর ব্যবস্থা করতেই হবে,স্যার।
বেরোচ্ছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত জেগে চারদিকে নজর রাখবি। আমি নেই জেনে ঘর থেকে আবার কিছু না হাতিয়ে নেয়!
সে আর বলতে হবেনা, স্যার! ফিরে দেখবেন হয়তো চোরকে ধরে ফেলেছি!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যাবার বেশ কিছু পরে-
কিচেন থেকে চাট্টি ময়দা নিয়ে আয়তো নন্টে।
এখুনি আনছি।
এইনে,ফন্টে ময়দা। কিন্তু কি করবি?
দ্যাখনা কি করি।

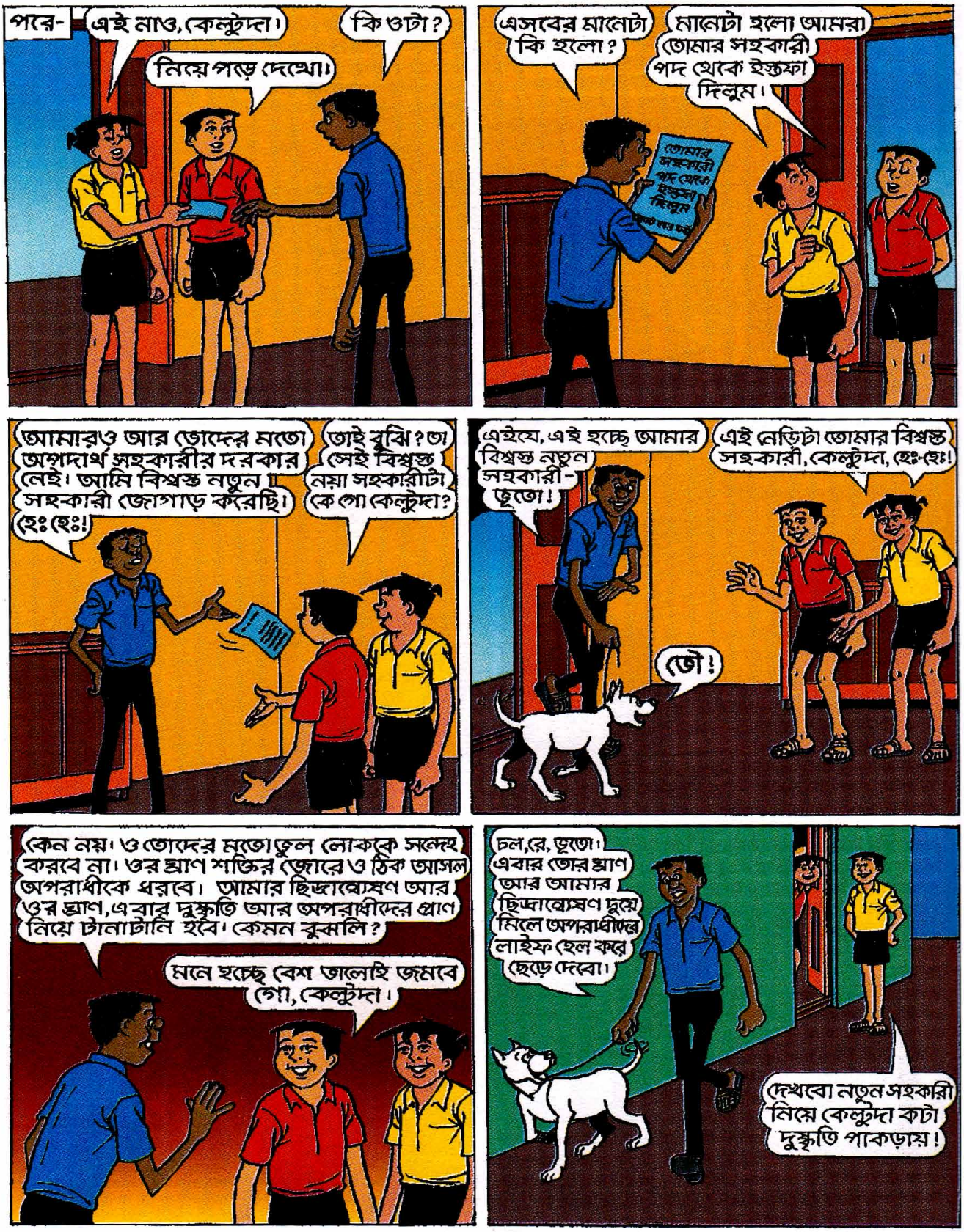
পরে-
এই নাও, কেলুদা।
কি ওটা?
নিয়ে পড়ে দেখো।
এসবের মানেটা কি হলো?
মানেটা হলো আমরা তোমার সহকারী পদ থেকে ইস্তফা দিলুম।
তোমার সহকারী পদ থেকে ইস্তফা দিলুম
আমারও আর তোদের মতো অপদার্থ সহকারীর দরকার নেই। আমি বিশ্বস্ত নতুন সহকারী জোগাড় করেছি। হেঃ হেঃ!
তাই বুঝি? তা সেই বিশ্বস্ত নয়া সহকারীটা কে গো কেলুদা?
এইযে, এই হচ্ছে আমার বিশ্বস্ত নতুন সহকারী - ভূতো!
এই নেড়িটা তোমার বিশ্বস্ত সহকারী, কেলুদা, হেঃ-হেঃ!
ভৌ!
কেন নয়। ও তোদের মতো ভুল লোককে সন্দেহ করবে না। ওর ঘ্রাণ শক্তির জোরে ও ঠিক আসল অপরাধীকে ধরবে। আমার ছিদ্রান্বেষণ আর ওর ঘ্রাণ, এবার দুষ্কৃতি আর অপরাধীদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। কেমন বুঝলি?
মনে হচ্ছে বেশ ভালোই জমবে গো, কেলুদা।
চল, রে, ভূতো। এবার তোর ঘ্রাণ আর আমার ছিদ্রান্বেষণ দুয়ে মিলে অপরাধীদের লাইফ হেল করে ছেড়ে দেবো।
দেখবো নতুন সহকারী নিয়ে কেলুদা কটা দুষ্কৃতি পাকড়ায়!


ময়দা ছড়িয়ে দিলুম। স্যারের ঘরে কেউ ঢুকলে পায়ের ছাপ পড়বে। তাহলেই বোঝা যাবে ঘরে কেউ ঢুকেছে আর তারপরেই ক্যাচ!
ওদিকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-
ভাবছি ওদের ওপর আস্থা রাখা যায়না। আমি বরঞ্চ ফিরে গিয়ে ওদের অজান্তে পিছনের পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে বিছানায় ঘাপটি মেরে থাকবো। তারপর-
রাত হয়েছে, চল, বাইরেটা ঘুরে দেখি। স্যারকে যে বলেছিলো নজর রাখবে তার পাত্তা নেই।
তারা বোধহয় নাক ডাকাচ্ছে- আরে, কে যেন পাঁচিল টপকাচ্ছে মনে হচ্ছে!
তাইতো রে ফন্টে! এবার বোধহয় চুরি করতে স্যারের ঘরেই ঢুকবে।
চল, কেলুদাকে জানিয়ে ওর সাহায্য চাই।
কিরে? চারদিকে নজর রেখে সবে একটু রেস্ট নিচ্ছি, তোরা এলি ঝাপড়া দিতে। তোরা কি রে?
তুমি নজর রাখছো আর ওদিকে স্যারের ঘরে চোর ঢুকেছে!
কি বললি? স্যারের ঘরে চোর ঢুকেছে? জুতো নিয়ে লোড বেড়েছে। শিগগির চল, কুইক।
স্যারের কাছে চোর ধরার এই বাহাদুরিটা তোমাকে দেবো বলে তাই ডাকতে এলুম, কেলুদা। চলো।
দ্যাখো, কেলুদা, ময়দার ওপর চোরের পায়ের ছাপ।
শ্-শ্-শ্!
স্যারের খাটে শুয়ে আরাম করা হচ্ছে? আরাম হারাম হয়ে এবার লাটে উঠবে!
সাবধানে, কেলুদা!


কব্জা করেছি ব্যাটাকে! ব্যাটা জুতো চুরির পর আরো বড়ো কিছু হাতাবার লোভে স্যার [ঘরে নেই জেনে কোন ফাঁকে এসে ঢুকেছে- আমিও ছিদ্রান্বেষী কেলটু,-আলোটা জ্বালা ফস্টে।
জ্বলেছি,কেলুদা!
এবার ব্যাটা দেখি তোমার বদনখানা-ই-ইরক-স্যা-স্যার! আ-আপনি এখানে কোত্থেকে গজিয়ে উঠলেন?
কোত্থেকে গজিয়েছি, দেখাচ্ছি তোকে হতচ্ছাড়া।
চোর ধরতে এসে আমারই ভুঁড়িতে চেপে বসে হেনস্তা করে এখন পালাচ্ছিস কোথায়,হতচ্ছাড়া ?
আপনার জুতো চুরি যাওয়ার পর কেলুদা ছিদ্রান্বেষী গোয়েন্দা কেলটু হয়েছে,স্যার!
তাই বুঝি? তাহলে ওর মাথাতেই একটা ছিদ্র করে দেখতে হবে ভেতরে কি আছে।
স্যারের সঙ্গে এখন কেলুদার বোঝাপড়া হবে। চল এই ভালে কেটে পড়ি।
কিন্তু-
ওরে নন্টে দ্যাখ্,কেলুর নয়া সহকারী জুতোর মুখে স্যারের চিবিয়ে খাওয়া একপাটি নতুন জুতো!
তাহলে এ ব্যাটাই জুতো চোর! আসলে চামড়ার নতুন জুতোর ঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে ব্যাটা কোন ফাঁকে নিয়ে গিয়ে চিবিয়েছে।
এই দেখুন,স্যার! কেলুদার সহকারী ঘ্রেণো জুতো জুতোর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তার একটা নিয়ে এসেছে।
ওঁকৎ!
জো!
ইস! আমার জুতোর কি হাল! করেছে! কালই আমি ছ্যাঁদা কেলটু আর ঘ্রেণোসেহকারীর ছাল তুলবো।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

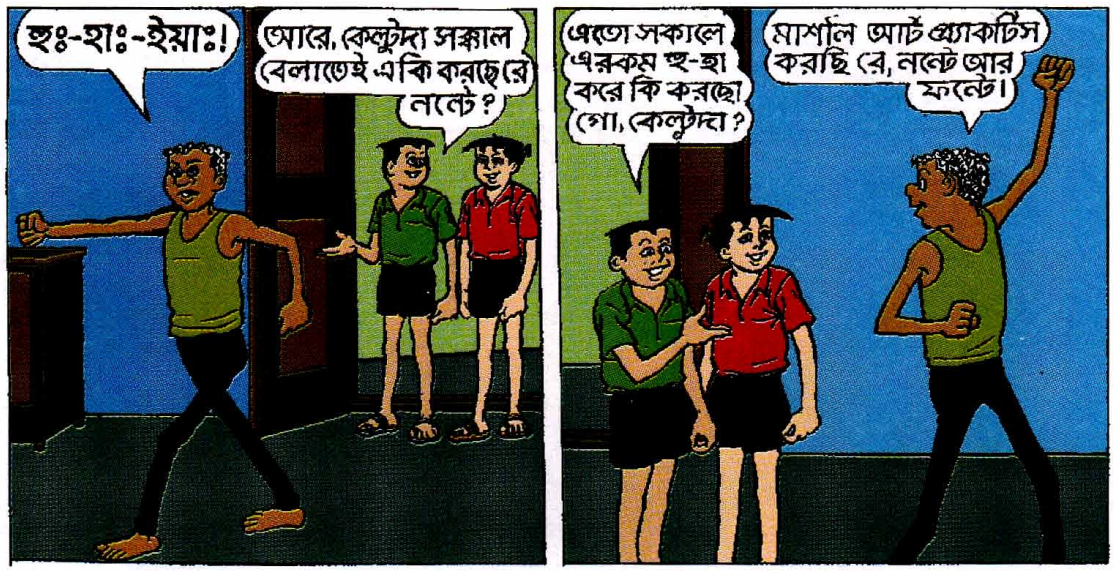



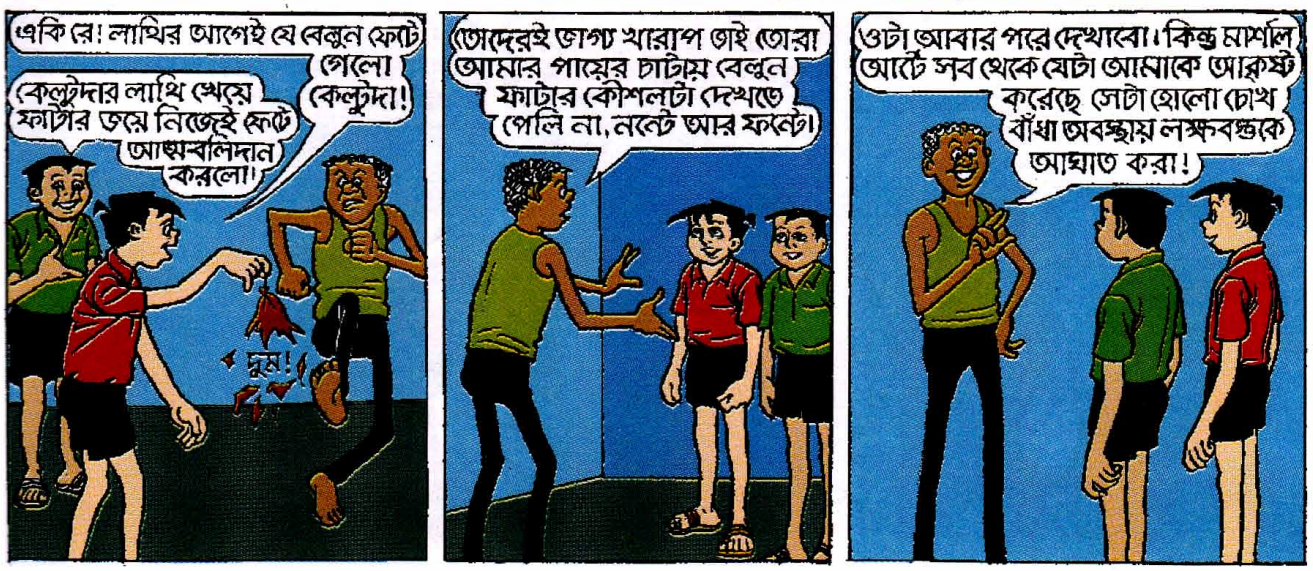


আর আমি ওটা রপ্ত করে ফেলেছি। তোঁদের করে দেখাচ্ছি। দাঁড়া, চোখ বাঁধার জন্যে কিছু একটা নিয়ে আসি।
সব কিছু নিয়ে আমাদের সবজান্তার ওস্তাদি দেখানোর রোগটার সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শোন-(ফিস-ফিস-ফিস-ফিস!)
একটু পরে-
নে, এবার এটা দিয়ে চোখটা বাঁধ।
এই মওকায় একটাকে ঘুষোবো।
তোদের নড়াচড়ার শব্দেই আমি বুঝে নেবো যে তোরা কোথায়। আর তারপরই-
কেলুটদা আপনাকে এখুণি ডাকছে, স্যার। কি একটা নতুন আর্ট দেখাবে।
তাই নাকি? চল দেখি কি নতুন আর্ট।
তোরা দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিস, কিন্তু যাবার আগে দু'চারটে ঘুসি খেয়ে যা।
আরে-আরে, এটা কি হচ্ছে?
একি! স্যার? আপনি হঠাৎ এখানে উদয় হলেন কোত্থেকে?
নতুন আর্ট দেখানোর নাম করে ডেকে এনে উদরের হেনস্তা
তাহলে আমিও চোখ খুলে তোকে একটা পুরোনো আর্ট দেখাচ্ছি। এই দ্যাখ!
অ্যাঁক!
তুমি দেখাতে পারলে না, কিন্তু স্যার তোমার ওপরে মোক্ষম মার্শাল আর্ট প্রয়োগ করে গেলেন, হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















এই তোদের একটা ব্যাপার, নন্টে আর ফন্টে। আমি কিছু করতে বললেই ক্যাশ চাইবি! তাও আবার স্যারের ব্যাপারে। ঠিক আছে স্যারকে তাহলে জানিয়ে আসি যে অনুষ্ঠান হবেনা।
ঠিক আছে, মিস্টি, ফুল এনে দিচ্ছি!
ভেবেছিলুম বড়দিনে বাইরে বেরিয়ে দুজনে বেশ খাওয়া দাওয়া করবো তার দফা রফা হয়ে গেলো।
যা বলেছিস। ওহচ্ছে স্যারের পেটোয়া। ও যা বলবে, স্যার তাই বিশ্বাস করবে। চল ফুল আর মিস্টি কিনে নিয়ে আসি।
ভালো করে একটা ফুলের তোড়া বানিয়ে দিবি একজনকে উপহার দিতে হবে।
এখুনি দিচ্ছি। সুগন্ধি ফুল দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। যাকে দেবে সে ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যাবে!
ফুলের দোকান
কেলুদার দাদাগিরি বন্ধ করতে আমাদের হাতিয়ার ফুলের তোড়ায় এসে ঢুকেছে রে, ফন্টে!
পিঁওও!
এই নাও, কেলুদা! ফুলের তোড়া আর মিস্টি!
এনেছিস? ফুলের তোড়া আমাকে দে, তোরা মিস্টি নিয়ে আয়!
এই নিন, স্যার! আগে আপনাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিই।
বাঃ! দারুণ সুন্দর ফুলের তোড়া তো! আর ফুলের গন্ধও চমৎকার! তোর পছন্দের তারিফ করতে হয় রে, কেলু!
উঃ! গেছি রে!
কি-কি হলো, স্যার?
একি, স্যার! ফুল শুঁকে আপনার নাক এরকম ঢাক হলো কি করে?
কি করে, সেটা তোকে শোঁকালেই বুঝতে পারবি।
ওরে বাবারে! আমি শুঁকবো না স্যার!
তোকে আমি শোঁকাবই!
স্যার এখন ওকে ফুল শোঁকাতে ব্যস্ত। তাহ এই মিস্টি আমরাই খাই!

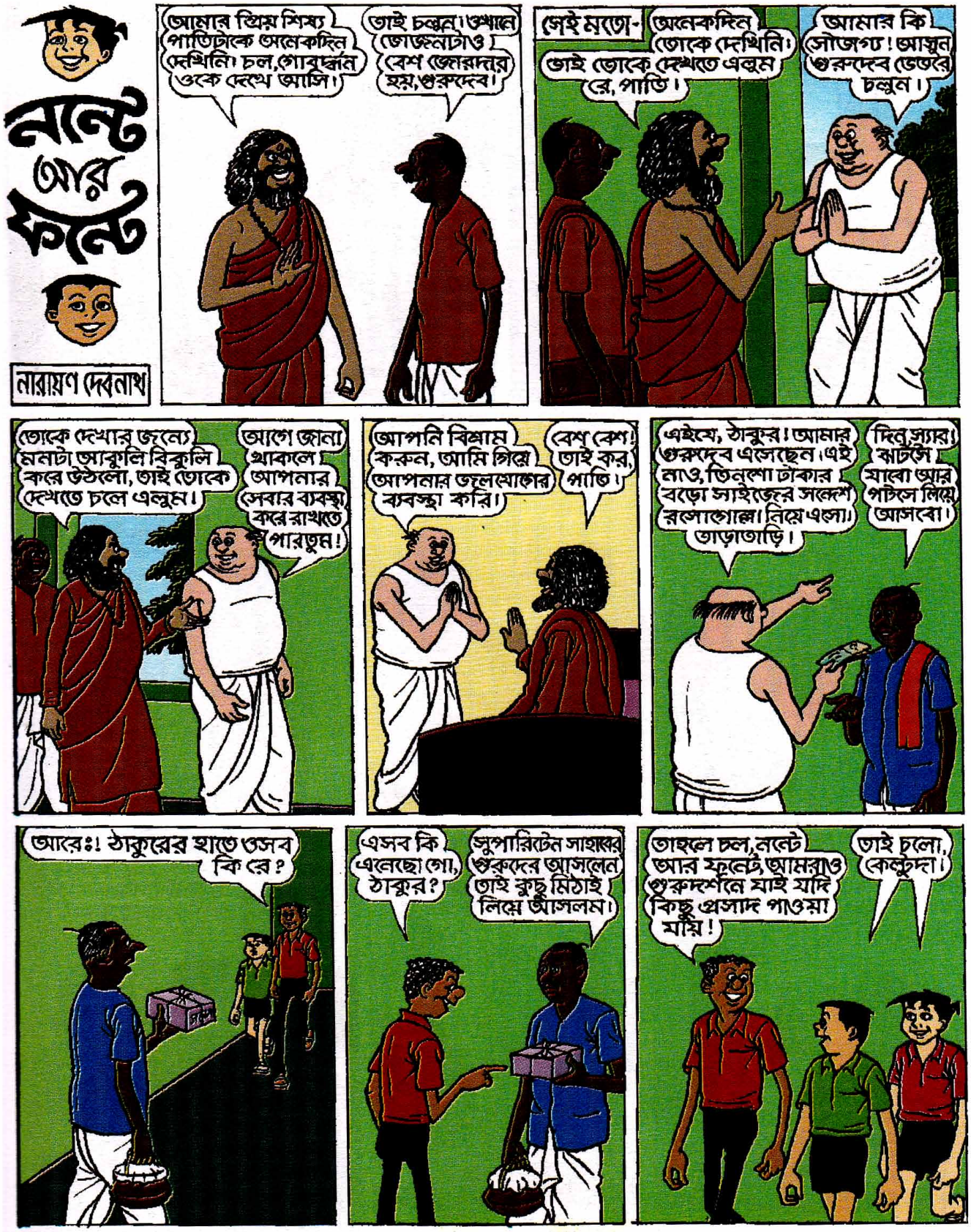
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার প্রিয় শিষ্য পাতিটাকে অনেকদিন দেখিনি। চল,গোবর্দ্ধন ওকে দেখে আসি।
তাই চলুন। ওখানে জোড়ানটাও বেশ জোরদার হয়,গুরুদেব।
সেই মতো-
অনেকদিন তোকে দেখিনি। তাই তোকে দেখতে এলুম রে, পাতি।
আমার কি সৌভাগ্য! আসুন গুরুদেব ভেতরে চলুন।
তোকে দেখার জন্যে মনটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো, তাই তোকে দেখতে চলে এলুম।
আগে জানা থাকলে আপনার সেবার ব্যবস্থা করে রাখতে পারতুম!
আপনি বিশ্রাম করুন, আমি গিয়ে আপনার জলযোগের ব্যবস্থা করি।
বেশ বেশ! তাই কর, পাতি।
এইযে, ঠাকুর! আমার গুরুদেব এসেছেন। এই নাও, তিনশো টাকার বড়ো সাইজের সন্দেশ রসোগোল্লা নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি।
দিন স্যার! ঝটপট যাবো আর পটপট নিয়ে আসবো।
আরেঃ! ঠাকুরের হাতে ওসব কি রে?
এসব কি এনেছো গো, ঠাকুর?
সুপারিন্টেন সাহাবের গুরুদেব আসলেন তাই কুছু মিঠাই নিয়ে আসলম।
তাহলে চল, নন্টে আর ফন্টে, আমরাও গুরুদর্শনে যাই যদি কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়!
তাই চলো, কেলটুদা।

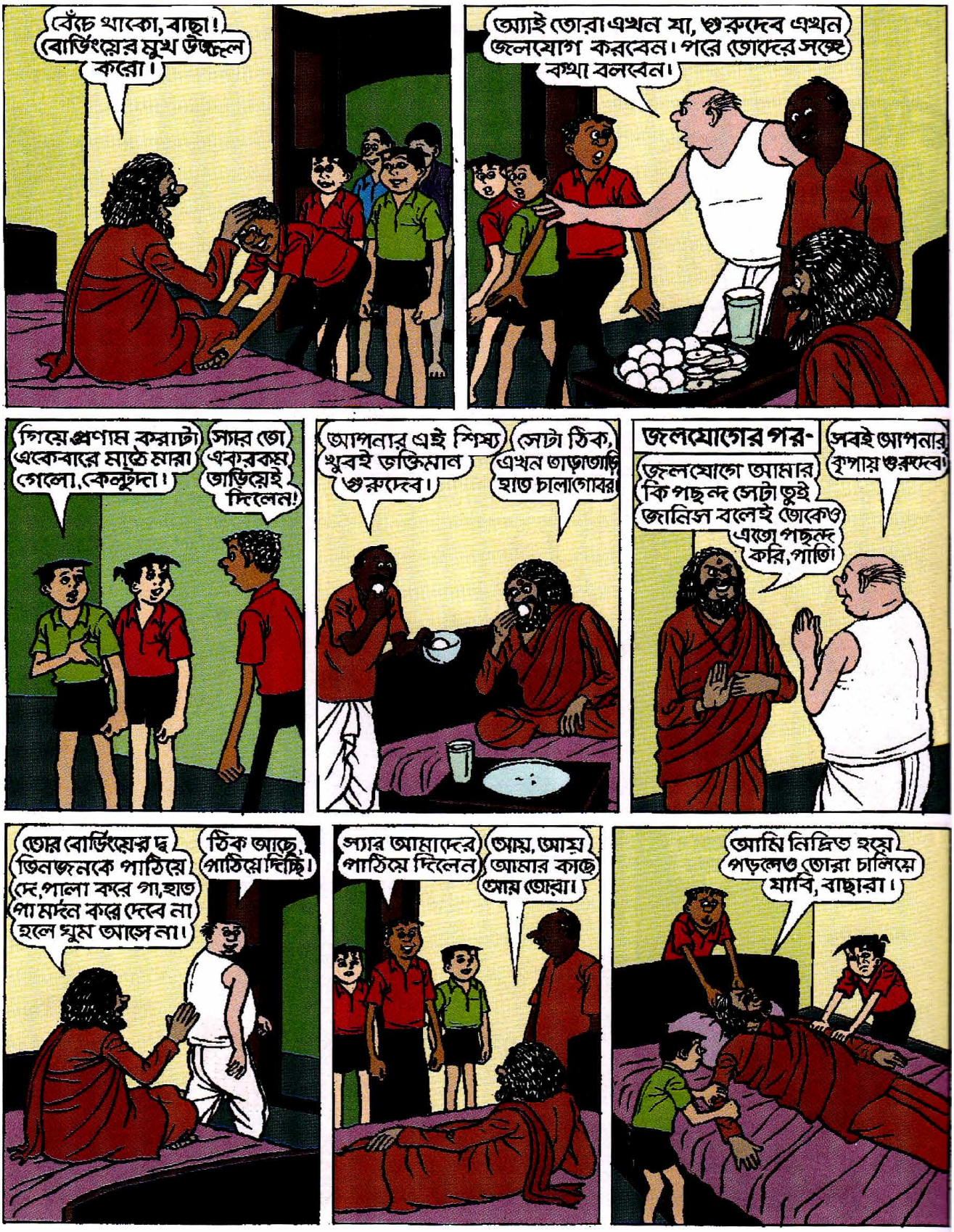
বেঁচে থাকো, বাছা! বোর্ডিংয়ের মুখ উজ্জ্বল করো।
অ্যাই তোরা এখন যা, গুরুদেব এখন জলযোগ করবেন। পরে তোদের সঙ্গে কথা বলবেন।
গিয়ে প্রণাম করাটা একেবারে মাঠে মারা গেলো, কেলুদা।
স্যার তো একরকম তাড়িয়েই দিলেন!
আপনার এই শিষ্য খুবই ভক্তিমান গুরুদেব।
সেটা ঠিক, এখন তাড়াতাড়ি হাত চালাগোবর।
জলযোগের পর-
জলযোগে আমার কি পছন্দ সেটা তুই জানিস বলেই তোকেও এতো পছন্দ করি, পাতি।
সবই আপনার কৃপায় গুরুদেব।
তোর বোর্ডিংয়ের দু তিনজনকে পাঠিয়ে দে, পালা করে গা, হাত পা মর্দন করে দেবে না হলে ঘুম আসে না।
ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি।
স্যার আমাদের পাঠিয়ে দিলেন
আয়, আয় আমার কাছে আয় তোরা।
আমি নিদ্রিত হয়ে পড়লেও তোরা চালিয়ে যাবি, বাছারা।


সপ্তাহপর-
তোর বোর্ডিংয়ের এই ছেলেরা খুবই, সেবাপরায়ন আর পাচকের রন্ধনের স্বাদের কোন তুলনাই নেই!
তাই মনস্থ করেছি যে, তোর এই বোর্ডিংয়ে আরো কিছুদিন থেকে যাবো।
সেতো আমার সৌভাগ্য। আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন।
তোর কথায় খুবই প্রীত হলাম বৎস। এবার শোন, মধ্যাহ্ন ভোজনে আজ কুক্কুট মাংসের ব্যবস্থা কর।
বেশ, সেই ব্যবস্থাই হবে, গুরুদেব!
গুরুদেব এখানে আরো বেশ কিছুদিন থাকবেন রে, নল্টে আর ফল্টে। দলাই মলাই করে করে তো নুলো ব্যথা হয়ে গেলো কি করা যায় বলতো?
গুরুদেবের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে কিছু একটা করতেই হবে!
ঐতো ঠাকুর আসছে। আজ কি মেনু হবে জিজ্ঞেস করি।
আজ গুরুদেবের দুপুরের খাওয়ার কি মেনু হচ্ছে ঠাকুর?
গুরুদেবের জন্যে আজ চিকেন রোস্ট হবে, নান্টুয়া বাবু।
স্যারের গুরুদেবের নোলা বড্ড বেড়েছে। চিকেনরোস্ট খাবেন। ঐ খাওয়া দিয়েই গুরুদেবকে হাওয়া করে দেবো।
তা যদি পারিস তবে আমি তোদের সঙ্গে আছি, নল্টে আর ফল্টে!
পরে বসুঁই ঘরে-
ঐ উখানে গিয়ে দেখো। হামাকে আবার সোবার জেন্যে ঘ্যাঁট রান্না কোরতে হোবে।
গুরুদেবের জন্যে চিকেনরোস্ট কেমন হয়েছে দেখাবে, ঠাকুর? কখনো তো দেখিনি।


ঠাকুরের এদিকে নজর নেই। তাই বেশ ভালো করে জিনিসটা ছড়িয়ে দে।
সে আর বলতে হবেনা।
মধ্যাহ্নে-
চলুন গুরুদেব, আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
চলো, বৎস! ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে।
নিন, গুরুদেব, আপনার ইচ্ছানুযায়ী ঠাকুর চিকেন রোস্ট বানিয়েছে।
ওঃ! কি জিনিস বানিয়েছে রে, পাতি। দেখেই জিভে জল আসছে!
অতীব চমৎকার তোর পাচকের রন্ধন নৈপুন্য রে, পাতিরাম।
আপনার ভালো লাগলেই সার্থক!
কিন্তু ভোজনের অর্দ্ধপথেই-
ওফ্!
কি, কি হলো, গুরুদেব?
ভেতরে কে? তাড়াতাড়ি বেরোও বৎস।
ভেতরে কেলুদা ও একবার ঢুকলে সহজে বেরোয় না!
পাঁচ মিনিট অন্তর বারদশেক ছোটাছুটির পর-
এটা নিয়ে বারদশেক হয়ে গেলো এখন স্থান পরিবর্তনের খুবই প্রয়োজন বৎস!
সেদিনই অপরাহ্নে-
বৎস, গোবর পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাই আমার আরো এক প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ গড়াইয়ের জন্যে প্রাণ আনচান করিতেছে। তাই, চলো যাই।
কি কেলুদা, বলেছিলাম যে খাওয়া দিয়েই হাওয়া করে দেবো এমন কড়া ডোজ দিয়েছিলাম যে গুরুদেব মুরগীর রোস্টটাও শেষ করতে পারেননি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ











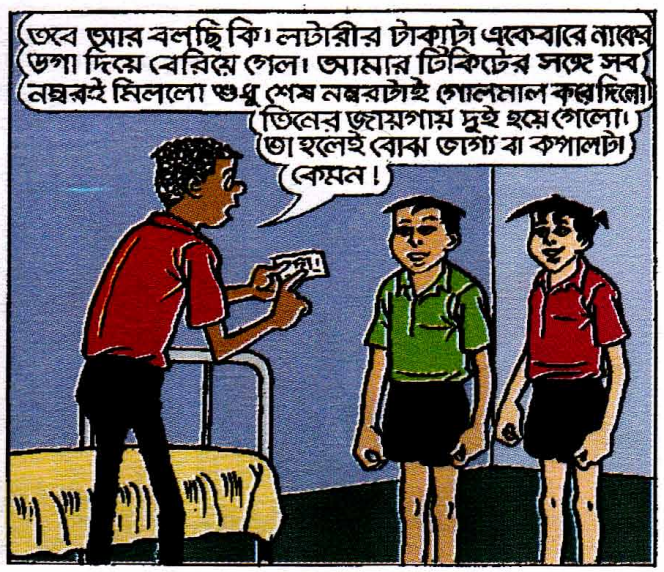

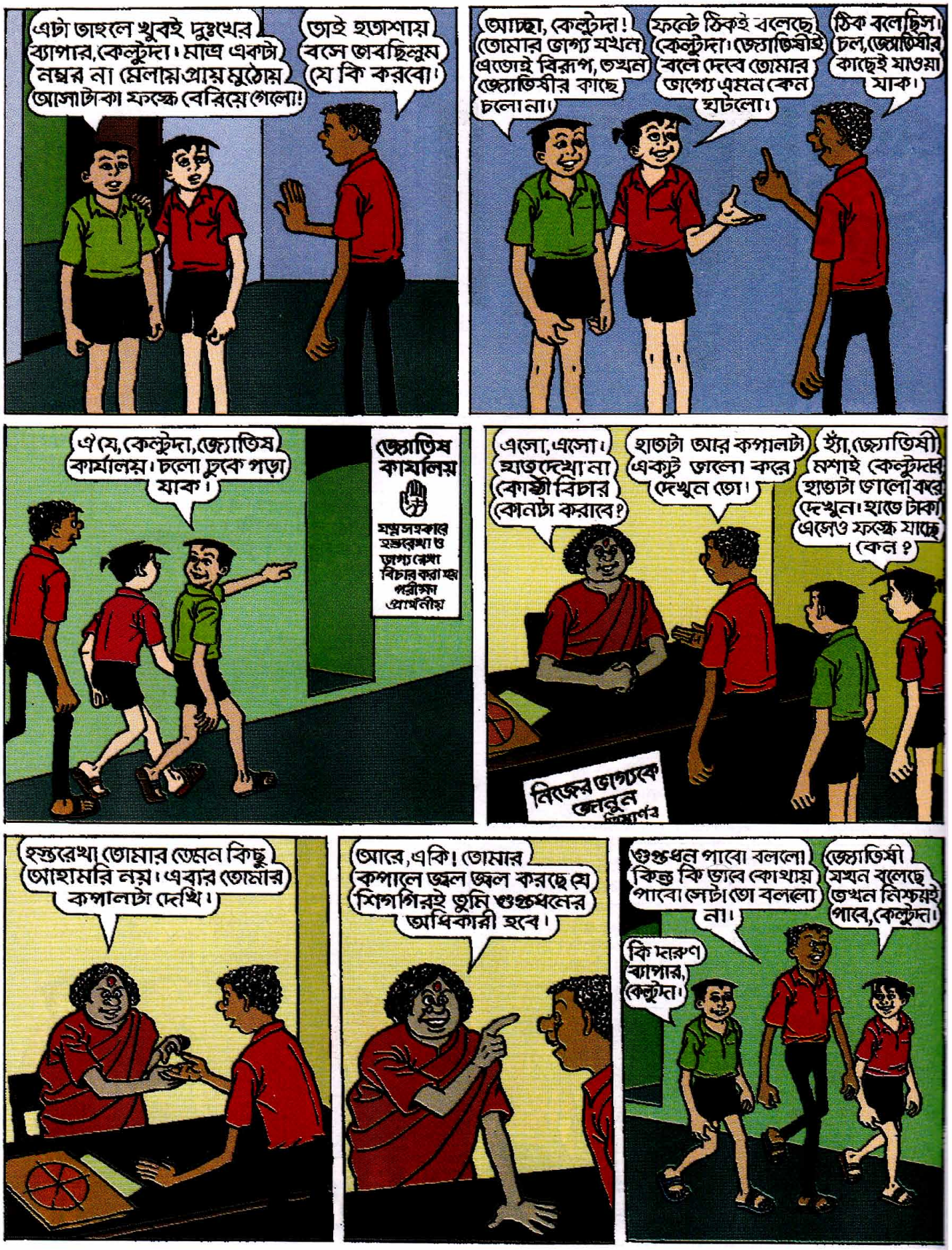
এটা তাহলে খুবই দুঃখের ব্যাপার, কেলুদা। মাত্র একটা নম্বর না মেলায় প্রায় মুঠোয় আসা টাকা ফস্কে বেরিয়ে গেলো!
তাই হতাশায় বসে ভাবছিলুম যে কি করবো।
আচ্ছা, কেলুদা! তোমার ভাগ্য যখন এতোই বিরূপ, তখন জ্যোতিষীর কাছে চলো না।
ফন্টে ঠিকই বলেছে কেলুদা। জ্যোতিষীই বলে দেবে তোমার ভাগ্যে এমন কেন ঘটলো।
ঠিক বলেছিস। চল, জ্যোতিষীর কাছেই যাওয়া যাক।
ঐ যে, কেলুদা, জ্যোতিষ কার্যালয়। চলো ঢুকে পড়া যাক।
জ্যোতিষ কার্যালয়
মনুসংহিতা ও ভাগ্যরেখা বিচার করা হয়
পরীক্ষা প্রার্থনীয়
এসো, এসো। হাত দেখো না কোষ্ঠী বিচার কোনটা করাবে?
হাতটা আর কপালটা একটু ভালো করে দেখুন তো।
হ্যাঁ, জ্যোতিষী মশাই কেলুদার হাতটা ভালো করে দেখুন। হাতে টাকা এসেও ফস্কে যাচ্ছে কেন?
নিজের ভাগ্যকে জানুন
হস্তরেখা তোমার তেমন কিছু আহামরি নয়। এবার তোমার কপালটা দেখি।
আরে, এ কি! তোমার কপালে জ্বল জ্বল করছে যে শিগগিরই তুমি গুপ্তধনের অধিকারী হবে।
গুপ্তধন পাবো বললো কিন্তু কি ভাবে কোথায় পাবো সেটা তো বললো না।
জ্যোতিষী যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই পাবে, কেলুদা।
কি দারুণ ব্যাপার, কেলুদা।

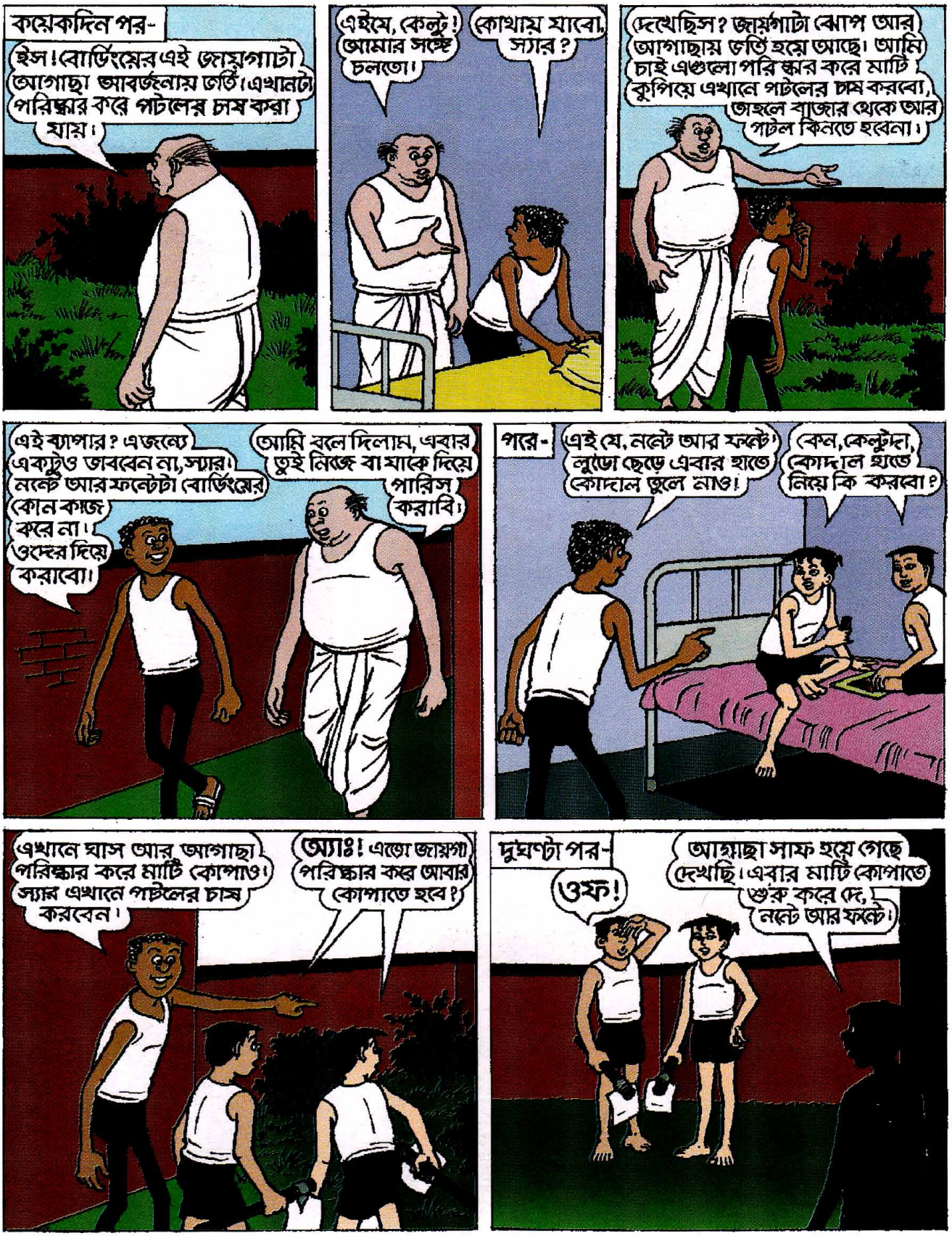
কয়েকদিন পর-
ইস! বোর্ডিংয়ের এই জায়গাটা আগাছা আবর্জনায় ভর্তি। এখানটা পরিষ্কার করে পটলের চাষ করা যায়।
এইযে, কেলু! আমার সঙ্গে চলতো।
কোথায় যাবো, স্যার?
দেখেছিস? জায়গাটা ঝোপ আর আগাছায় ভর্তি হয়ে আছে। আমি চাই এগুলো পরিষ্কার করে মাটি কুপিয়ে এখানে পটলের চাষ করবো, তাহলে বাজার থেকে আর পটল কিনতে হবেনা।
এই ব্যাপার? এজন্যে একটুও ভাববেন না, স্যার। নন্টে আর ফন্টেটা বোর্ডিংয়ের কোন কাজ করে না। ওদের দিয়ে করাবো।
আমি বলে দিলাম, এবার তুই নিজে বা যাকে দিয়ে পারিস করাবি।
পরে-
এই যে, নন্টে আর ফন্টে! লুডো ছেড়ে এবার হাতে কোদাল তুলে নাও।
কেন, কেলুদা, কোদাল হাতে নিয়ে কি করবো?
এখানে ঘাস আর আগাছা পরিষ্কার করে মাটি কোপাও। স্যার এখানে পটলের চাষ করবেন।
অ্যাঃ! এতো জায়গা পরিষ্কার করে আবার কোপাতে হবে?
দুঘণ্টা পর-
ওফ!
আগাছা সাফ হয়ে গেছে দেখছি। এবার মাটি কোপাতে শুরু করে দে, নন্টে আর ফন্টে।


কোপানো তো তোমারও উচিত কেলুদা।
না, আমি কোপাবো না। আমার কাজে তোরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছিস কিনা তার তদারকি করা।
কিছু পরে-
ওকে দিয়ে কোপানোর একটা দারুণ মতলব এসেছে রে, ফন্টে। (শোন-(ফিস-ফিস) কেমন হবে বলতো?
দুর্দান্ত, চৌরিফিক আইডিয়া! আমার কাছেই আছে একটা।
আধঘণ্টা পরে-
কি হলো? কাজ বন্ধ রেখে কি দেখছিস?
কোদালের সঙ্গে উঠে এলো, চক চক করছে এটা কি গো, কেলুদা?
হ্যাঁগো, কেলুদা এটা কি কোন গুপ-
একদম চুপ। ওসব কিছু না। ওদের আর কোপাবার দরকার নেই বাকিটা আমিই দেখছি।
জ্যোতিষীর সেই কথা এবারে বোধহয় ফলতে চলেছে! আমার কপালে গুপ্তধন নাচছে!
মোহরের ঘড়াটা যে ঠিক কোথায় আর কতোটা নীচে তা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আরও গভীর করে খুঁড়তে হবে।
সূর্যাস্তের কিছু আগে-
ওফস! এখনো পেলুম না!
একি করেছিস? পেলিরা! সেটা কি?
গুপ্তধন, স্যার!
পটলের চাষ করবো বলে জায়গাটা খুঁড়তে বলেছি, আর তুই কিনা কবরের গর্ত খুঁড়ে গুপ্তধন খুঁজেছিস? এবার আমি তোর খোঁড়া এই গর্তে তোকেই চাপা দেবো হতচ্ছাড়া হাড়গিলে!
হতাশ হওয়ার কিছু নেই কেলুদা। এখানে পাওনি তো কি হয়েছে, অন্য কোথাও পাবে।
মহাজনেরাই বলে গেছেন একবারে না পাইলে দেখো শতবার। হেঃহেঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ
















কই, আমার ওষুধ এনেছিস?
অন্য দুর্দান্ত ওষুধ চাক টাক ঢাক দে ইন্ডিয়া লোশন এনেছি, স্যার! এটা মাথায় লাগালে দুব্বো ঘাসের মতো চুল গজাবে!
তাই বুঝি? দে-দে, এখুনি আমি এই চাক টাক ঢাক দে প্রয়োগ করবো। সত্যি তুই আমার জন্যে এতো ভাবিস, এই জন্যেই তোকে এতো পছন্দ করি।
কিন্তু এই লোশনের নাম তো কখনো শুনিনি, স্যার!
ওদের কথায় কান দেবেন না, স্যার। নামে কি যায় আসে, কামে হলেই হলো!
বলছিস?
হ্যাঁ!
ভালো করে ঘসে ঘসে লাগালেই টাকের পর্দা ফাঁক করে কেশ উদ্গম হবে, ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি!
ঘণ্টাখানেক পর-
এ-একি! চুল গজানো দূরে থাক, এতো মাথায় যে কটা চুল ছিলো তা ও হাতের সঙ্গে উঠে এসেছে!
একি স্যার চুল কই? আপনার মাথাটা একদম বেলের মতো মনে হচ্ছে, স্যার!
হিকোঁৎ!
ধরে নিয়ে আয়, ছুঁচোটাকে। ওর সারা মাথায় আমি এই লোশন লাগিয়ে দেবো!
ঐ লোশন কেনার নামে যে ক্যাশ তুমি আমাদের কাছ থেকে কেড়েছো সেটা ফেরত দিলে ধরবো না রাজি?
রাজি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

















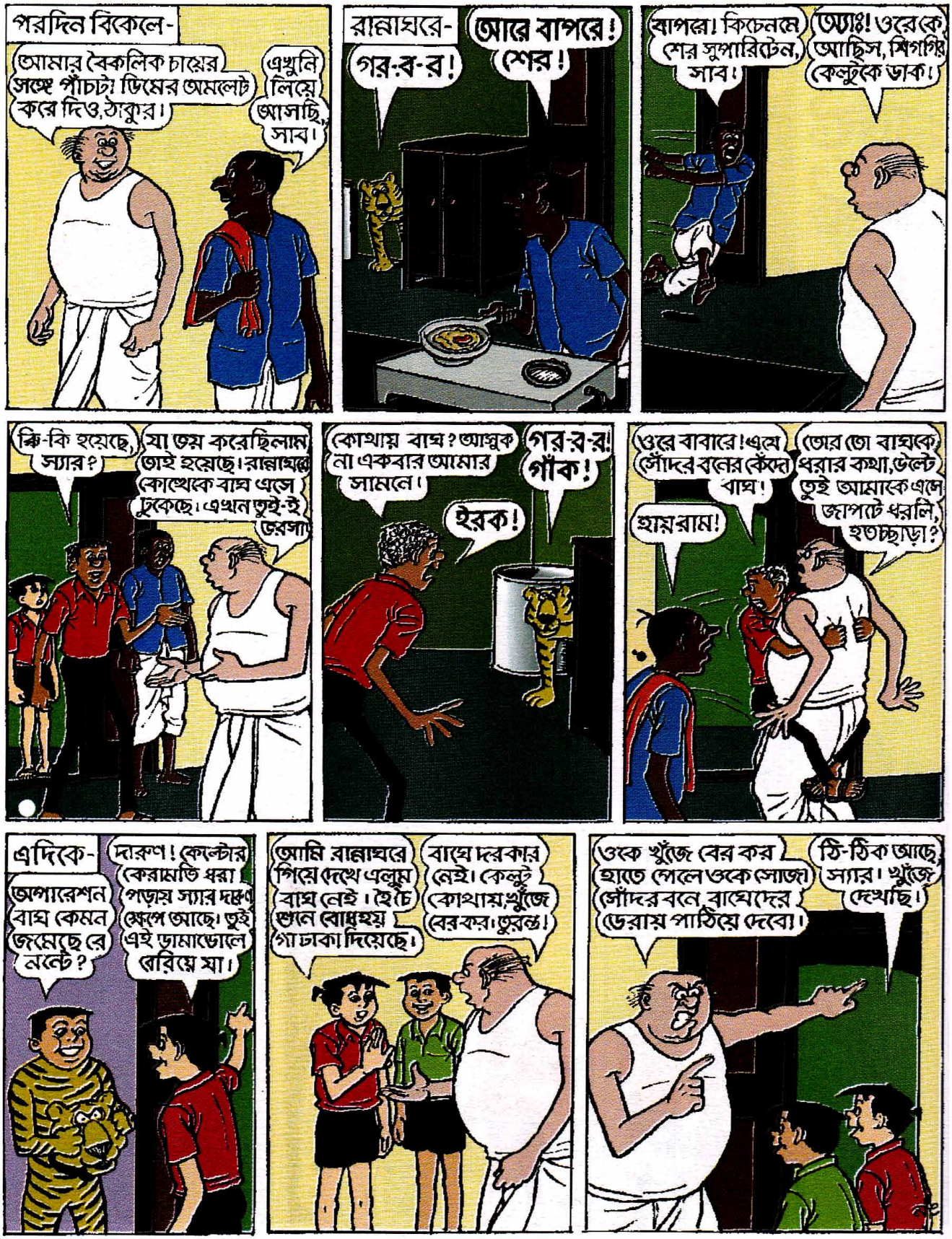
পরদিন বিকেলে-
আমার বৈকলিক চায়ের সঙ্গে পাঁচটা ডিমের অমলেট করে দিও,ঠাকুর।
এখুনি লিয়ে আসছি, সাব।
রান্নাঘরে-
গর-র-র!
আরে বাপরে! শের!
বাপরে! কিচেনমে শের সুপারিটেন, সাব!
অ্যাঃ! ওরেকে, আছিস, শিগগির কেলুটকে ডাক।
কি-কি হয়েছে, স্যার?
যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। রান্নাঘরে কোত্থেকে বাঘ এসে ঢুকেছে। এখন তুই-ই ভরসা।
কোথায় বাঘ? আসুক না একবার আমার সামনে।
গর-র-র!
গাঁক!
হুরুক!
ওরে বাবারে! এযে সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ!
তোর তো বাঘকে ধরার কথা, উল্টে তুই আমাকে এসে জাপটে ধরলি, হতচ্ছাড়া?
হায় রাম!
এদিকে-
অপারেশন বাঘ কেমন জমেছে রে নন্টে?
দারুণ! কেল্টোর কেরামতি ধরা পড়ায় স্যার দারুণ খেপে আছে। তুই এই ডামাডোলে বেরিয়ে যা।
আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এলুম বাঘ নেই। হেঁচে গুনে বোঝা হয় গা ঢাকা দিয়েছে।
বাঘে দরকার নেই। কেল্টু কোথায়, খুঁজে বের কর। তুরন্ত!
ওকে খুঁজে বের কর হাতে পেলে ওকে সোজা সোঁদর বনে বাঘেদের ডেরায় পাঠিয়ে দেবো।
ঠি-ঠিক আছে, স্যার। খুঁজে দেখছি।

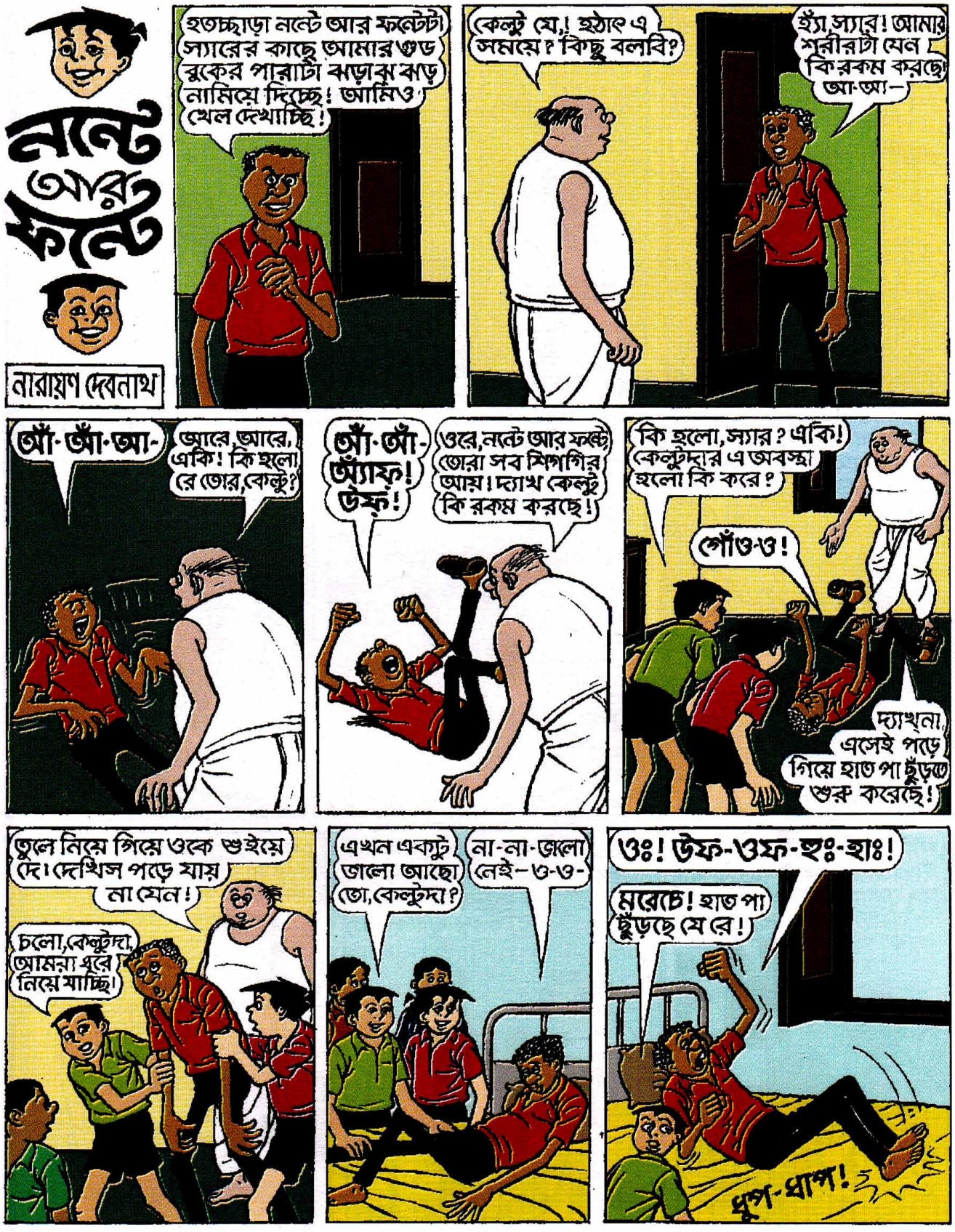
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
হতচ্ছাড়া নন্টে আর ফন্টেটা স্যারের কাছে আমার গুড বুকের পারাটা ঝড়াঝ ঝড় নামিয়ে দিচ্ছে! আমিও খেল দেখাচ্ছি!
কেলুটু যে,! হঠাৎ এ সময়ে? কিছু বলবি?
হ্যাঁ,স্যারে! আমার শরীরটা যেন কি রকম করছে! আ-আ—
আঁ-আঁ-আ-
আরে,আরে, একি! কি হলো রে তোর,কেলুটু?
আঁ-আঁ-অ্যাফ! উফ্!
ওরে,নন্টে আর ফন্টে তোরা সব শিগগির আয়! দ্যাখ কেলুটু কি রকম করছে!
কি হলো,স্যার? একি! কেলুটুদার এ অবস্থা হলো কি করে?
গোঁও-ও!
দ্যাখ্না, এসেই পড়ে গিয়ে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছে!
তুলে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দে। দেখিস পড়ে যায় না যেন!
চলো,কেলুটুদা, আমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছি!
এখন একটু ভালো আছো তো,কেলুটুদা?
না-না-জলো নেই—ও-ও-
ওঃ! উফ-ওফ-হুঃ-হাঃ!
মরেচে! হাত পা ছুঁড়ছে যে রে!
ধুপ-ধাপ!


কি হলো বলতো? থেকে থেকে কেলুটা ক্ষেপে উঠছে!
ভালো মনে হচ্ছে না, চল স্যারকে গিয়ে বলি।
কেলুটু এখন কেমন আছে রে,নন্টে আর ফন্টে?
ভালো নয়,স্যার। থেকে থেকেই হাত পা ছুঁড়ছে। একবার ডাক্তার দেখে গেলে ভালো হতো,স্যার।
কে, ডাক্তারবাবু আমি বোর্ডিং স্কুলের পাতিরাম হাতি বলছি। আমার স্কুলের এক ছাত্র খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি শিগগির একবার আসুন।
কৈ, আপনার রুগী কোথায়?
ঘরে শুয়ে আছে দেখবেন চলুন।
তোমার ঠিক কি হয়েছে বলো তো?
হাতে পায়ে আর মোটে জোর পাচ্ছিনা।
জিজটা একবার দেখাও দেখি?
অ্যা!
খাট থেকে নেমে দাঁড়াতে পারবে?
পারবো না, পড়ে যাবো। হাত পা অবশ হয়ে গেছে।
কি রকম দেখলেন?
খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকদিন বিশ্রাম, ফলমূল আর ভালো পুষ্টিকর খাবার দেবেন।
একটা কথা বলতে ভুলেছি। ওর হাত পা রোজ ম্যাসাজ করাবার ব্যবস্থা করবেন।
হয়ে গেলো, নন্টে। ওটা এবারে আমাদের ঘাড়েই চাপবে।

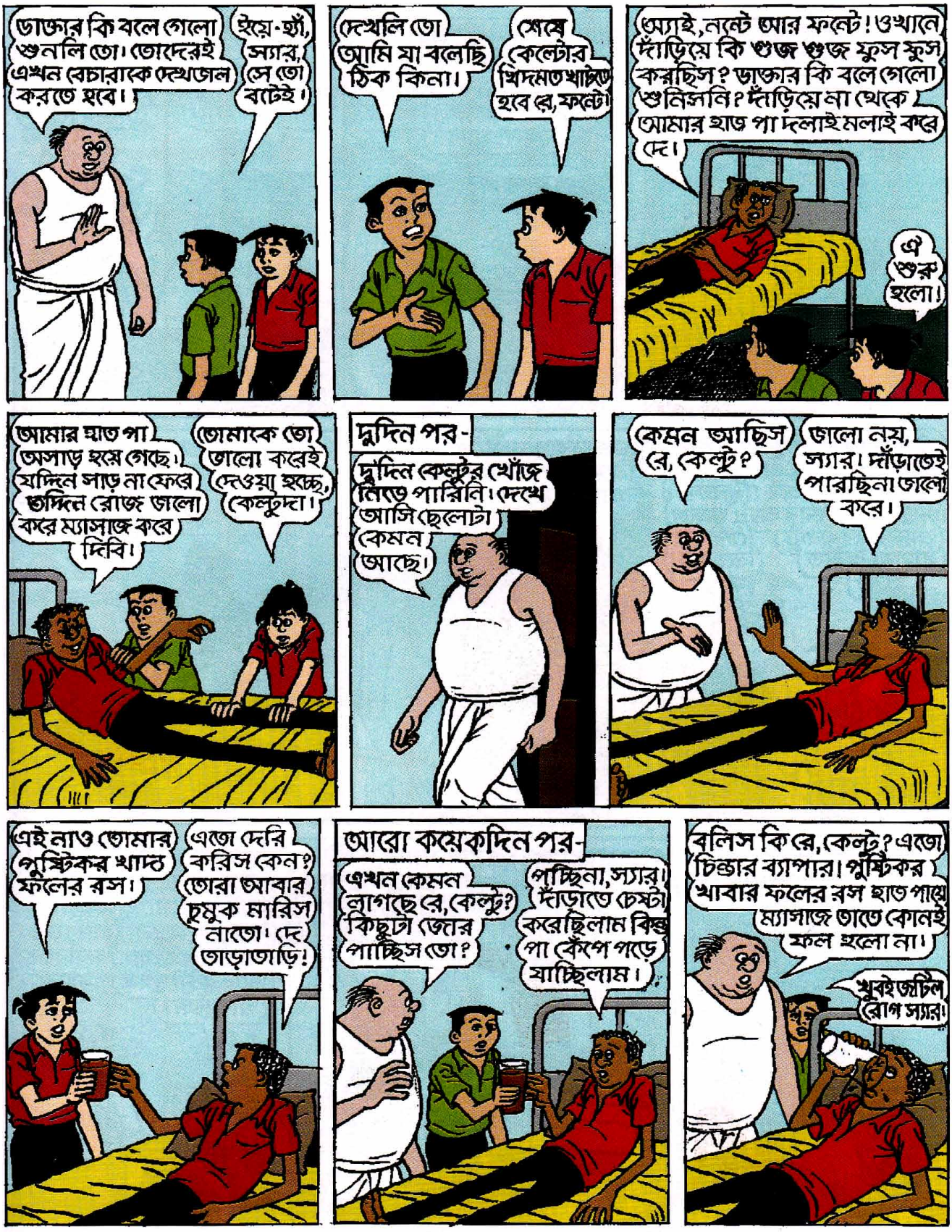
ডাক্তার কি বলে গেলো শুনলি তো। তোদেরেই এখন বেচারাকে দেখেজেল করতে হবে।
ইয়ে-হ্যাঁ, স্যার, সে তো বটেই।
দেখলি তো আমি যা বলেছি ঠিক কিনা।
শেষে কেলোটার খিদমত খাটতে হবে রে, ফল্টে।
অ্যাই, নল্টে আর ফল্টে! ওখানে দাঁড়িয়ে কি গুজ গুজ ফুস ফুস করছিস? ডাক্তার কি বলে গেলো শুনিসনি? দাঁড়িয়ে না থেকে আমার হাত পা দলাই মলাই করে দে।
এ শুরু হলো!
আমার হাত পা অসাড় হয়ে গেছে। যদ্দিন সাড় না ফেরে তদ্দিন রোজ ভালো করে ম্যাসাজ করে দিবি।
তোমাকে তো ভালো করেই দেওয়া হচ্ছে, কেলুদা।
দুদিন পর-
দুদিন কেলুর খোঁজ নিতে পারিনি। দেখে আসি ছেলেটা কেমন আছে।
কেমন আছিস রে, কেলু?
ভালো নয়, স্যার। দাঁড়াতেই পারছিনা ভালো করে।
এই নাও তোমার পুষ্টিকর খাদ্য ফলের রস।
এত্তো দেরি করিস কেন? তোরা আবার চুমুক মারিস নাতো। দে তাড়াতাড়ি!
আরো কয়েকদিন পর-
এখন কেমন লাগছে রে, কেলু? কিছুটা জোর পাচ্ছিস তো?
পাচ্ছিনা, স্যার। দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পা কেঁপে পড়ে যাচ্ছিলাম।
বলিস কি রে, কেলু? এত্তো চিন্তার ব্যাপার। পুষ্টিকর খাবার ফলের রস হাত পায়ে ম্যাসাজে তাতে কোনই ফল হলো না।
খুবই জটিল রোগ স্যার।


বেল্টুদাকে নির্ঘাত ঘোড়া রোগে ধরেছে স্যার।
এটা অন্য ধরণের ঘোড়া রোগ, স্যার!
সে তো যারা রেসুড়ে, তাদের সম্বন্ধে লোকে ঐ কথা বলে।
সাধারণ ডাক্তারের এই রোগ সারাবার ক্ষমতা নেই, স্যার! এ রোগের অন্য ডাক্তার আছে। এই রোগে বিশেষজ্ঞ একজনকে নিয়ে আসবো, স্যার?
সে যা হয় তোরা কর, কি হবে কে জানে।
চল, ফন্টে, আমরা ভটকুদার কাছে গিয়ে সবকিছু বলে সাহায্য চাই।
ঠিক বলেছিস, নন্টে ভটকুদাই এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারে।
এই হচ্ছে ঘটনা ঘটকুদা! আমাদের সন্দেহ বেল্টু অ্যাক্টিং করছে। তাই তোমাকে ডাক্তার হয়ে আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে।
ঘোড়া রোগের ডাক্তার? তাহলে তৈরী হয়ে নিতে হয়।
ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি, স্যার!
কৈ, রুগী কোথায়?
আসুন। কি যে হোলো ছেলেটার!
হুঁ, ঘোড়ারোগ! তবে এই রোগের একটাই ইঞ্জেকশন আছে একেবারে অব্যর্থ।
তাই দিন, ডাক্তারবাবু যাতে সেরে যায়।
এই হচ্ছে ঘোড়া রোগের একমাত্র ওষুধ। এই ইঞ্জেকশন দিলে রোগ পালাতে পথ পাবেনা।
ওরে বাবারে! গেছি রে!
ধরুন, ধরুন, রুগী পালাচ্ছে!
দাওয়াইয়ের কি তেজ দেখলেন, স্যার? প্রয়োগ করতেই হোলো না, দেখেই রোগ আর রুগী দুইই পালালো!
পালাবে কোথায়? ফিরলেওকে সত্যিকারের রুগী বানিয়ে ছাড়বো!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ















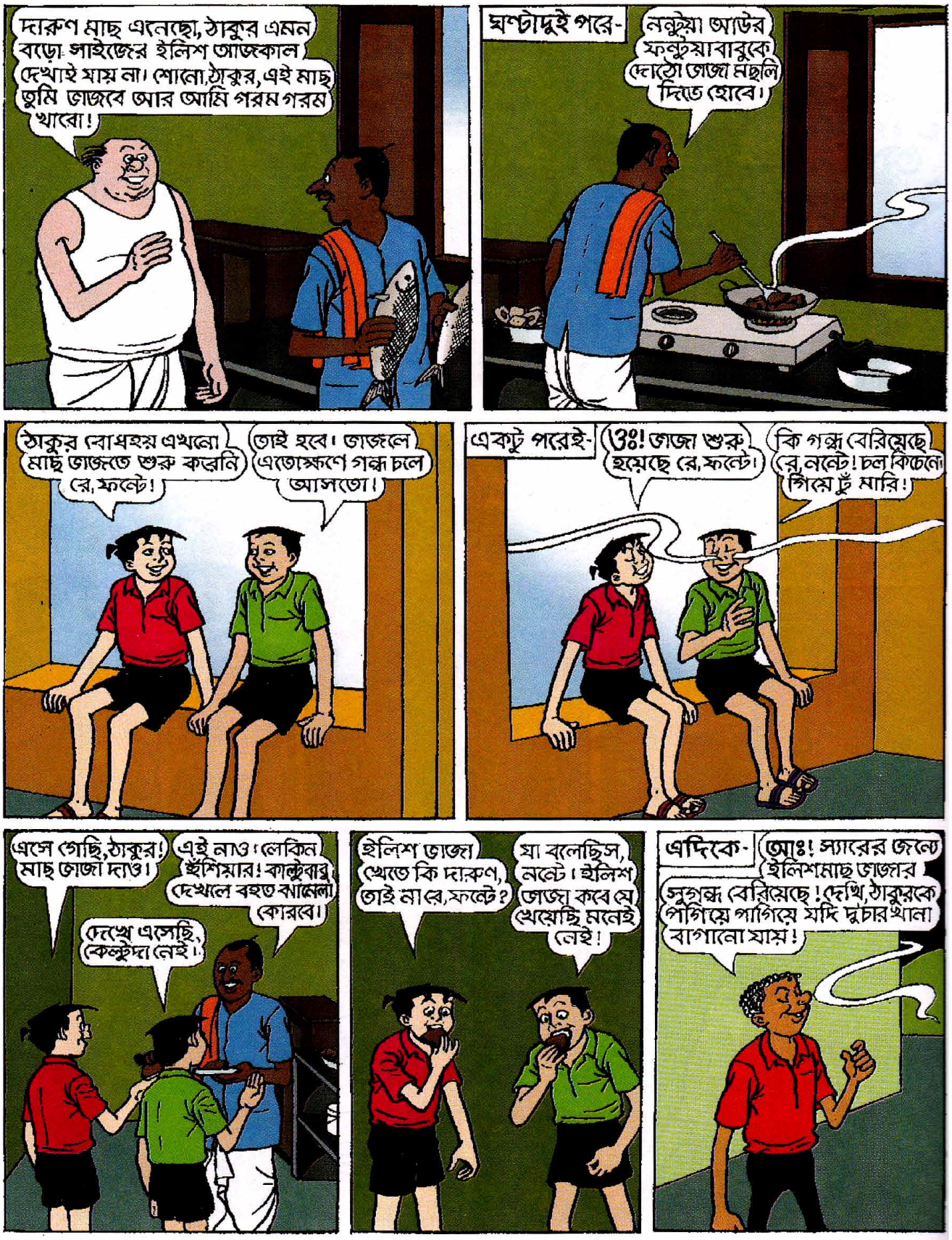
দারুণ মাছ এনেছো, ঠাকুর এমন বড়ো সাইজের ইলিশ আজকাল দেখাই যায় না। শোনো, ঠাকুর, এই মাছ তুমি ভাজবে আর আমি গরম গরম খাবো!
ঘণ্টাদুই পরে-
নন্টুয়া আউর ফন্টুয়াবাবুকে দোটো ভাজা মছলি দিতে হোবে।
ঠাকুর বোধহয় এখনো মাছ ভাজতে শুরু করেনি রে, ফন্টে!
তাই হবে। ভাজলে এতোক্ষণে গন্ধ চলে আসতো।
একটু পরেই-
ওঃ! ভাজা শুরু হয়েছে রে, ফন্টে।
কি গন্ধ বেরিয়েছে রে, নন্টে! চল কিচেনে গিয়ে চুঁ মারি!
এসে গেছি, ঠাকুর! মাছ ভাজা দাও।
এই নাও। লেকিন হুঁশিয়ার! কাল্টুবাবু দেখলে বহত ঝামেলা কোরবে।
দেখে এসেছি, কেল্টুদা নেই।
ইলিশ ভাজা খেতে কি দারুণ, তাই না রে, ফন্টে?
যা বলেছিস, নন্টে। ইলিশ ভাজা কবে যে খেয়েছি মনেই নেই!
এদিকে-
আঃ! স্যারের জন্যে ইলিশমাছ ভাজার সুগন্ধ বেরিয়েছে! দেখি, ঠাকুরকে পটিয়ে পটিয়ে যদি দুটো খানা বাগানো যায়!

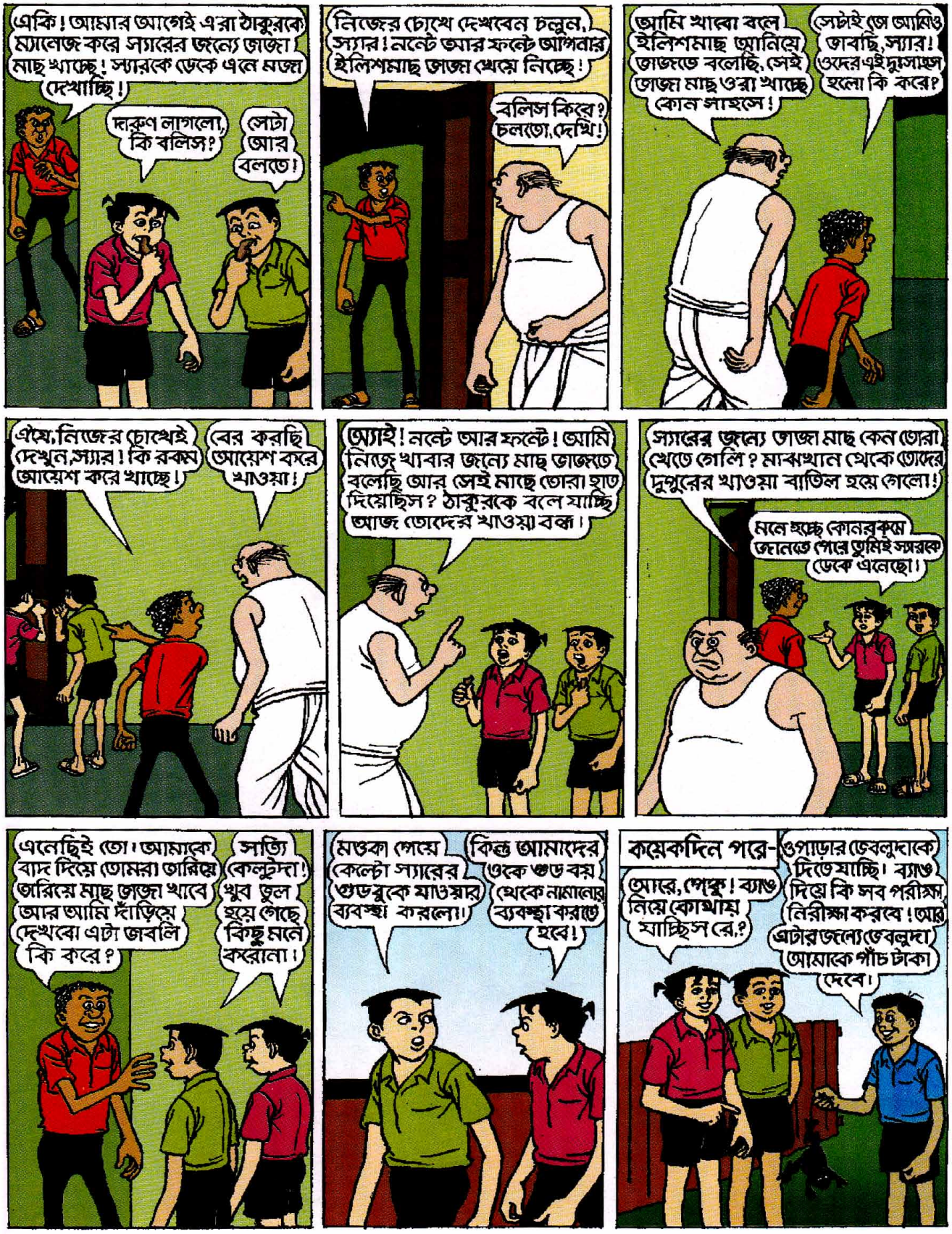
একি! আমার আগেই এরা ঠাকুরকে ম্যানেজ করে স্যারের জন্যে তাজা মাছ খাচ্ছে! স্যারকে ডেকে এনে মজা দেখাচ্ছি!
দারুণ লাগলো, কি বলিস?
সেটা আর বলতে!
নিজের চোখে দেখবেন চলুন, স্যার! নন্টে আর ফন্টে আপনার ইলিশমাছ তাজা খেয়ে নিচ্ছে!
বলিস কিরে? চলতো, দেখি!
আমি খাবো বলে ইলিশমাছ আনিয়ে তাজতে বলেছি, সেই তাজা মাছ ওরা খাচ্ছে কোন সাহসে!
সেটাই তো আমিও ভাবছি, স্যার! ওদের এই দুঃসাহস হলো কি করে?
ঐযে, নিজের চোখেই দেখুন, স্যার! কি রকম আয়েশ করে খাচ্ছে!
বের করছি আয়েশ করে খাওয়া!
অ্যাই! নন্টে আর ফন্টে! আমি নিজে খাবার জন্যে মাছ তাজতে বলেছি আর সেই মাছে তোরা হাত দিয়েছিস? ঠাকুরকে বলে যাচ্ছি আজ তোদের খাওয়া বন্ধ!
স্যারের জন্যে তাজা মাছ কেন তোরা খেতে গেলি? মাঝখান থেকে তোদের দুপুরের খাওয়া বাতিল হয়ে গেলো!
মনে হচ্ছে কোনরকমে জানতে পেরে তুমিই স্যারকে ডেকে এনেছো!
এনেছিই তো! আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা তারিয়ে তারিয়ে মাছ তাজা খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো এটা জবলি কি করে?
সত্যি কেলুদা! খুব ভুল হয়ে গেছে কিছু মনে করোনা!
মওকা পেয়ে কেলো স্যারের গুডবুকে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো!
কিন্তু আমাদের ওকে গুড বয় থেকে নামানোর ব্যবস্থা করতে হবে!
কয়েকদিন পরে-
আরে, পেল্লু! ব্যাঙ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রে?
ওপাড়ার জেবলুদাকে দিতে যাচ্ছি। ব্যাঙ দিয়ে কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে! আর এটার জন্যে জেবলুদা আমাকে পাঁচ টাকা দেবে।


তুই ওটা আমাদের দে, পেঙ্কু। আমরা তোকে দশ টাকা দেবো!
দশ টাকা দেবে? তাহলে নাও, আমি ন্যা হয় ভেবলুদাকে আর একটা ধরে দেবো।
এটাই এবার কেলেটাকে স্যারের গুডবুক থেকে ঢুক করে সরিয়ে দেবে!
প্যাকিং করার কার্ডবোর্ডের বাক্স ঘরেই পাওয়া যেতে পারে!
কাজ শেষ, এবার এটা কেলুদার হাত দিয়ে স্যারের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
কেলুদার নজরে আনলেই কাজ হয়ে যাবে।
এইযে ঠিক সময়েই বেরিয়েছি! হাতে ওটা কি রে? কোথায় যাচ্ছিস?
স্যারের জন্যে বড়দিনের কেক নিয়ে যাচ্ছি!
সেকি রে! আমি থাকতে তোরা কেন? দে, ওটা আমাকে দে।
এনেছি আমরা আর দেবে তুমি? ঠিক আছে, তোমাকে তো আর অমান্য করতে পারি না।
তোরা? কি মনে করে? হাতে ওটা কি?
আপনার জন্যে আমি বড়দিনের একটা স্পঞ্জকেক এনেছি, স্যার, এই নিন।
বাঃ! তুই যে আমার জন্যে এতো ভাবিস? ওঃ! অনেকদিন স্পঞ্জ কেক খাইনি রে কেলু।
এই কেকটা স্পেশাল তৈরি, স্যার!
কোঁয়াক!
ইরক!
পালাবি কোথায়? এই স্পঞ্জ কেকটা তোকে ভেজে খাওয়াবো রে হাড়গিলে!
ওরে বাবারে! ইলিশের বদলে ব্যাঙ ভেজা? খেলে মরে যাবো, স্যার!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















কি হয়েছে, স্যার? কঁকিয়ে উঠলেন কেন?
আরে এই পাজি, হতচ্ছাড়া নন্টে আর ফন্টেটাগুলোই মেরে আমাকে সাজা হাসপাতালে পাঠাবার তাল করেছিলো!
একটা শুভ কাজের যাত্রায় আমাকে চোট লাগিয়ে বাধা দিয়ে পণ্ড করে দিলো! সাজা সরূপ আজে তোদের দুপুরে খাওয়া বন্ধ। নজর রাখবি কেল্টু!
কড়া নজর রাখবো, স্যার!
পরে-
আমাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কেল্টা কি রকম দু' নম্বরী করলো দেখলি? যার জেরে খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী।
এর প্রতিবিধান একটা করতেই হবে, নন্টে!
দুপুরে-
চল, নন্টে, ঠাকুরকে ম্যানেজ করে যদি কিছু বাগানো যায়।
তাই চল, ফন্টে! পেট তো চুঁই চুঁই শুরু করেছে!
আজ কি মেনু হয়েছে গো, ঠাকুর?
আজ সবার জন্যে চিকেন বিরিয়ানি হচ্ছে, নন্টুয়া আর ফন্টুয়া বাবু।
কেল্টুদা জেনে বুঝেই আজ কাণ্ডটা ঘটালো রে, নন্টে!
ইস!
দেখি যদি ঠাকুরকে ম্যানেজ করা যায়।
তখনই-
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! ওদিকে একদম পা বাড়াবে না। স্যারের কড়া নিষেধ। হেঃ-হেঃ!
ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে রে, নন্টে!
পেটের আর মনের জ্বালা একসঙ্গে চেপে এখন আপাততঃ বসে থাক।

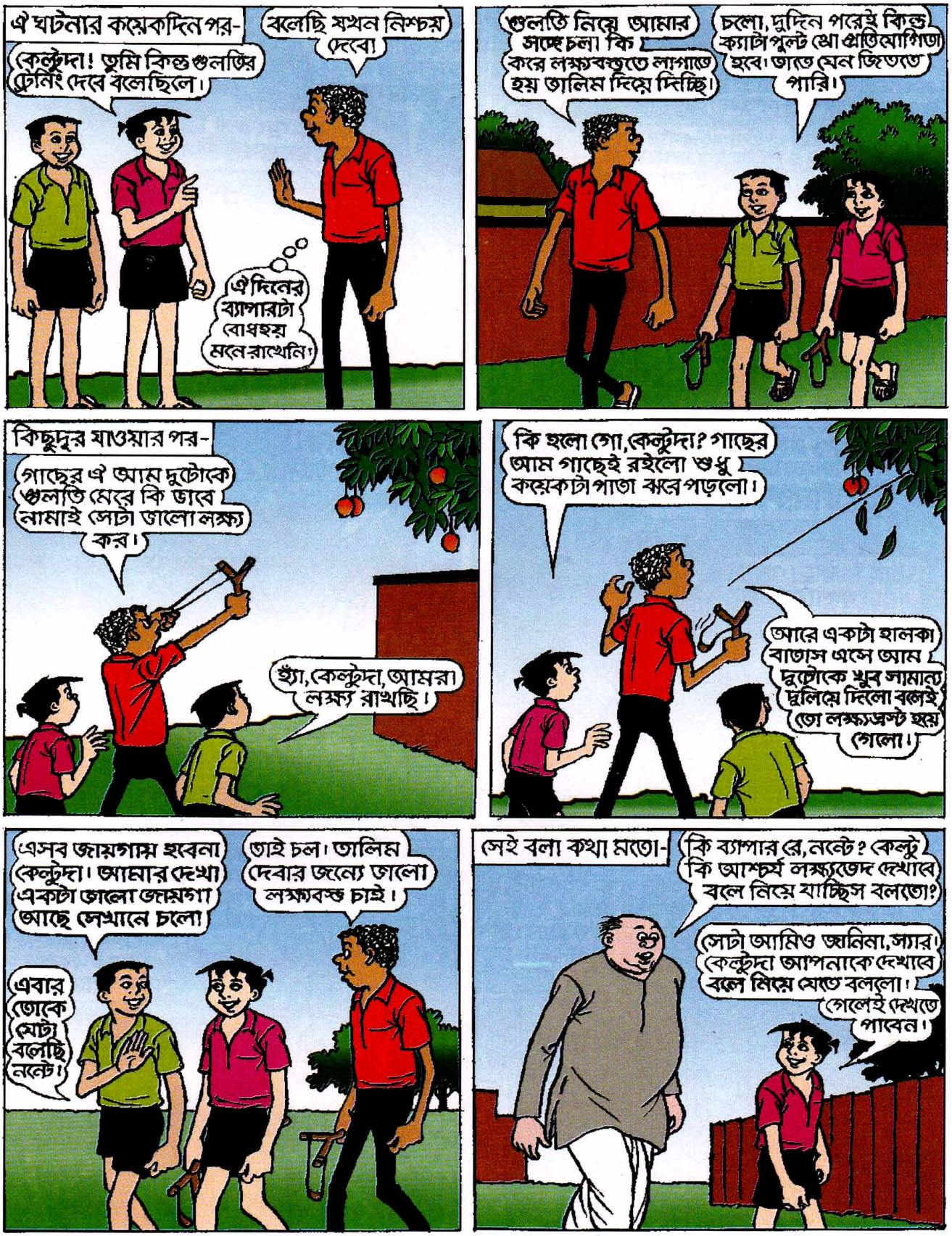
ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর-
কেল্টুদা! তুমি কিন্তু গুলতির ট্রেনিং দেবে বলেছিলে।
বলেছি যখন নিশ্চয় দেবো
ঐ দিনের ব্যাপারটা বোধহয় মনে রাখেনি।
গুলতি নিয়ে আমার সঙ্গে চলো কি করে লক্ষ্যবস্তুতে লাগাতে হয় তালিম দিয়ে দিচ্ছি।
চলো, দুদিন পরেই কিন্তু ক্যাটাপুল্ট খো প্রতিযোগিতা হবে। তাতে যেন জিততে পারি।
কিছুদূর যাওয়ার পর-
গাছের ঐ আম দুটোকে গুলতি মেরে কি ভাবে নামাই সেটা ভালো লক্ষ্য কর।
হ্যাঁ, কেল্টুদা, আমরা লক্ষ্য রাখছি।
কি হলো গো, কেল্টুদা? গাছের আম গাছেই রইলো শুধু কয়েকটা পাতা ঝরে পড়লো।
আরে একটা হালকা বাতাস এসে আম দুটোকে খুব সামান্য দুলিয়ে দিলো বলেই তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো।
এসব জায়গায় হবেনা কেল্টুদা। আমার দেখা একটা ভালো জায়গা আছে সেখানে চলো
তাই চল। তালিম দেবার জন্যে ভালো লক্ষ্যবস্তু চাই।
এবার তোকে মোটা বলছি নন্টে।
সেই বলা কথা মতো-
কি ব্যাপার রে, নন্টে? কেল্টু কি আশ্চর্য লক্ষ্যভেদ দেখাবে বলে নিয়ে যাচ্ছিস বলতো?
সেটা আমিও জানিনা, স্যার। কেল্টুদা আপনাকে দেখাবে বলে নিয়ে যেতে বললো।
গেলেই দেখতে পাবেন।


ঐ দেখো, ওখানে একটা লক্ষ্যবস্তু রয়েছে, ওটাতে লাগাও কেল্টুদা।
কেল্টু কি আশ্চর্য জিনিস দেখাবে দেখি!
দ্যাখ, এবার আর ফস্কাবে না।
দ্যাখ, এবার আর ফস্কায়নি। ঠিক এ ভাবেই গুলতি ছুঁড়বি।
কোথায় রে কেল্টু, তোর আশ্চর্য জিনিস!
গুলতি ছুঁড়ে মাথায় এটা কি ফেললি রে, এটা তো-এটা তো একটা তাঁমরুলের চাক!
স্যাই মরেচে! এখানে স্যার এলো কোত্থেকে!
ওরে বারা রে! তাঁমরুলে খেলো রে!
বেদনাদায়ক দু'ঘন্টা পর-
ইস! আপনাকে আর চেনা যাচ্ছেনা, স্যার!
গরর! দাঁড়া, আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠি, তারপর দেখবি হতচ্ছাড়া কেল্টুটাকেও তোরা চিনতে পারবি না!
পরে-
স্যার তোদের কি বললো রে, মল্টে আর ফল্টে?
বললো যে একটু ভালো হলে স্যার ঐ বেড়টা বুক করে রাখবে-
কারণ পরে যাতে তোমাকে ঐ বেডে ভর্তি করানো যায়।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

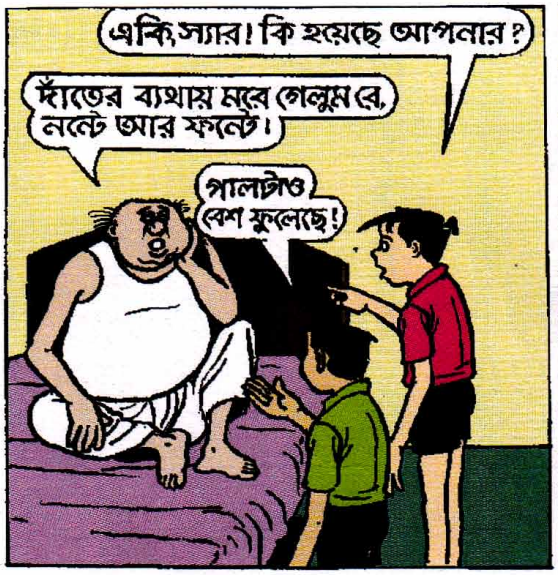



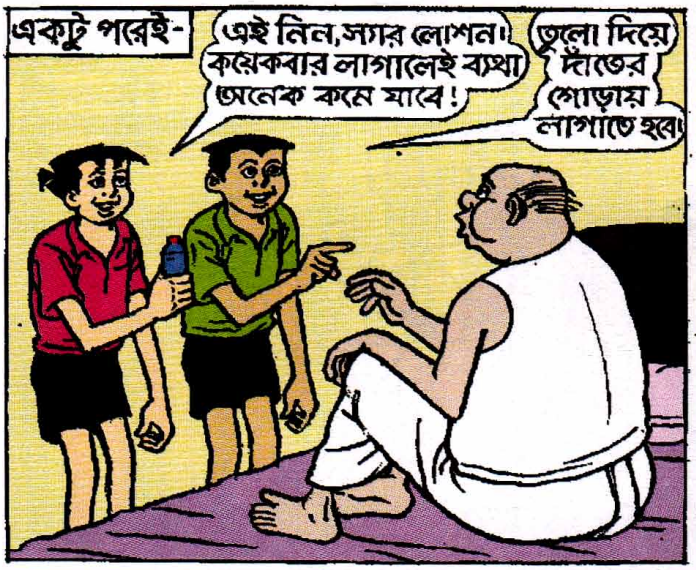

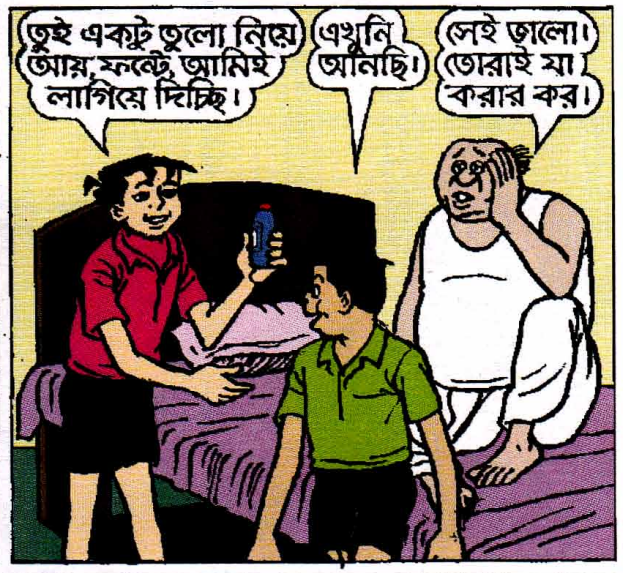

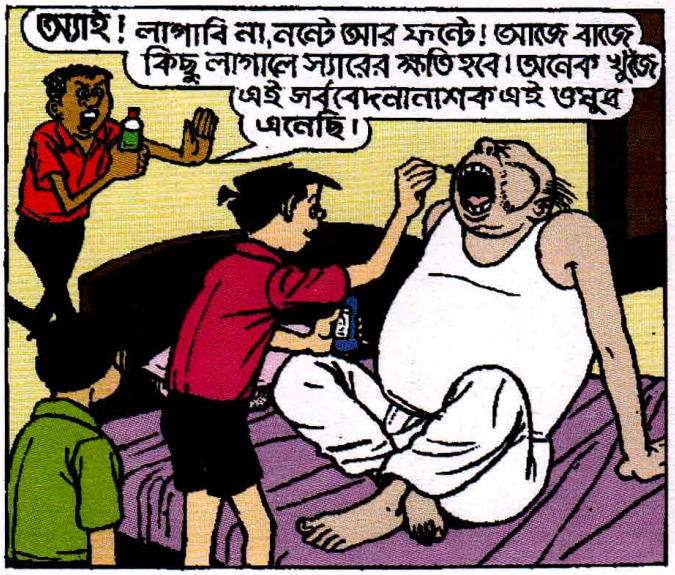

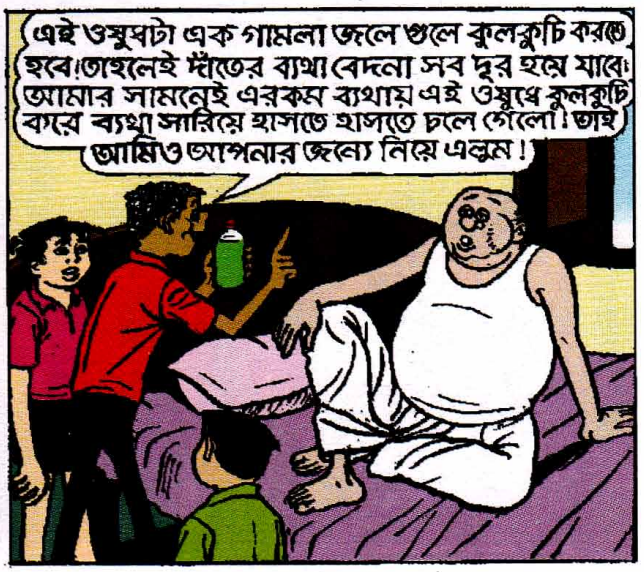

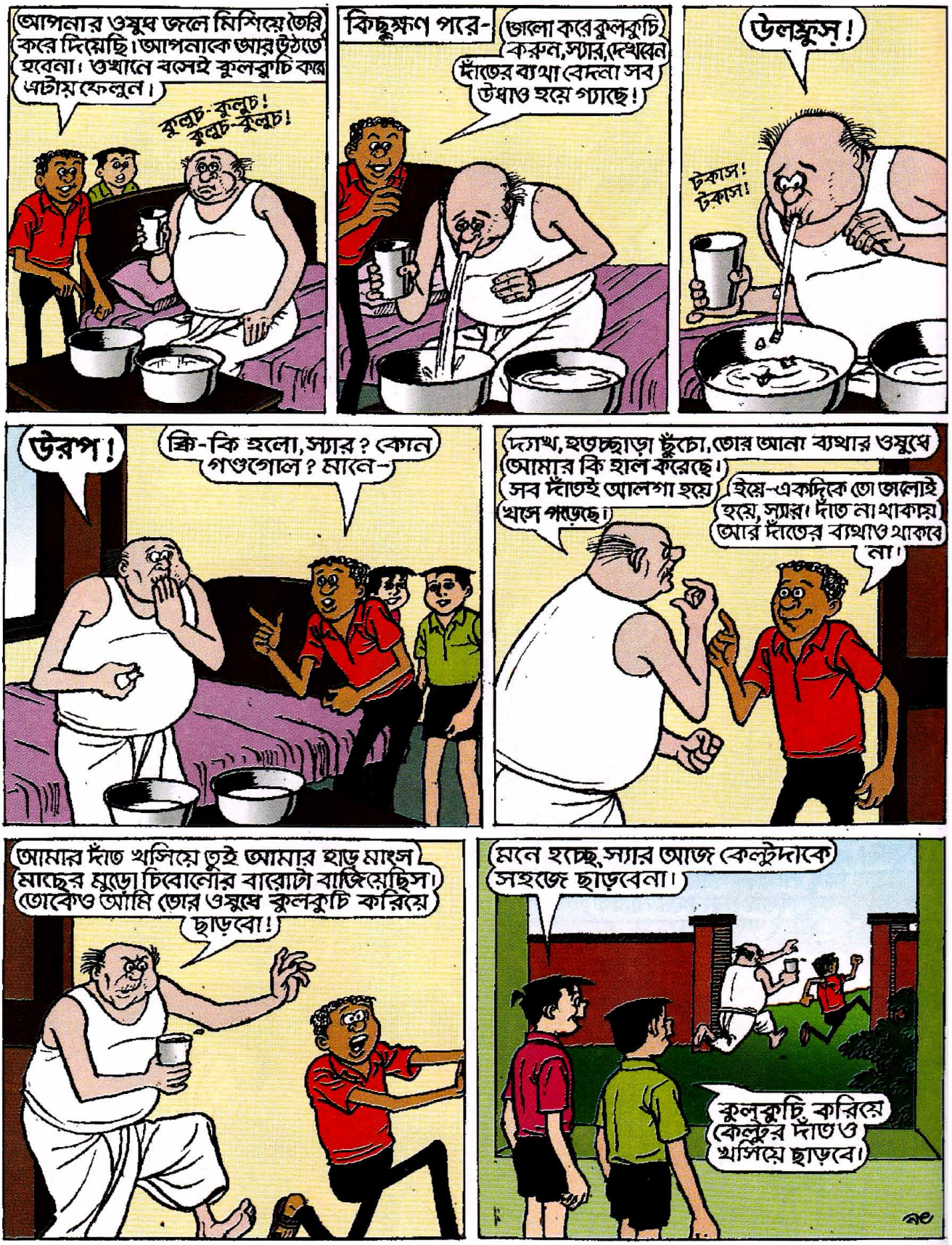
আপনার ওষুধ জলে মিশিয়ে তৈরি করে দিয়েছি। আপনাকে আর উঠতে হবেনা। ওখানে বসেই কুলকুচি করে এটায় ফেলুন।
কুলুচ-কুলুচ! কুলুচ-কুলুচ!
কিছুক্ষণ পরে-
ভালো করে কুলকুচি করুন, স্যার, দেখবেন দাঁতের ব্যথা বেদনা সব উধাও হয়ে গ্যাছে!
উলফ্রুস!
টকাস! টকাস!
উরপ!
ক্কি-কি হলো, স্যার? কোন গণ্ডগোল? মানে-
দ্যাখ, হতচ্ছাড়া ছুঁচো, তোর আনা ব্যথার ওষুধে আমার কি হাল করেছে। সব দাঁতই আলগা হয়ে খসে পড়েছে।
ইয়ে-একদিকে তো ভালোই হয়ে, স্যার। দাঁত না থাকায় আর দাঁতের ব্যথাও থাকবে না।
আমার দাঁত খসিয়ে তুই আমার হাড় মাংস মাছের মুড়ো চিবোনোর বারোটা বাজিয়েছিস। তোকেও আমি তোর ওষুধে কুলকুচি করিয়ে ছাড়বো!
মনে হচ্ছে, স্যার আজ কেলটুদাকে সহজে ছাড়বেনা।
কুলকুচি করিয়ে কেলটুর দাঁতও খসিয়ে ছাড়বে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















একি! এসব কি নিয়ে যাচ্ছিস? নিষিদ্ধ স্মাগলিং করা খাবার?
ন্-না,স্যার! এ হচ্ছে কেলুদার অত্যাশ্চর্য চন্দনবাটা!
আমি বলছি,স্যার! এই চন্দন সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী আমাকে দান করে হিমালয়ে চলে গেছেন। উনি বলেছেন এই চন্দন কপালে লাগালে চোখের সামনে ভূত,ভবিষ্যত বর্তমান ভেসে উঠবে!
বলিস কিরে! এতো দুর্দান্ত জিনিস!
তাই ঠিক করেছি সবাই যাতে এর সুফল পায় তার জন্যে এই কৌটোয় ভরা চন্দন বিতরন করবো,স্যার!
দেখি তোর একটা কৌটো! অত্যাশ্চর্য চন্দন লাগিয়ে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানটা একবার দেখি।
চলুন, স্যার, আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি।
আপনি চোখ বুঁজে থাকুন, স্যার। আমি আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখবেন চোখের সামনে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান ভেসে উঠছে!
বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে রে,কেলু!
আধঘণ্টা পর-
চন্দন বলে কি লাগালি রে, কেলু? এতো প্রচণ্ড জ্বালার সঙ্গে ফোস্কা পড়ছে! একি হলো,রে?
কিন্তু,স্যার, চোখের সামনে কিছু ভাসছে না?
ওরে গেছিরে! একি হলো রে! চোখও যে প্রচণ্ড জ্বালা করে ঝাপসা হয়ে আসছে রে!
এইবার তাহলে ভূত ভবিষ্যত আর বর্তমান নিশ্চয় চোখে ভাসবে, স্যার। কি ভাসছে তো?
হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার ভাসছে। তবে ভূত ভবিষ্যত নয়, আমার হাতে বর্তমানে তোর অবস্থা কি হবে সেটাই ভাসছে। মনেটে আর ফন্টে, আমার মুগুরটা নিয়ে আয় তো।
এইযে স্যার,এনেছি
ভণ্ড সন্ন্যাসীর খপ্পরে পড়ে কেলুদাকে এখন ভূতে যেতে হচ্ছে।
ওরে বাবা রে! ঐ মুগুরের এক ঘা খেলে আমি যে আর বর্তমানে থাকবো না স্যার!

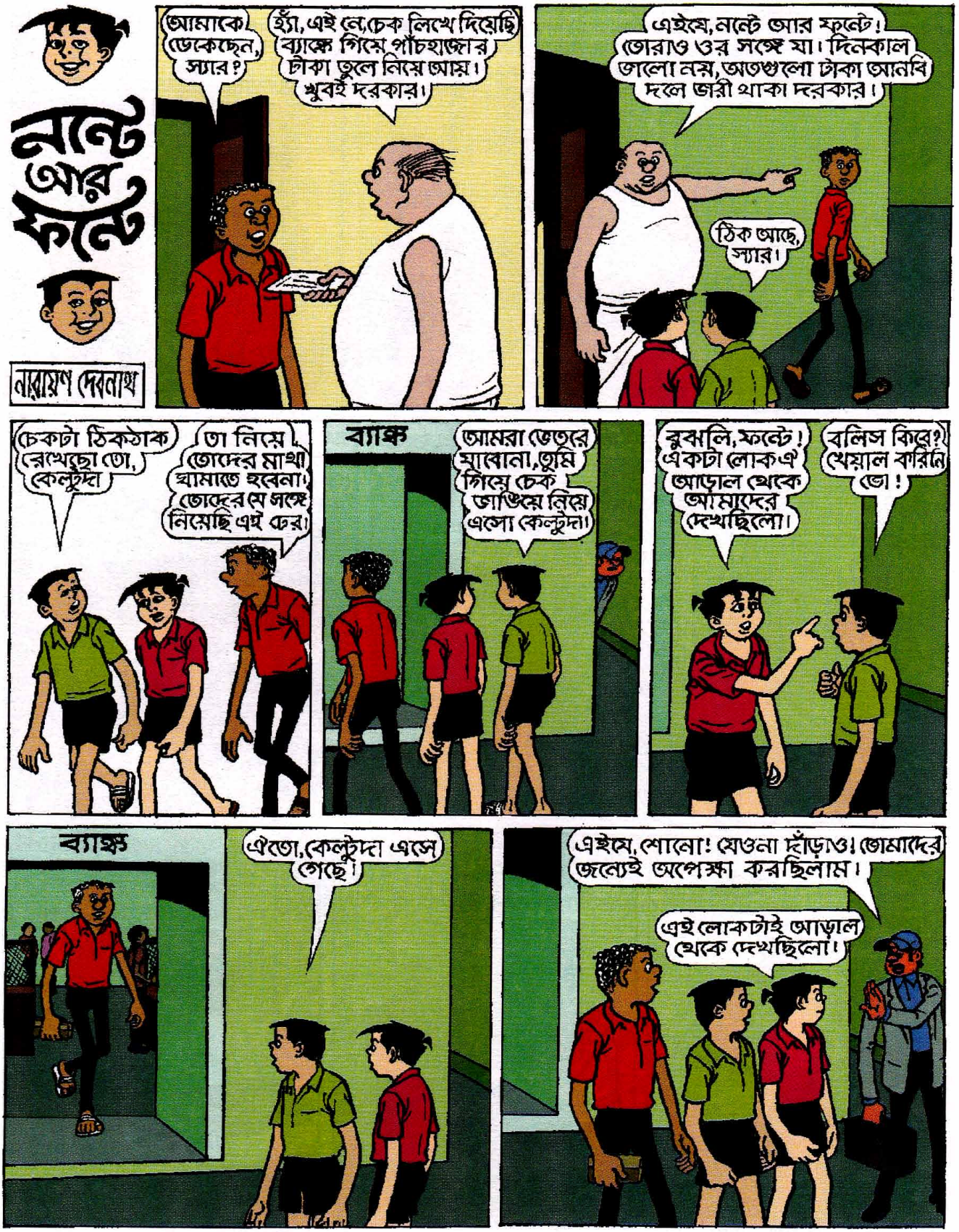
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমাকে ডেকেছেন, স্যার?
হ্যাঁ, এই নে চেক লিখে দিয়েছি ব্যাঙ্কে গিয়ে পাঁচহাজার টাকা তুলে নিয়ে আয়। খুবই দরকার।
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! তোরাও ওর সঙ্গে যা। দিনকাল ভালো নয়, অতগুলো টাকা আনবি দলে ভারী থাকা দরকার।
ঠিক আছে, স্যার।
চেকটা ঠিকঠাক রেখেছো তো, কেলুদা
তা নিয়ে তোদের মাথা ঘামাতে হবেনা। তোদের সে সঙ্গে নিয়েছি এই জন্য।
ব্যাঙ্ক
আমরা ভেতরে যাবোনা, তুমি গিয়ে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে এসো কেলুদা।
বুঝলি, ফন্টে! একটা লোক ঐ আড়াল থেকে আমাদের দেখছিলো।
বলিস কিরে? খেয়াল করিনি তো!
ব্যাঙ্ক
ঐতো, কেলুদা এসে গেছে!
এইযে, শোনো! যেওনা দাঁড়াও! তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।
এই লোকটাই আড়াল থেকে দেখছিলো।

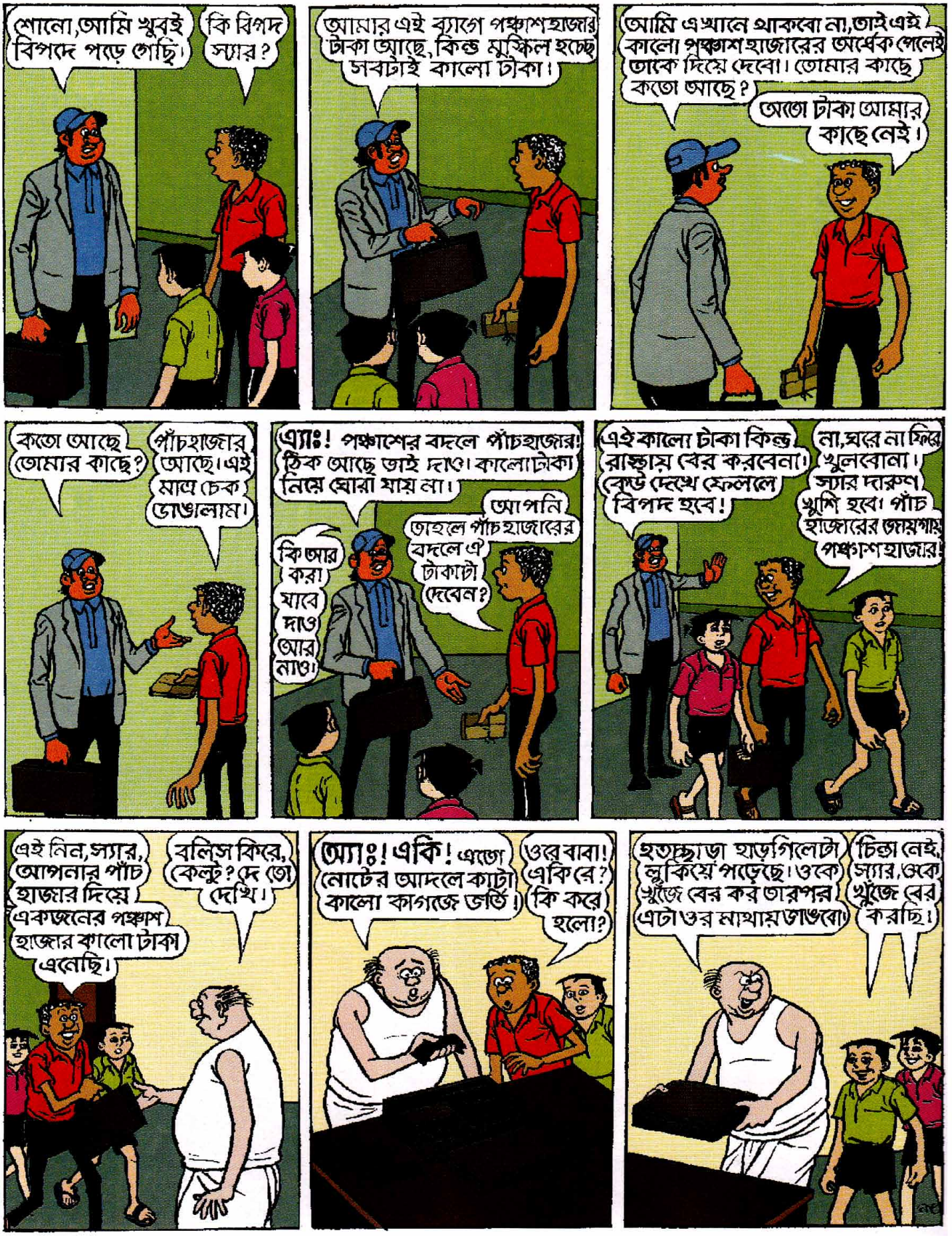
শোনো,আমি খুবই বিপদে পড়ে গেছি।
কি বিপদ স্যার?
আমার এই ব্যাগে পঞ্চাশহাজার টাকা আছে,কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সবটাই কালো টাকা।
আমি এখানে থাকবো না,তাই এই কালো পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক পেলেই তাকে দিয়ে দেবো। তোমার কাছে কতো আছে?
অতো টাকা আমার কাছে নেই।
কতো আছে তোমার কাছে?
পাঁচহাজার আছে। এই মাত্র চেক ভাঙালাম।
এ্যাঃ! পঞ্চাশের বদলে পাঁচহাজার! ঠিক আছে ভাই দাও। কালো টাকা নিয়ে ঘোরা যায় না।
আপনি তাহলে পাঁচ হাজারের বদলে ঐ টাকাটা দেবেন?
কি আর করা যাবে দাও আর নাও।
এই কালো টাকা কিন্তু রাস্তায় বের করবেনা। কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে!
না,ঘরে না ফিরে খুলবোনা। স্যার দারুণ খুশি হবে। পাঁচ হাজারের জায়গায় পঞ্চাশ হাজার!
এই নিন,স্যার, আপনার পাঁচ হাজার দিয়ে একজনের পঞ্চাশ হাজার কালো টাকা এনেছি।
বলিস কিরে, কেলু? দে তো দেখি।
অ্যাঃ! একি! এতো নোটের আদলে কাটা কালো কাগজে ভর্তি!
ওরে বাবা! একি রে? কি করে হলো?
হতচ্ছাড়া হাড়গিলেটা লুকিয়ে পড়েছে। ওকে খুঁজে বের কর তারপর এটা ওর মাথায় ভাঙবো।
চিন্তা নেই, স্যার,ওকে খুঁজে বের করছি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ









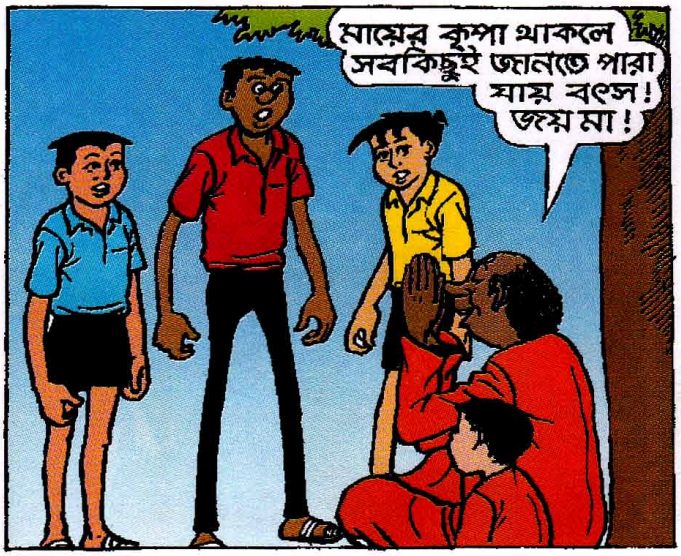

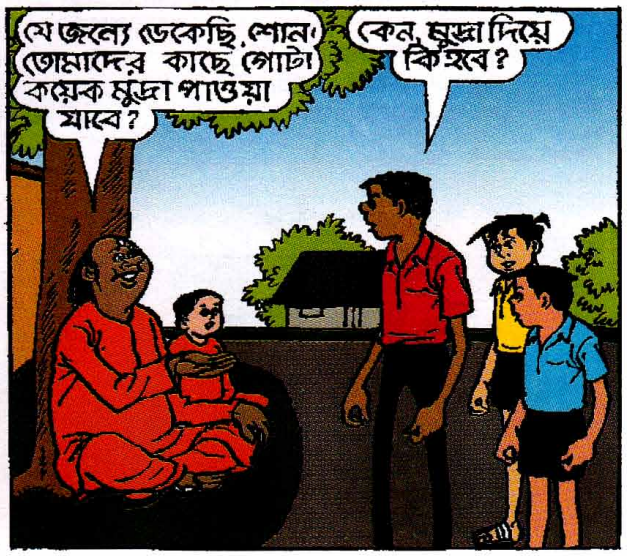


বিনা চিন্তা ভাবনায় দিয়ে দাও বাছারা। কিছু অর্থের খুবই প্রয়োজন। আমার এই ক্ষুদে চ্যালাটির খুবই খিদে সব সময়ই ওকে খাবার জোগান দিতে হয়।
আমার খুব খিদে পেয়েছে!
দু চার টাকা দিয়ে দে, নন্টে আর ফন্টে।
আমরা কেন দেবো? উনি তোমার কাছেই বাছা, বৎস বলে চেয়েছেন। তুমি দাও।
ফন্টে তো ঠিকই বলেছে, কেলুদা।
সবসময় আমার কাছে ক্যাশ থাকেনা সেটা তোরা জানিস তো। টাকাটা আমার হাতে দে।
তোমার ডায়ালগটা পাল্টাও তো কেলুদা! অন্য রকম কিছু ঝাড়ো! দে, নন্টে, তিনটে কয়েন দিয়ে দে!
এই নিন তিনটে কয়েন।
দাও। খুব উপকার করলে, তোমরা। তবে যেওনা, দাঁড়াও।
দেখো, বৎস, কেলুরাম, আর সঙ্গে তোমরাও। আমার হাতে তোমাদের দেওয়া তিনটি মুদ্রা। এবার দেখো—
জয় জয় মাগো আশিস ভরো হাতের মুদ্রা দ্বিগুন করো- দ্বিগুন করো!

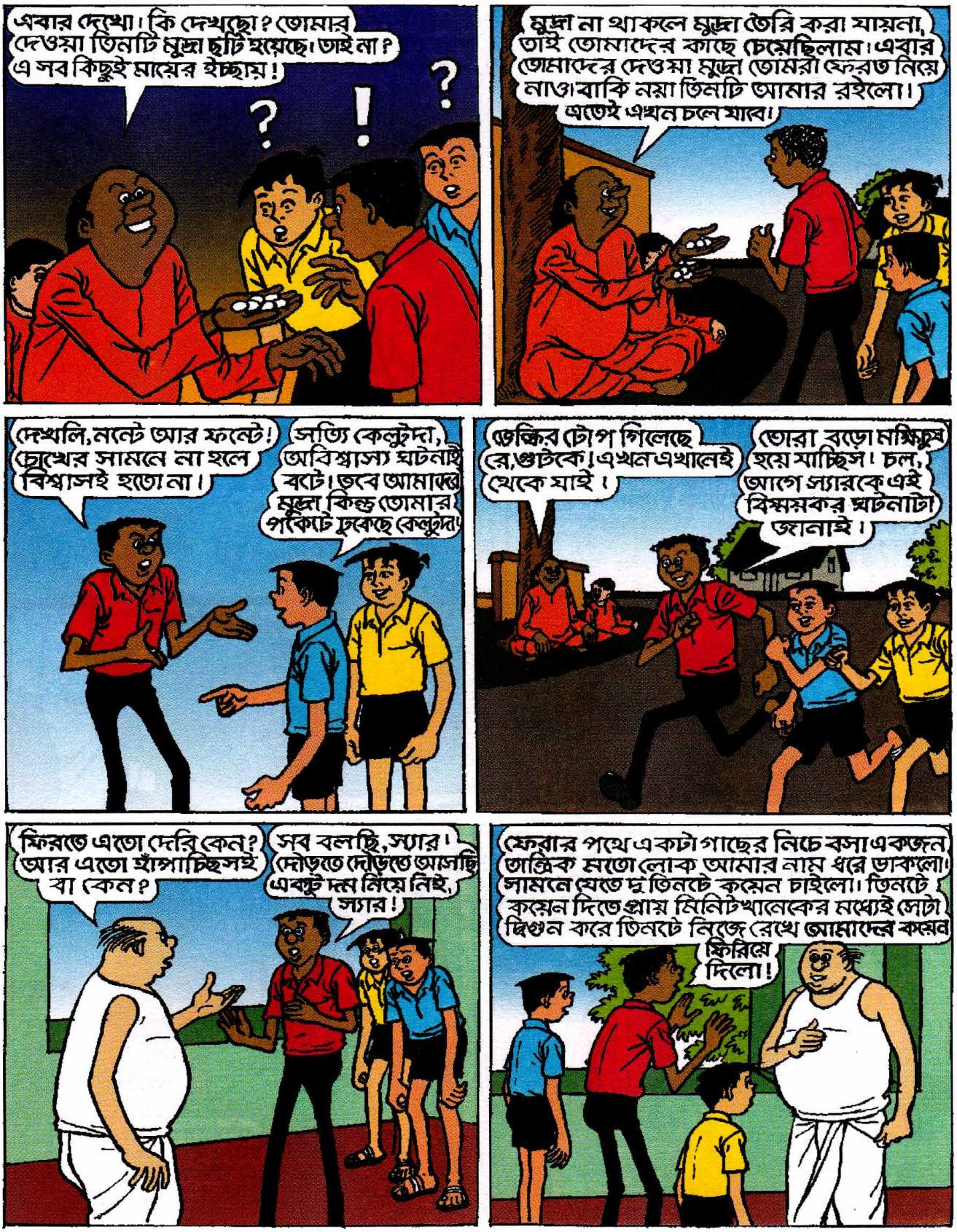
এবার দেখো। কি দেখছো? তোমার দেওয়া তিনটি মুদ্রা ছটি হয়েছে। তাই না? এ সব কিছুই মায়ের ইচ্ছায়!
? ! ?
মুদ্রা না থাকলে মুদ্রা তৈরি করা যায়না, তাই তোমাদের কাছে চেয়েছিলাম। এবার তোমাদের দেওয়া মুদ্রা তোমরা ফেরত নিয়ে নাও। বাকি নয়া তিনটি আমার রইলো।
এতেই এখন চলে যাবে।
দেখলি, নন্টে আর ফন্টে! চোখের সামনে না হলে বিশ্বাসই হতো না।
সত্যি কেলুদা, অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে। তবে আমাদের মুদ্রা কিন্তু তোমার পকেটে ঢুকেছে কেলুদা!
ভেল্কির টোপ গিলেছে রে, গুটকে! এখন এখানেই থেকে যাই।
তোরা বড়ো নমস্য ব্যক্তি হয়ে যাচ্ছিস। চল, আগে স্যারকে এই বিস্ময়কর ঘটনাটা জানাই।
ফিরতে এতো দেরি কেন? আর এতো হাঁপাচ্ছিসই বা কেন?
সব বলছি, স্যার। দৌড়তে দৌড়তে আসছি এবার দম নিয়ে নিই, স্যার!
ফেরার পথে একটা গাছের নিচে বসা একজন তান্ত্রিক মতো লোক আমার নাম ধরে ডাকলো। সামনে যেতে দু তিনটে কয়েন চাইলো। তিনটে কয়েন দিতে প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই সেটা দ্বিগুন করে তিনটে নিজে রেখে আমাদের কয়েন ফিরিয়ে দিলো!

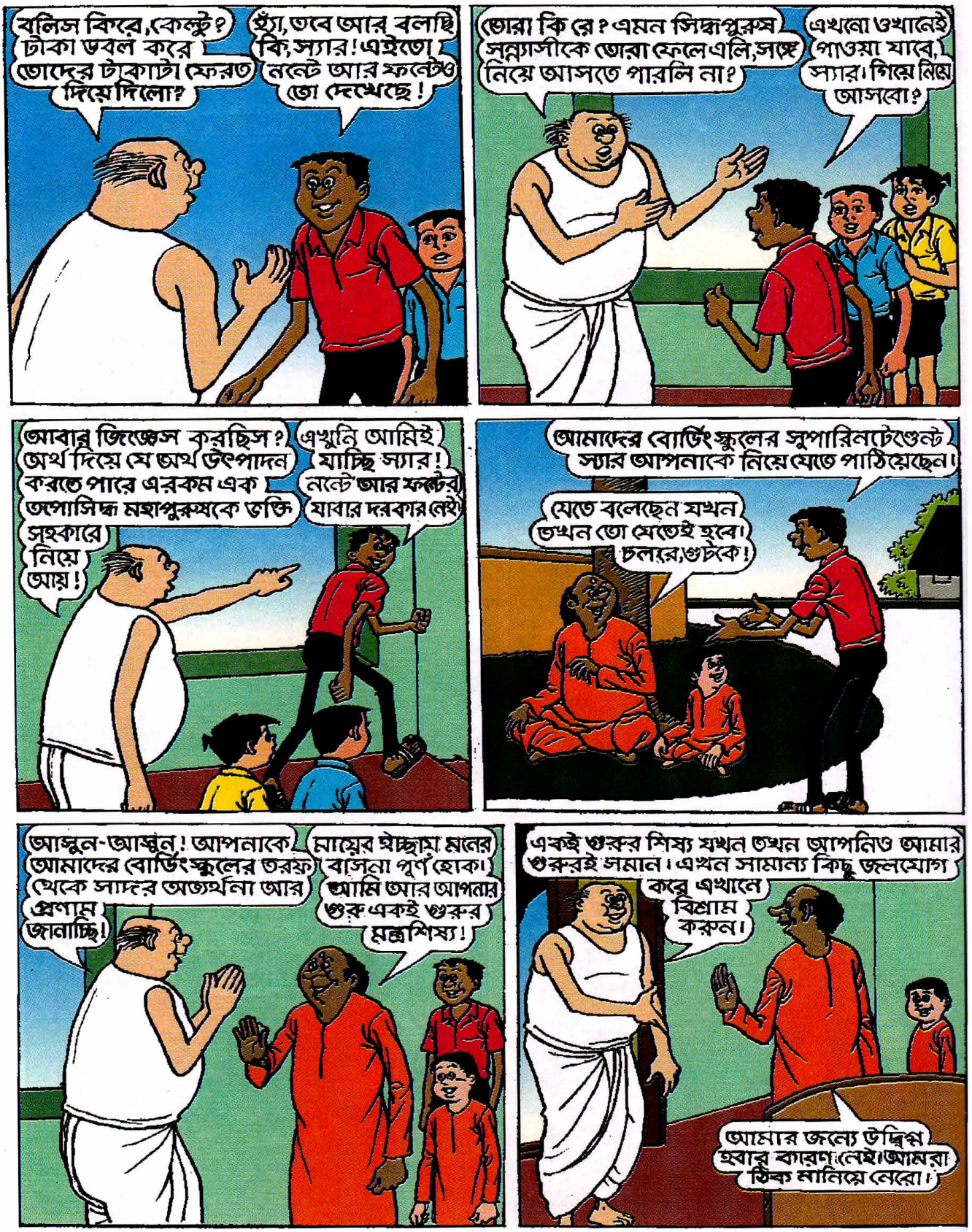
বলিস কিরে,কেল্টু? টাকা ডবল করে তোদের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলো?
হ্যাঁ,তবে আর বলছি কি,স্যার! এইতো নল্টে আর ফল্টেও তো দেখেছে!
তোরা কি রে? এমন সিদ্ধপুরুষ সন্ন্যাসীকে তোরা ফেলে এলি,সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলি না?
এখনো ওখানেই পাওয়া যাবে, স্যার। গিয়ে নিয়ে আসবো?
আবার জিজ্ঞেস করছিস? অর্থ দিয়ে যে অর্থ উৎপাদন করতে পারে এরকম এক তপোসিদ্ধ মহাপুরুষকে ভক্তি সহকারে নিয়ে আয়!
এখুনি আমিই যাচ্ছি স্যার! নল্টে আর ফল্টের যাবার দরকার নেই!
আমাদের বোর্ডিংস্কুলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।
যেতে বলেছেন যখন তখন তো যেতেই হবে। চলরে,গুটকে!
আসুন-আসুন! আপনাকে আমাদের বোর্ডিংস্কুলের তরফ থেকে স্যাদর অভ্যর্থনা আর প্রণাম জানাচ্ছি!
মায়ের ইচ্ছায় মনের বাসনা পূর্ণ হোক। আমি আর আপনার গুরু একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য!
একই গুরুর শিষ্য যখন তখন আপনিও আমার গুরুরই সমান। এখন সামান্য কিছু জলযোগ করে এখানে বিশ্রাম করুন।
আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আমরা ঠিক মানিয়ে নেবো।

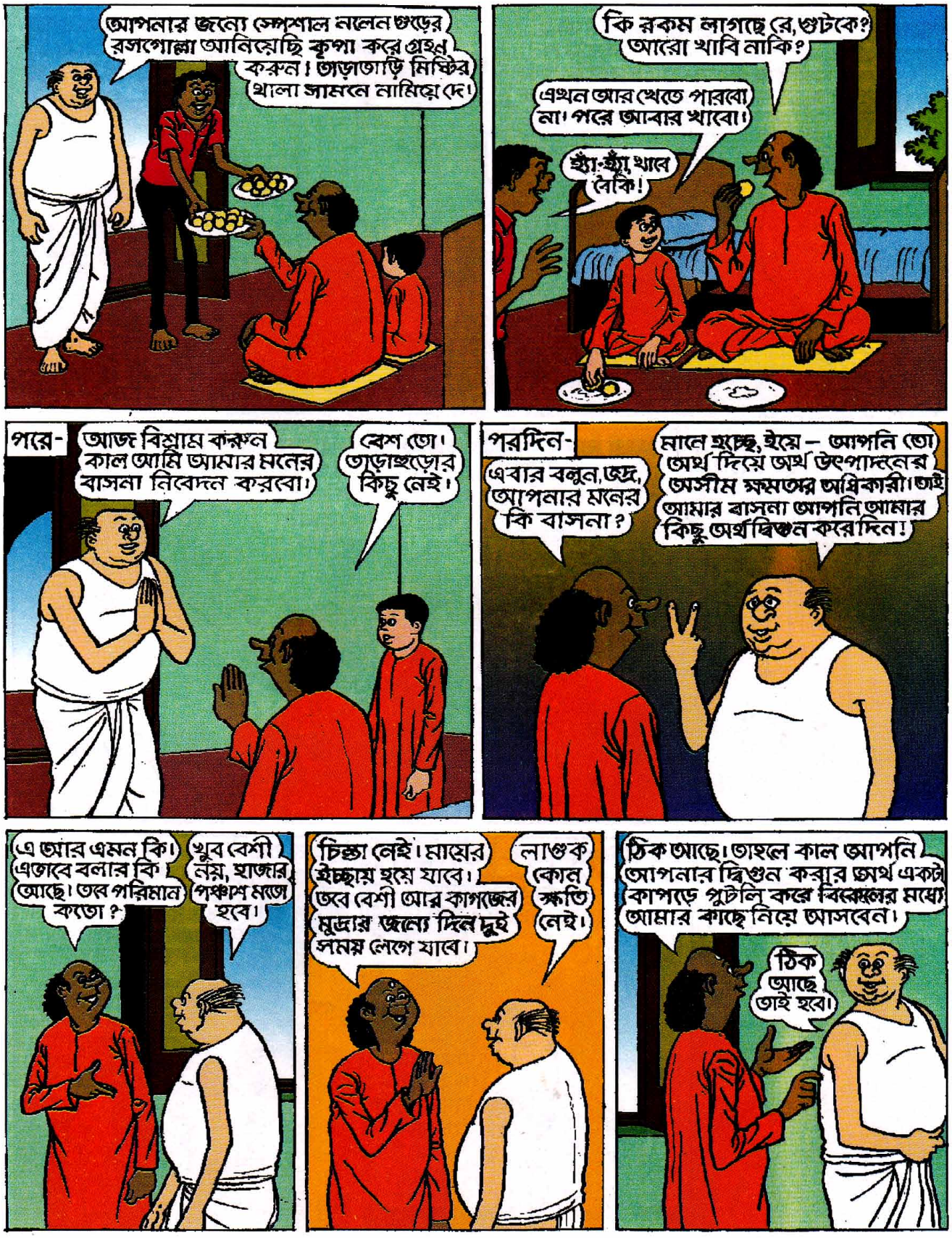
আপনার জন্যে স্পেশাল নলেন গুড়ের রসগোল্লা আনিয়েছি কৃপা করে গ্রহণ করুন। তাড়াতাড়ি মিষ্টির থালা সামনে নামিয়ে দে।
কি রকম লাগছে রে, গুটকে? আরো খাবি নাকি?
এখন আর খেতে পারবো না। পরে আবার খাবো।
হ্যাঁ-হ্যাঁ, খাবে বৈকি!
পরে-
আজ বিশ্রাম করুন কাল আমি আমার মনের বাসনা নিবেদন করবো।
বেশ তো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।
পরদিন-
এবার বলুন, ভদ্র, আপনার মনের কি বাসনা?
মানে হচ্ছে, ইয়ে – আপনি তো অর্থ দিয়ে অর্থ উৎপাদনের অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাই আমার বাসনা আপনি আমার কিছু অর্থ দ্বিগুন করে দিন!
এ আর এমন কি। এভাবে বলার কি আছে। তবে পরিমান কতো?
খুব বেশী নয়, হাজার পঞ্চাশ মতো হবে।
চিন্তা নেই। মায়ের ইচ্ছায় হয়ে যাবে। তবে বেশী আর কাগজের মুদ্রার জন্যে দিন দুই সময় লেগে যাবে।
লাগুক কোন ক্ষতি নেই।
ঠিক আছে। তাহলে কাল আপনি আপনার দ্বিগুন করার অর্থ একটা কাপড়ে পুটলি করে বিকেলের মধ্যে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।
ঠিক আছে তাই হবে।

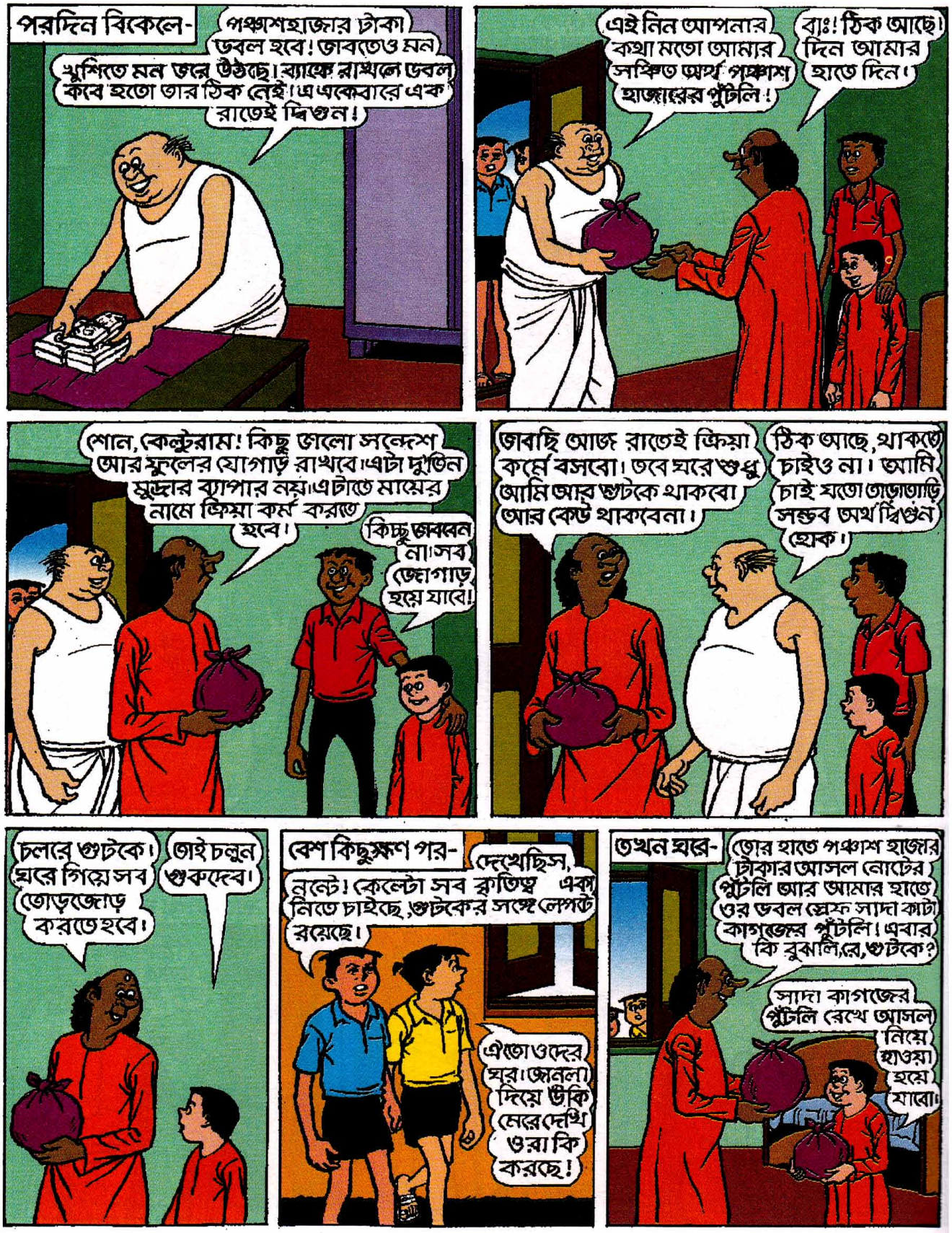
পরদিন বিকেলে-
পঞ্চাশহাজার টাকা ডবল হবে! ভাবতেও মন খুশিতে মন ভরে উঠছে। ব্যাঙ্কে রাখলে ডবল কবে হতো তার ঠিক নেই। এ একেবারে এক রাতেই দ্বিগুন!
এই নিন আপনার কথা মতো আমার সঞ্চিত অর্থ পঞ্চাশ হাজারের পুঁটলি!
ব্যঃ! ঠিক আছে। দিন আমার হাতে দিন।
শোন, কেলুটরাম! কিছু ভালো সন্দেশ আর ফুলের যোগাড় রাখবে। এটা দু'তিন মুদ্রার ব্যাপার নয়। এটাতে মায়ের নামে ক্রিয়া কর্ম করতে হবে।
কিচ্ছু ভাববেন না। সব জোগাড় হয়ে যাবে!
ভাবছি আজ রাতেই ক্রিয়া কর্মে বসবো। তবে ঘরে শুধু আমি আর গুটকে থাকবো আর কেউ থাকবেনা।
ঠিক আছে, থাকতে চাইও না। আমি চাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্থ দ্বিগুন হোক।
চলরে গুটকে। ঘরে গিয়ে সব তোড়জোড় করতে হবে।
জাই চলুন গুরুদেব।
বেশ কিছুক্ষণ পর-
দেখেছিস, নন্টে! কেলটো সব কৃতিত্ব একা নিতে চাইছে, গুটকের সঙ্গে লেগটে রয়েছে।
ঐতো ওদের ঘর। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ওরা কি করছে!
তখন ঘরে-
তোর হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার আসল নোটের পুঁটলি আর আমার হাতে ওর ডবল স্রেফ সাদা কাটা কাগজের পুঁটলি! এবার কি বুঝলি,রে,গুটকে?
সাদা কাগজের পুঁটলি রেখে আসল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবো!


কি সাংঘাতিক ব্যাপার রে, নন্টে! এরা হচ্ছে ঠকবাজ! লোভ দেখিয়ে স্যারের টাকা হাতাবার তাল করেছে। এটা আটকাতেই হবে!
দাঁড়া, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে!
আমরা একটা নকল পুঁটলি তৈরি করে মওকা বুঝে টাকার পুঁটলি সরিয়ে নকল পুঁটলি রেখে আসবো।
দারুণ প্ল্যান!
সেইমতো
আমি কেলুরামকে একটু তুজুং দিয়ে আসি, তুই পুঁটলির কাছে থাক।
এই মওকা ফন্টে!
এই গুটকে, রসগোল্লা খাবি?
হ্যাঁ, খাবো!
তাহলে শিগগির চলে আয়!
তখন আরো চেয়েছিলি কিন্তু দেয়নি, এখন আমি দিচ্ছি খা!
উলস! রসগোল্লাগুলো কি ভালো!
ব্যাটা ঠক জেকুধারী জানতেও পারলোনা যে কি ঘটে গেলো!
হ্যাঁ, খাটের তলাতেই থাক। ভোর রাতে কেটে পড়ার সময় তুলে নিয়ে যাবো। এবার বেশ মোটা টাকা হাতানো যাবে রে, গুটকে!
মধ্যরাতে-
মিস্টি আর মালা দাও। এবার কাজে বসবো। চলুন, ভিতরে দাঁড়াবেন।
এই নিন।
শুরু হলো অর্থ ডবলের প্রক্রিয়া-
হিংটিং ছট- অর্থ ডবল হোক ঝটপট। অং বং চং অর্থ ডবলং ডবলং ডবলং!


একঘণ্টা পর-
ক্রিয়াকর্ম শেষ, এই নিন প্রসাদ। খেয়ে এখন শুয়ে পড়ুন। এখন দরজা বন্ধ। কাল সকালে খুব ভক্তি সহকারে পুঁটলি খুলবেন, চলরে, গুটকে
আমরাও একটু ঘুমিয়ে নিই।
কখন সকাল হবে রে, কেলটু? তর আর সইছেনা। এদিকে আবার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।
আমারও, স্যার!
এদিকে ভোর রাত্রে-
পা চালা, গুটকে ভোর হওয়ার আগেই এই ভল্লাট ছেড়ে যেতে হবে। আমি অবশ্য প্রসাদে চেতনা হরণ চূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছি সহজেই ওদের ঘুম ভাঙবে না।
পরদিন সকালে-
ওঃ! জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! পুঁটলিটা বেশ বড়-বড় লাগছে। এবার খুলে দেখি পাঁচটা বাণ্ডিল কেমন দশটা হয়ে আছে!
খুলতেই-
একি! টাকা কোথায়? এতো খবরের কাগজ কাটা টুকরোর বাণ্ডিল! ওরে- কেলটু!
কি হলো, স্যার? টাকা ডবল হয়েছে স্যার?
দ্যাখ, একটা ঠক এনে ভুলে ছিলি! আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে কাগজের বাণ্ডিল রেখে আসল টাকা নিয়ে পালিয়েছে!
না, স্যার! পারেনি! এইযে আপনার আসল টাকার পুঁটলি। ওরা যেটা নিয়ে গেছে সেটা আপনার মতোই পুঁটলি!
ওঃ! তোরা বাঁচালি! দে, পুঁটলিটা দে!
তোর জন্যেই এটা হতে যাচ্ছিলো, কেলটু। গুরুত্ব বিবেচনা করে তোকে মনিটরিত্ব থেকে খারিজ করে নন্টে আর ফন্টেকে দিলুম। আর যে টাকা রক্ষা পেলো তার থেকে কিছু নিয়ে পিকনিক হবে, কিন্তু কেলটু বাদ।
আমাদের স্যার, যুগ যুগ জীও!

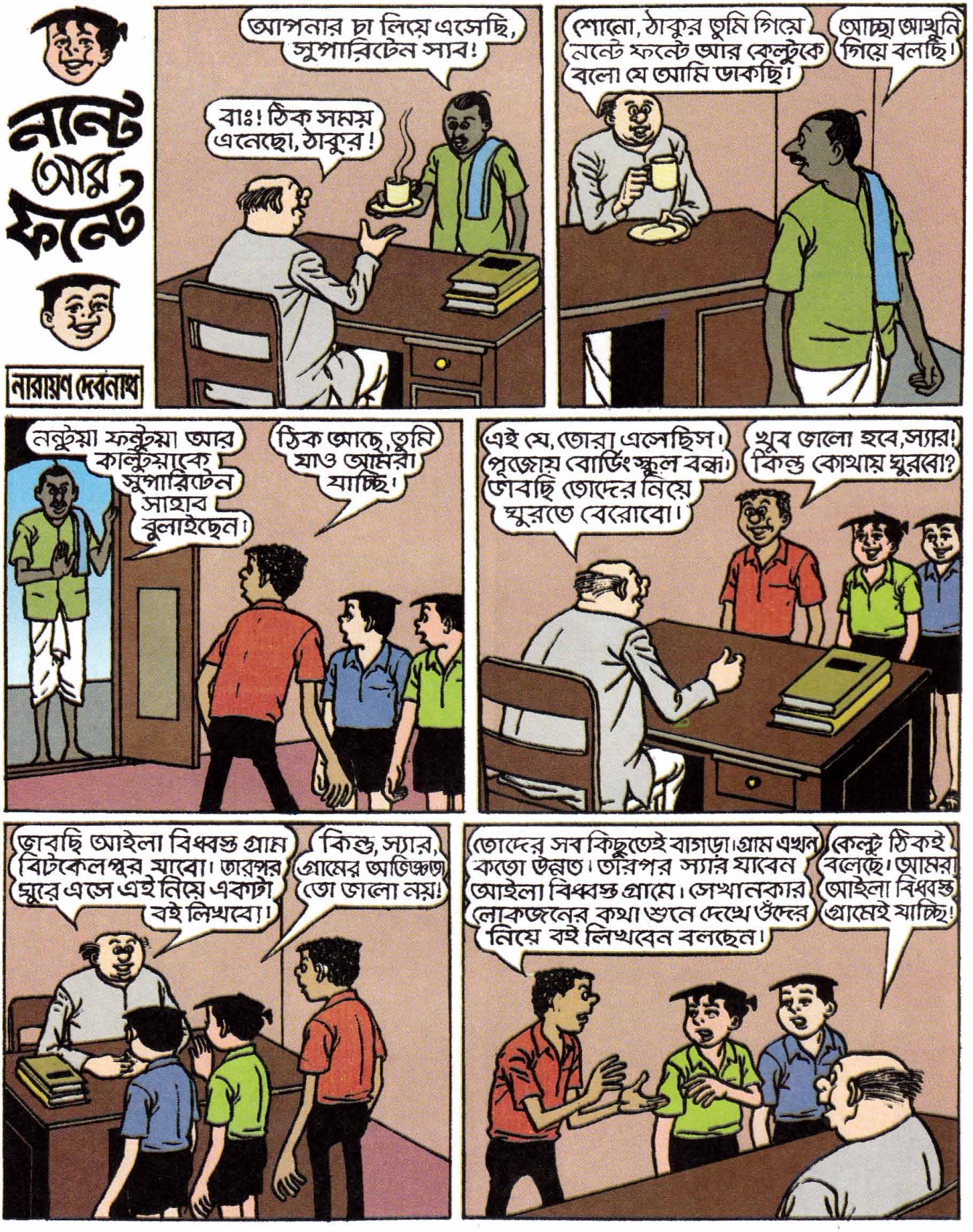
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আপনার চা লিয়ে এসেছি, সুপারিটেন স্যাব!
বাঃ! ঠিক সময় এনেছো, ঠাকুর!
শোনো, ঠাকুর তুমি গিয়ে নন্টে ফন্টে আর কেলুটকে বলো যে আমি ডাকছি।
আচ্ছা আখুনি গিয়ে বলছি।
নন্টুয়া ফন্টুয়া আর কালুটুয়াকে সুপারিটেন সাহাব বুলাইছেন।
ঠিক আছে, তুমি যাও আমরা যাচ্ছি।
এই যে, তোরা এসেছিস। পূজোয় বোর্ডিং স্কুল বন্ধ। ভাবছি তোদের নিয়ে ঘুরতে বেরোবো।
খুব ভালো হবে, স্যার! কিন্তু কোথায় ঘুরবো?
ভাবছি আইলা বিধ্বস্ত গ্রাম বিটকেলপুর যাবো। তারপর ঘুরে এসে এই নিয়ে একটা বই লিখবো।
কিন্তু, স্যার, গ্রামের অভিজ্ঞতা তো ভালো নয়!
তোদের সব কিছুতেই বাগড়া। গ্রাম এখন কতো উন্নত। তারপর স্যার যাবেন আইলা বিধ্বস্ত গ্রামে। সেখানকার লোকজনের কথা শুনে দেখে ওঁদের নিয়ে বই লিখবেন বলছেন।
কেলুট ঠিকই বলেছে। আমরা আইলা বিধ্বস্ত গ্রামেই যাচ্ছি!

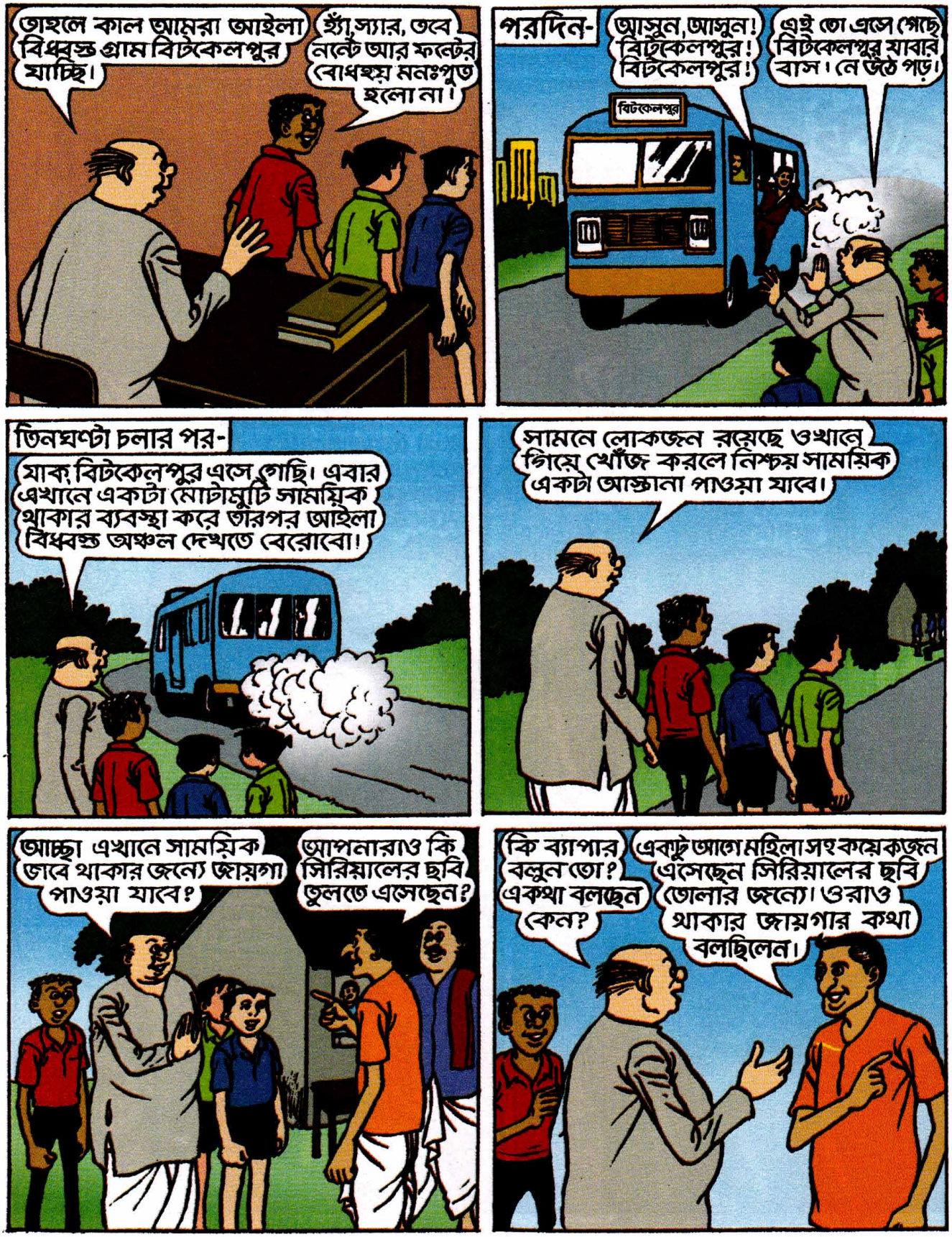
তাহলে কাল আমরা আইলা বিধ্বস্ত গ্রাম বিটকেলপুর যাচ্ছি।
হ্যাঁ স্যার, তবে নন্টে আর ফন্টের বোধহয় মনঃপুত হলো না।
পরদিন-
আসুন, আসুন! বিটকেলপুর! বিটকেলপুর!
বিটকেলপুর
এই তো এসে গেছে বিটকেলপুর যাবার বাস। নে উঠে পড়।
তিনঘণ্টা চলার পর-
যাক, বিটকেলপুর এসে গেছি। এবার এখানে একটা মোটামুটি সাময়িক থাকার ব্যবস্থা করে তারপর আইলা বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে বেরোবো।
সামনে লোকজন রয়েছে ওখানে গিয়ে খোঁজ করলে নিশ্চয় সাময়িক একটা আস্তানা পাওয়া যাবে।
আচ্ছা এখানে সাময়িক ভাবে থাকার জন্যে জায়গা পাওয়া যাবে?
আপনারাও কি সিরিয়ালের ছবি তুলতে এসেছেন?
কি ব্যাপার বলুন তো? একথা বলছেন কেন?
একটু আগে মহিলা সহ কয়েকজন এসেছেন সিরিয়ালের ছবি তোলার জন্যে। ওরাও থাকার জায়গার কথা বলছিলেন।

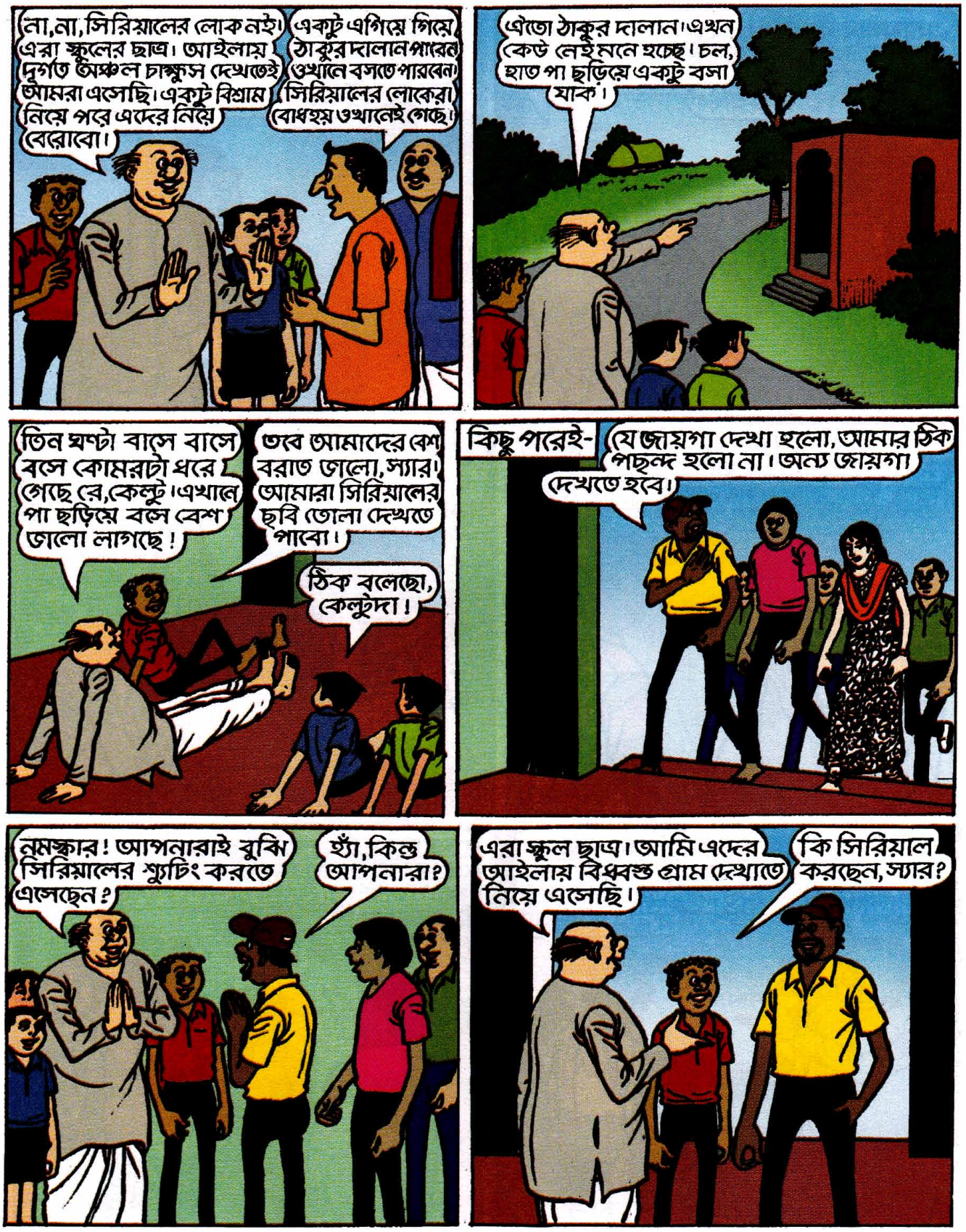
না,না,সিরিয়ালের লোক নই। এরা স্কুলের ছাত্র। আইলায় দুর্গত অঞ্চল চাক্ষুস দেখতেই আমরা এসেছি। একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে এদের নিয়ে বেরোবো।
একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুর দালান পাবেন ওখানে বসতে পারবেন। সিরিয়ালের লোকেরা বোধহয় ওখানেই গেছে।
ঐতো ঠাকুর দালান। এখন কেউ নেই মনে হচ্ছে। চল, হাত পা ছড়িয়ে একটু বসা যাক।
তিন ঘণ্টা বাসে বাসে বসে কোমরটা ধরে গেছে রে,কেলু। এখানে পা ছড়িয়ে বসে বেশ ভালো লাগছে!
তবে আমাদের বেশ বরাত ভালো,স্যার! আমারা সিরিয়ালের ছবি তোলা দেখতে পাবো।
ঠিক বলেছো, কেলুদা!
কিছু পরেই-
যে জায়গা দেখা হলো, আমার ঠিক পছন্দ হলো না। অন্য জায়গা দেখতে হবে।
নমস্কার! আপনারাই বুঝি সিরিয়ালের শ্যুটিং করতে এসেছেন?
হ্যাঁ,কিন্তু আপনারা?
এরা স্কুল ছাত্র। আমি এদের আইলায় বিধ্বস্ত গ্রাম দেখাতে নিয়ে এসেছি।
কি সিরিয়াল করছেন, স্যার?


রামায়নের কাহিনী অবলম্বনে নতুন আঙ্গিকে সীতার বস্ত্রহরণ নামে ভিন্নধর্মী একটা ধারাবাহিক করছি।
বলেন কী? বস্ত্রহরণ তো মহাভারতের ঘটনা, দ্রৌপদীর হয়েছিলো!
সেটা ঠিকই। কিন্তু ঐযে বললুম নতুন আঙ্গিকে রামায়ন আর মহাভারতের কাহিনীকে পাঞ্চ করে এই সিরিয়াল তৈরি করছি। এক্সপেরিমেন্টও বলতে পারেন।
দর্শক এসব মেনে নিয়ে দেখবে?
দেখবে মানে? দেখুন না ক হাজার রাত্রি চলে! সবাই নতুন কিছু দেখতে চায়।
এই যে, এ হলো আমার নতুন মেগা সিরিয়াল সীতার বস্ত্র-হরণের নায়িকা।
নমস্কার! ঢেঙ্কুদা কিন্তু দারুণ পরিচালক!
অবশ্যই! যিনি মহাভারতের ঘটনাকে রামায়নে মিশিয়ে দিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই দারুণ!
এরকম আরো কাহিনী নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার ইচ্ছে আছে।
ঢেঙ্কুদা! শ্যুটিং স্পট দেখবে চলো। আগের স্পট তো ভালো লাগেনি বলেছো।
চলো। কিন্তু এখনো তো রাবন মানে ঢোলবাবু এসে পৌঁছোলো না?


বাঃ! এই তো, এই বাঁধানো বটগাছের নিচেই সীতার বস্ত্রহরণের শ্যুটিং হবে। কিন্তু রাবন তো এখনো এসে পৌঁছোলো না।
রাবন এসে না পৌঁছোলে তো শ্যুটিং ক্যানসেল করতে হবে! তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে! এখুনি ঢোলবাবুকে পাত্তা করো।
এখুনি পাত্তা করছি, ডেঙ্গুদা।
এই মরেচে! কি সর্বনাশ! তাহলে কি হবে ঢোলবাবু?
কি হলো, টিংলু? ঢোলবাবু কখন আসছেন?
ঢোলবাবু আসতে পারবেন না। ও নাকে ডেঙ্গুতে ধরেছে!
সর্বনাশ! কি হবে রে, টিংলু? আর ভাবতে পারছি না।
আচ্ছা, ডেঙ্গুদা, যে লোকটা তিনটে ছেলেকে নিয়ে আইলা দেখতে এসেছেন, ওঁকে দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যায় না?
দারুণ মানাবে কিন্তু!
ঠিক বলেছিস। শিগগির চল।
ঠাকুর দালানে ফিরে-
রাবন যার করার কথা সেই ঢোলবাবুকে ডেঙ্গুতে ধরেছে। এখন আপনিই ভরসা। রাবন আপনাকেই করতে হবে, দাদা!
সেকি! কিন্তু আমি কি পারবো?


নেমে যান,স্যার! আমরা টি ভিতে আপনাকে দেখতে পাবো!
বলছিস? ঠিক আছে! তাহলে নেমে পড়ি!
তাহলে চলুন, তাড়াতাড়ি!
মেকআপ ম্যান, ক্যামেরা, লোকজন নিয়ে তুমি স্পটে চলে এসো,আমরা এগোচ্ছি!
ঠিক আছে, ঢেঙ্কুদা! সবাইকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।
ঘণ্টা দুই পর -
এবার শ্যুটিং শুরু হবে! সীতাকে নিয়ে এসো টিংলু।
আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে স্যার! একেবারে সত্যিকার রাবনের মতো!
দৃশ্যটা হচ্ছে ,মহাভারতের কুরুরাজ দুর্যোধনের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনার মতো আপনি লঙ্কার রাজা রাবন সীতা হরণের বদলে বস্ত্র হরণ করছেন, ঠিক আছে?
দুটো কাহিনীকে কি ভাবে প্যাঙ্ক করেছি বুঝেছেন তো আপনারা?
সুন্দর ভাবে বুঝেছি। অভিনয়ে সেটা বুঝতে পারবেন!
স্টার্ট, ক্যামেরা! অ্যাক্শান!


রামের ঘরনী, সীতে! আজ তোর বস্ত্র করিয়া হরণ
রামায়নে গড়িবো আমি নয়া অধ্যায়!
দারুণ হচ্ছে! চালিয়ে যান।
রক্ষা করো, রক্ষা করো! নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করো!
ঈশ্বর!
স্যারের অ্যাক্টিং দেখেছিস, নব্বই আর ফল্কে!
আজ বস্ত্র হরণ হবেই! কেউ বাঁচাতে পারবেনা! হাঃ-হাঃ!
সেই সময়-
চলুন, মোড়লজাই আইলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের জন্যে নাকি ত্রাণ এয়েচে। গিয়ে দেখে আসি।
চলো, দেখি যদি দু'একখানা ধুতি, শাড়ী জোটে!
রক্ষা করো! পাষণ্ড আমার বস্ত্র হরণ করে নিচ্ছে!
শুনেছেন মোড়লমশাই? নারীকণ্ঠের আর্তনাদ!
আমাদের গাঁয়ে এসে নারীর বস্ত্র হরণ? চলো তো পেদুরাম, দেখি আমার হাতে কার আবার মরণ ঘেনে এয়েচে?
আর কোন ভয় নেই, মাজননী! দেখি কার কতো বুকের পাটা যে তোমার বস্ত্র কেড়ে নেয়!


ব্যাটা, ছদ্মবেশে তুমি এসেছো আমাদের গাঁয়ে নারীর বস্ত্র হরণ করতে? লাঠি পেটা করে গাঁ ছাড়া করবো!
পালান,স্যার!
পালাবে কোথায়? লাঠির ঘায়ে মাথা দু'ফাঁক করে দেবো!
ওরে, নন্টে আর ফন্টে, কেলটু, তোরা কোথায়? আমাকে তোরা বাঁচা!
বাঁচতে হলে দৌড়োন,স্যার!
একি মাথা ঢাকা পড়লো কিসে?
ওরে বাবা রে গেলুম রে!
থামবেন না,স্যার! আমরা এখনো বিপদের সীমারেখা পেরোইনি। কোথা দিয়ে কে কখন হামলা করবে কে জানে?
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
এই যে,স্যার, আমি এসে গেছি।
হতচ্ছাড়া কেলুটাকে দেখছি না,ও আসেনি?
গ্রামে আইলা বিধ্বস্তদের তোদের দেখাতে গিয়ে কেলুর পরোচনায় পড়ে আমিই এখন বিধ্বস্ত হয়ে ফিরেছি! আমার এই অবস্থার জন্য তোকে একশোবার কান ধরে ওঠবোস করতে হবে!
তখন বলেছিলাম যে গ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের ভালো নয়!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ
















তাহলে শোন- (ফিস-ফিস) (ফিস-ফিস) কেমন লাগলো বল?
ওঃ,দারুণ ভেবেছিস,নন্টে! এখন শুধু গুছিয়ে চোর পাকড়াবার ব্যবস্থা করা!
সেদিন বিকেলে-
শিগগির চলুন স্যার! মনে হলো রান্নাঘরে কেউ যেন ঢুকলো!
তাই নাকি! ধরলে ব্যাটার পিণ্ডি চটকে দেবো!
কেলুদা,শিগগির চলো! একজন সন্দেহজনককে দেখলুম গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে এগোতে!
বটে! দাঁড়া,লাঠিটা নিয়ে নিই। ব্যাটাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করে নেবো!
দ্যাখো, কেলুদা! ঐযে গুটি গুটি যাচ্ছে!
ব্যাটাকে এমন গো-বেড়েন দেবো যে,চুরি করে খাওয়ার মজাটা টের পাবে!
নিঃশব্দে গিয়ে ঝপাৎ করে হাতেনাতে ধরবো।
এবার বুঝবে চুরি করে খাওয়ার মজা!
কেমন লাগছে এটা,খাদ্য চোর? স্যারকে ডেকে নিয়ে আয়,নন্টে। আমি ততক্ষণ হাতের সুখ করে নিই!
দমাস!
ওফস!
এ-একি! স্যার,আপনি? আমি ভেবেছিলাম খাদ্য চোর-
তাই ভেবে লাঠি দিয়ে আমাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করতে চাইছিলি?
এবার আমি তোর পিঠে এটা না ভাঙা পর্যন্ত হাতের সুখ করে যাবো, ছুচো মর্কট কোথাকার!
খাদ্যচুরি কেলুদা আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলো, এখন নিজের পিঠ বাঁচাতেই ব্যস্ত!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ











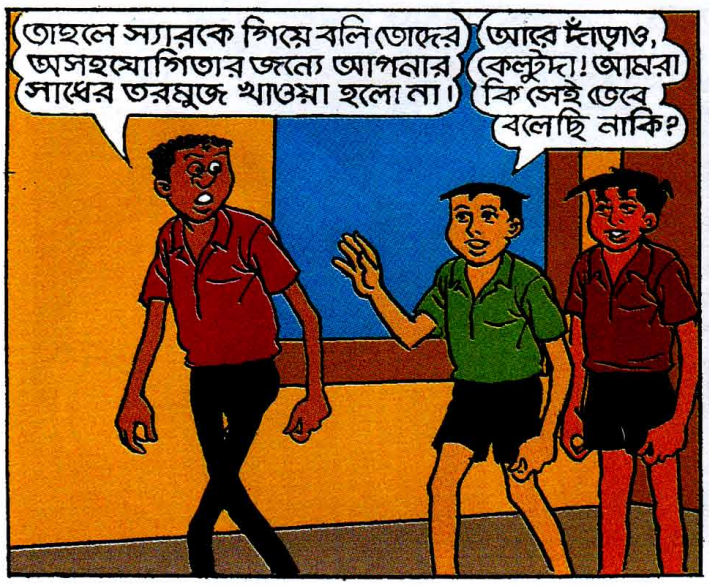




এটা নিয়ে যাও। খুব মিস্টি হোবে। পুরা পাঁচ কিলো আছে শ' রুপেয়া দেও।
এটাই ভালো হয়েছে! স্যার খুব খুশি হবে।
টাকাটা দিয়ে দে, নন্টে আর ফন্টে।
সেকি দাম আমাদের দিতে হবে নাকি?
তোরাই তো দিবি। তোরাই তো আমাকে স্যারের গুড বুকে রেখেছিস। এবার তরমুজটা নিবি না ফেরত দিবি? স্যারকে গিয়ে বলতে হবে তোরা কিনতে দিলি না!
খুব হয়েছে। দে নন্টে পঞ্চাশটা টাকা দে।
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
তরমুজটা এখানে থাক, স্যারকে খবরটা দিয়ে আসি।
অপারেশন তরমুজ এই মওকায় সেরে ফ্যাল নন্টে!
চল, নন্টে আর ফন্টে! স্যারকে তরমুজ খাইয়ে আসি।
তুমিই গিয়ে খাওয়াও আমরা পরে যাচ্ছি।
ঠিক সময়ে অপারেশনটা করে দিয়েছি।
এক্টু পরে -
দেখুন, স্যার! আপনার জন্যে সেরা বড়ো ফারাক্কার তরমুজ নিয়ে এসেছি।
খাসা জিনিস! তোর জন্যেই তরমুজ খাওয়ার ইচ্ছে পূরণ হবে রে, কেলু!
এক টুকরো খেয়ে দেখুন, স্যার! চিনির মতো মিস্টি হবে!
তুই যখন এনেছিস তখন তো হবেই -
কি হলো, স্যার? কোন গোলমাল?
অ্যাকচু! মালেতেই গোলমাল! তরমুজে এতো বিষের মতো তেতো হয়?
বিষাক্ত তরমুজ খাইয়ে আমাকে মারার ফন্দি? হতচ্ছাড়া পাজি মর্কট! এই নে তোর তরমুজ!
না-না, স্যার! ঘোক্‌ৎ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ







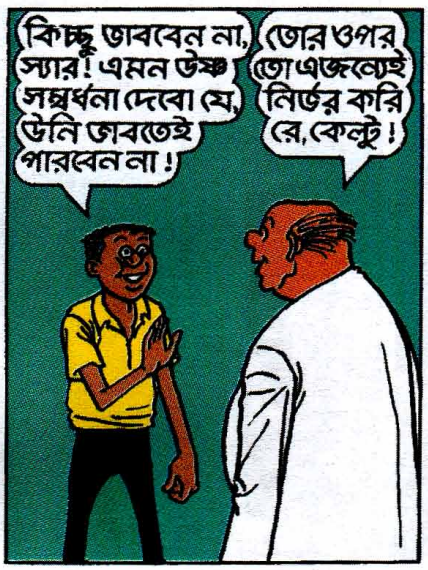










ল্যাসোটা দে, তারপর জানি কিনা তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি!
ঠিক আছে! এই নাও, দেখাও!
ইস! ছোঁড়ার সময় হাতটা একটু বেঁকে যাওয়ায় ফস্কে গেলো।
কি হলো, কেলুদা? তুমিও তো খুঁটিটায় লাগাতে পারলে না!
কারণটা হলো আমি তো মানুষ ছাড়া অন্য কিছুতে প্রয়োগ করিনি তাই। কিন্তু মানুষ হলে আমার চোখ বেঁধে দিলেও আমি ঠিক ধরবো!
সেইমতো-
গেটের কাছ থেকে জেরে ঢুকবি। যখন বলবো তখন ঢুকবি। চলন্ত অবস্থায় ধরবো। নে, এবার ঢোক ফন্টে!
তোমার কথামতো ঢুকছি, কেলুদা।
ঠিক সময়েই এসে গেছি।
দ্যাখ, তোর পায়ের শব্দতেই তুই ঠিক কোনখানে আন্দাজ করেই তোকে ল্যাসোতে ধরেছি! এবার একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তোকে কুপোকাত করে-
আরে, আরে একি?
এতো ফন্টের গলা নয়! চোখের বাঁধন খুলে দেখতে হচ্ছে তো!
ওরক!
এতো পরিদর্শক!
ওফস!
আমাকে এভাবে লাঞ্ছনা? আমি আপনার বোর্ডিং স্কুলের অনুদান বন্ধ করে দেবার জন্যে রিপোর্ট দেবো!
পরে-
হতচ্ছাড়া হাড়গিলেটা গেলো কোথায় বলতো? ওকে পেলে এই দড়ি দিয়ে আমি মর্কটটাকে উষ্ণতর সম্বর্দ্ধনা দেবো!
কেলুদা ঐ দিকে ছুটে পালালো, স্যার!


নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ছেলেদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা এই এক কৌটো ভর্তি লোভনীয় খাবার আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে আয়েশ করে সাবাড় করে বড়দিন উদ্‌যাপন করবো, হেঃ হেঃ!
কেলেটা কিরকম দারুণ সব খাবার হাতিয়ে নিয়েছে, দেখেছিস?
এই চোম্বকটা আটকে দিয়ে আমরা ওর কৌটোটা টেনে নেবো!
আর ও বেকুব হয়ে তাকিয়ে দেখবে!
এবার এগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবো...
ঐ তো ওখানে কৌটোটা!
এবার ওটাতে এই চোম্বকটা ছুঁড়ে লাগিয়ে দিই!
কৌটোটা এখন টেবিলটার নীচে বরং রেখে দি যদি স্যার এসে পড়েন ... এটা আবার কি হলো?
এবার ওটা আমি আমার দিকে টেনে আনি!
হুরুক!
নরেচে! কৌটোর বদলে কেলেটাকে টেনে এনেছি!


গররর! হতচ্ছাড়ারা! এই তোরাও এটা নে!
ধেৎ! ও মাথা নীচু করে এড়িয়ে গেলো আর চোসকটা স্যারের পড়ার ঘরে ঢুকে গেলো!
এটা আবার কি...?
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার দেখে ফেলার আগেই এটা টেনে নি!
এসব কি ব্যাপার ঘটছে?
ঢকাস
ওফ্!
গররর! ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে চোট দেওয়া? এই দ্যাখ্!
স্যার আর কেল্টো দুজনেই এখন খুব ব্যস্ত। চল, খাবারের কৌটোটা নিয়েএসে সবাই মিলে বড়দিন উৎসব করি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ


















একি!
উফ্! আজকের দিনটাই আমার খারাপ! প্রথমে কেলেটা খাবার হাতিয়ে নিলো, আর এখন স্কেট-বোর্ডটা ছুটে বেরিয়ে গেলো!
এই বেড়ার পেছনে বসে নিশ্চিন্তে এগুলো সাঁটাবো।
এই পেট্রলের টিনটাকে আমি বসার জন্য ব্যবহার করতে পারি।
ইরক্!
গেছি রে!
তাড়াহুড়ো করে খাবার দরকার নেই, ফন্টে! কারণ কেলেটার পা বেড়ার রেলিংএর ফাঁকে সেঁটে গেছে। কেটে বের না করার আগে আর নড়তে পারবে না!
গরর্! এখান থেকে ছাড়া পাই তারপর তোদের কি রকম নাড়া দিই দেখবি!